…বো সিরিজ

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

মহাকবি কালিদাস বিরচিত

[illegible]—অন্বয় সঙ্গে ব্যাখ্যা—তাৎপর্য্য—বিবরণ—অনুবাদ

প্রথম ভাগ

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

সংস্কৃত সাহিত্য, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারব্রত
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
ও
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত—[illegible]—পরিস্ফুট ভাব-সৌন্দর্য্য-শোভিত

[চতুর্থ সংস্করণ হইতে পুনর্মুদ্রণ]

দশম সংস্করণ
১৩৫৬

মূল্য—তিন টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকের নিবেদন

অমর কবি কালিদাসের গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ড এত দিনে প্রকাশিত হইল। আরও দুই খণ্ডে গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ হইবে।

বসুমতীর স্বত্বাধিকারী, বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম সুহৃৎ, আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে এই সম্পাদন-কার্য্যের জন্য প্রথম যখন অনুরোধ করেন, এবং আমিও স্বীকার করি, তখন কিন্তু ইহার গুরুত্ব সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। লিখিতে বসিয়া ক্রমে বুঝি যে, মদপেক্ষা কোনো যোগ্যতর ব্যক্তির উপর এ ভার ন্যস্ত হইলেই সঙ্গত এবং শোভন হইত।

মূল, অন্বয়, বঙ্গার্থ, তাৎপর্য্য, বিবরণ, প্রধানতঃ এই কয় অংশে গ্রন্থাবলী নিবদ্ধ হইয়াছে। আবশ্যক স্থলে, অন্বয়মুখে সরল সংস্কৃতে, যেখানে সম্ভব, মল্লিনাথের পদাঙ্কানুসরণে ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। কোথায়—কোন্ কবিতার এবং কবির উক্তির ব্যঞ্জনালভ্যমর্ম্ম কি প্রকার, তাহাও 'তাৎপর্য্যে' প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছি। 'বিবরণে' কালিদাস-যুক্ত স্থান-সমূহের ভৌগোলিক সংস্থান বিবৃত হইয়াছে।

লিখিতে বসিয়া—সারা জীবন যে মহাকবির গ্রন্থাবলীর পাঠে এবং পাঠনায় জীবন কৃতার্থ বলিয়া মনে করিয়াছি, তাঁহার সম্পাদন-কালে, কোনোরূপ আত্মগোপন করি নাই বা কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া লিখি নাই। যেখানে যেমন বুঝিয়াছি, তাহাই অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছি। জননী বাগ্‌দেবতার সেবায় বসিয়া—স্তুতি ও নিন্দা—দুই-ই সমভাবে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিয়াছি।

ইতিপূর্ব্বে, অশ্রান্তকর্ম্মা, বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃত গ্রন্থাদির সুলভ প্রচারে অবহিতপ্রাণ, বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের প্রধান এবং প্রথম পুরোহিত, স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধনায় ও সম্পাদনে বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে মহাকবি কালিদাসের সানুবাদ গ্রন্থাবলীর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থলবিশেষে, আবশ্যক-বোধে —আমি বসুমতীর পূর্ব্বসংস্করণের যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমূল পরিবর্ত্তন ও বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধনে বর্ত্তমান চতুর্থ সংস্করণ সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থাবলী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই গ্রন্থাবলী সম্পাদনকালে, আমাকে বারাণসীর নানা পুস্তকালয়ে ও বরেণ্য অধ্যাপকমণ্ডলীর সকাশে, ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। সৎসাহিত্য-প্রচারক শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রের এই মহান্ উদ্যমে—সকলেই প্রসন্ন হইয়া, আমাকে আশাতীতরূপে সুপরামর্শদানে ও আদর্শ গ্রন্থাদি প্রদর্শনে পরম আপ্যায়িত করিয়াছেন।

বারাণসী রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় অতি সহৃদয়তার সহিত, উক্ত কলেজের পুস্তকালয় আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়া পরম সৌহার্দ্দ ও সৌজন্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার সদ্ব্যবহার আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। শিক্ষা-সাধনায় সদা ব্যস্ততার মধ্যেও, তিনি এই গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লিখিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডের সহিত তাহা গ্রথিত হইবে।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ, আমার অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক ও গুরুস্থানীয়, সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় যখন যেমন বলিয়াছি, আমাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাদি দানে সাহায্য করিয়াছেন। অনেক স্থলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তদীয় উপদেশ অনুসারে 'তাৎপর্য্য' লিখিয়াছি। তাঁহার ন্যায় আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং সুপণ্ডিতের সহায়তা, আশীর্ব্বাদ এই সুপ্রকাণ্ড গ্রন্থাবলী-সম্পাদনে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত এবং গ্রন্থাবলী পরিসমাপ্তির আশায় উদ্দীপিত করিয়াছে।

এই গ্রন্থাবলী সম্পাদনে যে সকল পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি, তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা তৃতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইবে। কিন্তু যে গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে, ইহার 'বিবরণ' অংশ আদৌ সম্পন্ন হইত না, এবং 'বিবরণ' লিখিতে বসিয়া প্রতিপদে যে উপাদেয় গ্রন্থের আমি শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছি, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে, এম, এ, বি, এল মহোদয়ের সেই "The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India. Second Edition (1927)" গ্রন্থখানি যদি আমি না পাইতাম, তবে "বিবরণ" কদাচ লিখিতে পারিতাম না। শ্রীযুত নন্দ বাবুর ঐ পুস্তক, ভারতবাসিমাত্রেরই দ্রষ্টব্য ও প্রতি পুস্তকালয়ে উহার সংগ্রহ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। "অভিধান"—এই সঙ্কেতে আমি ৺সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সরল বাঙ্গালা অভিধানের এবং N. L. D. এই সঙ্কেতে শ্রীযুক্ত নন্দ বাবুর গ্রন্থের আবশ্যক স্থলে নাম উল্লেখ করিয়াছি।

স্বনামখ্যাত ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় অসুস্থ দেহেও এই গ্রন্থাবলীর প্রুফ সংশোধন করিয়া না দিলে হয় ত আরও কত ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইত; কেন না, এ বিদ্যা আমার আদৌ নাই। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

সৎসাহিত্য-সমাজে মহাকবির গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও প্রচারের সময় যতই সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছে—আমার অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া স-সম্ভ্রম-আতঙ্কে ততই সঙ্কোচবোধ করিতেছি। মনে হইতেছে—বিশ্ববরেণ্য মহাকবি কালিদাসের অতুলনীয় কম-কল্পনার সৌন্দর্য্য—উপমা-সম্পদের প্রাচুর্য্য—ভাবব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য—শব্দ-অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্য—প্রেম-সুষমার মাধুর্য্য—বুঝি সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট করিতে পারি নাই। সুধীজন-সমাজ আমার সে অক্ষমতার ত্রুটী—আমার অনুপযুক্ততা স্মরণ করিয়া সানুগ্রহে ক্ষমা করিয়া লইবেন, ইহাই প্রার্থনা।

বারাণসী ধাম
অনন্ত চতুর্দ্দশী—১৩৩৬ সাল

বিনীত
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

রঘুবংশ

(কাব্য)

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য ও বিবরণ সংবলিত)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

রঘুবংশম্

প্রথমঃ সর্গঃ

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥ ১ ॥

ক্ব সূর্য্য-প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্প-বিষয়া মতিঃ। তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহা-দুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ॥ ২ ॥

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভা-দুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ ৩ ॥

অথবা কৃত-বাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্ব-সূরিভিঃ। মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥ ৪ ॥

সোঽহমাজন্ম-শুদ্ধানা-মাফলোদয়কর্ম্মণাম্। আসমুদ্র-ক্ষিতীশানা-মানাক-রথ-বর্ত্মনাম্ ॥ ৫ ॥

যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্। যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল-প্রবোধিনাম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—বাগর্থৌ ইব সম্পৃক্তৌ জগতঃ পিতরৌ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে (অহং) বন্দে ॥ ১ ॥

সূর্য্য-প্রভবঃ বংশঃ ক ? অল্পবিষয়া মে মতিঃ চ ক ? (তথাহি) অহং দুস্তরং সাগরং মোহাৎ উড়ুপেন তিতীর্ষুঃ অস্মি ॥ ২ ॥

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী (অহং) প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুঃ বামনঃ ইব উপহাস্যতাং গমিষ্যামি ॥ ৩ ॥

অথবা পূর্ব্ব-সূরিভিঃ কৃত-বাগ্দ্বারে অস্মিন্ বংশে বজ্র-সমুৎকীর্ণে মণৌ সূত্রস্য ইব মে গতিঃ অস্তি ॥ ৪ ॥

সঃ অহং ("রঘূণাম্ অন্বয়ং বক্ষ্যে"—ইতি নবমশ্লোকেন সম্বন্ধঃ)—আজন্ম-শুদ্ধানাম, আফলোদয়-কর্ম্মণাম্, আসমুদ্র-ক্ষিতীশানাম, আনাক-রথবর্ত্মনাম ॥ ৫ ॥

যথাবিধিহুতাগ্নীনাং, যথাকামার্চ্চিতার্থিনাং, যথাপরাধ-দণ্ডানাং, যথাকাল-প্রবোধিনাম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—শব্দ এবং অর্থের ন্যায় নিত্য-সম্বন্ধ জগতের জনক-জননী পার্ব্বতী এবং পরমেশ্বরকে শব্দ এবং অর্থের সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ১ ॥

কোথায় অতিবৃহৎ সূর্য্যবংশ, আর কোথায়ই বা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ? আমি অজ্ঞানবশতঃ—যেন ভেলার দ্বারা দুস্তর সমুদ্র পার হইতে যাইতেছি ॥ ২ ॥

উন্নত তরুস্থিত কোনও ফল উন্নত শরীরধারী পুরুষই পাড়িতে পারেন, লোভবশতঃ কোনও বামন যদি তাহা পাড়িবার জন্য বাহু উত্তোলন করে, তবে লোক-সমাজে সে উপহাসাস্পদই হয়। তদ্রূপ নির্ব্বোধ হইয়া আমি যে অমর কবিদিগের যশঃস্পৃহা করিতেছি, ইহাতে আমিও উপহসিত হইব—সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥

অথবা, কঠিন মণিকে হীরক দ্বারা বিদ্ধ করিলে যেমন সেই ছিদ্র দিয়া অনায়াসে ঐ মণির মধ্যে সূত্রের প্রবেশ সম্ভব, তদ্রূপ বাল্মীকি প্রভৃতি পূর্ব্ব-পণ্ডিতগণ এই রঘুবংশের বর্ণনা করিয়া তাহার যে দ্বার প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, আমি তদনুসারেই দুরূহ রঘুবংশের বর্ণনা করিব (বাল্মীকি প্রভৃতির প্রদর্শিত পথেই আমি গমন করিব) ॥ ৪ ॥

রঘুবংশীয়গণ জন্মাবধিই সকল সংস্কারের দ্বারা সুবিশুদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের অধ্যবসায় অতিশয় দৃঢ় ছিল, আরব্ধ কার্য্য কদাচ অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। সসাগরা ধরণীর তাঁহারা অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের রথ আকাশপথে গমনাগমন করিত ॥ ৫ ॥

তাঁহারা যথাশাস্ত্র যাগযজ্ঞ করিতেন, যে যাহা প্রার্থনা করিত, তাহাই পূর্ণ করিতেন এবং যেমন অপরাধ, তদনুযায়ী দণ্ড দিতেন (লঘু পাপে গুরু, বা গুরু পাপে লঘুদণ্ড বিধান তাঁহাদের ছিল না) ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—হীরকবিদ্ধ মণি সূত্রসাহায্যে যেমন মালায় পরিণত হয়, বাল্মীকি-আদির বর্ণিত এই রঘুবংশের ঘটনাবলীও, কালিদাসের অতুল প্রতিভায় সেইরূপ মনোজ্ঞ বস্তুবৎ প্রতিভাত হইবে ॥ ৪ ॥

ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্। যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহ-মেধিনাম্ ॥ ৭ ॥
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্। বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ॥ ৮ ॥
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনু-বাগ্-বিভবোঽপি সন্। তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ ॥ ৯ ॥
তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্-ব্যক্তি-হেতবঃ। হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা ॥ ১০ ॥
বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্। আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব ॥ ১১ ॥
তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ। দিলীপ ইতি রাজেন্দু-রিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব ॥ ১২ ॥
ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ। আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বাতিরিক্তসারেণ সর্ব্বতেজোঽভিভাবিনা। স্থিতঃ সর্ব্বোন্নতেনোর্ব্বীং ক্রান্ত্বা মেরুরিবাত্মনা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং, সত্যায় মিত-ভাষিণাং, যশসে বিজিগীষূণাং, প্রজায়ৈ গৃহ-মেধিনাম ॥ ৭ ॥

শৈশবে অভ্যস্ত-বিদ্যানাং, যৌবনে বিষয়ৈষিণাং, বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং, অন্তে যোগেন তনুত্যজাম ॥ ৮ ॥

রঘূণাম্ অন্বয়ং বক্ষ্যে। (কিম্ভূতঃ?) তনু বাগ্‌বিভবঃ অপি তদ্‌গুণৈঃ কর্ণম্ আগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ সন্ (অহম্=)॥৯॥

তং সদসদ্‌ব্যক্তিহেতবঃ সন্তঃ শ্রোতুম্ অর্হন্তি। হি (তথাহি) হেম্নঃ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকা অপি বা অগ্নৌ সংলক্ষ্যতে ॥১০॥

মনীষিণাং মাননীয়ঃ, ছন্দসাং প্রণব ইব মহীক্ষিতাম আদ্যঃ, বৈবস্বতঃ নাম (প্রসিদ্ধ) মনুঃ আসীৎ ॥ ১১ ॥

(শুদ্ধিমতি) ক্ষীরনিধৌ (শুদ্ধিমত্তরঃ) ইন্দুঃ ইব শুদ্ধিমতি তদন্বয়ে (মনোঃ বংশে) দিলীপ ইতি (নাম্না খ্যাতঃ) শুদ্ধিমত্তরঃ রাজেন্দুঃ প্রসূতঃ (জাতঃ) ॥ ১২ ॥

(পুনঃ কিম্ভূতঃ সঃ?) ব্যূঢ়োরস্কঃ, বৃষস্কন্ধঃ, শালপ্রাংশুঃ, মহাভুজঃ, আত্ম-কর্ম্ম-ক্ষমং দেহম্ আশ্রিতঃ ক্ষাত্রঃ ধর্ম্মঃ ইব (স্থিতঃ) ॥ ১৩ ॥

(পুনঃ কিম্ভূতঃ?) সর্ব্বাতিরিক্ত-সারেণ, সর্ব্বতেজোঽভি-ভাবিনা, সর্ব্বোন্নতেন আত্মনা (শরীরেণ) মেরুঃ ইব উর্ব্বীং ক্রান্ত্বা স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—তাঁহারা সৎপাত্রে দানের নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় করিতেন, কোষবৃদ্ধির জন্য নহে। পাছে মিথ্যা বলিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা সর্ব্বদা মিতভাষী ছিলেন। ভোগের জন্য নহে,—শুধু ক্ষত্রিয় নৃপতির স্পৃহণীয় যশের জন্যই তাঁহারা রাজ্য জয় করিতেন এবং কামবৃত্তির জন্য নহে,—সন্তানের জন্য তাঁহারা দারগ্রহণ করিতেন ॥ ৭ ॥

তাঁহারা শৈশবে বিদ্যার্জ্জন, যৌবনে বিষয়ভোগ, বৃদ্ধবয়সে সংসারবিমুখ মুনিদিগের সংযম, আচার ও কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক পরিণত বয়সে যোগবলে দেহত্যাগ করিতেন ॥ ৮ ॥

এমনই তাঁহাদের বংশের গুণ-গরিমা ছিল। আমি অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ভাষাবৈদগ্ধ্য আমার নাই বলিলেই হয়, তবুও তাঁহাদের বংশাবলীর গুণরাশির কথা শুনিয়া আমি এই দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ইহা আমার চাপল্য ॥ ৯ ॥

গুণদোষের বিচারকর্ত্তা পণ্ডিতমণ্ডলীই মৎকৃত এই রঘুবংশ কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। কেন না,—সোণা খাঁটি কি তাহাতে খাদ আছে—ইহা অগ্নিতেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বেদের মধ্যে প্রণব যেমন সকল মন্ত্রের আদিভূত এবং সকল মনীষীদিগের মাননীয়, তদ্রূপ তাবৎ ভূপতিবৃন্দের আদিভূত এবং মনীষীদিগের মাননীয় সূর্য্যতনয় বৈবস্বত মনু নামে এক নৃপতি ছিলেন ॥ ১১ ॥

অতি বিমল ক্ষীরোদ-সমুদ্রে যেমন বিমলতম ইন্দু আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ, সেই বৈবস্বত মনুর অতি পবিত্র কুলে পবিত্রতম-চরিত দিলীপ নামে এক নৃপতি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

সেই দিলীপের স্কন্ধদেশ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় বিপুল এবং বক্ষঃস্থল বিশাল। ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত এবং দেহ শাল-তরুবৎ সমুন্নত। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, বুঝি সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম রাজন্যগণের কঠোর কর্ম্মক্ষম দেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক দিলীপরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

তাঁহার তেজ সকলকে পরাভূত করিত, তাঁহার দেহের বলবীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল এবং তাঁহার দেহ সকলের অপেক্ষা সমুন্নত ছিল। দেখিলে মনে হইত, মেরু পর্ব্বতের ন্যায় তিনি যেন বিশাল পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া অর্থাৎ চাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

আকারসদৃশ-প্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ । আগমৈঃ সদৃশারম্ভঃ আরম্ভ-সদৃশোদয়ঃ ॥ ১৫ ॥
ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্ । অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ ॥ ১৬ ॥
রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণা-দা মনোর্বর্ত্মনঃ পরম্ । ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ ॥ ১৭ ॥
প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ । সহস্রগুণমুৎস্রষ্টু-মাদত্তে হি রসং রবিঃ ॥ ১৮ ॥
সেনা পরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থ-সাধনম্ । শাস্ত্রেষ্বকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্ব্বী ধনুষি চাততা ॥ ১৯ ॥
তস্য সংবৃত-মন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ । ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব ॥ ২০ ॥
জুগোপাত্মান-মত্রস্তো ভেজে ধর্ম্ম-মনাতুরঃ । অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থ-মসক্তঃ সুখমন্বভূৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—(পুনঃ কিম্ভূতঃ ?) আকার সদৃশ-প্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ, আগমৈঃ সদৃশারম্ভঃ, আরম্ভ-সদৃশোদয়ঃ (স্থিতঃ) ॥ ১৫ ॥

ভীমকান্তৈঃ নৃপগুণৈঃ সঃ (দিলীপঃ) উপজীবিনাং যাদোরত্নৈঃ অর্ণব ইব অধৃষ্যঃ চ অভিগম্যঃ চ বভুব ॥ ১৬ ॥

নিয়ন্তুঃ তস্য নেমিবৃত্তয়ঃ প্রজাঃ আ মনোঃ ক্ষুণ্ণাৎ বর্ত্মনঃ পরং রেখামাত্রম্ অপি ন ব্যতীয়ুঃ ॥ ১৭ ॥

সঃ (দিলীপঃ) প্রজানাং ভূত্যর্থম্ এব তাভ্যঃ বলিম্ অগ্রহীৎ হি (তথাহি) রবিঃ সহস্রগুণম্ উৎস্রষ্টুং রসম্ আদত্তে ॥ ১৮ ॥

তস্য (রাজ্ঞঃ) সেনা পরিচ্ছদঃ (আসীৎ), অর্থ-সাধনং তু দ্বয়মেব।—(কিং তৎ দ্বয়ম্ ?) শাস্ত্রেষু অকুণ্ঠিতা বুদ্ধিঃ, (তথা) ধনুষি আততা মৌর্ব্বী চ ॥ ১৯ ॥

সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ তস্য (রাজ্ঞঃ) প্রারম্ভাঃ প্রাক্তনাঃ সংস্কারা ইব ফলানুমেয়াঃ (আসন্) ॥ ২০ ॥

সঃ অত্রস্তঃ সন্ আত্মানং জুগোপ, অনাতুরঃ সন্ ধর্ম্মং ভেজে, অগৃধ্নুঃ সন্ অর্থম্ আদদে, (তথা) অসক্তঃ সন্ সুখম্ অন্বভূৎ ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—তাঁহার যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকার, বুদ্ধিও সেইরূপ সর্ব্বাতিশায়িনী। আবার যেমন বুদ্ধি, শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানও তদনুরূপ ছিল। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানের অনুরূপ বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং তৎ তৎ কর্ম্মানুরূপিণী সিদ্ধিও তাঁহাকে আসিয়া বরণ করিত। তাঁহার সকলই ছিল বিরাট্ ॥ ১৫ ॥

তিনি তেজঃ-প্রতাপাদি এবং দয়া-দাক্ষিণ্যাদি—এই উভয়বিধ ভয়ঙ্কর এবং কোমল রাজ-গুণাবলীতে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপজীবীদের পক্ষে তিনি যেমন অগম্য অর্থাৎ ভয়ের হেতু ছিলেন, তেমনই আবার সুকোমল গুণাবলীর আকর্ষণে, তাহাদের অত্যন্ত সুগম্য অর্থাৎ আশ্রয়ণীয়ও ছিলেন। এক কথায় তিনি সমুদ্রবৎ ভীষণ অথচ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। নানাবিধ হিংস্র জলজন্তুর ভয়ে হঠাৎ কেহ সমুদ্রে প্রবেশ করিতে চাহে না, আবার রত্নাদির আকর্ষণে তাহাতে রত্নান্বেষীরা নির্ভয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

সুনিপুণ সারথি-চালিত রথের চক্র যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী রথচক্রের বর্ত্ম অর্থাৎ দাগ বা "খাৎ" হইতে সামান্য একটুও এ-দিক্ ও-দিক্ যায় না, সেইরূপ তাঁহার প্রজাগণও তদীয় শাসনপ্রভাবে মনুর সময় হইতে প্রচলিত চিরাচরিত আচার-পদ্ধতি হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইত না ॥ ১৭ ॥

সূর্য্য যেমন যথাসময়ে সহস্রগুণ প্রদান করিবার নিমিত্তই পৃথিবী হইতে বাষ্পরূপে জল-গ্রহণ করেন, তিনিও তদ্রূপ প্রজাবৃন্দের হিতকর কার্য্যে অধিকতর ভাবে ব্যয় করিবার জন্য, তাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতেন ॥ ১৮ ॥

ছত্র চামর প্রভৃতি অন্যান্য রাজকীয় আসবাবের মত সৈন্য-সামন্তও তাঁহার একটা আসবাব মাত্র ছিল। রাজার রাখিতে হয়, তাই তিনি সেই মত রাখিতেন। নতুবা তাঁহার শাস্ত্রাদিতে যে অপ্রতিহত বুদ্ধি এবং সর্ব্বদা সজ্জিত শরাসন, এই উভয়ের দ্বারাই তাঁহার সকল প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইত। তিনি এমনই আত্মনির্ভরশীল ছিলেন ॥ ১৯ ॥

তিনি অতি গোপনে কর্ত্তব্যের মন্ত্রণা করিতেন। আকার-ইঙ্গিতেও কেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। জন্মান্তরীয় সংস্কারের ন্যায়, ফল দেখিয়া তাঁহার কাজ বুঝা যাইত। নতুবা তিনি কি জন্য কি করিতেছেন, তাহা ঘুণাক্ষরেও কেহ কার্য্য-সিদ্ধির পূর্ব্বে জানিতে পারিত না ॥ ২০ ॥

তিনি ভীত না হইয়া ধর্ম্মাচরণ, লুব্ধ না হইয়া অর্থগ্রহণ এবং আসক্ত না হইয়া বিষয় ভোগ করিতেন ॥ ২১ ॥

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘা-বিপর্যয়ঃ। গুণা গুণানুবন্ধিত্বাৎ তস্য সপ্রসবা ইব ॥ ২২ ॥
অনাকৃষ্টস্য বিষয়ৈর্বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ। তস্য ধর্ম্মরতেরাসীদ্ বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা ॥ ২৩ ॥
প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি। স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥ ২৪ ॥
স্থিত্যৈ দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে। অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্ম এব মনীষিণঃ ॥ ২৫ ॥
দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্। সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবন-দ্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥
ন কিলানুযযুস্তস্য রাজানো রক্ষিতুর্যশঃ। ব্যাবৃত্তা যৎ পরস্বেভ্যঃ শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা ॥ ২৭ ॥
দ্বেষ্যোঽপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্ত্তস্য যথৌষধম্। ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—(তস্য) জ্ঞানে (সতি) মৌনং, শক্তৌ (সত্যাং) ক্ষমা, ত্যাগে (সতি) শ্লাঘা-বিপর্য্যয়ঃ (আসীৎ) তস্য গুণাঃ গুণানুবন্ধিত্বাৎ সপ্রসবাঃ ইব (অভূবন্) ॥ ২২ ॥

বিষয়ৈঃ অনাকৃষ্টস্য বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ ধর্ম্মরতেঃ তস্য (রাজ্ঞঃ) জরসা বিনা বৃদ্ধত্বম্ আসীৎ ॥ ২৩ ॥

প্রজানাং বিনয়াধানাৎ, রক্ষণাৎ, ভরণাৎ, অপি (চ) স (রাজা) পিতা) অভূৎ), তাসাং পিতরঃ (তু) জন্মহেতবঃ কেবলং (অভূবন্) ॥ ২৪ ॥

দণ্ড্যান্ স্থিত্যৈ দণ্ডয়তঃ, প্রসূতয়ে পরিণেতুঃ তস্য মনীষিণঃ অর্থ-কামৌ অপি ধর্ম্মঃ এব আস্তাম্ ॥ ২৫ ॥

স রাজা যজ্ঞায় গাং দুদোহ, মঘবা শস্যায় দিবং দুদোহ। (এবম্) উভৌ সম্পদ্বিনিময়েন ভুবন-দ্বয়ং দধতুঃ ॥ ২৬ ॥

রাজানঃ রক্ষিতুঃ তস্য যশঃ ন অনুযযুঃ কিল। যৎ (যস্মাৎ) তস্করতা পরস্বেভ্যঃ ব্যাবৃত্তা (সতী) শ্রুতৌ স্থিতা ॥ ২৭ ॥

শিষ্টঃ দ্বেষ্যঃ অপি আর্ত্তস্য ঔষধমিব তস্য সম্মতঃ (আসীৎ)। দুষ্টঃ প্রিয়ঃ অপি উরগক্ষতা অঙ্গুলী ইব (তস্য) ত্যাজ্যঃ আসীৎ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—তাঁহার জ্ঞান-সত্ত্বেও মৌনাবলম্বন, দান-সত্ত্বেও শ্লাঘার অভাব এবং শক্তি-সত্ত্বেও ক্ষমা ছিল। (দেখিলে মনে হইত) তাঁহাতে জ্ঞান, শক্তি ও দান প্রভৃতি গুণাবলী মৌন, ক্ষমা ও শ্লাঘা প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণের সহিত সোদরের ন্যায় অবিরোধে যেন বাস করিতেছে ॥ ২২ ॥

তিনি যুবা হইলেও বিষয়ের মোহে আকৃষ্ট ছিলেন না। বেদ-বেদাঙ্গাদি সমস্ত বিদ্যায় তিনি পারদর্শী এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। এই সব দেখিয়া মনে হইত, যেন বৃদ্ধবয়স তাঁহার সদা সহচরী জরাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল অর্থাৎ যুবা হইয়াও তিনি বিষয়-বিরক্ত, পরম-বিদ্বান্ এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন ॥ ২৩ ॥

প্রজাদিগের শিক্ষাদান, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ—এ সমস্তই তিনি করিতেন বলিয়া তিনিই তাঁহাদের পিতাস্বরূপ ছিলেন। আর প্রজাগণের প্রকৃত মাতা-পিতা কেবল জন্মের হেতু-স্বরূপ গণ্য হইতেন ॥ ২৪ ॥

তিনি লোকহিতকামনায়—দণ্ডযোগ্যদিগকে শাস্তি দিতেন এবং বংশরক্ষার বাসনায় তিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অর্থ এবং বিষয়সম্ভোগ এই দুই-ই ধর্ম্মানুগত ছিল (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গও তাঁহার ধর্ম্ম হইতে অভিন্নই ছিল) ॥ ২৫ ॥

মহারাজ দিলীপ যাগ-যজ্ঞাদির নিমিত্ত পৃথিবীকে দোহন করিতেন অর্থাৎ বৈধ রাজকর ও অন্যান্য যজ্ঞীয়দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন। আবার স্বর্গপতি ইন্দ্রও রাজার যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিবার নিমিত্ত স্বর্গকে দোহন অর্থাৎ প্রচুর বারিবর্ষণ করিতেন। এই ভাবে স্বর্গমর্ত্তের দুই অধিপতি পরস্পরের সম্পদের বিনিময়েই যেন পরস্পরের রাজ্যের পোষণ করিতেন ॥ ২৬ ॥

অন্যান্য নৃপতিগণ রাজ্য রক্ষণ-নিপুণ দিলীপের যশঃ কখনও অনুকরণ করিতে পারেন নাই। কেন না, তাঁহার রাজত্বকালে 'চৌর্য্য' এই শব্দটি কেবল ভাষাতেই ছিল, ইহার কার্য্য আদৌ ছিল না, অর্থাৎ পরের ধনাদি, তাঁহার সময়ে কদাচ অপহৃত হইত না ॥ ২৭ ॥

পরম শত্রুও সজ্জন হইলে, রোগীর নিকটে তিক্ত ঔষধের ন্যায় তাঁহার অনুমত অর্থাৎ প্রিয় হইতেন। আবার অতিপ্রিয় ব্যক্তিও যদি দোষ-যুক্ত হইতেন, তবে তাঁহাকে সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় তিনি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতেন ॥ ২৮ ॥

তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূত-সমাধিনা। তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈক-ফলা গুণাঃ ॥ ২৯ ॥
স বেলাবপ্র-বলয়াং পরিখী-কৃত-সাগরাম্। অনন্য-শাসনামুর্ব্বীং শশাসৈক-পুরীমিব ॥ ৩০ ॥
তস্য দাক্ষিণ্যরূঢ়েন নাম্না মগধবংশজা। পত্নী সুদক্ষিণেত্যাসী-দধ্বরস্যেব দক্ষিণা ॥ ৩১ ॥
কলত্রবন্ত-মাত্মান-মবরোধে মহত্যপি। তয়া মেনে মনস্বিন্যা লক্ষ্ম্যা চ বসুধাধিপঃ ॥ ৩২ ॥
তস্যা-মাত্মানুরূপায়া-মাত্ম-জন্ম-সমুৎসুকঃ। বিলম্বিত-ফলৈঃ কালং স নিনায় মনোরথৈঃ ॥ ৩৩ ॥
সন্তানার্থায় বিধয়ে স্বভুজাদবতারিতা। তেন ধূর্জ্জগতো গুর্ব্বী সচিবেষু নিচিক্ষিপে ॥ ৩৪ ॥
অথাভ্যর্চ্চ্য বিধাতারং প্রযতৌ পুত্র-কাম্যয়া। তৌ দম্পতী বশিষ্ঠস্য গুরোর্জগ্মতুরাশ্রমম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—বেধাঃ তং মহাভূত-সমাধিনা নূনং বিদধে। তথাহি তস্য (রাজ্ঞঃ) সর্ব্বে গুণাঃ পরার্থৈকফলাঃ আসন্ ॥ ২৯ ॥

সঃ (দিলীপঃ) বেলাবপ্র বলয়াং পরিখীকৃত-সাগরাম অনন্য-শাসনাম্ উর্ব্বীম্ একপুরীম্ ইব শশাস ॥ ৩০ ॥

তস্য (রাজ্ঞঃ) মগধবংশজা দাক্ষিণ্যরূঢ়েন নাম্না অধ্বরস্য দক্ষিণা (পত্নী) ইব সুদক্ষিণা ইতি (প্রসিদ্ধা) পত্নী আসীৎ ॥ ৩১ ॥

বসুধাধিপঃ (সঃ) অবরোধে মহতি (সতি) অপি মনস্বিন্যা তয়া (সুদক্ষিণয়া) লক্ষ্ম্যা চ আত্মানং কলত্রবন্তং মেনে ॥ ৩২ ॥

সঃ আত্মানুরূপায়াং তস্যাম্ (পত্ন্যাম্) আত্মজন্ম-সমুৎসুকঃ (সন্) বিলম্বিত ফলৈঃ মনোরথৈঃ কালং নিনায় ॥ ৩৩ ॥

তেন (দিলীপেন) সন্তানার্থায় বিধয়ে স্বভুজাৎ অবতারিতা জগতো গুর্ব্বী ধূঃ সচিবেষু নিচিক্ষিপে ॥ ৩৪ ॥

অথ পুত্র-কাম্যয়া প্রযতৌ তৌ দম্পতী (রাজা রাজ্ঞী চ) বিধাতারম অভ্যর্চ্য গুরোঃ বশিষ্ঠস্য আশ্রমং জগ্মতুঃ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—বিধাতা যে যে উপাদানে পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেও নিশ্চয়ই সেই সেই উপাদানের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেন না, ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি পঞ্চ গুণ যেমন শুধু পরের প্রয়োজনেই লাগিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারও সমস্ত গুণ পরার্থেই লাগিত ॥ ২৯ ॥

ভুবনবিজয়ী মহারাজ দিলীপ স্বীয় বাহুবলে এই বিশাল পৃথিবীকে একটি রাজপুরীর ন্যায় অনায়াসে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। সমুদ্রসমূহ যেন ছিল তাঁহার সেই পৃথিবীরূপ রাজপুরীর বিশাল পরিখা এবং সমুদ্রের বেলাভূমি ছিল যেন সে পুরীর অলঙ্ঘ্য প্রাচীর অর্থাৎ তিনি সসাগরা ধরণীকে অনায়াসে শাসন করিতেন, এমনই তাঁহার নৈপুণ্য ছিল ॥ ৩০ ॥

দয়াদাক্ষিণ্যাদি নানা গুণে বিভূষিতা, সুদক্ষিণা নাম্নী মগধ-রাজ-নন্দিনী, যজ্ঞের দক্ষিণার ন্যায়, তাঁহার প্রধান মহিষী ছিলেন ॥ ৩১ ॥

যদিও দিলীপের আরও অনেক পত্নী ছিলেন, কিন্তু তিনি উদার-হৃদয়া মহিষী সুদক্ষিণা এবং রাজ-লক্ষ্মী এই দুইটির দ্বারাই নিজকে প্রকৃত কলত্রবান্ (ভার্য্যাবান্) বলিয়া গর্ব্ব করিতেন ॥ ৩২ ॥

রাজা দিলীপ সেই আত্মানুরূপিণী পত্নী সুদক্ষিণার গর্ভে একটি পুত্রজন্মের জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া, মনোরথসিদ্ধির বিলম্বহেতু বড়ই দুঃখে কালাতিপাত করিতেছিলেন ॥ ৩৩ ॥

পরিশেষে তিনি সন্তান-জন্মের জন্য দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানের উদ্দেশে বিশাল সাম্রাজ্যের গুরুভার মন্ত্রিমণ্ডলের হস্তে ন্যস্ত করিলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর সেই রাজা ও রাজ্ঞী পুত্র-কামনায় একান্ত সংযত হইয়া বিধাতার অর্চ্চনাপূর্ব্বক কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে (বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত) যাত্রা করিলেন ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য— একটা কথা আছে—দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ বিফল। দক্ষিণা যজ্ঞের পত্নী। সুদক্ষিণাও রাজার মূর্ত্তিমতী সার্থকতা ছিলেন। উভয়ের যেন এক সত্তা ছিল। একতরের অভাবে অন্যের যেন কোনও সার্থকতা থাকিত না। এমনই পরস্পরের বন্ধন ছিল ॥ ৩১ ॥

ক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে—কালিদাস কবিত্বের ও কল্পনার আলোকযন্ত্রের সাহায্যে কেমন সুন্দর ভাবে ও সতর্কহস্তে পাঠকের অজ্ঞাতসারে তদীয় হৃদয়ে সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের প্রভাব অনুস্যূত করিয়া দিতেছেন। ক্রমে দেখিব,

স্নিগ্ধ-গম্ভীর-নির্ঘোষ-মেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ। প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব ॥ ৩৬ ॥
মা ভূদাশ্রম-পীড়েতি পরিমেয়-পুরঃসরৌ। অনুভাববিশেষাৎ তু সেনাপরিবৃতাবিব ॥ ৩৭ ॥
সেব্যমানৌ সুখ-স্পর্শৈঃ শাল-নির্য্যাসগন্ধিভিঃ। পুষ্প-রেণূৎকিরৈর্বাতৈ-রাধূত-বনরাজিভিঃ ॥ ৩৮ ॥
মনোভিরামাঃ শৃণ্বন্তৌ রথনেমিস্বনোন্মুখৈঃ। ষড়্জ-সংবাদিনীঃ কেকা দ্বিধা-ভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ ॥ ৩৯ ॥
পরস্পরাক্ষি-সাদৃশ্য-মদূরোজ্ঝিত-বর্ত্মসু। মৃগ-দ্বন্দ্বেষু পশ্যন্তৌ স্যন্দনাবদ্ধ-দৃষ্টিষু ॥ ৪০ ॥
শ্রেণীবন্ধাদ্বিতন্বদ্ভি-রস্তম্ভাং তোরণ-স্রজম্। সারসৈঃ কল-নির্হ্রাদৈঃ ক্বচিদুন্নমিতাননৌ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—(বিস্তৃতৌ তৌ ?) স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষম্ একং স্যন্দনম্ আস্থিতৌ প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহম্ আস্থিতৌ বিদ্যুদৈরাবতৌ ইব (তৌ দম্পতী জগ্মতুরিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ) ॥ ৩৬ ॥

আশ্রমপীড়া মা ভূৎ ইতি পরিমেয় পুরঃসরৌ। তু (কিন্তু) অনুভাব-বিশেষাৎ (হেতোঃ) সেনা-পরিবৃতৌ ইব ॥ ৩৭ ॥

সুখ-স্পর্শৈঃ শাল-নির্য্যাস-গন্ধিভিঃ আধূত-বন-রাজিভিঃ পুষ্পরেণূৎকিরৈঃ বাতৈঃ সেব্যমানৌ ॥ ৩৮ ॥

রথ-নেমি-স্বনোন্মুখৈঃ শিখণ্ডিভিঃ দ্বিধা-ভিন্নাঃ ষড়্জ-সংবাদিনীঃ মনোভিরামাঃ কেকাঃ শৃণ্বন্তৌ ॥ ৩৯ ॥

অদূরোজ্ঝিতবর্ত্মসু স্যন্দনাবদ্ধ-দৃষ্টিষু মৃগদ্বন্দ্বেষু পরস্পরাক্ষি-সাদৃশ্যং পশ্যন্তৌ (তৌ জগ্মতুঃ) ॥ ৪০ ॥

শ্রেণীবন্ধাৎ অস্তম্ভাং তোরণস্রজং বিতন্বদ্ভিঃ কলনির্হ্রাদৈঃ সারসৈঃ ক্বচিৎ উন্নমিতাননৌ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ।—বর্ষাকালে মধুর-গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত মেঘে আরোহণ করিয়া বিদ্যুৎ এবং ঐরাবত যেমন যায়, তেমনই তাঁহারা উভয়ে স্নিগ্ধ-গম্ভীরধ্বনিবিশিষ্ট একই রথে চড়িয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

পাছে আশ্রমের শান্তিভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় বেশী লোকজন তাঁহারা সঙ্গে লন নাই, তথাপি শারীরিক তেজঃপ্রভাবে মনে হইল, যেন তাঁহারা বহু সেনায় পরিবৃত হইয়াই যাইতেছেন ॥ ৩৭ ॥

তাঁহাদের যাত্রাকালে অভিলাষ-সিদ্ধির প্রধান চিহ্ন অনুকূল বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া বনরাজিকে ঈষৎ আন্দোলিত করিতে লাগিল। শালতরুর পত্রভঙ্গে সুগন্ধযুক্ত এবং কুসুমপরাগবাহী সেই মধুর বায়ু তাঁহাদিগকে সেবা করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

ময়ূরগণ তাঁহাদের রথের সেই মেঘমন্দ্র চক্রধ্বনি-শ্রবণপূর্ব্বক মেঘধ্বনি-ভ্রমে রথের দিকে কণ্ঠ উত্তোলন করিয়া চাহিল এবং দ্বিবিধ ষড়্জসদৃশ মধুর কেকারব করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষির সেই আশ্রমপথে কোন জীবহিংসা ছিল না। তাই অকুতোভয়ে, মৃগমিথুনসমূহ গতিশীল রথের পথ ছাড়িয়া রথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তখন রাজ্ঞী মৃগের চক্ষে রাজার নয়নের এবং রাজা মৃগীর চক্ষে রাজ্ঞীর নয়নের সাদৃশ্য মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন ৪০ ॥

আকাশে সারসপংক্তি "সার" বাঁধিয়া কল-মধুর কূজন করিতে করিতে উড়িয়া যাইতেছিল। স্তম্ভহীন তোরণমালার ন্যায় সেই সারসদিগকে তাঁহারা কখনও কখনও মুখ উঁচু করিয়া দেখিতেছিলেন ॥ ৪১ ॥

দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি, গো-ব্রাহ্মণের সেবা, অতিথি-সৎকার, লোক-রঞ্জন এবং কর্ত্তব্যের পালনার্থে দেবেরও অসাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান মানুষের দ্বারা করাইয়াছেন। শতবৎসরব্যাপিনী শত শত বাগ্মীর বক্তৃতায় যে ফল না ফলিত, কবির এই কৌশলময়ী কল্পনাসুন্দরীর একবার মাত্র আবির্ভাবে তাহা হইয়াছে। পাঠকের হৃদয়ে একটা কর্ত্তব্যের, একটা ধর্ম্মের বন্ধনের ছাপ পড়িয়াছে। সংহিতাদিতে ধর্ম্মমূলক কর্ত্তব্যের উপদেশ প্রচুর আছে, কিন্তু তদপেক্ষা এইরূপ কবিকৌশলে অধিক ফল হয়। কবিত্বের মধুর সুস্বাদু আবরণে, শর্করামণ্ডিত তিক্ত ঔষধের ন্যায় এই কর্ত্তব্যরূপ ঔষধ সকলেই সেবন করিয়া পরিতৃপ্ত ও নিরাময় হইবেন—সন্দেহ নাই। পাঠকের হৃদয়ে অলক্ষিত ভাবে একটা সংস্কারের রেখা চিরন্তনরূপে টানিয়া দিয়াছেন। সসাগরা ধরণীর অধিপতি আকুল হইয়া মহিষীর সহিত দুঃখপ্রতিকারের জন্য গুরুগৃহে চলিলেন, আর্য্যধর্ম্মের ইহা মনোহর চিত্র!

৩৬ হইতে ৫৩ কবিতা পর্য্যন্ত রাজা ও রাণীর গুরুগৃহে যাত্রার বর্ণন। কবির স্বপ্নময়ী কল্পনায় সেই শান্ত তপোবনের, তপোবন-পথের ও পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহের কি সুন্দর চিত্রই পরিস্ফুটিত হইয়াছে! পাঠকগণের যেন কেমন একটা আবেশে তন্দ্রায় হৃদয় ছাইয়া আসে। প্রকৃতিসুন্দরী তাঁহার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার কবির সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছেন, আর কবির

পবনস্যানুকূলত্বাৎ প্রার্থনা-সিদ্ধি-শংসিনঃ। রজোভিস্তুরগোৎকীর্ণৈ-রস্পৃষ্টালক-বেষ্টনৌ ॥ ৪২ ॥
সরসীষ্বরবিন্দানাং বীচি-বিক্ষোভ-শীতলম্। আমোদমুপজিঘ্রন্তৌ স্বনিশ্বাসানুকারিণম্ ॥ ৪৩ ॥
গ্রামেষ্বাত্ম-বিসৃষ্টেষু যূপচিহ্নেষু যজ্বনাম্। অমোঘাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তা-বর্ঘ্যানুপদমাশিষঃ ॥ ৪৪ ॥
হৈয়ঙ্গবীন-মাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্। নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গ-শাখিনাম্ ॥ ৪৫ ॥
কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীদ্ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেশয়োঃ। হিমনির্ম্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব ॥ ৪৬ ॥
তত্তদ্ ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈ দর্শয়ন্ প্রিয়-দর্শনঃ। অপি লঙ্ঘিতমধ্বানং বুবুধে ন বুধোপমঃ ॥ ৪৭ ॥
স দুষ্প্রাপযশাঃ প্রাপ-দাশ্রমং শ্রান্ত-বাহনঃ। সায়ং সংযমিনস্তস্য মহর্ষের্ম্মহিষীসখঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—প্রার্থনা-সিদ্ধি-শংসিনঃ পবনস্য অনুকূলত্বাৎ তুরগোৎকীর্ণৈঃ রজোভিঃ অস্পৃষ্টালকবেষ্টনৌ ॥ ৪২ ॥

সরসীষু বীচিবিক্ষোভ-শীতলং স্বনিশ্বাসানুকারিণম্ অরবিন্দানাম্ আমোদম্ উপজিঘ্রন্তৌ ॥ ৪৩ ॥

আত্মবিসৃষ্টেষু যূপচিহ্নেষু গ্রামেষু যজ্বনাম্ অমোঘাঃ আশিষঃ অর্ঘ্যানুপদং প্রতিগৃহ্নন্তৌ ॥ ৪৪ ॥

হৈয়ঙ্গবীনম্ আদায় উপস্থিতান্ ঘোষবৃদ্ধান্ বন্যানাং মার্গশাখিনাং নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ (তৌ দম্পতী আশ্রমং জগ্মতুঃ) ॥ ৪৫ ॥

ব্রজতোঃ শুদ্ধবেশয়োঃ তয়োঃ হিমনির্ম্মুক্তয়োঃ চিত্রাচন্দ্রমসোঃ ইব যোগে (সতি) কা অপি অভিখ্যা আসীৎ ॥ ৪৬ ॥

প্রিয়দর্শনঃ বুধোপমঃ ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈ তৎ তৎ (দ্রষ্টব্যং বস্তু) দর্শয়ন্ লঙ্ঘিতম্ অপি অধ্বানং ন বুবুধে ॥ ৪৭ ॥

দুষ্প্রাপ-যশাঃ শ্রান্ত-বাহনঃ মহিষী-সখঃ স রাজা সায়ং সংযমিনঃ তস্য মহর্ষেঃ আশ্রমং প্রাপৎ ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—অভিলাসসিদ্ধির প্রথম এবং প্রধান চিহ্ন বায়ু অনুকূলভাবে বহিতেছিল বলিয়া রথাশ্বের খুরোত্থিত ধূলিপটল রাজার উষ্ণীব বা রাণীর চূর্ণকুন্তল স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না ॥ ৪২ ॥

আশ্রমগমনকালে পথিমধ্যে কোথাও সরোবর-সমূহের ক্ষুদ্রতরঙ্গসম্পর্কে সুশীতল, পদ্মপরাগবাহী মন্দ সমীরণ আঘ্রাণ করিতে করিতে তাঁহারা যাইতে লাগিলেন। সে সমীরণ যেন তাঁহাদেরই নিশ্বাসের অনুরূপ বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছিলেন ॥ ৪৩ ॥

মহারাজ দিলীপ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে যে সমুদয় গ্রাম পূর্ব্বে দান করিয়াছিলেন, যজ্ঞীয় যূপ-কাষ্ঠের দ্বারা সেই সেই গ্রাম চিহ্নিত ছিল। আজ যাইবার সময়ে সেই গ্রামসমূহের যাজ্ঞিকগণ আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া পথের ধারে দাঁড়াইলেন এবং নৃপতিও তাঁহাদের প্রদত্ত অর্ঘ্য ও আশীর্ব্বাদ অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

রাজা ও রাণী যাইতেছেন—শুনিয়া গোপ পল্লীর বৃদ্ধ ঘোষগণ সদ্যঃপ্রস্তুত উত্তম ঘৃত লইয়া উপঢৌকন দিতে উপস্থিত হইল। নৃপতিও "এটা কি গাছ? ঐ পথে কোথায় যাইতে হয়?—" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে করিতে চলিলেন ॥ ৪৫ ॥

সেই রাজ-দম্পতী নয়নাভিরাম অতি উজ্জ্বল বেশে গমন করিতেছিলেন। সুতরাং শিশিরাবসানে চিত্রা নক্ষত্র ও চন্দ্রের মিলনে যে অপূর্ব্ব শোভা হয়, তাঁহাদেরও তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

সৌম্যদর্শন এবং প্রাকৃতিকসৌন্দর্য্য দর্শন-পটু রাজা মহিষীকে সেই সুন্দর সুন্দর দর্শনীয় পদার্থগুলি অত্যন্ত মনঃসংযোগ-সহকারে দেখাইতে দেখাইতে কত পথই অতিক্রম করিলেন, কিন্তু অন্যমনস্কতা নিবন্ধন, কতদূর আসিলেন, আর কত পথই বা বাকী, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ॥ ৪৭ ॥

অপ্রতিম-কীর্ত্তি দিলীপ অনেক দূর আসিয়াছেন। রথের অশ্বগুলিও সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, রাজাও মহিষীর সহিত গুরুদেবের আশ্রমে উপনীত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

কবি কালিদাস নিজে দেখিতেছেন—উপভোগ করিতেছেন,—অপরকেও দেখাইতেছেন ও উপভোগ করাইতেছেন। রাজা ও রাণীর নিরহঙ্কার, অনাড়ম্বর, ভক্তিরসোচ্ছল হৃদয়ের ছবি যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

বনান্তরাদুপাবৃত্তৈঃ সমিৎ-কুশ-ফলাহরৈঃ । পূর্য্যমাণমদৃশ্যাগ্নি-প্রত্যুদ্যাতৈস্তপস্বিভিঃ ॥ ৪৯ ॥
আকীর্ণমৃষিপত্নীনা-মুটজ-দ্বাররোধিভিঃ । অপত্যৈরিব নীবার-ভাগধেয়োচিতৈর্মৃগৈঃ ॥ ৫০ ॥
সেকান্তে মুনি-কন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিতবৃক্ষকম্ । বিশ্বাসায় বিহঙ্গানা-মালবালাম্বুপায়িনাম্ ॥ ৫১ ॥
আতপাত্যয়সংক্ষিপ্ত-নীবারাসু নিষাদিভিঃ । মৃগৈর্বর্ত্তিত-রোমন্থ-মুটজাঙ্গন-ভূমিষু ॥ ৫২ ॥
অভ্যুত্থিতাগ্নি-পিশুনৈ-রতিথীনাশ্রমোন্মুখান্ । পুনানং পবনোদ্ধূতৈর্ধূমৈরাহুতি-গন্ধিভিঃ ॥ ৫৩ ॥
অথ যন্তারমাদিশ্য ধুর্য্যান বিশ্রাময়েতি সঃ । তামবারোহয়ৎ পত্নীং রথাদবততার চ ॥ ৫৪ ॥
তস্মৈ সভ্যাঃ সভার্য্যায় গোপ্ত্রে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ । অর্হণামর্হতে চক্রুর্মুনয়ো নয়-চক্ষুষে ॥ ৫৫ ॥
বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে স দদর্শ তপোনিধিম্ । অন্বাসিতমরুন্ধত্যা স্বাহয়েব হবির্ভুজম্ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়।—(পুনঃ কিম্ভূতং আশ্রমম্ ?) বনান্তরাৎ উপাবৃত্তৈঃ সমিৎকুশফলাহরৈঃ অদৃশ্যাগ্নি-প্রত্যুদ্যাতৈঃ তপস্বিভিঃ পূর্য্যমাণম্ ॥ ৪৯ ॥

নীবারভাগধেয়োচিতৈঃ উটজদ্বাররোধিভিঃ ঋষি-পত্নীনাম্ অপত্যৈরিব মৃগৈঃ আকীর্ণম্ ॥ ৫০ ॥

(পুনঃ কিম্ভূতম্ আশ্রমং সঃ প্রাপৎ ?) আলবালাম্বুপায়িনাং বিহঙ্গানাং বিশ্বাসায়, সেকান্তে মুনি কন্যাভিঃ তৎক্ষণোজ্ঝিত-বৃক্ষকম্ ॥ ৫১ ॥

আতপাত্যয়-সংক্ষিপ্ত-নীবারাসু উটজাঙ্গনভূমিষু নিষাদিভিঃ মৃগৈঃ বর্ত্তিত-রোমন্থম্ ॥ ৫২ ॥

আহুতি-গন্ধিভিঃ, পবনোদ্ধূতৈঃ অভ্যুত্থিতাগ্নি-পিশুনৈঃ ধূমৈঃ আশ্রমোন্মুখান্ অতিথীন্ পুনানম্ ॥ ৫৩ ॥

অথ সঃ (রাজা) "ধুর্য্যান্ বিশ্রাময়"—ইতি যন্তারম্ আদিশ্য রথাৎ অবততার, তাং চ অবারোহয়ৎ ॥ ৫৪ ॥

সভ্যাঃ গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ মুনয়ঃ, সভার্য্যায় গোপ্ত্রে অর্হতে নয়চক্ষুসে তস্মৈ (রাজ্ঞে) অর্হণাং চক্রুঃ ॥ ৫৫ ॥

সায়ন্তনস্য বিধেঃ অন্তে স্বাহয়া অন্বাসিতং হবির্ভুজম্ ইব অরুন্ধত্যা অন্বাসিতং (তং) তপোনিধিং সঃ (রাজা) দদর্শ ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গার্থ।—দিবাবসানে আশ্রমের সে সৌন্দর্য্য বড়ই চমৎকার। সমিৎ, কুশ ও নানাবিধ ফল প্রভৃতি আহরণপূর্ব্বক বন-বনান্তর হইতে তপস্বিগণ আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। আশ্রমের হোমাগ্নি অদৃশ্যভাবে যেন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে ॥ ৪৯ ॥

ঋষিদিগের সংগৃহীত তৃণধান্যের কতক অংশ আশ্রমের মৃগগুলি বরাবরই পাইয়া থাকে। ঋষিপত্নীরা তাহাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। সায়ংকাল আগত, তাই তাহারা দলে দলে আসিয়া পর্ণশালার দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

(কেমন আশ্রম ?)—পাছে নিকটে থাকিলে আসিয়া জল না খায়, এই জন্য গাছের গোড়ায় জলসেচন করিয়াই মুনিকন্যারা তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন। মৃত্তিকার বেষ্টনী দ্বারা মূলদেশ বাঁধানো ছিল, তার মধ্যে জল জমিত আর পাখীরা নির্ভয়ে আসিয়া তাহা পান করিত ॥ ৫১ ॥

রৌদ্র চলিয়া গিয়াছে, পর্ণশালার চত্বরে তৃণধান্যগুলি গুছাইয়া রাখা হইয়াছে, আর তারই আশে-পাশে হরিণসমূহ ইয়া শুইয়া জাবর কাটিতেছে ॥ ৫২ ॥

প্রজ্বলিত হোমানলে আহুত দ্রব্য-সমূহের মনোরম গন্ধোদ্গারী যজ্ঞধূম আশ্রমোন্মুখ অতিথিদিগকে পবিত্র করিতেছে ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর নরনাথ দিলীপ, রথের অশ্বগুলিকে বিশ্রাম করাইবার নিমিত্ত সারথিকে আদেশ করিয়া নিজে রথ হইতে নামিলেন এবং মহিষীকেও হাত ধরিয়া নামাইলেন ॥ ৫৪ ॥

জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ, তপোবনের রক্ষাকর্ত্তা, নীতিবিৎ রাজাকে মহিষীর সহিত আশ্রমে সমাগত দেখিয়া, পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন ॥ ৫৫ ॥

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ সায়ংকালীন হোম সমাপনপূর্ব্বক, স্বাহা-সহিত অগ্নির ন্যায়, পত্নী অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ৫৬ ॥

তয়োর্জগৃহতুঃ পাদান্ রাজা রাজ্ঞী চ মাগধী। তৌ গুরুর্গুরুপত্নী চ প্রীত্যা প্রতিননন্দতুঃ ॥ ৫৭ ॥
তমাতিথ্য-ক্রিয়া-শান্ত-রথক্ষোভ-পরিশ্রমম্ । পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্যে রাজ্যাশ্রম-মুনিং মুনিঃ ॥ ৫৮ ॥
অথাথর্ব্বনিধেস্তস্য বিজিতারি-পুরঃ পুরঃ। অর্থ্যামর্থপতির্বাচমাদদে বদতাং বরঃ ॥ ৫৯ ॥
উপপন্নং ননু শিবং সপ্তস্বঙ্গেষু যস্য মে। দৈবীনাং মানুষীণাং চ প্রতিহর্ত্তা ত্বমাপদাম্ ॥ ৬০ ॥
তব মন্ত্রকৃতো মন্ত্রৈর্দূরাৎ প্রশমিতারিভিঃ। প্রত্যাদিশ্যন্ত ইব মে দৃষ্ট-লক্ষ্য-ভিদঃ শরাঃ ॥ ৬১ ॥
হবিরাবর্জ্জিতং হোতঃ! ত্বয়া বিধিবদগ্নিষু। বৃষ্টির্ভবতি শস্যানামবগ্রহ-বিশোষিণাম্ ॥ ৬২ ॥
পুরুষায়ুষজীবিন্যো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ। যন্মদীয়াঃ প্রজাস্তস্য হেতুস্ত্বদ্ব্রহ্মবর্চ্চসম্ ॥ ৬৩ ॥
ত্বয়ৈবং চিন্ত্যমানস্য গুরুণা ব্রহ্মযোনিনা। সানুবন্ধাঃ কথং ন স্যুঃ সম্পদো মে নিরাপদঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—মাগধী রাজ্ঞী রাজা চ তয়োঃ পাদান্ জগৃহতুঃ। তৌ গুরুঃ গুরুপত্নী চ প্রীত্যা প্রতিননন্দতুঃ ॥ ৫৭ ॥

আতিথ্য-ক্রিয়া-শান্ত-রথ-ক্ষোভ পরিশ্রমং রাজ্যাশ্রমমুনিং তং (রাজানং) মুনিঃ রাজ্যে কুশলং পপ্রচ্ছ ॥ ৫৮ ॥

অথ বিজিতারি-পুরঃ বদতাং বরঃ অর্থপতিঃ (রাজা) অথর্ব্বনিধেঃ তস্য পুরঃ অর্থ্যাং বাচম্ আদদে ॥ ৫৯ ॥

যস্য মে দৈবীনাং মানুষীণাং চ আপদাং ত্বং প্রতিহর্ত্তা (অসি), (তস্য মে) সপ্তসু অঙ্গেষু শিবম্ উপপন্নং ননু ॥ ৬০ ॥

দূরাৎ প্রশমিতারিভিঃ মন্ত্রকৃতঃ তব মন্ত্রৈঃ দৃষ্ট-লক্ষ্য-ভিদঃ মে শরাঃ প্রত্যাদিশ্যন্ত ইব ॥ ৬১ ॥

হে হোতঃ! ত্বয়া বিধিবৎ অগ্নিষু আবর্জ্জিতং হবিঃ অবগ্রহবিশোষিণাং শস্যানাং বৃষ্টিঃ ভবতি ॥ ৬২ ॥

মদীয়াঃ প্রজাঃ পুরুষায়ুষজীবিন্যঃ নিরাতঙ্কাঃ নিরীতয়ঃ—(ইতি) যৎ তস্য হেতুঃ ত্বদ্ব্রহ্ম-বর্চ্চসম (এব) ॥ ৬৩ ॥

ব্রহ্মযোনিনা গুরুণা ত্বয়া এবং চিন্ত্যমানস্য নিরাপদঃ মে সম্পদঃ সানুবন্ধাঃ কথং ন স্যুঃ? ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা দিলীপ ও মগধ-রাজ-নন্দিনী সুদক্ষিণা তাঁহাদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণাম ও পাদ-গ্রহণ করিলেন, গুরু এবং গুরুপত্নীও পৃথক্ভাবে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত ও আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর আতিথ্য সৎকার দ্বারা রাজ-দম্পতির পরিশ্রম দূর হইলে, গুরুদেব বশিষ্ঠ, অনাড়ম্বর, রাজা হইয়াও ভোগসুখে উদাসীন, রাজ্যরূপ আশ্রমের মুনিস্বরূপ দিলীপকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তার পর সেই শত্রুপুর-বিজয়ী পদার্থতত্ত্বজ্ঞ বাগ্মি-প্রবর রাজা দিলীপ অথর্ব্ব বেদাভিজ্ঞ সেই মহর্ষির সম্মুখে কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

গুরুদেব! আপনি যখন আমার দুর্ভিক্ষ মারীভয় প্রভৃতি দৈবী আপদের এবং দস্যু-তস্করাদি-কৃত মানুষী আপদের নিবারণকর্ত্তা রহিয়াছেন, তখন আমার রাজ্যের (স্বামি-অমাত্য-সুহৃৎ-কোষ-রাষ্ট্র-দুর্গ-বল—এই) সপ্ত বিভাগেই মঙ্গল ত অবিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছেই ॥ ৬০ ॥

আমার শর সকল যাহা দেখে, তাহাই মাত্র ভেদ করিতে পারে। আর আপনার মন্ত্রবলে শত্রুগণ দূর হইতেই প্রতিহত হয়। অর্থাৎ আপনি মন্ত্রশক্তিদ্বারা নয়নের অগোচর শত্রুকেও পরাভূত ও নিবারিত করিয়া থাকেন, কাজে কাজেই সেই মন্ত্রের নিকটে আমার শর অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহাদি রাজ্যের কোথাও নাই ॥ ৬১ ॥

হে যাজ্ঞিক! আপনি অগ্নিতে যথাবিধি যে হোম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ঘৃতাহুতি দিয়া থাকেন, তাহাই বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিয়া থাকে। আপনার দয়ায় আমার রাজ্যে বৃষ্টির অভাবে অজন্মা নাই ॥ ৬২ ॥

আপনার ব্রহ্মতেজের বলেই আমার প্রজাপুঞ্জ শতবর্ষ জীবিত থাকে এবং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আতঙ্ক-পরিশূন্য হইয়া নির্ভয়ে কালাতিপাত করে ॥ ৬৩

বিধাতার পুত্র আপনার ন্যায় গুরুদেব পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সতত যে শিষ্যের মঙ্গলচিন্তা করেন, তাহার রাজ্যে আপদ্-বিপদ্ বা কোনরূপ অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? আমার একপ্রকার সর্ব্বত্রই মঙ্গল ॥ ৬৪ ॥

কিন্তু বধ্বাং তবৈতস্যামদৃষ্ট-সদৃশ-প্রজম্ । ন মামবতি সদ্বীপা রত্নসূরপি মেদিনী ॥ ৬৫ ॥
নূনং মত্তঃ পরং বংশ্যাঃ পিণ্ডবিচ্ছেদ-দর্শিনঃ । ন প্রকাম-ভুজঃ শ্রাদ্ধে স্বধা-সংগ্রহ-তৎপরাঃ ॥ ৬৬ ॥
মৎপরং দুর্ল্লভং মত্বা নূনমাবর্জ্জিতং ময়া । পয়ঃ পূর্ব্বৈঃ স্বনিঃশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে ॥ ৬৭ ॥
সোঽহমিজ্যা-বিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপ-নিমীলিতঃ । প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ ॥ ৬৮ ॥
লোকান্তরসুখং পুণ্যং তপোদান-সমুদ্ভবম্ । সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে ॥ ৬৯ ॥
তয়া হীনং বিধাতর্মাং কথং পশ্যন্ ন দূয়সে । সিক্তং স্বয়মিব স্নেহাদ্ বন্ধ্যমাশ্রমবৃক্ষকম্ ॥ ৭০ ॥
অসহ্যপীড়ং ভগবন্ ঋণমন্ত্যমবেহি মে । অরুন্তুদমিবালানমনির্ব্বাণস্য দন্তিনঃ ॥ ৭১ ॥
তস্মান্মুচ্যে যথা তাত ! সংবিধাতুং তথার্হসি । ইক্ষ্বাকূণাং দুরাপেঽর্থে ত্বদধীনা হি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়।—কিন্তু তব এতস্যাং বধ্বাম্ অদৃষ্ট-সদৃশ-প্রজং মাং সদ্বীপা রত্নসূঃ অপি মেদিনী ন অবতি ॥ ৬৫ ॥

মত্তঃ পরং পিণ্ড-বিচ্ছেদ-দর্শিনঃ বংশ্যাঃ স্বধা-সংগ্রহ-তৎপরাঃ (সন্তঃ) শ্রাদ্ধে প্রকামভুজঃ ন (ভবন্তি) নূনম্ ॥৬৬॥

মৎ-পরং দুর্ল্লভং মত্বা ময়া আবর্জ্জিতং পয়ঃ পূর্ব্বৈঃ স্বনিঃশ্বাসৈঃ (করণৈঃ) কবোষ্ণং (যথা তথা) উপভুজ্যতে ॥৬৭॥

ইজ্যা-বিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপ-নিমীলিতঃ সঃ অহং লোকালোকঃ অচলঃ ইব প্রকাশঃ চ অপ্রকাশঃ চ (জাতঃ) ॥ ৬৮ ॥

তপোদান-সমুদ্ভবং পুণ্যং লোকান্তরসুখং (ভবতি), শুদ্ধ-বংশ্যা সন্ততিঃ হি পরত্র ইহ চ শর্ম্মণে (ভবতি ইতি শেষঃ) ॥ ৬৯ ॥

হে বিধাতঃ ! তয়া হীনং মাং স্নেহাৎ স্বয়ম্ (এব) সিক্তং বন্ধ্যম্ আশ্রমবৃক্ষকং ইব পশ্যন্ কথং ন দূয়সে ? ৭০ ॥

হে ভগবন্ ! মে অন্ত্যম্ ঋণম্ অনির্ব্বাণস্য দন্তিনঃ অরুন্তুদং আলানম্ ইব অসহ্য-পীড়ম্ অবেহি ॥ ৭১ ॥

হে তাত ! তস্মাৎ যথা (অহং) মুচ্যে, তথা সংবিধাতুম্ অর্হসি । হি (যস্মাৎ) ইক্ষ্বাকূণাং দুরাপে অর্থে সিদ্ধয়ঃ ত্বদধীনাঃ (ভবন্তি) ॥ ৭২ ॥

বঙ্গার্থ।—তবে আপনার বধূর গর্ভে অনুরূপ সন্তান উৎপন্ন হইতেছে না বলিয়া সসাগরা ধরণীর ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী লাভ করিয়াও আমার হৃদয়ের তৃপ্তি বা শান্তি নাই ॥ ৬৫ ॥

আমার পর বংশে আর কেহ পিণ্ড দিবার মত রহিল না—দেখিয়া নিশ্চয়ই স্বর্গগত আমার পিতৃপুরুষগণ এখন হইতেই শ্রাদ্ধের কিয়দংশ উত্তরকালের নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছেন বলিয়া মৎ-কৃত শ্রাদ্ধাদিতে আর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিতে পাইতেছেন না ॥ ৬৬ ॥

আমার অভাবে বংশে আর কেহ জলটুকু দিবার মতও রহিল না—দেখিয়া পিণ্ডলোপ আশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ মৎপ্রদত্ত জল দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত পান করিয়া থাকেন। হায়, তাঁহাদের সেই দুঃখের নিঃশ্বাসে সে জল নিশ্চয়ই ঈষদুষ্ণ হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

আমি যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা অন্তঃশুদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু সন্তানবিচ্ছেদহেতু বাহ্য অন্ধকারে ক্রমে আবৃত হইতে বসিয়াছি। গুরুদেব ! লোকালোক পর্ব্বতের অভ্যন্তর সৌর কিরণমালায় আলোকিত থাকিলেও যেমন তাহার বহিঃপ্রদেশ তিমিরাচ্ছন্ন, অদৃশ্য, আমারও ঠিক সেই দশা। আমার পর সব অন্ধকার ॥ ৬৮ ॥

দেব ! তপস্যা, যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা পরজন্মেই সুখসম্ভোগ হয়, কিন্তু সৎপুত্রের দ্বারা ইহলোক পরলোক দুই-ই সুখময় হইয়া থাকে। আমার সে সম্ভাবনা কোথায় ? ৬৯ ॥

ইচ্ছাময় ! স্বহস্ত-পরিষিক্ত আশ্রমতরুতে ফল না হইলে যেমন দুঃখানুভব করেন, আমাকে নিঃসন্তান দেখিয়া আপনার কি তেমন দুঃখ হইতেছে না ? ৭০ ॥

ভগবন্ ! অশান্ত গজরাজের বন্ধনস্তম্ভ যেমন তাহার মর্ম্মপীড়াদায়ক হয়, সেইরূপ পিতৃঋণের কষ্ট আমার অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭১ ॥

হে পূজ্যতম ! সেই অসহ্য পীড়াদায়ক পিতৃঋণ হইতে যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় করিয়া দিন। কেন না,—শুধু আজ নহে, চিরদিন ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণ আপনার কৃপাবলেই অতীব দুষ্কর ও অসাধ্য কার্য্যেও সিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছেন ॥ ৭২ ॥

ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজ্ঞা ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ। ক্ষণমাত্রমৃষিস্তস্থৌ সুপ্তমীন ইব হ্রদঃ ॥ ৭৩ ॥
সোঽপশ্যৎ প্রণিধানেন সন্ততেঃ স্তম্ভকারণম্। ভাবিতাত্মা ভুবো ভর্ত্তুরথৈনং প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৭৪ ॥
পুরা শক্রমুপস্থায় তবোর্ব্বীং প্রতি যাস্যতঃ। আসীৎ কল্পতরুচ্ছায়ামাশ্রিতা সুরভিঃ পথি ॥ ৭৫ ॥
ধর্ম্মলোপভয়াদ্ রাজ্ঞীমৃতুস্নাতামিমাং স্মরন্। প্রদক্ষিণক্রিয়ার্হায়াং তস্যাং ত্বং সাধু নাচরঃ ॥ ৭৬ ॥
অবজানাসি মাং যস্মাদতস্তে ন ভবিষ্যতি। মৎপ্রসূতিমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা ॥ ৭৭ ॥
স শাপো ন ত্বয়া রাজন্ ন চ সারথিনা শ্রুতঃ। নদত্যাকাশগঙ্গায়াঃ স্রোতস্যুদ্দামদিগ্গজে ॥ ৭৮ ॥
ঈপ্সিতং তদবজ্ঞানাদ বিদ্ধি সার্গলমাত্মনঃ। প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ ॥ ৭৯ ॥
হবিষে দীর্ঘসত্রস্য সা চেদানীং প্রচেতসঃ। ভুজঙ্গ-পিহিত-দ্বারং পাতালমধিতিষ্ঠতি ॥ ৮০ ॥

অন্বয়।—রাজ্ঞা ইতি বিজ্ঞাপিতঃ ঋষিঃ ধ্যান-স্তিমিত-লোচনঃ (সন) সুপ্তমীনঃ হ্রদ ইব ক্ষণমাত্রং তস্থৌ ॥ ৭৩ ॥

ভাবিতাত্মা স মুনিঃ প্রণিধানেন ভুবঃ ভর্ত্তুঃ সন্ততেঃ স্তম্ভ-কারণম্ অপশ্যৎ অথ এনং (রাজানং) প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৭৪ ॥

পুরা শক্রং উপস্থায় উর্ব্বীং প্রতি যাস্যতঃ তব পথি কল্পতরুচ্ছায়াম্ আশ্রিতা সুরভিঃ আসীৎ ॥ ৭৫ ॥

ঋতুস্নাতাম্ ইমাং রাজ্ঞীং ধর্মলোপভয়াৎ স্মরন্ ত্বং প্রদক্ষিণক্রিয়ার্হায়াং তস্যাং সাধু ন আচরঃ ॥ ৭৬ ॥

যস্মাৎ মাম্ অবজানাসি, অতঃ মৎ-প্রসূতিম্ অনারাধ্য তে প্রজা ন ভবিষ্যতি ইতি সা (সুরভিঃ) ত্বাং শশাপ ॥ ৭৭ ॥

রাজন্! উদ্দাম-দিগ্গজে আকাশগঙ্গায়াঃ স্রোতসি নদতি (সতি) সঃ শাপঃ ন ত্বয়া ন চ সারথিনা শ্রুতঃ ॥ ৭৮ ॥

তদবজ্ঞানাৎ আত্মনঃ ঈপ্সিতং সার্গলং বিদ্ধি। হি (তথাহি) পূজ্য-পূজা-ব্যতিক্রমঃ শ্রেয়ঃ প্রতিবধ্নাতি ॥ ৭৯ ॥

সা (সুরভিঃ) চ ইদানীং দীর্ঘ-সত্রস্য প্রচেতসঃ হবিষে ভুজঙ্গ পিহিতদ্বারং পাতালং অধিতিষ্ঠতি ॥ ৮০ ॥

বঙ্গার্থ।—মহারাজ দিলীপ এই ভাবে নিবেদন করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ, ক্ষণকালের জন্য নয়ন মুদ্রণপূর্ব্বক নিদ্রিত-মৎস্য-সমন্বিত জলাশয়ের ন্যায় স্তিমিতভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ৭৩ ॥

পবিত্রহৃদয় মহর্ষি ধ্যানযোগে ভূপতির সন্ততির অভাবের কারণ অবগত হইলেন এবং নৃপতিকেও তাহা বিবৃত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

মহারাজ! পূর্ব্বে একদিন দেবরাজ ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া আপনি যখন পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন আপনার পথের পার্শ্বে স্বর্গীয় কামধেনু সুরভি কল্পতরুর ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল ॥ ৭৫ ॥

আপনার এই মহিষী সেই দিন ঋতুস্নান করিয়া পবিত্র হইয়াছিলেন,—সত্বর ইঁহার সমীপে উপগত না হইলে ধর্ম্ম-লোপ হইবে—এই আশঙ্কায় আপনি ক্ষিপ্রতানিবন্ধন, অর্চ্চনীয়া সুরভিকে প্রদক্ষিণ প্রভৃতির দ্বারা অর্চ্চিত না করিয়াই অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥

এই ত্রুটীর জন্য, তুমি যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিলে, তেমনি আমার সন্ততির আরাধনা ব্যতিরেকে তোমার সন্তান জন্মিবে না—এই অভিশাপ সুরভি আপনাকে দিয়াছিল ॥ ৭৭ ॥

রাজন্! সুরভির সেই অভিসম্পাতদান সময়ে, উচ্ছৃঙ্খল দিগ্গজবৃন্দ মন্দাকিনীর প্রবাহে চীৎকার করিয়া কেলি করিতেছিল, তাই আপনি বা আপনার সারথি—কেহই তাহা শুনিতে পান নাই ॥ ৭৮ ॥

সেই পূজনীয় কামধেনুর অবজ্ঞা হেতু আপনার মনোরথ প্রতিহত হইতেছে। কেন না, পূজনীয়দিগের পূজার ব্যতিক্রম ঘটিলে মঙ্গল হয় না ॥ ৭৯ ॥

সেই সুরভি বরুণের দীর্ঘকালব্যাপী এক যজ্ঞে দধি ঘৃত প্রভৃতি যজ্ঞীয় বস্তু যোগাইবার জন্য পাতালে এখন বাস করিতেছে, সেখানে প্রবেশেরও কোন উপায় নাই। কেন না, সেই পাতালদ্বার ভীষণ অজগর সর্পের দ্বারা নিরুদ্ধ ॥ ৮০ ॥

তাৎপর্য্য।—সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি বিপন্ন হইয়া আকুল-হৃদয়ে মহিষীর সহিত গুরুর নিকটে আসিয়াছেন, বিপদের যদি কোন প্রতিবিধান হয় এই অভিপ্রায়ে। তুমি রাজাই হও, আর মহারাজচক্রবর্ত্তী হও, যখন আসক্তি-বিমূঢ়-হৃদয়ে কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছ, তখন তোমাকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। অজ্ঞান অবস্থায় যে

সুতাং তদীয়াং সুরভেঃ কৃত্বা প্রতিনিধিং শুচিঃ। আরাধয় সপত্নীকঃ প্রীতা কামদুঘা হি সা ॥ ৮১ ॥
ইতি বাদিন এবাস্য হোতুরাহুতিসাধনম্। অনিন্দ্যা নন্দিনী নাম ধেনুরাববৃতে বনাৎ ॥ ৮২ ॥
ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লব-স্নিগ্ধ-পাটলা। বিভ্রতী শ্বেতরোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শশিনং নবম্ ॥ ৮৩ ॥
ভুবং কোষ্ণেন কুণ্ডোঘ্নী মেধ্যেনাবভৃথাদপি। প্রস্রবেনাভিবর্ষন্তী বৎসালোকপ্রবর্ত্তিনা ॥ ৮৪ ॥
রজঃ-কণৈঃ খুরোদ্ধূতৈঃ স্পৃশদ্ভির্গাত্রমন্তিকাৎ। তীর্থাভিষেকজাং শুদ্ধিমাদধানা মহীক্ষিতঃ ॥ ৮৫ ॥
তাং পুণ্যদর্শনাং দৃষ্ট্বা নিমিত্তজ্ঞস্তপোনিধিঃ। যাজ্যমাশংসিতাবন্ধ্যপ্রার্থনং পুনরব্রবীৎ ॥ ৮৬ ॥
অদূরবর্ত্তিনীং সিদ্ধিং রাজন্ বিগণয়াত্মনঃ। উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নাম্নি কীর্ত্তিত এব যৎ ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়।—(তর্হি কিং কর্ত্তব্যম্?)—তদীয়াং সুতাং সুরভেঃ প্রতিনিধিং কৃত্বা শুচিঃ সপত্নীকঃ (চ) (সন্) আরাধয়। হি (যস্মাৎ) সা প্রীতা (সতী) কামদুঘা (ভবতি) ॥ ৮১ ॥

ইতি বাদিনঃ হোতুঃ অস্য (মুনেঃ) আহুতি-সাধনং নন্দিনী নাম অনিন্দ্যা ধেনুঃ বনাৎ আববৃতে ॥ ৮২ ॥

(কিম্ভূতা সা ধেনুঃ) পল্লব-স্নিগ্ধ-পাটলা ললাটোদয়ম্ আভুগ্নং শ্বেতরোমাঙ্কং বিভ্রতী, (অতএব) নবং শশিনং বিভ্রতী সন্ধ্যা ইব (স্থিতা) ॥ ৮৩ ॥

কুণ্ডোঘ্নী, বৎসালোকপ্রবর্ত্তিনা কোষ্ণেন অবভৃথাদপি মেধ্যেন প্রস্রবেন ভুবং অভিবর্ষন্তী ॥ ৮৪ ॥

খুরোদ্ধূতৈঃ অন্তিকাৎ গাত্রং স্পৃশদ্ভিঃ রজঃকণৈঃ মহীক্ষিতঃ তীর্থাভিষেকজাং শুদ্ধিম্ আদধানা ॥ ৮৫ ॥

নিমিত্তজ্ঞঃ তপোনিধিঃ (বশিষ্ঠঃ) পুণ্যদর্শনাং তাং দৃষ্ট্বা আশংসিতাবন্ধ্যপ্রার্থনং যাজ্যং (রাজানং) পুনরব্রবীৎ ॥ ৮৬ ॥

রাজন্! আত্মনঃ সিদ্ধিং অদূরবর্ত্তিনীং বিগণয়। যৎ (যস্মাৎ) ইয়ং কল্যাণী (নন্দিনী) নাম্নি কীর্ত্তিতে এব উপস্থিতা (ভবতি) ॥ ৮৭ ॥

বঙ্গার্থ।—তবে এক উপায় আছে। সেই সুরভির তনয়াকে সুরভির প্রতিনিধিরূপে যদি আপনি সংযত হইয়া মহিষীর সহিত একযোগে আরাধনা করিতে পারেন, তবেই এই অভিশাপের প্রতিপ্রসব হইতে পারে। যেহেতু সেই সুরভি-তনয়া প্রসন্ন হইলে অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন ॥ ৮১ ॥

এই কথা বলা মাত্রই হবনকারী ঋষির হোমের প্রধান সাধনস্বরূপিণী নন্দিনীনামিকা সেই অনিন্দনীয়া ধেনু বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল ॥ ৮২ ॥

সন্ধ্যা যেমন তাঁহার আকাশরূপ ললাটে নবোদিত চন্দ্রমা ধারণ করেন, তদ্রূপ সেই পল্লবের ন্যায় স্নিগ্ধ, পাটলবর্ণ-বিশিষ্টা ধেনু ললাটে কুঞ্চিত শ্বেতরোমাবলী ধারণ করায় পরম শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৮৩ ॥

বৎস-দর্শনে তাঁহার কুণ্ডের ন্যায় পীনস্তন (পালান) হইতে প্রস্রুত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ-ধারায় ভূমিতল অভিষিক্ত হইতেছিল। সে দুগ্ধ-নির্ঝর অবভৃথস্নান অপেক্ষাও পবিত্রতর ॥ ৮৪ ॥

নন্দিনীর খুরোদ্ধূত ধূলিপটল নিকটবর্ত্তী রাজার গাত্র-স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে তীর্থস্নানের পুণ্যে বিমণ্ডিত করিতেছিল ॥ ৮৫ ॥

নাম করিতে করিতেই নন্দিনী উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা একটা যে অত্যন্ত শুভলক্ষণ, তাহা ঋষি বিলক্ষণ জানিতেন, তাই তাঁহাকে দেখিয়াই তাপস বশিষ্ঠ শিষ্যকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

রাজন্! আপনার মনোরথ-সিদ্ধির আর বড় অধিক বিলম্ব নাই, কেন না, এই দেখুন, নাম করিতে করিতেই আমার কল্যাণী নন্দিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

অকার্য্য করিয়াছ, এখন সজ্ঞান অবস্থায় তাহার প্রতিপ্রসব কর। উপযুক্ত ফলভোগ কর,"—এই কথা কালিদাস বশিষ্ঠের মুখ দিয়া জলদগম্ভীর স্বরে প্রকাশ করাইলেন।

বন্যবৃত্তিরিমাং শশ্বদাত্মানুগমনেন গাম্। বিদ্যামভ্যসনেনেব প্রসাদয়িতুমর্হসি ॥ ৮৮ ॥
প্রস্থিতায়াং প্রতিষ্ঠেথাঃ স্থিতায়াং স্থিতিমাচরেঃ। নিষণ্ণায়াং নিষীদাস্যাং পীতাম্ভসি পিবেরপঃ ॥ ৮৯ ॥
বধূর্ভক্তিমতী চৈনামর্চিতামাতপোবনাৎ। প্রযতা প্রাতরন্বেতু সায়ং প্রত্যুদ্‌ব্রজেদপি ॥ ৯০ ॥
ইত্যাপ্রসাদাদস্যাস্ত্বং পরিচর্য্যা-পরো ভব। অবিঘ্নমস্তু তে স্থেয়াঃ পিতেব ধুরি পুত্রিণাম্ ॥ ৯১ ॥
তথেতি প্রতিজগ্রাহ প্রীতিমান্ স-পরিগ্রহঃ। আদেশং দেশকালজ্ঞঃ শিষ্যঃ শাসিতুরানতঃ ॥ ৯২ ॥

অন্বয়।—বন্যবৃত্তিঃ (সন্) ইমাং গাং শশ্বৎ আত্মানুগমনেন অভ্যসনেন বিদ্যাম্ ইব প্রসাদয়িতুং অর্হসি ॥ ৮৮ ॥

অস্যাং (নন্দিন্যাং) প্রস্থিতায়াং প্রতিষ্ঠেথাঃ, স্থিতায়াং স্থিতিম্ আচরেঃ, নিষণ্ণায়াং নিষীদ, পীতাম্ভসি অপঃ পিবেঃ (সর্ব্বত্র ত্বং ইতি অধ্যাহার্য্যম্) ॥ ৮৯ ॥

বধূঃ চ ভক্তিমতী প্রযতা (চ) (সতী) অর্চিতাম্ এনাং গাং প্রাতঃ আতপোবনাৎ অন্বেতু, সায়ম্ অপি প্রত্যুদ্‌ব্রজেৎ ॥ ৯০ ॥

ইতি (অনেন প্রকারেণ) ত্বম্ আ-প্রসাদাৎ অস্যাঃ পরিচর্য্যা-পরঃ ভব। তে অবিঘ্নম্ অস্তু। পিতা ইব পুত্রিণাং ধুরি স্থেয়াঃ ॥ ৯১ ॥

দেশকালজ্ঞঃ প্রীতিমান্ শিষ্যঃ (রাজা) সপরিগ্রহঃ আনতঃ (সন্) শাসিতুঃ আদেশং তথা ইতি প্রতিজগ্রাহ ॥ ৯২ ॥

বঙ্গার্থ।—এক্ষণে আপনি বন্য ফলমূলাদি আহার করিয়া, অভ্যাসের দ্বারা বিদ্যালাভের ন্যায়, নিরন্তর ইহার অনুসরণের দ্বারা ইহাকে সন্তুষ্ট করুন ॥ ৮৮ ॥

নন্দিনী গমন করিলে আপনিও গমন করিবেন, বসিলে বসিবেন ও দাঁড়াইলে দাঁড়াইবেন এবং নন্দিনী জলপান করিলে আপনিও জলপান করিবেন ॥ ৮৯ ॥

আমার এই বধূমাতা সুদক্ষিণাও ভক্তিমতী হইয়া ইহার অর্চ্চনা করিবেন এবং প্রভাতে বনগমনকালে তপোবনের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত অনুগমন ও সায়াহ্নে উক্ত প্রান্তদেশ হইতে প্রত্যুদ্‌গমন অর্থাৎ অগ্রসর হইয়া অভ্যুত্থিত করিবেন ॥ ৯০ ॥

যতদিন পর্য্যন্ত নন্দিনী প্রসন্ন না হইবে, ততদিন এই-ভাবে তাহার সেবা করিতে হইবে। রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক। আশীর্ব্বাদ করি, আপনার পিতা যেমন আপনার ন্যায় যোগ্যপুত্র পাইয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ সর্ব্বোত্তম পুত্র লাভ করুন ॥ ৯১ ॥

হোমানলের সমীপে হোমাবসানসময়ে গুরু বশিষ্ঠের এই উক্তি কদাচ বিফল হইতে পারে না—ভাবিয়া, রাজা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং পত্নীর সহিত আনত মস্তকে গুরুর আদেশ স্বীকার করিলেন ॥ ৯২ ॥

তাৎপর্য্য।—নন্দিনী চলিলে চলিবে, বসিলে বসিবে, দাঁড়াইলে দাঁড়াইবে, পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও নন্দিনীর জলগ্রহণের পূর্ব্বে জলস্পর্শ করিতে পাইবে না,—ফলমূল খাইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, পত্নীর সহিত একত্র বাস করিতে হইবে, সারাদিন বনচরের ন্যায় বনে বনে ঘুরিতে হইবে,—ইত্যাদি গুরুর কঠোর আদেশ ধরণীর অধীশ্বর দিলীপ নীরবে ও প্রসন্নহৃদয়ে মাথা পাতিয়া লইলেন। একদিনের এক মুহূর্ত্তের ভ্রমে, ঋতুস্নাতা পত্নীর কথা মনে পড়ায় এক নিমেষের স্খলনে,—এককথায় রাজ-রাজেশ্বরকে মহিষীর সহিত কি কৃচ্ছ্র কষ্টেই পড়িতে হইল! যাঁহার মোহে তোমার মতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, এখন তাঁহারই সহিত, সেই পত্নীর সহিত, ব্রহ্মচারিভাবে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করিতে হইবে, এই তোমার শাস্তি। কোথায় ইহার নিকট সেই বিরহী যক্ষের দণ্ড? এ দণ্ডের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। তোমার ত্রুটীর,—"পূজ্যপূজাব্যতিক্রমের" কথা শুনিয়াছি, এই তার প্রতিপ্রসব—বলিয়াই বশিষ্ঠ,—"মঙ্গল হউক" এই ইঙ্গিতে রাজাকে বিদায় করিলেন। অন্য কোন কথা নাই! প্রকৃত গুরুর হৃদয়ের বল যে কত, ইহা তাহারই প্রমাণ। আবার পূর্ব্বোক্ত ৫৬ শ্লোকে গুরুগৃহে রাজা আসিয়াছেন,—বশিষ্ঠ হোমগৃহে সন্ধ্যাবন্দনাদিতে নিমগ্ন, রাজা বসিয়া আছেন, রাণী বসিয়া আছেন, এখন দেখা হইবে না। বিলম্ব করিতে হইবে।—কি চমৎকার দৃশ্য! হায় রে কাল! কবি কালিদাস আর্য্যধর্ম্মের এই যে চিত্র অঙ্কন করিলেন, ইহার তুলনা নাই।

গুরুদেব বশিষ্ঠ উপবিষ্ট, সমীপে দেবী অরুন্ধতী আসীনা; হোমাগ্নিসৌরভে সে স্থল আমোদিত। তথায় উপস্থিত হইয়াছেন রাজা দিলীপ, সঙ্গে আত্মানুরূপিণী প্রিয়তমা পত্নী সুদক্ষিণা। আকাঙ্ক্ষা—পুত্রলাভ! কি সুন্দর আলেখ্য! আর একবার দেখিয়াছি, জগতের আদি জনক-জননী মারীচ ও অদিতি উপবিষ্ট, তথায় উপস্থিত হইয়াছেন নানা-দুঃখ-বিধুর রাজা দুষ্মন্ত, সঙ্গে পতিপ্রাণা কণ্বদুহিতা শকুন্তলা ও দেবশিশুবৎ সর্ব্বদমন। কবির উদ্দেশ্যে উভয়স্থলেই অনেকটা এক ॥ ৮৮ ৮৯ ॥

অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ সংবেশায় বিশাম্পতিম্। সূনুঃ সূনৃত-বাক্‌স্রষ্টু বিসসর্জ্জোর্জ্জিতশ্রিয়ম্॥ ৯৩॥
সত্যামপি তপঃসিদ্ধৌ নিয়মাপেক্ষয়া মুনিঃ। কল্পবিৎ কল্পয়ামাস বন্যামেবাস্য সংবিধাম্॥ ৯৪॥
নির্দ্দিষ্টাং কুলপতিনা স পর্ণশালামধ্যাস্য প্রযতপরিগ্রহ-দ্বিতীয়ঃ।
তচ্ছিষ্যাধ্যয়ন-নিবেদিতাবসানাং সংবিষ্টঃ কুশ-শয়নে নিশাং নিনায়॥ ৯৫॥

অন্বয়।—অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ **সূনৃত-বাক্ স্রষ্টুঃ সূনুঃ** (বশিষ্ঠঃ) ঊর্জ্জিতশ্রিয়ং বিশাম্পতিং সংবেশায় বিসসর্জ্জ॥ ৯৩॥

কল্পবিৎ **মুনিঃ** তপঃসিদ্ধৌ **সত্যাম্** অপি নিয়মাপেক্ষয়া অস্য (রাজ্ঞঃ) বন্যাং এব সংবিধাং **কল্পয়ামাস**॥ ৯৪॥

স রাজা কুলপতিনা নির্দ্দিষ্টাং পর্ণশালাম্ অধ্যাস্য প্রযত-**পরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ** কুশ-শয়নে **সংবিষ্টঃ** (সন্) তচ্ছিষ্যাধ্যয়ন-নিবেদিতাবসানাং নিশাং নিনায়॥ ৯৫॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর প্রদোষকাল উপস্থিত দেখিয়া জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার মানসপুত্র, মিষ্টভাষী মহর্ষি বশিষ্ঠ, গুরুর প্রসন্নতায় বর্দ্ধিত-কান্তি নরপতি দিলীপকে নৈশবিরামের জন্য আদেশ করিলেন॥ ৯৩॥

নিয়মাভিজ্ঞ মুনিবর, তপস্যাপ্রভাবে রাজোচিত শয্যাদির নির্ম্মাণে সমর্থ হইলেও, ইঁহাদের সম্বন্ধে অরণ্য-সুলভ পর্ণশয্যাই বিধান করিলেন॥ ৯৪॥

সংযমিনী পত্নীর সহিত নরনাথ দিলীপ কুলপতি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পর্ণশালায় প্রবেশপূর্ব্বক কুশের শয্যায় নিদ্রিত হইলেন এবং বশিষ্ঠ-শিষ্যগণের বেদপাঠ-ধ্বনিতে রাত্রি শেষ হইয়াছে, জানিতে পারিয়া গাত্রোত্থান করিলেন॥ ৯৫॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে জায়া-প্রতিগ্রাহিত-গন্ধমাল্যাম্।
বনায় পীতপ্রতিবদ্ধবৎসাং যশোধনো ধেনুমৃষের্মুমোচ ॥ ১ ॥
তস্যাঃ খুর-ন্যাস-পবিত্র-পাংশুমপাংশুলানাং ধুরি কীর্ত্তনীয়া।
মার্গং মনুষ্যেশ্বর-ধর্ম্মপত্নী শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥
নিবর্ত্ত্য রাজা দয়িতাং দয়ালুস্তাং সৌরভেয়ীং সুরভির্যশোভিঃ।
পয়োধরীভূত-চতুঃসমুদ্রাং জুগোপ গোরূপধরামিবোর্ব্বীম্ ॥ ৩ ॥
ব্রতায় তেনানুচরেণ ধেনোর্ন্যষেধি শেষোঽপ্যনুযায়িবর্গঃ।
ন চান্যতস্তস্য শরীররক্ষা স্ববীর্য্যগুপ্তা হি মনোঃ প্রসূতিঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—অথ যশোধনঃ প্রজানাম্ অধিপঃ জায়া-প্রতি-গ্রাহিত-গন্ধমাল্যাং পীত-প্রতিবদ্ধবৎসাম ঋষেঃ ধেনুং বনায় (বনং গন্তুং) মুমোচ ॥ ১ ॥

অপাংশুলানাং ধুরি কীর্ত্তনীয়া মনুষ্যেশ্বর-ধর্ম্মপত্নী খুর-ন্যাস-পবিত্র-পাংশুং তস্যাঃ (ধেনোঃ) মার্গং শ্রুতেঃ অর্থং স্মৃতিরিব অন্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥

দয়ালুঃ যশোভিঃ সুরভিঃ রাজা তাং দয়িতাং (সুদক্ষিণাং) নিবর্ত্ত্য সৌরভেয়ীং (সুরভি-নন্দিনীং নন্দিনীং) পয়োধরী-ভূত চতুঃ-সমুদ্রাং গোরূপধরাং উর্ব্বীং ইব জুগোপ ॥ ৩ ॥

ব্রতায় ধেনোঃ অনুচরেণ তেন (দিলীপেন) শেষঃ অপি অনুযায়ি-বর্গঃ ন্যষেধি। তস্য শরীররক্ষা চ অন্যতঃ (অন্যস্মাৎ পুরুষাৎ) ন (ভবতি)। হি (যতঃ) মনোঃ প্রসূতিঃ স্ববীর্য্যগুপ্তা ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর প্রভাতে প্রজানাথ রাজা দিলীপ নন্দিনীর বৎসতরকে দুগ্ধ-পান করাইয়া বাঁধিয়া রাখিলেন, রাজ্ঞী সুদক্ষিণাও নন্দিনীকে পুষ্প-চন্দন-মাল্যাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন ॥ ১ ॥

নন্দিনীর খুরের সংস্পর্শে পথের ধূলি-জাল পবিত্র হইল। পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্যা রাজ-মহিষী সুদক্ষিণাও স্মৃতি যেমন শ্রুতির অর্থের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ সেই নন্দিনীর পথের অনুসরণ করিলেন, অর্থাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ॥ ২ ॥

রাজ্ঞী তপোবনের প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিলে, স্নেহময় দয়ার্দ্রচিত্ত রাজা তাঁহাকে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া পয়োধর-(নন্দিনীর চারিটি স্তন) রূপ চতুঃসমুদ্র-বিশিষ্টা গোরূপ-ধারিণী পৃথিবীর ন্যায় নন্দিনীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

ব্রত-পালনের জন্য তিনি নন্দিনীর অনুগমন করিতেছেন বলিয়া অবশিষ্ট অনুচরদিগকেও সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেন। আর তাঁহার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠের অনুচরের প্রয়োজনই বা কি? কেন না, মনুবংশীয় নৃপতিগণ বাহুবলেই আত্মরক্ষা করিতে যথেষ্ট সমর্থ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—আর্য্য-ধর্ম্ম বেদানুমোদিত। যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা আর্য্য-ধর্ম্মের বহির্ভূত। স্মৃতির দ্বারা আর্য্যধর্ম্ম অনেকটা অনুশাসিত। কি তাই বলিয়া যে স্মৃতি বেদের বিরোধিনী—অর্থাৎ বেদানুমতা নহে, তাহা অগ্রাহ্য। স্মৃতি বেদার্থের অনুসারিণী হইলেই আমরা মানিতে বাধ্য ॥ ২ ॥

রাজা চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিতা পৃথিবীকে যতটা যত্ন, আগ্রহ এবং দক্ষতার সহিত পালন করিতেন, নন্দিনীকেও তেমনই ভাবে পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই কামধেনু নন্দিনীর সতত-দুগ্ধ-বহুল স্তনচতুষ্টয়ের নিকট অনন্ত-সলিলপূর্ণ সমুদ্রও অকিঞ্চিৎকর। অর্থাৎ তাহার স্তন চারিটিই যেন চারিটি সমুদ্র। আর্য্য নৃপতির নিকট পৃথিবীর পালন অপেক্ষা গোপালন কোন অংশেই হেয় নহে, বরঞ্চ অধিকতর স্পৃহণীয়। গো-নন্দিনী এবং ব্রাহ্মণ—বশিষ্ঠ—এই গোব্রাহ্মণের সেবায় সম্রাট্ যে কতটা তৎপর, তাহা কালিদাস দেখাইলেন ॥ ৩ ॥

অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ সংবেশায় বিশাম্পতিম্। সূনুঃ সূনৃত-বাক্স্রষ্টু বিসসর্জ্জোর্জ্জিতশ্রিয়ম্॥ ৯৩॥
সত্যামপি তপঃসিদ্ধৌ নিয়মাপেক্ষয়া মুনিঃ। কল্পবিৎ কল্পয়ামাস বন্যামেবাস্য সংবিধাম্॥ ৯৪॥
নির্দ্দিষ্টাং কুলপতিনা স পর্ণশালামধ্যাস্য প্রযতপরিগ্রহ-দ্বিতীয়ঃ।
তচ্ছিষ্যাধ্যয়ন-নিবেদিতাবসানাং সংবিষ্টঃ কুশ-শয়নে নিশাং নিনায়॥ ৯৫॥

অন্বয়।—অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ সূনৃত-বাক্ স্রষ্টুঃ সূনুঃ (বশিষ্ঠঃ) ঊর্জ্জিতশ্রিয়ং বিশাম্পতিং সংবেশায় বিসসর্জ্জ॥ ৯৩॥

কল্পবিৎ মুনিঃ তপঃসিদ্ধৌ সত্যাম্ অপি নিয়মাপেক্ষয়া অস্য (রাজ্ঞঃ) বন্যাং এব সংবিধাং কল্পয়ামাস॥ ৯৪॥

স রাজা কুলপতিনা নির্দ্দিষ্টাং পর্ণশালাম্ অধ্যাস্য প্রযত-পরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ কুশ-শয়নে সংবিষ্টঃ (সন্) তচ্ছিষ্যাধ্যয়ন-নিবেদিতাবসানাং নিশাং নিনায়॥ ৯৫॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর প্রদোষকাল উপস্থিত দেখিয়া জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার মানসপুত্র, মিষ্টভাষী মহর্ষি বশিষ্ঠ. গুরুর প্রসন্নতায় বর্দ্ধিত-কান্তি নরপতি দিলীপকে নৈশবিরামের জন্য আদেশ করিলেন॥ ৯৩॥

নিয়মাভিজ্ঞ মুনিবর, তপস্যাপ্রভাবে রাজোচিত শয্যাদির নির্ম্মাণে সমর্থ হইলেও, ইঁহাদের সম্বন্ধে অরণ্য-সুলভ পর্ণশয্যাই বিধান করিলেন॥ ৯৪॥

সংযমিনী পত্নীর সহিত নরনাথ দিলীপ কুলপতি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পর্ণশালায় প্রবেশপূর্ব্বক কুশের শয্যায় নিদ্রিত হইলেন এবং বশিষ্ঠ-শিষ্যগণের বেদপাঠ-ধ্বনিতে রাত্রি শেষ হইয়াছে, জানিতে পারিয়া গাত্রোত্থান করিলেন॥ ৯৫॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে জায়া-প্রতিগ্রাহিত-গন্ধমাল্যাম্।
বনায় পীতপ্রতিবদ্ধবৎসাং যশোধনো ধেনুমৃষের্মুমোচ ॥ ১ ॥
তস্যাঃ খুর-ন্যাস-পবিত্র-পাংশুমপাংশুলানাং ধুরি কীর্ত্তনীয়া।
মার্গং মনুষ্যেশ্বর-ধর্ম্মপত্নী শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥
নিবর্ত্ত্য রাজা দয়িতাং দয়ালুস্তাং সৌরভেয়ীং সুরভির্যশোভিঃ।
পয়োধরীভূত-চতুঃসমুদ্রাং জুগোপ গোরূপধরামিবোর্ব্বীম্ ॥ ৩ ॥
ব্রতায় তেনানুচরেণ ধেনোর্ন্যষেধি শেষোঽপ্যনুযায়িবর্গঃ।
ন চান্যতস্তস্য শরীররক্ষা স্ববীর্য্যগুপ্তা হি মনোঃ প্রসূতিঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—অথ যশোধনঃ প্রজানাম্ অধিপঃ জায়া-প্রতি-গ্রাহিত-গন্ধমাল্যাং পীত-প্রতিবদ্ধবৎসাম ঋষেঃ ধেনুং বনায় (বনং গন্তুং) মুমোচ ॥ ১ ॥

অপাংশুলানাং ধুরি কীর্ত্তনীয়া মনুষ্যেশ্বর-ধর্ম্মপত্নী খুর ন্যাস-পবিত্র-পাংশুং তস্যাঃ (ধেনোঃ) মার্গং শ্রুতেঃ অর্থং স্মৃতিরিব অন্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥

দয়ালুঃ যশোভিঃ সুরভিঃ রাজা তাং দয়িতাং (সুদক্ষিণাং) নিবর্ত্ত্য সৌরভেয়ীং (সুরভি-নন্দিনীং নন্দিনীং) পয়োধরী-ভূত চতুঃ-সমুদ্রাং গোরূপধরাং উর্ব্বীং ইব জুগোপ ॥ ৩ ॥

ব্রতায় ধেনোঃ অনুচরেণ তেন (দিলীপেন) শেষঃ অপি অনুযায়ি-বর্গঃ ন্যষেধি। তস্য শরীররক্ষা চ অন্যতঃ (অন্যস্মাৎ পুরুষাৎ) ন (ভবতি)। হি (যতঃ) মনোঃ প্রসূতিঃ স্ববীর্য্যগুপ্তা ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর প্রভাতে প্রজানাথ রাজা দিলীপ নন্দিনীর বৎসতরকে দুগ্ধ-পান করাইয়া বাঁধিয়া রাখিলেন, রাজ্ঞী সুদক্ষিণাও নন্দিনীকে পুষ্প-চন্দন-মাল্যাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন ॥ ১ ॥

নন্দিনীর খুরের সংস্পর্শে পথের ধূলি-জাল পবিত্র হইল। পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্যা রাজ-মহিষী সুদক্ষিণাও স্মৃতি যেমন শ্রুতির অর্থের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ সেই নন্দিনীর পথের অনুসরণ করিলেন, অর্থাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ॥ ২ ॥

রাজ্ঞী তপোবনের প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিলে, স্নেহময় দয়ার্দ্রচিত্ত রাজা তাঁহাকে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া পয়োধর (নন্দিনীর চারিটি স্তন) রূপ চতুঃসমুদ্র-বিশিষ্টা গোরূপ-ধারিণী পৃথিবীর ন্যায় নন্দিনীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

ব্রত-পালনের জন্য তিনি নন্দিনীর অনুগমন করিতেছেন বলিয়া অবশিষ্ট অনুচরদিগকেও সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেন। আর তাঁহার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠের অনুচরের প্রয়োজনই বা কি? কেন না, মনুবংশীয় নৃপতিগণ বাহুবলেই আত্মরক্ষা করিতে যথেষ্ট সমর্থ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—আর্য্য-ধর্ম্ম বেদানুমোদিত। যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা আর্য্য-ধর্ম্মের বহির্ভূত। স্মৃতির দ্বারা আর্য্যধর্ম্ম অনেকটা অনুশাসিত। কি তাই বলিয়া যে স্মৃতি বেদের বিরোধিনী—অর্থাৎ বেদানুমতা নহে, তাহা অগ্রাহ্য। স্মৃতি বেদার্থের অনুসারিণী হইলেই আমরা মানিতে বাধ্য ॥ ২ ॥

রাজা চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিতা পৃথিবীকে যতটা যত্ন, আগ্রহ এবং দক্ষতার সহিত পালন করিতেন, নন্দিনীকেও তেমনই ভাবে পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই কামধেনু নন্দিনীর সতত-দুগ্ধ-বহুল স্তনচতুষ্টয়ের নিকট অনন্ত-সলিলপূর্ণ সমুদ্রও অকিঞ্চিৎকর। অর্থাৎ তাহার স্তন চারিটিই যেন চারিটি সমুদ্র। আর্য্য নৃপতির নিকট পৃথিবীর পালন অপেক্ষা গোপালন কোন অংশেই হেয় নহে, বরঞ্চ অধিকতর স্পৃহণীয়। গো-নন্দিনী এবং ব্রাহ্মণ—বশিষ্ঠ—এই গোব্রাহ্মণের সেবায় সম্রাট্ যে কতটা তৎপর, তাহা কালিদাস দেখাইলেন ॥ ৩ ॥

আস্বাদবদ্ভিঃ কবলৈস্তৃণানাং কণ্ডূয়নৈর্দংশ-নিবারণৈশ্চ।
অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈঃ স তস্যাঃ সম্রাট্ সমারাধনতৎপরোঽভূৎ ॥ ৫ ॥

স্থিতঃ স্থিতামুচ্চলিতঃ প্রয়াতাং নিষেদুষীমাসনবন্ধ-ধীরঃ।
জলাভিলাষী জলমাদদানাং ছায়েব তাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ ॥ ৬ ॥

স ন্যস্ত-চিহ্নামপি রাজ-লক্ষ্মীং তেজো-বিশেষানুমিতাং দধানঃ।
আসীদনাবিষ্কৃত-দান-রাজিরন্তর্মদাবস্থ ইব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥

লতাপ্রতানোদ্‌গ্রথিতৈঃ স কেশৈরধিজ্য-ধন্বা বিচচার দাবম্।
রক্ষাপদেশান্ মুনিহোম-ধেনোর্বন্যান্ বিনেষ্যন্নিব দুষ্ট-সত্ত্বান্ ॥ ৮ ॥

বিসৃষ্ট-পার্শ্বানুচরস্য তস্য পার্শ্বদ্রুমাঃ পাশভৃতা সমস্য।
উদীরয়ামাসুরিবোন্মদানামালোকশব্দং বয়সাং বিরাবৈঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—সম্রাট্ সঃ (দিলীপঃ) আস্বাদবদ্ভিঃ তৃণানাং কবলৈঃ, কণ্ডূয়নৈঃ, দংশনিবারণৈঃ, অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈশ্চ তস্যাঃ (নন্দিন্যাঃ) সমারাধন-তৎপরঃ অভূৎ ॥ ৫ ॥

ভূপতিঃ তাং (গাং) স্থিতাং (সতীং) স্থিতঃ, প্রয়াতাং (সতীম্) উচ্চলিতঃ, নিষেদুষীং (সতীম্) আসন-বন্ধধীরঃ, জলম্ আদদানাং (সতীং) জলাভিলাষী (সন্) (ইত্থং) ছায়া ইব অন্বগচ্ছৎ ॥ ৬ ॥

ন্যস্তচিহ্নাম্ অপি তেজো-বিশেষানুমিতাং রাজলক্ষ্মীং দধানঃ সঃ রাজা অনাবিষ্কৃত-দান রাজিঃ অন্তর্মদাবস্থঃ দ্বিপেন্দ্রঃ ইব আসীৎ ॥ ৭ ॥

লতা-প্রতানোদ্‌গ্রথিতৈঃ কেশৈঃ (উপলক্ষিতঃ) সঃ অধিজ্য-ধন্বা (সন্) মুনিহোম ধেনোঃ রক্ষাপদেশাৎ বন্যান্ দুষ্ট-সত্ত্বান্ বিনেষ্যন্ ইব দাবং বিচচার ॥ ৮ ॥

বিসৃষ্টপার্শ্বানুচরস্য পাশভৃতা সমস্য তস্য রাজ্ঞঃ পার্শ্বদ্রুমাঃ উন্মদানাং বয়সাং বিরাবৈঃ আলোকশব্দম্ উদীরয়ামাসুঃ ইব ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—সসাগরা ধরণীর অধিপতি সম্রাট্ দিলীপ আজ সুদক্ষ গোপালকের ন্যায় অতিনিপুণভাবে নন্দিনীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কখনো সুস্বাদু তৃণ এবং ঘাসের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া ধরিতেন, কখনো তাহার গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিতেন, দংশ (ডাঁশ) এবং মশকাদি নিবারণ করিতেন। নন্দিনীর যে দিকে ইচ্ছা যাইত, রাজা কদাচ তাহাতে বাধা দিতেন না। এই ভাবে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

নন্দিনী দাঁড়াইলে তিনি দাঁড়াইতেন, চলিলে চলিতেন, বসিলে বসিতেন, জল পান করিলে জল-গ্রহণ করিতেন। এই ভাবে ঠিক ছায়ার মতন রাজা তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

নরনাথ দিলীপ ছত্রচামর প্রভৃতি রাজ-চিহ্নসমূহ পরিত্যাগ করিলেও, তদীয় শারীরিক তেজঃপুঞ্জের প্রভাবে তাঁহাকে অন্তর্মদাবস্থ গজ-রাজের ন্যায় রাজলক্ষ্মী-সমন্বিত বলিয়া মনে হইত ॥ ৭ ॥

রাজা লতা-প্রতানের দ্বারা উন্নমিত কেশকলাপ বন্ধন করিয়া ধনুর্বাণহস্তে বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি মুনির হোমধেনুর রক্ষার ছলে বনের হিংস্র প্রাণি-সমূহকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ॥ ৮ ॥

বরুণকল্প মহারাজ দিলীপ স্বীয় অনুচরবৃন্দকে পরিত্যাগ করিলেও পার্শ্বস্থিত তরুরাজি পার্শ্বচরের ন্যায়, শিখরস্থিত মন্দ-কল বিহঙ্গমগণের কলরবের দ্বারা রাজার জয়-শব্দ কীর্তন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

মরুৎপ্রযুক্তাশ্চ মরুৎ-সখাভং তমর্চ্চ্যমারাদভিবর্ত্তমানম্।
অবাকিরন্ বাল-লতাঃ প্রসূনৈরাচার-লাজৈরিব পৌর-কন্যাঃ॥ ১০॥

ধনুর্ভৃতোঽপ্যস্য দয়ার্দ্রভাবমাখ্যাতমন্তঃ-করণৈর্বিশঙ্কৈঃ।
বিলোকয়ন্ত্যো বপুরাপুরক্ষ্ণাং প্রকাম-বিস্তার-ফলং হরিণ্যঃ॥ ১১॥

স কীচকৈর্মারুতপূর্ণ-রন্ধ্রৈঃ কূজদ্ভিরাপাদিত-বংশ-কৃত্যম্।
শুশ্রাব কুঞ্জেষু যশঃ স্বমুচ্চৈরুদ্গীয়মানং বনদেবতাভিঃ॥ ১২॥

পৃক্তস্তুষারৈর্গিরিনির্ঝরাণামনোকহাকম্পিত-পুষ্পগন্ধী।
তমাতপক্লান্তমনাতপত্রমাচারপূতং পবনঃ সিষেবে॥ ১৩॥

শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনা দবাগ্নিরাসীদ্ বিশেষা ফলপুষ্পবৃদ্ধিঃ।
ঊনং ন সত্ত্বেষ্বধিকো ববাধে তস্মিন্ বনং গোপ্তরি গাহমানে॥ ১৪॥

সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।
প্রচক্রমে পল্লব-রাগতাম্রা প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ॥ ১৫॥

অন্বয়।—মরুৎ-প্রযুক্তাঃ বাল-লতাঃ আরাৎ অভিবর্ত্ত-মানং মরুৎ-সখাভম্ অর্চ্চ্যং তং দিলীপং প্রসূনৈঃ পৌরকন্যাঃ আচার লাজৈঃ ইব অবাকিরন্॥ ১০

ধনুভৃতঃ অপি অস্য (রাজ্ঞঃ) বিশঙ্কৈঃ অন্তঃকরণৈঃ দয়ার্দ্র ভাবম্ আখ্যাতং বপুঃ (দয়ার্দ্রভাবত্বেন পরিচিতং অথবা) দয়ার্দ্রভাবং (কর্ম্ম) আখ্যাতং (কথয়ৎ, গৃহং গত ইতিবৎ কর্ত্তরি ক্তঃ) বিলোকয়ন্ত্যঃ হরিণ্যঃ অক্ষ্ণাং প্রকাম-বিস্তার-ফলম্ আপুঃ॥ ১১॥

স (দিলীপঃ) মারুত পূর্ণরন্ধ্রৈঃ কূজদ্ভিঃ কীচকৈঃ আপা-দিত-বংশ-কৃত্যং (যথা তথা) কুঞ্জেষু বন-দেবতাভিঃ উদ্-গীয়মানং স্বং যশঃ শুশ্রাব॥ ১২॥

গিরিনির্ঝরাণাং তুষারৈঃ পৃক্তঃ অনোকহাকম্পিত-পুষ্পগন্ধী পবনঃ অনাতপত্রম্ আতপক্লান্তম্ আচারপূতং তং (নৃপং) সিষেবে॥১৩

গোপ্তরি তস্মিন্ (রাজনি) বনং গাহমানে (সতি) বৃষ্ট্যা বিনা অপি দবাগ্নিঃ শশাম। ফল-পুষ্প-বৃদ্ধিঃ বিশেষা আসীৎ। সত্ত্বেষু অধিকঃ ঊনং ন ববাধে॥ ১৪॥

পল্লব-রাগ-তাম্রা পতঙ্গস্য প্রভা মুনেঃ ধেনুঃ চ দিগন্তরাণি সঞ্চারপূতানি কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুং প্রচক্রমে॥ ১৫॥

বঙ্গার্থ।—অগ্নি পবনের সখা, রাজা দিলীপও রূপে এবং তেজে অগ্নি-তুল্য; তাই সুশীতল পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া নবীন লতাবল্লরী আন্দোলিত করিল এবং তাহা হইতে কুসুম-রাশি রাজার মস্তকে পড়িল, মনে হইল যেন পুরবালিকারা লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিয়া রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা করিতেছে॥১০॥

রাজা শরাসন-ধারী হইলেও তদীয় শান্ত সৌম্য ও দয়া-স্নিগ্ধ মূর্ত্তি-দর্শনে, বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া হরিণীগণ আশ্বস্তহৃদয়ে, আকর্ণবিশ্রান্ত-নয়নে সেই কমনীয় বপু দেখিতে লাগিল। এতদিনে যেন তাহারা উপযুক্ত দ্রষ্টব্য দর্শন পূর্ব্বক দীর্ঘ নয়নের সার্থকতা উপলব্ধি করিল॥ ১১॥

সেই বনের কুঞ্জে কুঞ্জে বংশসমূহের গাত্রস্থিত রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করায় অতি সুশ্রাব্য বংশীধ্বনির ন্যায় একপ্রকার সুমধুর শব্দ হইতেছিল। মহারাজ দিলীপ মনে করিলেন, যেন বনদেবতাগণ বংশীধ্বনি-সহযোগে তারস্বরে তাঁহারই গুণগান করিতেছেন॥১২

পর্ব্বত-নির্ঝরের তুষারকণায় সুশীতল ও মৃদু মৃদু বিকম্পিত তরুরাজির কুসুম-গন্ধে সুরভি মন্দ সমীরণ, সেই ছত্রবিহীন, রৌদ্রতপ্ত ও সংস্কারপূত নৃপতিকে সেবা করিয়াছিল॥ ১৩॥

পৃথিবীর রক্ষা-কর্ত্তা দিলীপ সেই বনে প্রবেশ করায়, তদীয় মাহাত্ম্যে বিনাবর্ষণেই দাবানল নিবিয়াছিল, প্রচুর পরিমাণে ফল-পুষ্পাদি জন্মিয়াছিল এবং বন্য জন্তুদের মধ্যে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার কমিয়া গিয়াছিল॥ ১৪॥

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেবের প্রভা এবং বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীর গাত্রের বর্ণ—উভয়েই নব-পল্লবের ন্যায় ঈষৎ আরক্তিম। সূর্য্যের কিরণ-সঞ্চারে এবং নন্দিনীর পাদ-সঞ্চারে দিগন্ত পবিত্র হইয়াছে। এখন দিবাবসানে তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব আবাসে অর্থাৎ একজন অস্তাচলে, অন্যজন তপোবনে গমন করিতে উদ্যত হইলেন॥ ১৫॥

তাং দেবতাপিত্রতিথি-ক্রিয়ার্থামন্বগ্ যযৌ মধ্যম-লোকপালঃ।
বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন শ্রদ্ধেব সাক্ষাদ্ বিধিনোপপন্না ॥ ১৬ ॥
স পল্বলোত্তীর্ণ-বরাহযূথান্যাবাসবৃক্ষোন্মুখ-বর্হিণানি।
যযৌ মৃগাধ্যাসিত-শাদ্বলানি শ্যামায়মানানি বনানি পশ্যন্ ॥ ১৭ ॥
আপীনভারোদ্বহন-প্রযত্নাদ্ গৃষ্টিগু রুত্বাদ্ বপুষো নরেন্দ্রঃ।
উভাবলঞ্চক্রতুরঞ্চিতাভ্যাং তপোবনাবৃত্তি-পথং গতাভ্যাম্ ॥ ১৮ ॥
বশিষ্ঠধেনোরনুযায়িনং তম্ আবর্ত্তমানং বনিতা বনান্তাৎ।
পপৌ নিমেষালস-পক্ষ্ম-পংক্তিরুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্ ॥ ১৯ ॥
পুরস্কৃতা বর্ত্মনি পার্থিবেন প্রত্যুদ্গতা পার্থিব-ধর্ম্মপত্ন্যা।
তদন্তরে সা বিররাজ ধেনুর্দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা ॥ ২০ ॥

অন্বয়।—মধ্যম-লোক-পালঃ দেবতা-পিত্রতিথি-ক্রিয়ার্থাং তাং (ধেনুং) অন্বগ্ যযৌ। সতাং মতেন তেন (রাজ্ঞা) উপপন্না সা, সতাং মতেন বিধিনা উপপন্না সাক্ষাৎ শ্রদ্ধা ইব বভৌ ॥ ১৬ ॥

রাজা পল্বলোত্তীর্ণ বরাহযূথানি আবাসবৃক্ষোন্মুখবর্হিণানি মৃগাধ্যাসিত-শাদ্বলানি শ্যামায়মানানি বনানি পশ্যন্ যযৌ ॥ ১৭ ॥

গৃষ্টিঃ নরেন্দ্রঃ (চ) উভৌ (যথাক্রমং) আপীনভারোদ্বহনপ্রযত্নাৎ বপুষঃ গুরুত্বাৎ (চ) অঞ্চিতাভ্যাং গতাভ্যাং তপোবনাবৃত্তিপথং অলঞ্চক্রতুঃ ॥ ১৮ ॥

বশিষ্ঠধেনোরনুযায়িনং বনান্তাৎ আবর্ত্তমানং তং (দিলীপং) বনিতা নিমেষালসপক্ষ্ম-পঙ্‌ক্তিঃ (সতী) উপোষিতাভ্যাম্ ইব লোচনাভ্যাং পপৌ ॥ ১৯ ॥

বর্ত্মনি পার্থিবেন পুরস্কৃতা পার্থিব-ধর্ম্মপত্ন্যা প্রত্যুদ্গতা সা ধেনুঃ তদন্তরে দিনক্ষপামধ্যগতা সন্ধ্যা ইব বিররাজ ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই নন্দিনীর দুগ্ধ-জাত ঘৃত-দধি প্রভৃতির দ্বারা বশিষ্ঠের দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য এবং অতিথি-সৎকার সম্পন্ন হইত। সজ্জন-মান্য ভূ-পতি দিলীপ সেই নন্দিনীর অনুগমন করায় শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার যেরূপ শোভা হয়, নন্দিনীরও তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

সায়ংকাল আগত-প্রায়। তাই পঙ্কিল সামান্য জল-বিশিষ্ট গর্ত্ত হইতে বরাহগণ কর্দ্দমাক্ত-দেহে উঠিতেছে, ময়ূরময়ূরীরা স্ব স্ব আবাস বৃক্ষের দিকে উন্নতকণ্ঠে ছুটিয়াছে, মৃগ-রাজি নবীন তৃণাবৃত স্থানে শয়ন করিয়া আছে। ইহাদের সমবায়ে এবং দিনাবসানের ছায়ায়, রাজা ফিরিবার কালে দেখিলেন, সমগ্র বনভূমি শ্যাম-বর্ণে বিভূষিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

নন্দিনী সারাদিন বৎসকে স্তন্যদান করে নাই, তাই তাহার আপীনের অর্থাৎ পালানের ভারে সে ধীরে ধীরে দুলিয়া দুলিয়া আশ্রমে ফিরিতেছে, মহারাজ দিলীপেরও স্থূল মাংসল দেহের ভারে, ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে দুলিয়া দুলিয়া চলিতে হইতেছে। এই ভাবে নন্দিনী এবং দিলীপ মনোহর দোলায়মান গতির দ্বারা তপোবনে ফিরিবার পথ কি অলঙ্কৃতই না করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

সেই কখন্ প্রত্যূষে নরনাথ দিলীপ গোচারণের জন্য বনে গিয়াছেন, তাঁহার সন্দর্শনে পতিব্রতা রাজ্ঞী সারাদিন বঞ্চিতা। তাই তিনি আকুলহৃদয়ে নন্দিনীর প্রত্যুদ্গমনের জন্য তপোবনের প্রান্তভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দূর হইতে, ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজাকে দেখিতে পাইয়া রাজ্ঞী, জল-দর্শনে অতি তৃষাতুর ব্যক্তির ন্যায় নিতান্ত আগ্রহান্বিত নয়নে পতিদেবতাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ধেনু আগতপ্রায় দেখিয়া রাজার ধর্ম্মপত্নী সুদক্ষিণা গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক লইয়া আসিতে লাগিলেন, আর রাজা স্বয়ং ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। সেই দম্পতীর মধ্যবর্ত্তিনী পাটলবর্ণা নন্দিনীর দিন-যামিনীর মধ্যবর্ত্তিনী সন্ধ্যার ন্যায় শোভা হইল ॥ ২০ ॥

প্রদক্ষিণীকৃত্য পয়স্বিনীং তাং সুদক্ষিণা সাক্ষত-পাত্র-হস্তা।
প্রণম্য চানর্চ্চ বিশালমস্যাঃ শৃঙ্গান্তরং দ্বারমিবার্থ-সিদ্ধেঃ ॥ ২১ ॥
বৎসোৎসুকাপি স্তিমিতা সপর্য্যাং প্রত্যগ্রহীৎ সেতি ননন্দতুস্তৌ।
ভক্ত্যোপপন্নেষু হি তদ্বিধানাং প্রসাদ-চিহ্নানি পুরঃ-ফলানি ॥ ২২ ॥
গুরোঃ সদারস্য নিপীড্য পাদৌ সমাপ্য সান্ধ্যং চ বিধিং দিলীপঃ।
দোহাবসানে পুনরেব দোগ্ধ্রীং ভেজে ভুজোচ্ছিন্ন-রিপুর্নিষণ্ণাম্ ॥ ২৩ ॥
তামন্তিকন্যস্তবলি-প্রদীপামন্বাস্য গোপ্তা গৃহিণী-সহায়ঃ।
ক্রমেণ সুপ্তামনু সংবিবেশ সুপ্তোত্থিতাং প্রাতরনূদতিষ্ঠৎ ॥ ২৪ ॥
ইত্থং ব্রতং ধারয়তঃ প্রজার্থং সমং মহিষ্যা মহনীয়-কীর্ত্তেঃ।
সপ্ত ব্যতীয়ুস্ত্রিগুণানি তস্য দিনানি দীনোদ্ধরণোচিতস্য ॥ ২৫ ॥
অন্যেদ্যুরাত্মানুচরস্য ভাবং জিজ্ঞাসমানা মুনিহোম-ধেনুঃ।
গঙ্গাপ্রপাতান্তবিরূঢ়-শষ্পং গৌরী-গুরোর্গহ্বরমাবিবেশ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—সাক্ষত-পাত্র-হস্তা সুদক্ষিণা পয়স্বিনীং তাং (ধেনুং) প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণম্য চ অস্যাঃ বিশালং শৃঙ্গান্তরম্ অর্থসিদ্ধেঃ দ্বারম্ ইব আনর্চ্চ ॥ ২১ ॥

সা (নন্দিনী) বৎসোৎসুকা অপি স্তিমিতা (সতী) সপর্য্যাং প্রত্যগ্রহীৎ ইতি (হেতোঃ) তৌ (দম্পতী) ননন্দতুঃ। হি (তথাহি) ভক্ত্যা উপপন্নেষু তদ্বিধানাং প্রসাদ-চিহ্নানি পুরঃফলানি (ভবন্তি) ॥ ২২ ॥

ভুজোচ্ছিন্ন-রিপুঃ দিলীপঃ সদারস্য গুরোঃ পাদৌ নিপীড্য সান্ধ্যং বিধিং চ সমাপ্য দোহাবসানে নিষণ্ণাং দোগ্ধ্রীং (ধেনুং) এব পুনঃ ভেজে ॥ ২৩ ॥

গোপ্তা (দিলীপঃ) গৃহিণী-সহায়ঃ (সন্) অন্তিক-ন্যস্ত-বলি-প্রদীপাং তাম্ অন্বাস্য ক্রমেণ সুপ্তাম্ অনু সংবিবেশ, প্রাতঃ সুপ্তোত্থিতাং অনু উদতিষ্ঠৎ ॥ ২৪ ॥

ইত্থং প্রজার্থং মহিষ্যা সমং ব্রতং ধারয়তঃ মহনীয়-কীর্ত্তেঃ দীনোদ্ধরণোচিতস্য তস্য (রাজ্ঞঃ) ত্রিগুণানি সপ্ত দিনানি ব্যতীয়ুঃ ॥ ২৫ ॥

অন্যেদ্যুঃ মুনিহোম-ধেনুঃ আত্মানুচরস্য ভাবং জিজ্ঞাসমানা (সতী) গঙ্গাপ্রপাতান্ত-বিরূঢ়শষ্পং গৌরীগুরোঃ গহ্বরম্ আবিবেশ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—সুদক্ষিণা অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া সেই পয়স্বিনী ধেনুকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন এবং অভিপ্রেত কার্য্য-সিদ্ধির দ্বাররূপ তাঁহার শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যভাগে পুষ্পাদি-বিন্যাস দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

নন্দিনী বৎসের জন্য একান্ত উৎসুক থাকা সত্ত্বেও স্থিরভাবে রাজ্ঞীর পূজা গ্রহণ করিলেন বলিয়া রাজ-দম্পতী পরম পরিতুষ্ট হইলেন। কেন না, ভক্তিমান সেবকের প্রতি নন্দিনীর ন্যায় মহীয়সী দেবতার সন্তোষের লক্ষণ অচিরকালমধ্যেই ফল-প্রসূ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অনন্তর নন্দিনী বৎস-সন্নিধানে গমন করিলে, রাজা দিলীপও গুরু ও গুরুপত্নীর পাদবন্দনাপূর্ব্বক, দোহনান্তে পুনরায় সেই দেবধেনুর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥

শয়ানা নন্দিনীর নিকটে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া, তাঁহারা পতি-পত্নী আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে নন্দিনী নিদ্রিত হইলে, তাঁহারাও নিদ্রা গেলেন এবং পরদিন প্রভাতে নন্দিনী উত্থিত হইলে, তাঁহারাও গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ২৪ ॥

পূজিত-কীর্ত্তি দীনপালক রাজা দিলীপ পুত্রকামনায় মহিষীর সহিত এইরূপ কঠোরভাবে ব্রতপালন করিতে করিতে ক্রমে একুশ দিন অতিবাহিত করিলেন ॥ ২৫ ॥

পরদিবস (দ্বাবিংশ-দিবসে) হোমধেনু নন্দিনী স্বীয় অনুচর রাজার প্রকৃত মনোভাব পরীক্ষার গূঢ় উদ্দেশ্যে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া, গঙ্গাপ্রপাতের অন্তদেশে নবজাত, নির্ঝর-স্নিগ্ধ তৃণ ভক্ষণার্থে যেন হিমালয়ের এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৬ ॥

সা দুষ্প্রধর্ষা মনসাপি হিংস্রৈরিত্যদ্রিশোভা-প্রহিতেক্ষণেন।
অলক্ষিতাভ্যুৎপতনো নৃপেণ প্রসহ্য সিংহঃ কিল তাং চকর্ষ ॥ ২৭ ॥
তদীয়মাক্রন্দিতমার্ত্ত-সাধো-র্গুহা-নিবদ্ধ-প্রতিশব্দ-দীর্ঘম্ ।
রশ্মিষ্বিবাদায় নগেন্দ্র-সক্তাং নিবর্ত্তয়ামাস নৃপস্য দৃষ্টিম্ ॥ ২৮ ॥
স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং ধনুর্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ।
অধিত্যকায়ামিব ধাতুমযাং লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্ ॥ ২৯
ততো মৃগেন্দ্রস্য মৃগেন্দ্র-গামী বধায় বধ্যস্য শরং শরণ্যঃ।
জাতাভিষঙ্গো নৃপতির্নিষঙ্গাদুদ্ধর্ত্তুমৈচ্ছৎ প্রসভোদ্ধৃতারিঃ ॥ ৩০
বামেতরস্তস্য করঃ প্রহর্ত্তুর্নখপ্রভাভূষিত-কঙ্কপত্রে।
সক্তাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে ॥ ৩১
বাহু-প্রতিষ্টম্ভ-বিবৃদ্ধ-মন্যুরভ্যর্ণমাগস্কৃতমস্পৃশদ্ভিঃ ।
রাজা স্বতেজোভিরদহ্যতান্তর্ভোগীব মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ-বীর্য্যঃ ॥ ৩২

অন্বয়।—সা (ধেনুঃ) হিংস্রৈঃ মনসা অপি দুষ্প্রধর্ষা ইতি (হেতোঃ) অদ্রি-শোভা-প্রহিতেক্ষণেন নৃপেণ অলক্ষিতাভ্যুৎপতনঃ সিংহঃ তাং (ধেনুং) প্রসহ্য চকর্ষ কিল। (কিল ইতি অলীকে) ॥ ২৭ ॥

গুহা-নিবদ্ধ-প্রতিশব্দ-দীর্ঘং তদীয়ং আক্রন্দিতম্ আর্ত্তসাধোঃ নৃপস্য নগেন্দ্র-সক্তাং দৃষ্টিং রশ্মিষু আদায় ইব নিবর্ত্তয়ামাস ॥ ২৮ ॥

ধনুর্ধরঃ সঃ পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং কেশরিণং সানুমতঃ ধাতুময্যাং অধিত্যকায়াং প্রফুল্লং লোধ্রদ্রুমম্ ইব দদর্শ ॥ ২৯ ॥

ততঃ মৃগেন্দ্র-গামী শরণ্যঃ প্রসভোদ্ধৃতারিঃ নৃপতিঃ জাতাভিষঙ্গঃ (পরাভূতঃ সন্) বধ্যস্য মৃগেন্দ্রস্য বধায় নিষঙ্গাৎ শরম্ উদ্ধর্ত্তুম্ ঐচ্ছৎ ॥ ৩০ ॥

প্রহর্ত্তুঃ তস্য (রাজ্ঞঃ) বামেতরঃ করঃ নখ-প্রভা-ভূষিত-কঙ্ক-পত্রে সায়ক-পুঙ্খে এব সক্তাঙ্গুলিঃ (সন্) চিত্রার্পিতারম্ভঃ ইব অবতস্থে ॥ ৩১ ॥

বাহু-প্রতিষ্টম্ভ-বিবৃদ্ধ-মন্যুঃ রাজা মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্যঃ ভোগী ইব অভ্যর্ণম্ আগস্কৃতম্ অস্পৃশদ্ভিঃ স্ব-তেজোভিঃ অন্তঃ অদহ্যত ॥ ৩২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজার ধারণা ছিল যে, দেব-ধেনু নন্দিনী হিংস্র শ্বাপদাদির আক্রমণের অতীত, তাই তিনি বিরাট্ হিমাচলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে যেমন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, অমনি কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড সিংহ আসিয়া হঠাৎ নন্দিনীকে টানিয়া লইয়া গেল। রাজা ইহার কিছুই জানিলেন না ॥ ২৭ ॥

নন্দিনী তারস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া সে আর্ত্তনাদ দ্বিগুণতর হইল, রাজা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার গিরি-সংলগ্ন দৃষ্টি যেন হঠাৎ কোন রশ্মির আকর্ষণে সেই দিকে ফিরিয়া আসিল ॥ ২৮ ॥

তিনি তৎক্ষণাৎ দৃঢ় করে ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সেই তাম্রবর্ণা নন্দিনীর উপর এক বৃহৎ কেশরী উপবিষ্ট। যেন পর্ব্বতের নানা ধাতুময়ী অধিত্যকা-ভূমিতে প্রফুল্ল লোধ্র-কুসুমদ্রুম বিরাজমান। রাজা অবাক্ হইলেন ॥ ২৯ ॥

তখন সেই সিংহ-পরাক্রম, আশ্রিতবৎসল; শত্রু-দমনকারী রাজা একান্ত পরাজয় অনুভব করিয়া অত্যাচারী সিংহের বিনাশসাধনের নিমিত্ত পৃষ্ঠ-লম্বিত তূণ হইতে শরগ্রহণে অভি-লাষী হইলেন ॥ ৩০ ॥

কিন্তু—তাঁহার দক্ষিণ কর তূণস্থিত বাণে সংলগ্ন হওয়া মাত্রেই অসাড় হইয়া লাগিয়া রহিল। বাণ আর তুলিতে পারিলেন না। তদীয় আরক্ত নখাবলীর প্রভায় বাণের পুঙ্খ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নিস্পন্দ প্রতীকারাসমর্থ রাজা চিত্রলিখিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। হাত আর তুলিতে পারিলেন না ॥ ৩১ ॥

নিজের বাহু এইরূপে স্তম্ভিত হওয়ায় অপরাধী সিংহ সমীপবর্ত্তী থাকা সত্ত্বেও রাজা তাহার কিছুই করিতে না পারিয়া, মন্ত্র এবং বৃক্ষের শিকড় প্রভৃতির দ্বারা সাপুড়িয়াগণ কর্ত্তৃক রুদ্ধবীর্য্য ফণধর কালসর্পের ন্যায় নিজের তেজে নিজেই পুড়িতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

তমার্য্য-গৃহ্যং নিগৃহীত-ধেনু-র্মনুষ্যবাচা মনুবংশকেতুম্।
বিস্মায়য়ন্ বিস্মিতমাত্ম-বৃত্তৌ সিংহোরুসত্ত্বং নিজগাদ সিংহঃ ॥ ৩৩ ॥

অলং মহীপাল! তব শ্রমেণ প্রযুক্তমপ্যস্ত্রমিতো বৃথা স্যাৎ।
ন পাদপোন্মূলন-শক্তি রংহঃ শিলোচ্চয়ে মূর্চ্ছতি মারুতস্য ॥ ৩৪ ॥

কৈলাস-গৌরং বৃষমারুরুক্ষোঃ পাদার্পণানুগ্রহ-পূত-পৃষ্ঠম্।
অবেহি মাং কিঙ্করমষ্টমূর্ত্তেঃ কুম্ভোদরং নাম নিকুম্ভমিত্রম্ ॥ ৩৫ ॥

অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং? পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।
যো হেম-কুম্ভ-স্তননিঃসৃতানাং স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ ॥ ৩৬ ॥

কণ্ডূয়মানেন কটং কদাচিৎ বন্যদ্বিপেনোন্মথিতা ত্বগস্য।
অথৈনমদ্রেস্তনয়া শুশোচ সেনান্যমালীঢ়মিবাসুরাস্ত্রৈঃ ॥ ৩৭ ॥

তদা প্রভৃত্যেব বনদ্বিপানাং ত্রাসার্থমস্মিন্নহমদ্রিকুক্ষৌ।
ব্যাপারিতঃ শূলভৃতা বিধায় সিংহত্বমঙ্কাগত-সত্ত্ব-বৃত্তি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—নিগৃহীত-ধেনুঃ (সঃ) সিংহঃ আর্য্য-গৃহ্যং সিংহোরুসত্ত্বম্ আত্মবৃত্তৌ বিস্মিতং তং দিলীপং মনুষ্য-বাচা বিস্মায়য়ন্ নিজগাদ ॥ ৩৩ ॥

হে মহীপাল! তব শ্রমেণ অলম্। ইতঃ (স্বনির্দ্দেশপূর্ব্বকম্ অস্মিন্ ময়ি ইত্যর্থঃ) প্রযুক্তম্ অপি অস্ত্রং বৃথা স্যাৎ। (তথাহি) পাদপোন্মূলন-শক্তি মারুতস্য রংহঃ শিলোচ্চয়ে ন মূর্চ্ছতি ॥ ৩৪ ॥

কৈলাস-গৌরং বৃষম্ আরুরুক্ষোঃ অষ্টমূর্ত্তেঃ পাদার্পণানুগ্রহ-পূত-পৃষ্ঠং নিকুম্ভমিত্রং কুম্ভোদরং নাম কিঙ্করং মাম্ অবেহি ॥ ৩৫ ॥

পুরঃ অমুং দেবদারুং পশ্যসি, অসৌ (দেবদারুঃ) বৃষভধ্বজেন পুত্রীকৃতঃ, যঃ (দেবদারুঃ) স্কন্দস্য মাতুঃ হেমকুম্ভ-স্তননিঃসৃতানাং পয়সাং রসজ্ঞঃ ॥ ৩৬ ॥

কদাচিৎ কটং কণ্ডূয়মানেন বন্য-দ্বিপেন অস্য ত্বক্ উন্মথিতা (আসীৎ)। অথ অদ্রেঃ তনয়া (গৌরী) অসুরাস্ত্রৈঃ আলীঢ়ং সেনান্যম্ ইব এনং শুশোচ ॥ ৩৭ ॥

তদা প্রভৃতি এব বনদ্বিপানাং ত্রাসার্থং শূলভৃতা অঙ্কাগত-সত্ত্ববৃত্তি সিংহত্বং বিধায় অস্মিন্ অদ্রিকুক্ষৌ অহং ব্যাপারিতঃ ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সজ্জন-প্রিয় রাজা দিলীপ সিংহ কর্ত্তৃক ধেনু আক্রান্ত হওয়ায় একান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন এখন আবার মানুষের ন্যায় কথা কহিয়া সে রাজাকে আরও বিস্মিত করিল ॥ ৩৩ ॥

সিংহ কহিল—জগৎপতে! আর বৃথা পরিশ্রমে লাভ কি? বাণ ত তুলিতেই পারিলেন না, তার পর যদিও বা তুলিয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করেন, তাহাও ব্যর্থ হইবে। প্রবল ঝঞ্ঝায় বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মহীধরের কিছুই আসে যায় না ॥ ৩৪ ॥

আমি কে জানেন? আমার নাম কুম্ভোদর। নিকুম্ভের আমি মিত্র এবং ভগবান্ অষ্টমূর্ত্তি ত্রিপুরারির আমি দাসানুদাস। তিনি আমারই পৃষ্ঠদেশ, কৃপাপূর্ব্বক, পাদ-বিন্যাসে পবিত্র করিয়া কৈলাসপর্ব্বতের মত শ্বেতকায় বৃষ-রাজে আরোহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

সম্মুখে এই যে দেবদারু বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহা সেই বৃষভধ্বজ শম্ভুর পুত্রস্বরূপ। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জননী স্বয়ং গৌরী সুবর্ণকুম্ভরূপ স্তন্যরসে ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া-ছেন, অর্থাৎ তিনি স্বহস্তে ইহাকে জলসেক করিতেন ॥ ৩৬ ॥

একদিন একটা বন্য হস্তী আসিয়া ইহার গাত্রে গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করায় এই দেবদারুর ত্বক্ ছেঁৎলাইয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অসুরাস্ত্রের দ্বারা পুত্র কার্ত্তিকের অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত দেখিলে যেমন হন, তেমনই দুঃখিত হইয়া পার্ব্বতী কত শোক করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

তদবধি, বন্য গজদিগের ত্রাস-উৎপাদনের জন্য, শূলধারী ত্রিলোচন আমাকে সিংহরূপী করিয়া এই পর্ব্বত-গুহায় পাঠাইয়াছেন। তাঁহারই বিধানে আমার ক্ষুধার খাদ্য আপনিই আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

তস্যালমেষা ক্ষুধিতস্য তৃপ্তৌ প্রদিষ্ট-কালা পরমেশ্বরেণ।
উপস্থিতা শোণিত-পারণা মে সুর-দ্বিষশ্চান্দ্রমসী সুধেব ॥ ৩৯ ॥
স ত্বং নিবর্ত্তস্ব বিহায় লজ্জাং গুরোর্ভবান্ দর্শিত-শিষ্য-ভক্তিঃ।
শস্ত্রেণ রক্ষ্যং যদশক্যরক্ষং ন তদ্ যশঃ শস্ত্রভৃতাং ক্ষিণোতি ॥ ৪০ ॥
ইতি প্রগল্ভং পুরুষাধিরাজো মৃগাধিরাজস্য বচো নিশম্য।
প্রত্যাহতাস্ত্রো গিরিশপ্রভাবাদাত্মন্যবজ্ঞাং শিথিলীচকার ॥ ৪১ ॥
প্রত্যব্রবীচ্চৈনমিষু-প্রয়োগে তৎপূর্ব্বভঙ্গে বিতথপ্রযত্নঃ।
জড়ীকৃতস্ত্র্যম্বকবীক্ষণেন বজ্রং মুমুক্ষন্নিব বজ্রপাণিঃ ॥ ৪২ ॥
সংরুদ্ধ-চেষ্টস্য মৃগেন্দ্র! কামং হাস্যং বচস্তদ্ যদহং বিবক্ষুঃ।
অন্তর্গতং প্রাণভৃতাং হি বেদ সর্ব্বং ভবান্ ভাবমতোঽভিধাস্যে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—পরমেশ্বরেণ প্রদিষ্টকালা উপস্থিতা এষা শোণিত-পারণা সুর-দ্বিষঃ চান্দ্রমসী সুধা ইব তস্য ক্ষুধিতস্য মে তৃপ্তৌ অলম্ ॥ ৩৯ ॥

স ত্বং লজ্জাং বিহায় নিবর্ত্তস্ব। ভবান্ গুরোঃ দর্শিত-শিষ্য-ভক্তিঃ (অস্তি)। যৎ রক্ষ্যং শস্ত্রেণ অশক্যরক্ষং (ভবতি), তৎ (রক্ষ্যং নষ্টং অপি) শস্ত্রভৃতাং যশঃ ন ক্ষিণোতি ॥ ৪০ ॥

পুরুষাধিরাজঃ ইতি প্রগল্ভং মৃগাধিরাজস্য বচঃ নিশম্য গিরিশপ্রভাবাৎ প্রত্যাহতাস্ত্রঃ (সন্) আত্মনি অবজ্ঞাং শিথিলীচকার ॥ ৪১ ॥

তৎপূর্ব্বভঙ্গে ইষু-প্রয়োগে বিতথপ্রযত্নঃ, বজ্রং মুমুক্ষন্ ত্র্যম্বক-বীক্ষণেন জড়ীকৃতঃ বজ্রপাণিঃ ইব (স্থিতঃ সঃ নৃপঃ) এনং অব্রবীৎ চ ॥ ৪২ ॥

হে মৃগেন্দ্র! সংরুদ্ধ-চেষ্টস্য (মম) তদ্ বচঃ কামং হাস্যং (ভবেৎ) অহং যদ্ (বচঃ) বিবক্ষুঃ (অস্মি)। হি (যতঃ) ভবান্ প্রাণভৃতাম্ অন্তর্গতং সর্ব্বং ভাবং বেদ, অতঃ (অহম্) অভিধাস্যে ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত। পরমেশ্বরেরই কৃপায় রাহুর ভোজনের জন্য চন্দ্রমার অমৃতের ন্যায় আমার খাদ্য আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে আমার পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্তি হইবে ॥ ৩৯ ॥

সুতরাং আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন। ইহাতে লজ্জিত হইবেন না। আপনি গুরুদেবের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়াছেন। রাজন্! রক্ষণীয় বস্তু যদি অস্ত্রবলে রক্ষা করা না যায়, তবে তাহাতে অস্ত্রধারীর কোনো অপৌরুষের কারণ নাই, তাহাতে যশঃক্ষয় হয় না ॥ ৪০ ॥

পুরুষাধিরাজ দিলীপ সিংহের এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, শিবের প্রভাবে পরাজয় ঘটিয়াছে—জানিয়া, আত্মগ্লানি এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪১ ॥

মহারাজ দিলীপের জীবনে সেই প্রথম পরাজয়। দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়া ত্রিলোচনের দৃষ্টিতে যেরূপ নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়াছিলেন, রাজাও তদ্রূপ হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥ ৪২ ॥

মৃগেন্দ্র! আমার সমস্ত প্রয়াসই যখন ব্যর্থ হইল, তখন আমি যাহাই বলি না কেন, তাহা উপহাসেরই কারণ হইবে, জানিয়াও আমি বলিতেছি, কেন না, দৈববলে তুমি প্রাণীদিগের হৃদয়গত অভিপ্রায় সকলই জানিতে সমর্থ। সুতরাং আমার মনোভাবও বুঝিতেছ ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য।—মহারাজ দিলীপ গুরুর হোমধেনু রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বনে বনে ঘুরিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ের একটা অংশ,—গুরুর আদেশ, তাহা যত কঠোরই হউক না কেন, পালন করিতে দ্বিধা না করায়,—কবি অতি স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এইক্ষণে আশ্রিত-বৎসল রাজার হৃদয়ের অপরাংশও যে কত অনুপম, কত মহৎ, তাহা কবি দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। গিরিশের প্রভাবে তিনি এইরূপ পরাজিত হইয়াছেন, দেবতার বিধানের উপর মানুষের কোনই হাত নাই, ইত্যাদি বিচার করিয়া রাজা প্রত্যাবৃত্ত হইলে কেহই কোন দোষ দিতে পারিত না। যাহা মানুষের সাধ্যাতীত, তাহাতে চেষ্টা করাও মানুষের পক্ষে অজ্ঞতার কার্য্য। রাজা দিলীপের হৃদয় এতই বলিষ্ঠ যে, তিনি সেই সাধ্যের অতিরিক্ত বিষয়ের সাধনে অগ্রসর হইলেন। অতিমানুষতার পরিচয় দিলেন।

মান্যঃ স মে স্থাবরজঙ্গমানাং সর্গস্থিতি-প্রত্যবহার-হেতুঃ।
গুরোরপীদং ধনমাহিতাগ্নের্নশ্যৎ পুরস্তাদনুপেক্ষণীয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
স ত্বং মদীয়েন শরীরবৃত্তিং দেহেন নির্বর্ত্তয়িতুং প্রসীদ।
দিনাবসানোৎসুক-বাল-বৎসা বিসৃজ্যতাং ধেনুরিয়ং মহর্ষেঃ ॥ ৪৫ ॥
অথান্ধকারং গিরিগহ্বরাণাং দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি কুর্ব্বন্।
ভূয়ঃ স ভূতেশ্বর-পার্শ্ববর্ত্তী কিঞ্চিদ্ বিহস্যার্থপতিং বভাষে ॥ ৪৬ ॥
একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ।
অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্ বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্ ॥ ৪৭ ॥
ভূতানুকম্পা তব চেদিয়ং গৌরেকা ভবেৎ স্বস্তিমতী ত্বদন্তে।
জীবন্ পুনঃ শশ্বদুপপ্লবেভ্যঃ প্রজাঃ প্রজানাথ! পিতেব পাসি ॥ ৪৮ ॥
অথৈকধেনোরপরাধচণ্ডাদ্ গুরোঃ কৃশানু-প্রতিমাদ্ বিভেষি।
শক্যোঽস্য মন্যুর্ভবতা বিনেতুং গাঃ কোটিশঃ স্পর্শয়তা ঘটোধ্নীঃ ॥ ৪৯

অন্বয়।—স্থাবরজঙ্গমানাং সর্গস্থিতি-প্রত্যবহার-হেতুঃ সঃ (ঈশ্বরঃ) মে মান্যঃ (ভবতি)। পুরস্তাৎ নশ্যৎ ইদম্ আহিতাগ্নেঃ গুরোঃ ধনম্ অপি অনুপেক্ষণীয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

সঃ ত্বং মদীয়েন দেহেন শরীরবৃত্তিং নির্ব্বর্ত্তয়িতুং প্রসীদ। দিনাবসানোৎসুকবাল-বৎসা মহর্ষেঃ ইয়ং ধেনুঃ বিসৃজ্যতাম্ ॥৪৫॥

অথ ভূতেশ্বর-পার্শ্ববর্ত্তী সঃ (সিংহঃ) গিরিগহ্বরাণাম্ অন্ধকারং দংষ্ট্রা-ময়ূখৈঃ শকলানি কুর্ব্বন্ কিঞ্চিৎ বিহস্য অর্থপতিং (তং নৃপং) ভূয়ঃ বভাষে ॥ ৪৬ ॥

একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং, নবং বয়ঃ, ইদং কান্তং বপুঃ চ—(ইতি এবং) বহু অল্পস্য হেতোঃ হাতুম্ ইচ্ছন্ ত্বং বিচারমূঢ়ঃ মে প্রতিভাসি ॥ ৪৭ ॥

তব ভূতানুকম্পা চেৎ, (তর্হি) ত্বদন্তে সতি ইয়ম্ একা গৌঃ স্বস্তিমতী ভবেৎ। হে প্রজানাথ! জীবন্ পুনঃ পিতা ইব প্রজাঃ উপপ্লবেভ্যঃ শশ্বৎ পাসি, (ত্বমিতি শেষঃ) ॥ ৪৮ ॥

অথ (অথবা) এক-ধেনোঃ (অতএব) অপরাধ-চণ্ডাৎ, (অতএব) কৃশানু-প্রতিমাৎ গুরোঃ বিভেষি (কিং? ইতি কাকুঃ)। অস্য মন্যুঃ ঘটোধ্নীঃ কোটিশঃ গাঃ স্পর্শয়তা (প্রতিপাদয়তা) ভবতা বিনেতুং শক্যঃ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ।—চলাচল জগতের সেই সৃষ্টি স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা মহাদেব আমারও পরম পূজনীয়। আবার আমারই সমক্ষে নিয়ত-যজ্ঞানুষ্ঠায়ী গুরুদেবের যজ্ঞের প্রধান উপকরণরূপ এই গোধন বিনষ্ট হইবে, ইহাই বা কি করিয়া উপেক্ষা করিব? ৪৪॥

সুতরাং আমার প্রার্থনা,—তুমি ইহার পরিবর্ত্তে আমার এই দেহের দ্বারা তোমার ক্ষুধানিবৃত্তি কর। সারাদিন মাকে না দেখিয়া ইহার অচিরপ্রসূত বৎসতর আশ্রমে উৎকণ্ঠায় কাতর, তুমি দয়া করিয়া, ইহাকে ছাড়িয়া দাও ॥ ৪৫ ॥

মহাদেবের অনুচর সেই সিংহ রাজার কথায় হাসিয়া পড়িল, তাহার ধবল দন্তাবলীর প্রভায় গিরিগহ্বরের গাঢ় অন্ধকার তিরোহিত হইল, সে ধীরে ধীরে যেন কত বুঝাইয়া রাজাকে কহিল,—॥ ৪৬ ॥

রাজন্! জগতের একচ্ছত্র আধিপত্য, নবীন যৌবন, আর এই কমনীয় শরীর,—আপনি এই সমস্ত দুর্লভ বস্তু তুচ্ছ একটা ধেনুর জন্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন—দেখিয়া আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আপনার কোনই কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নাই ॥ ৪৭ ॥

যথার্থ ই যদি আপনার জীবের প্রতি দয়া থাকে, তবে একটু প্রণিধান করিয়া দেখুন,—আপনি দেহ দান করিলে কেবল এই একটি ধেনুর প্রাণরক্ষা হইবে;—কিন্তু আপনি যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে কত আপদ্-বিপদ্ হইতে মরণোন্মুখ প্রজাপুঞ্জকে পিতার ন্যায় রক্ষা করিতে পারিবেন ॥ ৪৮ ॥

তবে যদি বলেন যে, আপনার গুরুদেবের এই একটিমাত্র হোমধেনু, ইহার বিনাশে তিনি চটিয়া আগুন হইবেন, এই আপনার ভয়। তদুত্তরে বক্তব্য যে, ইচ্ছা করিলে আপনি এইরূপ কোটি কোটি পয়স্বিনী ধেনু তাঁহাকে দান করিতে পারেন ॥ ৪৯ ॥

তদ্রক্ষ কল্যাণপরম্পরাণাং ভোক্তারমূর্জ্জস্বলমাত্ম-দেহম্।
মহীতল-স্পর্শনমাত্রভিন্নমৃদ্ধং হি রাজ্যং পদমৈন্দ্রমাহুঃ। ৫০
এতাবদুক্ত্বা বিরতে মৃগেন্দ্রে প্রতিস্বনেনাস্য গুহাগতেন।
শিলোচ্চয়োঽপি ক্ষিতিপালমুচ্চৈঃ প্রীত্যা তমেবার্থমভাষতেব॥ ৫১
নিশম্য দেবানুচরস্য বাচং মনুষ্যদেবঃ পুনরপ্যুবাচ।
ধেন্বা তদধ্যাসিতকাতরাক্ষ্যা নিরীক্ষ্যমাণঃ সুতরাং দয়ালুঃ॥ ৫২
ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।
রাজ্যেন কিং তদ্‌বিপরীতবৃত্তেঃ প্রাণৈরুপক্রোশমলীমসৈর্ব্বা॥ ৫৩
কথং নু শক্যোঽনুনয়ো মহর্ষে-র্বিশ্রাণনাচ্চান্যপয়স্বিনীনাম্।
ইমামনূনাং সুরভেরবেহি রুদ্রৌজসা তু প্রহৃতং ত্বয়াস্যাম্॥ ৫৪

অন্বয়।—তৎ, কল্যাণপরম্পরাণাং ভোক্তারম্ ঊর্জ্জস্বলম্ আত্ম দেহং রক্ষ। হি (যতঃ) ঋদ্ধং রাজ্যং মহীতল-স্পর্শনমাত্রভিন্নম্ ঐন্দ্রং পদম্ আহুঃ॥ ৫০॥

মৃগেন্দ্রে এতাবৎ উক্ত্বা বিরতে (সতি) গুহাগতেন অস্য প্রতিস্বনেন শিলোচ্চয়ঃ অপি প্রীত্যা তম্ এব অর্থম্ উচ্চৈঃ অভাষত ইব॥ ৫১॥

দেবানুচরস্য বাচং নিশম্য মনুষ্যদেবঃ পুনঃ অপি উবাচ। (কিম্ভূতঃ সন্?) তদধ্যাসিত-কাতরাক্ষ্যা ধেন্বা নিরীক্ষ্যমাণঃ (অতএব) সুতরাং দয়ালুঃ (সন্)॥ ৫২॥

উদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দঃ ক্ষতাৎ ত্রায়তে ইতি (ব্যুৎপত্ত্যা) ভুবনেষু রূঢ়ঃ কিল। তদ্বিপরীতবৃত্তেঃ (জনস্য) রাজ্যেন কিম্? উপক্রোশমলীমসৈঃ প্রাণৈর্বা (কিম্?)॥ ৫৩॥

চ (অথবা) মহর্ষেঃ অনুনয়ঃ অন্যপয়স্বিনীনাং বিশ্রাণনাৎ কথং শক্যঃ নু? ইমাং ধেনুং সুরভেঃ অনূনাং অবেহি। অস্যাং ত্বয়া (কর্ত্র্যা) প্রহৃতং তু রুদ্রৌজসা। (ন তু স্বসামর্থ্যেন ইতি ভাবঃ)॥ ৫৪॥

।—অতএব আপনি এই অসৎ অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন এবং আপনার এই বলিষ্ঠ দেহ রক্ষা পূর্ব্বক অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করুন। রাজন্! সমৃদ্ধি-সম্পন্ন আপনার এই বিরাট্ সাম্রাজ্য আর স্বর্গের ইন্দ্রত্বে কোন প্রভেদ নাই, শুধু আপনার রাজ্য মর্ত্যে আর ইন্দ্রের রাজ্য স্বর্গে, এই যা ইতর-বিশেষ॥ ৫০॥

এই বলিয়া মৃগরাজ নিরস্ত হইলে, পর্ব্বতের গুহায় সিংহের সেই উচ্চৈঃস্বর প্রতিধ্বনিত হইল, যেন গিরিবরও সন্তুষ্ট হৃদয়ে সিংহের সেই যুক্তিযুক্ত উত্তরই অনুমোদন করিলেন॥ ৫১॥

সিংহ এবং রাজার এইরূপ কথোপকথনকালে সিংহের আক্রমণে একান্ত কাতর হইয়া করুণ নয়নে নন্দিনী বার বার রাজার দিকে চাহিতেছিলেন—তদ্দর্শনে দয়ার্দ্র হৃদয় দিলীপের দয়ার নির্ঝর যেন উচ্ছল হইয়া উঠিল, তিনি পুনরায় সেই দেবানুচর মৃগেন্দ্রকে কহিলেন॥ ৫২॥

পশুরাজ! বিপন্নকে ত্রাণ করিতে যে পারে, সে-ই প্রকৃত ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও যে বিপন্ন-ত্রাণে অক্ষম, তার রাজ্য এবং জীবন—উভয়ই নিরর্থক। ক্ষত্রিয়-পদ-বাচ্যই নহে॥ ৫৩॥

অন্য পয়স্বিনী ধেনু দান করিয়া মহর্ষির ক্রোধের উপশম কি করিয়া করিব? এই নন্দিনী স্বর্গীয় কামধেনু সুরভি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। শুধু রুদ্র-তেজের প্রভাবেই তুমি ইহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছ,—নতুবা তোমার সাধ্যও ছিল না॥ ৫৪॥

তাৎপর্য্য।—কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার অলঙ্কার ছিলেন। রাজার প্রকৃত কর্ত্তব্য কি, রাজ্যের ভিত্তি রাজার কিরূপ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, তাহা শুধু বিক্রমাদিত্যকে নহে,—তাবৎ নরপতিকেই চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। কবির যে উক্তি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান তিন কালেই সমভাবে প্রযোজ্য, তাহাই প্রকৃত কবিত্ব। কালিদাসের এই উক্তি—সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই সকল নৃপতির প্রণিধান-যোগ্য॥ ৫৩॥

সেয়ং স্বদেহার্পণ-নিষ্ক্রয়েণ ন্যায্যা ময়া মোচয়িতুং ভবত্তঃ।
ন পারণা স্যাদ্ বিহতা তবৈবং ভবেদলুপ্তশ্চ মুনেঃ ক্রিয়ার্থঃ॥ ৫৫ ॥
ভবানপীদং পরবানবৈতি মহান্ হি যত্নস্তব দেবদারৌ।
স্থাতুং নিযোক্তুর্ন হি শক্যমগ্রে বিনাশ্য রক্ষ্যং স্বয়মক্ষতেন॥ ৫৬ ॥
কিমপ্যহিংস্যস্তব চেন্ মতোঽহম্ যশঃ-শরীরে ভব মে দয়ালুঃ।
একান্তবিধ্বংসিষু মদ্বিধানাং পিণ্ডেষ্বনাস্থা খলু ভৌতিকেষু॥ ৫৭ ॥
সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুর্বৃত্তঃ স নৌ সঙ্গতয়োর্বনান্তে।
তদ্ভূতনাথানুগ! নার্হসি ত্বং সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং বিহন্তুম্॥ ৫৮ ॥
তথেতি গামুক্তবতে দিলীপঃ সদ্যঃ প্রতিষ্টম্ভবিমুক্তবাহুঃ।
স ন্যস্তশস্ত্রো হরয়ে স্বদেহমুপানয়ৎ পিণ্ডমিবামিষস্য॥ ৫৯ ॥

অন্বয়।—সা ইয়ং গৌঃ স্বদেহার্পণ নিষ্ক্রয়েণ ময়া ভবত্তঃ মোচয়িতুং ন্যায্যা। এবং (সতি) তব পারণা ন বিহতা স্যাৎ, মুনেঃ ক্রিয়ার্থঃ চ অলুপ্তঃ ভবেৎ॥ ৫৫ ॥

পরবান্ ভবান্ অপি ইদম্ (বক্ষ্যমাণং) অবৈতি। হি (যতঃ) তব দেবদারৌ মহান্ যত্নঃ রক্ষ্যং (বস্তু) বিনাশ্য স্বয়ম্ অক্ষতেন নিযোক্তুঃ অগ্রে স্থাতুং শক্যং ন হি ৫৬ ॥

কিম্ অপি (কিংবা) অহং তব অহিংস্যঃ মতঃ চেৎ, (তর্হি) মে যশঃ-শরীরে দয়ালুঃ ভব। মদ্‌বিধানাং একান্তবিধ্বংসিষু ভৌতিকেষু পিণ্ডেষু অনাস্থা খলু॥ ৫৭ ॥

সম্বন্ধম্ আভাষণ-পূর্ব্বম্ আহুঃ (পণ্ডিতাঃ ইতি শেষঃ)। সঃ (সম্বন্ধঃ) বনান্তে সঙ্গতয়োঃ নৌ (আবয়োঃ) বৃত্তঃ। তৎ (তস্মাৎ) হে ভূতনাথানুগ! সম্বন্ধিনঃ মে প্রণয়ং বিহন্তুং ত্বং ন অর্হসি॥ ৫৮ ॥

তথা (এবং অস্তু) ইতি গাম্ (বাচং) উক্তবতে হরয়ে সদ্যঃ প্রতিষ্টম্ভবিমুক্তবাহুঃ সঃ (দিলীপঃ) ন্যস্তশস্ত্রঃ (সন্) স্বদেহম্ আমিষস্য পিণ্ডম্ ইব উপানয়ৎ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গার্থ।—যাহা হউক, আমার নিজের শরীর উৎসর্গ করিয়াও এই ধেনুকে আমি তোমার কবল হইতে রক্ষা করিতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য এবং প্রস্তুত। আর তাহা হইলে তোমারও পারণার অর্থাৎ দীর্ঘ উপবাসের অন্তে আহারের কোনই বাধা হইবে না; পক্ষান্তরে গুরুদেবেরও যজ্ঞীয় কর্ম্মকাণ্ড অব্যাহত থাকিবে॥ ৫৫ ॥

মৃগরাজ! তুমিও পরাধীন, সুতরাং এ কথাটা ত সহজেই বুঝিতেছ যে, এই দেবদারুর উপর তোমার যেরূপ যত্ন, নন্দিনীর উপর আমারও সেইরূপ। তুমিই বল ত, রক্ষণীয় বস্তুটি হারাইয়া স্বয়ং অক্ষতদেহে কোন্ মুখে আমি গুরুদেবের সম্মুখে ফিরিয়া যাইব? ৫৬ ॥

আর আমার দেহের উপর তোমার যদি এতই মায়া হয়, আমাকে হিংসা করিতে না-ই চাও, তবে আমার অনশ্বর যশোরূপ দেহের প্রতি দয়ালু হইয়া, এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ গ্রহণ কর। মৃগেন্দ্র! আমাদের মত লোকের এই ক্ষণভঙ্গুর মাংস-পিণ্ডময় কলেবরে তিলমাত্রও আস্থা নাই॥ ৫৭ ॥

পণ্ডিতেরা বলেন,—ক্ষণকালব্যাপী আলাপ-আপ্যায়নেই সাধুব্যক্তিদের সৌহার্দ্দ, সখিত্ব জন্মিয়া থাকে। এই নির্জ্জন বনে আমাদের উভয়ের সে সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছে। আমরা পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। অতএব হে দেবানুচর! তুমি তোমার বন্ধুর সেই আকিঞ্চন উপেক্ষা করিতে পারো না। আমার প্রার্থনা পূরণ করিতেই হইবে॥ ৫৮ ॥

রাজার এবংবিধ উক্তিতে স্বীকৃত হইয়া মৃগেন্দ্র যেমন কহিল—"আচ্ছা, তাহাই হউক,"—অমনি রাজার সেই তূণ-লগ্ন অসাড় হস্তের জড়ত্বও দূরীভূত হইল। নরপতি দিলীপ তখন অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক, মাংস-পিণ্ডের ন্যায় নিজের দেহটাকে সিংহের সম্মুখে সমর্পণ করিলেন॥ ৫৯ ॥

তস্মিন্ ক্ষণে পালয়িতুঃ প্রজানাং উৎপশ্যতঃ সিংহনিপাতমুগ্রম্।
অবাঙ্মুখস্যোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত বিদ্যাধর-হস্তমুক্তা ॥ ৬০ ॥
উত্তিষ্ঠ বৎসেত্যমৃতায়মানং বচো নিশম্যোত্থিতমুত্থিতঃ সন্।
দদর্শ রাজা জননীমিব স্বাং গামগ্রতঃ প্রস্রবিণীং ন সিংহম্ ॥ ৬১ ॥
তং বিস্মিতং ধেনুরুবাচ "সাধো! মায়াং ময়োদ্ভাব্য পরীক্ষিতোঽসি।
ঋষি-প্রভাবান্ ময়ি নান্তকোঽপি প্রভুঃ প্রহর্ত্তুং কিমুতান্য-হিংস্রাঃ॥" ৬২ ॥
ভক্ত্যা গুরৌ ময্যনুকম্পয়া চ প্রীতাস্মি তে পুত্র! বরং বৃণীষ্ব।
ন কেবলানাং পয়সাং প্রসূতি-মবেহি মাং কামদুঘাং প্রসন্নাম্ ॥ ৬৩ ॥
ততঃ সমানীয় স মানিতার্থী হস্তৌ স্বহস্তার্জ্জিতবীরশব্দঃ।
বংশস্য কর্ত্তারমনন্তকীর্ত্তিং সুদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—তস্মিন্ ক্ষণে উগ্রং সিংহ-নিপাতম্ উৎপশ্যতঃ অবাঙ্মুখস্য প্রজানাং পালয়িতুঃ উপরি বিদ্যাধরহস্তমুক্তা পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত ॥ ৬০ ॥

রাজা অমৃতায়মানং "বৎস! উত্তিষ্ঠ" ইতি উত্থিতং বচঃ নিশম্য উত্থিতঃ সন্ অগ্রতঃ প্রস্রবিণীং গাং স্বাং জননীম্ ইব দদর্শ। সিংহং ন (দদর্শ) ॥ ৬১ ॥

বিস্মিতং তং (দিলীপং) ধেনুঃ উবাচ—"হে সাধো! ময়া মায়াম্ উদ্ভাব্য পরীক্ষিতঃ অসি! ঋষিপ্রভাবাৎ ময়ি অন্তকঃ অপি প্রহর্ত্তুং ন প্রভুঃ (ভবতি,) অন্য-হিংস্রাঃ কিম্ উত?" ॥ ৬২ ॥

"হে পুত্র! গুরৌ ভক্ত্যা ময়ি অনুকম্পয়া চ তে (তুভ্যং) প্রীতা অস্মি। বরং বৃণীষ্ব। (তথাহি) মাং কেবলানাং পয়সাং প্রসূতিং ন অবেহি, (কিন্তু) প্রসন্নাং মাং কামদুঘাম্ (অবেহি)।" ৬৩ ॥

ততঃ মানিতার্থী স্বহস্তার্জ্জিতবীরশব্দঃ সঃ (রাজা) হস্তৌ সমানীয় বংশস্য কর্ত্তারম্ অনন্তকীর্ত্তিং তনয়ং সুদক্ষিণায়াং যযাচে ॥৬৪॥

বঙ্গার্থ।—রাজা প্রতিক্ষণেই সিংহের শেষ আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে সেই আনত-বদন প্রজারঞ্জক নৃপতির উপর আকাশ-চর বিদ্যাধরদিগের হস্ত হইতে অজস্র কুসুম-বৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

"বৎস! উঠ,"—এই অমৃতের মত মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাজা মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, জননীর ন্যায় সেই সুরভি-নন্দিনী নন্দিনী সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার স্তন হইতে পুত্রদর্শনে মাতার যেমন হয়, তেমনই ভাবে অজস্র-ধারে দুগ্ধধারা নিঃসৃত হইতেছে। সিংহের নাম-গন্ধও তথায় নাই ॥ ৬১ ॥

এই ব্যাপারে রাজা যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। ধেনুও তাঁহাকে কহিলেন—"হে সাধু! আমি মায়াবলে সিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক তোমার ভক্তি পরীক্ষা করিলাম। মহর্ষির প্রভাবে স্বয়ং যমও আমার কিছু করিতে পারে না। হিংস্র পশুপ্রভৃতি ত তুচ্ছ"। ৬২ ॥

তোমার এই অটল গুরুভক্তি এবং আমার উপর তোমার অনুপম অনুকম্পা দর্শনে বড়ই প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি বর গ্রহণ কর। আমি কেবল পয়স্বিনী ধেনু নহি, প্রসন্ন হইলে আমি সকল বাসনাই পূরণ করিতে পারি ॥ ৬৩ ॥

প্রার্থীদিগের মনোরথ-পূরক, বাহুবলে "বীর" এই আখ্যা অর্জ্জনকারী নৃপতি দিলীপ কৃতাঞ্জলি পুটে, সুদক্ষিণার গর্ভে একটি অশেষ-কীর্ত্তি-সম্পন্ন বংশের অবতংসস্বরূপ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য।—কালিদাস এই পুস্তকের কেন "রঘুবংশ" নাম দিয়াছেন, তাহার একটা কৈফিয়ৎ অতি কৌশলে দিলেন। দিলীপই বর-প্রার্থনার সময়ে কহিলেন—"বংশস্য কর্ত্তারং" "বংশের কর্ত্তা" অর্থাৎ পরিচায়ক পুত্র চাই। এমন পুত্র যেন পাই, যাহার নামে আমার বংশ চিরকাল পরিচিত হইবে। তাই দিলীপ-পুত্র রঘুর নামানুসারেই "রঘুবংশ" নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে বহুপূর্ব্বে এই বংশকে "রঘুবংশ" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ও নামটি কালিদাসের নিজস্ব নহে। "রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনি।" রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৩য় সর্গ, ৯ শ্লোক ॥ ৬৪ ॥

সন্তান-কামায় তথেতি কামং রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্য পয়স্বিনী সা।
দুগ্ধ্বা পয়ঃ পত্রপুটে মদীয়ং পুত্রোপভুঙ্ক্ষ্বেতি তমাদিদেশ॥ ৬৫ ॥
বৎসস্য হোমার্থবিধেশ্চ শেষমৃষেরনুজ্ঞামধিগম্য মাতঃ।
ঔধস্যমিচ্ছামি তবোপভোক্তুং ষষ্ঠাংশমুর্ব্যা ইব রক্ষিতায়াঃ॥ ৬৬ ॥
ইত্থং ক্ষিতীশেন বশিষ্ঠধেনুর্বিজ্ঞাপিতা প্রীততরা বভূব।
তদন্বিতা হৈমবতাচ্চ কুক্ষেঃ প্রত্যাযযাবাশ্রমমশ্রমেণ॥ ৬৭ ॥
তস্যাঃ প্রসন্নেন্দুমুখঃ প্রসাদং গুরুর্নৃপাণাং গুরবে নিবেদ্য।
প্রহর্ষচিহ্নানুমিতং প্রিয়ায়ৈ শশংস বাচা পুনরুক্তয়েব॥ ৬৮ ॥
স নন্দিনী-স্তন্যমনিন্দিতাত্মা সদ্বৎসলো বৎস-হুতাবশেষম্।
পপৌ বশিষ্ঠেন কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ শুভ্রং যশো মূর্ত্তমিবাতিতৃষ্ণঃ॥ ৬৯ ॥
প্রাতর্যথোক্ত-ব্রত-পারণান্তে প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং প্রযুজ্য।
তৌ দম্পতী স্বাং প্রতি রাজধানীং প্রস্থাপয়ামাস বশী বশিষ্ঠঃ॥ ৭০ ॥

অন্বয়।—সা পয়স্বিনী (নন্দিনী) সন্তান-কামায় (তস্মৈ) রাজ্ঞে "তথা"—ইতি কামং (বরং) প্রতিশ্রুত্য "হে পুত্র! মদীয়ং পয়ঃ পত্রপুটে দুগ্ধ্বা উপভুঙ্ক্ষ্ব" ইতি তম্ (রাজানম্) আদিদেশ॥৬৫॥

হে মাতঃ! বৎসস্য (বৎস-পীতস্য) হোমার্থবিধেঃ চ শেষং তব ঔধস্যং রক্ষিতায়াঃ উর্ব্যাঃ ষষ্ঠাংশম্ ইব ঋষেঃ অনুজ্ঞাম্ অধিগম্য উপভোক্তুম্ ইচ্ছামি॥ ৬৬॥

ইত্থং ক্ষিতীশেন বিজ্ঞাপিতা বশিষ্ঠ-ধেনুঃ প্রীততরা (পূর্ব্বং রাজ্ঞঃ সেবয়া প্রীতা, ইদানীম্ অনয়া উক্ত্যা প্রীততরা) বভূব। তদন্বিতা হৈমবতাৎ কুক্ষেঃ অশ্রমেণ আশ্রমং প্রত্যাযযৌ চ॥৬৭॥

প্রসন্নেন্দুমুখঃ নৃপাণাং গুরুঃ প্রহর্ষচিহ্নানুমিতং তস্যাঃ (ধেনোঃ) প্রসাদং পুনরুক্তয়া ইব বাচা গুরবে নিবেদ্য (পশ্চাৎ) প্রিয়ায়ৈ শশংস॥ ৬৮॥

অনিন্দিতাত্মা সদ্বৎসলঃ বশিষ্ঠেন কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ সঃ (রাজা) বৎস-হুতাবশেষং (পীতহুতাবশিষ্টং) নন্দিনী-স্তন্যং শুভ্রং মূর্ত্তং যশ ইব অতিতৃষ্ণঃ (সন্) পপৌ॥ ৬৯॥

বশী বশিষ্ঠঃ প্রাতঃ যথোক্ত-ব্রত-পারণান্তে প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং প্রযুজ্য তৌ দম্পতী (বর্ম্ম) স্বাং রাজধানীং প্রতি প্রস্থাপয়ামাস ৭০॥

বঙ্গার্থ।—নন্দিনীও "তথাস্তু" বলিয়া রাজাকে বর প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, বৎস! পর্ণপুট নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক, তাহাতে আমার দুগ্ধ লইয়া পান কর॥ ৬৫॥

তখন রাজা অতি বিনয়ের সহিত কহিলেন—মা! প্রজাপুঞ্জের শস্যাদি গ্রহণ করার পর, আমার স্বরক্ষিত পৃথিবীর কররূপে যে ষষ্ঠ অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আমি যেমন গ্রহণ করিয়া থাকি, তদ্রূপ ঋষির আদেশক্রমে আপনার বৎসের পীতাবশিষ্ট এবং ঋষির হোমার্থ দুগ্ধের অবশিষ্ট দুগ্ধ আমি পান করিতে ইচ্ছা করি! সর্ব্বাগ্রে আমি কি করিয়া পান করিব—বলুন? ৬৬॥

রাজার এই কথায় নন্দিনীর প্রীতির আর অবধি রহিল না। তিনি তখন রাজাকে লইয়া হিমাদ্রিগহ্বর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন॥ ৬৭॥

নরেন্দ্রকুল-শিরোমণি দিলীপ আশ্রমে গিয়া, ঋষিকুল-শিরোমণি বশিষ্ঠের নিকট পরম পুলকিত হৃদয়ে আদ্যন্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। ঋষি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। রাজার প্রসন্ন মুখ-চ্ছবি দর্শনে রাজ্ঞী অভীষ্টসিদ্ধি কতকটা অনুমান করিলেও, রাজা পুনরায় তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন॥৬৮॥

অনিন্দিত-চরিত সজ্জনপ্রিয় দিলীপ সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিয়া বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে নন্দিনীর বৎসের পীতাবশিষ্ট দুগ্ধ পানপূর্ব্বক তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন, তিনি ধবল অকলঙ্ক স্বকীয় মূর্ত্তিমান যশঃসুধা পান করিতেছেন॥ ৬৯॥

পরদিন প্রভাতে জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি সেই গোচারণ ব্রতের পারণ করাইয়া, যাত্রাকালোচিত শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক, রাজা ও রাজ্ঞীকে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন॥ ৭০॥

প্রদক্ষিণীকৃত্য হুতং হুতাশমনন্তরং ভর্ত্তুররুন্ধতীং চ।
ধেনুং সবৎসাং চ নৃপঃ প্রতস্থে সন্মঙ্গলোদগ্রতর-প্রভাবঃ॥ ৭১॥
শ্রোত্রাভিরামধ্বনিনা রথেন স ধর্ম্মপত্নী-সহিতঃ সহিষ্ণুঃ।
যযাবনুদ্ঘাত-সুখেন মার্গং স্বেনৈব পূর্ণেন মনোরথেন॥ ৭২॥
তমাহিতৌৎসুক্যমদর্শনেন প্রজাঃ প্রজার্থব্রতকর্শিতাঙ্গম্।
নেত্রৈঃ পপুস্তৃপ্তিমনাপ্নুবদ্ভির্নবোদয়ং নাথমিবৌষধীনাম্॥ ৭৩॥
পুরন্দর-শ্রীঃ পুরমুৎপতাকং প্রবিশ্য পৌরৈরভিনন্দ্যমানঃ।
ভুজে ভুজঙ্গেন্দ্র-সমান-সারে ভূয়ঃ স ভূমের্ধুরমাসসঞ্জ॥ ৭৪॥
অথ নয়ন-সমুত্থং জ্যোতিরত্রেরিব দ্যৌঃ সুর-সরিদিব তেজো বহ্নিনিষ্ঠ্যুতমৈশম্।
নরপতি-কুলভূত্যৈ গর্ভমাধত্ত রাজ্ঞী গুরুভিরভিনিবিষ্টং লোক-পালানুভাবৈঃ॥ ৭৫

ইতি দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—নৃপঃ হুতং হুতাশং ভর্ত্তুঃ অনন্তরম্ অরুন্ধতীং চ সবৎসাং ধেনুং চ প্রদক্ষিণীকৃত্য সন্মঙ্গলোদগ্রতর-প্রভাবঃ (সন্) প্রতস্থে॥ ৭১॥

ধর্ম্মপত্নী-সহিতঃ সহিষ্ণুঃ সঃ (নৃপঃ) শ্রোত্রাভিরাম-ধ্বনিনা অনুদ্ঘাত-সুখেন রথেন স্বেন পূর্ণেন মনোরথেন ইব মার্গং যযৌ॥ ৭২॥

অদর্শনেন আহিতৌৎসুক্যং প্রজার্থব্রতকর্শিতাঙ্গং নবোদয়ং তং (রাজানং) প্রজাঃ তৃপ্তিম্ অনাপ্নুবদ্ভিঃ নেত্রৈঃ (নবোদয়ম্) ওষধীনাং নাথম্ ইব পপুঃ॥ ৭৩॥

পুরন্দরশ্রীঃ সঃ পৌরৈঃ অভিনন্দ্যমানঃ (সন্) উৎপতাকং পুরং প্রবিশ্য ভুজঙ্গেন্দ্র-সমানসারে ভুজে ভূয়ঃ ভূমেঃ ধুরং আসসঞ্জ॥৭৪॥

অথ দ্যৌঃ অত্রেঃ নয়ন সমুত্থং জ্যোতিঃ ইব, সুর-সরিৎ বহ্নিনা নিষ্ঠ্যুতং ঐশং তেজঃ ইব, রাজ্ঞী (সুদক্ষিণা) নরপতিকুলভূত্যৈ, গুরুভিঃ লোকপালানুভাবৈঃ অভিনিবিষ্টং গর্ভং আধত্ত॥ ৭৫॥

বঙ্গার্থ।—রাজা ও রাজ্ঞী যাত্রাকালে প্রজ্বলিত হোমাগ্নি, গুরু বশিষ্ঠ, গুরুপত্নী অরুন্ধতী এবং সবৎসা নন্দিনীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সকল শুভ কার্য্যে অর্থাৎ প্রদক্ষিণাদি কর্ম্মের ফলে তাঁহার কান্তি ও প্রভাব যেন আরও বর্দ্ধিত হইল॥ ৭১॥

সহিষ্ণু দিলীপ সহধর্মচারিণীর সহিত স্বকীয় সফল মনোরথের ন্যায়, মনোহর ধ্বনিযুক্ত অনাহত-গতি সুখকর স্বীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ৭২॥

সন্তানের জন্য কষ্টকর ব্রতপালনে রাজার শরীর অত্যন্ত কৃশ হইয়াছিল, প্রজাবৃন্দও তাঁহার দর্শন-লালসায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিল। এক্ষণে দর্শনোৎসুক প্রজাগণ বহুদিনের পর রাজ-দর্শন লাভ করিয়া নবোদিত চন্দ্রমার ন্যায় তাঁহাকে অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল॥ ৭৩॥

রাজা ফিরিয়া আসিতেছেন,—তাই সর্ব্বত্রই উৎসব। পতাকাদি দ্বারা নগর সজ্জিত করা হইয়াছে। রাজদম্পতি নগরে প্রবেশপূর্ব্বক, পৌরগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া,—বাসুকি সদৃশ দীর্ঘ ও বলশালী হস্তে পুনরায় বিশাল পৃথিবীর ভার গ্রহণ করিলেন ও পরম সুখে রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আকাশ যেমন অত্রিমুনির নয়ন-সম্ভূত তেজঃ অর্থাৎ চন্দ্রমাকে এবং সুরধুনী যেমন অনলনিহিত রৌদ্র-তেজঃ অর্থাৎ ষড়াননকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার রাজমহিষী সুদক্ষিণাও লোকপালগণের তেজঃপূর্ণ, রাজকুলের অভ্যুদয়-সূচক দিলীপনিহিত সুমহৎ তেজঃ ধারণ করিলেন, অর্থাৎ গর্ভিণী হইলেন॥ ৭৫॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

অথেপ্সিতং ভর্ত্তুরুপস্থিতোদয়ং সখীজনোদ্বীক্ষণকৌমুদীমুখম্।
নিদানমিক্ষ্বাকু-কুলস্য সন্ততেঃ সুদক্ষিণা দৌহৃদ-লক্ষণং দধৌ॥ ১।

শরীর-সাদাদসমগ্রভূষণা মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্র-পাণ্ডুনা।
তনু-প্রকাশেন বিচেয়তারকা প্রভাত-কল্পা শশিনেব শর্ব্বরী॥ ২

তদাননং মৃৎসুরভি ক্ষিতীশ্বরো রহস্যুপাঘ্রায় ন তৃপ্তিমাযযৌ।
করীব সিক্তং পৃষতৈঃ পয়োমুচাং শুচি-ব্যপায়ে বনরাজিপল্বলম্॥ ৩।

দিবং মরুত্বানিব ভোক্ষ্যতে ভুবং দিগন্তবিশ্রান্ত-রথো হি তৎসুতঃ।
অতোঽভিলাষে প্রথমং তথাবিধে মনো ববন্ধান্যরসান্ বিলঙ্ঘ্য সা॥ ৪

ন মে হ্রিয়া শংসতি কিঞ্চিদীপ্সিতং স্পৃহাবতী বস্তুষু কেষু মাগধী
ইতি স্ম পৃচ্ছত্যনুবেলমাদৃতঃ প্রিয়া-সখীরুত্তরকোশলেশ্বরঃ॥ ৫॥

অন্বয়।—অথ (গর্ভধারণানন্তরং) সুদক্ষিণা উপস্থিতোদয়ং ভর্ত্তুরীপ্সিতং সখীজনোদ্বীক্ষণ-কৌমুদীমুখম্ **ইক্ষ্বাকুকুলস্য সন্ততেঃ** (অবিচ্ছেদস্য) নিদানং দৌহৃদ-লক্ষণং (বক্ষ্যমাণং) দধৌ॥ ১॥

শরীর-সাদাৎ অসমগ্রভূষণা লোধ্র-পাণ্ডুনা মুখেন (উপলক্ষিতা) সা সুদক্ষিণা বিচেয়-তারকা তনু-প্রকাশেন শশিনা (উপলক্ষিতা) প্রভাত-কল্পা শর্ব্বরী ইব অলক্ষ্যত॥ ২॥

ক্ষিতীশ্বরঃ মৃৎ-সুরভি তদাননং রহসি উপাঘ্রায় তৃপ্তিং ন আযযৌ (কঃ কিমিব?)—শুচিব্যপায়ে পয়োমুচাং পৃষতৈঃ সিক্তং বন-রাজি-পল্বলম্ উপাঘ্রায় করী ইব॥ ৩॥

হি (যস্মাৎ) দিগন্ত-বিশ্রান্ত-রথঃ তৎসুতঃ মরুত্বান্ দিবম্ ইব ভুবং ভোক্ষ্যতে, অতঃ প্রথমং সা (সুদক্ষিণা) তথাবিধে অভিলাষে অন্যরসান্ বিলঙ্ঘ্য মনঃ ববন্ধ॥ ৪॥

মাগধী (সুদক্ষিণা) হ্রিয়া মে কিঞ্চিৎ (অপি) ঈপ্সিতং ন শংসতি, (সা) কেষু বস্তুষু স্পৃহাবতী ইতি অনুবেলম্ আদৃতঃ (সন্) উত্তর কোশলেশ্বরঃ প্রিয়াসখীঃ পৃচ্ছতি স্ম॥ ৫॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর ইক্ষ্বাকুকুলের বংশধারার অবিচ্ছেদের নিদান অর্থাৎ কারণস্বরূপ, মহারাজ দিলীপের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত, রাজ্ঞী সুদক্ষিণার কল্যাণকর গর্ভ-লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইল! মহিষীর তদানীন্তন কান্তি-প্রফুল্ল মুখ তদীয় সহচরী-বৃন্দের নয়নে জ্যোৎস্না-বিমণ্ডিত চন্দ্রমার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল॥ ১॥

শরীর দিন দিন একটু একটু করিয়া কৃশ হওয়ায়, রাজ্ঞী আর পূর্ব্ববৎ অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে পারেন না। মুখখানা লোধ্র-কুসুমের মত পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। এক কথায়,—প্রভাতকালে নক্ষত্রাবলী ক্রমে কমিয়া গেলে এবং শশাঙ্ক দীপ্তি-হীন হইলে রজনী-সুন্দরীর যেমন হয়, তাঁহারও তদ্রূপ শোভা হইল॥ ২॥

গ্রীষ্মাবসানে মেঘের বারি-ধারাসিক্ত বন-মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র বিশুষ্ক সরোবরের অভিনব গন্ধে মাতঙ্গের যেমন আগ্রহ-নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ গর্ভিণীদের সতত-বাঞ্ছিত মৃত্তিকা-ভক্ষণদ্বারা সুদক্ষিণার সুরভি বদন নির্জ্জনে রাজা যতই আঘ্রাণ করিতেন, তাঁহার আরও আঘ্রাণে আগ্রহ জন্মিত। আশা আর মিটিত না॥ ৩॥

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন, তদ্রূপ, তাঁহার পুত্রও এই বিশাল ভূমণ্ডল একাধিপত্যে সম্ভোগ করিবে এবং দিগ্‌দিগন্তে তাহার বিজয়-রথ অপ্রতিহত-ভাবে গমনাগমন করিবে, এই জন্যই যেন রাজমহিষী অন্য সর্ব্বপ্রকার উপভোগ্য পরিহারপূর্ব্বক, প্রথম হইতেই মৃত্তিকা-ভক্ষণ দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানকে ভূ-সম্ভোগে অভ্যস্ত করাইতেছিলেন॥ ৪॥

"কৈ? মগধ রাজ-পুত্রী সুদক্ষিণা লজ্জায় আমাকে ত কিছুই বলেন না, কোন্ কোন্ দ্রব্যে তাঁহার অভিলাষ যায়?"—এই কথা সর্ব্বদাই নরনাথ রাজ্ঞীর সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন॥ ৫॥

উপেত্য সা দোহদ-দুঃখ-শীলতাং যদেব বব্রে তদপশ্যদাহৃতম্।
ন হীষ্টমস্য ত্রিদিবেঽপি ভূপতেরভূদনাসাদ্যমধিজ্যধন্বনঃ ॥ ৬॥
ক্রমেণ নিস্তীর্য্য চ দোহদ-ব্যথাং প্রচীয়মানাবয়বা ররাজ সা।
পুরাণপত্রাপগমাদনন্তরং লতেব সন্নদ্ধ-মনোজ্ঞ-পল্লবা ॥ ৭ ॥
দিনেষু গচ্ছৎসু নিতান্তপীবরং তদীয়মানীলমুখং স্তনদ্বয়ম্।
তিরশ্চকার ভ্রমরাভিলীনয়োঃ সুজাতয়োঃ পঙ্কজ-কোশয়োঃ শ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥
নিধান-গর্ভামিব সাগরাম্বরাং শমীমিবাভ্যন্তর-লীন-পাবকাম্।
নদীমিবান্তঃসলিলাং সরস্বতীং নৃপঃ স-সত্ত্বাং মহিষীমমন্যত ॥ ৯ ॥
প্রিয়ানুরাগস্য মনঃসমুন্নতের্ভুজার্জ্জিতানাং চ দিগন্ত-সম্পদাম্।
যথাক্রমং পুংসবনাদিকাঃ ক্রিয়া ধৃতেশ্চ ধীরঃ সদৃশীর্ব্যধত্ত সঃ ॥ ১০ ॥
সুরেন্দ্রমাত্রাশ্রিত-গর্ভগৌরবাৎ প্রযত্নমুক্তাসনয়া গৃহাগতঃ।
তয়োপচারাঞ্জলি-খিন্ন-হস্তয়া ননন্দ পারিপ্লবনেত্রয়া নৃপঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—সা (সুদক্ষিণা) দোহদ-দুঃখ-শীলতাম্ উপেত্য যৎ এব (বস্তু) বব্রে, তৎ আহৃতম্ অপশ্যৎ। হি (যস্মাৎ) অস্য ভূপতেঃ (দিলীপস্য) অধিজ্যধন্বনঃ (সতঃ) ত্রিদিবে অপি ইষ্টম্ (বস্তু) অনাসাদ্যং ন অভূৎ ॥ ৬ ॥

সা (সুদক্ষিণা) ক্রমেণ দোহদ ব্যথাং নিস্তীর্য্য চ প্রচীয়মানা-বয়বা (সতী) পুরাণপত্রাপগমাৎ অনন্তরং সন্নদ্ধ-মনোজ্ঞ-পল্লবা লতা ইব ররাজ ॥ ৭ ॥

দিনেষু গচ্ছৎসু (সৎসু) নিতান্তপীবরম্ আনীলমুখং তদীয়ং স্তনদ্বয়ং ভ্রমরাভিলীনয়োঃ সুজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃ শ্রিয়ং তিরশ্চকার ॥ ৮ ॥

নৃপঃ স-সত্ত্বাং মহিষীং, নিধান-গর্ভাং সাগরাম্বরাম্ (রত্নগর্ভাং ধরিত্রীং) ইব, অভ্যন্তর-লীন-পাবকাং শমীম্ ইব, অন্তঃসলিলাং সরস্বতীং নদীম্ ইব অমন্যত ॥ ৯

ধীরঃ সঃ (দিলীপঃ) প্রিয়ানুরাগস্য, মনঃসমুন্নতেঃ, ভুজার্জ্জিতানাং দিগন্ত-সম্পদাং, ধৃতেঃ চ সদৃশীঃ পুংসবনাদিকাঃ ক্রিয়াঃ যথাক্রমং ব্যধত্ত ॥ ১০ ॥

গৃহাগতঃ নৃপঃ সুরেন্দ্রমাত্রাশ্রিতগর্ভ-গৌরবাৎ প্রযত্ন-মুক্তাসনয়া উপচারাঞ্জলিখিন্নহস্তয়া পারিপ্লবনেত্রয়া তয়া (সুদক্ষিণয়া) ননন্দ ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—বীরশ্রেষ্ঠ ধনুষ্পাণি দিলীপের অতুল ঐশ্বর্য্যের ফলে কোনো বস্তুরই তাঁহার অপ্রতুল ছিল না, মহিষী যখন যাহা চাহিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্মুখে পাইতেন। অধিক কি, কোনো স্বর্গীয় বস্তু অভিলাষ করিলেও অচ্ছন্দেই রাজা তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন ॥ ৬ ॥

প্রথম-গর্ভসঞ্চারের অবসাদ ক্রমে কমিয়া যাওয়ায়, ধীরে ধীরে রাজ্ঞীর দেহ আবার হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তিপূর্ণ হইতে লাগিল। পুরাতন জীর্ণ পত্রাবলী ঝরিয়া যাওয়ার পর নূতন পল্লব-সমূহে পরিশোভিত মনোহর লতার ন্যায় তাঁহার লাবণ্য উচ্ছলিত হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥

এই ভাবে কিছুদিন যাইতে-না-যাইতেই রাজ্ঞীর পীন পয়োধরযুগল স্থূলতর হইল এবং তাহার অগ্রভাগ ঈষৎ সুনীল আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সুতরাং সুন্দর কমল-কুট্মলে ভ্রমর বসিলে যেমন সৌন্দর্য্য হয়, তাঁহার স্তনদ্বয়ও সেইরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিল ॥ ৮ ॥

মহারাজ দিলীপ অন্তঃসত্ত্বা মহিষীকে রত্নগর্ভা বসুন্ধরার ন্যায়, অগ্নিগর্ভা শমীলতার ন্যায় এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় গৌরবময়ী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

রাজা দিলীপের মহিষীর প্রতি যেরূপ অপার অনুরাগ এবং নিজেরও বাহু-বলে অর্জ্জিত যেরূপ অতুল ঐশ্বর্য্য, মহিষীরও পুংসবনাদি মঙ্গলকার্য্য সেইরূপ সমারোহের সহিত তিনি সম্পন্ন করিলেন ॥ ১০ ॥

লোকপালদিগের অংশপূর্ণ গুরুভার গর্ভে সুদক্ষিণার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। রাজা নিকটে গেলে অভ্যর্থনার জন্য তাড়াতাড়ি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিতে রাজ্ঞীর অত্যন্ত কষ্ট হইত, অঞ্জলিবন্ধন করিতেও হস্ত অবসন্ন হইয়া আসিত, তাঁহার নয়ন জলে ভরিয়া যাইত, তথাপি তাঁহার এ অবস্থায় রাজার কিন্তু আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না ॥ ১১ ॥

কুমারভৃত্যাকুশলৈরনুষ্ঠিতে ভিষগ্‌ভিরাপ্তৈরথ গর্ভভর্ম্মণি।
পতিঃ প্রতীতঃ প্রসবোন্মুখীং প্রিয়াং দদর্শ কালে দিবমভ্রিতামিব ॥ ১২ ॥
গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈরসূর্য্যগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্।
অসূত পুত্রং সময়ে শচী-সমা ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম্ ॥ ১৩
দিশঃ প্রসেদুর্ম্মরুতো ববুঃ সুখাঃ প্রদক্ষিণার্চ্চির্হবিরগ্নিরাদদে।
বভূব সর্ব্বং শুভশংসি তৎক্ষণং ভবো হি লোকাভ্যুদয়ায় তাদৃশাম্ ১৪
অরিষ্টশয্যাং পরিতো বিসারিণা সুজন্মনস্তস্য নিজেন তেজসা।
নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষো বভূবুরালেখ্য-সমর্পিতা ইব ॥ ১৫ ॥
জনায় শুদ্ধান্তচরায় শংসতে কুমারজন্মামৃতসম্মিতাক্ষরম্।
অদেয়মাসীৎ ত্রয়মেব ভূপতেঃ শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে ॥ ১৬

অন্বয়।—অথ (অনন্তরং) কুমারভৃত্যা-কুশলৈঃ আপ্তৈঃ ভিষগ্‌ভিঃ গর্ভ-ভর্ম্মণি অনুষ্ঠিতে (সতি) পতিঃ (দিলীপঃ) প্রতীতঃ (সন্) কালে (দশমে মাসি) প্রসবোন্মুখীং প্রিয়াং (কালে—গ্রীষ্মাবসানে) অভ্রিতাং দিবম্ ইব দদর্শ ॥১২॥

ততঃ শচী-সমা (সা সুদক্ষিণা) সময়ে (দশমে মাসি) উচ্চ-সংশ্রয়ৈঃ অসূর্য্যগৈঃ পঞ্চভিঃ গ্রহৈঃ সূচিত-ভাগ্য-সম্পদং পুত্রং ত্রিসাধনা শক্তিঃ অক্ষয়ম্ অর্থম্ ইব অসূত ॥ ১৩ ॥

তৎ-ক্ষণং দিশঃ প্রসেদুঃ, সুখাঃ মরুতঃ ববুঃ, অগ্নিঃ প্রদক্ষিণার্চ্চিঃ (সন্) হবিঃ আদদে—(ইত্থং) সর্ব্বং শুভ-শংসি বভূব। হি (তথাহি) তাদৃশাং ভবঃ লোকাভ্যুদয়ায় (ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অরিষ্টশয্যাং পরিতঃ বিসারিণা সুজন্মনঃ তস্য (সুতস্য) নিজেন তেজসা সহসা হতত্বিষঃ নিশীথ-দীপাঃ আলেখ্য-সমর্পিতাঃ ইব বভূবুঃ ॥ ১৫ ॥

ভূপতেঃ অমৃত-সম্মিতাক্ষরং কুমারজন্ম শংসতে শুদ্ধান্ত-চরায় জনায় ত্রয়ং এব অদেয়ং আসীৎ। (কিং তৎ?)—শশি-প্রভং ছত্রম্ উভে চামরে চ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—এই ভাবে নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে নরপতি সাগ্রহহৃদয়ে মহিষীর প্রসবকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে দশ মাস পূর্ণ হইলে বর্ষায় জলদভার-নত আকাশের ন্যায় সুদক্ষিণাকে প্রসবোন্মুখী বুঝিয়া বালচিকিৎসা-নিপুণ প্রবীণ বৈদ্যদিগের দ্বারা গর্ভপুষ্টির সুব্যবস্থাপূর্ব্বক দর্শন করিলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর শচীর ন্যায় গৌরবময়ী রাজ্ঞী সুদক্ষিণা, শুভলগ্নে শুভক্ষণে ত্রিসাধনসম্পন্ন-রাজ-শক্তির অক্ষয় অর্থোৎপাদনের ন্যায় একটি পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন। তখন পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গস্থান-গত এবং অনস্তমিত ছিল বলিয়া এই নবকুমার যে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হইবেন, তাহা সূচিত হইল ॥ ১৩ ॥

সেই প্রসবক্ষণে দিঙ্‌মণ্ডল তমঃশূন্য হইয়া যেন হাসিয়া উঠিল। সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং হোমাগ্নি স্বয়ং প্রদক্ষিণ ভাবে আহুতি গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ সেই রাজ-কুমারের জন্ম সময়ে সমস্তই মঙ্গলকর হইয়াছিল, যেহেতু তাদৃশ মহানুভাব ব্যক্তিদিগের আবির্ভাব জগতের মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সেই ক্ষণজন্মা বালকের দেহজ্যোতিতে সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং শয্যা-পার্শ্বস্থিত দীপাবলী তৎক্ষণাৎ নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিল ॥ ১৫ ॥

অনন্তর অন্তঃপুরচর এক জন ভৃত্য আসিয়া রাজাকে অমৃতের মতন সুমধুর ঐ শুভসংবাদ নিবেদন করিল; রাজা দিলীপও একান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রচুর পারিতোষিকদানে তাহাকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং অবিলম্বেই অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজা তখন এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, ভৃত্যকে তাঁহার মাত্র তিনটি বস্তু অদেয় ছিল, সুধাংশুপ্রতিম রাজচ্ছত্র ও দুইটি চামর ॥ ১৬ ॥

নিবাত-পদ্ম-স্তিমিতেন চক্ষুষা নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দু-দর্শনাদ্ গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি ॥ ১৭ ॥
স জাতকর্ম্মণ্যখিলে তপস্বিনা তপোবনাদেত্য পুরোধসা কৃতে।
দিলীপসূনুর্ম্মণিরাকরোদ্ভবঃ প্রযুক্ত-সংস্কার ইবাধিকং বভৌ ॥ ১৮ ॥
সুখশ্রবা মঙ্গলতূর্য্যনিস্বনাঃ প্রমোদ-নৃত্যৈঃ সহ বারযোষিতাম্।
ন কেবলং সদ্মনি মাগধীপতেঃ পথি ব্যজৃম্ভন্ত দিবৌকসামপি ॥ ১৯ ॥
ন সংযতস্তস্য বভূব রক্ষিতুর্বিসর্জ্জয়েদ্ যং সুত-জন্ম-হৃষিতঃ।
ঋণাভিধানাৎ স্বয়মেব কেবলং তদা পিতৃণাং মুমুচে স বন্ধনাৎ ॥ ২০ ॥
শ্রুতস্য যায়াদয়মন্তমর্ভকস্তথা পরেষাং যুধি চেতি পার্থিবঃ।
অবেক্ষ্য ধাতোর্গমনার্থমর্থবিৎ চকার নাম্না রঘুমাত্ম-সম্ভবম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—নিবাত-পদ্ম-স্তিমিতেন চক্ষুষা কান্তং সুতাননং পিবতঃ নৃপস্য গুরুঃ প্রহর্ষঃ ইন্দুদর্শনাৎ মহোদধেঃ পূরঃ ইব আত্মনি ন প্রবভূব ॥ ১৭ ॥

সঃ (দিলীপসূনুঃ) তপস্বিনা পুরোধসা তপোবনাৎ এত্য অখিলে জাতকর্ম্মণি কৃতে [সতি] প্রযুক্ত-সংস্কারঃ আকরোদ্ভবঃ মণিঃ ইব অধিকং বভৌ ॥ ১৮ ॥

সুখ-শ্রবাঃ মঙ্গলতূর্য্যনিস্বনাঃ বারযোষিতাং প্রমোদ-নৃত্যৈঃ সহ মাগধীপতেঃ সদ্মনি কেবলং ন ব্যজৃম্ভন্ত, (কিন্তু) দিবৌকসাং পথি অপি (ব্যজৃম্ভন্ত)। (দেবদুন্দুভয়ঃ অপি নেদুঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৯ ॥

রক্ষিতুঃ তস্য (দিলীপস্য) সংযতঃ ন বভূব, সুতজন্ম-হর্ষিতঃ (সন্) যঃ যং (সংযতং) বিসর্জ্জয়েৎ (কিন্তু) সঃ (রাজা) তদা পিতৃণাং ঋণাভিধানাৎ বন্ধনাৎ কেবলং (যথা তথা) স্বয়ং এব মুমুচে। (কর্ম্মকর্ত্তরি লিট্) ॥ ২০ ॥

অর্থবিৎ পার্থিবঃ, অয়ম্ অর্ভকঃ শ্রুতস্য অন্তং যায়াৎ, তথা যুধি পরেষাম্ (অন্তং যায়াৎ) চ ইতি (হেতোঃ) ধাতোঃ গমনার্থম্ অবেক্ষ্য আত্ম-সম্ভবং (পুত্রং) নাম্না রঘুং চকার। (অঘি-বঘি-লঘি-গত্যর্থাঃ ইতি) ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা যখন নিবাত-নিষ্কম্প কমলবৎ নয়নে অনিমেষভাবে নবজাত পুত্রের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন চন্দ্রদর্শনে সমুদ্র যেমন উদ্বেল হয়, তিনিও সেইরূপ আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন হৃদয়ে আনন্দ যেন আর ধরিল না ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বশিষ্ঠ তপোবন হইতে আসিয়া নবকুমারের সমস্ত "জাত-কর্ম্মাদি" সংস্কার সমাধা করিলেন। খনি হইতে উত্তোলিত মণি যেমন শাণ-যন্ত্রে উল্লিখিত করিলে অধিকতর ভাস্বর হয়,—রাজপুত্রও ঋষিকৃত সংস্কারে তেমনই যেন সমধিক শ্রী-সম্পন্ন হইলেন ॥ ১৮ ॥

কুমারের জন্মগ্রহণে, রাজপুরী অপার আনন্দ-মহোৎসবে নিমগ্ন হইল। সর্ব্বত্র নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। বারবনিতারা নৃত্য-গীতে মাতিয়া উঠিল। শ্রুতি-সুখ-কর মঙ্গল-বাদ্য-ধ্বান বিশাল রাজপুরীকে একেবারে বধির করিয়া তুলিল। ওদিকে দেবতা-দিগের দুন্দুভিও নিনাদিত হইয়া আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল ॥ ১৯ ॥

মহারাজ দিলীপের সুশাসনের ফলে রাজ্যে অপরাধী—রাজদণ্ডপ্রাপ্ত কেহই ছিল না। সুতরাং এমন আনন্দের দিনে চিরাচরিত প্রথানুসারে, কাহাকেও কারামুক্ত করিতে হইল না। কেবল তিনি স্বয়ং, এই পুত্রজন্মের দ্বারা, অশোধ্য পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

এই শিশু কালে শাস্ত্র ও অস্ত্র এই উভয় বিদ্যার পারে গমন করিবে, মনে করিয়া শব্দার্থতত্ত্ববিৎ রাজা পুত্রের গমনার্থক "লঘ" ধাতুঘটিত "রঘু" এই নামকরণ করিলেন ॥ ২১ ॥

পিতুঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্র-সম্পদঃ শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে।
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতে-রনুপ্রবেশাদিব বাল-চন্দ্রমাঃ ॥ ২২ ॥
উমাবৃষাঙ্কৌ শর-জন্মনা যথা যথা জয়ন্তেন শচী-পুরন্দরৌ।
তথা নৃপঃ সা চ সুতেন মাগধী ননন্দতুস্তৎ-সদৃশেন তৎ-সমৌ ॥ ২৩ ॥
রথাঙ্গনাম্নোরিব ভাববন্ধনং বভূব যৎ প্রেম পরস্পরাশ্রয়ম্।
বিভক্তমপ্যেকসুতেন তত্তয়োঃ পরস্পরস্যোপরি পর্য্যচীয়ত ॥ ২৪ ॥
উবাচ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়ামবলম্ব্য চাঙ্গুলীম্।
অভূচ্চ নম্রঃ প্রণিপাত-শিক্ষয়া পিতুর্মুদং তেন ততান সোঽর্ভকঃ ॥ ২৫ ॥
তমঙ্কমারোপ্য শরীরযোগজৈঃ সুখৈর্নিষিঞ্চন্তমিবামৃতং ত্বচি।
উপান্ত সংমীলিত-লোচনো নৃপ শ্চিরাৎ সুতস্পর্শ রসজ্ঞতাং যযৌ ॥ ২৬ ॥
অমংস্ত চানেন পরার্দ্ধ্যজন্মনা স্থিতেরভেত্তা স্থিতিমন্তমন্বয়ম্।
স্বমূর্ত্তিভেদেন গুণাগ্র্যবর্ত্তিনা পতিঃ প্রজানামিব সর্গমাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—সঃ রঘুঃ সমগ্র-সম্পদঃ পিতুঃ প্রযত্নাৎ শুভৈঃ শরীরাবয়বৈঃ হরিদশ্বদীধিতেঃ অনুপ্রবেশাৎ বালচন্দ্রমাঃ ইব দিনে দিনে বৃদ্ধিং পুপোষ ॥ ২২ ॥

উমাবৃষাঙ্কৌ শরজন্মনা যথা ননন্দতুঃ, শচীপুরন্দরৌ জয়ন্তেন যথা (ননন্দতুঃ), তথা তৎ-সমৌ সা মাগধী সঃ নৃপঃ চ তৎসদৃশেন সুতেন (ননন্দতুঃ) ॥ ২৩ ॥

রথাঙ্গনাম্নোঃ ইব তয়োঃ (দম্পত্যোঃ) ভাববন্ধনং পরস্পরাশ্রয়ং যৎ প্রেম বভূব, তৎ একসুতেন বিভক্তম্ অপি পরস্পরস্য উপরি পর্য্যচীয়ত ॥ ২৪ ॥

সঃ অর্ভকঃ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচঃ উবাচ, তদীয়াম্ অঙ্গুলীম্ অবলম্ব্য যযৌ চ, প্রণিপাত-শিক্ষয়া নম্রঃ অভূৎ চ—(ইতি যৎ), তেন (সঃ) পিতুঃ মুদং ততান ॥ ২৫ ॥

শরীরযোগজৈঃ সুখৈঃ ত্বচি অমৃতং নিষিঞ্চন্তম্ ইব তং পুত্রম্ অঙ্কম্ আরোপ্য উপান্ত-সম্মীলিত-লোচনঃ (সন্) নৃপঃ চিরাৎ সুত-স্পর্শ-রসজ্ঞতাং যযৌ ॥ ২৬ ॥

স্থিতেঃ অভেত্তা (সঃ নৃপঃ) পরার্দ্ধ্যজন্মনা অনেন (রঘুণা) প্রজানাং পতিঃ গুণাগ্র্যবর্ত্তিনা স্বমূর্ত্তিভেদেন আত্মনঃ সর্গম্ ইব অন্বয়ং স্থিতিমন্তম্ অমংস্ত চ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গার্থ।—কুমার রঘু অনন্ত বিভবশালী পিতার প্রযত্নে প্রতিপালিত হইয়া সৌরকররাশির সম্পর্কে বালচন্দ্রমার ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শুভলক্ষণ-যুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরতিশয় সুন্দর হইয়া উঠিল ॥ ২২ ॥

পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর কার্ত্তিকেয়কে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং শচী ও ইন্দ্র জয়ন্তকে পাইয়া যেরূপ পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন, সুদক্ষিণা ও দিলীপ কুমারকান্তি জয়ন্ত-প্রতিম রঘুকে পাইয়া সেইরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥

চক্রবাক ও চক্রবাকীর ন্যায় রাজা ও রাজ্ঞীর পরস্পরের হৃদয়প্লাবী প্রেমপ্রবাহ পুত্রে বিভক্ত হইলেও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল ॥ ২৪ ॥

রাজ-শিশু আধ-আধ স্বরে ধাত্রীর উপদিষ্ট কথাগুলি উচ্চারণ করিতে, তাহার অঙ্গুলীধারণ পূর্ব্বক দুই-এক পদ চলিতে-ফিরিতে এবং "নম কর" বলিলেই প্রণাম করিতে শিখিয়া ক্রমেই নরপতির আনন্দ-বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

পিতা দিলীপ পুত্র রঘুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আনন্দ-নিমীলিত-নয়নে চিরাভিলষিত সুতস্পর্শরূপ অমৃত-রস আস্বাদনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইতেন ॥ ২৬ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যেমন সত্ত্বগুণময় বিষ্ণুর দ্বারা স্বকীয় লোক-সৃষ্টির স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা অব্যাহত থাকিবে—অনুভব করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কুলমর্য্যাদাভিজ্ঞ দিলীপও এই নানা গুণশালী পুত্রের দ্বারা স্বীয় বংশমর্য্যাদা অব্যাহত থাকিবে ভাবিয়া অতীব আনন্দিত হইতেন ॥ ২৭ ॥

স বৃত্তচূলশ্চলকাক-পক্ষকৈ-রমাত্যপুত্রৈঃ সবয়োভিরন্বিতঃ।
লিপের্যথাবদ্‌গ্রহণেন বাঙ্‌ময়ং নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ ॥ ২৮ ॥
অথোপনীতং বিধিবদ্‌বিপশ্চিতো বিনিন্যুরেনং গুরবো গুরুপ্রিয়ম্‌।
অবন্ধ্যযত্নাশ্চ বভূবুরত্র তে ক্রিয়া হি বস্তূপহিতা প্রসীদতি ॥ ২৯ ॥
ধিয়ঃ সমগ্রৈঃ স গুণৈরুদারধীঃ ক্রমাচ্চতস্রশ্চতুরর্ণবোপমাঃ।
ততার বিদ্যাঃ পবনাতিপাতিভির্দিশো হরিদ্ভির্হরিতামিবেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
ত্বচং স মেধ্যাং পরিধায় রৌরবী-মশিক্ষতাস্ত্রং পিতুরেব মন্ত্রবৎ।
ন কেবলং তদ্‌গুরুরেকপার্থিবঃ ক্ষিতাবভূদেকধনুর্ধরোঽপি সঃ ॥ ৩১ ॥
মহোক্ষতাং বৎসতরঃ স্পৃশন্নিব দ্বিপেন্দ্রভাবং কলভঃ শ্রয়ন্নিব।
রঘুঃ ক্রমাদ যৌবন-ভিন্ন-শৈশবঃ পুপোষ গাম্ভীর্য্য-মনোহরং বপুঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—বৃত্ত-চুলঃ সঃ রঘুঃ চলকাকপক্ষকৈঃ **সবয়োভিঃ অমাত্যপুত্রৈঃ অন্বিতঃ** (সন্‌) লিপেঃ যথাবৎ গ্রহণেন **বাঙ্ময়ং (শব্দজাতং)** নদীমুখেন (কশ্চিৎ মকরাদিঃ) সমুদ্রম্‌ **ইব আবিশৎ (জ্ঞাতবান্‌ ইত্যর্থঃ)** ॥ ২৮ ॥

অথ বিধিবৎ উপনীতং গুরুপ্রিয়ম্‌ এনং (রঘুং) **বিপশ্চিতঃ গুরবঃ বিনিন্যুঃ।** তে **(গুরবঃ) অত্র** (রঘৌ) অবন্ধ্যযত্নাঃ **চ বভূবুঃ। হি (তথাহি)** ক্রিয়া বস্তূপহিতা (সতী) প্রসীদতি **(ফলতি)** ॥ ২৯ ॥

উদার-ধীঃ সঃ (রঘুঃ) সমগ্রৈঃ ধিয়ঃ গুণৈঃ চতুরর্ণবোপমাঃ **চতস্রঃ** বিদ্যাঃ হরিতাম্‌ ঈশ্বরঃ পবনাতিপাতিভিঃ হরিদ্ভিঃ **(চতস্রঃ) দিশঃ ইব** ক্রমাৎ ততার ॥ ৩০ ॥

সঃ (রঘুঃ) মেধ্যাং **রৌরবীং** ত্বচং পরিধায় মন্ত্রবৎ **অস্ত্রং** পিতুঃ **এব অশিক্ষত।** তদ্‌গুরুঃ (দিলীপঃ) এক-পার্থিবঃ কেবলং **ন অভূৎ, (কিন্তু) ক্ষিতৌ** সঃ একঃ ধনুর্ধরঃ অপি **অভূৎ** ॥ ৩১ ॥

রঘুঃ ক্রমাৎ যৌবন-ভিন্ন-শৈশবঃ (সন্‌) মহোক্ষতাং স্পৃশন্‌ **বৎসতরঃ ইব, দ্বিপেন্দ্রভাবং** শ্রয়ন্‌ কলভঃ ইব গাম্ভীর্য্য-**মনোহরং বপুঃ পুপোষ** ॥ ৩২ ॥

বঙ্গার্থ।—তদনন্তর দিলীপ যথাকালে (তৃতীয়বর্ষে) **পুত্রের চূড়াকরণ সম্পন্ন** করিয়া পঞ্চমবর্ষে **চঞ্চল শিখা-**শোভিত **সমবয়স্ক সচিব-তনয়দিগের** সহিত বিদ্যালাভের **জন্য পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন।** কুমার রঘু, প্রতিভাবলে কতিপয় দিবসের **মধ্যেই বর্ণ-শিক্ষা** সমাপনপূর্ব্বক, নদীমুখের দ্বারা মকরাদি যেমন বিরাট্‌ সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সমগ্র শব্দশাস্ত্রে প্রবেশ করিলেন (অর্থাৎ শব্দশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হইলেন) ॥ ২৮ ॥

তদনন্তর **ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে,** গর্ভৈকাদশবর্ষে রঘু উপনীত হইলেন। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক **তাঁহাকে** বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। **তাঁহাদের সেই** শিক্ষা-প্রদান-যত্ন অনতিকালমধ্যেই সার্থক **হইল।** কেন না, সৎপাত্রে উপদেশ-প্রদান কদাচ **বিফল** হয় না ॥ ২৯ ॥

পবনবৎ বেগবান্‌ অশ্বের দ্বারা ভ্রমণপূর্ব্বক **সূর্য্যদেব যেমন** দিঙ্‌মণ্ডল **উত্তীর্ণ হন,** সেই প্রকার অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন কুমার রঘু স্বকীয় প্রতিভাপ্রভাবে ক্রমশঃ চারিটি সমুদ্রের তুল্য চারিটি বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিলেন ॥ ৩০ ॥

শাস্ত্রবিদ্যা সমাপ্ত হইলে, কুমার পবিত্র **মৃগচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক পিতার নিকটেই** সমন্ত্রক শস্ত্র-বিদ্যার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। জগতে কেবল অদ্বিতীয় রাজা নহেন, **দিলীপ এক জন অদ্বিতীয় ধনুর্ধরও ছিলেন** ॥ ৩১ ॥

বৎসতর যেমন ক্রমে **মহান্‌ বৃষভে** পরিণত **হয়, করিশাবক** যেমন ক্রমে গজরাজের **আকার ধারণ করে, তদ্রূপ** রঘুও ক্রমে যৌবনে পদার্পণপূর্ব্বক মনোহর এবং **ধীর-প্রশান্ত দেহ ধারণ** করিলেন ॥ ৩২ ॥

অথাস্য গোদান-বিধেরনন্তরং বিবাহদীক্ষাং নিরবর্ত্তয়দ্ গুরুঃ।
নরেন্দ্রকন্যাস্তমবাপ্য সৎপতিং তমোনুদং দক্ষসুতা ইবাবভুঃ ॥ ৩৩

যুবা যুগব্যায়তবাহুরংসলঃ কপাটবক্ষাঃ পরিণদ্ধকন্ধরঃ।
বপুঃপ্রকর্ষাদজয়দ্ গুরুং রঘুস্তথাপি নীচৈর্বিনয়াদদৃশ্যত ॥ ৩৪।

ততঃ প্রজানাং চিরমাত্মনা ধৃতাং নিতান্তগুর্ব্বীং লঘয়িষ্যতা ধুরম্।
নিসর্গ-সংস্কারবিনীত ইত্যসৌ নৃপেণ চক্রে যুবরাজ-শব্দভাক্ ॥ ৩৫

নরেন্দ্রমূলায়তনাদনন্তরং তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজসংজ্ঞিতম্।
অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাষিণী নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্ ॥ ৩৬।

বিভাবসুঃ সারথিনেব বায়ুনা ঘনব্যপায়েন গভস্তিমানিব।
বভূব তেনাতিতরাং সুদুঃসহঃ কটপ্রভেদেন করীব পার্থিবঃ ॥ ৩৭।

অন্বয়।—অথ গুরুঃ (দিলীপঃ) অস্য গোদানবিধেঃ অনন্তরং বিবাহদীক্ষাং নিরবর্ত্তয়ৎ। নরেন্দ্রকন্যাঃ তং (রঘুং) দক্ষসুতাঃ তমোনুদম্ ইব সৎপতিম্ অবাপ্য আবভুঃ ॥ ৩৩ ॥

যুবা যুগব্যায়তবাহুঃ অংসলঃ কপাটবক্ষাঃ পরিণদ্ধকন্ধরঃ রঘুঃ বপুঃ-প্রকর্ষাৎ গুরুম্ (দিলীপম্) অজয়ৎ। তথাপি বিনয়াৎ নীচৈঃ অদৃশ্যত ॥ ৩৪ ॥

ততঃ আত্মনা চিরং ধৃতাং নিতান্তগুর্ব্বীং প্রজানাং ধুরং লঘয়িষ্যতা নৃপেণ অসৌ (রঘুঃ) নিসর্গ-সংস্কারবিনীতঃ ইতি (হেতোঃ) যুবরাজ-শব্দভাক্ চক্রে ॥ ৩৫ ॥

গুণাভিলাষিণী শ্রীঃ নরেন্দ্রমূলায়তনাৎ অনন্তরং (সন্নিহিতং) যুবরাজ-সজ্ঞিতং তৎ আস্পদং কমলাৎ নবাবতারম্ উৎপলম্ ইব অংশেন অগচ্ছৎ। (স্ত্রিয়ো হি খলু যূনি রজ্যন্তে—ইতি ভাবঃ) ॥ ৩৬ ॥

সারথিনা বায়ুনা বিভাবসুঃ ইব, ঘনব্যপায়েন (সারথিনা) গভস্তিমান্ ইব, কটপ্রভেদেন করী ইব, পার্থিবঃ তেন (রঘুণা) অতিতরাং সুদুঃসহঃ বভূব ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর কেশদানবিধি অনুষ্ঠিত হইলে, রাজা মহাসমারোহে কুমারের বিবাহ-সংস্কার সম্পাদন করিলেন। দক্ষ-দুহিতা তারবালী চন্দ্রকে পতিরূপে পাইয়া যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন, রাজকন্যাগণও যৌবনোদ্ভিন্ন-বপুঃ রঘুকে পতি পাইয়া তদ্রূপ পুলকিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

যৌবন-সমাগমে রঘুর বাহুদ্বয় যান-মধ্যস্থিত যুগ-নামক কাষ্ঠদণ্ডের মত সুদীর্ঘ এবং আজানুলম্বিত হইল। দেহের বল বৃদ্ধি পাইল। বক্ষঃস্থল তোরণ-কপাটের ন্যায় বিস্তৃত ও গ্রীবাদেশ উন্নত হইল। তিনি বলিষ্ঠ-শরীরের উৎকর্ষপ্রভাবে যদিও উন্নতকায় পিতাকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তবুও কিন্তু বিনয়ের মহিমায় তাঁহার নিকট নিয়ত নতমস্তকেই থাকিতেন ॥ ৩৪ ॥

অতঃপর রাজা দিলীপ, দীর্ঘকাল যাবৎ বিশাল সাম্রাজ্যের যে গুরু ভার বহন করিয়া আসিতেছেন, তাহা লঘু করিবার জন্য উদারস্বভাব এবং সর্ব্ববিষয়ে সুচারু সংস্কারের দ্বারা বিনীত পুত্রকে সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩৫ ॥

শোভা ও সৌন্দর্য্য যেমন পূর্ব্বপ্রস্ফুটিত পদ্ম ত্যাগপূর্ব্বক নববিকসিত পদ্মকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ রাজ-লক্ষ্মী তাঁহার পূর্ব্ব-আবাসস্থল দিলীপকে আংশিকভাবে পরিত্যাগ করিয়া উদীয়মান যুবরাজ রঘুকেই আশ্রয় করিলেন ॥ ৩৬ ॥

পুত্রের হস্তে রাজ্যের ভার কতকটা ন্যস্ত করায় দিলীপ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। তখন পবনের সাহায্যে অগ্নি যেমন প্রবল হয়, শরৎকালের সমাগমে সূর্য্য যেমন প্রখর হয়, মদ-বারির আবির্ভাবে ঐরাবত যেমন দুর্দ্দম হয়, রাজা দিলীপও রঘুর সাহায্যে তদ্রূপ দুর্দ্দম ও দুঃসহ হইলেন ॥ ৩৭ ॥

নিযুজ্য তং হোমতুরঙ্গরক্ষণে ধনুর্ধরং রাজসুতৈরনুদ্রুতম্
অপূর্ণমেকেন শতক্রতূপমঃ শতং ক্রতূনামপবিঘ্নমাপ সঃ ॥ ৩৮ ॥
ততঃ পরং তেন মখায় যজ্বনা তুরঙ্গমুৎসৃষ্টমনর্গলং পুনঃ।
ধনুর্ভৃতামগ্রত এব রক্ষিণাং জহার শক্রঃ কিল গূঢ়-বিগ্রহঃ ॥ ৩৯ ॥
বিষাদলুপ্ত-প্রতিপত্তি বিস্মিতং কুমারসৈন্যং সপদি স্থিতং চ তং।
বশিষ্ঠ-ধেনুশ্চ যদৃচ্ছয়াগতা শ্রুত-প্রভাবা দদৃশেঽথ নন্দিনী ॥ ৪০ ॥
তদঙ্গনিস্যন্দজলেন লোচনে প্রমৃজ্য পুণ্যেন পুরস্কৃতঃ সতাম্।
অতীন্দ্রিয়েষ্বপ্যুপপন্ন-দর্শনো বভূব ভাবেষু দিলীপ নন্দনঃ ॥ ৪১ ॥
স পূর্ব্বতঃ পর্ব্বত-পক্ষশাতনং দদর্শ দেবং নরদেব-সম্ভবঃ।
পুনঃ পুনঃ সূত-নিষিদ্ধ-চাপলং হরন্তমশ্বং রথরশ্মি-সংযতম্ ॥ ৪২ ॥
শতৈস্তমক্ষ্ণামনিমেষবৃত্তিভির্হরিং বিদিত্বা হরিভিশ্চ বাজিভিঃ।
অবোচদেনং গগন-স্পৃশা রঘুঃ স্বরেণ ধীরেণ নিবর্ত্তয়ন্নিব ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—শতক্রতূপমঃ সঃ (দিলীপঃ) রাজসুতৈঃ অনুদ্রুতং তং (রঘুং) হোমতুরঙ্গরক্ষণে নিযুজ্য একেন অপূর্ণং ক্রতূনাং শতম্ অপবিঘ্নম্ (যথা তথা) আপ ॥ ৩৮ ॥

ততঃ পরং (একোনশতক্রতু-সমাপনাৎ পরং) যজ্বনা তেন (দিলীপেন) পুনঃ মখায় উৎসৃষ্টম্ অনর্গলং তুরঙ্গং ধনুর্ভৃতাম্ অগ্রতঃ এব শক্রঃ গূঢ়-বিগ্রহঃ (সন্) জহার কিল॥ ৩৯ ॥

তৎ কুমার-সৈন্যং সপদি বিষাদলুপ্ত প্রতিপত্তি বিস্মিতং চ (সৎ) স্থিতম্। অথ শ্রুত-প্রভাবা যদৃচ্ছয়া আগতা নন্দিনী চ দদৃশে। (দ্বৌ চকারৌ অবিলম্বসূচকৌ) ॥ ৪০ ॥

সতাং পুরস্কৃতঃ দিলীপ নন্দনঃ পুণ্যেন তদঙ্গনিস্যন্দ-জলেন লোচনে প্রমৃজ্য অতীন্দ্রিয়েষু ভাবেষু অপি উপপন্ন-দর্শনঃ বভূব ॥ ৪১ ॥

নরদেব-সম্ভবঃ সঃ (রঘুঃ) পুনঃ পুনঃ সূত-নিষিদ্ধ-চাপলং রথ-রশ্মি-সংযতম্ অশ্বং হরন্তং পর্ব্বতপক্ষ-শাতনং দেবং (ইন্দ্রং) পূর্ব্বতঃ দদর্শ ॥ ৪২ ॥

রঘু তম্ (অশ্বহর্তারং) অনিমেষবৃত্তিভিঃ অক্ষ্ণাং শতৈঃ, হরিভিঃ (হরিদ্বর্ণৈঃ) বাজিভিঃ চ হরিং (ইন্দ্রং) বিদিত্বা এনং (ইন্দ্রং) গগন-স্পৃশা ধীরেণ স্বরেণ নিবর্ত্তয়ন্ ইব অবোচৎ ॥৪৩॥

বঙ্গার্থ।—দেবেন্দ্রসদৃশ প্রতাপশালী রাজা দিলীপ তখন উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া, কতিপয় রাজপুত্র এবং সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে ধনুর্দ্ধর পুত্র যুবরাজ রঘুকে যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত করিয়া ক্রমে নির্ব্বিঘ্নে একোনশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন॥ ৩৮ ॥

নিরানব্বুইটি যজ্ঞ শেষ করার পর, দিলীপ শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে অভিলাষী হইয়া পুনরায় যজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বকে অব্যাহতভাবে বিচরণের নিমিত্ত বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র রঘু এবং অন্যান্য রক্ষকদিগের সমক্ষেই তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে, স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়া অতর্কিতভাবে সেই যজ্ঞাশ্ব হরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

কে হঠাৎ যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিল—নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বিষাদ এবং বিস্ময়ে কুমার-সৈন্যগণ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। এদিকে বশিষ্ঠধেনু নন্দিনীও ঠিক সেই সময়ে স্ব-ইচ্ছায় আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৪০ ॥

তখন সজ্জনপূজিত দিলীপনন্দন রঘু নন্দিনীর পবিত্র অঙ্গ-নিস্যন্দে (গোমূত্রে) নয়ন মার্জ্জনাপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ও দিব্যদৃষ্টিবলে দেখিতে পাইলেন॥ ৪১॥

তখন দিব্যচক্ষুঃপ্রাপ্ত রাজপুত্র রঘু ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে দেখিলেন, পর্ব্বত-পক্ষচ্ছেদী দেবরাজ ইন্দ্র রথরজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, অশ্বের চাঞ্চল্য নিবারণের নিমিত্ত সারথি তাহাকে বার বার কশাঘাত করিতেছে ॥ ৪২ ॥

সেই রথের অশ্বগুলি হরিতবর্ণবিশিষ্ট এবং রথস্থিত অশ্বাপহারী ব্যক্তি নিমেষশূন্য সহস্রলোচনযুক্ত—দেখিয়া কুমার তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং গগন-স্পর্শী জলদ-গম্ভীর স্বরে যেন ইন্দ্রকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াই কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

মখাংশভাজাং প্রথমো মনীষিভিস্ত্বমেব দেবেন্দ্র ! সদা নিগদ্যসে।
অজস্রদীক্ষাপ্রয়তস্য মদ্গুরোঃ ক্রিয়া-বিঘাতায় কথং প্রবর্ত্তসে ?॥ ৪৪॥
ত্রিলোকনাথেন সদা মখদ্বিষস্ত্বয়া নিয়ম্যা ননু দিব্যচক্ষুষা।
স চেৎ স্বয়ং কর্ম্মসু ধর্ম্মচারিণাং ত্বমন্তরায়ো ভবসি চ্যুতো বিধিঃ॥ ৪৫॥
তদঙ্গমগ্র্যং মঘবন্ ! মহাক্রতোরমুং তুরঙ্গং প্রতিমোক্তুমর্হসি।
পথঃ শ্রুতের্দর্শয়িতার ঈশ্বরা মলীমসামাদদতে ন পদ্ধতিম্॥ ৪৬॥
ইতি প্রগল্ভং রঘুণা সমীরিতং বচো নিশম্যাধিপতির্দিবৌকসাম্।
নিবর্ত্তয়ামাস রথং সবিস্ময়ঃ প্রচক্রমে চ প্রতিবক্তুমুত্তরম্॥ ৪৭॥
যদাত্থ রাজন্যকুমার ! তত্তথা যশস্তু রক্ষ্যং পরতো যশোধনৈঃ।
জগৎ-প্রকাশং তদশেষমিজ্যয়া ভবদ্গুরুর্লঙ্ঘয়িতুং মমোদ্যতঃ॥ ৪৮

অন্বয়।—হে দেবেন্দ্র ! মনীষিভিঃ ত্বম্ এব মখাংশভাজাং প্রথমঃ সদা নিগদ্যসে। (তথা সন্নপি) অজস্রদীক্ষা প্রয়তস্য মদ্গুরোঃ ক্রিয়াবিঘাতায় কথং প্রবর্ত্তসে ?॥ ৪৪॥

ত্রিলোক-নাথেন দিব্যচক্ষুষা ত্বয়া মখদ্বিষঃ সদা নিয়ম্যাঃ ননু। সঃ ত্বং ধর্ম্মচারিণাং কর্ম্মসু স্বয়ম্ অন্তরায়ঃ ভবসি চেৎ, (তর্হি) বিধিঃ (কর্ম্মানুষ্ঠানং) চ্যুতঃ॥ ৪৫॥

হে মঘবন্ ! তৎ (তস্মাৎ) মহাক্রতোঃ অগ্র্যম্ অঙ্গম্ অমুং তুরঙ্গং প্রতিমোক্তুম্ (প্রতিদাতুং) অর্হসি। (তথাহি) শ্রুতেঃ পথঃ দর্শয়িতারঃ ঈশ্বরাঃ মলীমসাং পদ্ধতিং ন আদদতে॥ ৪৬॥

ইতি রঘুণা সমীরিতং প্রগল্ভং বচঃ নিশম্য দিবৌকসাম্ অধিপতিঃ সবিস্ময়ঃ (সন্) রথং নিবর্ত্তয়ামাস, উত্তরং প্রতিবক্তুং প্রচক্রমে চ॥ ৪৭॥

হে রাজন্যকুমার ! যৎ (বাক্যম্) আত্থ (ব্রবীষি ত্বমিতি শেষঃ) তৎ তথা (সত্যম্) তু (কিন্তু) যশোধনৈঃ পরতঃ (শত্রুভ্যঃ) যশঃ রক্ষ্যম্। ভবদ্-গুরুঃ জগৎ-প্রকাশম্ অশেষং মম তৎ (যশঃ) ইজ্যয়া লঙ্ঘয়িতুম্ উদ্যতঃ॥ ৪৮।

বঙ্গার্থ।—দেবরাজ ! এ কি ? মনীষিগণ আপনাকেই না যজ্ঞাংশভাগীদিগের প্রথম এবং প্রধান বলিয়া থাকেন ? আমার পিতা কত শত শত যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অংশ আপনিও কতই না গ্রহণ করিয়াছেন। আর আজ আপনার এই কাজ ? আমার তাদৃশ ক্রিয়া-নিরত পিতার কর্ম্ম পণ্ড করিবার নিমিত্ত আপনার এই প্রবৃত্তি কি শোভনীয় ?॥ ৪৪॥

আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর, যাহারা যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করে, দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে অবগত হইয়া, তাঁহাদিগকে শাস্তি দান ও দমন করাই আপনার কর্ত্তব্য নয় কি ? রক্ষক হইয়া সেই আপনিই যদি ধর্ম্মচারীদিগের ধর্ম্মকর্ম্মের এই ভাবে ব্যাঘাত করেন, তবে আর রহিল কি ? ধর্ম্মকর্ম্ম একেবারেই লোপ পাইতে বসিল॥ ৪৫॥

অতএব হে মঘবন্ ! অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের প্রধান অঙ্গীভূত এই অশ্ব আপনি পরিত্যাগ করুন। শ্রৌত-পথের উপদেষ্টা মহান্ পুরুষেরা কখনও এইরূপ অসৎপথে গমন বা অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না॥ ৪৬॥

যুবরাজ রঘুর এইরূপ প্রগল্ভ ও গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রথ প্রত্যাবৃত্ত করিলেন এবং প্রত্যুত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৪৭॥

হে রাজপুত্র ! তুমি যাহা যাহা বলিলে, সবই সত্য। কিন্তু যাঁহারা যশোধন ব্যক্তি, শত্রুর কবল হইতে যশ রক্ষা করাই তাঁহাদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। তোমার পিতৃদেব আজ আমার সেই বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি সম্পূর্ণভাবে এই যজ্ঞের দ্বারা ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন॥ ৪৮॥

হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ।
তথা বিদুর্মাং মুনয়ঃ শতক্রতুং দ্বিতীয়গামী ন হি শব্দ এষ নঃ॥ ৪৯॥

অতোঽয়মশ্বঃ কপিলানুকারিণা পিতুস্ত্বদীয়স্য ময়াপহারিতঃ।
অলং প্রযত্নেন তবাত্র মা নিধাঃ পদং পদব্যাং সগরস্য সন্ততেঃ॥ ৫০॥

ততঃ প্রহস্যাপভয়ঃ পুরন্দরং পুনর্বভাষে তুরগস্য রক্ষিতা।
গৃহাণ শস্ত্রং যদি সর্গ এষ তে ন খল্বনির্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্॥ ৫১॥

স এবমুক্ত্বা মঘবন্তমুন্মুখঃ করিষ্যমাণঃ সশরং শরাসনম্।
অতিষ্ঠদালীঢ়বিশেষশোভিনা বপুঃপ্রকর্ষেণ বিড়ম্বিতেশ্বরঃ॥ ৫২॥

রঘোরবষ্টম্ভময়েন পত্রিণা হৃদি ক্ষতো গোত্রভিদপ্যমর্ষণঃ।
নবাম্বুদানীকমুহূর্তলাঞ্ছনে ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত সায়কম্॥ ৫৩॥

অন্বয়।—পুরুষোত্তমঃ যথা হরিঃ (বিষ্ণুঃ) একঃ এব **স্মৃতঃ**, (যথা চ) ত্র্যম্বকঃ এব মহেশ্বরঃ (**স্মৃতঃ**), ন অপরঃ, তথা **মুনয়ঃ** মাং (এব) শতক্রতুং বিদুঃ।—নঃ (অস্মাকম্) এষঃ (**পুরুষোত্তম-মহেশ্বর-শতক্রতু-রূপঃ** ত্রিতয়ঃ) শব্দঃ দ্বিতীয়গামী ন হি (ভবতি) ৪৯॥

অতঃ ত্বদীয়স্য পিতুঃ অয়ম্ **অশ্বঃ** কপিলানুকারিণা ময়া **অপহারিতঃ**। তব অত্র (অশ্বে) প্রযত্নেন অলং, সগরস্য **সন্ততেঃ পদব্যাং** পদং (ত্বং) মা **নিধাঃ**॥ ৫০॥

ততঃ তুরগস্য রক্ষিতা (রঘুঃ) প্রহস্য অপভয়ঃ (সন্) পুনঃ **পুরন্দরং** বভাষে। (কিম্ ইতি?) (হে দেবেন্দ্র!) যদি এষঃ তে সর্গঃ (নিশ্চয়, তর্হি) **শস্ত্রং গৃহাণ**, ভবান্ রঘুম্ অনির্জ্জিত্য ন খলু কৃতী (**ভবিষ্যতি**)॥ ৫১॥

সঃ উন্মুখঃ (সন্) মঘবন্তম্ এবম্ উক্ত্বা শরাসনং সশরং **করিষ্যমাণঃ** আলীঢ়-বিশেষ-শোভিনা বপুঃ-প্রকর্ষেণ বিড়ম্বিতেশ্বরঃ (সন্) **অতিষ্ঠৎ**॥ ৫২॥

রঘোঃ অবষ্টম্ভময়েন পত্রিণা হৃদি ক্ষতঃ (সন্) **অমর্ষণঃ** গোত্রভিৎ **অপি নবাম্বুদানীক-মুহূর্ত্ত-লাঞ্ছনে ধনুষি** অমোঘং **সায়কং সমধত্ত**॥ ৫৩॥

বঙ্গার্থ।—পুরুষোত্তম বলিতে যেমন বিষ্ণুকেই এবং **মহেশ্বর** বলিতে যেমন ত্রিলোচনকেই বুঝায়, তদ্রূপ "শতক্রতু" **অর্থাৎ শতাশ্বমেধকারী বলিতেও কেবল আমাকেই বুঝাইয়া থাকে। আমাদের তিন জনের এই বিশেষ** আখ্যা কখনও অন্য ব্যক্তিতে প্রযুক্ত হইতে **পারে না**; হয়ও না॥ ৪৯॥

এই **জন্যই** আমি কপিলের **অনুকরণপূর্ব্বক তোমার** পিতার এই **যজ্ঞাশ্ব হরণ করিতেছি। ইহার উদ্ধারের** চেষ্টা তোমার বৃথা। সগরপুত্রগণ **মহর্ষি কপিলের নিকট** অশ্ব অন্বেষণে গিয়া যেরূপ **বিপন্ন হইয়াছিল, নিষেধ করিতেছি,** তুমি সেই বিপদে পতিত **হইও** না। আমাকে **বিরক্ত** করার **ফল** অতি ভয়ঙ্কর॥ ৫০॥

এই কথা শুনিয়া **অশ্বরক্ষক** রঘু **নির্ভীক-হৃদয়ে হাসিতে** হাসিতে কহিলেন, দেবরাজ! **আপনার সত্যই যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা** হয়, তবে **বিলম্ব** বৃথা, **অস্ত্র গ্রহণ করুন। কেন না,** রঘুকে **পরাজিত না করিয়া আপনি আপনার সঙ্কল্প কদাচ পূরণ** করিতে পারিবেন না॥ ৫১॥

এই বলিয়াই রঘু শরাসনে **শরসন্ধান** করিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধমুখ হইয়া, **দক্ষিণ জানু সম্মুখে ঈষদাকুঞ্চিত ও বাম পদ** পশ্চাদ্ভাগে প্রসারিত করিয়া **উপবিষ্ট হইলেন** এবং **শরীরভঙ্গির** শোভায় পিনাক-পাণিকেও যেন **পরাজিত** করিলেন ৫২॥

তার পর রঘু শচীপতিকে **লক্ষ্য** করিয়া **স্তম্ভাকার** এক বাণে ইন্দ্রের বক্ষোদেশ **বিদ্ধ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও** অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া মধ্যে মধ্যে **নবীন জলদ-গাত্রে** যে নানাবর্ণ-রঞ্জিত **ধনু** পরিদৃষ্ট **হয়, সেই বিশাল ধনুকে এক অব্যর্থ বাণ যোজনা করিলেন**॥ ৫৩॥

দিলীপ-সূনোঃ স বৃহদ্ভুজান্তরং প্রবিশ্য ভীমাসুরশোণিতোচিতঃ।
পপাবনাস্বাদিত-পূর্ব্বমাশুগঃ কুতূহলেনেব মনুষ্যশোণিতম্ ॥ ৫৪ ॥
হরেঃ কুমারোঽপি কুমারবিক্রমঃ সুরদ্বিপাস্ফালন-কর্কশাঙ্গুলৌ।
ভুজে শচী-পত্র-বিশেষকাঙ্কিতে স্বনামচিহ্নং নিচখান সায়কম্ ॥ ৫৫ ॥
জহার চান্যেন ময়ূর-পত্রিণা শরেণ শক্রস্য মহাশনিধ্বজম্।
চুকোপ তস্মৈ স ভৃশং সুরশ্রিয়ঃ প্রসহ্য কেশব্যপরোপণাদিব ॥ ৫৬ ॥
তয়োরুপান্তস্থিত-সিদ্ধসৈনিকং গরুত্মদাশীবিষভীমদর্শনৈঃ।
বভূব যুদ্ধং তুমুলং জয়ৈষিণো-রধোমুখৈরূর্দ্ধমুখৈশ্চ পত্রিভিঃ ॥ ৫৭ ॥
অতিপ্রবন্ধপ্রহিতাস্ত্রবৃষ্টিভিস্তমাশ্রয়ং দুষ্প্রসহস্য তেজসঃ।
শশাক নির্ব্বাপয়িতুং ন বাসবঃ স্বতশ্চ্যুতং বহ্নিমিবাদ্ভিরম্বুদঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়।—ভীমাসুরশোণিতোচিতঃ স (ইন্দ্রমুক্তঃ) আশুগঃ দিলীপ-সূনোঃ বৃহদ্ভুজান্তরং প্রবিশ্য অনাস্বাদিত-পূর্ব্বং মনুষ্য-শোণিতং কুতূহলেন ইব পপৌ ॥ ৫৪ ॥

কুমারবিক্রমঃ কুমারঃ অপি সুরদ্বিপাস্ফালন-কর্কশাঙ্গুলৌ শচী-পত্র-বিশেষকাঙ্কিতে হরেঃ ভুজে স্বনামচিহ্নং সায়কং নিচখান ॥ ৫৫ ॥

অন্যেন ময়ূরপত্রিণা শরেণ শক্রস্য মহাশনিধ্বজং জহার চ। (অতঃ) সঃ (শক্রঃ) সুরশ্রিয়ঃ প্রসহ্য কেশব্যপরোপণাৎ ইব তস্মৈ ভৃশং চুকোপ ॥ ৫৬ ॥

জয়ৈষিণোঃ তয়োঃ (ইন্দ্রস্য রঘোঃ চ) গরুত্মদাশীবিষ-ভীমদর্শনৈঃ অধোমুখৈঃ ঊর্দ্ধমুখৈঃ চ পত্রিভিঃ উপান্তস্থিত-সিদ্ধ-সৈনিকং তুমুলং যুদ্ধং বভূব ॥ ৫৭ ॥

অতিপ্রবন্ধ-প্রহিতাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ দুষ্প্রসহস্য তেজসঃ আশ্রয়ং তং (রঘুং) বাসবঃ, স্বতঃ চ্যুতং বহ্নিম্ অম্বুদ অদ্ভিঃ ইব নির্ব্বাপয়িতুং ন শশাক ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ।—ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত সেই ভয়ঙ্কর বাণ কুমারের বিশাল বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত বেগে গিয়া বিদ্ধ হইল। মনে হইল, সতত অসুর-শোণিত-পানে অভ্যস্ত ইন্দ্রের বাণ যেন কতই তৃষিতকণ্ঠে আজ এই নবীন মনুষ্যশোণিত পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ৫৪।

ঐরাবতকে তাড়না করিতে করিতে ইন্দ্রের যে হস্তের অঙ্গুলি অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল এবং যে হস্তে শচীর গাত্রস্থিত পত্রবিশেষকাদির চিহ্ন আলিঙ্গনকালে অঙ্কিত হইয়াছিল,—অর্থাৎ লাগিয়া গিয়াছিল, সেই দক্ষিণ হস্ত কার্ত্তিকেয়-সদৃশ বলশালী কুমার রঘুও নিজের নামাঙ্কিত বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৫ ॥

তৎপর, ময়ূরপুচ্ছের পুঙ্খবিশিষ্ট অন্য এক বাণে রঘু ইন্দ্র-রথের বজ্রাকৃতি পতাকা ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে, স্বর্গের রাজ-লক্ষ্মীর যেন কোনো শত্রু কেশচ্ছেদন করিল—মনে করিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৫৬ ॥

আকাশে ইন্দ্রপক্ষপাতী সিদ্ধগণ শূন্যস্থিত ইন্দ্ররথের পার্শ্বে এবং ভূতলে রঘু-পক্ষীয় সৈন্যগণ রঘুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া তটস্থভাবে পরস্পর বিজয়েচ্ছু বীরদ্বয়ের এই ঘোর সংগ্রাম দেখিতেছিলেন। ইন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ নিম্নদিকে এবং রঘুর দুঃসহ বাণাবলী উপরে ইন্দ্রের দিকে ছুটিতেছে, মনে হইতেছে যেন পক্ষবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর সর্পকুল নক্ষত্রগতিতে গগনে উড়িয়া বেড়াইতেছে ॥ ৫৭ ॥

জলদমালা যেমন স্বদেহ-সমুদ্ভূত বৈদ্যুতিক অগ্নিকে সহস্র বর্ষণেও নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, তদ্রূপ স্বকীয় অংশ-সম্ভূত দুঃসহতেজাঃ রঘুকেও দেবরাজ অজস্র শরবর্ষণেও নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না ॥ ৫৮ ॥

ততঃ প্রকোষ্ঠে হরিচন্দনাঙ্কিতে প্রমথ্যমানার্ণবধীর-নাদিনীম্।
রঘুঃ শশাঙ্কার্দ্ধমুখেন পত্রিণা শরাসনজ্যামলুনাদ্‌বিড়ৌজসঃ ॥ ৫৯ ॥
স চাপমুৎসৃজ্য বিবৃদ্ধমৎসরঃ প্রণাশনায় প্রবলস্য বিদ্বিষঃ।
মহীধ্র-পক্ষব্যপরোপণোচিতং স্ফুরৎ-প্রভামণ্ডলমস্ত্রমাদদে ॥ ৬০ ॥
রঘুর্ভৃশং বক্ষসি তেন তাড়িতঃ পপাত ভূমৌ সহ সৈনিকাশ্রুভিঃ।
নিমেষমাত্রাদবধূয় তদ্ব্যথাং সহোত্থিতঃ সৈনিকহর্ষনিস্বনৈঃ ॥ ৬১ ॥
তথাপি শস্ত্রব্যবহারনিষ্ঠুরে বিপক্ষভাবে চিরমস্য তস্থুষঃ।
তুতোষ বীর্য্যাতিশয়েন বৃত্রহা পদং হি সর্ব্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে ॥ ৬২ ॥
অশঙ্কমদ্রিষ্বপি সারবত্তয়া ন মে ত্বদন্যেন বিসোঢমায়ুধম্।
অবেহি মাং প্রীতমৃতে তুরঙ্গমাৎ কিমিচ্ছসীতি স্ফুটমাহ বাসবঃ ॥ ৬৩ ॥
ততো নিষঙ্গাদসমগ্রমুদ্ধৃতং সুবর্ণপুঙ্খদ্যুতিরঞ্জিতাঙ্গুলিম্।
নরেন্দ্রসূনুঃ প্রতিসংহরন্নিষুং প্রিয়ংবদঃ প্রত্যবদৎ সুরেশ্বরম্ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—ততঃ রঘুঃ হরিচন্দনাঙ্কিতে প্রকোষ্ঠে প্রমথ্যমানার্ণবধীরনাদিনীং বিড়ৌজসঃ (ইন্দ্রস্য) শরাসনজ্যাং শশাঙ্কার্দ্ধমুখেন পত্রিণা অলুনাৎ ॥ ৫৯ ॥

বিবৃদ্ধ-মৎসরঃ সঃ (ইন্দ্রঃ) (চ) চাপম্ উৎসৃজ্য প্রবলস্য বিদ্বিষঃ প্রণাশনায় মহীধ্র-পক্ষ-ব্যপরোপণোচিতং স্ফুরৎপ্রভা-মণ্ডলম্ অস্ত্রং (বজ্রং) আদদে ॥ ৬০ ॥

রঘুঃ তেন (বজ্রেণ) ভৃশং বক্ষসি তাড়িতঃ (সন্) সৈনিকাশ্রুভিঃ সহ ভূমৌ পপাত। নিমেষমাত্রাৎ তদ্ব্যথাম্ অবধূয় সৈনিকহর্ষনিস্বনৈঃ সহ উত্থিতঃ (চ) ॥ ৬১ ॥

তথাপি (বজ্রপাতে অপি) শস্ত্রব্যবহারনিষ্ঠুরে বিপক্ষ-ভাবে চিরং তস্থুষঃ অস্য (রঘোঃ) বীর্য্যাতিশয়েন বৃত্রহা তুতোষ। হি (যতঃ) গুণৈঃ সর্ব্বত্র পদং নিধীয়তে ॥ ৬২ ॥

সারবত্তয়া অদ্রিষু অপি অশঙ্কং মে আয়ুধং (বজ্রং) ত্বদন্যেন ন বিসোঢম্, অতঃ মাং প্রীতং অবেহি, তুরঙ্গমাৎ ঋতে কিম্ ইচ্ছসি—ইতি বাসবঃ স্ফুটম্ আহ ॥ ৬৩ ॥

ততঃ নিষঙ্গাৎ অসমগ্রম্ (যথা তথা) উদ্ধৃতং সুবর্ণপুঙ্খ-দ্যুতিরঞ্জিতাঙ্গুলিম্, ইষুং প্রতিসংহরন্ প্রিয়ংবদঃ নরেন্দ্রসূনুঃ (রঘুঃ) সুরেশ্বরং প্রত্যবদৎ ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ।—অতঃপর রঘু অমিততেজাঃ ইন্দ্রের হরিচন্দন-লিপ্ত মণিবন্ধে সমুদ্রমন্থন-ধ্বনিবৎ ধীর-গম্ভীর-শব্দকারী ধনুর্গুণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণের দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৯ ॥

এই ব্যাপারে ইন্দ্রের ক্রোধাগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তখন সেই ছিন্নগুণ ধনু দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া এই প্রবলপরাক্রম শত্রুর পরাজয় বাসনায়, পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদক দেদীপ্যমান প্রভা-মণ্ডল-বিশিষ্ট অমোঘ বজ্রাস্ত্র রঘুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬০ ॥

সেই ভয়ঙ্কর বজ্র দ্রুতবেগে ভীষণ-শব্দ করিতে করিতে আসিয়া কুমার রঘুর বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। রঘু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে তাঁহার সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু নিমেষের মধ্যেই যুবরাজ সেই আঘাতের ব্যথা সামলাইয়া লইয়া ধনুর্ব্বাণ সহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তদীয় সৈন্যবৃন্দও তদ্দর্শনে আনন্দধ্বনি করিল ॥ ৬১ ॥

সেই প্রবল অস্ত্রাঘাতেও বিচলিত না হইয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হওয়ায়, বীরোত্তম রঘুর যে অতিশয়িত বীর্য্য প্রদর্শিত হইল, তদ্দর্শনে দেবরাজ নিতান্ত প্রীত হইলেন। যেহেতু, গুণাবলী শত্রু-মিত্র সকলের হৃদয়ই সমভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

তখন ইন্দ্র বলিলেন,—প্রিয়তম! তুমি ছাড়া আমার এই পর্ব্বতবিচূর্ণকারী কঠিন বজ্র এ পর্য্যন্ত আর কেহই সহ্য করিতে পারে নাই। তোমার এই বীরত্বে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এক এই যজ্ঞীয় অশ্ব ব্যতিরেকে, আর কি চাও, বল, আমি প্রদান করিতেছি ॥ ৬৩ ॥

দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ সস্নেহবাক্য শ্রবণে রঘু তূণীর হইতে অর্দ্ধোত্তোলিত শর পুনরায় তূণীর মধ্যেই স্থাপিত করিতে করিতে সুরপতিকে নিম্নোক্ত বাক্য কহিতে লাগিলেন। তখন সেই শরের হেমময় পুঙ্খের প্রভায় তদীয় অঙ্গুলিনিচয় সুরঞ্জিত হইল ॥ ৬৪ ॥

অমোচ্যমশ্বং যদি মন্যসে প্রভো ! ততঃ সমাপ্তে বিধিনৈব কর্ম্মণি।
অজস্রদীক্ষাপ্রযতঃ স মদ্গুরুঃ ক্রতোরশেষেণ ফলেন যুজ্যতাম্ ॥ ৬৫ ॥
যথা চ বৃত্তান্তমিমং সদোগতস্ত্রিলোচনৈকাংশতয়া দুরাসদঃ।
তবৈব সন্দেশহরাদ্ বিশাম্পতিঃ শৃণোতি লোকেশ ! তথা বিধীয়তাম্ ॥ ৬৬
তথেতি কামং প্রতিশুশ্রুবান্ রঘোর্যথাগতং মাতলি-সারথির্যযৌ।
নৃপস্য নাতিপ্রমনাঃ সদোগৃহং সুদক্ষিণাসূনুরপি ন্যবর্ত্তত ॥ ৬৭ ॥
তমভ্যনন্দৎ প্রথমং প্রবোধিতঃ প্রজেশ্বরঃ শাসন হারিণা হরেঃ।
পরামৃশন্ হর্ষজড়েন পাণিনা তদীয়মঙ্গং কুলিশব্রণাঙ্কিতম্ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়।—হে প্রভো ! অশ্বং যদি অমোচ্যং মন্যসে, ততঃ (তর্হি) অজস্রদীক্ষা-প্রযতঃ সঃ মদ্গুরুঃ (মম পিতা) বিধিনা এব কর্ম্মণি সমাপ্তে (সতি) ক্রতোঃ অশেষেণ ফলেন যুজ্যতাম্ (ত্বয়া) ॥ ৬৫ ॥

সদোগতঃ ত্রিলোচনৈকাংশতয়া দুরাসদঃ বিশাম্পতিঃ যথা ইমং বৃত্তান্তং তব সন্দেশহরাৎ এব শৃণোতি চ, হে লোকেশ ! তথা বিধীয়তাম্ ॥ ৬৬ ॥

মাতলি সারথিঃ (ইন্দ্রঃ) রঘোঃ কামং "তথা" ইতি প্রতিশুশ্রুবান্ (সন্) যথাগতং যযৌ। সুদক্ষিণাসূনুঃ অপি নাতিপ্রমনাঃ (নাতিপ্রসন্নঃ) (সন্) নৃপস্য সদোগৃহং (প্রতি) ন্যবর্ত্তত ॥ ৬৭ ॥

হরেঃ শাসন-হারিণা প্রথমং প্রবোধিতঃ প্রজেশ্বরঃ (দিলীপঃ) হর্ষজড়েন পাণিনা কুলিশব্রণাঙ্কিতং তদীয়ম্ অঙ্গং পরামৃশন্ তম্ (রঘুম্) অভ্যনন্দৎ ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রভো ! যদি এই অশ্বকে একান্তই অপরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করেন, তবে যাহাতে আমার যজ্ঞদীক্ষিত পিতৃদেব আরব্ধ যজ্ঞ-সমাপ্তির পর তাহার সমগ্র ফল-ভাগী হইতে পারেন, এমন ব্যবস্থা, অনুগ্রহপূর্ব্বক করুন ॥ ৬৫ ॥

যজ্ঞ-মণ্ডপে উপবিষ্ট মদীয় পিতৃদেব এখন অন্যের অগম্য, কেন না, তিনি এখন ত্রিলোচনের অন্যতম মূর্ত্তিস্বরূপ, সুতরাং অন্যের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। কাজে কাজেই আমি তাঁহার নিকট আপনার এই অনুগ্রহ-বিবরণ প্রেরণ করিতে পারিব না। দয়া যদি করিলেনই, তবে হে লোকনাথ ! আপনারই কোনো বার্ত্তাবাহকের মুখে তিনি যাহাতে এই বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করুন ॥ ৬৬ ॥

"আচ্ছা" বলিয়া তখন সুরপতি ইন্দ্র সারথি-মাতলি-পরিচালিত রথে, যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই অন্তর্হিত হইলেন। বর-লাভে সন্তুষ্ট হইলেও অশ্বটি হারাইয়া কতকটা ক্ষুণ্ণভাবে রঘুও দিলীপের যজ্ঞশালায় প্রতিগমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

প্রজানাথ দিলীপ রঘুর প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ইন্দ্রের আদেশবাহী সংবাদবহের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। এখন রঘু ফিরিয়া আসিলে, আনন্দ-জড়-করতলে বিজয়ী পুত্রের বজ্রাঘাত-চিহ্ন-খচিত দেহে কর চালনা করিতে করিতে তাঁহাকে বহুই না অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

তাৎপর্য্য।—পুরন্দরের সহিত রঘুর ঘোরতর যুদ্ধের বিবরণ—কালিদাসের কবিত্বের মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া অতি মনোহর চিত্রের মত দেখিতে পাইলাম। এ অংশে কালিদাসের সার্থকতা হইয়াছে, বলিলে অবিচার হয়। শুধু এই স্থলেই নহে, আরও বহু স্থলে, ক্রমে, তদীয় যুদ্ধবর্ণন দেখিয়া আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিব যে, তিনি বীররস-বর্ণনে তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস এ বিষয়ে ভাবের কবি ভবভূতিকে আঁটিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। সুদক্ষ রন্ধনকর্ত্রীর হস্তে প্রস্তুত অত্যন্ত কটু এবং তিক্ত ব্যঞ্জনাদিও যেমন হস্তের গুণে পরম উপাদেয় হইয়া থাকে, ভীষণতম ইন্দ্র-রঘুর এই ভয়ঙ্কর রোমহর্ষণ যুদ্ধের বর্ণনও তেমনই, তাহার সমস্ত ভীষণত্ব ও তীব্রত্ব পরিহারপূর্ব্বক নয়ন-মনের সুখকর এক অপূর্ব্ব গীতিপূর্ণ চিত্রের ন্যায় পরম উপভোগ্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভীষণ সর্প যেন সর্পত্ব পরিত্যাগ করিয়া সুরভি মল্লিকামালায় পরিণত হইয়াছে। যদি কোন দিন মহাকবি ভবভূতির যুদ্ধবর্ণনের ব্যাখ্যার অবসর ঘটে, তখন উভয়ের এ বিষয়ে তুলনায় আলোচনার বাসনা রহিল।

ইতি ক্ষিতীশো নবতিং নবাধিকাং মহাক্রতূনাং মহনীয়-শাসনঃ।
সমারুরুক্ষুর্দিবমায়ুষঃ ক্ষয়ে ততান সোপান-পরম্পরামিব ॥ ৬৯ ॥
অথ স বিষয়ব্যাবৃত্তাত্মা যথাবিধি সূনবে নৃপতি-ককুদং দত্ত্বা যূনে সিতাতপ-বারণম্।
মুনিবনতরুচ্ছায়াং দেব্যা তয়া সহ শিশ্রিয়ে গলিতবয়সামিক্ষ্বাকূণামিদং হি কুলব্রতম্ ॥ ৭০

ইতি তৃতীয়ঃ সর্গঃ

অন্বয়।—মহনীয়-শাসনঃ **ক্ষিতীশঃ ইতি** মহাক্রতূনাং **নবাধিকাং** নবতিম, **আয়ুষঃ ক্ষয়ে** (সতি) দিবং সমারুরুক্ষুঃ সোপান-পরম্পরাম্ ইব ততান (অস্মিন্ সর্গে বংশস্থবৃত্তম্) ॥৬৯॥

অথ বিষয়ব্যাবৃত্তাত্মা সঃ দিলীপঃ যথাবিধি সূনবে নৃপতি-ককুদং সিতাতপবারণং দত্ত্বা তয়া (পূর্ব্বোক্তয়া তথা পতিব্রতয়া সুদক্ষিণয়া) সহ মুনি-বন-তরুচ্ছায়াং শিশ্রিয়ে। হি (যতঃ) গলিত-বয়সাং ইক্ষ্বাকূণাং ইদং কুলব্রতম্। (হরিণী-বৃত্তমেতৎ) ॥ ৭০ ॥

বঙ্গার্থ।—অমোঘ-শাসন দিলীপ এই ভাবে, অর্থাৎ শততম অশ্বমেধ সমাপন না করিয়াও, যথাবিধি একোনশত অশ্বমেধ-যজ্ঞের সমাপ্তি-পূর্ব্বক শতাশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হইলেন। যেন তিনি দুরূহ স্বর্গে আরোহণ করিবার বাসনায় সোপানশ্রেণী গাঁথিয়া রাখিলেন ॥ ৬৯ ॥

এইরূপে যজ্ঞ-সমাপ্তির পর নরপতি দিলীপ পার্থিব বিষয়-বাসনা পরিহার-পূর্ব্বক, যথাবিধি, যুবরাজ রঘুকে রাজচ্ছত্র অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিলেন। প্রাসাদবিহারী রাজদম্পতি কর্ত্তৃক তরুচ্ছায়া আশ্রিত হইল। কেন না, ইক্ষ্বাকু-কুলবৃদ্ধদিগের এইপ্রকার বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহণই চিরন্তন প্রথা ॥৭০॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

স রাজ্যং গুরুণা দত্তং প্রতিপদ্যাধিকং বভৌ। দিনান্তে নিহিতং তেজঃ সবিত্রেব হুতাশনঃ ॥ ১ ॥
দিলীপানন্তরং রাজ্যে তং নিশম্য প্রতিষ্ঠিতম্। পূর্ব্বং প্রধূমিতো রাজ্ঞাং হৃদয়েঽগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ২ ॥
পুরুহূত-ধ্বজস্যেব তস্যোন্নয়ন-পঙ্‌ক্তয়ঃ। নবাভ্যুত্থানদর্শিন্যো ননন্দুঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥
সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদ-গামিনা। তেন সিংহাসনং পিত্র্যমখিলঞ্চারিমণ্ডলম্ ॥ ৪ ॥
ছায়ামণ্ডল-লক্ষ্যেণ তমদৃশ্যা কিল স্বয়ম্। পদ্মা পদ্মাতপত্রেণ ভেজে সাম্রাজ্য-দীক্ষিতম্ ॥ ৫ ॥
পরিকল্পিত-সান্নিধ্যা কালে কালে চ বন্দিষু। স্তুত্যং স্তুতিভিরর্থ্যাভির‍ুপতস্থে সরস্বতী ॥ ৬ ॥
মনু-প্রভৃতিভির্মান্যৈর্ভুক্তা যদ্যপি রাজভিঃ। তথাপ্যনন্যপূর্ব্বেব তস্মিন্নাসীদ্ বসুন্ধরা ॥ ৭ ॥
স হি সর্ব্বস্য লোকস্য যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ। আদদে নাতি-শীতোষ্ণো নভস্বানিব দক্ষিণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—সঃ (রঘুঃ) গুরুণা দত্তং রাজ্যং প্রতিপদ্য দিনান্তে সবিত্রা নিহিতং তেজঃ (প্রতিপদ্য) হুতাশনঃ ইব অধিকং বভৌ ॥ ১ ॥

দিলীপানন্তরং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতং তং নিশম্য পূর্ব্বং রাজ্ঞাং হৃদয়ে প্রধূমিতঃ অগ্নিঃ উত্থিতঃ ইব ॥ ২ ॥

পুরুহূত-ধ্বজস্য ইব তস্য (রঘোঃ) নবাভ্যুত্থান-দর্শিন্যঃ উন্নয়নপঙ্‌ক্তয়ঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ ননন্দুঃ ॥ ৩ ॥

দ্বিরদগামিনা তেন (রঘুণা) সমম্ এব দ্বয়ং সমাক্রান্তম্। (কিং তদ্ দ্বয়ম্?) পিত্র্যং সিংহাসনং, অখিলম্ অরিমণ্ডলং চ ॥ ৪ ॥

পদ্মা স্বয়ম্ অদৃশ্যা কিল (সতী) ছায়ামণ্ডললক্ষ্যেণ পদ্মাতপত্রেণ সাম্রাজ্যদীক্ষিতং তং ভেজে ॥ ৫ ॥

সরস্বতী চ কালে কালে বন্দিষু পরিকল্পিত-সান্নিধ্যা (সতী) স্তুত্যং (তং রঘুম্) অর্থ্যাভিঃ স্তুতিভিঃ উপতস্থে ॥ ৬ ॥

বসুন্ধরা মনু-প্রভৃতিভিঃ মান্যৈঃ রাজভিঃ যদ্যপি ভুক্তা (আসীৎ) তথাপি তস্মিন্ (রাজ্ঞি) অনন্য-পূর্ব্বা ইব (অন্যৈঃ অনুপভুক্তা ইব) আসীৎ ॥ ৭ ॥

সঃ (রঘুঃ) হি যুক্তদণ্ডতয়া নাতিশীতোষ্ণঃ দক্ষিণঃ নভস্বান্ ইব সর্ব্বস্য লোকস্য মনঃ আদদে ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সায়ংকালে সূর্য্য-নিহিত তেজঃপুঞ্জ ধারণপূর্ব্বক হুতাশন যেরূপ অধিকতর প্রদীপ্ত হয়, যুবরাজ রঘুও তদ্রূপ পিতৃ-প্রদত্ত রাজ্যপ্রাপ্তির পর অধিকতর দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিলেন ॥ ১ ॥

তেজস্বী পরন্তপ দিলীপের জীবদ্দশাতেই তদীয় বিপক্ষ রাজন্যবৃন্দের হৃদয়ে যে সন্তাপ-বহ্নি ধিকি-ধিকি ধূমাইতেছিল, আজ রঘু সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন—সংবাদে, তাঁহাদের সেই বিদ্বেষাগ্নি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ॥ ২ ॥

সুবৃষ্টির জ্ঞাপক ইন্দ্রধ্বজ উত্থিত হইলে যেমন হয়, তেমনই রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নবভূপতি রঘুর অভ্যুদয় দর্শনে পরম আনন্দিত হইলেন ॥ ৩ ॥

গজেন্দ্রগামী রাজা রঘু পৈতৃক সিংহাসন এবং নিখিল শত্রুমণ্ডল—উভয় স্থলেই যুগপৎ অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণে অরিকুলের হৃদয় দমিয়া গেল ॥ ৪ ॥

বীরোত্তম রঘুর তেজস্বিতা-গুণে আকৃষ্ট হইয়াই যেন কমলবাসিনী লক্ষ্মী অদৃশ্যভাবে তদীয় মস্তকে শরতের শ্বেতপদ্মরূপ রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষতঃ না দেখা গেলেও রঘুর তদানীন্তন অনিন্দ্য কান্তি দর্শনে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

স্তুতিপাঠকালে বন্দিগণের কণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া সরস্বতীও সার্থক স্তব-গীতির দ্বারা রঘুর উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

মনু-ইক্ষ্বাকু-দিলীপ-প্রভৃতি নৃপতিগণ বহুকাল যাবৎ উপভোগ করিয়া আসিলেও এই বিরাট্ বসুন্ধরা রঘুর নিকট যেন সম্পূর্ণ অনুপভুক্তা, সুতরাং অধিকতর অনুরাগিণী বলিয়া বোধ হইল ॥ ৭ ॥

অপরাধানুযায়ী দণ্ড এবং গুণানুযায়ী সৎকারের দ্বারা তিনি নাতিশীতোষ্ণ মলয়-সমীরণের ন্যায় সকলের হৃদয় অধিকার করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়া গুরৌ ফলেন সহকারস্য পুষ্পোদ্গম ইব প্রজাঃ ॥ ৯ ॥
নয়বিদ্ভির্নবে রাজ্ঞি সদসচ্চোপদর্শিতম্। পূর্ব্ব এবাভবৎ পক্ষস্তস্মিন্নাভবদুত্তরঃ ॥ ১০ ॥
পঞ্চানামপি ভূতানামুৎকর্ষং পুপুষুগুণাঃ। নবে তস্মিন্ মহীপালে সর্ব্বং নবমিবাভবৎ ॥ ১১ ॥
যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাৎ তপনো যথা। তথৈব সোঽভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ ॥ ১২ ॥
কামং কর্ণান্ত-বিশ্রান্তে বিশালে তস্য লোচনে। চক্ষুষ্মত্তা তু শাস্ত্রেণ সূক্ষ্মকার্য্যার্থদর্শিনা ॥ ১৩
লব্ধ-প্রশমন-স্বস্থমথৈনং সমুপস্থিতা। পার্থিবশ্রীর্দ্বিতীয়েব শরৎ পঙ্কজ-লক্ষণা ॥ ১৪
নির্বৃষ্টলঘুভির্মেঘৈর্মুক্তবর্ত্মা সুদুঃসহঃ। প্রতাপস্তস্য ভানোশ্চ যুগপদ্ ব্যানশে দিশঃ ॥ ১৫
বার্ষিকং সংজহারেন্দ্রো ধনুর্জৈত্রং রঘুর্দধৌ প্রজার্থ-সাধনে তৌ হি পর্য্যায়োদ্যতকার্ম্মুকৌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—তেন (রঘুণা) প্রজাঃ গুরৌ সহকারস্য ফলেন পুষ্পোদ্গমে ইব গুণাধিকতয়া মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাঃ ॥ ৯ ॥

নয়বিদ্ভিঃ নবে তস্মিন্ রাজ্ঞি (বিষয়ে) সৎ অসৎ চ উপদর্শিতম্। (তস্মিন্ রাজ্ঞি) **পূর্ব্বঃ পক্ষঃ** এব (সংক্রান্তঃ) অভবৎ। উত্তরঃ (পক্ষঃ) (সংক্রান্তঃ) ন অভবৎ ॥ ১০ ॥

পঞ্চানাং ভূতানাম্ অপি **গুণাঃ উৎকর্ষং** পুপুষুঃ। তস্মিন্ (রঘৌ) নবে মহীপালে (সতি) সর্ব্বং নবম্ ইব অভবৎ ॥ ১১ ॥

যথা চন্দ্রঃ প্রহ্লাদনাৎ (অন্বর্থঃ অভূৎ), তপনঃ প্রতাপাৎ (অন্বর্থঃ অভূৎ), তথা এব সঃ রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ অন্বর্থঃ অভূৎ ॥ ১২ ॥

বিশালে তস্য লোচনে কামং কর্ণান্ত-বিশ্রান্তে (ভবতঃ স্ম)। চক্ষুষ্মত্তা তু সূক্ষ্মকার্য্যার্থদর্শিনা শাস্ত্রেণ (এব ভবতি) ॥ ১৩ ॥

লব্ধ-প্রশমন-স্বস্থম্ এনং (রঘুং) **পঙ্কজ-লক্ষণা** শরৎ দ্বিতীয়া পার্থিব-শ্রীঃ ইব সমুপস্থিতা (প্রাপ্তা) ॥ ১৪ ॥

নির্বৃষ্ট-লঘুভিঃ মেঘৈঃ মুক্তবর্ত্মা (অতএব) সুদুঃসহঃ তস্য (রঘোঃ) ভানোঃ চ প্রতাপঃ যুগপৎ দিশঃ ব্যানশে ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রঃ বার্ষিকং ধনুঃ সংজহার, রঘুঃ জৈত্রং (ধনুঃ) দধৌ। হি (যস্মাৎ) তৌ (ইন্দ্ররঘু) প্রজার্থ-সাধনে পর্য্যায়োদ্যতকার্ম্মুকৌ (ভবতঃ) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রসালতরু ফলিত হইলে লোকের যেমন রসাল-মুকুলের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ টান্ থাকে না, সেইরূপ, গুণবত্তর নবীন রাজা রঘুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে দিলীপের বিয়োগ-ব্যথা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল ॥ ৯ ॥

নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই নূতন নৃপতি রঘুকে সৎ অসৎ, ভাল মন্দ, দুই বিষয়েরই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিরন্তর প্রথমটাই অর্থাৎ যাহা সৎ, তাহাই মানিয়া চলিতেন এবং তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন ॥ ১০ ॥

নবীন নৃপতি রঘুর রাজত্ব আরব্ধ হইলে,—ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের গন্ধাদি গুণ-সমূহ অধিকতর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল। যেন সেই নবীন রাজার রাজত্বকালে সমস্ত বস্তুই নূতন হইয়া উঠিল ॥ ১১ ॥

চন্দ্র নয়ন-রঞ্জন দ্বারা এবং তপন তাপ-দান দ্বারা যেমন স্ব স্ব নামের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, রঘুও তেমনি প্রজাদিগের হৃদয়-রঞ্জনের দ্বারা স্বকীয় "রাজা"—নামের সার্থকতা লাভ করিলেন ॥ ১২ ॥

যদিও তাঁহার বিশাল লোচনদ্বয় আকর্ণ-বিশ্রান্ত ছিল, কিন্তু অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাজকার্য্যসমূহ তিনি শাস্ত্র-চক্ষু দ্বারাই দেখিতেন ॥ ১৩ ॥

এই ভাবে মহারাজ রঘু স্বকীয় শাসন-কৌশলে রাজ্যের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা-বিধান-পূর্ব্বক যখন পরম শান্তিতে বাস করিতেছিলেন, তখন কমল-চিহ্ন-ধারিণী দ্বিতীয় রাজলক্ষ্মীর ন্যায় সুখময়ী শরৎ আসিয়া দেখা দিল ॥ ১৪ ॥

শরতের নির্ম্মল আকাশে মেঘ নাই বলিলেও হয়। সামান্য যাহাও বা আছে, তাহাও জল-শূন্য, তাই সূর্য্যের প্রখর এবং অসহ্য প্রতাপ দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে, এ দিকে মহারাজ রঘুরও প্রচণ্ড প্রতাপ দিগ্‌দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শত্রুগণ চমকিয়া উঠিল ॥ ১৫ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বর্ষাকালীন ধনু যেমন সংযত করিলেন, অমনি নররাজ রঘুও তাঁহার বিজয়শীল শরাসন ধারণ করিলেন। এই ভাবে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের দুই অধিপতি পর্য্যায়ক্রমে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রজাকুলের হিতসাধন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

পুণ্ডরীকাতপত্রস্তং বিকসৎ-কাশ-চামরঃ । ঋতুর্বিড়ম্বয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছ্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥
প্রসাদ-সুমুখে তস্মিংশ্চন্দ্রে চ বিশদপ্রভে । তদা চক্ষুষ্মতাং প্রীতিরাসীৎ সমরসা দ্বয়োঃ ॥ ১৮ ॥
হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদ্বৎসু চ বারিষু । বিভূতয়স্তদীয়ানাং পর্য্যস্তা যশসামিব ॥ ১৯ ॥
ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ম্ । আকুমারকথোদ্‌ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ ॥ ২০ ॥
প্রসসাদোদয়াদম্ভঃ কুম্ভযোনের্মহৌজসঃ । রঘোরভিভবাশঙ্কি চুক্ষুভে দ্বিষতাং মনঃ ॥ ২১ ॥
মদোদগ্রাঃ ককুদ্মন্তঃ সরিতাং কূলমুদ্রুজাঃ । লীলাখেলমনুপ্রাপুর্মহোক্ষাস্তস্য বিক্রমম্ ॥ ২২ ॥
প্রসবৈঃ সপ্তপর্ণানাং মদ-গন্ধিভিরাহতাঃ । অসূয়য়েব তন্নাগাঃ সপ্তধৈব প্রসুস্রুবুঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—পুণ্ডরীকাতপত্রঃ বিকসৎকাশচামরঃ ঋতুঃ তং (রঘুং) বিড়ম্বয়ামাস। তচ্ছ্রিয়ং পুনঃ ন প্রাপ ॥ ১৭ ॥

প্রসাদ-সুমুখে তস্মিন্ (রঘৌ) বিশদ-প্রভে চন্দ্রে চ দ্বয়োঃ (বিষয়ে) তদা চক্ষুষ্মতাং প্রীতিঃ সমরসা আসীৎ ॥ ১৮ ।

হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদ্বৎসু বারিষু চ তদীয়ানাং যশসাং বিভূতয়ঃ পর্য্যস্তাঃ ইব (কিম্?) ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুচ্ছায়-নিষাদিন্যঃ শালি-গোপ্যঃ গোপ্তুঃ তস্য আকুমার-কথোদ্‌ঘাতং গুণোদয়ং যশঃ জগুঃ ॥ ২০ ॥

মহৌজসঃ কুম্ভযোনেঃ (অগস্ত্যস্য) উদয়াৎ অম্ভঃ প্রসসাদ। (মহৌজসঃ) রঘোঃ (উদয়াৎ) অভিভবাশঙ্কি দ্বিষতাং মনঃ চুক্ষুভে ॥ ২১ ॥

মদোদগ্রাঃ ককুদ্মন্তঃ সরিতাং কূলমুদ্রুজাঃ মহোক্ষাঃ লীলা-খেলং তস্য বিক্রমম্ অনুপ্রাপুঃ ॥ ২২ ॥

মদ-গন্ধিভিঃ সপ্তপর্ণানাং প্রসবৈঃ আহতাঃ তন্নাগাঃ অসূয়য়া ইব সপ্তধা এব প্রসুস্রুবুঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সুন্দর শরৎ ঋতু শ্বেতপদ্মকে ছত্র এবং বিকসিত কাশ-কুসুমকে চামরস্বরূপ করিয়া রঘুকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কিছুতেই সেই কান্তিমান্ সুন্দরতন নরপতির অনুপম কান্তি লাভ করিতে পারিল না ॥ ১৭ ॥

ভূতলে সেই নরপতির নিয়ত প্রসন্ন বদন-মণ্ডল এবং আকাশে নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল এই উভয় বস্তুই তখন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগকে সমান তৃপ্তি ও প্রীতি দান করিয়াছিল ॥ ১৮ ॥

হংসমালা, নক্ষত্রমণ্ডল এবং কুমুদ-ভূষিত প্রসন্ন সলিল, সর্ব্বত্রই শ্বেতবর্ণ দর্শনে মনে হইল, বুঝি নরপতি রঘুর অমল যশঃ-শোভা স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৯ ॥

শৈশবকাল হইতেই রঘুর গুণগরিমায় ও অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্মে রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিল। এখন রঘু রাজ-সিংহাসনে আসীন। এতই তাঁহার খ্যাতি যে, নিরক্ষর কৃষক-পত্নীরাও শস্যক্ষেত্রে শস্য রক্ষা করিতে যাইয়া ইক্ষুবনের ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক, তাহাদের প্রিয় নৃপতির বাল্যকাল হইতে প্রথিত কীর্ত্তি-পরম্পরা—তারকণ্ঠে গান করিত ॥ ২০ ॥

শরৎকালে তেজস্বী কুম্ভ-সম্ভূত অগস্ত্য-নক্ষত্রের আবির্ভাবে জলরাশি প্রসন্ন হইল, কিন্তু যুদ্ধোদ্যত তেজস্বী রঘুর অভ্যুদয়ে পরাজয়-শঙ্কিত শত্রুকুলের হৃদয় কলুষিত হইয়া উঠিল ॥ ২১ ॥

মদোদ্ধত উন্নত-ককুদ্-বিশিষ্ট বৃহদাকার বৃষভগণ নির্ম্মল শরৎসময়ে উৎসাহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উচ্চ নদীতট-সমূহ শৃঙ্গা-ঘাতে এবং গাত্রঘর্ষণে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে লাগিল। মনে হইল, যেন তাহারা সমুন্নত-দেহ, শত্রুভঙ্গকারী, উৎসাহশীল নৃপতি রঘুর বিলাস-সুভগ বিক্রম অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২২ ॥

সপ্তপর্ণ-তরুর কুসুমের (ছাতিম-ফুলের) গন্ধ মদস্রাবী করীর মদগন্ধের তুল্য। শরতে সপ্তবর্ণ-বৃক্ষের সেই মদগন্ধ-যুক্ত কুসুমরাশি দ্বারা আহত হইয়া যেন ঈর্ষ্যাবশতই মদোদ্ধত মাতঙ্গগণ স্ব স্ব দেহের সপ্তস্থান হইতে সপ্ত ধারায় মদবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

সরিতঃ কুর্ব্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দ্দমান্। যাত্রায়ৈ নোদয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ ॥ ২৪ ॥
তস্মৈ সম্যগ্ঘুতো বহ্নির্বাজিনীরাজনাবিধৌ। প্রদক্ষিণার্চ্চির্ব্যাজেন হস্তেনেব জয়ং দদৌ ॥ ২৫ ॥
স গুপ্তমূল-প্রত্যন্তঃ শুদ্ধপার্ষ্ণিরয়ান্বিতঃ। ষড়্‌বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্-জিগীষয়া ॥ ২৬ ॥
অবাকিরন্ বয়োবৃদ্ধাস্তং লাজৈঃ পৌরযোষিতঃ পৃষতৈর্মন্দরোদ্ধূতৈঃ ক্ষীরোর্ম্ময় ইবাচ্যুতম্ ॥ ২৭ ॥
স যযৌ প্রথমং প্রাচীং তুল্যঃ প্রাচীনবর্হিষা। অহিতাননিলোদ্ধূতৈস্তর্জয়ন্নিব কেতুভিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—সরিতঃ গাধাঃ কুর্ব্বতী পথঃ চ আশ্যানকর্দ্দমান্ (কুর্ব্বতী) শরৎ (ঋতুঃ) তং শক্তেঃ প্রথমং যাত্রায়ৈ নোদয়ামাস ॥ ২৪ ॥

বাজিনীরাজনাবিধৌ সম্যক্ হুতঃ বহ্নিঃ প্রদক্ষিণার্চ্চির্ব্যাজেন হস্তেন ইব তস্মৈ জয়ং দদৌ ॥ ২৫ ॥

গুপ্তমূল-প্রত্যন্তঃ শুদ্ধ-পার্ষ্ণিঃ অয়ান্বিতঃ সঃ (রঘুঃ) ষড়্‌বিধং বলম্ আদায় দিগ্‌জিগীষয়া প্রতস্থে ॥ ২৬ ॥

বয়োবৃদ্ধাঃ পৌরযোষিতঃ তং (রঘুং) লাজৈঃ মন্দরোদ্ধূতৈঃ পৃষতৈঃ ক্ষীরোর্ম্ময়ঃ অচ্যুতম্ ইব অবাকিরন্ ॥ ২৭ ॥

প্রাচীনবর্হিষা তুল্যঃ সঃ (রঘুঃ) অনিলোদ্ধূতৈঃ কেতুভিঃ অহিতান্ তর্জ্জয়ন্ ইব প্রথমং প্রাচীং যযৌ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—বারিবর্ষণ-হীন মধুর শরৎকালে জল কমিয়া যাওয়ায় নদীসমূহ অনায়াসেই পারাপারের যোগ্য এবং পথ সকল কর্দ্দম-শূন্য হইল, যেন শরৎ ঋতু সেই শক্তিমান্ বীরবরকে যুদ্ধযাত্রার জন্য উদ্‌যোগী করিতে লাগিল। ২৪ ॥

যুদ্ধযাত্রাকালে গজবাজি-প্রভৃতি যুদ্ধাঙ্গের নীরাজনা-উৎসব (আরতি) করিতে হয়। রঘুর অভিযান-সময়ে সেই নীরাজনোৎসবে হোমকুণ্ডের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা প্রদক্ষিণভাবে আহুতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে যেন হস্ত উত্তোলন করিয়া বিজয়াশীর্ব্বাদ প্রদান করিল ॥ ২৫ ॥

তিনি ছয় প্রকার বল ও সৈন্য-সামন্ত-সমূহ সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত কর্ম্মঠ অমাত্যবর্গের হস্তে রাজ্যের এবং প্রান্তবর্ত্তী দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ-পূর্ব্বক, যুদ্ধোপযোগী সুসজ্জিত দ্রব্য-সামগ্রী-সমূহ সমভিব্যাহারে মহান্ উৎসাহের সহিত দিগ্বিজয়ের বাসনায় যাত্রা করিলেন ॥ ২৬ ॥

সমুদ্র-মন্থনকালে, * মন্দর পর্ব্বতের আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত অমল ধবল ক্ষীরসিন্ধুর তরঙ্গমালা বারিবিন্দু-সমূহের দ্বারা যেমন পুরুষোত্তম অচ্যুতদেবকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তদ্রূপ বয়োবৃদ্ধ শ্বেতকেশ পুরললনাগণ বিপক্ষ-রাজকুলের মন্থনোদ্যত পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুকে লাজবর্ষণ দ্বারা আকীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত রঘু প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে রণযাত্রা করিলেন। বায়ুভরে তদীয় ধ্বজ-পতাকাসমূহ কম্পিত হইতে লাগিল। যেন তিনি স্বয়ং শত্রুদিগকে তর্জ্জনী-কম্পন দ্বারা শাসাইতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বিবরণ।—মন্দর।—(১) ভাগলপুরের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, বাঁকা মহকুমার অন্তঃপাতী সাত শত ফুট উচ্চ একটি পর্ব্বতের নাম। ইহার মধ্যস্থানে সমগ্র পর্ব্বতটি বেড়িয়া একটি দাগ বা থাক আছে, প্রবাদ যে সমুদ্র-মন্থনকালে মন্থন-রজ্জুস্বরূপ বাসুকি নাগের ইহা বেষ্টন-চিহ্ন। বর্ত্তমানকালে এই পর্ব্বতের শীর্ষদেশে দুইটি প্রাচীন বৌদ্ধ-মন্দির আরাধনা-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার শিখরের পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী সানুদেশে অতি প্রাচীন "মধুসূদন"-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মধুসূদন বা বিষ্ণুমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে আবার একটি অন্ধকারময় গুহায়, পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত "নৃসিংহ-মূর্ত্তি" আছে এবং ইহারই সমীপে একটি গুহামুখ হইতে সুনির্ম্মল জলস্রাবী এক উৎস হইতে নিরন্তর প্রচুর বারি নির্গত হইতেছে,—উহা "আকাশ-গঙ্গা" নামে অভিহিত।

(২) **মন্দর।**—গড়োয়াল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে হিমালয়ের অংশ-বিশেষের নাম। কিন্তু মহাভারতে কেবল হিমালয়ের প্রত্যন্ত-পর্ব্বতমালার অন্যতম "মন্দর" নামক গিরিকেই একমাত্র মন্দর বলিয়া কীর্ত্তিত করা হইয়াছে। (মহাঃ অনুঃ অঃ ১৯ এবং বন অধ্যায় ১৬২)।

(৩) অন্যান্য কতিপয় পুরাণমতে, বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণ-মন্দির যে স্থলে অবস্থিত, উহারই নামান্তর মন্দর।

(৪) কিন্তু মহাভারতের বন-পর্ব্বের ১৬২ ও ১৬৪ অধ্যায়ানুসারে বদরিকাশ্রমের উত্তর ও পূর্ব্বাংশবর্ত্তী অদ্রিই মন্দর নামে অভিহিত। ইহা গন্ধমাদন-পর্ব্বতের অংশবিশেষ। (N. L. D.) পরিণয়ের পর উমা-মহেশ্বর এই পর্ব্বতেই কিছুদিন সুখময় বিবাহিত জীবন কাটাইয়াছিলেন। (বামন পুঃ অধ্যায় ৪৪ এবং কুমারসম্ভব)। এই স্থলেই অস্তমান সূর্য্যের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, সমীপবর্ত্তিনী গিরিনন্দিনীর দিকে না চাহিয়া শঙ্কর ঐ দিকে বিহ্বল-নয়নে তাকাইয়া ছিলেন বলিয়া পাষাণ-দুহিতা কত না অভিমান করিয়াছিলেন।—("কালিদাস") ॥ ২৭ ॥

রজোভিঃ স্যন্দনোদ্ধূতৈর্গজৈশ্চ ঘন-সন্নিভৈঃ। ভুবস্তলমিব ব্যোম কুর্ব্বন্ ব্যোমেব ভূতলম্ ॥ ২৯ ॥
প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্। যযৌ পশ্চাদ্রথাদীতি চতুঃস্কন্ধেব সা চমূঃ ॥ ৩০ ॥
মরুপৃষ্ঠান্যুদম্ভাংসি নাব্যাঃ সুপ্রতরা নদীঃ। বিপিনানি প্রকাশানি শক্তিমত্ত্বাচ্চকার সঃ ॥ ৩১ ॥
স সেনাং মহতীং কর্ষন্ পূর্ব্ব-সাগর-গামিনীম্। বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ ॥ ৩২ ॥
ত্যাজিতৈঃ ফলমুৎখাতৈর্ভগ্নৈশ্চ বহুধা নৃপৈঃ। তস্যাসীদুল্বণো মার্গঃ পাদপৈরিব দন্তিনঃ ॥ ৩৩ ॥
পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী। প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ ॥ ৩৪ ॥
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব। আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্ ॥৩৫॥

অন্বয়।—(কিং কুর্ব্বন্?) স্যন্দনোদ্ধূতৈঃ রজোভিঃ ঘন-সন্নিভৈঃ গজৈঃ চ (যথাক্রমং) ব্যোম ভুবঃ তলং ইব কুর্ব্বন্ ভূতলং (চ) ব্যোম ইব কুর্ব্বন্—(যযৌ) ॥ ২৯ ॥

অগ্রে প্রতাপঃ, ততঃ শব্দঃ, তদনন্তরং পরাগঃ, পশ্চাৎ রথাদি-ইতি চতুঃস্কন্ধা ইব সা চমূঃ যযৌ ॥ ৩০ ॥

সঃ (রঘুঃ) শক্তিমত্ত্বাৎ মরুপৃষ্ঠানি উদম্ভাংসি, নাব্যাঃ নদীঃ সুপ্রতরাঃ, বিপিনানি প্রকাশানি চকার ॥ ৩১ ॥

সঃ (রঘুঃ) পূর্ব্ব-সাগর-গামিনীং মহতীং সেনাং কর্ষন্ হরজটাভ্রষ্টাং (পূর্ব্বসাগরগামিনীং) গঙ্গাং (কর্ষন্) ভগীরথঃ ইব বভৌ ॥ ৩২ ॥

ফলং ত্যাজিতৈঃ উৎখাতৈঃ বহুধা ভগ্নৈঃ চ নৃপৈঃ, পাদপৈঃ দন্তিনঃ ইব তস্য (রঘোঃ) মার্গঃ উল্বণঃ আসীৎ ॥৩৩॥

জয়ী (সঃ রঘুঃ) এবং পৌরস্ত্যান্ তান্ তান্ জনপদান্ আক্রামন্ (সন্) তালীবনশ্যামং মহোদধেঃ উপকণ্ঠং প্রাপ ॥৩৪॥

অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুঃ তস্মাৎ (রঘোঃ সকাশাৎ) সিন্ধুরয়াৎ ইব সুহ্মৈঃ বৈতসীং বৃত্তিম্ আশ্রিত্য আত্মা সংরক্ষিতঃ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—রথচক্র-সমুত্থিত ধূলিরাশি এবং মেঘসদৃশ বৃহৎকায় মদবর্ষী ভীমগর্জ্জন ধূসরবর্ণ গজরাজি—এই উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে যেন আকাশকে ভূতল এবং ভূতলকে আকাশে পরিণত করিল ॥ ২৯ ॥

প্রথমতঃ রঘুর দিগন্তব্যাপী প্রতাপ, তৎপশ্চাৎ রণবাহিনীর কলকলশব্দ, তদনন্তর দিগন্ধকারী ধূলিপটল, তৎপর রথ অশ্ব প্রভৃতি চতুরঙ্গিণী সেনা চলিতেছে দেখিয়া মনে হইল, রঘুসেনা বুঝি চতুর্ব্যূহে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে ॥ ৩০ ॥

রঘুর অসংখ্য সৈন্যের এবং হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যুদ্ধাঙ্গের বিরাট্ অভিযানে এবং তাঁহার অসীম ক্ষমতার প্রভাবে—মরুভূমিসকল জলময়ী, দুস্তর নদীসমূহ সুখতরণীয় ও নিবিড় বনাবলী বৃক্ষাদিশূন্য প্রান্তরে পরিণত হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

হরজটাভ্রষ্টা গঙ্গাকে লইয়া ভগীরথের ন্যায় মহারাজ রঘু স্বীয় সুসজ্জিত বিরাট্ বাহিনী লইয়া পূর্ব্ব-সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৩২ ॥

মদমত্ত দুর্দ্দান্ত হস্তি-যূথ যেরূপ পথিমধ্যবর্ত্তী বনস্পতি-সমূহকে উৎপাটিত, ছিন্ন ও ফলশূন্য করত স্বীয় পথ পরিষ্কার করিয়া লয়, রাজা রঘুও তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিদিগের কাহাকেও পদচ্যুত, কাহাকেও বিমর্দ্দিত এবং কাহাকেও বা সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া স্বীয় অভিযান-পথ পরিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিজয়ী রঘু এইরূপ অপ্রতিহত পরাক্রমে প্রাচ্য-দেশ-সমূহ জয় করিতে করিতে ক্রমে গিয়া, তালীবনসন্নিবেশে শ্যামবর্ণ পূর্ব্বমহোদধির বেলা-ভূমিতে উপনীত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বেগবতী প্রবাহিণীর খরস্রোত যেমন পুরঃস্থিত উচ্ছ্রিত বৃক্ষকেই উন্মূলিত করে, কিন্তু আনতকায় বেতসলতিকার কোন ক্ষতিই করে না, বিজয়দৃপ্ত রঘুর প্রকৃতিও তদ্রূপ জানিয়া সুহ্মদেশীয় নৃপতিবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিলেন ॥৩৫॥

বিবরণ।—সুহ্মদেশ।—মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ রাঢ়-দেশকেই সুহ্মদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাণ্ডু এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। (মহা আদি অঃ ১১৩) কিন্তু বৃহৎ-সংহিতার ষোড়শ অধ্যায়ে বঙ্গ এবং কলিঙ্গদেশের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকেই সুহ্ম নামে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে। মৎস্য-পুরাণের ১১৩ অধ্যায়ে কলিঙ্গ এবং সুহ্মদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দুইটি পৃথক্ সাম্রাজ্য বলা হইয়াছে। দশ-কুমার-চরিত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দামলিপ্ত বা তমলুক, আচার্য্য দণ্ডী কর্ত্তৃক সুহ্মদেশান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের সভাপর্ব্বের ২৯ অধ্যায়ে এবং মৎস্যপুরাণের ১১৪ অধ্যায়ে সুহ্ম এবং তাম্রলিপ্তকে দুইটি পৃথক্ দেশরূপে দেখিতে পাইতেছি। পঞ্চনদের অন্তর্গত সুহ্মনামে আর একটি

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্। নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ ॥ ৩৬ ॥
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্। ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—নেতা সঃ (রঘুঃ) নৌ-সাধনোদ্যতান্ বঙ্গান্ তরসা উৎখায় গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু (দ্বীপেষু) জয়স্তম্ভান্ নিচখান ॥ ৩৬ ॥

আপাদ-পদ্ম-প্রণতাঃ (অতএব) উৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ তে (বঙ্গাঃ) কলমাঃ ইব রঘুং ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুঃ ॥ ৩৭

বঙ্গার্থ।—বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গ রণতরীর সাহায্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুর সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, তিনি সবলে, তাঁহাদের পরাভব সাধন-পূর্ব্বক, গঙ্গাপ্রবাহমধ্যবর্ত্তী দ্বীপ-পুঞ্জে স্বীয় বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করার পর, তাঁহারা শালিধান্যের ন্যায় (রোয়া ধান) বিজেতা রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিপুল ধনরাশির দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

প্রদেশের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, অর্জ্জুন এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ খণ্ডের ১৮শ অধ্যায়ে দেখিতেছি, যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর আত্মজ বালির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে পাঁচটি পুত্র ছিলেন, তাঁহাদেরই নামানুসারে ঐ পাঁচটি পুরাকালে পরিচিত হয় ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গদেশ—প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ভাওদাজির মতে ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মা নদীর মধ্যবর্ত্তী বিশাল ভূভাগই বঙ্গনামে পরিচিত। মহাভারতের সময়েও বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম এবং তাম্রলিপ্ত এই তিন দেশ হইতে একটি পৃথক্ দেশ ছিল। (মহা, সভা, অঃ ২৯।) প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউ এন্-স-সাঙ্, যখন এ দেশে থাকেন, তখন বঙ্গদেশ পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যথা—১ পুণ্ড বা উত্তরবঙ্গ। ২ সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গ। ৩ বর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গ। ৪ তাম্রলিপ্ত বা দক্ষিণবঙ্গ। ৫ কামরূপ বা আসাম। খৃষ্টীয় শতক আরব্ধ হইবার পরে, বঙ্গদেশ চারিটি প্রদেশে বিভক্ত হয়। বল্লালসেনই এই বিভাগ করেন। গঙ্গার উত্তরদিগবর্ত্তী ভূভাগ বারেন্দ্র এবং বঙ্গ, আর দক্ষিণদিগবর্ত্তী ভূভাগ রাঢ় এবং বাগড়ি। প্রথম দেশদ্বয়—বরেন্দ্র এবং বঙ্গ ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা পৃথক্কৃত, আর শেষোক্ত দুইটি—রাঢ় এবং বাগড়ি গঙ্গার শাখা জলাঙ্গী নদী কর্ত্তৃক বিভক্ত। মহানন্দা এবং করতোয়া নদীর মধ্যবর্ত্তী বরেন্দ্রভূমিই প্রাচীন পুণ্ডদেশ, বঙ্গ—পশ্চিমবঙ্গ, ভাগীরথীর পশ্চিমদিগবর্ত্তী রাঢ়দেশ বর্ণসুবর্ণ এবং বাগড়ি দক্ষিণবঙ্গরূপে বহু ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৭৭২ শতকে আদিশূর গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, দেবীবর ঘটকের মতে ঐ সময়ে বঙ্গদেশ রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র এবং গৌড় এই চারিটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। (N. L. D.)।

রাজা কেশবসেনের সময়ে বঙ্গদেশ পুণ্ডবর্দ্ধন রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। (J. A. S. B. 1838, P. 45)। ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ-শব্দের প্রথম নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৩শ শতকেও বঙ্গদেশ "বাঙ্গালা" নামে অভিহিত হইত। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, প্রত্নতাত্ত্বিক পার্জিটার সাহেবের নির্দ্দেশক্রমে বর্ত্তমান মুরশিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, রাজসাহীর কিয়দংশ, পাবনা ও ফরিদপুর জেলাই প্রাচীন বঙ্গনামে পরিচিত ছিল। (J. A. S. B. 1894, P. 85,)। বর্ত্তমান মালদহের সমীপবর্ত্তী ধ্বংসাবশিষ্ট গৌড় নগরের যে চিহ্ন পাওয়া যায়, বঙ্গ বা গৌড়ের নামানুসারেই ঐ নগরের নামকরণ হয়। তাহাই বঙ্গের তদানীন্তন প্রাচীন রাজধানী। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ হইতে ১২শ শতক পর্য্যন্ত পালরাজগণের ভূপাল বা গোপাল হইতে স্থিরপাল পর্য্যন্ত ভূপতিবৃন্দ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেনারাজগণের বীরসেন হইতে শূরসেন বা লাক্ষণেয় সেন পর্য্যন্ত নৃপতিরাও খৃষ্টীয় ৯৯৪ শতক হইতে ১২০৩ শতক পর্য্যন্ত কাল বঙ্গে রাজত্ব করেন। একাদশ শতকে বিখ্যাত বাচস্পতি মিশ্র এবং ভবদেবভট্ট বঙ্গাধিপতি হরিবর্ম্ম দেবের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতকে সুললিত গীত-গোবিন্দ-কাব্যের অমর কবি জয়দেব এবং প্রসিদ্ধ অভিধান-কর্ত্তা হলায়ুধ রাজা লক্ষণসেনের রাজসভার আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

"উৎখাত-প্রতিরোপিত"—তুলিয়া পুনরায় রোপিত। বাঙ্গালাদেশের সে অংশের বর্ণন কবি করিতেছেন, তথায় "কলম" অর্থাৎ ধান্যের প্রথমতঃ একস্থলে বীজ বপন-পূর্ব্বক চারা তৈরী করা হয়। কোনো কোনো স্থলে ঐ প্রথমোপ্ত বীজের চারাকে "পাতা" বলে। পরে—চারাগুলি একটু বড় হইলে অন্যত্র রোপিত করা হয় এবং সেই সমুদয় কিছুদিন পরে, ধান্যের ভারে একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। বঙ্গের এই প্রধান এবং নিজস্ব বস্তুর সহিত দর্শনপটু কবি, পরাজিত, স্থানচ্যুত এবং বশ্যতাস্বীকার করায় পুনরায় রঘু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত বা প্রতিরোপিত নৃপতিদিগের তুলনা করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

স তীর্ত্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদ-সেতুভিঃ। উৎকলাদর্শিত-পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৮ ॥
স প্রতাপং মহেন্দ্রস্য মূর্দ্ধ্নি তীক্ষ্ণং ন্যবেশয়ৎ। অঙ্কুশং দ্বিরদস্যেব যন্তা গম্ভীরবেদিনঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—সঃ (রঘুঃ) বদ্ধ-দ্বিরদ-সেতুভিঃ সৈন্যৈঃ কপিশাং (নদীং) তীর্ত্ত্বা উৎকলাদর্শিত-পথঃ কলিঙ্গাভিমুখঃ (সন্) যযৌ ॥ ৩৮ ॥

সঃ (রঘুঃ) মহেন্দ্রস্য (তদাখ্যপর্ব্বতস্য) মূর্দ্ধ্নি তীক্ষ্ণং প্রতাপং যন্তা গম্ভীরবেদিনঃ দ্বিরদস্য (মূর্দ্ধ্নি তীক্ষ্ণম্) অঙ্কুশম্ ইব ন্যবেশয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গার্থ।—তদনন্তর রঘু গজ-নির্ম্মিত সেতুদ্বারা কপিশা নদী পার হইয়া সসৈন্যে উৎকল-দেশে উপনীত হইলেন। তদ্দেশীয় ভূপতিগণ সাগ্রহে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলে, তথা হইতে তিনি কলিঙ্গ-ভূমি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৩৮ ॥

হস্তি-চালক যদ্রূপ মদোদ্ধত অবাধ্য মাতঙ্গের মস্তকে সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশ বিদ্ধ করে, রঘুও সেই প্রকার মহেন্দ্র-পর্ব্বতের শিখরদেশে সবলে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিবরণ।—কপিশা।—কপিশা নদী। উড়িষ্যার অন্তর্গত বর্ত্তমান সুবর্ণরেখা নদীর নাম। কিন্তু মেদিনীপুরের প্রান্ত-বাহিনী বর্ত্তমান কাঁসাই নদীকেও অনেকে প্রাচীন "কপিশা" বলিয়া থাকেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যেও ইহাই বলা হইয়াছে।

এক সময়ে গান্ধার (কান্দাহার) রাজ্যের রাজধানীর নাম "কপিশা" ছিল। কিন্তু তাহার সহিত এই কপিশার কোনই সম্বন্ধ নাই ॥ ৩৮ ॥ (N. L. D.)

উৎকল।—পুরাকালে কলিঙ্গদেশের উত্তরভাগের নাম ছিল উত্তর-কলিঙ্গ, ক্রমে উহাই "উৎকলিঙ্গ" এবং "উৎকল" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মগধরাজদিগের অধিকারকালে, বর্ত্তমান কটকের ঠিক পরপারে চতুর্দ্বার বা চৌদুয়ার এই উৎকল বা উড়িষ্যার প্রাচীন রাজধানী ছিল। যযাতি কেশরী হইতেই কেশরীরাজবংশ খৃষ্টীয় ৪৭৫ হইতে ১১৩২ শতক পর্য্যন্ত এবং গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণের চোরগঙ্গ বা চোড়গঙ্গদেব হইতে প্রতাপরুদ্রদেবের পুত্র খৃষ্টীয় ১১৩২—১৪৩২ শতক পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৫০৩—১৫২৪ শতক পর্য্যন্ত প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকাল। এই সময়েই শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথক্ষেত্র পরিক্রমা করিয়াছিলেন। রাজা যযাতিকেশরীর নামানুসারে আখ্যাত যযাতিপুর বা যাযপুর ও ভুবনেশ্বর কেশরীরাজগণের এবং কটক "চৌদুয়ার" ও "বড় বাটী" গঙ্গাবংশীয় ভূপতিগণের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে কেশরীরাজকুলের সময়ে উড়িষ্যা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। আবার দ্বাদশ শতকে, গঙ্গাবংশীয়দিগের রাজত্বকালে শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য লুপ্ত হইয়া তথায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়। মহাভারতের বনপর্ব্বের ১১৪শ অধ্যায়ে উৎকলপ্রদেশ কলিঙ্গদেশেরই অংশরূপে এবং বৈতরণীনদী ইহার উত্তর-সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণের ৪৭শ অধ্যায়ে উৎকল এবং কলিঙ্গ দুইটি পৃথক্ রাজ্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তারা-তন্ত্রমতে উৎকলদেশের দক্ষিণসীমা জগন্নাথক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কালিদাসেরসময়ে দেখিতেছি—উৎকল ও কলিঙ্গ দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব" নামক ইংরাজী পুস্তকের ২য় খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতকে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের নানা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। শৈবগণ ভুবনেশ্বরে, বৈষ্ণবগণ পুরীতে, শাক্তগণ যাযপুরে, সৌরগণ কোনার্কে (কোনারকে) এবং গাণপত্যগণ দর্শনে বা প্রাচীন বিনায়ক-ক্ষেত্রে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তির বিলোপ-পূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করেন। ব্রহ্মপুরাণের ২৮, ২৯ এবং ৪২ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ওড্র বা উড়িষ্যা উত্তরাভিমুখে যাযপুর বা ব্রজমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এই ভূভাগের মধ্যে তিনটি পরম পুণ্যক্ষেত্র বিরাজমান ছিল। ইহার একটি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্র, একটি সবিতৃক্ষেত্র বা অর্কক্ষেত্র এবং অপর একটি বিরজাক্ষেত্র নামে পরিচিত এবং ইহারই মধ্য দিয়া বৈতরণী নদী প্রবাহিত বলিয়া উল্লেখ আছে।

কলিঙ্গ।—উড়িষ্যার দক্ষিণে এবং দ্রাবিড়দেশের উত্তরে সমুদ্রের উপকণ্ঠবর্ত্তী বিশাল ভূভাগ কলিঙ্গ নামে পরিচিত। মহাভারতের আদিপর্ব্বের ২১৫শ এবং শান্তিপর্ব্বের ৪র্থ অধ্যায়ে মণিপুর ও রাজপুর বা বর্ত্তমান রাজমাহেন্দ্রী কলিঙ্গের প্রধান নগররূপে কীর্ত্তিত। মহাভারতের সময়ে উড়িষ্যার অধিকাংশই কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং ইহার উত্তর-সীমা বৈতরণী নদীরূপে কথিত হইয়াছে। (বনপর্ব্ব ১১৩শ অধ্যায়)। অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই খৃঃ-পূঃ তৃতীয় শতকে কলিঙ্গ মগধ সাম্রাজ্যের বন্ধন-মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। এই প্রদেশই "উত্তর-সরকার" নামে আখ্যাত ॥ ৩৮ ॥

প্রতিজগ্রাহ কালিঙ্গস্তমস্ত্রৈর্গজসাধনঃ । পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলাবর্ষীব পর্ব্বতঃ ॥ ৪০ ॥
দ্বিষাং বিষহ্য কাকুৎস্থস্তত্র নারাচদুর্দ্দিনম্ । সন্মঙ্গলস্নাত ইব প্রতিপেদে জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৪১ ॥
তাম্বূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ । নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবং চ পপুর্যশঃ ॥ ৪২ ॥
গৃহীত-প্রতিমুক্তস্য স ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ । শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার ন তু মেদিনীম্ ॥ ৪৩ ॥
ততো বেলাতটেনৈব ফলবৎপূগমালিনা । অগস্ত্যাচরিতামাশামনাশাস্য-জয়ো যযৌ ॥ ৪৪ ॥
স সৈন্য-পরিভোগেণ গজ-দান-সুগন্ধিনা । কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ ॥ ৪৫॥

অন্বয়—গজ-সাধনঃ কালিঙ্গঃ (কলিঙ্গ-রাজঃ) অস্ত্রৈঃ তং (রঘুং) পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলাবর্ষী পর্ব্বতঃ ইব প্রতিজগ্রাহ ৪০ ॥

কাকুৎস্থঃ (রঘুঃ) তত্র দ্বিষাং নারাচ-দুর্দ্দিনং (বাণ-বিশেষবর্ষণং) বিষহ্য সন্মঙ্গল-স্নাতঃ ইব জয়শ্রিয়ং প্রতিপেদে ॥ ৪১ ॥

তত্র (মহেন্দ্র-পর্ব্বতে) যোধাঃ রচিতাপানভূময়ঃ (সন্তঃ) নারিকেলাসবং (নারিকেলমদ্যং) তাম্বূলীনাং দলৈঃ পপুঃ, শাত্রবং যশঃ চ (পপুঃ) ॥ ৪২ ॥

ধর্ম্মবিজয়ী সঃ নৃপঃ (রঘুঃ) গৃহীত-প্রতিমুক্তস্য (তস্য) মহেন্দ্রনাথস্য (কলিঙ্গরাজস্য) শ্রিয়ং জহার। মেদিনীং তু ন (জহার) ॥ ৪৩ ॥

ততঃ (প্রাচীবিজয়াৎ পরং) ফলবৎ-পূগ-মালিনা বেলাতটেন এব অগস্ত্যাচরিতাম্ আশাম্ (দক্ষিণাং দিশং) অনাশাস্যজয়ঃ (সন্) (অযত্ন-সিদ্ধত্বাৎ অপ্রার্থিত-জয়ঃ সন্) যযৌ ॥ ৪৪ ॥

সঃ (রঘুঃ) গজদানসুগন্ধিনা সৈন্য-পরিভোগেণ কাবেরীং (নদীং) সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়াম্ ইব অকরোৎ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ।—পর্ব্বত যেমন শিলাবর্ষণদ্বারা পক্ষচ্ছেদোদ্যত বজ্রপাণি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, কলিঙ্গ-দেশের অধিপতিও তদ্রূপ গজারূঢ় হইয়া অস্ত্রবর্ষণপূর্ব্বক রঘুকে যেন অভ্যর্থিত করিলেন ॥ ৪০ ॥

কাকুৎস্থকুলরবি রঘু সেই মহেন্দ্রপর্ব্বতে শত্রুদিগের অস্ত্র শরবর্ষণ হেলায় সহ্য করিয়া, যথাবিধি বিজয়মঙ্গলে অভিষিক্তবৎ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

তদীয় সৈন্যগণ মহেন্দ্রপর্ব্বতে পান-শালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাম্বূল-পত্র-রচিত পানপাত্রে দ্বারা সুপেয় নারিকেল-রস-প্রস্তুত মদ্য, শত্রুগণের যশের ন্যায় পান করিল। অর্থাৎ শত্রুদিগের বিহারক্ষেত্রে তাহাদেরই নারিকেল-বনে পান-ভোজনপূর্ব্বক নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ করিল ॥ ৪২ ॥

ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ-প্রবৃত্ত, সদাবিজয়শীল রঘু মহেন্দ্রপর্ব্বত-পতি কলিঙ্গরাজকে বাহুবলে আবদ্ধ করিয়াই আবার মুক্ত করিয়া দিলেন এবং পরবর্ত্তী বিশ্বজিৎ-যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহার ধনরত্নাদি গ্রহণ করিলেও শরণাগত-বাৎসল্য নিবন্ধন তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর অযত্ন-সিদ্ধ-বিজয় সম্পন্ন রঘু, ফলভার-নত পূগ-তরুমালায় বিভূষিত সমুদ্রের বেলাভূমি ধরিয়া অগস্ত্য-পূত দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিজয়-দৃপ্ত রঘু-সৈন্য মদ-বারিবর্ষী গজযূথ লইয়া জল-ক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। গজবৃন্দের মদ-জল-গন্ধে কাবেরী নদীর কলেবর সৌরভময় হওয়ায় অদূরবর্ত্তী সরিৎ-পতির (সমুদ্র) মনে পত্নী কাবেরী-সরিতের চরিত্র সম্বন্ধে, না জানি, কত সন্দেহই জন্মিল ॥ ৪৫ ॥

বিবরণ।—**মহেন্দ্র**।—উড়িষ্যা হইতে মাদুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী পুরাকালে মহেন্দ্রপর্ব্বত নামে আখ্যাত হইত। পরশুরাম রামচন্দ্র কর্ত্তৃক হৃতবীর্য্য হইয়া এই পর্ব্বতেই কালযাপন করেন। কালিদাসের ন্যায় উত্তর নৈষধচরিতকারও মহেন্দ্রপর্ব্বতকে কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

কাবেরী।—দক্ষিণভারতে কুর্গ প্রদেশস্থিত ব্রহ্মগিরি-নামক পর্ব্বতের চন্দ্রতীর্থ-নামা জলপ্রপাত হইতে কাবেরী নদী উৎপন্ন হইয়া দাক্ষিণাত্যেরই বিখ্যাত শিব-সমুদ্র-নামক সুরম্য-জলরাশিতে গিয়া পড়িয়াছে। (কূর্ম্মপুরাণ ২ খণ্ড, ৩৭ অঃ এবং স্কন্দপুরাণ ১১-১৪ অধ্যায় ; Rice's Mysore and Coorg 8 and pp. 85,)। নর্ম্মদা এবং কাবেরীর সঙ্গমস্থল এক অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিচিত। (N. L. D.) ॥ ৪৫ ॥

বলৈরধ্যুষিতাস্তস্য বিজিগীষোর্গতাধ্বনঃ মারীচোদ্‌ভ্রান্ত-হারীতা মলয়াদ্রেরুপত্যকাঃ ॥ ৪৬ ॥
সসঞ্জুরশ্ব-ক্ষুণ্ণানামেলানামুৎপতিষ্ণবঃ তুল্য-গন্ধিষু মত্তেভ-কটেষু ফলরেণবঃ ॥ ৪৭ ॥
ভোগিবেষ্টন-মার্গেষু চন্দনানাং সমর্পিতম্ নাস্রংসৎ করিণাং গ্রৈবং ত্রিপদীচ্ছেদিনামপি ॥ ৪৮ ॥
দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—বিজিগীষোঃ গতাধ্বনঃ তস্য (রঘোঃ) বলৈঃ মারীচোদ্‌ভ্রান্তহারীতাঃ মলয়াদ্রেঃ উপত্যকাঃ অধ্যুষিতাঃ (আসন্) ॥ ৪৬ ॥

অশ্বক্ষুণ্ণানাম্ এলানাম্ উৎপতিষ্ণবঃ ফলরেণবঃ তুল্য-গন্ধিষু মত্তেভ-কটেষু সসঞ্জুঃ ॥ ৪৭ ॥

চন্দনানাং ভোগি-বেষ্টন-মার্গেষু সমর্পিতং, ত্রিপদীচ্ছেদিনাম্ অপি করিণাং গ্রৈবং (কণ্ঠবন্ধনং) ন অস্রংসৎ (ন স্রস্তম্ অভূৎ) ॥ ৪৮ ॥

দক্ষিণস্যাং দিশি রবেঃ অপি তেজঃ মন্দায়তে। (কিন্তু) তস্যাম্ এব দিশি পাণ্ড্যাঃ রঘোঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ।—মলয়-পর্ব্বতের উপত্যকায় মরীচ-বনে নিয়ত শুকপক্ষিগণ মরীচের লোভে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। বিজয়-কামী রঘুর সেনাসকল বহুপথ অতিক্রম-পূর্ব্বক, সেই মনোহর বিহগ-মুখর উপত্যকায় কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিল ॥৪৬॥

তাঁহার রণবাহিনীর অশ্বসমূহের আঘাতে আন্দোলিত এলা লতার (এলাচ) ফলের চূর্ণ, অর্থাৎ এলাইচের পরাগ, তত্তুল্য গন্ধবিশিষ্ট মত্তমাতঙ্গবৃন্দের মদ স্রাবী গণ্ডদেশে আসিয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

চন্দন-বন-বহুল সেই মলয়াদ্রির উপত্যকাভূমিতে বৃহৎ বৃহৎ চন্দন-বৃক্ষের গাত্রবেষ্টন করিয়া অনেক বড় বড় সর্প থাকিত বলিয়া তত্তদ্‌বৃক্ষের সেই সেই বেষ্টনস্থলে এক একটা দাগ (বা খাঁজ) পড়িত। (যেমন বনমধ্যে লতাবেষ্টিত বৃক্ষগাত্রে বলয়াকার অনেক গভীর দাগ দেখা যায়)। রঘুর গজ-সমূহের কণ্ঠ-বন্ধন-শৃঙ্খল চন্দন-বৃক্ষের ঐ পূর্ব্বোক্ত সর্প-বেষ্টন-খাঁজের কিঞ্চিৎ উপরে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের পাদ-বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন হইলেও ঐ কটিবন্ধন নিম্নে স্খলিত হইতে পারিত না। ঐ খাঁজের মধ্যে বাধিয়া যাইত ॥ ৪৮ ॥

দক্ষিণায়নে জগৎ-প্রকাশ সূর্য্য যখন দক্ষিণদিকে গমন করেন, তখন তাঁহারও তেজঃ মন্দীভূত হইয়া আসে। কিন্তু সেই দক্ষিণদিকেই সূর্য্যাতিশায়ি-প্রতাপশালী রঘুর তেজঃ পাণ্ড্যনৃপতিগণ সহ্য করিতে পারিলেন না। তেজস্বিতায় মার্ত্তণ্ড বুঝি তাঁহার নিকট হীনপ্রভ ॥ ৪৯ ॥

বিবরণ।—মলয়।—(১) চন্দনাদ্রি, পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বত। (সু-মি অভিধান পৃঃ ৮৬৭)।

(২) পশ্চিম-ঘাট-শ্রেণীর দক্ষিণাংশ, কাবেরী নদীর দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বতপুঞ্জ (মহা, বী, চ, ৫ অঃ)। ত্রিবাঙ্কুর গিরি-মালা নামে কোইম্বাটুর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী। এই মলয়পর্ব্বতেই মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য-পরিক্রমাকালে এই স্থান পদস্পর্শে পবিত্র করিয়াছিলেন, যথা—

> "মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন।
> কন্যা কুমারী তাঁহা কৈল দরশন॥"
>
> —চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ।

"আনমালয়" পর্ব্বতের সর্ব্বদক্ষিণবর্ত্তী শিখর অগস্ত্যকূট নামে খ্যাত। তাম্রপর্ণী নদী এই পর্ব্বত হইতেই উৎপন্ন ॥ ৪৬ ॥

পাণ্ড্য।—পাণ্ড্যদেশাধিপতি রাজবংশ। মাদ্রাজের বর্ত্তমান তিনাভেলি ও মাদুরা—এই দুই জেলার প্রাচীন নাম। পুরাকালে উরগপুর বা বর্ত্তমান ত্রিচীনপল্লী, মথুরা বা বর্ত্তমান মাদুরা এবং তাম্রপর্ণীর প্রাচীন মোহানায় কোলকায় নামক এই স্থানে পাণ্ড্যরাজ্যের বিভিন্ন-সময়ে রাজধানী ছিল। এই পাণ্ড্যরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ পুরু বা "পোরাস্" অতিশয় বীর-পুরুষ ছিলেন, ইনিই মহাবীর আলেক্‌জেণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহারই রাজত্বকালে ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্ব-প্রথম খৃঃ পূঃ ২৭ শতকে রোমনগরীর আগষ্টস্ সিজারের নিকট দূত প্রেরিত হয়। (J. R. A. S. 860, P 309, and Caldwell's Drav. Com. p. 11) খৃঃ-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে এই রাজ্য প্রথম স্থাপিত এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্য-সময়ে বিধ্বস্ত হইয়া পরে নায়কগণ কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্থাপিত হয়। (N. L. D,) ॥ ৪৯ ॥

তাম্রপর্ণী-সমেতস্য মুক্তাসারং মহোদধেঃ। তে নিপত্য দদুস্তস্মৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম্ ॥ ৫০ ॥
স নির্বিশ্য যথাকামং তটেষ্বালীনচন্দনৌ। স্তনাবিব দিশস্তস্যাঃ শৈলৌ মলয়-দর্দ্দুরৌ ॥ ৫১ ॥
অসহ্য-বিক্রমঃ সহ্যং দূরান্মুক্তমুদন্বতা। নিতম্বমিব মেদিন্যাঃ স্রস্তাংশুকমলঙ্ঘয়ৎ ॥ ৫২ ॥
তস্যানীকৈর্বিসর্পদ্ভিরপরান্তজয়োদ্যতৈঃ। রামাস্ত্রোৎসারিতোঽপ্যাসীৎ সহ্যলগ্ন ইবার্ণবঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়।—তে (পাণ্ড্যাঃ, পাণ্ড্যদেশীয় নৃপতয়ঃ) তাম্রপর্ণী-সমেতস্য মহোদধেঃ সঞ্চিতং মুক্তাসারং স্বং (সঞ্চিতং) যশঃ ইব তস্মৈ (রঘবে) দদুঃ ॥ ৫০ ॥

অসহ্য-বিক্রমঃ সঃ (রঘুঃ) তটেষু আলীন-চন্দনৌ তস্যাঃ (দক্ষিণস্যাঃ দিশঃ—কস্যাঃ চিৎ নায়িকায়া ইব) স্তনৌ ইব (স্থিতৌ) মলয়-দর্দ্দুরৌ (তন্নামকৌ পর্ব্বতৌ) শৈলৌ যথাকামং নির্ব্বিশ্য (উপভুজ্য) উদন্বতা দূরাৎ মুক্তং (দূরতঃ ত্যক্তং) স্রস্তাংশুকং মেদিন্যাঃ নিতম্বম্ ইব (স্থিতং) সহ্যং (পর্ব্বতং) অলঙ্ঘয়ৎ। যুগ্মকম্ ॥ ৫১-৫২ ॥

অপরান্তজয়োদ্যতৈঃ বিসর্পদ্ভিঃ তস্য (রঘোঃ) অনীকৈঃ অর্ণবঃ রামাস্ত্রোৎসারিতঃ অপি সহ্য-লগ্নঃ ইব আসীৎ ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই বিজিত পাণ্ড্যনরপতিগণ বিজেতা রঘুকে প্রণতিপূর্ব্বক, তাম্রপর্ণী ও মহোদধির সঙ্গম-স্থান-জাত চিরসঞ্চিত মুক্তারাশি স্বকীয় চিরকালার্জ্জিত যশের ন্যায় অর্পণ করিলেন ॥ ৫০ ॥

সানু-দেশ-জাত চন্দন-তরুর আভায় ঈষৎ নীলবর্ণ, অতএব দক্ষিণদিগ্‌বধূর চন্দন-চর্চ্চিত-প্রান্ত স্তনদ্বয়ের ন্যায় প্রতীয়মান মলয় এবং দর্দ্দুর নামক দুই পর্ব্বতে অসহ্য-বিক্রম নর-রাজ রঘু কিয়ৎকাল পরমসুখে বিহার করিলেন ॥ ৫১ ॥

পরে তিনি মেদিনীর গলিত-বসন নিতম্বদেশের ন্যায় সমুদ্রের কিয়দ্দূরে অবস্থিত সহ্য পর্ব্বত অতি অনায়াসেই অতিক্রম করিলেন ॥ ৫২ ॥

তাঁহার সৈন্যসকল পার্ব্বত্য নৃপতি-বৃন্দকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত সহ্য-শৈল ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহ একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। তখন মনে হইল, যদিও সমুদ্র পূর্ব্বে পরশুরামের বাণের দ্বারা অপসারিত হইয়াছিল, তথাপি আজ বুঝি আবার আসিয়া সহ্য-পর্ব্বতের সহিত সংলগ্ন হইল ॥ ৫৩ ॥

বিবরণ।—তাম্রপর্ণী।—(১) কর্ণাট-দেশান্তর্গত নদীর নাম (অভি পৃঃ ৮২৭)। মান্দ্রাজের বর্ত্তমান তিনাভেলি জিলায় এই নদী প্রবাহিত। অগস্ত্যকূটপর্ব্বত ইহার উৎপত্তিস্থল। মুক্তা-সংগ্রহ-স্থলরূপে ইহা প্রসিদ্ধ। (পূর্ব্বোক্ত "মলয়" পর্ব্বত দেখ।) শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই নদী-তীরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

"সেই রাত্রি তাঁহা রহি তারে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি ॥
তাম্রপর্ণীস্নান করি, তাম্রপর্ণী তীরে।
নয়-ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে ॥"

—চৈ. চ, মধ্যলীলা, ৯ম পরিঃ।

(২) বৌদ্ধদিগের সময়ে লঙ্কার নামান্তর। তাহার সহিত আলোচ্য নদীর কোন সম্বন্ধ নাই ॥ ৫০ ॥

দর্দ্দুর। মান্দ্রাজের নীলগিরি পর্ব্বত। (বৃহৎসংহিতা, অঃ ১৪শ, J. R. A. S, 1094 p, 262) ॥ ৫১ ॥

সহ্য। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার অন্যতম উন্নত গিরি। কাবেরী নদীর উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী, পশ্চিমঘাট শ্রেণীর উত্তরাংশের নামান্তর। সপ্ত কুলপর্ব্বতের অন্যতম। ইহাই "সহ্যাদ্রি" নামে অভিহিত ॥ ৫২ ॥

অপরান্ত। প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংস্কৃতকোষ-কর্ত্তা যাদবের মতে "সূর্য্যারিক" দেশের অধিপতিগণ। ("অপরান্তাস্ত পাশ্চাত্যাস্তে চ সূর্য্যারিকাদয়ঃ"— যাদবঃ Vide মল্লিনাথ, রঘুবংশ, ৪র্থ, ৫৩ শ্লোক)

দক্ষিণ-ভারতের কঙ্কণদেশের উত্তরাঞ্চলের নামান্তর এবং দেশের নামানুসারেই অপরান্ত-নামক রাজগণ। বর্ত্তমান "সুপর" (Supara) (প্রাচীন "সূর্পারক") এই রাজ্যের এক সময়ে রাজধানী ছিল। (R. G. Bhandasker) যাদবধৃত "সূর্য্যারিক" শব্দের অপভ্রংশ "সূর্পারক" ও হইতে পারে। অথবা সূর্পরেক শব্দও লিপিকর-প্রমাদ-বশে হয় ত, সূর্য্যারিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভগবানলাল ইন্দ্রজির মতে ভারতের পশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী সমুদ্রতটভূমি অপরান্ত বা অপরান্তক নামে অভিহিত (Ind. ant. Vol. VII pp. 263) এই দেশবাসীরা "পাশ্চাত্য" নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যাবসরে ভট্টস্বামী কঙ্কণদেশকেই প্রাচীন "অপরান্ত" বা "অপরান্তক" বলিয়া

ভয়োৎসৃষ্টবিভূষাণাং তেন কেরলযোষিতাম্। অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণপ্রতিনিধীকৃতঃ ॥ ৫৪ ॥
মুরলামারুতোদ্ধূতমগমৎ কৈতকং রজঃ। তদ্‌যোধ-বারবাণানামযত্ন-পটবাসতাম্ ॥ ৫৫ ॥
অভ্যভূয়ত বাহানাং চরতাং গাত্র-শিঞ্জিতৈঃ। বর্ম্মভিঃ পবনোদ্ধূত-রাজ-তালীবন-ধ্বনিঃ ॥ ৫৬ ॥
খর্জ্জুরীস্কন্ধনদ্ধানাং মদোদ্‌গার-সুগন্ধিষু। কটেষু করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—তেন (রঘুণা) ভয়োৎসৃষ্টবিভূষাণাং কেরল-যোষিতাম্ অলকেষু চমূরেণুঃ চূর্ণ-প্রতিনিধীকৃতঃ (আসীৎ) ॥৫৪॥

মুরলামারুতোদ্ধূতং কৈতকং রজঃ তদ্-যোধ-বার-বাণানাম অযত্ন-পট-বাসতাম্ অগমৎ ॥ ৫৫ ॥

চরতাং বাহানাং (রঘু-সৈন্যাশ্বানাং) গাত্রশিঞ্জিতৈঃ বর্ম্মভিঃ পবনোদ্ধূত-রাজ-তালীবন-ধ্বনিঃ অভ্যভূয়ত ॥ ৫৬ ॥

খর্জ্জুরী-স্কন্ধ-নদ্ধানাং করিণাং মদোদ্‌গার-সুগন্ধিষু কটেষু পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ পেতুঃ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—রঘুর আক্রমণ-ভয়ে ভীত হইয়া কেরল-দেশীয় কামিনীকুল বিভূষণাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তাহাদের যে অলকদাম প্রিয়সঙ্গমে কুঙ্কুম-রাগে রত না রঞ্জিত হইত, আজ তাহাতে পশ্চাৎ ধাবমান রঘুসৈন্যের দ্বারা উত্থিত ধূলিপটল আসিয়া পড়িল। ৫৪ ॥

মুরলা নদীর তীরবর্ত্তী কেতকী-কুসুমের পরাগ-পুঞ্জ পবনবেগে উড্ডীন হইয়া রঘুর সৈন্যগণের কঞ্চুকে অযত্নলব্ধ গন্ধচূর্ণের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥

তাঁহার প্লুত-গতি তুরঙ্গমসমূহের গাত্রাবরণ কবচের ঝন্ ঝন শব্দে বায়ু-বিলোড়িত তালতরুর মর্ম্মরধ্বনি পরাভূত হইল। ৫৬॥

নাগকেশর-বৃক্ষের প্রফুল্ল কুসুম-রাশিতে নিষণ্ণ ভ্রমর-পঙ্‌ক্তি খর্জ্জুর-বৃক্ষের স্কন্ধদেশে আবদ্ধ সমুন্নতবপু গজরাজগণের মদ-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের কপোলদেশে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ঐ ফুলে আর তাহাদের মন উঠিল না। ৫৭ ॥

স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণের ৫৮ খণ্ডের ২৭ অধ্যায়ে "সূর্পারক" প্রদেশকে "অপরান্ত-দেশের" অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু কালিদাসের বর্ত্তমান শ্লোকে দেখিতেছি যে, এই অপরান্ত দেশ সহ্যাদ্রি বা পশ্চিম-ঘাট-শ্রেণী ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগ। ইহা "মহী" নামক নদী হইতে পর্ত্তুগীজাধিকৃত "গোয়া" পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (Bomb. Gaz. vol. I. pt, I. p. 36.। N. L. D.) ॥ ৫৩ ॥

কেরল।—দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ ও উত্তরে গোয়া পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর এবং কানাড়া প্রদেশ—প্রাচীন কেরল নামে অভিহিত হইত। (Willsons মালতীমাধব এবং রামায়ণ, কিষ, ৪১ অধ্যায়)। ইহা "নায়ার"দিগের দেশ। প্রাচীনতম "চের" শব্দের ইহা রূপান্তরও হইতে পারে। কেন না, পুরাকালে দক্ষিণভারতে চের, চোল এবং পাণ্ড্য-নামক তিনটি দেশে দ্রবিড়-রাজ্য বিভক্ত ছিল। সেই চেরদেশেরই নামান্তর কেরল। ঐতিহাসিক হাণ্টারের মতে কানাড়া ও কেরল একই রাজ্য। "অনন্তশয়ন" কেরলদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল (Maek. Mss.) পরশুরাম এই অব্রাহ্মণদেশে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণদিগকে বাস করিতে বাধ্য করেন। (J. A. S. B 1838 pp. 183, 128)।

এক সময়ে বর্ত্তমান কানাড়া ও মালাবার জেলা, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, কইম্বাটুর ও সালেম জেলা এবং মহীশূর ও নীলগিরির অংশবিশেষ কেরলদেশের অন্তর্গত ছিল। কতিপয় রাজার নাম ব্যতিরেকে কেরলের আর কোন প্রাচীন ইতিহাস তত পাওয়া যায় না। অশোকানুশাসনে ইহাকে "কেরল-পুত্ত" বলা হইয়াছে। খৃষ্টাব্দের আরম্ভকালে রোম সাম্রাজ্যের সহিত কেরলদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দশম শতকে চোলগণ কর্ত্তৃক এই দেশ অধিকৃত হয়। তার পর মহীশূরের হয়শাল বল্লাল-বংশীয় নৃপতিগণ এই দেশে রাজত্ব করেন। খৃষ্টীয় ১৩১০ শতকে মুসলমানগণ এই দেশ অধিকার করেন। কিছুকাল পরে, বিজয়-নগর-রাজ-প্রমুখ হিন্দু-নৃপতিবৃন্দ, পুনরায় ইহা বিজয়-নগর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। খৃষ্টীয় ১৫৬৫ শতকে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজয়নগর রাজ্য উচ্ছিন্ন হইলে, পরবর্ত্তী ৮০ বৎসরকাল মাদুরার নায়কগণের নেতৃত্বে কেরল কোনোমতে স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৬৪০ শতকে বিজাপুরের আদিল-শা বংশ এবং ১৬৫২ শতকে মহীশূরের রাজা কেরলদেশ অধিকার করেন। এই সময়েই চিরকালের মত, কেরলের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হয়। (অভি পৃঃ ৩০২ এবং N. L. D.) ॥ ৫৪ ॥

মুরলা।—ভবভূতির উত্তরচরিতে "ছায়া" নামক অপূর্ব্ব চিত্রে এই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই মুরলা নামে উপস্থাপিত করা হইয়াছে—বলিয়া মনে হয়। ইহা কেরল বা মালাবার দেশ-বাহিনী প্রবাহিণীর নামান্তর। (Tawney's Kathasaritsagara, ch. xix.) ত্রিকাণ্ড-শেষ কোষের ১ম অধ্যায়ে নর্ম্মদানদীকে মুরলা বলা হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

অবকাশং কিলোদন্বান্ রামায়াভ্যর্থিতো দদৌ। অপরান্তমহীপাল-ব্যাজেন রঘবে করম্ ॥ ৫৮ ॥
মত্তেভ-রদনোৎকীর্ণ-ব্যক্ত-বিক্রম-লক্ষণম্। ত্রিকূটমেব তত্রোচ্চৈর্জয়স্তম্ভং চকার সঃ ॥ ৫৯ ॥
পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা। ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥ ৬০ ॥
যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ। বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ ॥ ৬১ ॥
সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্ব-সাধনৈঃ। শার্ঙ্গ-কূজিত-বিজ্ঞেয়-প্রতিযোধে রজস্যভূৎ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়—উদন্বান্ রামায় (পরশুরামায়) অভ্যর্থিতঃ (সন্) অবকাশং দদৌ কিল। রঘবে (তু) (স্বয়ম্ এব, ন তু অভ্যর্থিতঃ) অপরান্ত-মহীপালব্যাজেন করং দদৌ ॥ ৫৮ ॥

তত্র সঃ (রঘুঃ) মত্তেভ-রদনোৎকীর্ণ-ব্যক্ত-বিক্রম-লক্ষণং ত্রিকূটম্ এব উচ্চৈঃ (অত্যুন্নতং) জয়স্তম্ভং চকার ॥ ৫৯ ॥

ততঃ (সঃ রঘুঃ) সংযমী তত্ত্বজ্ঞানেন ইন্দ্রিয়াখ্যান্ রিপূন্ ইব, পারসীকান্ জেতুং স্থলবর্ত্মনা প্রতস্থে। (ন তু নির্দ্দিষ্টেনাপি জলপথেন, তদা সমুদ্র-যানস্য নিষিদ্ধত্বাৎ) ॥ ৬০ ॥

সঃ (রঘুঃ) যবনী-মুখ পদ্মানাং মধু-মদম্, অকাল-জলদোদয়ঃ অব্জানাং বালাতপম্ ইব ন সেহে ॥ ৬১ ॥

তস্য (রঘোঃ) অশ্বসাধনৈঃ পাশ্চাত্যৈঃ (যবনৈঃ) (সহ) শার্ঙ্গ কূজিত-বিজ্ঞেয়-প্রতিযোধে রজসি তুমুলঃ সংগ্রামঃ অভূৎ ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ।—ক্ষত্রিয়কুলান্তক বিশ্ববিজয়ী মহাবীর পরশুরাম এক সময়ে স্বকীয় দুর্দ্দম বাহুবলেও যে সমুদ্রকে বিচলিত করিতে না পারিয়া কত যাচ্ঞা করিয়া সামান্য একটু স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজ পরাক্রান্ত—ক্ষত্রিয়-শিরোমণি রঘুকে, পরাজিত পাশ্চাত্যনৃপতিগণের হাত দিয়াই যেন, সেই গর্ব্বিত পয়োনিধি সভয়ে কর প্রদান করিতে লাগিল। একবিংশতিবার ক্ষত্রকুলবিনাশী পরশুরাম অপেক্ষাও ক্ষত্রিয়-রাজ রঘুর পরাক্রম অধিকতর বলিয়া প্রতীয়মান হইল ॥ ৫৮ ॥

রঘুসৈন্যের মদ-মত্ত দন্তিগণের বিশাল দন্তের আঘাতে ত্রিকূট-পর্ব্বত একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে মনে হইল, বিজয়ী রঘু বুঝি, তাঁহার দিগ্বিজয়ী বিক্রমের ইতিবৃত্ত উল্লিখিত করিয়া—ঐ পর্ব্বতকেই অভ্রভেদী বিজয়স্তম্ভরূপে প্রোথিত করিয়া গেলেন ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর, যোগিব্যক্তি যেমন তত্ত্বজ্ঞান-বলে দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়রূপী প্রবল শত্রুকে পরাজিত করেন, তদ্রূপ মহারাজ রঘু, তখন সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া, স্থলপথেই পারস্য-নৃপতিদিগকে পরাজিত করিতে অভিযান করিলেন ॥ ৬০ ॥

অসময়ে অর্থাৎ প্রাবৃট্‌কালাতিরিক্ত সময়ে আবির্ভূত জলদ-জাল যেমন আরক্ত পঙ্কজ-কুলের সম্বন্ধে প্রাতঃসূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে পারে না,—তদ্রূপ রঘুও যবন-সুন্দরীগণের বদন-পঙ্কজের মদ-রাগ-মণ্ডিত ছবি সহ্য করিতে পারিলেন না। অর্থাৎ ভয়ে, ত্রাসে, পতির পরাজয়ে—তাহাদের মুখ বিষাদ-কালিমায় আবৃত হইল ॥ ৬১ ॥

তুরগ-বহুল দুর্দ্দম যবন-সেনার সহিত দিগ্বিজয়ী রঘুর ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। উভয় পক্ষের ভয়ঙ্কর আস্ফালন-বিমর্দ্দনে সমুত্থিত ধূলিপটলে দশদিক্ এমনই তিমিরাচ্ছন্ন হইল যে, শুধু শরাসনের জ্যা-নির্ঘোষে, অদৃশ্য প্রতিপক্ষ-সৈন্য অনুমান করিয়া লইতে হইল ॥ ৬২ ॥

বিবরণ।—**ত্রিকূট**।—কেরলদেশের অভ্রভেদী ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের নামান্তর। "ত্রিকূট" নামে, লঙ্কার দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে এক পর্ব্বত পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের উত্তরে এবং কাশ্মীরের দক্ষিণে এক অতি নয়নমনোহর পর্ব্বতও "ত্রিকূট" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। অনেক ঐতিহাসিক জুম্মার পর্ব্বতকেই "ত্রিকূট" বলিয়া মনে করেন। হিমালয়ের যমুনোত্রী-পর্ব্বতাংশকেও অনেকে "ত্রিকূট" বলিয়া থাকেন। সুতরাং ভারতবর্ষে বহু ত্রিকূট দেখিতেছি। তবে তাহাদের সহিত কেরলদেশের "ত্রিকূটের" কোন সম্বন্ধ নাই। অথর্ব্ববেদে ত্রিককুদ্ নামে এই ত্রিকূটের উল্লেখ আছে ॥ ৫৯ ॥

পারসীক।—বর্ত্তমান পারস্যদেশের অধিবাসীদিগকে পুরাকালে এই নামে অভিহিত করা হইত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ছিয়াশী সূক্তের তেইশ সংখ্যক মন্ত্রে "পর্শুঃ" নামে এই পারস্যদেশের উল্লেখ আছে। অতিপ্রাচীন বেহিস্-ফলকে (Behistun Inscription) পর্‌শ্‌ন্ আখ্যায় পারস্যদেশের নির্দ্দেশ দেখা যায় (N. L. D.) ॥ ৬০ ॥

ভল্লাপবর্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্। তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্রপটলৈরিব ॥ ৬৩ ॥
অপনীত-শিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ। প্রণিপাত-প্রতীকারঃ সংরম্ভো হি মহাত্মনাম্ ॥ ৬৪ ॥
বিনয়ন্তে স্ম তদ্‌যোধা মধুভির্বিজয়শ্রমম্। আস্তীর্ণাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু ॥ ৬৫ ॥
ততঃ প্রতস্থে কৌবেরীং ভাস্বানিব রঘুর্দ্দিশম্। শরৈরুস্রৈরিবোদীচ্যানুদ্ধরিষ্যন্ রসানিব ॥ ৬৬ ॥
বিনীতাধ্বশ্রমাস্তস্য সিন্ধুতীর-বিচেষ্টনৈঃ। দুধুবুর্বাজিনঃ স্কন্ধাল্ল্লগ্ন-কুঙ্কুম-কেসরান্ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়।—সঃ (রঘুঃ) ভল্লাপবর্জ্জিতৈঃ শ্মশ্রুলৈঃ তেষাং (যবনানাং) শিরোভিঃ সরঘাব্যাপ্তৈঃ ক্ষৌদ্রপটলৈঃ ইব মহীং তস্তার ॥ ৬৩ ॥

শেষাঃ অপনীত-শিরস্ত্রাণাঃ (সন্তঃ) তং (রঘুং) শরণং যযুঃ হি (তথাহি) মহাত্মনাং সংরম্ভঃ প্রণিপাত-প্রতীকারঃ (ভবতি) ॥ ৬৪ ॥

তদ্‌যোধাঃ আস্তীর্ণাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু মধুভিঃ বিজয়-শ্রমং বিনয়ন্তে স্ম। ॥ ৬৫ ॥

ততঃ রঘুঃ ভাস্বান্ ইব শরৈঃ উস্রৈঃ ইব উদীচ্যান্ (নৃপান্) রসান্ ইব উদ্ধরিষ্যন্ কৌবেরীং দিশং প্রতস্থে ॥ ৬৬ ॥

সিন্ধুতীর-বিচেষ্টনৈঃ বিনীতাধ্বশ্রমাঃ তস্য (রঘোঃ) বাজিনঃ লগ্ন-কুঙ্কুম-কেসরান্ স্কন্ধান্ দুধুবুঃ ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গার্থ।—বীরকেশরী রঘু অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নিশিত ভল্ল বা বল্লম দ্বারা যবনদিগের শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহাদের দীর্ঘ-শ্মশ্রুবিশিষ্ট রক্তাক্ত মস্তকরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হওয়ায় মনে হইল, যেন মধুমক্ষিকাব্যাপ্ত মধুচক্রসমূহে রণস্থল আকীর্ণ হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

যুদ্ধে এইপ্রকার ভয়ঙ্কর পরাজয় দর্শনে একান্ত ভীত ও আকুল হইয়া হতাবশিষ্ট যবনবৃন্দ গর্ব্বচিহ্নস্বরূপ স্ব স্ব মস্তকের আচ্ছাদন বা শিরস্ত্রাণের অপসারণ-পূর্ব্বক আসিয়া রঘুর আশ্রয় ভিক্ষা করিল, শরণাগত-বৎসল রঘুও তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। কেন না,—প্রকৃত বীরের ক্রোধ প্রতিপক্ষের প্রণতিতেই প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর রঘুর বিজয়োল্লসিত সৈন্য দ্রাক্ষাবনে মনোরম মৃগ-চর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া দ্রাক্ষা-রস-জাত মদ্য পান-পূর্ব্বক রণশ্রান্তি বিদূরিত করিল ॥ ৬৫ ॥

তার পর উত্তরায়ণে সূর্য্য যে প্রকার কিরণজালে জগতের রস আকর্ষণ করিয়া লন, রঘুও তদ্রূপ উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী নৃপতিদিগকে সুতীক্ষ্ণ শরজালে উন্মূলিত করিবার বাসনায় কুবের-রক্ষিত উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন ॥ ৬৬ ॥

দেখিতে দেখিতে, সেই ক্ষিপ্রগতি বিরাট্ রঘুবাহিনী কাশ্মীরদেশের প্রান্তবাহী সিন্ধুনদের উপকণ্ঠে উপনীত হইল এবং তদীয় অশ্বসমূহ সিন্ধুর তীরভূমিতে অবলুণ্ঠনপূর্ব্বক পথ-শ্রান্তি অপনীত করত উত্থিত হইয়া স্কন্ধ-সংলগ্ন কুঙ্কুমকেসর ঝাড়িয়া ফেলিয়া বার বার দেহ কম্পিত করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥

বিবরণ।—উদীচ্য।—প্রসিদ্ধ অভিধানকর্ত্তা অমরসিংহের মতে ভারতবর্ষের ঈশানদিক্ হইতে নৈর্ঋত-দিকে প্রবাহিতা পশ্চিম-সমুদ্র-গামিনী শরাবতী-নামিকা নদীর পূর্ব্বদক্ষিণস্থ-ভূভাগ উদীচ্য দেশ নামে খ্যাত। (অমর, ভূমিবর্গ, ৬, ৭) সেই উদীচ্যদেশের রাজগণ ॥ ৬৬ ॥

সিন্ধু।—কাশ্মীরদেশ-প্রবাহী নদের নাম (মল্লিনাথ)। বর্ত্তমান "ইন্দাস্" এই সিন্ধু নামেরই বিকৃতীকৃত রূপান্তর। পঞ্চনদের—অন্যতম চন্দ্রভাগা বা "চেনাব" এই সুদীর্ঘ সিন্ধুনদ হইতে উৎপন্ন। বেলুচিস্থানের প্রাচীনফলকে ক্ষোদিত "হিন্দু"-নামক নদ এই সিন্ধুরই নাম। বাইবেলের "হড্ডু" (Hoddu) এবং বেদিদাদের "হেন্দু"-ও এই প্রাচীন সিন্ধুনদের নামান্তর। স্ভেন হেডেন (Sven Hedin) নামক মানস-সরোবর-গামী প্রসিদ্ধ পর্য্যটকের Trans Himalaya নামীয় উপাদেয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই সিন্ধুনদের উৎপত্তিস্থলের পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর অপূর্ব্ব বর্ণনা সকলেরই পাঠ্য। "ইণ্ডিয়া" শব্দ এই সিন্ধু-শব্দেরই বিকৃতরূপ বলিয়া অনেকেই মনে করেন। কিন্তু তাহা বিচার-সহ নহে। চীন পরিব্রাজক হুয়েন্‌স্ সাঙ বর্ণিত "ইন্টু" (Intu) এই সিন্ধু নামেরই প্রতি-পাদক। এই সিন্ধু শব্দেরই রূপান্তরিত শব্দ "হিন্দু"—বলিয়া পাশ্চাত্য এবং পাশ্চাত্যানুরাগী অনেক গবেষক মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধুনা ক্রমেই ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কারে ঐ সকল অর্ব্বাচীন মত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ইহারই নামানুসারে সিন্ধুদেশ আখ্যাত হইয়া থাকে। "স্থল-বর্ত্মে" পারস্যদেশে যাইতে হইলে এই নদের তীর-পথেই ক্রমে অগ্রসর হইতে হয় ॥ ৬৭ ॥

তত্র হূণাবরোধানাং ভর্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্। কপোল-পাটলাদেশি বভূব রঘু-চেষ্টিতম্ ॥ ৬৮ ॥
কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ। গজালান-পরিক্লিষ্টৈরক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ ॥ ৬৯ ॥
তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠাস্তুঙ্গা দ্রবিণরাশয়ঃ। উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোসলেশ্বরম্ ॥ ৭০ ॥
ততো গৌরীগুরুং শৈলমারুরোহাশ্ব-সাধনঃ। বর্দ্ধয়ন্নিব তৎকূটানুদ্ধূতৈর্ধাতুরেণুভিঃ ॥ ৭১ ॥
শশংস তুল্যসত্ত্বানাং সৈন্যঘোষেঽপ্যসংভ্রমম্। গুহাশয়ানাং সিংহানাং পরিবৃত্যাবলোকিতম্ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়।—তত্র (উদীচ্যাং দিশি) ভর্তৃষু ব্যক্তবিক্রমং রঘু-চেষ্টিতং হূণাবরোধানাং কপোল-পাটলাদেশি বভূব ॥ ৬৮ ॥

কাম্বোজাঃ (রাজানঃ) সমরে তস্য (রঘোঃ) বীর্য্যং সোঢ়ুম্ অনীশ্বরাঃ (সন্তঃ) গজালান-পরিক্লিষ্টৈঃ অক্ষোটৈঃ সার্দ্ধম আনতাঃ (বভূবুঃ)। ৬৯ ॥

তেষাং (কাম্বোজানাং) সদশ্বভূয়িষ্ঠাঃ তুঙ্গাঃ দ্রবিণ রাশয়ঃ (এব) উপদাঃ কোসলেশ্বরং (তং রঘুং) শশ্বৎ বিবিশুঃ, (তথাপি) উৎসেকাঃ ন (বিবিশুঃ) ॥ ৭০ ॥

ততঃ (সঃ) অশ্ব-সাধনঃ (সন্) গৌরীগুরুং শৈলম্ উদ্ধূতৈঃ (অশ্বখুরোদ্ধূতৈঃ) ধাতুরেণুভিঃ তৎকূটান্ বর্দ্ধয়ন্ ইব আরুরোহ ॥ ৭১ ॥

তুল্য সত্ত্বানাং (সৈন্যৈঃ সমান বলানাং) গুহা শয়ানাং সিংহানাং পরিবৃত্য (পরাবৃত্য) অবলোকিতং (শয়িত্বা এব গ্রীবাভঙ্গেন অবলোকনং) সৈন্য-ঘোষে অপি অসম্ভ্রমং (তুচ্ছতয়া উপেক্ষাম্ ইতি ভাবঃ) শশংস। ৭২ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই স্থলে বীরবর রঘুর প্রবলপরাক্রমে হূণ নৃপতিবৃন্দ নানাপ্রকারে বিড়ম্বিত ও বিমর্দ্দিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের পত্নীগণ স্ব স্ব পতির বিয়োগ-সংবাদে ব্যাকুল হইয়া নিরন্তর করাঘাতে স্বকীয় গণ্ডস্থল আরক্ত করিয়া তুলিলেন ॥ ৬৮ ॥

রঘুর মদোদ্ধত রণমাতঙ্গ-সমূহের বন্ধনভরে সুদৃঢ় অক্ষোট-বৃক্ষগুলি যেরূপ নত হইয়া পড়িয়াছিল, রণক্ষেত্রে তদীয় প্রবল-প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, কাম্বোজ-নৃপতিগণও তদ্রূপ আনত হইয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

কাম্বোজদেশীয় রাজন্যবৃন্দ যদিও বাজি রাজি-পূর্ণ নানাবিধ উপঢৌকনের দ্বারা রঘুর মনস্তুষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহাতে নিরহঙ্কার কোসলেশ্বরের বিন্দুমাত্রও গর্ব্ব প্রকাশ পাইল না ॥ ৭০ ॥

অনন্তর রঘু অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষের উত্তর-সীমাবর্ত্তী হিমালয়-পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। তদীয় অশ্ব-সমূহের খুরের দ্বারা আহত হইয়া গৈরিকাদি ধাতু-চূর্ণ আকাশ ছাইয়া ফেলিল, মনে হইল যেন, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরগুলি ক্রমে আরও উচ্চতর হইতেছে ॥ ৭১ ॥

রঘুর অগণিত সৈন্যগণের কল-কল-শব্দে গুহাশায়ী সিংহ-সমূহ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। শুধু গ্রীবা পরাবর্ত্তন-পূর্ব্বক উপেক্ষার দৃষ্টিতে সেই পর্ব্বতপ্রকম্পিনী বিপুল বাহিনীর দিকে একবার চাহিল। এতেই তাহারা নির্ভীক ॥ ৭২ ॥

তাৎপর্য্য।—হিমালয় প্রদেশ এক সময়ে সিংহবহুল ছিল। রঘুসৈন্য এবং সিংহগণ দুই-ই প্রবল পরাক্রম, সুতরাং একের অন্যকে দেখিয়া ভীত হইবার কারণ নাই ॥ ৭২ ॥

বিবরণ।—**হূণ**।—(১) ভারতবর্ষের উত্তরস্থ ম্লেচ্ছদেশ-বিশেষ। তদ্দেশীয় ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ। (অভিঃ পৃ ১১৫৩)। পঞ্চনদের অন্তর্গত শাকল বা সিয়ালকোট জিলার চতুষ্পার্শ্বস্থিত ভূভাগের প্রাচীন নাম। হূণবংশের মিহিরকুল এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২) মানস-সরোবরের চারিদিকের ভূমিভাগকেও হূণদেশ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

(৩) মল্লিনাথের মতে, আলোচ্যস্থলে হূণ শব্দে তদ্দেশীয় ক্ষত্রিয়দিগকে বুঝাইতেছে ॥ ৬৮ ॥

কাম্বোজ।—বর্ত্তমান আফগানস্থানের উত্তরাংশ (মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অঃ ৫৭)। মনু এই দেশবাসীকে "দস্যু" বলিয়াছেন। ইহারাই বোধ হয় প্রাচীন "গান্ধার দস্যু" নামে পরিচিত। রাজ-তরঙ্গিণী অনুসারে আফগানস্থানের পূর্ব্বাংশের নাম কাম্বোজ। দ্বারকা নামে এক নগর ইহার রাজধানী ছিল। ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ দ্বারকা পুরী নহে। অন্য দ্বারকা। অশ্বের জন্য কাম্বোজ দেশ চিরপ্রসিদ্ধ। (অমর, ক্ষত্রিয়বর্গ, ৪৫ শ্লোক) (মহা, সভা, অঃ ২৬ এবং ৫১)। গজনি রাজ্যে কাম্বোজ নামে এক পার্ব্বত্যস্থল আছে। (J. A. S. B. 1838, p p. 252, 267) ॥ ৬৯ ॥

ভূর্জেষু মর্ম্মরীভূতাঃ কীচক-ধ্বনিহেতবঃ। গঙ্গা-শীকরিণো মার্গে মরুতস্তং সিষেবিরে ॥ ৭৩ ॥
বিশশ্রমুর্নমেরূণাং ছায়াস্বধ্যাস্য সৈনিকাঃ। দৃষদো বাসিতোৎসঙ্গা নিষণ্ণ-মৃগ-নাভিভিঃ ॥ ৭৪ ॥
সরলাসক্ত-মাতঙ্গ-গ্রৈবেয়-স্ফুরিতত্বিষঃ। আসন্নোষধয়ো নেতুর্নক্তমস্নেহ-দীপিকাঃ ॥ ৭৫ ॥
তস্যোৎসৃষ্টনিবাসেষু কণ্ঠরজ্জুক্ষতত্বচঃ। গজবর্ষ্ম কিরাতেভ্যঃ শশংসুর্দেবদারবঃ ॥ ৭৬ ॥
তত্র জন্যং রঘোর্ঘোরং পর্ব্বতীয়ৈর্গণৈরভূৎ। নারাচক্ষেপণীয়াশ্ম-নিষ্পেষোৎপতিতানলম্ ॥ ৭৭ ॥
শরৈরুৎসব-সঙ্কেতান্ স কৃত্বা বিরতোৎসবান্। জয়োদাহরণং বাহ্বোর্গাপয়ামাস কিন্নরান্ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়।—ভূর্জেষু (ভূর্জপত্রেষু) মর্মরীভূতাঃ কীচক-ধ্বনিহেতবঃ গঙ্গাশীকরিণঃ মরুতঃ মার্গে তং সিষেবিরে ॥ ৭৩॥

সৈনিকাঃ নমেরূণাং ছায়াসু নিষণ্ণমৃগনাভিভিঃ (নিষণ্ণানাং মৃগাণাং নাভিভিঃ) বাসিতোৎসঙ্গাঃ দৃষদঃ অধ্যাস্য বিশশ্রমুঃ ॥৭৪

সরলাসক্তমাতঙ্গ-গ্রৈবেয়-স্ফুরিত-ত্বিষঃ ওষধয়ঃ (অলন্তঃ জ্যোতির্লতাবিশেষাঃ) নক্তং নেতুঃ (তস্য রঘোঃ) অস্নেহ-দীপিকাঃ আসন্ ॥ ৭৫ ॥

তস্য (রঘোঃ) উৎসৃষ্ট-নিবাসেষু কণ্ঠরজ্জু-ক্ষত-ত্বচঃ দেবদারবঃ কিরাতেভ্যঃ গজবর্ষ্ম শশংসুঃ। (দেবদারু-স্কন্ধ-ত্বক্-ক্ষতৈঃ গজানাম্ ঔন্নত্যম্ অনুমীয়তে স্ম) । ৭৬ ॥

তত্র (হিমাদ্রৌ) রঘোঃ পর্ব্বতীয়ৈঃ গণৈঃ (পরশ্লোকোক্তৈঃ উৎসবসঙ্কেতাখ্যৈঃ) (সহ) নারাচক্ষেপণীয়াশ্মনিষ্পেষোৎপতিতানলং ঘোরং জন্যং (যুদ্ধং) অভূৎ ॥ ৭৭ ॥

সঃ (রঘুঃ) শরৈঃ উৎসব-সঙ্কেতান্ (নাম গণান্) বিরতোৎসবান্ কৃত্বা (জিত্বা) কিন্নরান্ বাহ্বোঃ জয়োদাহরণং গাপয়ামাস ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গার্থ।—গঙ্গার জলকণ-স্পর্শে সুশীতল হিমালয়-সমীর কীচক-(২য় সর্গ, ১২শ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)-বংশরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মধুর বাঁশরীর সুরে যেন সেই দিগ্বিজয়ী ভূপতির সেবা করিল। সেই মন্দ-সমীরণে ভূর্জ্জপত্রসমূহে মর্ম্মরধ্বনি সমুত্থিত হইয়া সে কীচক-সঙ্গীত আরও মধুরতর করিয়া তুলিল॥ ৭৩॥

কস্তুরী-মৃগ সকল হিমালয়ের নানাস্থানে পাষাণের উপর উপবেশন-বিচরণ করিত বলিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠ মৃগনাভি-গন্ধে সর্ব্বদা সুবাসিত থাকিত। রঘুর সৈন্য পুন্নাগ-বৃক্ষের শীতল ছায়ায়, সেই সমুদয় সুরভি শিলাতলে উপবেশনপূর্ব্বক, গিরি-পরিভ্রমণের ক্লান্তি বিদূরিত করিতে লাগিল ॥ ৭৪ ॥

অন্ধকারপূর্ণ রজনীতে দেবদারু-বৃক্ষসমূহে রঘুর রণমাতঙ্গ-গণ নিবদ্ধ ছিল। তাহাদের চাকচিক্যময় কণ্ঠশৃঙ্খলে চারিদিকের আলোকময়ী লতার দীপ্তি আসিয়া পড়ায়, সে শৃঙ্খলগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। দিগ্বিজয়ী এত বড় অসাধারণ নেতা সসৈন্যে অন্ধকারে রাত্রিযাপন করিবেন, ইহা যেন সহিতে না পারিয়াই, তরুলতা পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। তাহারা নৃপতির তৈলহীন অসাধারণ প্রদীপের কার্য্য করিল ॥ ৭৫ ॥

দেবদারু-বৃক্ষ-নিবদ্ধ তদীয় উন্নতবপুঃ গজরাজগণের কণ্ঠ-শৃঙ্খল-ঘর্ষণে বৃক্ষের ত্বক্ উন্মথিত হইত। সেই সকল ঘর্ষিত তরুগাত্র দর্শন করিয়া কিরাতগণ, রঘুর পরিত্যক্ত সেনা-নিবাসে আসিয়া তাঁহার করিবৃন্দের দেহের উচ্চতা নির্ণয় করিত॥ ৭৬॥

হিমালয়ে "উৎসব-সঙ্কেত" নামক সাতটি প্রবল রণপ্রিয় সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের সহিত রঘুর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিল। নারাচ ভিন্দিপাল ও শিলাখণ্ডের সংঘর্ষণে রণভূমি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল ॥ ৭৭ ॥

বীরবর রঘু বাণবর্ষণ দ্বারা সেই দুর্দ্ধর্ষ "উৎসব-সঙ্কেত"-দিগের যুদ্ধ-প্রিয়তা চিরদিনের মত বিনষ্ট করিলেন। তাহাদের পরাজয় দর্শনে হিমাদ্রি-বিহারী অত্যাচারিত কিন্নরগণ রণদক্ষ রঘুর সবল ভুজদ্বয়ের জয়গান করিতে লাগিল ॥ ৭৮ ॥

তাৎপর্য্য।—হিমালয়ের ভূর্জ্জপত্র কালিদাসের বড় প্রিয়। কুমারেও তিনি ইহার সমাদর করিয়াছেন। "ভূর্জ্জত্বচঃ কুঞ্জর-বিন্দুশোণাঃ"—কুমার, ১ম, শ্লোক ৭) ॥ ৭৩ ॥

ঐরূপ, "অতৈল-পূরাঃ সুরত-প্রদীপাঃ" বলিয়া হিমালয়ের জ্যোতির্লতাগুলিও কবি-কল্পনা সাদরে স্পর্শ করিয়াছে ॥ ৭৫ ॥

বিবরণ।—উৎসব-সঙ্কেত। হিমালয়প্রদেশবাসী পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ। ইহাদের মধ্যে দাম্পত্য-বন্ধনের কোন নিয়ম নাই। (অভিঃ—পৃঃ ২২৪)।

পরস্পরেণ বিজ্ঞাতস্তেষূপায়ন-পাণিষু । রাজ্ঞা হিমবতঃ সারো রাজ্ঞঃ সারো হিমাদ্রিণা ॥ ৭৯ ॥
তত্রাক্ষোভ্যং যশোরাশিং নিবেশ্যাবরুরোহ সঃ । পৌলস্ত্যতুলিতস্যাদ্রেরাদধান ইব হ্রিয়ম্ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়।—তেষু (গণেষু) উপায়ন-পাণিষু (সৎসু) পরস্পরেণ—রাজ্ঞা হিমবতঃ সারঃ বিজ্ঞাতঃ হিমাদ্রিণা রাজ্ঞঃ সারঃ (বিজ্ঞাতঃ) ॥ ৭৯ ॥

সঃ (রঘুঃ) তত্র (হিমাদ্রৌ) অক্ষোভ্যং যশোরাশিং নিবেশ্য পৌলস্ত্য-তুলিতস্য অদ্রেঃ হ্রিয়ম্ আদধানঃ ইব অবরুরোহ। (কৈলাসম্ অগত্বা এব প্রতিনিবৃত্তঃ) ॥ ৮০ ॥

বঙ্গার্থ।—হিমাচলবাসী সেই পরাজিত "উৎসব-সঙ্কেত"গণ নানা ধন-রত্নপূর্ণ উপঢৌকন লইয়া রঘুর নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাদের সেই সকল মহার্ঘ দ্রব্য-সম্ভার-দর্শনে রঘু বুঝিলেন যে, হিমালয়ের কি অসীম সম্পদ। আবার "উৎসবসঙ্কেতগণ"ও বুঝিল যে, সেই অপরাজেয় রঘুরই বা সামর্থ্য কি অনন্যসাধারণ ॥ ৭৯ ॥

কৈলাস পর্ব্বত একবার রাবণের নিকট পরাজিত হইয়াছিল। রাবণ এক ধাক্কায় বিশাল কৈলাসকে কাঁপাইয়া দিয়াছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ রঘু হিমাচলে স্বীয় বিজয়-কীর্ত্তি অবিচলিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রাবণ-বিজিত ঐ কৈলাসের দিকে আর অগ্রসর হইলেন না। মৃতের দেহে খড়্গাঘাত বীরের ধর্ম্ম নহে। দিগ্‌বিজয়ী নৃপতির এই উপেক্ষায়, না জানি কৈলাসের কতই লজ্জা জন্মিল। রঘু অবতরণ-পূর্ব্বক —কামরূপের দিকে অভিযান করিলেন ॥ ৮০ ॥

তাৎপর্য্য।—উৎসব-সঙ্কেতাখ্য দুর্দ্ধর্ষ সপ্ত-সম্প্রদায় যে ইতিপূর্ব্বে এমন ভাবে আর পরাজিত হয় নাই, তাহাই এই কবিতায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

বিবরণ।—এই উৎসব-সঙ্কেত-নামক দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বতীয় দস্যুরা সাতটি সম্প্রদায়ে পুরাকাল হইতে বিভক্ত। অর্জ্জুন ইহাদিগকে এক সময়ে পরাজিত করিয়াছিলেন।

পৌরবং যুধি নির্জ্জিত্য দস্যূন্ পর্ব্বত-বাসিনঃ।
গণানুৎসব-সঙ্কেতান্ অজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ॥
—মহাঃ সভা, ২৭ অঃ শ্লোক—১৬।

সভাপর্ব্বের ৩৯ অধ্যায়েও ইহাদের উল্লেখ আছে। মহাভারতের সময়ে এই ম্লেচ্ছ সপ্ত সম্প্রদায় পুষ্করহ্রদের সমীপে বাস করিত। ইহারা কামচার অসভ্য দস্যু-প্রকৃতির লোক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৭৮ ॥

"পৌলস্ত্য-তুলিত অদ্রি" অর্থাৎ কৈলাস পর্ব্বত। তিব্বতের মানস-সরোবরের পঁচিশ মাইল উত্তরে এবং নিতি-পাশ-নামক পার্ব্বত্য-বর্ত্মের পূর্ব্বাংশে হিমালয়ের সমুন্নত শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা প্রায় ২২০০০ ফুট। এই পর্ব্বতের পাদদেশ বেষ্টন করিয়া একটি পথ আছে, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় পঁচিশ মাইল। বন্ধুরতাহেতু ঐ পথ পরিক্রমণ করিতে প্রায় তিন দিন সময় লাগে। (Sherrings Western Fileat p, 279) বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নানা পরিব্রাজক এই। সুরম্য পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য এবং অন্যান্য তীর্থস্থল প্রভৃতির ভূয়সী বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যাঁহাদের লীলা-নিকেতন বলিয়া এই কৈলাসের এত প্রসিদ্ধি, সেই হরগৌরীর মন্দির বা কোনোরূপ প্রতীকচিহ্নের কোন নিদর্শনের কথা কেহ কিছুই বলেন নাই। (N. L. De. A. G I. p. 83।) এই কৈলাসকেই জৈনগণ "অষ্টাপদ-পর্ব্বত" বলিয়া থাকেন। গৌরী-কুণ্ড নামে একটি চিরতুষারাবৃত হ্রদ ইহার উপকণ্ঠে বিদ্যমান আছে। তীর্থগামীদিগকে এই কুণ্ডের জল-স্পর্শ-পূর্ব্বক পরিক্রমা আরম্ভ করিতে হয়। যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী এই পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত বলিয়া পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ পর্য্যটক H Straehy. বলিয়াছেন, (J. A. S. B. 1848, P. 158) "হিমালয়-পর্ব্বতের অন্য কোনো অংশই, কি সৌন্দর্য্যে, কি গাম্ভীর্য্যে, ইহার ত্রিসীমায়ও থাকিতে পারে না। ইহার বিরাট্ আকার দেখিলে, যথার্থই ইহাকে পর্ব্বতকুলের রাজা বলিয়া মনে হয়।" মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই কৈলাসকেই "হেমকূট" পর্ব্বত বলা হইয়াছে। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীয় নাটকে "হেমকূট" নামে ইহারই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বনপর্ব্বের ১৫৬ অধ্যায়ে, হিমালয়-ভ্রমণের সময়ে "কোন্ দিকে যাইতে হইবে" ভাবিয়া যুধিষ্ঠির যখন একটু চিন্তিত হইয়াছেন, তখন এক দৈববাণী বলিয়া দিল, রাজন্, এই স্থান হইতে, "বদরী" নামে বিখ্যাত নর নারায়ণের স্থান—ধনদ, অর্থাৎ কুবেরের আলয়ে গমন করুন। (শ্লোক-১২-১৬) ॥ ৮০ ॥

চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ। তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ ॥ ৮১ ॥
ন প্রসেহে স রুদ্ধার্কমধারাবর্ষদুর্দ্দিনম্। রথবর্ত্মরজোঽপ্যস্য কুত এব পতাকিনীম্ ॥ ৮২ ॥
তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডলবিক্রমম্। ভেজে ভিন্ন-কটৈর্নাগৈরন্যানুপরুরোধ যৈঃ ৮৩

অন্বয়।—তস্মিন্ (রঘৌ) তীর্ণ-লৌহিত্যে (সতি) প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ কালাগুরুদ্রুমৈঃ সহ চকম্পে ॥ ৮১ ॥

সঃ (প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ) রুদ্ধার্কম্ অধারাবর্ষদুর্দ্দিনম্ (ধারা-বৃষ্টিং বিনাপি দুর্দ্দিনীভূতং) অস্য (রঘোঃ) রথবর্ত্ম রজঃ অপি ন প্রসেহে। পতাকিনীং (সেনাং ৭) কুতঃ এব (প্রসেহে)। (ন কুতঃ অপি) ॥ ৮২ ॥

কামরূপাণাম্ ঈশঃ অত্যাখণ্ডল-বিক্রমং তং (রঘুং) ভিন্ন-কটৈঃ নাগৈঃ (সাধনৈঃ) ভেজে। (কীদৃশৈঃ নাগৈঃ ?)যৈঃ অন্যান্ (রঘুব্যতিরিক্তান্ শত্রূন্) উপরুরোধ ॥ ৮৩ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর রঘু যখন লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া তদ্দেশীয় সমুচ্চ কৃষ্ণাগুরু বৃক্ষে স্বীয় রণমাতঙ্গযূথ নিবদ্ধ করিলেন, তখন সেই বৃক্ষগুলিই শুধু যে প্রকম্পিত হইল, তাহা নহে; সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যের অধিপতিও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন ॥ ৮১ ॥

বিজয়োল্লসিত রঘুর দ্রুতগামী যুদ্ধ-রথসমূহের চক্রোত্থিত ধূলিজালে আকাশ আচ্ছন্ন হইল, সূর্য্য আবৃত হইলেন। দিবাভাগ ধারা-সম্পাত-বিহীন মেঘাচ্ছন্ন ঘোর দুর্দ্দিনের ন্যায় প্রতীত হইল। সৈন্য ত দূরের কথা। আগতপ্রায় বিপদের অগ্রদূতস্বরূপ এই ধূলি দর্শনেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপতির হৃদয় ত্রাসে কাঁপিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

তখন সেই কামরূপ-পতি বিনা যুদ্ধেই রঘুর নিকট পরিহার স্বীকার করিলেন। তিনি যে সমুদয় মদোদ্ধত গজরাজের সাহায্যে অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে অবরুদ্ধ করিতেন, সেই মদস্রাবী মাতঙ্গযূথের উপঢৌকন দ্বারা রঘুর প্রসন্নতা ভিক্ষা করিলেন ॥ ৮৩ ॥

বিবরণ।—এই কাব্যেই কিছু পরে পুলস্ত্যপুত্র রাবণকে রঘুর প্রপৌত্র রামচন্দ্র পরাজিত ও নিহত করিবেন। দিগ্‌বিজয়ার্থী মহাবীর রঘু রাবণ-বিড়ম্বিত কৈলাস-পর্ব্বতকে ঘৃণায় উপেক্ষা করিয়া শুধু কৈলাস নহে, কৈলাসবিজয়ী রাবণকেও যে কত অসমকক্ষ ও তুচ্ছ মনে করেন,—তাহা ব্যঞ্জিত হইল। উত্তরকালে যে রাবণের বিষয় বিবৃত হইবে, পাঠকগণের হৃদয়ে, তৎসম্বন্ধে একটা প্রথম রেখাপাতে কবি এই গ্রন্থের প্রধান ঘটনা-নাট্যের যবনিকার কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন। এই রঘুবংশ যে রাবণ অপেক্ষা শৌর্য্যবীর্য্যে অনেক বড়, তাহাও ব্যঞ্জসহকারে সূচিত করিলেন ॥ ৮১ ॥

লৌহিত্য।—ব্রহ্মপুত্র-নদের নামান্তর। কালিকা-পুরাণের ৮২ অধ্যায়ে লৌহিত্য ব্রহ্মাত্মজ বলিয়া উক্ত এবং তাঁহারই নামানুসারে এই নদের নাম হইয়াছে। মল্লিনাথ বলেন, লৌহিত্য একটি নদের নাম। মাতৃহত্যার পর পরশুরামের হস্ত-সংলগ্ন কুঠার এই নদে অবগাহনের পর খসিয়া পড়িয়াছিল। এই নদ প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের সীমান্ত-প্রবাহী ॥ ৮১ ॥

প্রাগ্‌জ্যোতিষ।—প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের নাম। ভূটান বা ভোট-প্রদেশ এই প্রাচীন রাজ্যের উত্তর-সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং লাক্ষা। মণিপুর, জয়ন্তী, কাছাড় এবং মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্টের অনেক অংশও এক সময়ে এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। (J. A. S. B. 1838, p. 1) মহাভারতোক্ত রাজা ভগদত্তের আবাসস্থল রংপুরও এই রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী বলিয়া কথিত হইত। (Do, p 2.) আসামের বর্ত্তমান কামরূপ জেলা গোয়ালপাড়া হইতে গৌহাটি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই কামরূপ রাজ্যেরই প্রাচীন রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে অভিহিত হইত। (কালিকা পুঃ, অঃ ৩৮)। বর্ত্তমান কামাখ্যা বা গৌহাটিই এই প্রাগ্‌জ্যোতিষ (J. R. A. S. 1900. p 25)। বর্ত্তমান গৌহাটির এক ক্রোশ পশ্চিমে নীল বা নীলকূট পর্ব্বতে অন্যতম পীঠস্থান কামাখ্যা দেবীর মন্দির। (কালিকা পুঃ অঃ ৬২।) পূর্ব্ব-কামখ্যায় দলপাণি নদীর তটে প্রসিদ্ধ-তাম্রেশ্বরীদেবীর মন্দির আছে। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের ইহাই উত্তর-পূর্ব্ব-সীমা। J. A. S. B. xvll. p. 462।) কামরূপ অতি প্রাচীন দেশ। মহাভারতে দেখি, দুর্য্যোধনের পক্ষভুক্ত, নরকাসুরের পুত্র রাজা ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জ্জুন-হস্তে নিহত হন। তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা বর্ত্তমান গৌহাটি। (মহা, উদ্যোগ, অঃ ৪ এবং যোগিনী তন্ত্র, পূর্ব্বখণ্ড, অঃ ১২)। ত্রয়োদশ-শতাব্দীর প্রথমভাগে আহম রাজগণ পূর্ব্বাঞ্চল হইতে প্রথম আসামদেশে আগমন করেন। নরকাসুর-বংশীয়গণ "ভৌম" নামে আখ্যাত হইত, (কালিকা পুঃ, অঃ ৩৯)। আহম বা অহম্—বোধ হয় ঐ ভৌম-শব্দেরই অপভ্রংশ। N. L. p. 12)। কামরূপে বহু হিন্দু-দেবদেবীর মন্দির ও তীর্থ আছে। তন্মধ্যে মহামুনির ও কামাখ্যা দেবীর মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (অভিঃ, পৃঃ ৩০২) ॥ ৮১ ॥

কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্ । রত্নপুষ্পোপহারেণ চ্ছায়ামানর্চ্চ পাদয়োঃ ॥ ৮৪ ॥
ইতি জিত্বা দিশো জিষ্ণুর্ন্যবর্ত্তত রথোদ্ধতম্ । রজো বিশ্রাময়ন্ রাজ্ঞাং ছত্রশূন্যেষু মৌলিষু ॥ ৮৫ ॥
স বিশ্বজিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্ব্বস্ব-দক্ষিণম্ । আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব ॥ ৮৬ ॥
সত্রান্তে সচিব-সখঃ পুরস্ক্রিয়াভির্গুর্ব্বীভিঃ শমিত-পরাজয়ব্যলীকান্ ।
কাকুৎস্থশ্চিরবিরহোৎসুকাবরোধান্ রাজন্যান্ স্বপুর-নিবৃত্তয়েঽনুমেনে ॥ ৮৭ ॥
তে রেখাধ্বজ-কুলিশাতপত্রচিহ্নং সম্রাজশ্চরণযুগং প্রসাদ-লভ্যম্ ।
প্রস্থানপ্রণতিভিরঙ্গুলীষু চক্রুর্ম্মৌলিস্রক্-চ্যুতমকরন্দরেণুগৌরম্ ॥ ৮৮ ॥

ইতি চতুর্থঃ সর্গঃ ।

অন্বয়।—কামরূপেশ্বরঃ হেমপীঠাধিদেবতাং তস্য (রঘোঃ) পাদয়োঃ ছায়াং রত্নপুষ্পোপহারেণ আনর্চ্চ ॥ ৮৪ ॥

জিষ্ণুঃ (সঃ রঘুঃ) ইতি দিশঃ জিত্বা রথোদ্ধতং রজঃ ছত্রশূন্যেষু রাজ্ঞাং মৌলিষু বিশ্রাময়ন্ ন্যবর্ত্তত ॥ ৮৫ ॥

সঃ (রঘুঃ) সর্ব্বস্ব-দক্ষিণং বিশ্বজিতং (নাম) যজ্ঞম্ আজহ্রে। হি (যতঃ) বারিমুচাম্ ইব সতাম্ আদানং বিসর্গায় (ভবতি) ॥ ৮৬ ॥

কাকুৎস্থঃ (রঘুঃ) সত্রান্তে সচিব-সখঃ (সন্) গুর্ব্বীভিঃ পুরস্ক্রিয়াভিঃ শমিতপরাজয়ব্যলীকান্ চিরবিরহোৎসুকাবরোধান্ রাজন্যান্ স্বপুর-নিবৃত্তয়ে অনুমেনে ॥ ৮৭ ॥

তে (রাজানঃ) রেখাধ্বজ-কুলিশাতপত্রচিহ্নং প্রসাদ-লভ্যং সম্রাজঃ (সার্ব্বভৌমস্য রঘোঃ) চরণযুগং প্রস্থান-প্রণতিভিঃ (করণৈঃ) অঙ্গুলীষু মৌলিস্রক্চ্যুতমকরন্দরেণুগৌরং চক্রুঃ ॥ ৮৮ ॥

বঙ্গার্থ।—স্বর্ণময় পাদপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-স্বরূপিণী সম্রাট্ রঘুর চরণদ্বয়ের ছায়াকে, কামরূপ-পতি নানাবিধ মণি-মাণিক্যরূপ কুসুমের উপহারে অর্চ্চিত করিলেন ॥ ৮৪ ॥

বিজেতা রঘু এই ভাবে দিগ্বিজয় করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তাঁহার নিকট যাঁহারা পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই সমুদয় অনুগামী এবং অধীন নৃপতির ছত্রশূন্য মস্তকের কিরীট, তদীয় রথচক্রের দ্বারা সমুত্থিত ধূলিপটলে ধূসরিত হইয়াছিল। বিজেতা সম্রাটের সমক্ষে বিজিত রাজা রাজ-চিহ্নস্বরূপ রাজচ্ছত্র ব্যবহার করিতে সাহসী হন না। তাই তাঁহাদের মস্তক "ছত্রশূন্য" ॥ ৮৫ ॥

স্বরাজ্যে আগমন করিয়া বিশ্ববিজয়ী রাজা রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। সে যজ্ঞের দক্ষিণা যথাসর্ব্বস্ব। সুতরাং তিনি দিগ্বিজয়পূর্ব্বক যে অজস্র ধন-রাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহার পূর্ব্ব-সঞ্চিত ধন-সম্পদ্,—সমস্তই সেই যজ্ঞে নিঃশেষে ব্যয়িত হইল। মেঘ ভূতল হইতে যে বাষ্প উত্তোলন করে, তাহা যেমন আবার ধারারূপে বর্ষণ করে, সাধুগণের অর্জ্জিত ধন-সম্পদ্ও তদ্রূপ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

যজ্ঞশেষে মন্ত্রি-প্রিয় রঘু মন্ত্রিবৃন্দের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক বহুমানপুরঃসর প্রভূত পুরস্কার-প্রদানে পরাজিত নৃপতি-দিগের পরাজয়-দুঃখের অপনোদন করিলেন। বহুদিন তাঁহারা বিজেতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছেন, তাঁহাদের অন্তঃপুর-কামিনীগণের উৎকণ্ঠার অবধি নাই, আজ রঘু তাঁহাদিগের স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিতে অনুমতি দিয়া—সেইখানে দুঃখের অবসান করিলেন ॥ ৮৭ ॥

প্রস্থানকালে সেই সেই ভূপালবৃন্দ আসিয়া রঘুর অনুগ্রহ-লভ্য, ধ্বজ-বজ্র-ছত্র-রেখাঙ্কিত চরণে প্রণত হইলেন। তাঁহাদের মৌলি-মালার মকরন্দ ও পরাগে সম্রাটের পাদাঙ্গুলিগুলি গৌরবর্ণে অনুরঞ্জিত হইল ॥ ৮৮ ॥

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং নিঃশেষবিশ্রাণিতকোষজাতম্ ।
উপাত্ত-বিদ্যো গুরুদক্ষিণার্থী কৌৎসঃ প্রপেদে বরতন্তু-শিষ্যঃ ॥ ১ ॥

স মৃন্ময়ে বীত-হিরণ্ময়ত্বাৎ পাত্রে নিধায়ার্ঘ্যমনর্ঘ-শীলঃ ।
শ্রুত-প্রকাশং যশসা প্রকাশঃ প্রত্যুজ্জগামাতিথিমাতিথেয়ঃ ॥ ২ ॥

তমর্চ্চয়িত্বা বিধিবদ্ বিধিজ্ঞস্তপোধনং মান-ধনাগ্রযায়ী ।
বিশাম্পতির্বিষ্টরভাজমারাৎ কৃতাঞ্জলিঃ কৃত্যবিদিত্যুবাচ ॥ ৩ ॥

অপ্যগ্রণীর্মন্ত্রকৃতামৃষীণাং কুশাগ্রবুদ্ধে ! কুশলী গুরুস্তে ।
যতস্ত্বয়া জ্ঞানমশেষমাপ্তং লোকেন চৈতন্যমিবোষ্ণরশ্মেঃ ॥ ৪ ॥

কায়েন বাচা মনসাপি শশ্বদ্ যৎ সম্ভৃতং বাসব-ধৈর্য্য-লোপি ।
আপাদ্যতে ন ব্যয়মন্তরায়ৈঃ কচ্চিন্মহর্ষেস্ত্রিবিধং তপস্তৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—বিশ্বজিতি অধ্বরে নিঃশেষ-বিশ্রাণিত-কোষজাতং তং ক্ষিতীশং (রঘুং) উপাত্ত-বিদ্যঃ গুরুদক্ষিণার্থী বরতন্তু-শিষ্যঃ কৌৎসঃ প্রপেদে ॥ ১ ॥

অনর্ঘ-শীলঃ যশসা প্রকাশঃ আতিথেয়ঃ সঃ (রঘুঃ) বীতহিরণ্ময়ত্বাৎ মৃন্ময়ে পাত্রে অর্ঘ্যং নিধায় শ্রুত-প্রকাশম্ অতিথিং (তং কৌৎসং) প্রত্যুজ্জগাম ॥ ২ ॥

বিধিজ্ঞঃ মান-ধনাগ্রযায়ী কৃত্যবিৎ বিশাংপতিঃ (সঃ রঘুঃ) বিষ্টরভাজং তং তপোধনং বিধিবৎ অর্চ্চয়িত্বা আরাৎ কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) ইতি (বক্ষ্যমাণ-প্রকারম্) উবাচ ॥ ৩ ॥

হে কুশাগ্রবুদ্ধে ! মন্ত্রকৃতাম্ ঋষীণাম অগ্রণীঃ তে গুরুঃ (বরতন্তুঃ) কুশলী অপি ? (কুশলী কিম্ ?—"অপি" প্রশ্নে)। যতঃ (যস্মাৎ গুরোঃ) ত্বয়া অশেষং জ্ঞানং লোকেন উষ্ণরশ্মেঃ চৈতন্যম্ ইব আপ্তম্ ॥ ৪ ॥

কায়েন বাচা মনসা অপি (করণেন) বাসবধৈর্য্যলোপি যৎ তপঃ শশ্বৎ সম্ভৃতং, মহর্ষেঃ ত্রিবিধং তৎ (তপঃ) অন্তরায়ৈঃ ব্যয়ং ন আপাদ্যতে কচ্চিৎ (কিম্ ?) ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—মহারাজ রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সমস্ত ধনরাশি দান করিয়াছেন। হস্ত কপর্দ্দক-শূন্য। এমন সময়ে, বেদাধ্যয়ন-সমাপনান্তে, গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত ধন-কামনায়, কৌৎস-নামক, বরতন্তু-মুনির এক তাপস শিষ্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ॥ ১ ॥

অসাধারণ-চরিত, প্রথিত-যশাঃ পরম আতিথেয় রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়াছিলেন। কৌৎসের ন্যায় কৃতবিদ্য তাপস ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিবার মত একটি সুবর্ণ-নির্ম্মিত অর্ঘ্যপাত্র পর্য্যন্ত তাঁহার ছিল না, তাই তিনি সামান্য একটি মৃন্ময় পাত্রে অর্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক অতিথিকে অভ্যর্থিত করিলেন। ॥ ২ ॥

বরেণ্যকুল-শিরোমণি, কার্য্যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান-নিপুণ রঘু তপোধনকে যথানিয়মে অর্চ্চনা করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন এবং স্বয়ং অঞ্জলি-বদ্ধ-করে, তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—॥ ৩ ॥

হে তীক্ষ্ণবুদ্ধি তপোধন ! জগৎ সৌরকররাশির নিকট হইতে যেমন চৈতন্যপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আপনি যে মহাত্মাগের নিকট হইতে অসীম জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছেন, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুলের অগ্রণী, আপনার সেই গুরুদেবের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত ? ॥ ৪ ॥

মহর্ষি বরতন্তু নিরন্তর কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রেরও আশঙ্কা-জনক যে উগ্র তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার সেই ত্রিবিধ তপস্যার কোনরূপ বিঘ্ন হইতেছে না ত ? ॥ ৫ ॥

আধারবন্ধ-প্রমুখৈঃ প্রযত্নৈঃ সংবর্দ্ধিতানাং সুতনির্ব্বিশেষম্।
কচ্চিন্ন বায়্বাদিরুপপ্লবো বঃ শ্রমচ্ছিদামাশ্রমপাদপানাম্? ॥ ৬ ॥
ক্রিয়ানিমিত্তেষ্বপি বৎসলত্বাদভগ্নকামা মুনিভিঃ কুশেষু।
তদঙ্কশয্যা-চ্যুত-নাভিনালা কচ্চিন্মৃগীণামনঘা প্রসূতিঃ? ॥ ৭ ॥
নির্ব্বর্ত্ত্যতে যৈর্নিয়মাভিষেকো যেভ্যো নিবাপাঞ্জলয়ঃ পিতৃণাম্।
তান্যুঞ্ছষষ্ঠাঙ্কিতসৈকতানি শিবানি বস্তীর্থজলানি কচ্চিৎ? ॥ ৮ ॥
নীবারপাকাদি কড়ঙ্করীয়ৈরামৃশ্যতে জানপদৈর্ন কচ্চিৎ।
কালোপপন্নাতিথি-কল্প্য-ভাগং বন্যং শরীরস্থিতি-সাধনং বঃ ॥ ৯ ॥
অপি প্রসন্নেন মহর্ষিণা ত্বং সম্যগ্‌বিনীয়ানুমতো গৃহায়।
কালো হ্যয়ং সংক্রমিতুং দ্বিতীয়ং সর্ব্বোপকারক্ষমমাশ্রমং তে ॥ ১০

অন্বয়।—আধারবন্ধ-প্রমুখৈঃ প্রযত্নৈঃ সুতনির্ব্বিশেষং সংবর্দ্ধিতানাং শ্রমচ্ছিদাম্ আশ্রম-পাদপানাং বায়্বাদিঃ উপপ্লবঃ ন কচ্চিৎ? ৬

ক্রিয়া-নিমিত্তেষু অপি কুশেষু মুনিভিঃ বৎসলত্বাৎ অভগ্ন-কামা তদঙ্কশয্যা-চ্যুত-নাভি-নালা মৃগীণাং প্রসূতিঃ অনঘা কচ্চিৎ? ৭।

যৈঃ (তীর্থজলৈঃ) নিয়মাভিষেকঃ নির্ব্বর্ত্ত্যতে, যেভ্যঃ (জলেভ্যঃ) পিতৃণাং নিবাপাঞ্জলয়ঃ (নির্ব্বর্ত্ত্যন্তে), উঞ্ছষষ্ঠাঙ্কিত-সৈকতানি তানি বঃ (যুষ্মাকং) তীর্থজলানি শিবানি কচ্চিৎ? ৮ ॥

কালোপপন্নাতিথি-কল্প্য-ভাগং বন্যং শরীর-স্থিতি-সাধনং বঃ (যুষ্মাকং) নীবার-পাকাদি জানপদৈঃ কড়ঙ্করীয়ৈঃ ন আমৃশ্যতে কচ্চিৎ? ৯ ॥

প্রসন্নেন মহর্ষিণা সম্যগ্‌ বিনীয় গৃহায় (গৃহস্থাশ্রমং প্রবেষ্টুং) ত্বম্ অনুমতঃ অপি? (কিম্)? হি (যতঃ) সর্ব্বোপকারক্ষমং দ্বিতীয়ম্ আশ্রমং সংক্রমিতুম্ অয়ং কালঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—মূলদেশে জলরক্ষার জন্য, আলবাল-বন্ধন এবং অন্যান্য নানাবিধ যত্নে আপনারা, পুত্রনির্ব্বিশেষে, যে সকল তপোবনতরু সংবর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছেন, প্রবল বাত্যা বা দাবানল প্রভৃতি উৎপাতে আপনাদের সেই সকল শ্রান্তিনাশক আশ্রম-তরুর কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই ত? ॥ ৬ ॥

যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত প্রয়োজনীয় কুশাদি ভক্ষণে মৃগ-শাবকগণ অভিলাষী হইলে, স্নেহবশতঃ আপনারা তাহাতে বাধা দেন না,—সদ্যঃ-প্রসূত সেই সকল হরিণশিশু ভাল করিয়া চলাফেরা করিতে না পারা পর্য্যন্ত আপনারা তাহাদিগকে কোলে কোলেই রাখেন, তাহাদের নাভি-নাল বা নাভি-সংলগ্ন নাড়ী শুকাইয়া আপনাদেরই কোলের উপর পড়ে,—তাপস! এত ভালো যাহাদিগকে বাসেন,—সেই মৃগ-শিশুরা নিরাপদে আছে ত? ॥ ৭ ॥

যে সকল তীর্থজলে আপনারা নিয়মিত স্নানাদি ও পিতৃপুরুষের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন, যাহাদের সিকতাময় তটদেশে আপনাদের কর্ত্তৃক উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত নীবারধান্যাদির ষষ্ঠাংশ ভূস্বামীর উদ্দেশ্যে ভাগে ভাগে সংরক্ষিত থাকে,—ঋষিবর! আপনাদের সেই তীর্থজল-সমূহের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই ত? ॥ ৮ ॥

যথাসময়ে সমাগত অতিথিদিগকে আপনারা যে নীবার-ধান্যের অংশ বিভাগ করিয়া দেন, আপনাদের শরীররক্ষার প্রধান সাধনস্বরূপ সেই সকল শস্য, গ্রাম হইতে আসিয়া তৃষপ্রিয় পশুগণ নষ্ট করে না ত? ॥ ৯ ॥

আপনার গুরু মহর্ষি বরতন্তু কি আপনাকে সর্ব্বশাস্ত্রে সম্যক্ শিক্ষা দানপূর্ব্বক প্রসন্ন-হৃদয়ে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি দিয়াছেন? কেন না, আপনার যে বয়ঃক্রম, তাহাতে অন্যান্য সকল আশ্রমের উপকার-সমর্থ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার এই-ই উপযুক্ত সময় ॥ ১০ ॥

তবার্হতো নাভিগমেন তৃপ্তং মনো নিয়োগক্রিয়য়োৎসুকং মে
অপ্যাজ্ঞয়া শাসিতুরাত্মনা বা প্রাপ্তোঽসি সম্ভাবয়িতুং বনান্ মাম্ ॥ ১১ ॥
ইত্যর্ঘ্যপাত্রানুমিতব্যয়স্য রঘোরুদারামপি গাং নিশম্য।
স্বার্থোপপত্তিং প্রতি দুর্ব্বলাশস্তমিত্যবোচদ্ বরতন্তু-শিষ্যঃ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বত্র নো বার্ত্তমবেহি রাজন্! নাথে কুতস্ত্বয্যশুভং প্রজানাম্।
সূর্য্যে তপত্যাবরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা? ॥ ১৩ ॥
ভক্তিঃ প্রতীক্ষ্যেষু কুলোচিতা তে পূর্ব্বান্ মহাভাগ! তয়াতিশেষে।
ব্যতীতকালস্ত্বহমভ্যুপেতস্ত্বামর্থি-ভাবাদিতি মে বিষাদঃ ॥ ১৪ ॥
শরীরমাত্রেণ নরেন্দ্র! তিষ্ঠন্নাভাসি তীর্থপ্রতিপাদিতর্দ্ধিঃ।
আরণ্যকোপাত্তফলপ্রসূতিঃ স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—অর্হতঃ তব অভিগমেন নিয়োগ-ক্রিয়য়া উৎসুকং মে মনঃ ন তৃপ্তম্? শাসিতুঃ (গুরোঃ) আজ্ঞয়া অপি আত্মনা বা মাং সম্ভাবয়িতুং বনাৎ প্রাপ্তঃ অসি ॥ ১১ ॥

অর্ঘ্যপাত্রানুমিত-ব্যয়স্য রঘোঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তাম্) উদারাম্ অপি গাং নিশম্য বরতন্তুশিষ্যঃ স্বার্থোপপত্তিং প্রতি দুর্ব্বলাশঃ (সন্) তং (রঘুং) ইতি অবোচৎ ॥ ১২ ॥

হে রাজন্! (ত্বং) সর্ব্বত্র নঃ (অস্মাকং) বার্ত্তম্ অবেহি। ত্বয়ি নাথে (সতি) প্রজানাম্ অশুভং কুতঃ? সূর্য্যে তপতি (সতি) তমিস্রা লোকস্য দৃষ্টেঃ আবরণায় কথং কল্পেত? ১৩ ॥

প্রতীক্ষ্যেষু ভক্তিঃ তে কুলোচিতা, হে মহাভাগ। তয়া (ভক্ত্যা) পূর্ব্বান্ অতিশেষে (ত্বমিতি শেষঃ)। তু (কিন্তু) অহং ব্যতীতকালঃ (সন্) অর্থি-ভাবাৎ ত্বাম অভ্যুপেতঃ—ইতি মে বিষাদঃ ॥ ১৪ ॥

হে নরেন্দ্র! তীর্থ-প্রতি-পাদিতর্দ্ধিঃ (ত্বং) শরীরমাত্রেণ তিষ্ঠন্ (সন্) আরণ্যকোপাত্ত-ফল-প্রসূতিঃ স্তম্বেন অবশিষ্টঃ নীবারঃ ইব আভাসি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার আলয়ে উপনীত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু কেবল এই আগমনেই আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতেছে না। আপনার কোনরূপ আদেশ পালনের নিমিত্ত আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক। তপোধন! আপনি কি গুরুর আদেশে না নিজেই আমাকে কৃতার্থ করিতে তপোবন হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন? ॥ ১১ ॥

বরতন্তু-শিষ্য রাজ-রাজেশ্বর রঘুর এইরূপ উদার বাক্যাবলী শ্রবণ করিলেও, নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি যে সুদূর-পরাহত তাহা তদীয় মৃন্ময় অর্ঘ্য-পাত্র দর্শনেই বুঝিতে পারিলেন এবং রঘুকে কহিতে লাগিলেন। ১২ ॥

মহারাজ! আমাদের সর্ব্ববিষয়েই কুশল জানিবেন। আপনি যাহাদের রক্ষাকর্ত্তা, সেই প্রজাপুঞ্জের অমঙ্গল-সম্ভাবনা কোথায়? অংশুমালী যখন অংশুজাল বিস্তার করেন, তখন কি অন্ধকার লোকলোচনের দৃষ্টিরোধ করিতে সমর্থ হয়? ॥ ১৩ ॥

পূজ্যের প্রতি ভক্তি আপনার বংশানুক্রমিক হইলেও আপনি কিন্তু আজ সেই ভক্তিবলে আপনার পূর্ব্ব-বংশধরদিগকে অতিক্রম করিলেন, কিন্তু আমি সময় থাকিতে আসিয়া আপনার নিকট গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করিতে পারি নাই, এই জন্যই আমার যা দুঃখ ॥ ১৪ ॥

নরনাথ! সৎপাত্রে সর্ব্বস্ব দান করিয়া আপনি কেবল শরীর ধারণ করিয়া আছেন। অরণ্যচর তপস্বিগণ শস্য-চয়ন করিয়া লইয়া গেলে যেমন নীবারের শুধু স্তম্বই অবশিষ্ট থাকে, ধনহীন আপনার এখন তদ্রূপ কেবল দেহই অবশিষ্ট ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—ঠিক এই ভাবেরই একটি কবিতা শকুন্তলায় পাওয়া যায়। দুষ্মন্তের প্রশ্নের উত্তরে কণ্বশিষ্য বলিতেছেন।—
"কুতো ধর্ম্ম-ক্রিয়াবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বয়ি।
তমস্তপতি ঘর্ম্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি॥" ১৩॥

স্থানে ভবানেকনরাধিপঃ সন্নকিঞ্চনত্বং মখজং ব্যনক্তি ।
পর্য্যায়পীতস্য সুরৈর্হিমাংশোঃ কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি বৃদ্ধেঃ ॥ ১৬॥
তদন্যতস্তাবদনন্য-কার্য্যো গুর্ব্বর্থমাহর্ত্তুমহং যতিষ্যে ।
স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং নার্দ্দতি চাতকোঽপি ॥ ১৭॥
এতাবদুক্ত্বা প্রতিযাতুকামং শিষ্যং মহর্ষের্নৃপতির্নিষিধ্য ।
কিং বস্তু বিদ্বন্ গুরবে প্রদেয়ং ত্বয়া কিয়দ্বেতি তমন্বযুঙ্‌ক্ত ॥ ১৮॥
ততো যথাবদ্ বিহিতাধ্বরায় তস্মৈ স্ময়াবেশ-বিবর্জ্জিতায় ।
বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে স বর্ণী বিচক্ষণঃ প্রস্তুতমাচচক্ষে ॥ ১৯॥
সমাপ্ত-বিদ্যেন ময়া মহর্ষির্বিজ্ঞাপিতোঽভূৎ গুরুদক্ষিণায়ৈ ।
স মে চিরায়াস্খলিতোপচারাং তাং ভক্তিমেবাগণয়ৎ পুরস্তাৎ ॥ ২০॥

অন্বয়।—ভবান্ এক-নরাধিপঃ সন্ মখজম্ অকিঞ্চনত্বং ব্যনক্তি (ইতি) স্থানে (যুক্তম্)। হি (তথাহি) সুরৈঃ পর্য্যায়-পীতস্য হিমাংশোঃ কলাক্ষয়ঃ বৃদ্ধেঃ শ্লাঘ্যতরঃ (ভবতি)॥ ১৬॥

তৎ (তস্মাৎ) তাবৎ অনন্যকার্য্যঃ অহম্ অন্যতঃ গুর্ব্বর্থম্ আহর্ত্তুং যতিষ্যে। তে স্বস্তি অস্তু। চাতকঃ অপি নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং ন অর্দ্দতি॥ ১৭॥

এতাবৎ উক্ত্বা প্রতিযাতু-কামং মহর্ষেঃ শিষ্যং নৃপতিঃ নিষিধ্য, হে বিদ্বন্! ত্বয়া গুরবে প্রদেয়ং বস্তু কিং, কিয়ৎ বা,—ইতি অন্বযুঙ্‌ক্ত॥ ১৮॥

ততঃ যথাবৎ বিহিতাধ্বরায় স্ময়াবেশ-বিবর্জ্জিতায় বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে বিচক্ষণঃ সঃ বর্ণী প্রস্তুতম্ আচচক্ষে॥ ১৯॥

সমাপ্ত-বিদ্যেন ময়া মহর্ষিঃ গুরুদক্ষিণায়ৈ বিজ্ঞাপিতঃ অভূৎ। সঃ (গুরুশ্চ) চিরায় অস্খলিতোপচারাং তাং (দুষ্করাং) ভক্তিম্ এব পুরস্তাৎ অগণয়ৎ॥ ২০॥

বঙ্গার্থ।—রাজন্! আপনি সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াও বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব ত্যাগপূর্ব্বক আজ দীন-হীনের ন্যায় হইয়াছেন;—কিন্তু ইহাতে দুঃখ করিবেন না। আপনার এই বর্ত্তমান নিঃস্ব-ভাবই ভবিষ্যতের অনন্ত শ্রীবৃদ্ধিরই হেতু! নরনাথ! কৃষ্ণপক্ষে সুধাকরের এক এক অংশ বা কলা দেবগণ পান করেন বলিয়া ক্রমে ঘোর অমানিশার আবির্ভাব হয়, কিন্তু পরে আবার পূর্ণিমার রজনীতে সেই সুধাংশুই কি সম্পূর্ণ অবস্থায় বিশ্ব আলোকিত করেন না? আপনার এই অবস্থাও তদ্রূপ ভাবী অভ্যুদয়ের কারণ জানিবেন। দানধ্যানে এই যে নিঃস্বত্ব, ইহা চন্দ্রের ন্যায় আপনারও শ্রীবৃদ্ধি অপেক্ষা শতধা গৌরবজনক॥ ১৬॥

রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক। আমিও গুরুদক্ষিণা সংগ্রহের নিমিত্ত অন্য কোনো দানশীল ব্যক্তির দ্বারস্থ হই গিয়া। ভাবিয়া দেখুন,—মেঘ-জল ছাড়া চাতকের অন্য কোনো পানীয় না থাকিলেও, সে কিন্তু শরতের জলহীন মেঘের নিকট পিপাসায় মরিয়া গেলেও কখনো "জল জল" বলিয়া প্রার্থনা করে না॥ ১৭॥

মহর্ষি-শিষ্য কৌৎস এই বলিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে রাজা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধীমন্! আপনার গুরুকে কি বস্তু দিতে হইবে এবং তাহার পরিমাণই বা কত?"॥ ১৮॥

অনন্তর বিচক্ষণ ব্রহ্মচারী কৌৎস, যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠাতা, গর্ব্বলেশ-পরিশূন্য বর্ণাশ্রম-রক্ষক নৃপতিকে প্রকৃত বিষয় বলিতে লাগিলেন॥ ১৯॥

রাজন্! শুনুন, বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া "কিরূপ গুরু-দক্ষিণা দিতে হইবে"—মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। গুরু বলিলেন—"তোমার অব্যাহত ও প্রগাঢ় গুরুভক্তিই আমি দক্ষিণার অনেক অধিক বলিয়া গণ্য করিয়াছি, আর কিছু দিতে হইবে না"॥ ২০॥

নির্ব্বন্ধ-সঞ্জাত-রুষার্থকার্শ্যমচিন্তয়িত্বা গুরুণাহমুক্তঃ।
বিত্তস্য বিদ্যা-পরিসংখ্যয়া মে কোটীশ্চতস্রো দশ চাহরেতি ॥ ২১ ॥
সোঽহং সপর্য্যা-বিধিভাজনেন মত্বা ভবন্তং প্রভুশব্দশেষম্।
অভ্যুৎসহে সম্প্রতি নোপরোদ্ধু-মল্পেতরত্বাচ্ছ্রুত-নিষ্ক্রয়স্য ॥ ২২ ॥
ইত্থং দ্বিজেন দ্বিজরাজ-কান্তিরাবেদিতো বেদ-বিদাং বরেণ।
এনোনিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তিরেনং জগাদ ভূয়ো জগদেকনাথঃ ॥ ২৩ ॥
গুর্ব্বর্থমর্থী শ্রুত-পারদৃশ্বা রঘোঃ সকাশাদনবাপ্য কামম্।
গতো বদান্যান্তরমিত্যয়ং মে মা ভূৎ পরীবাদনবাবতারঃ ॥ ২৪ ॥
স ত্বং প্রশস্তে মহিতে মদীয়ে বসংশ্চতুর্থোঽগ্নিরিবাগ্ন্যগারে।
দ্বিত্রাণ্যহান্যর্হসি সোঢ়ুমর্হন্! যাবদ্ যতে সাধয়িতুং ত্বদর্থম্ ॥ ২৫ ॥
তথেতি তস্যাবিতথং প্রতীতঃ প্রত্যগ্রহীৎ সঙ্গরমগ্রজন্মা।
গামাত্ত-সারাং রঘুরপ্যবেক্ষ্য নিষ্ক্রষ্টুমর্থং চকমে কুবেরাৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—নির্ব্বন্ধ-সঞ্জাত-রুষা গুরুণা অর্থকার্শ্যম্ অচিন্তয়িত্বা অহং, বিদ্যা-পরি-সংখ্যয়া (এব) বিত্তস্য চতস্রঃ দশ চ কোটীঃ (চতুর্দ্দশকোটীঃ) মে আহর—ইতি উক্তঃ ॥ ২১ ॥

সঃ অহং সপর্য্যাবিধিভাজনেন ভবন্তং প্রভু-শব্দ-শেষং মত্বা শ্রুতনিষ্ক্রয়স্য অল্পেতরত্বাৎ সম্প্রতি উপরোদ্ধুং ন অভ্যুৎসহে ॥২২॥

দ্বিজ-রাজ-কান্তিঃ এনোনিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ জগদেকনাথঃ (সঃ রঘুঃ) বেদবিদাং বরেণ দ্বিজেন (কৌৎসেন) ইত্থম্ আবেদিতঃ (সন্) এনং (কৌৎসং) ভূয়ঃ জগাদ ॥ ২৩ ॥

শ্রুত-পারদৃশ্বা গুর্ব্বর্থম্ অর্থী রঘোঃ সকাশাৎ কামম্ অনবাপ্য বদান্যান্তরং গতঃ—ইতি (এবংরূপঃ) অয়ং পরীবাদ-নবাবতারঃ মে মা ভূৎ ॥ ২৪ ॥

সঃ ত্বং মহিতে প্রশস্তে মদীয়ে অগ্ন্যগারে চতুর্থঃ অগ্নিঃ ইব বসন্ দ্বিত্রাণি অহানি সোঢ়ুম্ অর্হসি। হে অর্হন্! ত্বদর্থং সাধয়িতুং যাবৎ যতে ॥ ২৫ ॥

অগ্রজন্মা (কৌৎসঃ) প্রতীতঃ (সন্) তস্য (রঘোঃ) অবিতথং সঙ্গরং (প্রতিজ্ঞাং) তথা—ইতি প্রত্যগ্রহীৎ। রঘুঃ অপি গাম্ আত্ত-সারাম্ (গৃহীতধনাম্) অবেক্ষ্য কুবেরাৎ অর্থং নিষ্ক্রষ্টুং চকমে ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—আমি তবুও ছাড়িলাম না। বার বার জিদ্ করিতে লাগিলাম। তাহাতে তিনি চটিয়া গেলেন ও আমার অর্থকৃচ্ছ্রতার বিষয় চিন্তা না করিয়াই বলিয়া বসিলেন,—"তুমি চতুর্দ্দশটি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, প্রত্যেক বিদ্যায় এক কোটি করিয়া আমাকে চতুর্দ্দশ কোটি সুবর্ণ দক্ষিণা দাও ॥ ২১ ॥

সেই আমি কত বড় বিপদে পড়িয়াছি,—ভাবিয়া দেখুন। কিন্তু মৃন্ময় অর্ঘ্যপাত্র দর্শনেই বুঝিতে পারিয়াছি যে, আপনি এখন শুধু নামতঃ রাজা, তাই আমার প্রদেয় গুরুদক্ষিণার সংখ্যাধিক্য স্মরণ করিয়া আপনাকে উপরোধ করিতে আর তেমন আগ্রহ হইতেছে না ॥ ২২ ॥

বেদজ্ঞ-শিরোমণি ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক এইভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়া সেই শশাঙ্ক সুন্দর, জিতেন্দ্রিয়, জগৎপতি রঘু তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,— ॥ ২৩ ॥

"বেদবিৎ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা পূর্ব্বক বিফলমনোরথ হইয়া রঘুর নিকট হইতে অন্য দাতার নিকটে গিয়াছেন—আমার এবংবিধ দুর্নাম ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। ধীমন্! এতাদৃশ পরীবাদের এই প্রথম সৃষ্টি যেন না হয় ॥ ২৪ ॥

"হে পূজ্যপাদ! কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমার একান্ত পূজনীয় প্রশস্ত অগ্নি-গৃহে চতুর্থ অগ্নির ন্যায় দুই তিনটি দিন মাত্র অপেক্ষা করুন, আমি এই সময়ের মধ্যে আপনার ঈপ্সিত গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইব" ॥ ২৫ ॥

দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ কৌৎসও "তথাস্তু" বলিয়াই রঘুর অমোঘ প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইলেন। এদিকে, বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়-কালে পৃথিবীকে একপ্রকার ধনশূন্য করিয়াছেন ভাবিয়া রঘুও, এবার ভূলোক ছাড়িয়া দ্যুলোকে ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

বশিষ্ঠমন্ত্রোক্ষণজাৎ প্রভাবাদুদন্বদাকাশমহীধরেষু
মরুৎ-সখস্যেব বলাহকস্য গতির্বিজঘ্নে ন হি তদ্রথস্য ॥ ২৭ ॥
অথাধিশিশ্যে প্রযতঃ প্রদোষে রথং রঘুঃ কল্পিত-শস্ত্র-গর্ভম্।
সামন্তসম্ভাবনয়ৈব ধীরঃ কৈলাসনাথং তরসা জিগীষুঃ ॥ ২৮ ॥
প্রাতঃ প্রয়াণাভিমুখায় তস্মৈ সবিস্ময়াঃ কোষ-গৃহে নিযুক্তাঃ।
হিরণ্ময়ীং কোষগৃহস্য মধ্যে বৃষ্টিং শশংসুঃ পতিতাং নভস্তঃ ॥ ২৯ ॥
তং ভূপতির্ভাস্বরহেমরাশিং লব্ধং কুবেরাদভিযাস্যমানাৎ।
দিদেশ কৌৎসায় সমস্তমেব পাদং সুমেরোরিব বজ্রভিন্নম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—বশিষ্ঠ-মন্ত্রোক্ষণজাৎ প্রভাবাৎ (হেতোঃ) উদন্বদাকাশ-মহীধরেষু মরুৎসখস্য বলাহকস্য ইব তদ্রথস্য গতিঃ ন বিজঘ্নে হি ॥ ২৭ ॥

অথ প্রদোষে প্রযতঃ ধীরঃ (চ) রঘুঃ সামন্ত-সম্ভাবনয়া এব (রাজ-মাত্রমিতি বিবিচ্য) কৈলাস-নাথং তরসা জিগীষুঃ (সন্) কল্পিত-শস্ত্র-গর্ভং রথম্ অধিশিশ্যে ॥ ২৮ ॥

প্রাতঃ প্রয়াণাভিমুখায় তস্মৈ কোষগৃহে নিযুক্তাঃ (ভাণ্ডারিকাঃ) সবিস্ময়াঃ (সন্তঃ) কোষগৃহস্য মধ্যে নভস্তঃ (আকাশাৎ) পতিতাং হিরণ্ময়ীং বৃষ্টিং শশংসুঃ ॥ ২৯ ॥

ভূপতিঃ (রঘুঃ) অভিযাস্যমানাৎ কুবেরাৎ লব্ধং বজ্র-ভিন্নং সুমেরোঃ পাদম্ ইব (স্থিতং) তং ভাস্বরহেমরাশিং সমস্তম্ এব কৌৎসায় দিদেশ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—কুলগুরু বশিষ্ঠের মন্ত্রপ্রভাবে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল—সর্ব্বত্র, বায়ুসখা মেঘের ন্যায় রঘুরথের গতি অব্যাহত। সুতরাং কুবের-জয় তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর ॥ ২৭ ॥

কৈলাস-নাথ কুবের এক জন সামান্য রাজা মাত্র, সুতরাং সে জন্য তেমন একটা আড়ম্বর অনাবশ্যক,—মনে করিয়া ধীর রঘু স্বীয় বাহুবলেই তাঁহাকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া, সায়ংকালে সংযতভাবে অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ রথে শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ২৮ ॥

প্রত্যূষে রঘু অভিযানে সবে যাত্রা করিবেন,—এমন সময়ে কোষাগারের রক্ষকগণ আসিয়া নিবেদন করিল যে, নিশাভাগে শূন্য হইতে কোষগৃহের মধ্যে স্বর্ণবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে ॥ ২৯ ॥

অভিযান ভয়ে ভীত কুবেরের নিকট হইতে প্রাপ্ত, বজ্রদ্বারা বিভগ্ন সুমেরুপর্ব্বতের পাদ অর্থাৎ প্রত্যন্ত-পর্ব্বতের ন্যায় সেই সমস্ত ভাস্বর সুবর্ণরাশি, দানবীর রঘু গুরুদক্ষিণাভিলাষী কৌৎসকে প্রসন্নচিত্তে অর্পণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—রঘু কুবেরের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহে অভিলাষী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বদ্ধ-পরিকর হইলেন। কেন?

চতুর্থ সর্গের ৮০ কবিতায় উক্ত হইয়াছে যে, রাবণ এক সময়ে কুবেরের রাজধানী কৈলাস পর্ব্বতকে প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, কৈলাসনাথ কুবের তখন আনতমস্তকে রাবণ-কৃত অভিভব মানিয়া লইয়াছিলেন। এ হেন হীনবীর্য্যের রাজ্য বিশ্ববিজয়ী বীরোত্তম রঘু আক্রমণের অযোগ্য মনে করিয়াই তখন সে দিকে যান নাই। কেবল ধন-সংগ্রহই যদি রঘুর দিগ্‌বিজয়ের উদ্দেশ্য হইত, তবে অবাধে তিনি এক "ধনাধিপ" কুবেরের অনায়াস-জেয় রাজ্য জয় করিয়াই তাহা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ করিতে পারিতেন। কিন্তু বীর-বিজয়ই তাঁহার মুখ্য লক্ষ্য ছিল, ধনসঞ্চয় নহে। তাই বীরত্ব-বর্জ্জিত সুখমগ্ন বিলাসী যক্ষপতির দিকে দৃক্‌পাতও করেন নাই। এখন প্রবল প্রয়োজন উপস্থিত। দিগ্বিজয় ছিল আত্মার্থমূলক, আর এই ধনসংগ্রহ পরার্থমূলক। তাই আত্মার্থে যাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, পরার্থে তাহা জয় করিতে উদ্যোগী হইলেন। মৃগরাজ যেমন অন্য কর্ত্তৃক নিহত জন্তু স্পর্শও করে না, নররাজ রঘুও তেমনি দিগ্বিজয়কালে রাবণ-বিসর্জ্জিত কৈলাসনাথকে আক্রমণ করেন নাই; এখনকার কথা স্বতন্ত্র ॥ ২৬-২৮ ॥

জনস্য সাকেতনিবাসিনস্তৌ দ্বাবপ্যভূতামভিনন্দ্য-সত্ত্বৌ।
গুরুপ্রদেয়াধিক-নিঃস্পৃহোঽর্থী নৃপোঽর্থিকামাদধিক-প্রদশ্চ ॥ ৩১ ॥
অথোষ্ট্রবামী-শত-বাহিতার্থং প্রজেশ্বরং প্রীতমনা মহর্ষিঃ।
স্পৃশন্ করেণানতপূর্ব্বকায়ং সংপ্রস্থিতো বাচমুবাচ কৌৎসঃ ॥ ৩২ ॥
কিমত্র চিত্রং যদি কামসূর্ভূর্বৃত্তে স্থিতস্যাধিপতেঃ প্রজানাম্।
অচিন্তনীয়স্তু তব প্রভাবো মনীষিতং দ্যৌরপি যেন দুগ্ধা ॥ ৩৩ ॥
আশাস্যমন্যৎ পুনরুক্তভূতং শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণ্যধিজগ্মুষস্তে।
পুত্রং লভস্বাত্ম-গুণানুরূপং ভবন্তমীড্যং ভবতঃ পিতেব ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—তৌ (অর্থি-দাতারৌ) দ্বৌ অপি সাকেত-নিবাসিনঃ জনস্য অভিনন্দ্য-সত্ত্বৌ অভূতাম্। (কৌ দ্বৌ ?) গুরুপ্রদেয়াধিকনিঃস্পৃহঃ অর্থী (কৌৎসঃ), অর্থিকামাৎ অধিকপ্রদঃ নৃপঃ (রঘুঃ) চ ॥ ৩১ ॥

অথ প্রীতমনাঃ মহর্ষিঃ কৌৎসঃ সংপ্রস্থিতঃ (সংপ্রস্থাস্যমানঃ) (সন্) উষ্ট্রবামীশত-বাহিতার্থম্ আনত-পূর্ব্বকায়ং প্রজেশ্বরং করেণ স্পৃশন্ বাচম্ উবাচ ॥ ৩২ ॥

বৃত্তে স্থিতস্য প্রজানাম্ অধিপতেঃ ভূঃ কামসূঃ যদি, অত্র কিং চিত্রম্ ? তু (কিন্তু) তব প্রভাবঃ অচিন্তনীয়ঃ, যেন (ত্বয়া) দ্যৌঃ অপি মনীষিতং দুগ্ধা ॥ ৩৩

সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি অধিজগ্মুষঃ তে অন্যৎ আশাস্যং পুনরুক্তভূতম্ (কিন্তু) ঈড্যং ভবন্তং ভবতঃ পিতা ইব আত্ম-গুণানুরূপং পুত্রং লভস্ব ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রার্থী কৌৎস গুরুদক্ষিণার অতিরিক্ত কপর্দ্দক গ্রহণেও অনিচ্ছুক, এদিকে রাজা রঘু কৌৎসের প্রার্থনাতিরিক্ত ধন-দানে বদ্ধপরিকর,—এই ব্যাপার দেখিয়া অযোধ্যার অধিবাসিগণ—গ্রহীতা ও দাতা—দুই জনেরই ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

অনন্তর নরনাথ রঘু শত শত উষ্ট্র ও ঘোটকীর দ্বারা সেই বিপুল ধনরাশি মহর্ষির আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। কৌৎসের আনন্দের অবধি রহিল না। বিনীত রঘু আসিয়া অবনত দেহে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং গমনোদ্যত ঋষি রাজ-গাত্রে করস্পর্শ-পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৩২ ॥

রাজন্, যে নৃপতি ন্যায়ধর্ম্মানুসারে অর্থের উপার্জ্জন, সংরক্ষণ ও যোগ্যপাত্রে বিতরণ করেন, বসুন্ধরা যে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ? কিন্তু আমি আপনার অভাবনীয় প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, কেন না, স্বর্গ পর্য্যন্ত আপনার অভিপ্রেত ফল দান করিতেছে, কি আশ্চর্য্য ! ॥ ৩৩ ॥

নরেন্দ্র ! আমি কি বলিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিব ? কেন না,—যাহা কিছু কাম্য, যাহা কিছু কল্যাণকর, সে সমস্তই আপনি লাভ করিয়াছেন, তবুও এই আমার আশীর্ব্বাদ,—আপনার পিতা যেমন বিশ্ববরেণ্য আপনাকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন, আপনিও তদ্রূপ একটি আত্মানুরূপ পুত্র-রত্ন লাভ করুন ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য।—সত্যবাদী, সরল, কৃতবিদ্য ঋষিতনয় কৌৎস গুরুদক্ষিণা-প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হইয়া প্রাণ খুলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রথমতঃ, নিঃস্ব দেখিয়া এই যুবাই রঘুকে স্পষ্ট, সত্য, কিঞ্চিৎ অপ্রিয়বৎ প্রতীয়মান কত কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। আবার এখন একেবারে যেন আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। কৌৎস প্রথম যখন রাজার নিকটে আসেন, তখন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অর্ঘ্যপাত্র দর্শনেই বুঝিয়াছিলেন যে, চৌদ্দ কোটি স্বর্ণমুদ্রা-প্রাপ্তির স্থান এ নহে। আসিয়া পড়িয়াছেন, নির্ব্বাক্ বদনে ফিরিয়া গেলে রাজ-রাজেশ্বরের অসম্মান করা হয়, অথচ আত্মগোপনেরও কোন কারণ নাই। তাই স্বাধীনচেতা নবীন ঋষি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—"রাজন্। সৎকার্য্যে সর্ব্বস্ব-দানের জন্য আজ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন বলিয়া দুঃখ করিবেন না, অদ্বিতীয় অর্থশালী থাকা অপেক্ষা আপনি যে এই অদ্বিতীয় নিঃস্ব হইয়াছেন, ইহা আপনার অধিকতর আনন্দেরই কারণ। ভাবিয়া দেখুন, দেবগণ কৃষ্ণপক্ষে পর্য্যায়ক্রমে হিমাংশুর কলা পান করেন। আমার মনে হয়, শশাঙ্কের শুক্লপক্ষীয় দৈনিক বৃদ্ধি অপেক্ষা এই কৃষ্ণপক্ষীয় "কলাক্ষয়" শতধা

ইত্থং প্রযুজ্যাশিষমগ্রজন্মা রাজ্ঞে প্রতীয়ায় গুরোঃ সকাশম্।
রাজাপি লেভে সুতমাশু তস্মাদালোকমর্কাদিব জীব-লোকঃ॥ ৩৫।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে কিল তস্য দেবী কুমার-কল্পং সুষুবে কুমারম্।
অতঃ পিতা ব্রহ্মণ এব নাম্না তমাত্ম জন্মানমজং চকার॥ ৩৬

অন্বয়।—অগ্রজন্মা ইত্থং রাজ্ঞে আশিষং প্রযুজ্য গুরোঃ সকাশং প্রতীয়ায়। রাজা অপি জীবলোকঃ অর্কাৎ আলোকম্ ইব তস্মাৎ আশু সুতং লেভে॥ ৩৫॥

তস্য (রঘোঃ) দেবী ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে কুমার-কল্পং কুমারং সুষুবে। অতঃ (ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে জাতত্বাৎ) পিতা (রঘুঃ) ব্রহ্মণঃ এব নাম্না তম্ আত্ম-জন্মানম্ অজং (অজ নামকং) চকার॥ ৩৬॥

বঙ্গার্থ।—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৌৎস এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াই গুরু বরতন্তুর সমীপে প্রতিগমন করিলেন। রাজাও অচিরকালমধ্যে, সূর্য্য হইতে জীবজগৎ যেমন আলোক প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মুনির আশীর্ব্বাদে এক পুত্ররত্ন লাভ করিলেন॥ ৩৫॥

অভিজিৎ-নামক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রাজ-মহিষী কার্ত্তিকের মত একটি কুমার প্রসব করিলেন। এই জন্যই পিতা রঘু, ব্রহ্মার নামানুসারে নবজাত শিশুর "অজ"—এই নাম রাখিলেন॥ ৩৬॥

প্রার্থনীয়।—যাহা হউক, আপনার অর্ঘ্যপাত্র দর্শনেই বুঝিয়াছি, আমার প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং বিলম্ব অনাবশ্যক। আমি বিদায় হই, অন্যত্র চেষ্টা দেখি গিয়া, গুরুদক্ষিণা-সংগ্রহই আমার প্রধান ব্রত।

কৌৎসের এই নিরাশ-বচনে মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইয়া "জগদেকনাথ" রঘু কাতরমনে ও স্খলিতকণ্ঠে যে উক্তি করিয়াছিলেন, (২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাহা পাঠমাত্রেই শরীর কণ্টকিত হয়। সেই উক্তিতে রাজর্ষি রঘুর, দানবীর রঘুর, সহিষ্ণু রঘুর হৃদয়ের যে অপূর্ব্ব ও উদার মূর্ত্তি কালিদাস অঙ্কিত করিয়াছেন, সংস্কৃত-সাহিত্যে তাহার তুলনা বড় অধিক নাই।

এক দিকে, তেজস্বী ঋষিপুত্র, পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকুতোভয়ে বলিতেছেন—"আমি যাই, আপনার নিকটে কালক্ষেপে লাভ কি? আপনি ত এখন নামতঃ রাজা মাত্র" ইত্যাদি। অন্যদিকে আসমুদ্র ধরণীর অধীশ্বর এক জন ঋষিতনয়ের আগমনে শশব্যস্ত হইয়া, কি করিলে তাঁহার সম্মান-রক্ষা হইবে, মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিবে,—ভাবিয়া আকুল। সমাগত ব্রাহ্মণতনয়ের সমক্ষে রাজ-রাজেশ্বর ভৃত্যের ন্যায় আদেশ-পালনের প্রতীক্ষায় উৎসুক। রাজা এবং মহারাজদিগের উপর, বনবাসী, নিঃস্ব, চরিত্রবান্ প্রকৃত ব্রাহ্মণদিগের, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের যে কি অতুল প্রভাবই ছিল,—ইহা তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"তুমি স-সাগরা ধরণীর অধিপতি হইতে পার; কিন্তু তাহাতে আমার কি? তোমার নিকটে আত্ম-গোপন করিব কেন? আমি প্রাণ-পাত পূর্ব্বক বিদ্যার্জ্জন করিয়াছি। এখন দক্ষিণাদানের প্রয়োজন। তাই নিঃস্ব আমি ধনবান্ তোমার নিকট আসিয়াছি। ভোগের জন্য নহে। গুরু-দক্ষিণার জন্য আসিয়াছি। দাও ভাল, নচেৎ চলিয়া যাইব। ইহাতে আমার কুণ্ঠা। কিম্বা আমার আত্মার্থেই কুণ্ঠা জন্মে। পরার্থে কুণ্ঠা কিসের?" (১৭ শ্লোক) তাই জ্ঞান-গরিষ্ঠ ব্রাহ্মণযুবক অতি প্রাঞ্জলভাবে বক্তব্যজ্ঞাপন করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। জগৎপতির স্তুতিবাদের নামগন্ধও করিলেন না।

কালিদাস চিরদিন সরস্বতীর উপাসনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। যাঁহারা সারস্বতমন্দিরের সেবক, তাঁহাদের মর্য্যাদা-জ্ঞান তাঁহার বিলক্ষণভাবেই ছিল। আর তখন ভারতে সত্য সত্যই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আদর্শ-চরিত ব্রাহ্মণও জীবিত ছিলেন, কেবল জাতিগত নহে। ধর্ম্মগত ব্রাহ্মণত্ব তখন ভারতকে পবিত্র রাখিয়াছিল। তাই প্রকৃত ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি, তেজস্বী, অকুতোভয়—বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের মনোজ্ঞ আলেখ্য, এবং কেবল পার্থিব রাজ্যের নহে, অকিঞ্চিৎকর ভূমি-খণ্ডের নহে। প্রজাবৃন্দের অপার্থিব হৃদয়ের রাজা হইতে হইলে নৃপতিকে কিরূপ নম্র, কিরূপ মুক্তহস্ত, কিরূপ নিঃস্বার্থ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে, তাহার চিত্রও, এই রঘু-কৌৎস-ব্যাপারে কবির কবি কালিদাস অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত করিলেন।

রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বম্ ।
ন কারণাৎ স্বাদ্ বিভিদে কুমারঃ প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ ॥ ৩৭ ॥
উপাত্তবিদ্যং বিধিবৎ গুরুভ্যস্তং যৌবনোদ্ভেদ-বিশেষকান্তম্ ।
শ্রীঃ সাভিলাষাপি গুরোরনুজ্ঞাং ধীরেব কন্যা পিতুরাচকাঙ্ক্ষ ॥ ৩৮ ॥
অথেশ্বরেণ ক্রথকৈশিকানাং স্বয়ংবরার্থং স্বসুরিন্দুমত্যাঃ ।
আপ্তঃ কুমারানয়নোৎসুকেন ভোজেন দূতো রঘবে বিসৃষ্টঃ ॥ ৩৯ ॥
তং শ্লাঘ্য-সম্বন্ধমসৌ বিচিন্ত্য দারক্রিয়াযোগ্য-দশং চ পুত্রম্ ।
প্রস্থাপয়ামাস সসৈন্যমেনমৃদ্ধাং বিদর্ভাধিপ-রাজধানীম্ ॥ ৪০ ॥
তস্যোপকার্য্যারচিতোপচারা বন্যেতরা জানপদোপদাভিঃ
মার্গে নিবাসা মনুজেন্দ্র-সূনোর্বভূবুরুদ্যান-বিহার-কল্পাঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—ওজস্বি রূপং তৎ (এব), বীর্য্যং তৎ এব, নৈসর্গিকম্ উন্নতত্বং তৎ এব। কুমারঃ প্রদীপাৎ প্রবর্ত্তিতঃ দীপ-ইব স্বাৎ কারণাৎ (জনকাৎ) ন বিভিদে ॥ ৩৭

গুরুভ্যঃ বিধিবৎ উপাত্তবিদ্যং যৌবনোদ্ভেদ-বিশেষকান্তং তম্ (অজং) সাভিলাসা অপি শ্রীঃ ধীরা কন্যা পিতুঃ ইব গুরোঃ (রঘোঃ) অনুজ্ঞাম্ আচকাঙ্ক্ষ ॥ ৩৮ ॥

স্বসুঃ ইন্দুমত্যাঃ স্বয়ংবরার্থং কুমারানয়নোৎসুকেন ক্রথকৈশিকানাম্ ঈশ্বরেণ ভোজেন (রাজ্ঞা) আপ্তঃ দূতঃ রঘবে বিসৃষ্টঃ ॥ ৩৯ ॥

অসৌ (রঘুঃ) তং (ভোজং) শ্লাঘ্য-সম্বন্ধং বিচিন্ত্য, পুত্রং চ দার-ক্রিয়া-যোগ্য-দশং (বিচিন্ত্য) সসৈন্যম্ এনম্ ঋদ্ধাং বিদর্ভাধিপরাজধানীং প্রস্থাপয়ামাস ॥ ৪০ ॥

উপকার্য্যা-রচিতোপচারাঃ জানপদোপদাভিঃ বন্যেতরাঃ তস্য মনুজেন্দ্রসূনোঃ মার্গে নিবাসাঃ উদ্যানবিহার-কল্পাঃ বভূবুঃ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ।—একটি প্রদীপ হইতে অন্য আর একটি প্রদীপ জ্বালিলে, যেমন উভয়ের কোনই পার্থক্য থাকে না, তদ্রূপ নবকুমারের সহিত তদীয় পিতার কোনই প্রভেদ রহিল না। কেন না, অনুপম রূপ, বলিষ্ঠ কলেবর, সর্ব্বাতিশায়ী পরাক্রম এবং কি দৈহিক, কি মানসিক উভয়বিধ ঔন্নত্য—সমস্ত বিষয়েই কুমার পিতার সর্ব্বাংশে অনুরূপ হইয়াছিলেন। ৩৭ ॥

শৈশব অতিক্রমপূর্ব্বক গুরুসমীপে অজ যথাবিধি শাস্ত্রাদি অধ্যয়নপূর্ব্বক কৃতবিদ্য হইলেন। ক্রমে যৌবন সমাগমে তদীয় দেহের লাবণ্য যেন উছলিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী বয়ঃপ্রাপ্ত অজের প্রতি অনুরাগিণী হইলেও উন্নত হৃদয়া দুহিতা যেমন পরিণয়-বিষয়ে পিতারই অনুমতি প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ রঘুর আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি মহারাজ ভোজ স্বীয় ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরস্থলে কুমার অজকে আনিবার জন্য উৎসুক হইয়া বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত এক জন দূতকে রঘুর নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ভোজরাজের সহিত সম্বন্ধ অতিশয় শ্লাঘ্য এবং কুমারও বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রমে উপনীত—ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া রাজা রঘু কুমার অজকে সসৈন্যে সমৃদ্ধিশালিনী বিদর্ভপতির রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

কুমার অজ মহাসমারোহে যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে পটমণ্ডপাদি প্রস্তুত হইয়াছে। সুদূর জনপদবাসীরা নানাবিধ গ্রাম্য ও উপভোগ্য বস্তু উপঢৌকন দিয়া তাঁহার শিবির পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কোথায় বনপথের নানা দুঃখ-কষ্টপূর্ণ অবস্থা, আর কোথায় এই নানাদ্রব্য সম্ভারশোভিত শিবির। অজের পক্ষে এ যেন উদ্যান-বিহারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য।—আর কিছু পরেই, পরিণয়ানন্তর, অজের রাজ্যাভিষেক হইবে। সম্রাট্ রঘু তদীয় বিরাট সাম্রাজ্যের গুরুভার বীরবর অজের হস্তে ন্যস্ত করিবেন। অজের এখন বিবাহদীক্ষা এবং রাজ্যদীক্ষা উভয়েরই কাল যে উপস্থিত, কবি পাঠকদিগকে ইঙ্গিতে তাহা বুঝাইয়া দিলেন ॥ ৩৮ ॥

ক্রথ-কৈশিক।—বিদর্ভদেশের নামান্তর। বিদর্ভপতির ক্রথ এবং কৌশিক দুই পুত্রের নামানুসারে কীর্ত্তিত হইত। পূর্ণা নামে বিদর্ভে একটি নদী আছে, তাহারও প্রাচীন নাম ছিল ক্রথ-কৌশিক। (বিদর্ভের পরিচয় পরে দ্রষ্টব্য)। (মহা, সভা ১৩ অঃ, N. L. D. p. 104) ॥ ৩৯ ॥

স নর্ম্মদারোধসি সীকরার্দ্রৈর্মরুদ্ভিরানর্ত্তিত-নক্তমালে ।
নিবেশয়ামাস বিলঙ্ঘিতাধ্বা ক্লান্তং রজো-ধূসর-কেতু সৈন্যম্ ॥ ৪২ ॥
অথোপরিষ্টাৎ ভ্রমরৈর্ভ্রমদ্ভিঃ প্রাক্-সূচিতান্তঃসলিল-প্রবেশঃ ।
নির্ধৌত-দানামল-গণ্ড-ভিত্তির্বন্যঃ সরিত্তো গজ উন্মমজ্জ ॥ ৪৩ ॥
নিঃশেষবিক্ষালিতধাতুনাপি বপ্রক্রিয়ামৃক্ষবতস্তটেষু ।
নীলোদ্ধরেখাশবলেন শংসন্ দন্ত-দ্বয়েনাশ্ম-বিকুণ্ঠিতেন ॥ ৪৪ ॥
সংহারবিক্ষেপ-লঘুক্রিয়েণ হস্তেন তীরাভিমুখঃ স-শব্দম্ ।
বভৌ স ভিন্দন্ বৃহতস্তরঙ্গান্ বার্য্যর্গলাভঙ্গ ইব প্রবৃত্তঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়।—বিলঙ্ঘিতাধ্বা সঃ (অজঃ) সীকরার্দ্রৈঃ মরুদ্ভিঃ আনর্ত্তিত-নক্তমালে নর্ম্মদারোধসি ক্লান্তং রজো-ধূসর-কেতু সৈন্যং নিবেশয়ামাস ॥ ৪২ ॥

অথ উপরিষ্টাৎ ভ্রমদ্ভিঃ ভ্রমরৈঃ প্রাক্-সূচিতান্তঃ-সলিল-প্রবেশঃ, নির্ধৌতদানামল-গণ্ড-ভিত্তিঃ বন্যঃ গজঃ সরিতঃ উন্মমজ্জ। ৪৩ ॥

(কথম্ভূতঃ গজঃ ?)—নিঃশেষবিক্ষালিত-ধাতুনা অপি নীলোদ্ধরেখা-শবলেন অশ্মবিকুণ্ঠিতেন দন্তদ্বয়েন ঋক্ষবতঃ তটেষু বপ্রক্রিয়াং শংসন্ (গজঃ) ॥ ৪৪ ॥

সংহার-বিক্ষেপ-লঘুক্রিয়েণ হস্তেন (শুণ্ডাদণ্ডেন) সশব্দং বৃহতঃ তরঙ্গান্ ভিন্দন্ তীরাভিমুখঃ (সন্) সঃ (গজঃ) বার্য্যর্গলা ভঙ্গে প্রবৃত্তঃ ইব বভৌ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ।—ক্রমে আসিয়া অজ নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘপথশ্রমে সৈন্যগণও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন একটু বিশ্রাম আবশ্যক। তিনি শীতল জল-কণবাহী সমীরণে যে স্থানে চিরবিল্ববৃক্ষশ্রেণী দুলিতেছিল, সেই মনোজ্ঞ নর্ম্মদাতটে শ্রান্ত ও ধূলিধূসর-কেতু সৈন্যের বিশ্রামে অনুমতি দিলেন ॥ ৪২ ॥

এমন সময়ে নর্ম্মদানদীর জলের উপর কতকগুলি ভ্রমর সহসা উড়িতে লাগিল। দেখিলেই মনে হয়, কিছু পূর্ব্বে নিশ্চয়ই একটা মদবর্ষী মাতঙ্গ জলে ডুব দিয়া থাকিবে, তাই তাহার মদ-লুব্ধ অলিপঙ্‌ক্তি ঐ উড্ডীন। দেখিতে দেখিতে একটা প্রকাণ্ড হস্তী বারিরাশি আলোড়িত করিয়া উত্থিত হইল। জল সম্পর্কে তাহার মদলিপ্ত গণ্ডস্থলের মদচিহ্ন প্রক্ষালিত হওয়ায় সে গণ্ড-ভিত্তির স্বাভাবিক নির্ম্মলতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল ॥ ৪৩ ॥

সেই গজরাজের দন্তদ্বয় উপলতলে প্রহত হইয়া কুণ্ঠিত হইয়াছে, জলে বিধৌত হওয়ায় যদিও দন্তলগ্ন গৈরিকাদি ধাতু তিরোহিত হইয়াছে, তবুও তাহার সর্ব্বত্র নীলবর্ণ উর্দ্ধরেখা সমূহের দর্শনে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে, সেই যূথপতি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে উৎখাতকেলি করিয়াছিল ॥ ৪৪ ॥

চকিতের মধ্যে গজরাজ শুণ্ডাদণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা উত্তাল-তরঙ্গমালা ভেদপূর্ব্বক চীৎকার করিতে করিতে তীরের দিকে আসিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মনে হইল, যেন কোন মদমত্ত মাতঙ্গ বন্ধনস্থানের অর্গল ভঙ্গে উদ্যত হইয়াছে ॥ ৪৫

নর্ম্মদা।—অমরসিংহ তদীয় অভিধানে—নর্ম্মদা-নদীকে "মেখল-কন্যকা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। (নর্ম্মদা সোমোদ্ভবা মেখল-কন্যকা)। মধ্যভারতে মেখল নামে একটি পর্ব্বত-শ্রেণী আছে। ইহার অংশবিশেষ অমরকণ্টক নামে পরিচিত। এই মেখল-গিরি হইতে নর্ম্মদা ও শোণ উৎপন্ন হইয়াছে। অমরকণ্টক হইতে নর্ম্মদার যে প্রথম জলপ্রপাত পতিত হইয়াছে, উহার নাম কপিল-ধারা। (স্কন্দ পু, রেবাখং, অধ্যায় ২১)। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহী যক্ষ এই পর্ব্বত হইতেই মেঘকে অলকায় পাঠাইতেছিল। বিষ্ণুসংহিতার ৭৫ অধ্যায়ে অমরকণ্টককে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যের অতি প্রশস্ত স্থান বলা হইয়াছে। কালিদাস ইহাকেই "আম্রকূট" পর্ব্বত বলিয়া—উল্লেখ করিয়াছেন। নর্ম্মদা কাম্বে উপসাগরে গিয়া মিশিয়াছে ॥ ৪২ ॥

বিদর্ভ—বর্ত্তমান সেন্‌ট্রাল প্রভিন্‌স্ বা মধ্যভারতের কতক এবং নিজাম-রাজ্যের সীমান্তভাগের কতক অংশ লইয়া প্রাচীন বিদর্ভদেশ গঠিত ছিল। বিদর্ভের বর্ত্তমান নাম "বেরার"। পৌরাণিক যুগে ইহা রুক্মিণীর ভ্রাতা ভীষ্মকের সাম্রাজ্য ছিল। কুণ্ডিন-নগর এবং ভোজকটপুর এই দুইটি বিদর্ভের প্রাচীন রাজধানী। পুরাণ-বর্ণিত ভোজরাজ-বংশ এই বিদর্ভেই রাজত্ব করিতেন। পুরাকালে—উত্তরে ভূপাল রাজ্য এবং ভিলসা এই বিদর্ভের অন্তর্গত ছিল। (Conmingham's Bhilsa Topes, p 363)

শৈলোপমঃ শৈবলমঞ্জরীণাং জালানি কর্ষন্নুরসা স পশ্চাৎ ।
পূর্ব্বং তদুৎপীড়িত-বারি-রাশিঃ সরিৎ-প্রবাহস্তটমুৎসসর্প ॥ ৪৬ ॥
তস্যৈকনাগস্য কপোল-ভিত্ত্যোর্জলাবগাহক্ষণমাত্র-শান্তা ।
বন্যেতরানেকপদর্শনেন পুনর্দিদীপে মদ-দুর্দিন-শ্রীঃ ॥ ৪৭ ॥
সপ্তচ্ছদক্ষীর-কটু-প্রবাহমসহ্যমাঘ্রায় মদং তদীয়ম্ ।
বিলঙ্ঘিতাধোরণতীব্রযত্নাঃ সেনা-গজেন্দ্রা বিমুখা বভূবুঃ ॥ ৪৮ ॥
স চ্ছিন্ন-বন্ধ-দ্রুত-যুগ্য-শূন্যং ভগ্নাক্ষপর্য্যস্তরথং ক্ষণেন ।
রামা-পরিত্রাণ-বিহস্ত-যোধং সেনা-নিবেশং তুমুলং চকার ॥ ৪৯ ॥
তমাপতন্তং নৃপতেরবধ্যো বন্যঃ করীতিশ্রুতবান্ কুমারঃ ।
নিবর্ত্তয়িষ্যন্ বিশিখেন কুম্ভে জঘান নাত্যায়তকৃষ্টশার্ঙ্গঃ ॥ ৫০ ॥
স বিদ্ধমাত্রঃ কিল নাগরূপমুৎসৃজ্য তদ্বিস্মিত-সৈন্য-দৃষ্টঃ ।
স্ফুরৎ-প্রভামণ্ডলমধ্যবর্ত্তি কান্তং বপুর্ব্যোমচরং প্রপেদে ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।—শৈলোপমঃ সঃ (গজঃ) শৈবলমঞ্জরীণাং জালানি উরসা কর্ষন্ পশ্চাৎ তটম্ উৎসসর্প। পূর্ব্বং তদুৎপীড়িত-বারি-রাশিঃ সরিৎপ্রবাহঃ (তটম্ উৎসসর্প) ॥ ৪৬ ॥

তস্য এক-নাগস্য কপোল-ভিত্ত্যোঃ জলাবগাহক্ষণ-মাত্র শান্তা মদ-দুর্দিন-শ্রীঃ বন্যেতরানেকপ-দর্শনেন পুনঃ দিদীপে ॥৪৭॥

সপ্তচ্ছদ-ক্ষীরকটু-প্রবাহম্ অসহ্যং তদীয়ং মদং আঘ্রায় সেনা গজেন্দ্রাঃ বিলঙ্ঘিতাধোরণতীব্রযত্নাঃ (সন্তঃ) বিমুখাঃ বভূবুঃ ॥৪৮॥

সঃ (গজঃ) ছিন্নবন্ধদ্রুত-যুগ্য-শূন্যং ভগ্নাক্ষ-পর্য্যস্ত-রথং রামা-পরিত্রাণবিহস্তযোধং সেনানিবেশং ক্ষণেন তুমুলং চকার ॥৪৯॥

বন্যঃ করী নৃপতেঃ অবধ্যঃ—ইতি শ্রুতবান্ কুমারঃ আপতন্তং তং (গজং) নিবর্ত্তয়িষ্যন্ নাত্যায়তকৃষ্টশার্ঙ্গঃ (সন্) বিশিখেন কুম্ভে জঘান ॥ ৫০ ॥

সঃ (গজঃ) বিদ্ধমাত্রঃ কিল তৎ নাগরূপম্ উৎসৃজ্য বিস্মিত-সৈন্য-দৃষ্টঃ (সন্) স্ফুরৎ-প্রভামণ্ডলমধ্যবর্ত্তি কান্তং ব্যোমচরং বপুঃ প্রপেদে ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—পর্ব্বতপ্রমাণ সেই বিরাট্ করিরাজের শুণ্ডাঘাতে নর্ম্মদার জলপ্রবাহ আন্দোলিত ও উচ্ছলিত হইয়া প্রথমেই তীরভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিল, পরে বিস্তৃত বক্ষে শৈবালদলরাশি বাধাইয়া লইয়া স্বয়ং গজপতি আসিয়া তীরে উঠিলেন ॥ ৪৬ ॥

তটদেশে অজের শিবিরে অনেক পালিত হস্তী বাঁধা ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া ঐ জলবিহারী করিরাজের গণ্ডস্থলের যে মদবর্ষণ ক্ষণকালের জন্য বিরত হইয়াছিল, তাহা আবার নির্ঝরবৎ নির্গত হইতে লাগিল। সে ঐ রাজহস্তিসমূহের দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইল ॥ ৪৭ ॥

এ দিকে অজের সেনাগজসমূহও সপ্তচ্ছদ (ছাতিম) তরুর স্রুত ক্ষীরের গন্ধের ন্যায় উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট সেই বন্য হস্তীর দুঃসহ মদগন্ধের আঘ্রাণে মাহুতদিগের শতচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ত্রাসে পলাইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

সেই এক বনমাতঙ্গের উপদ্রবে অজের শিবির তোলপাড় করিয়া তুলিল। যুদ্ধাশ্বগুলি বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া পলাইতে লাগিল, রথের চাকাগুলি ভাঙ্গিল। ইতস্ততঃ রথসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিল, শিবিরবাসিনী অবলাদের রক্ষার জন্য যোদ্ধৃবৃন্দ ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে যেন একটা প্রলয় আরম্ভ হইল ॥ ৪৯ ॥

বন্য হস্তী রাজাদের বধ করিতে নাই, এই শাস্ত্রাদেশ সুপণ্ডিত অজ জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি সেই আগতপ্রায় বনমাতঙ্গকে কোনমতে ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে ঈষৎ ধনুষ্কর্ষণপূর্ব্বক তাহার মস্তকপার্শ্বে বাণ দ্বারা সামান্য একটু আঘাত করিলেন মাত্র ॥ ৫০ ॥

অজের বাণ যেমন গিয়া সেই হস্তীর গাত্রে বিঁধিল, অমনি সে নাগরূপ পরিহারপূর্ব্বক এক অতি দিব্য মনোহর আকাশচর কলেবর প্রাপ্ত হইল। সেই নভঃস্থিত দিব্য-দেহের প্রভা তাহার চতুর্দ্দিক্ মণ্ডলাকারে প্রদীপ্ত করিল। অজসেনাগণ অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল ॥ ৫১ ॥

অথ প্রভাবোপনতৈঃ কুমারং কল্পদ্রুমোত্থৈরবকীর্য্য পুষ্পৈঃ।
উবাচ বাগ্মী দশন-প্রভাভিঃ সংবর্দ্ধিতোরঃস্থল-তার-হারঃ ॥ ৫২ ॥
মতঙ্গ-শাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্
অবেহি গন্ধর্ব্ব-পতেস্তনূজং প্রিয়ংবদং মাং প্রিয়দর্শনস্য ॥ ৫৩ ॥
স চানুনীতঃ প্রণতেন পশ্চাৎ ময়া মহর্ষির্মৃদুতামগচ্ছৎ।
উষ্ণত্বমগ্ন্যাতপসংপ্রয়োগাৎ শৈত্যং হি যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য ॥ ৫৪ ॥
ইক্ষ্বাকুবংশ-প্রভবো যদা তে ভেৎস্যত্যজঃ কুম্ভময়োমুখেন।
সংযোক্ষ্যসে স্বেন বপুর্ম্মহিম্না তদেত্যবোচৎ স তপোনিধির্মাম্ ॥ ৫৫ ॥
সংমোচিতঃ সত্ত্ববতা ত্বয়াহং শাপাচ্চির-প্রার্থিত-দর্শনেন।
প্রতিপ্রিয়ং চেদ্ ভবতো ন কুর্য্যাং বৃথা হি মে স্যাৎ স্বপদোপলব্ধিঃ ॥ ৫৬ ॥
সংমোহনং নাম সখে! মমাস্ত্রং প্রয়োগ-সংহার-বিভক্তমন্ত্রম্।
গান্ধর্ব্বমাদৎস্ব যতঃ প্রযোক্তুর্ন চারি-হিংসা বিজয়শ্চ হস্তে ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—অথ প্রভাবোপনতৈঃ কল্পদ্রুমোত্থৈঃ পুষ্পৈঃ কুমারম্ অবকীর্য্য দশনপ্রভাভিঃ সংবর্দ্ধিতোরঃস্থল-তার-হারঃ (সন্) বাগ্মী (সঃ পুরুষঃ) উবাচ ॥ ৫২ ॥

অবলেপমূলাৎ মতঙ্গ-শাপাৎ (অহং) মতঙ্গজত্বম্ অবাপ্তবান্ অস্মি। মাং প্রিয়দর্শনস্য গন্ধর্ব্বপতেঃ তনূজং প্রিয়ংবদম্ (প্রিয়ংবদাখ্যম্) অবেহি ॥ ৫৩ ॥

সঃ মহর্ষিঃ চ প্রণতেন ময়া পশ্চাৎ অনুনীতঃ (সন্) মৃদুতাম্ অগচ্ছৎ। হি (তথাহি) জলস্য উষ্ণত্বম্ অগ্ন্যাতপ-সংপ্রয়োগাৎ (ভবতি)। যৎ শৈত্যং, সা প্রকৃতিঃ ॥ ৫৪ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ অজঃ যদা অয়োমুখেন তে কুম্ভং ভেৎস্যতি, তদা (ত্বং) স্বেন বপুর্ম্মহিম্না, সংযোক্ষ্যসে—ইতি সঃ তপোনিধিঃ মাম্ অবোচৎ ॥ ৫৫ ॥

চির-প্রার্থিতদর্শনেন সত্ত্ববতা ত্বয়া অহং শাপাৎ সংমোচিতঃ। ভবতঃ প্রতিপ্রিয়ং ন কুর্য্যাং চেৎ, মে স্বপদোপলব্ধিঃ বৃথা স্যাৎ হি ॥ ৫৬ ॥

হে সখে! প্রয়োগ-সংহার-বিভক্তমন্ত্রং গান্ধর্ব্বং সংমোহনং নাম অস্ত্রম্ আদৎস্ব। যতঃ (অস্ত্রাৎ) প্রযোক্তুঃ অরিহিংসা চ ন (ভবতি)। বিজয়শ্চ হস্তে (ভবতি) ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর সেই প্রিয়ংবদ সুবক্তা গন্ধর্ব্ব স্বীয় প্রভাববলে সংগৃহীত, কল্পতরুর কুসুমরাশি অজের মস্তকে বর্ষণ করিয়া স্মিতমুখে কহিতে লাগিলেন; তাহার অমল ধবল দন্তরাজির প্রভায় তদীয় বক্ষঃস্থলবিলম্বিত মুক্তার মালার কান্তি যেন দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল ॥ ৫২ ॥

কুমার! প্রিয়দর্শন-নামক গন্ধর্ব্বপতির আমি পুত্র। নাম আমার প্রিয়ংবদ। নিজের অহঙ্কারদোষে আমি মহর্ষি মতঙ্গের অভিশাপে এই মাতঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ॥ ৫৩ ॥

অভিশপ্ত হইয়া আমি তৎক্ষণাৎ মহর্ষির শরণাগত হইলাম, অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলাম। অমনি তিনিও প্রসন্ন হইলেন। কুমার! জলের প্রকৃতিই হইল শৈত্য, তবে যে তাহা উষ্ণ হয়, সে শুধু হয় অগ্নির, না হয় আতপের সন্তাপে। আমার অবিনয়েই মধুর-প্রকৃতি ধীর ঋষির চিত্তবিক্ষোভ জন্মিয়াছিল। নতুবা তাদৃশ ব্যক্তির স্বভাবই হইল রাগ-দ্বেষশূন্য ॥ ৫৪ ॥

প্রসন্নহৃদয় ঋষি কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতির লৌহাগ্রবাণের দ্বারা যে দিন তোমার মস্তককুম্ভ বিদ্ধ হইবে, সেই দিন তুমি আবার তোমার এই সুন্দর গন্ধর্ব্ব-দেহ ফিরাইয়া পাইবে ॥ ৫৫ ॥

কুমার! আমি বহুদিন তোমার দর্শনপথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছি। বীর তুমি আজ আমাকে শাপমুক্ত করিলে। এত বড় উপকারের যদি কোনো প্রত্যুপকার আমি না করি, তবে আমার এই গন্ধর্ব্ব-পদপ্রাপ্তিই নিরর্থক ॥ ৫৬ ॥

রাজন্! সম্মোহন নামে আমার এক অপূর্ব্ব গান্ধর্ব্ব অস্ত্র আছে। উহার পরিত্যাগের অর্থাৎ নিক্ষেপের এবং প্রতিসংহারের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আমিই জানি। এই অস্ত্র তুমি গ্রহণ কর, কেন না, ইহার প্রভাবে তোমার শত্রু-হত্যাও হইবে না, অথচ অনায়াসেই শত্রুজয় করিতে পারিবে। এই অস্ত্রের প্রয়োগে শত্রুগণ অচৈতন্য হইয়া পড়ে ॥ ৫৭ ॥

অলং হ্রিয়া মাং প্রতি যন্মুহূর্ত্তং দয়াপরোঽভূঃ প্রহরন্নপি ত্বম্।
তস্মাদুপচ্ছন্দয়তি প্রযোজ্যং ময়ি ত্বয়া ন প্রতিষেধ-রৌক্ষ্যম্॥ ৫৮॥

তথেত্যুপস্পৃশ্য পয়ঃ পবিত্রং সোমোদ্ভবায়াঃ সরিতো নৃসোমঃ।
উদঙ্মুখঃ সোঽস্ত্রবিদস্ত্রমন্ত্রং জগ্রাহ তস্মান্নিগৃহীত-শাপাৎ॥ ৫৯॥

এবং তয়োরধ্বনি দৈবযোগাদাসেদুষোঃ সখ্যমচিন্ত্যহেতু।
একো যযৌ চৈত্ররথ-প্রদেশান্ সৌরাজ্য-রম্যানপরো বিদর্ভান্॥ ৬০॥

তং তস্থিবাংসং নগরোপকণ্ঠে তদাগমারূঢ়-গুরু-প্রহর্ষঃ।
প্রত্যুজ্জগাম ক্রথকৈশিকেন্দ্রশ্চন্দ্রং প্রবৃদ্ধোর্ম্মিরিবোর্ম্মিমালী॥ ৬১॥

প্রবেশ্য চৈনং পুরমগ্রযায়ী নীচৈস্তথোপাচরদর্পিত-শ্রীঃ।
মেনে যথা তত্র জনঃ সমেতো বৈদর্ভমাগন্তুমজং গৃহেশম্॥ ৬২॥

অন্বয়।—(কিং চ) মাং প্রতি হ্রিয়া (প্রহার-নিমিত্তয়া) অলম্। যৎ (যস্মাৎ) ত্বং (মাং) প্রহরন্ অপি মুহূর্ত্তং দয়া-পরঃ অভূঃ, তস্মাৎ উপচ্ছন্দয়তি ময়ি ত্বয়া প্রতিষেধ-রৌক্ষ্যং ন প্রযোজ্যম॥ ৫৮॥

নৃ-সোমঃ অস্ত্রবিৎ সঃ (অজঃ) "তথা"—ইতি সোমোদ্ভবায়াঃ সরিতঃ পবিত্রং পয়ঃ উপস্পৃশ্য উদঙমুখঃ (সন্) নিগৃহীত-শাপাৎ তস্মাৎ—(প্রিয়ংবদাৎ) অস্ত্রমন্ত্রং জগ্রাহ॥ ৫৯॥

এবম্ অধ্বনি দৈবযোগাৎ অচিন্ত্যহেতু সখ্যম্ আসেদুষোঃ তয়োঃ (মধ্যে) একঃ (প্রিয়ংবদঃ) চৈত্র-রথ-প্রদেশান্ যযৌ, অপরঃ (অজঃ) সৌরাজ্য-রম্যান্ বিদর্ভান্ (যযৌ)॥ ৬০॥

নগরোপকণ্ঠে তস্থিবাংসং তম্ (অজং) তদাগমারূঢ়-গুরু-প্রহর্ষঃ ক্রথ-কৈশিকেন্দ্রঃ প্রবৃদ্ধোর্ম্মিঃ উর্ম্মিমালী চন্দ্রম্ ইব প্রত্যুজ্জগাম॥ ৬১॥

অগ্রযায়ী নীচৈঃ (নম্রঃ) (বৈদর্ভঃ) এনং (অজং) পুরং প্রবেশ্য অর্পিত-শ্রীঃ (সন্) তথা উপাচরৎ, যথা তত্র সমেতঃ জনঃ বৈদর্ভম্ আগন্তুম্, অজং চ গৃহেশং মেনে॥ ৬২॥

বঙ্গার্থ।—ও কি? নিরুত্তর কেন? আমাকে আঘাত করিয়াছ বলিয়া কি তোমার লজ্জা হইতেছে? ভুল! তুমি ত আমাকে নৃশংসভাবে আঘাত কর নাই, অত্যন্ত সদয়-হৃদয়ে অতি সামান্যভাবে বাণক্ষেপ করিয়াছ মাত্র। অতএব বন্ধু! আমার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক কর্কশ-হৃদয়তার পরিচয় দিও না॥ ৫৮॥

অভিশপ্তের দান অগ্রাহ্য। কিন্তু প্রিয়ংবদ এখন শাপমুক্ত, সুতরাং প্রত্যাখ্যেয় নহে—ভাবিয়া অস্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ নরকুল-চন্দ্রমা অজ নর্ম্মদার পুণ্যসলিলে আচমনপূর্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া সেই গান্ধর্ব্ব অস্ত্র প্রত্যুপকারস্বরূপ গ্রহণ করিলেন॥ ৫৯॥

পথিমধ্যে দৈববশতঃ তাঁহাদের উভয়ের এইপ্রকার সৌহার্দ্দ জন্মিল। শেষে এক জন—প্রিয়ংবদ প্রসন্নহৃদয়ে স্বস্থানে কুবেরের মনোহর উদ্যানপ্রদেশে গমন করিলেন। অন্য জন—অজও আনন্দপূর্ণ চিত্তে সমৃদ্ধিশালিনী বিদর্ভ নগরীতে প্রস্থান করিলেন॥ ৬০॥

কুমার অজ আসিয়া সসৈন্যে নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন—শ্রবণ করিয়া বিদর্ভপতি ভোজের আহ্লাদের আর সীমা নাই; চন্দ্র উদিত হইলে সরিৎ-পতি সমুদ্র যেমন তরঙ্গমালা বিস্তারপূর্ব্বক চন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া লয়, মহারাজ ভোজও তদ্রূপ আনন্দোদ্বেল-হৃদয়ে কুমারকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন॥ ৬১॥

সেবাধর্ম্মের নিয়মানুসারে বিদর্ভরাজ অগ্রে অগ্রে গমন পূর্ব্বক ক্রমে কুমারকে রাজপুরীতে প্রবেশ করাইয়া এমন ভাবে, এত আদর-যত্নে আতিথ্য করিতে লাগিলেন যে, বিনীত ভোজরাজের তদানীন্তন ব্যবহার দর্শনে সমবেত জনমণ্ডলীর মনে হইল যেন, কুমার অজই এই রাজ-প্রাসাদের প্রকৃত কর্ত্তা, আর যিনি প্রকৃত কর্ত্তা, সেই ভোজ এক জন নবাগত অতিথি মাত্র॥ ৬২॥

তস্যাধিকারপুরুষৈঃ প্রণতৈঃ প্রদিষ্টাং প্রাগ্‌দ্বারবেদি-বিনিবেশিত-পূর্ণ-কুম্ভাম্।
রম্যাং রঘু-প্রতিনিধিঃ স নবোপকার্য্যাং বাল্যাৎ পরামিব দশাং মদনোঽধ্যুবাস ॥ ৬৩ ॥
তত্র স্বয়ংবর-সমাহৃত-রাজ-লোকং কন্যা-ললাম কমনীয়মজস্য লিপ্সোঃ।
ভাবাববোধ-কলুষা দয়িতেব রাত্রৌ নিদ্রা চিরেণ নয়নাভিমুখী বভূব ॥ ৬৪ ॥
তং কর্ণভূষণনিপীড়িত-পীবরাংসং শয্যোত্তরচ্ছদবিমর্দ্দ-কৃশাঙ্গরাগম্।
সূতাত্মজাঃ সবয়সঃ প্রথিত-প্রবোধং প্রাবোধয়ন্নুষসি বাগ্‌ভিরুদার-বাচঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়—রঘু-প্রতিনিধিঃ (রঘুতুল্যঃ) সঃ (অজঃ) প্রণতৈঃ তস্য (ভোজস্য) অধিকার-পুরুষৈঃ প্রদিষ্টাং প্রাগ্‌দ্বার-বেদিবিনিবেশিত-পূর্ণকুম্ভাং রম্যাং নবোপকার্য্যাং (নূতনং রাজ-ভবনং) মদনঃ বাল্যাৎ পরাং দশাম্ ইব অধ্যুবাস ॥ ৬৩ ॥

তত্র স্বয়ংবর-সমাহৃত-রাজ-লোকং কমনীয়ং কন্যা-ললাম লিপ্সোঃ অজস্য ভাবাববোধ-কলুষা দয়িতা ইব নিদ্রা রাত্রৌ চিরেণ নয়নাভিমুখী বভূব ॥ ৬৪ ॥

কর্ণভূষণ-নিপীড়িত-পীবরাংসং শয্যোত্তরচ্ছদ-বিমর্দ্দ-কৃশাঙ্গ-রাগং প্রথিত-প্রবোধং তম্ (অজং) সবয়সঃ উদার বাচঃ সূতাত্মজাঃ বাগ্‌ভিঃ উষসি প্রাবোধয়ন্ ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গার্থ।—কুমারের অবস্থানের নিমিত্ত নূতন পট-মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার দ্বারদেশে পল্লব-শোভিত পূর্ণকুম্ভ বিরাজ করিতেছে। সর্ব্বাংশে ঠিক রঘুরই মত সুদর্শন কুমার অজ, বিনয়াবনত ভোজানুচরগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সেই সুরম্য ও মনোহর পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মনে হইল—মূর্ত্তিমান মদনদেব যেন বাল্যকালের পর, সুরম্য যৌবন-দশায় উপনীত হইলেন ॥ ৬৩ ॥

রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারত হইতে রাজন্যবৃন্দ সমবেত হইয়াছেন, কুমার অজও আসিয়াছেন, অভিলাষ—সেই কুমারীকুল-রত্ন ইন্দুমতীর লাভ। তাই সারা রাত্রি অজ সেই পটমণ্ডপে বিনিদ্রভাবে কাটাইয়াছেন। নিদ্রা আর আসে না। শেষে অনেক পরে, আসঙ্গ-লিপ্সু পতির অভিপ্রায়বোধে অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাজ্ঞানে অসমর্থা প্রণয়িনীর মত ক্রমে ধীরে ধীরে নিদ্রাদেবী আসিয়া কুমারের নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইলেন ॥ ৬৪ ॥

অনেক দেরীতে নিদ্রিত হওয়ায় কুমারের গাত্রোত্থানে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিল। সারা রাত্রি বুঝি ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইয়াছেন, এপাশ-ওপাশ করিয়াছেন, তাই তাঁহার কর্ণের মণিময় কুণ্ডলের ঘর্ষণে মাংসল স্কন্ধদেশ লাঞ্ছিত এবং শয্যার আস্তরণ-বস্ত্রের নির্মর্দ্দনে দেহের চন্দন-কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগ বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। কুমারের এই বিলম্ব দর্শনে, তাঁহার সমবয়স্ক, প্রগল্‌ভবাক্ বৈতালিক যুবকগণ সেই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি অজকে জাগরিত করিবার জন্য নিম্নোক্ত প্রকারে সঙ্গীত আরম্ভ করিল ॥ ৬৫ ॥

তাৎপর্য্য।—এই রাত্রির অবসানে ভীষণ-পরীক্ষা। জীবনে এ পর্য্যন্ত কুমার কোথাও কোনো প্রতিযোগিতায় পরাজিত হন নাই। আজ ভারতের তাবৎ নরেন্দ্রগণের সহিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ যদি অস্ত্র শস্ত্রের যুদ্ধ হইত, তবে রঘুর পুত্র, প্রিয়দর্শন গন্ধর্ব্বের নিকট হইতে সম্মোহনাস্ত্রপ্রাপ্ত অজ, কদাচ হয় ত বিমনাঃ হইতেন না। কিন্তু ইহা ত পার্থিব আয়ুধের যুদ্ধ নহে, অপার্থিব আয়ুধধারী অজেয় কন্দর্পের রাজ্যে এ যুদ্ধ, সুতরাং জয়পরাজয় অনিশ্চিত। যদি পরাজয় ঘটে, যদি রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর স্পৃহণীয় বরমালা কণ্ঠে অর্পিত না হয়, তবে—? তাই সংসার-জীবনের এই প্রথম উষার পূর্ব্বরজনীতে অজ আর ঘুমাইতে পারিলেন না ॥ ৬৪ ॥

সে রজনীতে তাঁহার অবস্থার কি মনোরম চিত্রই কালিদাস নয়নের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন!—ইহার তুলনা ইহাই, অন্যত্র দুর্লভ। চিন্তাকুল যুবরাজ অর্দ্ধচেতন অবস্থায় সারা নিশি শয্যায় পড়িয়া এ-পাশ ও-পাশ করিয়াছেন। কর্ণাবলম্বী মণিময় কুণ্ডলের ঘর্ষণে কপোল, অংস—রেখাঙ্কিতবৎ হইয়াছে। শয্যার আবরণবস্ত্র—বা বিছানার চাদর, নিরন্তর পার্শ্বপরিবর্ত্তনে বিস্রস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যুবরাজের অঙ্গরাগ চাদরে লাগিয়াছে, কতক বা উঠিয়াই গিয়াছে। আজ তাঁহার আশার আকাশে কত সুচারু সৌদামিনী-কুসুমে ডালি সাজাইয়া স্বর্ণময়ী মেঘমালা আসিয়া খেলিতেছে, চারিদিক্ আলোকিত করিতেছে, আবার পরক্ষণেই সে হেম-কাদম্বিনী তিরোহিত হইতেছে, আর অমনি সারা বিশ্ব প্রগাঢ় অন্ধতমসে ডুবিয়া যাইতেছে। জীবনের এতবড় কঠিন সমস্যায় কুমার ইতিপূর্ব্বে আর পড়েন নাই। তাই কুমারের

রাত্রির্গতা মতিমতাং বর ! মুঞ্চ শয্যাং ধাত্রা দ্বিধৈব ননু ধূর্জ্জগতো বিভক্তা।
তামেকতস্তব বিভর্ত্তি গুরুর্বিনিদ্রস্তস্যা ভবানপরধুর্য্য-পদাবলম্বী ॥ ৬৬ ॥
নিদ্রাবশেন ভবতাপ্যনপেক্ষ্যমাণা পর্য্যুৎসুকত্বমবলা নিশি খণ্ডিতেব।
লক্ষ্মীবিনোদয়তি যেন দিগন্তলম্বী সোঽপি ত্বদানন-রুচিং বিজহাতি চন্দ্রঃ ॥ ৬৭ ॥
তদ্বল্গুনা যুগপদুন্মিষিতেন তাবৎ সদ্যঃ পরস্পর-তুলামধিরোহতাং দ্বে।
প্রস্পন্দমান-পরুষেতরতারমন্তশ্চক্ষুস্তব প্রচলিতভ্রমরঞ্চ পদ্মম্ ॥ ৬৮ ॥
বৃন্তাৎ শ্লথং হরতি পুষ্পমনোকহানাং সংসৃজ্যতে সরসিজৈররুণাংশু-ভিন্নৈঃ।
স্বাভাবিকং পরগুণেন বিভাত-বায়ুঃ সৌরভ্যমীপ্সুরিব তে মুখ-মারুতস্য ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়।—হে মতিমতাং বর! রাত্রিঃ গতা, শয্যাং মুঞ্চ। ননু ধাত্রা জগতঃ ধূঃ দ্বিধা এব বিভক্তা। তব গুরুঃ (পিতা) বিনিদ্রঃ (সন্) তাম্ একতঃ বিভর্ত্তি, ভবান্ তস্যাঃ অপরধূর্য্যপদাবলম্বী (ভবতি) ॥ ৬৬ ॥

নিদ্রা-বশেন ভবতা পর্য্যুৎসুকত্বম্ অপি নিশি খণ্ডিতা অবলা (নায়িকা) ইব অনপেক্ষ্যমাণা (উপেক্ষ্যমাণা) লক্ষ্মীঃ যেন (চন্দ্রেণ) বিনোদয়তি, সঃ চন্দ্রঃ অপি দিগন্তলম্বী (সন্) (অস্তং গচ্ছন্) ত্বদানন-রুচিং বিজহাতি ॥ ৬৭ ॥

তৎ (তস্মাৎ) বল্গুনা যুগপৎ তাবৎ উন্মিষিতেন সদ্যঃ দ্বে (অপি) পরস্পরতুলাম অধিরোহতাম্। (কে দ্বে ?) অন্তঃ প্রস্পন্দমান-পরুষেতর-তারং তব চক্ষুঃ, (অন্তঃ) প্রচলিতভ্রমরং পদ্মং চ ॥ ৬৮ ॥

বিভাত-বায়ুঃ স্বাভাবিকং তে মুখমারুতস্য সৌরভ্যং পর-গুণেন (অন্যসংক্রান্ত-গন্ধেন) ঈপ্সুঃ ইব অনোকহানাং শ্লথং পুষ্পং বৃন্তাৎ হরতি, অরুণাংশুভিন্নৈঃ সরসিজৈঃ (সহ) সংসৃজ্যতে (চ) ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ।—কুমার! তুমি মতিমান্ ব্যক্তিদের অগ্রণী হইয়া কেমন করিয়া এখনও ঘুমাইতেছ ? উঠ, যামিনীর অবসান হইয়াছে। তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে, বিধাতা এই বিরাট্ বিশ্বের গুরুভার সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই দুর্ব্বহ ভারের এক দিক্ তোমার কর্ম্মক্লান্ত বৃদ্ধ পিতা সর্ব্বদা নিরলসভাবে বহন করিতেছেন, আর অন্য দিক্ বহন করিবার একমাত্র তুমিই যোগ্য-পাত্র। সুতরাং তোমার কি এভাবে নিদ্রা শোভা পায় ? ৬৬ ॥

তুমি নিদ্রাদেবীর অঙ্ক-গত হইয়াছিলে, তাই তোমার দেহের কমনীয় কান্তি রাত্রিকালে, ত্বদীয় বিরহোৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া খণ্ডিতা নায়িকার ন্যায়, তোমারই মত নিত্যসুন্দর যে চন্দ্রের দিকে চাহিয়া তোমার দর্শন-বিরহ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়াছিল, ঐ দেখ, সে চন্দ্রও অস্ত-প্রায়। তাহাতে আর তোমার মুখের সে সৌন্দর্য্য এখন নাই। সুতরাং উঠিয়া ঐ অনন্য-শরণা শোভা দেবীকে রক্ষা কর ॥ ৬৭ ॥

কুমার! এখনই অরুণ-কর-স্পর্শে কমলদল উন্মীলিত হইবে, তুমিও নয়ন-কমল উন্মীলিত কর। তোমার এবং পদ্মের এই এক সময়ের মনোজ্ঞ উন্মীলনে ঐ উভয়ের কি অপূর্ব্ব সাদৃশ্যই না হইবে! উন্মেষকালে তোমার নয়নের মধ্যে স্নিগ্ধ ঘন-কৃষ্ণ তারা চঞ্চল হইয়া উঠিবে; আর উন্মেষোন্মুখ কমলের মধ্যেও অবরুদ্ধ ভ্রমর বাহিরে আসিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িবে ॥ ৬৮ ॥

ঐ দেখ, কুসুম-গন্ধ-সুরভি কি সুন্দর প্রভাত-বায়ু বহিতেছে! যেন সে, তোমার সৌগন্ধ্যময় শ্বাসের স্বাভাবিক সৌরভ-লাভে লোলুপ হইয়া অন্যের নিকট হইতে সেই সৌরভ প্রাপ্তির প্রয়াস পাইতেছে। তাই বৃক্ষের শিথিল কুসুমরাশিকে কেমন ধীরে ধীরে বৃন্ত হইতে অপহরণ করিতেছে ॥ ৬৯ ॥

এই মানসিক ঝটিকাবর্ত্ত পাঠকদিগকে কিয়ৎপরিমাণে প্রদর্শিত করিবার উদ্দেশ্যে কবি যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা আশাতিরিক্ত সাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছে। এমন চিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে আর নাই—বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ৬৫ ॥

বন্দিপুত্রগণ ব্যর্থ-স্তব করিত না; করিতে জানিত না। যাহা সঙ্গত, সত্য, অকৈতব, কর্ত্তব্য, তাহাই তাহারা নরপতিদিগকে সঙ্গীতের মোহন-পরিচ্ছদে সাজাইয়া দেখাইত, চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইয়া দিত। তাহারা বার্ষিক-লোভী-চাটুকারের অপার্থক ও অতিরঞ্জিত উক্তি উচ্চারণও করিত না ॥ ৬৬ ॥

তাম্রোদরেষু পতিতং তরুপল্লবেষু নির্ধৌত-হার-গুলিকা-বিশদং হিমাম্ভঃ।
আভাতি লব্ধ-পরভাগতয়াঽধরোষ্ঠে লীলাস্মিতং সদশনার্চ্চিরিব ত্বদীয়ম্॥ ৭০॥
যাবৎ প্রতাপনিধিরাক্রমতে ন ভানুরহ্নায় তাবদরুণেন তমো নিরস্তম্।
আয়োধনাগ্রসরতাং ত্বয়ি বীর! যাতে কিং বা রিপূংস্তব গুরুঃ স্বয়মুচ্ছিনত্তি॥ ৭১॥
শয্যাং জহত্যুভয়পক্ষ-বিনীত-নিদ্রাঃ স্তম্বেরমা মুখর-শৃঙ্খল-কর্ষিণস্তে।
যেষাং বিভান্তি তরুণারুণরাগযোগাদ্ ভিন্নাদ্রি-গৈরিক-তটা ইব দন্ত-কোশাঃ॥ ৭২॥
দীর্ঘেষ্বমী নিয়মিতাঃ পটমণ্ডপেষু নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ! বনায়ু-দেশ্যাঃ।
বক্ত্রোষ্মণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি লেহ্যানি সৈন্ধব-শিলা-শকলানি বাহাঃ॥ ৭৩॥
ভবতি বিরল-ভক্তির্ম্লানপুষ্পোপহারঃ স্বকিরণ-পরিবেষোদ্ভেদ-শূন্যাঃ প্রদীপাঃ।
অয়মপি চ গিরং নস্ত্বৎ-প্রবোধ-প্রযুক্তামনুবদতি শুকস্তে মঞ্জু-বাক্ পঞ্জরস্থঃ॥ ৭৪॥

অন্বয়।—তাম্রোদরেষু তরুপল্লবেষু পতিতং নির্ধৌত-হার-গুলিকা-বিশদং হিমাম্ভঃ লব্ধ-পরভাগতয়া (লব্ধোৎকর্ষতয়া) অধরোষ্ঠে ত্বদীয়ং সদশনার্চ্চিঃ লীলা-স্মিতম্ ইব আভাতি॥ ৭০॥

প্রতাপনিধিঃ ভানুঃ যাবৎ ন আক্রমতে (ন উদ্গচ্ছতি), তাবৎ অহ্নায় অরুণেন তমঃ নিরস্তং (ভবতি)। হে বীর! ত্বয়ি আয়োধনাগ্রসরতাং যাতে (সতি) তব গুরুঃ (পিতা) রিপূন্ স্বয়ম্ উচ্ছিনত্তি কিং বা? ৭১॥

উভয়-পক্ষ-বিনীত-নিদ্রাঃ মুখর-শৃঙ্খল-কর্ষিণঃ তে স্তম্বেরমাঃ শয্যাং জহতি। যেষাং দন্তকোশাঃ তরুণারুণ-রাগযোগাৎ ভিন্নাদ্রি-গৈরিক-তটাঃ ইব বিভান্তি॥ ৭২॥

হে বনজাক্ষ! (কমলাক্ষ!) দীর্ঘেষু পটমণ্ডপেষু নিয়মিতাঃ বনায়ু-দেশ্যাঃ অমী বাহাঃ নিদ্রাং বিহায় পুরোগতানি লেহ্যানি সৈন্ধব-শিলা-শকলানি বক্ত্রোষ্মণা মলিনয়ন্তি॥ ৭৩॥

ম্লান-পুষ্পোপহারঃ বিরল-ভক্তিঃ ভবতি, প্রদীপাঃ (চ) স্বকিরণ-পরিবেষোদ্ভেদ-শূন্যাঃ (ভবন্তি), অপি চ অয়ং মঞ্জু-বাক্ পঞ্জরস্থঃ তে শুকঃ ত্বৎপ্রবোধ-প্রযুক্তাং নঃ (অস্মাকং) গিরম্ অনুবদতি॥ ৭৪॥

বঙ্গার্থ।—বিধৌত মুক্তাফলের ন্যায় অমল-ধবল শিশির-জলবিন্দু নবপল্লবের রক্তাভ অভ্যন্তরভাগে পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই না ধারণ করিয়াছে! কুমার! তুমি যখন বিলাসমধুর মন্দ-হাস্য কর, তখন তোমার আরক্ত অধরোষ্ঠে দন্তপঙ্‌ক্তির শ্বেতরশ্মি পতিত হওয়ায় এমনই শোভা হইয়া থাকে॥ ৭০॥

সূর্য্যদেবের সতত পুরোগামী অরুণ চিরকালের মত পঙ্গু। তবুও, তেজঃ-সিন্ধু মার্ত্তণ্ড উদিত হইবার পূর্ব্বেই সেই খঞ্জ অরুণ তাড়াতাড়ি জগতের অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছে; আর তুমি বীরগণের অগ্রগণ্য এবং সমরক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও তোমার পিতা কি এই পরিণত বয়সেও শত্রুকুল উচ্ছেদ করিবেন? এ কি সমীচীন? ॥ ৭১॥

ঐ শোন—আলান-বদ্ধ তোমার মাতঙ্গগণের শৃঙ্খলা-কর্ষণের ধ্বনি। তাহারা উভয়পার্শ্বের পরিবর্ত্তনের দ্বারা নিদ্রা-ত্যাগপূর্ব্বক শয্যা হইতে উঠিতেছে। তাহাদের শ্বেত-কান্তি দন্ত সমূহে তরুণ অরুণের আরক্ত-কিরণ-সম্পাতে মনে হইতেছে—তারা যেন কোন পর্ব্বতের ধাতুময় সানুদেশে উৎখাত কেলি করিয়া ফিরিয়াছে, নতুবা দন্ত-রাজি এমন রঞ্জিত হইবে কেন?॥ ৭২॥

হে কমলাক্ষ! তোমার শিবিরের দীর্ঘ পটমণ্ডপ-সমূহে ঐ দেখ, পারস্য-দেশীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি নিদ্রাত্যাগ-পূর্ব্বক তাহাদের পুরঃস্থাপিত লেহন-যোগ্য স্বচ্ছসৈন্ধব-শিলা-খণ্ড সকল মুখসমীরের দ্বারা মলিন করিতেছে॥ ৭৩॥

কুমার! তোমার অর্চ্চনায় সমাহৃত কুসুমদাম, ঐ দেখ, পরিম্লান এবং শিথিল-গ্রন্থি হইয়া পড়িতেছে। দীপশিখা এতই নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইতেছে যে, সে আর তার নিজের কিরণ-পরিধিও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। আর তোমার পিঞ্জরাবদ্ধ মঞ্জু-ভাষী শুক—ঐ শোন, তোমাকে বিনিদ্র করিবার উদ্দেশ্যে আমরা যে সমুদয় কথা কহিলাম, কেমন সুস্পষ্টরূপে তাহার পুনরুক্তি করিতেছে॥ ৭৪॥

ইতি বিরচিত-বাগ্‌ভির্বন্দি-পুত্রৈঃ কুমারঃ সপদি বিগত-নিদ্রস্তল্পমুজ্‌ঝাঞ্চকার।
মদ-পটু নিনদদ্ভির্বোধিতো রাজ-হংসৈঃ সুরগজ ইব গাঙ্গং সৈকতং সুপ্রতীকঃ ॥ ৭৫

অথ বিধিমবসায্য শাস্ত্রদৃষ্টং দিবসমুখোচিতমঞ্চিতাক্ষি-পক্ষ্মা।
কুশল-বিরচিতানুকূল-বেষঃ ক্ষিতিপ-সমাজমগাৎ স্বয়ংবরস্থম্ ॥ ৭৬ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ

অন্বয়।—ইতি বিরচিত-বাগ্‌ভিঃ বন্দি-পুত্রৈঃ বিগত-নিদ্রঃ কুমারঃ সপদি তল্পম্ উজ্ঝাঞ্চকার। (কথমিব?)—মদ-পটু নিনদদ্ভিঃ রাজ-হংসৈঃ বোধিতঃ সুপ্রতীকঃ (তদাখ্যঃ) সুরগজঃ গাঙ্গং সৈকতম্ ইব ॥ ৭৫ ॥

অথ অঞ্চিতাক্ষি-পক্ষ্মা (সঃ অজঃ) শাস্ত্রদৃষ্টং দিবসমুখোচিতং বিধিম্ অবসায্য কুশল-বিরচিতানুকূলবেষঃ (সন্) স্বয়ংবরস্থং ক্ষিতিপ-সমাজম্ অগাৎ ॥ ৭৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজহংসগণের সুমধুর কলধ্বনিতে জাগরিত হইয়া ঈশানদিগ্‌বাসী সুপ্রতীক-নামক সুরগজ যেমন গঙ্গার সিকতাময় তটভূমি পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বৈতালিক-পুত্রগণের পূর্ব্বোক্ত মনোহর বচনপরম্পরায় তৎক্ষণাৎ নিদ্রাত্যাগ-পূর্ব্বক, কুমার অজ শয্যা পরিহার করিলেন ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর মনোজ্ঞ-নয়ন কুমার শাস্ত্রানুসারে প্রাতঃকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিলেন। প্রসাধন-কুশল ব্যক্তিরা তাঁহাকে পরিণয়ের উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জীভূত করিয়া দিল এবং তিনি প্রসন্ন-হৃদয়ে স্বয়ংবর-সভাসীন নরপতিমণ্ডলের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৬ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

স তত্র মঞ্চেষু মনোজ্ঞ-বেষান্ সিংহাসনস্থানুপচারবৎসু।
বৈমানিকানাং মরুতামপশ্যদাকৃষ্ট-লীলান্ নরলোক-পালান্ ॥ ১ ॥
রতের্গৃহীতানুনয়েন কামং প্রত্যর্পিত-স্বাঙ্গমিবেশ্বরেণ ।
কাকুৎস্থমালোকয়তাং নৃপাণাং মনো বভূবেন্দুমতী-নিরাশম্ ॥ ২ ॥
বৈদর্ভ-নির্দ্দিষ্টমসৌ কুমারঃ ক্লৃপ্তেন সোপান-পথেন মঞ্চম্।
শিলা-বিভঙ্গৈর্মৃগরাজ-শাবস্তুঙ্গং নগোৎসঙ্গমিবারুরোহ ॥ ৩ ॥
পরার্দ্ধ্য-বর্ণাস্তরণোপপন্নমাসেদিবান্ রত্নবদাসনং সঃ ।
ভূয়িষ্ঠমাসীদুপমেয়-কান্তির্ময়ূর-পৃষ্ঠাশ্রয়িণা গুহেন ॥ ৪ ॥
তাসু শ্রিয়া রাজ-পরম্পরাসু প্রভাবিশেষোদয়দুর্নিরীক্ষ্যঃ।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্ বিভক্তঃ পয়োমুচাং পঙ্‌ক্তিষু বিদ্যুতেব ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—সঃ (অজঃ) তত্র উপচারবৎসু মঞ্চেষু সিংহাসনস্থান্ মনোজ্ঞবেষান্—বৈমানিকানাং মরুতাম্ আকৃষ্টলীলান্ নরলোকপালান্ অপশ্যৎ। ১ ॥

রতেঃ গৃহীতানুনয়েন ঈশ্বরেণ প্রত্যর্পিত-স্বাঙ্গং কামম্ ইব (স্থিতং) কাকুৎস্থম্ আলোকয়তাং নৃপাণাং মনঃ ইন্দুমতী-নিরাশং বভূব ॥ ২ ॥

অসৌ কুমারঃ বৈদর্ভনির্দ্দিষ্টং মঞ্চং ক্লৃপ্তেন সোপান-পথেন, মৃগরাজশাবঃ শিলা-বিভঙ্গৈঃ তুঙ্গং নগোৎসঙ্গম্ ইব আরুরোহ ॥ ৩ ॥

পরার্দ্ধ্য-বর্ণাস্তরণোপপন্নং রত্নবৎ (রত্নখচিতম্) আসনং আসেদিবান্ সঃ ময়ূরপৃষ্ঠাশ্রয়িণা গুহেন (সহ) ভূয়িষ্ঠং উপমেয়-কান্তিঃ আসীৎ ॥ ৪ ॥

তাসু রাজ-পরম্পরাসু শ্রিয়া (কর্ত্র্যা) পয়োমুচাং পঙ্‌ক্তিষু বিদ্যুতা ইব সহস্রধা বিভক্তঃ প্রভাবিশেষোদয়-দুর্নিরীক্ষ্যঃ আত্মা (শ্রিয়ঃ স্বরূপং) ব্যরুচৎ—(বিশেষেণ অশোভিষ্ট। ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজকুমার অজ স্বয়ংবরক্ষেত্রে প্রবেশকালে দেখিলেন, নানাবিধ মহার্ঘ সাজ-সজ্জায় অলঙ্কৃত সমুচ্চ মঞ্চের উপর অপূর্ব্ব বেশভূষায় সজ্জীভূত হইয়া নরেন্দ্রবৃন্দ সিংহাসনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বসিয়া আছেন। বিমানচারী দেবগণের ন্যায় তাঁহাদের কি মনোহর শোভাই না জন্মিয়াছে! ॥ ১ ॥

স্বয়ংবরসভায় প্রবেশোদ্যত অজকে দেখিয়া পরিণয়ার্থী রাজন্যদিগের মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁহাদের মনে হইল,—হরকোপানলে ভস্মীভূত মদনদেবকে বুঝি তদীয় বিয়োগ-বিধুরা পত্নী রতির কাতর প্রার্থনায় আশুতোষ পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিয়াছেন, তাই সেই রতিপতি এই আসিয়া উপস্থিত হইলেন,-ইঁহার সমক্ষে ইন্দুমতী-লাভের আশা আমাদের দুরাশা মাত্র।২॥

সভাস্থল একেবারে নীরব। নরেন্দ্রবৃন্দ স্ব স্ব সিংহাসনে সপ্রত্যাশ-হৃদয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বিদর্ভ-রাজ ভোজ কর্তৃক প্রদর্শিত—সুবিন্যস্ত সোপানপথে কুমার অজ ধীরললিত-গতিতে গিয়া সমুচ্চ মঞ্চোপরি উঠিতে লাগিলেন। দেখিয়া মনে হইল,—অশ্ম-স্থিত বন্ধুর উপলখণ্ডসমূহ বাহিয়া দুর্দ্দম সিংহশিশু যেন উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের অঙ্কে আরোহণ করিতেছে। ৩॥

নীল পীতাদি নানা বর্ণের আস্তরণে সমাবৃত রত্নখচিত সিংহাসনে অজ উপবেশন করিলে, মনে হইল,—দেব-সেনাপতি কুমার কার্ত্তিকেয় যেন সহস্রচন্দ্রকচিহ্নিত পুচ্ছ-শোভিত ময়ূরের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়াছেন। ৪ ॥

নবজল-সম্ভৃত খণ্ড খণ্ড মেঘমালায় যেমন একটি বিদ্যুল্লতার প্রতিচ্ছবি শত শত মূর্তিতে প্রতিফলিত হওয়ায় সে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না,—চক্ষুঃ ঝলসিয়া যায়, তদ্রূপ, সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও সেই সমবেত সুসজ্জিত রাজন্যকুলের দেহে যুগপৎ পৃথক্ ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া এমনই প্রভান্বিত হইলেন যে,—সে দিকে নেত্রপাত করে,—কার সাধ্য! ॥ ৫ ॥

তেষাং মহার্হাসন-সংস্থিতানামুদার-নেপথ্যভৃতাং স মধ্যে
ররাজ ধাম্না রঘু-সূনুরেব কল্পদ্রুমাণামিব পারিজাতঃ ॥ ৬ ॥
নেত্রব্রজাঃ পৌরজনস্য তস্মিন্ বিহায় সর্ব্বান্ নৃপতীন্ নিপেতুঃ।
মদোৎকটে রেচিত-পুষ্পবৃক্ষা গন্ধদ্বিপে বন্য ইব দ্বিরেফাঃ ॥ ৭ ॥
অথ স্তুতে বন্দিভিরন্বয়জ্ঞৈঃ সোমার্কবংশ্যে নরদেব-লোকে।
সঞ্চারিতে চাগুরুসারযোনৌ ধূপে সমুৎসর্পতি বৈজয়ন্তীঃ ॥ ৮ ॥
পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধত-নৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাত-শঙ্খে পরিতো দিগন্তাংস্তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে ॥ ৯ ॥
মনুষ্য-বাহ্যং চতুরস্র-যানমধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তর-রাজ-মার্গং পতিংবরা ক্লৃপ্তবিবাহ-বেষা ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—মহার্হাসন-সংস্থিতানাম উদারনেপথ্যভৃতাং তেষাং (রাজ্ঞাং) মধ্যে সঃ রঘুসূনুঃ এব কল্পদ্রুমাণাং (মধ্যে) পারিজাতঃ ইব ধাম্না ররাজ ॥ ৬ ॥

পৌরজনস্য নেত্রব্রজাঃ সর্ব্বান্ নৃপতীন বিহায় তস্মিন্ (রঘুসূনৌ) নিপেতুঃ। (কথমিব?)—মদোৎকটে বন্যে গন্ধদ্বিপে রেচিত-পুষ্প বৃক্ষাঃ দ্বিরেফাঃ ইব (নিপেতুঃ) ॥ ৭ ॥

অথ অন্বয়জ্ঞৈঃ বন্দিভিঃ সোমার্কবংশ্যে নরদেবলোকে স্তুতে (সতি) সঞ্চারিতে (সমন্তাৎ প্রচারিতে) অগুরু-সার-যোনৌ ধূপে চ বৈজয়ন্তীঃ সমুৎসর্পতি (সতি) (অতিক্রম্য গচ্ছতি সতি) ॥ ৮ ॥

পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনাম্ উদ্ধত-নৃত্যহেতৌ প্রধ্মাতশঙ্খে মঙ্গলার্থে তূর্য্যস্বনে পরিতঃ দিগন্তান্ মূর্চ্ছতি (সতি)—॥ ৯ ॥

পতিংবরা ক্লৃপ্ত-বিবাহ-বেষা কন্যা (ইন্দুমতী) মনুষ্য-বাহ্যং পরিবার-শোভি চতুরস্র-যানম্ অধ্যাস্য (শিবিকাম্ আরুহ্য) মঞ্চান্তর-রাজ-মার্গং বিবেশ ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—কল্পতরুরাজির মধ্যে পারিজাত-পাদপ যেমন অধিকতর দীপ্তি-সম্পন্ন, তদ্রূপ সেই উজ্জ্বল-পরিচ্ছদ ও রত্নময়-সিংহাসনস্থিত রাজন্যগণের মধ্যে রঘুপুত্র অজও শরীরের তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

স্বয়ংবর-দর্শনার্থী সমাগত পৌরজনগণের নয়ন-পঙ্‌ক্তি, অপর সকল নৃপতির উপর হইতে যুগপৎ গিয়া অজের উপর পতিত হইল। যেন কুসুমপূর্ণ বৃক্ষে লীন অলি-পঙ্‌ক্তি, অদূরে মদ-জলবর্ষী গন্ধপ্রধান গজরাজকে পাইয়া তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িল ॥ ৭ ॥

অনন্তর রাজন্যকুলের ইতিহাসবিৎ স্তুতিপাঠকগণ সূর্য্য-বংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবৃন্দের পরিচয়াত্মিকা স্তুতিগীতি আরম্ভ করিলেন। চারিদিকে অগুরু সারমিশ্রিত ধূপের ধূম উত্থিত হইয়া মঞ্চশ্রেণীর পতাকাবলী আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল—॥ ৮ ॥

মাঙ্গলিক তূর্য্যধ্বনিতে দিগন্ত পরিপূর্ণ হইল, শত শত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, সেই তূর্য্যস্বনকে জলদের মন্দ্র-ধ্বনি মনে করিয়া প্রাসাদের উপকণ্ঠবর্ত্তী উদ্যানবাসী শিখণ্ডি-সমূহ পুচ্ছ বিস্তারপূর্ব্বক নৃত্য করিতে মাতিয়া গেল—॥ ৯ ॥

এমনই আনন্দ-মুখর শুভক্ষণে,—পরিজন পরিবেষ্টিত এক চতুর্দ্দোল পরিচরগণ স্কন্ধে লইয়া, সভাস্থলে, মঞ্চশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী—রাজ-পথে প্রবেশ করিল। রাজকুমারীর বিবাহের অনুরূপ পরিচ্ছদে বিমণ্ডিত স্বয়ংবরা রাজকন্যা ইন্দুমতী সেই শিবিকায় সমাসীন ॥ ১০ ॥

তস্মিন্ বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ কন্যাময়ে নেত্রশতৈকলক্ষ্যে।
নিপেতুরন্তঃকরণৈর্নরেন্দ্রা দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেষু ॥ ১১ ॥
তাং প্রত্যভিব্যক্ত-মনোরথানাং মহীপতীনাং প্রণয়াগ্রদূতাঃ।
প্রবাল-শোভা ইব পাদপানাং শৃঙ্গারচেষ্টা বিবিধা বভূবুঃ ॥ ১২ ॥
কশ্চিৎ করাভ্যামুপগূঢ়নালমালোল-পত্রাভিহত-দ্বিরেফম্।
রজোভিরন্তঃপরিবেষবন্ধি লীলারবিন্দং ভ্রময়াঞ্চকার ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—নেত্র-শতৈক-লক্ষ্যে কন্যাময়ে তস্মিন্ বিধাতুঃ বিধানাতিশয়ে নরেন্দ্রাঃ অন্তঃকরণৈঃ নিপেতুঃ, আসনেষু কেবলং দেহৈঃ (এব) স্থিতাঃ (আসন্)। (দেহান্ অপি বিস্মৃত্য তত্র কন্যায়ম্ভে এব দত্তচিত্তাঃ বভূবুঃ ইতি ভাবঃ)। ১১ ॥

তাং (ইন্দুমতীং) প্রতি অভিব্যক্তমনোরথানাং মহীপতীনাং প্রণয়াগ্রদূত্যঃ বিবিধাঃ শৃঙ্গারচেষ্টাঃ পাদপানাং প্রবালশোভাঃ ইব বভূবুঃ ॥ ১২ ॥

কশ্চিৎ (রাজা) করাভ্যাম্ উপগূঢ়-নালম আলোল-পত্রাভিহত-দ্বিরেফম্ অন্তঃপরিবেষবন্ধি লীলারবিন্দং ভ্রময়াঞ্চকার। ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সৃষ্টিনিপুণ বিধাতার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সেই চরম পরিণতিরূপিণী ইন্দুমতীর প্রতি শত শত নেত্র নির্নিমেষভাবে নিবদ্ধ হইল, আর স্বয়ংবরার্থী নৃপতিগণ? তাঁহাদের দশা বর্ণনার অতীত। তাঁহারা চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত যেন গিয়া সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী প্রতিমার প্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, আর তাঁহাদের প্রাণহীন শবদেহ অসাড়ভাবে স্ব স্ব সিংহাসনে যেন পড়িয়া রহিল। ১১ ॥

কিয়ৎপরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অসহিষ্ণু রাজন্যগণ ইন্দুমতী-লাভে একান্ত অভিলাষ নিবন্ধন, অঙ্গভঙ্গী-প্রভৃতির দ্বারা নানারূপ মানসিক-বিকার প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের ধারণা—সেই সকল অঙ্গভঙ্গী ইন্দুমতীর নিকটে প্রণয়জ্ঞাপনের প্রথম দূতিকার কার্য্য করিবে। পাদপরাজির সমীরকম্পিত পল্লবগুচ্ছের ন্যায় তাঁহাদের সেই সব অঙ্গবিক্ষেপ শোভা পাইতে লাগিল। ১২ ॥

কোন রাজা করদ্বয়ে মৃণাল-ধারণপূর্ব্বক স্বীয় লীলা-পদ্মটি ঘুরাইতে লাগিলেন। চঞ্চল কমলদলে ভ্রমরপঙ্‌ক্তি আহত হইতে লাগিল এবং পদ্মকোষ-মধ্যবর্ত্তী পরাগ-পটল মণ্ডলাকার ধারণ করিল। ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—রূপে, গুণে, আভিজাত্যে—সর্ব্বাংশে অতুলনীয়া কুমারীকুলকমলিনী ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণে সমাগত নৃপতিবৃন্দের অনেকেই যে অযোগ্য, তাহা বর্ত্তমান একাদশ এবং পরবর্ত্তী দ্বাদশ শ্লোকে কবি অতি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন। চাঞ্চল্য বা অসংযমে নারীহৃদয় জয় করা যায় না। পুরুষের ইন্দ্রিয়-তাড়নামূলক মানসিক বিকার বা অসহিষ্ণুতা কামিনী-কমলের পক্ষে অকাল-জলদতুল্য। ১১ ॥

সুসজ্জিতা রাজপুত্রীকে দেখিয়াই অসহিষ্ণু রাজন্য-যুবকগণ নানাপ্রকার হীন হাব-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অসংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। "শৃঙ্গার-চেষ্টা" এই একটি শব্দের দ্বারা কবির কবি কালিদাস দেখাইতেছেন যে, রাজন্যবৃন্দ তাঁহাদের যে শারীরিক চেষ্টা বা প্রয়াসের দ্বারা হৃদয়ের পবিত্র প্রেম প্রকটিত করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, উহা সেই স্বর্গীয়, দেবারাধ্য পবিত্র প্রেম নহে। উহা তাহার কদর্য্য অনুকৃতি মাত্র। উহা অমৃত নহে; হলাহল। রস নহে; রসাভাস। ১২ ॥

আমার কর-গত এই লীলা-পদ্মের মত, তোমার কর-গত আমাকে যখন যেভাবে ইচ্ছা, তুমি পরিচালিত করিও। এই কূট অভিপ্রায় প্রকাশে ব্যস্ত হইয়া ইনি লীলা-কমল ঘুরাইতে লাগিলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। সভামধ্যে নিরন্তর কর-কম্পন একটা মন্দ লক্ষণ। এরূপ চঞ্চলের সম্পর্ক নিষ্প্রয়োজন ও অনভিপ্রেত ভাবিয়া রাজপুত্রী পরাঙ্মুখী হইলেন। ১৩ ॥

বিস্রস্তমংসাদপরো বিলাসী রত্নানুবিদ্ধাঙ্গদ-কোটিলগ্নম্ ।
প্রালম্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং নিনায় সাচীকৃতচারুবক্ত্রঃ ॥ ১৪ ॥
আকুঞ্চিতাগ্রাঙ্গুলিনা ততোঽন্যঃ কিঞ্চিৎ-সমাবর্জ্জিত-নেত্র-শোভঃ ।
তির্য্যগ্-বিসংসর্পি-নখ-প্রভেণ পাদেন হৈমং বিলিলেখ পীঠম্ ॥ ১৫ ॥
নিবেশ্য বামং ভুজমাসনার্দ্ধে তৎ-সন্নিবেশাদধিকোন্নতাংসঃ ।
কশ্চিৎ বিবৃত্ত-ত্রিক-ভিন্ন-হারঃ সুহৃৎ-সমাভাষণতৎপরোঽভূৎ ॥ ১৬ ॥
বিলাসিনী-বিভ্রম-দন্ত-পত্রমাপাণ্ডুরং কেতকবর্হমন্যঃ ।
প্রিয়া-নিতম্বোচিত-সন্নিবেশৈর্বিপাটয়ামাস যুবা নখাগ্রৈঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—বিলাসী অপরঃ (রাজা) অংসাৎ বিস্রস্তং রত্নানুবিদ্ধাঙ্গদ-কোটি-লগ্নং প্রালম্বম্ (ঋজুলম্বিনীং স্রজম্) উৎকৃষ্য সাচীকৃত-চারুবক্ত্রঃ (সন্) যথাবকাশং (স্বস্থানং) নিনায় ॥ ১৪ ॥

ততঃ (পূর্ব্বোক্তাৎ) অন্যঃ (রাজা) কিঞ্চিৎ-সমাবর্জ্জিত-নেত্র-শোভঃ (সন্) আকুঞ্চিতাগ্রাঙ্গুলিনা তির্য্যগ্-বিসংসর্পি-নখ-প্রভেণ পাদেন হৈমং পীঠং (পাদপীঠং) বিলিলেখ ॥ ১৫ ॥

কশ্চিৎ (রাজা) বামং ভুজম্ আসনার্দ্ধে নিবেশ্য তৎসন্নিবেশাৎ অধিকোন্নতাংসঃ (সন্), বিবৃত্তত্রিক-ভিন্ন-হারঃ (সন্ চ) সুহৃৎ-সমাভাষণতৎপরঃ অভূৎ ॥ ১৬ ॥

যুবা অন্যঃ (কশ্চিৎ) বিলাসিনী-বিভ্রম-দন্তপত্রম্ আপাণ্ডুরং কেতকবর্হং প্রিয়া-নিতম্বোচিত-সন্নিবেশৈঃ নখাগ্রৈঃ বিপাটয়ামাস ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—অন্য কোন বিলাস-প্রিয় রাজা আবার সুচারু মুখমণ্ডল ঈষৎ হেলাইয়া অংস হইতে স্খলিত, রত্নময় কেয়ূরে বিজড়িত ঋজু-লম্বিত কণ্ঠহার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ১৪ ॥

কোন নরপতি আনত-মস্তকে বক্র-দৃষ্টি দ্বারা নয়নের সৌন্দর্য্য যেন বর্দ্ধিত করিয়াই, কুঞ্চিত অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্বর্ণময় পাদ-পীঠে কত কি লিখিতে লাগিলেন। তদীয় বক্রীকৃত অঙ্গুলির নখরশ্মি তির্য্যগ্‌ভাবে ইতস্ততঃ বিসর্পিত হইল ॥ ১৫ ॥

কোন রাজা আবার নিজের আসনার্দ্ধে বামহস্তে ভর দিয়া বামস্কন্ধ অধিক উঁচু করিয়া বাঁ-দিকের এক বন্ধুর সহিত আলাপ জুড়িয়া দিলেন। ঐরূপে দেহের একাংশ উন্নমিত হওয়ায়, তাঁহার কণ্ঠহার বক্রীভূত পৃষ্ঠের চঞ্চল মেরুদণ্ডের উপর আসিয়া লুঠিয়া পড়িতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

প্রিয়তমার নিতম্বদেশ ক্ষত-বিক্ষত করিতে সুপটু স্বকীয় কর-নখের অগ্রভাগ দ্বারা কোন তরুণ রাজা আদরিণী প্রেয়সীর সোহাগের প্রধান ভূষণ দন্তপত্র-রূপ কেতক-দল বিদারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রালম্ব বা ঋজু-লম্বিনী স্রক্ উৎক্ষেপণচ্ছলে এই নৃপতি জানাইতেছেন যে, এইভাবে তোমাকে আমি আলিঙ্গন করিব। কিন্তু ইন্দুমতী ভাবিলেন,—ইঁহার অঙ্গে হয় ত এমন গোপনীয় কিছু আছে, যাহা হার দিয়া আবৃত করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

আমার মত তুমিও তোমার পাদপদ্মের অঙ্গুলিগুলি কৌশলে আকুঞ্চিত করত অন্যের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আমার নিকটে এস—এই দৃঢ় অভিপ্রায়ে রাজা ঐরূপ পদাঙ্গুলির দ্বারা হৈম পাদপীঠে "আঁকচোখ" পাড়িতে লাগিলেন। ভূতলে ঐভাবে "আঁকচোখ" পাড়া একটা ঘোর দুর্লক্ষণ, সুতরাং এ রাজা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য—ভাবিয়া রাজপুত্রী সরিয়া গেলেন ॥ ১৫ ॥

যদি তুমি প্রসন্ন হও, তবে, এইভাবে নিশিদিন তোমাকে আমার বামাঙ্গে বসাইয়া রহস্যালাপ করিব,—এই অভিপ্রায়ে রাজা ঐরূপ ঘাড় বাঁকাইয়া অন্যের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।—কিন্তু,—এ কি ? আমাকে দেখিয়াই মুখ ফিরাইলেন। এ আবার কেমন রসিক ?—ভাবিয়া রাজনন্দিনী মনে মনে বিরক্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

নিতম্বিনি ! নিতম্বদেশে এমনই নখক্ষতচাতুর্য্যে তোমার চিত্তবিনোদন করিব, এই কথা আভাসে জানাইবার নিমিত্ত রাজা কেতকী-পত্র-বিদারণ করিতে লাগিলেন। নিয়ত তৃণাদিচ্ছেদনকারী এই যুবা বড়ই কুলক্ষণাক্রান্ত—ভাবিয়া রাজপুত্রীও মুখ ফিরাইলেন ॥ ১৭ ॥

কুশেশয়াতাম্রতলেন কশ্চিৎ করেণ রেখাধ্বজ-লাঞ্ছনেন।
রত্নাঙ্গুলীয়প্রভয়ানুবিদ্ধানুদীরয়ামাস সলীলমক্ষান্ ॥ ১৮ ॥
কশ্চিৎ যথাভাগমবস্থিতেঽপি স্ব-সন্নিবেশাদ্ ব্যতিলঙ্ঘিনীব।
বজ্রাংশু-গর্ভাঙ্গুলিরন্ধ্রমেকং ব্যাপারয়ামাস করং কিরীটে ॥ ১৯ ॥
ততো নৃপাণাং শ্রুতবৃত্ত-বংশা পুংবৎ প্রগল্‌ভা প্রতিহার-রক্ষী।
প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্য নীত্বা কুমারীমবদৎ সুনন্দা ॥ ২০ ॥
অসৌ শরণ্যঃ শরণোন্মুখানামগাধসত্ত্বো মগধ-প্রতিষ্ঠঃ।
রাজা প্রজারঞ্জন-লব্ধ-বর্ণঃ পরন্তপো নাম যথার্থনামা ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—কশ্চিৎ (রাজা) কুশেশয়াতাম্রতলেন রেখাধ্বজ-লাঞ্ছনেন করেণ রত্নাঙ্গুলীয়-প্রভয়া অনুবিদ্ধান্ অক্ষান্ সলীলম্ উদীরয়ামাস ॥ ১৮ ॥

কশ্চিৎ (রাজা) যথাভাগম্ (যথাস্থানম্) অবস্থিতে অপি স্ব-সন্নিবেশাৎ ব্যতিলঙ্ঘিনি ইব (স্বস্থানাৎ চলিতে ইব) কিরীটে বজ্রাংশুগর্ভাঙ্গুলিরন্ধ্রম্ একং করং ব্যাপারয়ামাস ॥ ১৯ ॥

ততঃ নৃপাণাং শ্রুতবৃত্ত-বংশা পুংবৎ প্রগল্‌ভা সুনন্দা (তন্নামিকা) প্রতিহার-রক্ষী প্রাক্ কুমারীং ইন্দুমতীং মগধেশ্বরস্য সন্নিকর্ষং নীত্বা অবদৎ ॥ ২০ ॥

অসৌ রাজা শরণোন্মুখানাং শরণ্যঃ অগাধসত্ত্বঃ মগধ-প্রতিষ্ঠঃ প্রজারঞ্জন-লব্ধবর্ণঃ পরন্তপঃ নাম (প্রসিদ্ধঃ) যথার্থ-নামা (ভবতি) ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—সৌভাগ্য সূচক রেখাধ্বজ-চিহ্ন-যুক্ত রক্তোৎ-পলবৎ আরক্ত করতলের দ্বারা কোন নৃপতি বা কত প্রকার ভঙ্গীসহকারে পাশার দান দিতে লাগিলেন। তদীয় রত্নখচিত অঙ্গুরীয়কের কান্তিচ্ছটায় পাশকগুলি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল ॥ ১৮ ॥

কোন রাজা আবার, যথাস্থানে স্থাপিত থাকা সত্ত্বেও, যেন কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুত হইয়াছে,—এমনই ভাব দেখাইয়া স্বহস্তে মস্তকের রত্নময় কিরীটটি তুলিয়া ঠিক করিয়া বসাইতে লাগিলেন। কিরীটখচিত উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের প্রভায় তাঁহার অঙ্গুলীর রন্ধ্র সমূহ পরিপূর্ণ হইল ॥ ১৯ ॥

অনন্তর রাজন্যগণের কুল, শীল, বীর্য্য, অবদান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞা দ্বারপালিকা সুনন্দা কুমারী ইন্দুমতীকে সর্ব্বাগ্রে মগধেশ্বরের নিকটে লইয়া গিয়া বাগ্মী পুরুষের ন্যায় প্রগল্‌ভভাবে বলিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

রাজনন্দিনি! এই রাজা অত্যন্ত শরণাগতবৎসল এবং অতীব গম্ভীর-প্রকৃতিক। মগধরাজ্যে ইঁহার প্রচুর আধিপত্য, প্রজারঞ্জনে ইঁহার ন্যায় বিচক্ষণ অতি কমই দেখা যায়। ইনি নামে পরন্তপ, কার্য্যেও পরন্তপ (শত্রুতাপন) ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—এই প্রকার অক্ষ-ক্রীড়াদির দ্বারা নিয়ত তোমাকে আমি প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিব—রাজা এই গূঢ় অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্য পাশার দান দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফল কিন্তু হইল বিপরীত। কি করিয়া এবং কখন্ পাশা খেলিতে হয়, তাহাও, দেখিতেছি ইনি জানেন না; এই কি পাশা-খেলার সময়?—ভাবিয়া ইন্দুমতী মনে মনে উপেক্ষার হাসি হাসিলেন ॥ ১৮ ॥

কিরীটের ন্যায় আমার পরমশ্লাঘার বস্তু তুমি। তোমাকে নিয়ত মাথায় করিয়া রাখিলেও আমার ভারবোধ বা বিরক্তি-জ্ঞান হইবে না,—রাজার এই অভিপ্রায়। কিরীটে কর-স্পর্শের ফলে—স্বয়ংবরার্থিনী ইন্দুমতী ভাবিলেন, বিবাহ-সভায় আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসেন—ইনি আবার কেমন প্রার্থী? ॥ ১৯ ॥

"মগধ-প্রতিষ্ঠ"—এই কথায় চাতুর্য্যময়ী সুনন্দা অতি সন্তর্পণে এই রাজার প্রকৃত অবস্থাটা খুলিয়া দেখাইলেন। মগধেই ইঁহার য-কিছু প্রতিষ্ঠা,—নাম, যশঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বরাজ্যের বাহিরে ইঁহার তেমন কোন অবদানের পরিচয় নাই। কলিকাতা কালীঘাটের গঙ্গা (বা বর্ত্তমান টালিস নালা) কার্য্যতঃ একটা আবর্জ্জনাবাহী শুষ্কপ্রায় খাত-মাত্র হইলেও "আদিগঙ্গা" বলিয়া কোন্ হিন্দু তাহাকে না পবিত্র মনে করেন? সেইপ্রকার ভারতের শীর্ষস্থানীয় মগধ-সাম্রাজ্য যতই কেন দুর্গত হউক না,—প্রকৃত রাজসম্মান সর্ব্বাগ্রে সেই সাম্রাজ্যের সম্রাট্‌কে না দেখাইলে ঘোর অন্যায় হয়। তাই সুনন্দা প্রথমেই তাঁহার পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইল। রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ বঙ্গদেশে যখন আসিয়াছিলেন,

কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোঽন্যে রাজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্।
নক্ষত্র-তারা-গ্রহ-সঙ্কুলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ ॥ ২২ ॥
ক্রিয়া-প্রবন্ধাদয়মধ্বরাণামজস্রমাহূতসহস্রনেত্রঃ।
শচ্যাশ্চিরং পাণ্ডুকপোল-লম্বান্ মন্দারশূন্যানলকাংশ্চকার ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—অন্যে নৃপাঃ কামং সহস্রশঃ সন্তু, ভূমিম্ অনেন রাজন্বতীম্ আহুঃ। (তথাহি) নক্ষত্র-তারা-গ্রহসঙ্কুলা অপি রাত্রিঃ চন্দ্রমসা এব জ্যোতিষ্মতী (ভবতি, ন অন্যেন জ্যোতিষা) ॥ ২২ ॥

অয়ং (পরন্তপঃ) অধ্বরাণাং ক্রিয়াপ্রবন্ধাৎ অজস্রম্ আহূত-সহস্রনেত্রঃ (সন্) চিরং শচ্যাঃ অলকান্ পাণ্ডুকপোল-লম্বান্ মন্দার-শূন্যান্ (চ) চকার ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—অন্য সহস্র সহস্র নরপতি বিদ্যমান থাকিলেও পৃথিবীতে প্রকৃত সুশাসক রাজা বলিতে কিন্তু ইঁহাকেই বুঝায়। ভাবিয়া দেখ,—শত সহস্র ভাস্বর নক্ষত্র-গ্রহ-জ্যোতিষ্কমণ্ডল আকাশে উদিত হইলেও তমস্বিনী রজনী কিন্তু এক চন্দ্রমার দ্বারাই আলোকময়ী হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ইনি নিরন্তর নানাপ্রকার যাগযজ্ঞ করিয়া থাকেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র আহূত হইয়া প্রায় সর্ব্বদাই ইঁহার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকেন। তাই বিরহ-মলিনা ইন্দ্রপ্রিয়া শচীদেবীর কপোল বিরহ-দুঃখে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে এবং তদুপরি অসংযত চূর্ণ-কুন্তল লম্বমান হইয়া পড়ে, তাহাতে আর পূর্ব্বের মত পারিজাত-কুসুম শোভা পায় না ॥ ২৩ ॥

তখন তাঁহার নিকটে অর্থসম্পদে ও অন্যান্য নানাবিষয়ে গরিষ্ঠ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ প্রভৃতিকে,—বাংলা-বিহার উড়িষ্যার শেষ নবাব-নাজিমের ক্ষীণ-রশ্মিরূপে পরিচিত মুরসিদাবাদের নবাব বাহাদুরই প্রথম "অফিসিয়াল" ভাবে পরিচিত করিয়া স্বায় অতীত গৌরবের কথঞ্চিৎ উপভোগ করিয়াছিলেন। আবার সম্রাটের নিকটে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাও, অতীত স্মরণ-পূর্ব্বক, এই মুরসিদাবাদের নবাবকেই সর্ব্বাগ্রে পরিচিত করিয়া দিয়া, তদীয় পূর্ব্বতন রাজবংশের লুপ্ত গৌরবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই এই প্রথা প্রচলিত। আপাত-দৃষ্টিতে সুনন্দার উক্তি মগধেশ্বরের অনুকূল বলিয়া প্রতীত হইলেও, বস্তুগত্যা ইহা তাঁহার ঘোর প্রতিকূল ॥ ২১ ॥

প্রগল্ভা সুনন্দার কণ্ঠবীণার সুর আরও উচ্চতর গ্রামে উঠিল। সে কহিল,—সত্য বটে, আরও অনেক বড় বড় রাজা আছেন,—কিন্তু প্রকৃত রাজা বলিতে ইঁহাকেই বুঝায়। যত শুষ্কই হউক না কেন,—ভগীরথের খাত বলিতে এই টালিস্ নালাকেই বুঝিতে হয়। ব্যবসায়ী বণিক্‌দিগের কর্ত্তিত ঐ শুষ্কপ্রবাহিণীকে কেহ ভাগীরথী বলে না ॥ ২২ ॥

বিবরণ।—মগধ।—প্রধানতঃ বর্ত্তমান বিহার-প্রদেশের অতি প্রাচীন নাম। সর্ব্বপ্রথম, অথর্ব্ববেদে (৫, ২২, ১৪) "মগধেভ্যঃ" বলিয়া মগধ-শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণের বালকাণ্ডের ৩২শ অধ্যায়ে সপ্তম হইতে দশম শ্লোক পর্য্যন্ত মগধের কতকটা পরিস্ফুট পরিচয় আছে। বসুনামক এক নৃপতি গিরিব্রজপুরে (বা বর্ত্তমান রাজগৃহে) মগধের রাজধানী স্থাপন করেন (ঐ ঐ)। মহাভারতেও মগধ এবং গিরিব্রজপুরের উল্লেখ আছে। (মহা, সভা, ২৪ শ অঃ, শ্লোক ১০ এবং ২৯)। শোণনদ মগধের পশ্চিম সীমা। জরাসন্ধের সময়েও গিরিব্রজপুর ইহার রাজধানী ছিল। পরে অজাতশত্রু কর্ত্তৃক "পাটলীগ্রাম" নামক সামান্য একটি জনপদে মগধের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক এই অজাতশত্রুই পাটলীপুত্রের অশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। কিন্তু বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণানুসারে অজাতশত্রুর পৌত্র উদয়াশ্ব রাজগৃহ হইতে রাজধানী পাটলীপুত্রে আনয়ন করেন। (বায়ু ২য় খণ্ড, অঃ ৩৭, ৩৬৯ এবং বিষ্ণু পুঃ ৪র্থ অঃ, ২৪) এক সময়ে কালীতল-বাহিনী গঙ্গার দক্ষিণ দিক্ দিয়া মুঙ্গের ও আরও দক্ষিণে—সিংহভূম পর্য্যন্ত এই মগধসাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এখনও এই সকল স্থলের পার্শ্ববর্ত্তী জিলার অধিবাসীরা পাটনা এবং গয়া জিলাকে "মগা" নামে আখ্যাত করিয়া থাকে। ললিতবিস্তরের ১৭ অধ্যায়ে আছে—গয়াশীর্ষ মগধেরই অন্তঃপাতী। আর্য্যগণের নিকট "অসুর" বলিয়া পরিচিত চের এবং কোল জাতিরাই মগধের আদিম অধিবাসী। ঐতিহাসিক কানিংহাম সাহেবের মতে গুপ্তবংশীয়, মহারাজ-গুপ্ত খৃঃ ৩১৯ শতকে মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং তদবধিই গুপ্ত সংবৎ প্রচলিত হয়। ডাক্তার ফ্লিট (Corp. Inscrip. Ind. vol. III. p. 25.) বলেন, খৃঃ ৩২০ শতকে গুপ্তবংশীয় ১ম চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই সময় হইতেই গুপ্ত সাল চলিতে থাকে। শেষে হূণগণ কর্ত্তৃক, গুপ্তবংশীয়েরা বহুকাল রাজত্বের পর, উচ্ছিন্ন হন (N. L. D.) ॥ ২১ ॥

অনেন চেদিচ্ছসি গৃহ্যমাণং পাণিং বরেণ্যেন কুরু প্রবেশে।
প্রাসাদ-বাতায়ন-সংশ্রিতানাং নেত্রোৎসবং পুষ্প-পুরাঙ্গনানাম্ ॥ ২৪

এবং তয়োক্তে তমবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্‌বিস্রংসিদূর্ব্বাঙ্ক-মধূক-মালা।
ঋজু-প্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা ॥ ২৫

অন্বয়।—বরেণ্যেন অনেন (রাজ্ঞা) পাণিং গৃহ্যমাণম্ ইচ্ছসি চেৎ, প্রবেশে (বিবাহানন্তরং পুরপ্রবেশকালে) প্রাসাদ-বাতায়ন সংশ্রিতানাং পুষ্পপুরাঙ্গনানাং নেত্রোৎসবং কুরু ॥ ২৪ ॥

তয়া (সুনন্দয়া) এবম্ উক্তে (সতি) তম্ (পরন্তপম্) অবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বিস্রংসিদূর্ব্বাঙ্কমধূকমালা তন্বী (ইন্দুমতী) এনম (রাজানং) অভাষমাণা (সতী) ঋজু-প্রণামক্রিয়য়া (ভাবশূন্যয়া) এব প্রত্যাদিদেশ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজ-পুত্রি! এই বরণীয় মগধরাজ কর্ত্তৃক পাণি-পীড়ন যদি তোমার অভিলষিত হয়, তবে পরিণয়ের পর শোভাযাত্রা করিয়া যখন পাটলীপুত্র নগরে মহাসমারোহে প্রবেশ করিবে, তখন তত্রত্য প্রসাদ-সমূহের গবাক্ষদেশে দাঁড়াইয়া কত সুন্দরী ললনারা তোমার কমণীয় কান্তি দর্শনে নয়ন সার্থক করিবে ॥ ২৪ ॥

সুনন্দার বাক্যাবসানে কৃশাঙ্গী ইন্দুমতী সেই পরন্তপ-নামা নৃপতির দিকে একবার চাহিয়াই একটি ভাব-শূন্য প্রণাম দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রণামকালে তাঁহার কণ্ঠ-লম্বিত, দূর্ব্বাখচিত মধূক-কুসুমের মালা একটু বিসর্পিত হইয়া পড়িল ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রতিভাবতী ইন্দুমতী সুনন্দার এই সবল শর্করামণ্ডিত ঔষধের তীব্রত্ব যে না বুঝিয়াছিলেন, তাহা নহে। তবুও সুনন্দা দক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় আর একমাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করিল, কহিল,—ইনি সর্ব্বদাই যাগযজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত থাকেন। ইন্দুমতী যদি সংযমিনী ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় দিন-রাত্রি জপতপহোম লইয়াই থাকিতে চান, তবে এই তাঁহার মাহেন্দ্র সুযোগ। ক্রমে—আরও তীব্রতর ঔষধ। পতিপত্নীর প্রথম মিলনকালে,—বিবাহ-ক্ষেত্রে ইন্দ্র-প্রিয়া শচীর আবির্ভাব না হইলে—সুশৃঙ্খলভাবে পরিণয় সম্পন্ন হয় না। সুতরাং পরিণয়ার্থিনী ইন্দুমতীর একান্ত প্রার্থিত যে শচী, সেই অনন্ত-যৌবনা সুন্দরী-কুলশিরোমণি শচীদেবীর ইনি দুর্দ্দশার চূড়ান্ত করিয়াছিলেন। পতি থাকিতেও তাঁহাকে একপ্রকার চিরদগ্ধীভূত করিতেছেন। ইন্দ্রকে যাগযজ্ঞের প্রলোভনে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাই সেই স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বরীর মুখচ্ছবি পাণ্ডুবর্ণ কেশকলাপ অসংযত ও তাঁহার বড় সাধের নন্দন-কুসুমে বর্জ্জিত। যে পুরুষ এরূপ কাজ করিতে পারে, কোন্ মনস্বিনী নারী তাহাকে অভিলাষ করেন? কেহই করেন না ॥ ২৩ ॥

এইবার একেবারে সপ্তমে চড়াইয়া সুনন্দা কণ্ঠধ্বনি করিল, বলিল,—এই নৃপতিকর্ত্তৃক তোমার করগ্রহণ যদি অভিলষিত হয়, ভালই ত; প্রস্তুত হও। তোমার নিজের সৌভাগ্যের কথা বলিতে চাই না। কিন্তু বিবাহের পর এই রাজার সহিত যখন রাজধানী কুসুমপুরে প্রবেশ করিবে, তখন সেই নগরবাসিনী ভামিনীরা তোমায় দেখিয়া পরম তৃপ্তি পাইবে। সুন্দরি! তোমার এই নবীন সৌন্দর্য্যে তাহাদের চোখ জুড়াইয়া যাইবে। অন্ততঃ তোমার এই অনুপম লাবণ্যে তাহাদেরও ত তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারিবে। এ কি একটা কম নিস্বার্থ লাভ? রূপসী তুমি, এ অংশে তোমার রূপের কতকটা সার্থকতা যে হইবে, তাহা অস্বীকার করা চলে না ॥ ২৪ ॥

সুনন্দার এই ব্যাজস্তুতিতে ইন্দুমতীর দিব্যজ্ঞান হইল। তিনি করিতে হয় তাই সোজাসুজি, নিয়ম-রক্ষা-কল্পে, একটি ভাবশূন্য প্রণামের দ্বারা মগধ-রাজের সম্মান রক্ষা করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিবরণ।—**পুষ্পপুর**।—বর্ত্তমান পাটনা-সহর। প্রাচীন পাটলীপুত্র-নগরের ইহা এক অতি সমৃদ্ধিশালিনী পল্লী ছিল। রাজধানীর ধনবান্ ব্যক্তিগণ এই পল্লীতেই বাস করিতেন এবং ইহাই পুষ্পপুর, কুসুমপুর প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইত। "কুম্‌রার" এই কুসুমপুরেরই অপভ্রংশ। এই স্থানেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মগধরাজের অতুল প্রাসাদাবলী বিদ্যমান ছিল ॥ ২৪ ॥

তাং সৈব বেত্র-গ্রহণে নিযুক্তা রাজান্তরং রাজ-সুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা পদ্মান্তরং মানস-রাজ-হংসীম্ ॥ ২৬ ॥
জগাদ চৈনাময়মঙ্গনাথঃ সুরাঙ্গনাপ্রার্থিত-যৌবন-শ্রীঃ।
বিনীত-নাগঃ কিল সূত্র-কারৈরৈন্দ্রং পদং ভূমিগতোঽপি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ২৭ ॥
অনেন পর্য্যাসয়তাশ্রুবিন্দূন্ মুক্তাফল-স্থূলতমান্ স্তনেষু।
প্রত্যর্পিতাঃ শত্রুবিলাসিনীনামুন্মুচ্য সূত্রেণ বিনৈব হারাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—সা এব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা সুনন্দা তাং রাজসুতাং, সমীরণোত্থা তরঙ্গলেখা মানসরাজ-হংসীং পদ্মান্তরম্ ইব রাজান্তরং নিনায় ॥ ২৬ ॥

এনাম্ (ইন্দুমতীং) জগাদ চ—সুরাঙ্গনা-প্রার্থিত যৌবনশ্রীঃ অয়ম্ অঙ্গনাথঃ সূত্রকারৈঃ বিনীত-নাগঃ (সন্) কিল ভূমিগতঃ অপি ঐন্দ্রং পদং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ২৭ ॥

শত্রুবিলাসিনীনাং স্তনেষু মুক্তাফলস্থূল-তমান্ অশ্রুবিন্দূন্ পর্য্যাসয়তা (প্রস্তারয়তা) অনেন উন্মুচ্য (আক্ষিপ্য) সূত্রেণ বিনা হারাঃ এব প্রত্যর্পিতাঃ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—তখন সেই স্বর্ণবেত্রধারিণী প্রতিহারী সুনন্দা,—সমীর-সমুত্থিতা তরঙ্গমালা যেমন মানস-বিহারিণী রাজ-হংসীকে এক পদ্ম হইতে অন্য পদ্মের নিকট লইয়া যায়, তদ্রূপ, সেই রাজন্যগণের মানস-চারিণী রাজ-নন্দিনীকে অন্য এক রাজার নিকটে লইয়া গেল এবং,—॥ ২৬ ॥

ইন্দুমতীকে কহিল,—সুন্দরি! ইনি অঙ্গদেশের অধিপতি। ইঁহার অনুপম যৌবনের লালিত্যে বিমুগ্ধ হইয়া সুর কামিনীরা পর্য্যন্ত ইঁহাকে কামনা করেন। গজশাস্ত্রবিৎ পালকাদি মহর্ষিগণ স্বয়ং ইঁহাকে গজাদি-বিষয়ে পাণ্ডিত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, (অথবা,—ইঁহার গজদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন)। সুতরাং ইনি মর্ত্ত্যে থাকিয়াও, একপ্রকার স্বর্গের ইন্দ্রত্ববৎ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

এই অঙ্গাধিপতি অরিকুল নির্ম্মূল করিয়া তাহাদের পরিত্যক্তভূষণা বিষাদিনী কামিনীদিগের কণ্ঠহার যেন সবলে আচ্ছিন্ন করত তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের স্তনমণ্ডলে, বিনাসূত্রে গ্রথিত মুক্তার ন্যায় স্থূলতম অশ্রুহার পরাইয়া দিয়া থাকেন ॥২৮॥

তাৎপর্য্য।—এই কবিতায় বাগ্মিনী সুনন্দা ইঙ্গিতে কহিতেছেন যে, সাবধান, ইনি অঙ্গদেশের অধিপতি। নির্ম্মমতার ইনি প্রতিমূর্ত্তি। ইঁহারই নিরন্তর সমরপ্রিয়তার ফলে কত শত-সহস্র অবলা নিশিদিন কাঁদিয়া কাটাইতেছে, পতিহীনা হইয়া রমণীর কমনীয় কণ্ঠহার, বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়াছে, চক্ষুর জলে তাহাদের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। নারীর দুঃখে যে বীরের প্রাণ ব্যথিত না হয়, সে তোমার হৃদয়ের রাজা হইবার অযোগ্য ॥ ২৮ ॥

বিবরণ।—অঙ্গ।—বর্ত্তমান মুঙ্গের এবং ভাগলপুর জিলা লইয়া প্রাচীন অঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত, এবং চম্পা বা চম্পাপুরী ইহার রাজধানী ছিল। চাঁদ-সদাগরের "চম্পাই নগর" পরবর্ত্তী কালে ইহারই নামান্তর। এক সময়ে গঙ্গা এবং সরযূর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত অঙ্গরাজ্যের পশ্চিম সীমা বিস্তৃত ছিল। রামায়ণের রোমপাদের এবং মহাভারতের কর্ণের ইহাই সাম্রাজ্য ছিল। রামায়ণের মতে এই অঙ্গরাজ্যেই রুদ্রের নয়ন-বহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হন। স্যর জর্জ্জ বার্ড উড্ সাহেবের মতে বীরভূম ও মুরষিদাবাদ প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক আবার সাঁওতাল পরগণাকেও অঙ্গরাজ্যের অন্তঃপাতী—বলিয়া থাকেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ-শতকে বিম্বিসার কর্ত্তৃক অঙ্গরাজ্য মগধসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু অঙ্গরাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইয়া চম্পানগরীতে ইঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। অষ্টম শতাব্দীতে পাল-রাজত্বের স্থাপয়িতা গোপালের অঙ্গে আধিপত্য হয়। অঙ্গরাজ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তন্মধ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের বারিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম বা ঋষিকুণ্ড; ভাগলপুর হইতে চার মাইল দূরে কর্ণের দুর্গ কর্ণগড়; অঙ্গরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী চম্পা বা চম্পাপুরী; সুলতানগঞ্জে ঝানুআশ্রম, মোদগিরি বা মুঙ্গের; পাথর-ঘাটার বৌদ্ধ-গুহা-সমূহ, (প্রাচীন-শিলা-সঙ্গম বা বিক্রম-শিলা সঙ্ঘারাম এই স্থানেই অবস্থিত ছিল); ভাগলপুরের ৩২ মাইল দক্ষিণে বংশী-নামক স্থানে প্রসিদ্ধ মন্দর-পর্ব্বত;—প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (N. L. D.) ॥ ২৭ ॥

নিসর্গভিন্নাস্পদমেকসংস্থমস্মিন্ দ্বয়ং শ্রীশ্চ সরস্বতী চ।
কান্ত্যা গিরা সূনৃতয়া চ যোগ্যা ত্বমেব কল্যাণি! তয়োস্তৃতীয়া ॥ ২৯ ॥
অথাঙ্গরাজাদবতার্য্য চক্ষুর্যাহীতি জন্যামবদৎ কুমারী।
নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যক্ দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ ॥ ৩০ ॥
ততঃ পরং দুষ্প্রসহং দ্বিষদ্ভির্নৃপং নিযুক্তা প্রতিহারভূমৌ।
নিদর্শয়ামাস বিশেষদৃশ্যমিন্দুং নবোত্থানমিবেন্দুমত্যৈ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—নিসর্গ-ভিন্নাস্পদং—শ্রীঃ চ সরস্বতী চ—(ইতি) দ্বয়ম্ অস্মিন্ (অঙ্গনাথে) একসংস্থং (জাতং)। কান্ত্যা, সূনৃতয়া গিরা চ যোগ্যা ত্বম্ এব—অয়ি কল্যাণি! তয়োঃ তৃতীয়া (ভব) ॥ ২৯ ॥

অথ কুমারী (ইন্দুমতী) অঙ্গরাজাৎ চক্ষুঃ অবতার্য্য জন্যাং (মাতৃসখীং) যাহি—ইতি অবদৎ। অসৌ (অঙ্গরাজঃ) কাম্যঃ ন, (ইতি) ন, (কিন্তু কাম্য এব), সা (কুমারী) সম্যক্ দ্রষ্টুং ন বেদ (জানাতি) (ইতি) ন, (দ্রষ্টুং জানাতি এব), (তর্হি কথং প্রত্যাখ্যানম্)?—হি (তথাহি) লোকঃ ভিন্নরুচিঃ (ভবতি) ॥ ৩০ ॥

ততঃ প্রতিহারভূমৌ নিযুক্তা (সুনন্দা) দ্বিষদ্ভিঃ দুষ্প্রসহং বিশেষ-দৃশ্যং পরং (অন্যং রাজানং) নবোত্থানং ইন্দুম্ ইব ইন্দুমত্যৈ নিদর্শয়ামাস ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—লক্ষ্মী এবং সরস্বতী কদাচ এক স্থানে অবস্থান করেন না—এই চিরপ্রবাদের ইনিই ভঞ্জন-কর্ত্তা। কেন না, তাঁহারা অবিরোধে এই অঙ্গনাথে আকৃষ্ট হইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহারা দুই জন ত আছেনই, হে মঙ্গলময়ি! রূপে লক্ষ্মীর এবং মৃদুমধুর বাক্যবিন্যাসে সরস্বতীর সদৃশী তুমিও সর্ব্বাংশে ইঁহারই উপযুক্তা, সুতরাং ইচ্ছা কর ত, সেই লক্ষ্মী সরস্বতীর তৃতীয়া সপত্নী হও। সেই দলে গিয়া যোগদান কর ॥ ২৯ ॥

অনন্তর কুমারী ইন্দুমতী অঙ্গাধিপতি হইতে নয়ন পরাবৃত্ত করিয়া—"চল" বলিয়া সহচরী সুনন্দাকে ইঙ্গিত করিলেন। তবে কি অঙ্গরাজ ললনার কামনাযোগ্য নহেন? না—তিনি সর্ব্বতোভাবেই কমনীয় ছিলেন। তবে কি ইন্দুমতীই সদসদ্ বিচার করিতে জানিতেন না?—না, তাহাও নহে। সে যোগ্যতাও রাজপুত্রীর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। এ সব থাকা সত্ত্বেও কেন এমন হইল?—লোকের রুচির উপর কাহারও হাত নাই। পাত্রভেদে সর্ব্বত্রই রুচিভেদ অপরিহার্য্য ॥ ৩০ ॥

অনন্তর প্রতিহারী সুনন্দা রাজপুত্রী ইন্দুমতীকে লইয়া, রিপুগণের নিতান্ত দুঃসহ, নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ-দর্শন, অপর এক নৃপতির সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল,—॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।—কি জানি,—ইন্দুমতীর চমক ভাঙ্গিল কি না,—বুঝিতে না পারিয়া চতুর পরিচারিকা এইবার একেবারে "কস্তুরী-ভৈরব" প্রয়োগ করিল, রমণীর সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য সপত্নীর কথা তুলিল। বেশ ত. ইঁহার দুইটি ত আছেনই। তুমি যদি ইঁহাকে মাল্যদান কর, তিনটি হইবে। সুখের চরম হইবে। যে দুইটি আছেন, ইনি তাঁহাদের লইয়া একেবারে ভর্ হইয়া রহিয়াছেন। একটি লক্ষ্মী,—জগতের প্রধান মোহময়ী। যাহাকে ইনি একবার নজর দিয়াছেন, তিনি আর তিনি থাকেন না। দিনরাত্রি কি উপায়ে এই লক্ষ্মীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, এক আনা ষোল আনা হয়, সেই ভাবনায় ব্যস্ত রহেন। আর একটি সরস্বতী,—এমন মত্তকারিণী আর নাই। ইঁহার যিনি প্রিয়—সংসার তাঁহার নিকট নন্দনবন;—তিনি আর কিছুই চান না, যদি ইনি একটু কৃপাকটাক্ষে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিদান করেন। এমনই দুইটি যাঁহার গৃহিণী, সেখানে তোমার ইচ্ছা হয়, যাইতে পার। ফলাফল তুমিই ভোগ করিবে। তবে মনে রাখিও,—সতীনের ঘর করিতে হইবে। তোমার এমন কান্তি, এমন সুমিষ্ট কথা,—ইহাদের বিড়ম্বনার চরম হইবে ॥ ২৯ ॥

এই এক "সতীনের" ইঙ্গিতে রাজপুত্রী এতই বিরক্ত হইলেন যে, ইঁহাকে একটা প্রণাম পর্য্যন্তও করিলেন না। পরিচারিকা যেমন চুপ করিল, অমনি ইন্দুমতীও অন্য দিকে চক্ষুঃ ফিরাইয়া কহিলেন—"চল"—অর্থাৎ "অন্যত্র চল যাই।" ঔষধের কি আশ্চর্য্য ক্রিয়া! ॥ ৩০ ॥

অবন্তিনাথোঽয়মুদগ্রবাহুর্বিশালবক্ষাস্তনু-বৃত্ত-মধ্যঃ ।
আরোপ্য চক্রভ্রমমুষ্ণতেজাস্ত্বষ্ট্রেব যত্নোল্লিখিতো বিভাতি ॥ ৩২ ॥

অস্য প্রয়াণেষু সমগ্রশক্তেরগ্রেসরৈর্বাজিভিরুত্থিতানি ।
কুর্ব্বন্তি সামন্ত-শিখা-মণীনাং প্রভা-প্ররোহাস্তময়ং রজাংসি ॥ ৩৩ ॥

অসৌ মহাকাল-নিকেতনস্য বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভির্জ্যোৎস্নাবতো নির্ব্বিশতি প্রদোষান্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—উদগ্রবাহুঃ বিশাল-বক্ষাঃ তনু-বৃত্ত-মধ্যঃ অয়ম্ অবন্তিনাথঃ, ত্বষ্ট্রা (বিশ্বকর্ম্মণা) চক্রভ্রমম্ আরোপ্য যত্নোল্লিখিতঃ উষ্ণতেজাঃ (সূর্য্যঃ) ইব বিভাতি ॥ ৩২ ॥

সমগ্রশক্তেঃ অস্য (অবন্তি-নাথস্য) প্রয়াণেষু অগ্রেসরৈঃ বাজিভিঃ উত্থিতানি রজাংসি সামন্ত-শিখা-মণীনাং প্রভা-প্ররোহাস্তময়ং কুর্ব্বন্তি ॥ ৩৩ ॥

অসৌ (অবন্তিনাথঃ) মহাকাল-নিকেতনস্য চন্দ্রমৌলেঃ অদূরে বসন্ তমিস্রপক্ষে অপি প্রিয়াভিঃ সহ জ্যোৎস্নাবতঃ প্রদোষান্ নির্বিশতি কিল ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গার্থ।—এই আজানুলম্বিতবাহু, বিশাল-বক্ষঃস্থল এবং ক্ষীণ ও বর্ত্তুলাকার কটিদেশবিশিষ্ট নৃপতি অবন্তী-দেশের অধীশ্বর। শিল্পি-শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা, স্বীয়-কন্যা, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞাদেবী কর্ত্তৃক বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া, প্রচণ্ড-তেজাঃ মার্ত্তণ্ডদেবকে চক্রাকার শাণযন্ত্রে আরোপণ-পূর্ব্বক শাণিত করিলে, সেই সূর্য্যের যে প্রকার দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ইন্দুমতি! এই নরপতিও তদ্রূপ দীপ্তিতে দেদীপ্য-মান ॥ ৩২ ॥

এই রাজা প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্র—এই ত্রিবিধ হইতে উৎপন্ন অপরাজেয় শক্তিত্রয়ে শক্তিমান্। ইনি যখন যুদ্ধ করিবার মানসে অভিযান করেন, তখন অগ্রগামী তুরঙ্গম-সমূহের খুরাঘাতে এতই ধূলিজাল উত্থিত হয় যে, তাহাতেই ইঁহার অনুগামী সামন্ত-নৃপতিদিগের নির্ম্মল কিরীট-খচিত রত্নমালার প্রভাপটলের অঙ্কুর পর্য্যন্ত একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ॥ ৩৩ ॥

এই অবন্তি-পতির প্রাসাদের অনতিদূরে মহাকাল নামক স্থানে চন্দ্রশেখর নিয়ত প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং তাঁহার ললাট চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় ইঁহার রাজপুরী কৃষ্ণপক্ষেও আলোকিত। ভাগ্যবান্ ইনি কৃষ্ণপক্ষেও মহিষীদিগকে লইয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনী উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

বিবরণ।—অবন্তি।—উজ্জয়িনীর নামান্তর। (পাণিনি ৪র্থ, ১৭৭, স্কন্দ পুঃ, অবন্তিখণ্ড, অঃ ৪০)। মালবদেশের রাজধানী। (ব্রহ্ম পুঃ অঃ ৪৩)। রাজ্যের নাম। এই অবন্তি-রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল উজ্জয়িনী। (অনর্ঘরাঘব ৭ম অঙ্ক)। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের ইহা রাজধানী ছিল। "গোবিন্দ সুত্ত" নামক বৌদ্ধগ্রন্থানুসারে এই অবন্তি-রাজ্যের রাজধানীর নাম "মাহিষ্মতী" বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু কথাসরিৎসাগরমতে (অঃ ১৯) মালবরাজ্যের প্রাচীন নাম অবন্তি। ৭ম কি ৮ম খৃষ্টীয় শতক পর্য্যন্ত অবন্তি-রাজ্য "মালব" নামে আখ্যাত হইত। (R. D. S. Buddhist India p. 28 Vide N. L. D.) ॥ ৩২ ॥

মহাকাল।—শিবপুরাণের ১ম খণ্ডের ৩৭ এবং ৩৮ অধ্যায়ে যে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহার অন্যতম; নাটকাদিতে এই মহাকালই কালপ্রিয়নাথ নামে আখ্যাত। প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরীর মধ্যে এই মহাকালের মন্দির অবস্থিত। কালিদাসের মেঘদূতেও "মহাকাল" বলিয়া এই শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে। এই মহাকালের নামানু-সারেই উজ্জয়িনীকে "মহাকাল-বন" বলিয়াও অভিহিত করা হইত। এই মহাকালের মন্দির-সমীপে "কোটিতীর্থ" নামে একটি নাতিবিস্তৃত জলাশয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। (স্থবীরাবলীচরিত, অঃ ২২) জিনগণ বলেন—এই মন্দির তাঁহাদেরই ধর্ম্মাবলম্বী অবন্তি-সুকুমারের পুত্র কর্ত্তৃক প্রথম নির্ম্মিত হয় এবং এটি জৈনতীর্থ। (স্থবীরাবলীচরিত, ১১, ১৭৭)। মহাকালের মন্দিরের পরেই উজ্জয়িনীতে সিদ্ধনাথ এবং মঙ্গলেশ্বরের মন্দির উল্লেখযোগ্য ॥ ৩৪ ॥

অনেন যূনা সহ পার্থিবেন রম্ভোরু! কচ্চিন্মনসো রুচিস্তে।
সিপ্রাতরঙ্গানিলকম্পিতাসু বিহর্ত্তুমুদ্যান-পরম্পরাসু ॥ ৩৫
তস্মিন্নভিদ্যোতিত-বন্ধু-পদ্মে প্রতাপ-সংশোষিতশত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ সা নোত্তম-সৌকুমার্য্যা কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্ ॥ ৩৬
তামগ্রতস্তামরসান্তরাভামনূপরাজস্য গুণৈরনূনাম্।
বিধায় সৃষ্টিং ললিতাং বিধাতুর্জগাদ ভূয়ঃ সুদতীং সুনন্দা ॥ ৩৭।

অন্বয়।—অয়ি রম্ভোরু! যূনা অনেন পার্থিবেন সহ সিপ্রা-তরঙ্গানিলকম্পিতাসু উদ্যানপরম্পরাসু বিহর্ত্তুং তে মনসঃ রুচিঃ কচ্চিৎ? ॥ ৩৫ ॥

উত্তম-সৌকুমার্য্যা সা (ইন্দুমতী) অভিদ্যোতিত-বন্ধুপদ্মে প্রতাপ-সংশোষিত শত্রু-পঙ্কে তস্মিন্ (অবন্তি-নাথে) কুমুদ্বতী ভানুমতী ইব ভাবং ন ববন্ধ ॥ ৩৬॥

সুনন্দা তামরসান্তরাভাং গুণৈঃ অনূনাং সুদতীং তাং (প্রসিদ্ধাং) বিধাতুঃ ললিতাং সৃষ্টিম্ (ইন্দুমতীম্) অনূপরাজস্য অগ্রতঃ বিধায় ভূয়ঃ জগাদ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—ইন্দুমতি! তোমার রামরম্ভাতরুর ন্যায় সুকোমল উরুদ্বয় সামান্য বিলাস-ভ্রমণে মাত্র সমর্থ, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই যুবা নৃপতির সহিত পরিণীত হইলে সিপ্রাতটিনীর তরঙ্গ-শীতল সমীরণে মৃদু মৃদু কম্পিত তরুলতায় সুশোভিত মনোহর উদ্যানবাটিকাসমূহে তুমি ইঁহাকে লইয়া কত না আমোদে ভ্রমণ করিতে পারিবে,—তোমার কি সে ইচ্ছা হয়? ॥ ৩৫ ॥

পদ্মদলের উন্মীলনকারী অথচ প্রতাপে পঙ্ক-রাশির বিশোষক সূর্য্যের প্রতি কুমুদিনী যেমন অনুরাগ প্রকাশ করে না, তদ্রূপ সদ্ব্যবহারে বন্ধুগণের নিতান্ত প্রীতি-বিধায়ক এবং দুঃসহ পরাক্রমে শত্রুবৃন্দের উচ্ছেদক সেই অবন্তি-নাথের প্রতি সুকুমারী-কুল-রত্ন ইন্দুমতী বিন্দুমাত্রও অনুরক্তির চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর সেই অনন্ত-গুণশালিনী, কমলোদরবৎ অনুপম-কান্তি, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-রূপিণী, নবীন-যৌবনা ইন্দুমতীকে সুনন্দা অনূপ-দেশের অধীশ্বরের সমীপে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল;—॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য।—৩৪ শ্লোকে, নিত্যজ্যোৎস্না-উপভোগে ইঁহার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কোনো রাজাই নন, বলিয়া অবন্তি-নাথের যথেষ্ট সুখ্যাতি করা হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে ব্যঞ্জনাকৌশলে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ইনি বহু-পত্নীক। বহু প্রেয়সী লইয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনী যাপন করেন। ইনি দক্ষিণ-নায়ক। সুনন্দার এই প্রত্যাখ্যান-সূচিকা উক্তি প্রতিভাময়ী ইন্দুমতীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তবুও সুনন্দা ছাড়িলেন না;—পূর্ব্বোক্তির এবার ৩৫ শ্লোকে ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন—সিপ্রা-নদীর শীকর-সম্পৃক্ত সমীরণে ইঁহার উদ্যানরাজি সতত সুখ-সেব্য; যদি ইঁহার সাথে সেই সকল মনোহর উদ্যান-বাটিকায় ভ্রমণই তোমার স্বয়ংবৃত জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে আর বিলম্ব করিও না। ইন্দুমতী দ্বারপালিকার এ ইঙ্গিত বুঝিলেন।—নারীজীবনের যে কেবল ঐরূপ ভ্রমণই একমাত্র লক্ষ্য বা চরম সার্থকতা নহে, তাহা বিবেচনা করিয়াই, অবন্তিপতি ইন্দুমতী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেন ॥ ৩৪, ৩৫ ॥

বিবরণ।—**সিপ্রা।**—উজ্জয়িনীর প্রান্ত-বাহিনী কালিদাসের অতিপ্রিয় নদী। কবি স্বরচিত কবিতা-কুসুমের মনোহর হারে ইহাকে কত স্থানে কত সুন্দরভাবে সাজাইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

অনূপ-দেশ।—৩৭ শ্লোকোক্ত মালবদেশের দক্ষিণাংশের নাম।—নর্ম্মদা নদীর তটস্থিত মাহিষ্মতী নগরী এই প্রাচীন অনূপরাজ্যের প্রাচীনতম রাজধানী ছিল ॥ ৩৭ ॥

সংগ্রাম-নির্বিষ্ট-সহস্র-বাহুরষ্টাদশ-দ্বীপ-নিখাত-যূপঃ ।
অনন্য-সাধারণ রাজ-শব্দো বভূব যোগী কিল কার্ত্তবীর্য্যঃ ॥ ৩৮ ॥
অকার্য্য-চিন্তা-সম-কালমেব প্রাদুর্ভবংশ্চাপধরঃ পুরস্তাৎ।
অন্তঃশরীরেষ্বপি যঃ প্রজানাং প্রত্যাদিদেশাবিনয়ং বিনেতা ॥ ৩৯ ॥
জ্যাবন্ধনিস্পন্দভুজেন যস্য বিনিশ্বসদ্‌বক্ত্র-পরম্পরেণ।
কারাগৃহে নির্জ্জিত-বাসবেন লঙ্কেশ্বরেণোষিতমা প্রসাদাৎ ॥ ৪০ ॥
তস্যান্বয়ে ভূপতিরেষ জাতঃ প্রতীপ ইত্যাগম-বৃদ্ধ-সেবী।
যেন শ্রিয়ঃ সংশ্রয়দোষরূঢ়ং স্বভাবলোলেত্যযশঃ প্রমৃষ্টম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—সংগ্রাম-নির্ব্বিষ্ট-সহস্র-বাহুঃ অষ্টাদশ-দ্বীপ-নিখাতযূপঃ অনন্য-সাধারণ-রাজ-শব্দঃ যোগী কার্ত্তবীর্য্যঃ (নাম) (রাজা) বভূব কিল ॥ ৩৮ ॥

বিনেতা যঃ (কার্ত্তবীর্য্যঃ) অকার্য্য-চিন্তা-সমকালম্ এব চাপধরঃ (সন্) পুরস্তাৎ প্রাদুর্ভবন্ প্রজানাম্ অন্তঃশরীরেষু অবিনয়ম্ অপি প্রত্যাদিদেশ ॥ ৩৯ ॥

জ্যাবন্ধ-নিস্পন্দভুজেন বিনিশ্বসদ্-বক্ত্র-পরম্পরেণ নির্জ্জিত-বাসবেন লঙ্কেশ্বরেণ যস্য কারাগৃহে আ প্রসাদাৎ উষিতম্ ॥ ৪০ ॥

আগম-বৃদ্ধসেবী প্রতীপঃ ইতি (খ্যাতঃ) এষঃ ভূপতিঃ তস্য (কার্ত্তবীর্য্যস্য) অন্বয়ে জাতঃ। যেন (প্রতীপেন) সংশ্রয়-দোষ-রূঢ়ং শ্রিয়ঃ স্বভাব-লোলা ইতি অযশঃ প্রমৃষ্টম্ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ।—ইন্দুমতি! শুনিয়া থাকিবে,—পুরাকালে কার্ত্তবীর্য্য নামে এক পরম-যোগ-বল-সম্পন্ন রাজা ছিলেন। ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের বরে তাঁহার প্রভাব অদ্বিতীয় ছিল। সর্ব্বদা দ্বিভুজ হইলেও যুদ্ধকালে তাঁহার সহস্র ভুজ আবির্ভূত হইত। অষ্টাদশ দ্বীপেই তিনি যজ্ঞিয় যূপ-চিহ্ন প্রোথিত করিয়াছিলেন। জরায়ুজ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের অনুরঞ্জন করিতেন বলিয়া—তিনি অনন্যলভ্য "রাজা" শব্দে বিমণ্ডিত হইয়াছিলেন। এক কথায়, তাঁহার ন্যায় সর্ব্ব-যজ্ঞ যাজী এবং সার্ব্বভৌম নৃপতি আর কেহ ছিলেন না ॥ ৩৮ ॥

তাঁহার প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কেহ যদি মনে মনেও কুকার্য্যের চিন্তা করিত, তখনই তিনি তাহা জানিতে পারিতেন এবং চকিতের মধ্যে শরাসনহস্তে গিয়া সেই কুচিন্তাকারীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। তিনি এমনই শিক্ষাদাতা ছিলেন যে, প্রকৃতিপুঞ্জের মনোগত পাপও বিদূরিত করিতে পারিতেন ॥৩৯॥

সেই পরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্যের মাহাত্ম্য আর অধিক কি বলিব?—একটা বিষয় শোন; একবার তিনি ইন্দ্র-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর দশাননকে ধনুকের গুণে বাঁধিয়া কারাগৃহে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। রাবণের দশটি মুখ দিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, প্রবল-প্রতাপ রাক্ষস-রাজকে, ইনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, ঐ ভাবে কাটাইতে হইয়াছিল ॥ ৪০ ॥

অনূপদেশের অধিপতি এই রাজা "প্রতীপ"—সেই ত্রিলোকবিখ্যাত কার্ত্তবীর্য্যেরই বংশ-সম্ভূত এবং কোবিদকুলের পরম অনুরাগী। লক্ষ্মীদেবীর "চঞ্চলা" এই অপবাদ এক ইনিই দূর করিতে পারিয়াছেন। লক্ষ্মী ইঁহার সংসারে চিরদিনের মত আবদ্ধ। যাঁহাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার দোষেই লক্ষ্মীর ঐ অপবাদ ঘটে, এ কথা ইঁহাতেই বিফল হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য।—অনূপদেশের অধিপতি রাজা প্রতীপের সম্বন্ধে, তিনি 'অগাধ ধনের অধিকারী, এইটুকু ছাড়া আর কিছু তেমন বলিবার ছিল না। তাঁহার রূপবত্তারও কোনো উল্লেখ করা হয় নাই। অথচ ইন্দুমতী স্বয়ং যে বিধি-সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ, সে কথা এই স্থানেই সুনন্দা বিশদভাবে পুনরায় দেখাইতেছে। কন্যার রূপের এবং পাত্রের রূপবত্তার যথাক্রমে উল্লেখ ও অনুল্লেখে সুনন্দা বড় সুন্দরভাবে এই পরিণয়ার্থিযুগলের পরিণয়ের অসম্ভাব্যতা প্রকট করিয়া দিল। "কন্যা কাময়তে রূপং"—কন্যা চান্ রূপ; পাত্র বিরূপ ধনশালী, কেমন তাহার কুলমর্য্যাদা, এ সকল কন্যার বিবেচ্য বা দ্রষ্টব্য নহে। অথচ স্বয়ংবরক্ষেত্রে আগত প্রতীপের সম্বন্ধে কিছু ত বলিতে হইবে। তাই সুনন্দা চাটুবাক্যের যেটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, তাহাই ধরিল। পূর্ব্বপুরুষগণের স্তুতিগান আরম্ভ করিল। "ইঁহার পূর্ব্বতনপুরুষ অমুক—এত বড় ছিলেন, ইনি অমুকের পৌত্র, অমুকের পুত্র, তাঁহাদের নামে এখনও দোহাই ফেরে"—ইত্যাদি কথায় মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় সহজেই

আয়োধনে কৃষ্ণ-গতিং সহায়মবাপ্য যঃ ক্ষত্রিয়কালরাত্রিম্।
ধারাং শিতাং রামপরশ্বধস্য সম্ভাবয়ত্যুৎপল-পত্র-সারাম্॥ ৪২॥
অস্যাঙ্কলক্ষ্মীর্ভব দীর্ঘবাহোর্মাহিষ্মতীবপ্রনিতম্ব-কাঞ্চীম্।
প্রাসাদ-জালৈর্জলবেণিরম্যাং রেবাং যদি প্রেক্ষিতুমস্তি কামঃ॥ ৪৩॥
তস্যাঃ প্রকামং প্রিয়-দর্শনোঽপি ন স ক্ষিতীশো রুচয়ে বভূব।
শরৎপ্রমৃষ্টাম্বুধরোপরোধঃ শশীব পর্য্যাপ্ত-কলো নলিন্যাঃ॥ ৪৪॥

অন্বয়।—যঃ (প্রতীপঃ) আয়োধনে কৃষ্ণগতিং (অগ্নিং) সহায়ম্ অবাপ্য ক্ষত্রিয়কালরাত্রিং রাম-পরশ্বধস্য শিতাং ধারাম্ উৎপল-পত্র-সারাং সম্ভাবয়তি॥ ৪২॥

মাহিষ্মতী-বপ্র-নিতম্ব-কাঞ্চীং জল-বেণি-রম্যাং রেবাং প্রাসাদ-জালৈঃ প্রেক্ষিতুং কামঃ অস্তি যদি, (তর্হি) দীর্ঘবাহোঃ অস্য (প্রতীপস্য) অঙ্কলক্ষ্মীঃ ভব॥ ৪৩॥

প্রকামং প্রিয়দর্শনঃ অপি সঃ ক্ষিতীশঃ শরৎ-প্রমৃষ্টাম্বুধরোপরোধঃ পর্য্যাপ্ত-কলঃ শশী নলিন্যাঃ ইব তস্যাঃ (ইন্দুমত্যাঃ) রুচয়ে ন বভূব॥ ৪৪॥

বঙ্গার্থ।—সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হুতাশন আসিয়া ইঁহার সহায় হন বলিয়া—প্রবল-প্রতাপ পরশুরামের সেই ক্ষত্রিয়দিগের কালরাত্রিস্বরূপ দারুণ কুঠারের সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগও ইনি সুকোমল কমল-দলের ন্যায় সুখ-স্পর্শ মনে করিয়া থাকেন॥ ৪২॥

ইন্দুমতি! এই নৃপতির বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, তুমি ইঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া বিষ্ণুর অঙ্কে বিষ্ণুপ্রিয়ার ন্যায় শোভা পাও। এই প্রতীপের রাজধানী প্রাচীর-বেষ্টিত মাহিষ্মতী নগরীর নিম্নে জল-প্রবাহ-রমণীয়া নর্ম্মদা-নদী সর্ব্বদা উচ্ছল স্রোতে বহিয়া যাইতেছে, দেখিলে মনে হয়,—মাহিষ্মতী যেন তার প্রাচীররূপ নিতম্বভাগে মনোহর কাঞ্চী পরিধান করিয়াছে। সুন্দরি! রাজ-প্রাসাদের গবাক্ষ-পথে সেই অপূর্ব্ব শোভা-সন্দর্শনের তোমার যদি বাসনা থাকে, এই তার মাহেন্দ্র সুযোগ॥ ৪৩॥

শরতে নির্ম্মল আকাশে মেঘমুক্ত পূর্ণিমার চন্দ্র একান্ত নয়ন-রঞ্জন হইলেও যেমন—নলিনীর হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই নরপতি প্রতীপ সর্ব্বপ্রকারে প্রিয়দর্শন হইলেও রাজপুত্রী ইন্দুমতীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিলেন না॥ ৪৪॥

আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে। অথচ বিবাহ-ক্ষেত্রে কন্যার ও-সব স্তুতি আদৌ শুনিবার দরকার নাই। ওগুলি মাতাপিতার শ্রোতব্য। সুনন্দা সেই পথ ধরিল। প্রতীপ কিন্তু ইহাতেই পরম আহ্লাদিত হইলেন। রূপ না থাকুক, গুণবিষয়ে ইনি কেমন?—সুনন্দা তাহাও চমৎকার প্রণালীতে দেখাইল। "যুদ্ধকালে অগ্নিদেব স্বয়ং আসিয়া ইঁহার রিপুদল দলন করেন,—ইঁহার আর তেমন কিছু করিতে হয় না।" সুতরাং বীরত্বাংশেও ইঁহার যোগ্যতা প্রাগুক্ত রূপবত্তারই প্রায় অনুরূপ। তবে যদি ইন্দুমতী অগত্যা ইঁহাকেই বরণ করেন, তাহা হইলে—একটা উপভোগ তাঁহার পর্য্যাপ্তপরিমাণে হইবে;—রাজার অন্তঃপুর-প্রাসাদের গবাক্ষে বসিয়া তিনি ঊর্ম্মিমালিনী নর্ম্মদার রমণীয় রূপ দেখিতে পাইবেন। পতির রূপাভাবের দুঃখ তটিনীর রূপ-দর্শনে হয় ত কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে। রাজনন্দিনী ইন্দুমতী পরিণীত জীবনে, সারাদিন বাতায়নে বসিয়া স্রোতস্বতীর ঊর্ম্মিগণনায় রাজি হইলেন না। প্রতীপ প্রত্যাখ্যাত হইলেন॥ ৩৮-৪৪॥

বিবরণ।—ইন্দোরের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে নর্ম্মদানদীর তীরে মহেশ্বর বা মহেশ নামে পরিচিত এই মাহিষ্মতী নগরী অবস্থিত ছিল। "মহাগোবিন্দসুত্তন্ত" নামক গ্রন্থানুসারে এই নগরী প্রাচীন অবন্তি বা মালবরাজ্যের রাজধানী ছিল। পুরাণ-প্রসিদ্ধ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সাম্রাজ্য। অনূপদেশের ইহা প্রাচীন রাজধানী। হরিবংশের ১ম খণ্ডের ত্রিশ অধ্যায়ে এবং পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডের পঁচাত্তর অধ্যায়ে এই নগরী মহীষ্মান্ কর্ত্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠাপিত হয়—বলিয়া উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক-শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারকার-পুত্র ঐতিহাসিক দেবদত্ত ভাণ্ডারকার বলেন—"বৌদ্ধযুগে এই মাহিষ্মতী-রাজধানীসংযুক্ত অবন্তি-দেশ—"অবন্তি-দক্ষিণাপথ" নামে আখ্যাত হইত। মাধবাচর্য্যের শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়-গ্রন্থে দেখা যায়, মণ্ডনমিশ্র রাজগৃহে জন্মিলেও এই স্থানে বাস করিতেন এবং এই স্থানেই তিনি তর্কযুদ্ধে আচার্য্য শঙ্করের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। অনর্ঘরাঘবে দেখি, এই মাহিষ্মতী-ই এক সময়ে চেদিরাজ্যের রাজধানী ছিল॥ ৪৩॥

রেবা।—নর্ম্মদার নামান্তর। ৫ম সর্গের ৪২ শ্লোকের "বিবরণ" দ্রষ্টব্য॥ ৪৩॥

সা শূরসেনাধিপতিং সুষেণমুদ্দিশ্য লোকান্তরগীতকীর্ত্তিম্।
আচারশুদ্ধোভয়-বংশদীপং শুদ্ধান্তরক্ষ্যা জগদে কুমারী॥ ৪৫॥
নীপান্বয়ঃ পার্থিব এষ যজ্বা গুণৈর্যমাশ্রিত্য পরস্পরেণ।
সিদ্ধাশ্রমং শান্তমিবেত্য সত্ত্বৈর্নৈসর্গিকোঽপ্যুৎসসৃজে বিরোধঃ॥ ৪৬॥
যস্যাত্মগেহে নয়নাভিরামা কান্তির্হিমাংশোরিব সন্নিবিষ্টা।
হর্ম্ম্যাগ্রসংরূঢ়-তৃণাঙ্কুরেষু তেজোঽবিষহ্যং রিপুমন্দিরেষু॥ ৪৭॥

অন্বয়।—(ততঃ) লোকান্তর-গীত-কীর্ত্তিম্ আচার-শুদ্ধোভয়-বংশদীপং শূরসেনাধিপতিং সুষেণম্ উদ্দিশ্য শুদ্ধান্ত-রক্ষ্যা (অন্তঃপুর-পালিকয়া সুনন্দয়া) সা কুমারী (ইন্দুমতী) জগদে (উক্তা)॥ ৪৫॥

এষঃ পার্থিবঃ (সুষেণঃ) নীপান্বয়ঃ, যং (সুষেণম্) আশ্রিত্য গুণৈঃ, শান্তং সিদ্ধাশ্রমম্ এত্য সত্ত্বৈঃ (গজ-সিংহাদিভিঃ) ইব, নৈসর্গিকঃ অপি বিরোধঃ পরস্পরেণ উৎসসৃজে॥ ৪৬॥

হিমাংশোঃ কান্তিঃ ইব নয়নাভিরামা যস্য (সুষেণস্য) (কান্তিঃ) আত্মগেহে সন্নিবিষ্টা, অবিষহ্যং তেজঃ (তু) হর্ম্ম্যাগ্রসংরূঢ়-তৃণাঙ্কুরেষু রিপুমন্দিরেষু (সন্নিবিষ্টম্)॥ ৪৭॥

বঙ্গার্থ।—তখন সেই অন্তঃপুরপালিকা সুনন্দা শূরসেন-দেশের অধীশ্বর সুষেণ-নামক নৃপতিকে উদ্দেশ করিয়া ইন্দুমতীকে কহিতে লাগিল। মহারাজ সুষেণের কীর্ত্তিকথা স্বর্গে পর্য্যন্ত গীতচ্ছলে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; সদাচারে, তিনি মাতৃকুল পিতৃকুল—উভয়ের উজ্জ্বল প্রদীপ-স্বরূপ। (অথবা তিনি সদাচার-পূত মাতৃপিতৃকুলের উজ্জ্বল প্রদীপ-স্বরূপ)॥ ৪৫॥

ইন্দুমতি! সুপ্রসিদ্ধ নীপ-বংশে ইঁহার জন্ম এবং শাস্ত্রানুসারে ইনি বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান-কর্ত্তা। শম-গুণ-প্রধান সিদ্ধাশ্রমে যেমন আজন্মবিরোধী হিংস্র জন্তুগণ পরস্পরের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক বন্ধুভাবে বাস করে, জ্ঞান-মৌন, শক্তি-ক্ষমা, ত্যাগ-গর্ব্বহীনতা প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী-গুণরাশিও তদ্রূপ ইঁহার দেহে বিরুদ্ধভাব ত্যাগ করিয়া সোদরবৎ বন্ধুভাবে বাস করিতেছে॥ ৪৬॥

সুধাকরের সুধাপূর্ণ রশ্মির ন্যায় ইঁহার নয়নরঞ্জিনী প্রসাদ-ময়ী কান্তিতে রাজ-প্রাসাদ সর্ব্বদা আলোকিত। আবার ইঁহারই দুর্ব্বিষহ তেজঃপুঞ্জ শত্রু-সদনে পতিত হইয়া তত্রত্য প্রাসাদ-শীর্ষে তৃণাঙ্কুর উৎপন্ন করিতেছে। এক কথায় ইনি আত্মীয়ের পক্ষে শীতদ্যুতি চন্দ্রমার ন্যায় সুদর্শন এবং শত্রুর পক্ষে প্রলয়োদিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। অরিকুলের ইনি সমূলে উৎপাটন-কর্ত্তা॥ ৪৭॥

তাৎপর্য্য।—কুমারী ইন্দুমতীকে সুনন্দা মথুরাপতি সুষেণের পরিচয়দানকালে কোমল কন্যকা-হৃদয়ের আকর্ষণী রূপিণী বহু উক্তি করিল। উপভোগের ইনিই চরমস্থল,—এমনটি আর নাই,—কি রূপে, কি গুণে, ইঁহার তুলনা ইনিই,—ইত্যাদি কত কথা সুনন্দা মনোহর ভাষার ঝঙ্কারে সঙ্গীতের মত শুনাইল। ইন্দুমতী সমস্তই শুনিলেন। অথবা শুধু শুনিলেন না,—ব্যঙ্গোক্তি বোধ-নিপুণা রাজপুত্রী—তলাইয়া সমস্ত বাক্য বুঝিলেনও।—৪৮ শ্লোকে—দলে দলে কামিনী লইয়া ইনি জলকেলি করিতে নামেন। নীল যমুনা ইঁহাদের জল-বিহারের তাড়নায় সাদা হইয়া উঠেন, ইত্যাদিতে ইনি যে বহুকামিনীর বল্লভ তাহাও রাজবালা বুঝিলেন। বহুবল্লভ কখনও একনিষ্ঠ হইতে পারেন না। সুতরাং অনেক রমণীকেই বিরহ-শয্যায় কাল কাটাইতে হয়। ৫০ শ্লোকে কৌশলে সেই ইঙ্গিত করা হইল। বিরহতাপপ্রশমনের ব্যবস্থা ইঁহার সংসারে অতি সুন্দর। অভিনব পল্লব এবং কুসুমের শয্যা বিরহিণীর পড়িয়া থাকিবার প্রধান স্থান। কালিদাস, তদীয় সকল গ্রন্থেই এই শয্যারূপ ঔষধ ঐ কঠিন রোগে ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানেও তাহাই করা হইল। তাদৃশ শয্যায় পড়িয়া যৌবনের সুখ সম্ভোগ করিতে ইন্দুমতী যদি প্রস্তুত থাকেন,—এই তার উৎকৃষ্ট অবসর। কিন্তু রাজকুমারী অতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে রাজি হইলেন না। ঔষধ-সেবন অপেক্ষা রোগের উৎপত্তি না হইতে দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন॥ ৪৫-৫২॥

বিবরণ।—শূর-সেন।—বসুদেব এবং কুন্তীর পিতা "শূর" এই প্রদেশের রাজা ছিলেন, এবং স্বীয় নামানুসারে স্বরাজ্যের "শূরসেন" নামকরণ করিয়াছিলেন। মথুরা এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। (হরিবংশ অধ্যায়—৫৫, ৯১; বৃহৎসংহিতা অধ্যায়—১৪) (vide N. L. D.)॥ ৪৫॥

যস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং প্রক্ষালনাদ্ বারি-বিহার-কালে।
কলিন্দ-কন্যা মথুরাং গতাপি গঙ্গোর্ম্মি-সংসক্তজলেব ভাতি॥ ৪৮॥
ত্রস্তেন তার্ক্ষ্যাৎ কিল কালিয়েন মণিং বিসৃষ্টং যমুনৌকসা যঃ।
বক্ষঃস্থল-ব্যাপিরুচং দধানঃ সকৌস্তুভং হ্রেপয়তীব কৃষ্ণম্॥ ৪৯॥
সম্ভাব্য ভর্ত্তারমমুং যুবানং মৃদু-প্রবালোত্তর-পুষ্প-শয্যে।
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে নিবিশ্যতাং সুন্দরি! যৌবনশ্রীঃ॥ ৫০॥

অন্বয়।—যস্য (সুষেণস্য) বারি-বিহার-কালে অবরোধ-স্তন-চন্দনানাং প্রক্ষালনাৎ কলিন্দ-কন্যা (কলিন্দাখ্যস্য পর্ব্বতস্য কন্যা) মথুরাং গতা অপি গঙ্গোর্ম্মি-সংসক্ত-জলা ইব ভাতি॥ ৪৮॥

তার্ক্ষ্যাৎ ত্রস্তেন যমুনৌকসা কালিয়েন (নাগেন) বিসৃষ্টং বক্ষঃস্থল-ব্যাপি-রুচং মণিং দধানঃ যঃ (সুষেণঃ) সকৌস্তুভং কৃষ্ণং হ্রেপয়তি ইব॥ ৪৯॥

সুন্দরি! যুবানম্ অমুং (সুষেণং) ভর্ত্তারং সম্ভাব্য মৃদু-প্রবালোত্তর পুষ্পশয্যে চৈত্ররথাৎ অনূনে বৃন্দাবনে যৌবন শ্রীঃ নির্বিশ্যতাম্॥ ৫০॥

বঙ্গার্থ।—মথুরার প্রান্ত-বাহিনী নীল সলিলা যমুনার জলে অন্তঃপুরবিলাসিনীদিগকে লইয়া ইনি যখন জলবিহার করিতে অবতীর্ণ হন, তখন সেই সকল কামিনীর চন্দন-চর্চ্চিত স্তনমণ্ডলের চন্দন, নীল জলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় মনে হয়, সুদূর মথুরায় থাকিয়াও যমুনা যেন (প্রয়াগের) দুগ্ধধবল গঙ্গাতরঙ্গের সহিত মিশিয়া শোভা পাইতেছেন॥ ৪৮॥

যমুনাবাসী কালিয় নাগ নাগকুলের চিরবৈরী গরুড়ের ভয়ে ইঁহার আশ্রয় ভিক্ষাপূর্ব্বক ইঁহাকে যে অপূর্ব্ব মণি প্রদান করিয়াছিল, সেই মণির দ্যুতিমালায় ইঁহার বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা এমনই দ্যুতিময় যে, তদ্দর্শনে কৌস্তুভ-নামক দিব্য মণিধারী শ্রীকৃষ্ণও লজ্জিত হইয়া থাকেন॥ ৪৯॥

সুন্দরি! এই নবীন যুবক সুষেণকে পতিত্বে বরণপূর্ব্বক ইঁহারই উপবনতুল্য বৃন্দাবনে অচিরোদ্গত প্রবালমিশ্রিত কুসুমের শয্যায় তোমার এই উদ্ভিন্ন যৌবনের সুখ সম্ভোগ কর॥ ৫০॥

বিবরণ।—মথুরা।—শূরসেন-রাজ্যের রাজধানী। এই শ্লোকে কালিদাসের একটা বিষম অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে। এই পুস্তকেরই পঞ্চদশ সর্গের আটাশ শ্লোকে আছে—লবণাসুরের নিধন-সাধনের পর শত্রুঘ্ন অজস্র অর্থব্যয়ে কালিন্দীতীরে প্রথম মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং শত্রুঘ্নের পিতামহ অজের বিবাহের পূর্ব্বে মথুরানামের অস্তিত্ব কালিদাসের মতেই অসম্ভব। বর্ত্তমান মথুরানগরীর পাঁচ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব অংশে, লবণাসুরের পিতা মধুদৈত্যের নামানুসারে "মধুপুরী" নগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহাকে "মধুবনও" বলা হইত। ঐ স্থানেই শত্রুঘ্ন "মথুরা নগরীর" স্থাপন করেন। (হরিঃ ১ম অঃ ৫৪ Growse's Mathura ch. 4.)। খৃষ্টীয় শতক আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, পৌরাণিক কণ্ব-রাজ বংশ ভারতের উত্তরপশ্চিমাংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই রাজবংশের বসুদেবের শিলালিপি মথুরায় আবিষ্কৃত হওয়ায় কানিংহাম সাহেব বলেন, হয় ত, ঐ বংশ এই স্থানেও রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামায়ণে মথুরার স্থানে "মধুরা" নামক নগরী দেখা যায়। মান্দ্রাজে মধুরা বা মাদুরা নামে পাণ্ড্য-রাজগণের আর একটি রাজধানীর নির্দ্দেশ পাওয়া যায়॥ ৪৮॥

কলিন্দ-কন্যা।—কলিন্দ-পর্ব্বতের দুহিতা যমুনা নদী। হিমালয়ের "বানরপুচ্ছ" নামধেয় প্রত্যন্ত-পর্ব্বতমালা উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থানের নাম কলিন্দ-দেশ। ঐ পর্ব্বতপুঞ্জের অন্যতম কলিন্দ গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যমুনার নাম কালিন্দী বা কলিন্দপুত্রী। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের চল্লিশ অধ্যায়ে কলিন্দ গিরিকে "যমুনাপর্ব্বত" বলা হইয়াছে॥ ৪৮॥

বৃন্দাবন।—বর্ত্তমান মথুরাজিলার অন্তঃপাতী লীলাময় শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র। সম্রাট্ ঔরংজেবের অধিকার-ভয়ে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোবিন্দজীর প্রকৃত বিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হয় এবং করৌলিনামক স্থানে মদনমোহন অপসারিত হন॥ ৫০॥

অধ্যাস্য চাম্ভঃপৃষতোক্ষিতানি শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্দ্ধন-কন্দরাসু ॥ ৫১ ॥
নৃপং তমাবর্ত্তমনোজ্ঞ-নাভিঃ সা ব্যত্যগাদন্যবধূর্ভবিত্রী।
মহীধরং মার্গবশাদুপেতং স্রোতোবহা সাগর-গামিনীব ॥ ৫২ ॥

অন্বয়।—চ (এবঞ্চ) প্রাবৃষি কান্তাসু গোবর্দ্ধন-কন্দরাসু অম্ভঃপৃষতোক্ষিতানি শৈলেয়-গন্ধীনি শিলাতলানি অধ্যাস্য কলাপিনাং নৃত্যং পশ্য ॥ ৫১ ॥

আবর্ত্তমনোজ্ঞ-নাভিঃ সা (কুমারী) অন্য-বধূঃ ভবিত্রী তং নৃপং, সাগর-গামিনী স্রোতোবহা মার্গবশাৎ উপেতং মহীধরম্ ইব, ব্যত্যগাৎ ॥ ৫২ ॥

বঙ্গার্থ।—ইন্দুমতি! ইঁহার সহিত পরিণীতা হইয়া তুমি রমণীয় গোবর্দ্ধন-গিরির গুহামধ্যে জলবিন্দু-সিক্ত এবং সুরভি শিলাজতুর গন্ধে আমোদিত শিলাতলে উপবেশনপূর্ব্বক বর্ষাঋতুতে ময়ূরগণের কমনীয় নৃত্য দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ কর ॥ ৫১ ॥

সিন্ধুসঙ্গম-লিপ্সু স্রোতস্বিনী যখন সাগরের সহিত মিলিত হইতে ছোটে, তখন তাহার পথিমধ্যে পর্ব্বত পড়িলেও যেমন সেই তটিনী তাহাকে এড়াইয়া অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ অপর নৃপতির ভবিষ্যৎ প্রণয়িনী ইন্দুমতীও সুষেণকে এড়াইয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্য।—যে বৃন্দাবনে রাস-বিহারী কত লীলা করিয়াছিলেন, সরলা গোপ-রমণীরা পবিত্র প্রেমের কল্যাণে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, সেই মধুর বৃন্দাবনে,—সম্ভোগের শতসহস্র স্মারকচিহ্নে খচিত সেই স্বর্গসুখময় বৃন্দাবন-ধামে বিরহ-শয্যায় পড়িয়া ইন্দুমতীর নবীন যৌবনের সার্থকতা-সম্পাদনই শুধু নহে, তদপেক্ষা আরও দুঃসহ, হৃদয়ের উন্মাদকর নববর্ষা-সমাগমে গোবর্দ্ধন-গিরির গুহায় গুহায় ঘুরিয়া, কখনো বা নানা পার্ব্বত্য কুসুমে সুরভিত শিলাতলে বসিয়া মদোন্মত্ত ময়ূরের নৃত্য দর্শন করিতে হইবে। মিলন-মধুর নবযৌবনে বিরহ-ব্যথায় যে হৃদয় জীর্ণশীর্ণ, তাহার পক্ষে সম্ভোগের উদ্দীপক পদার্থ-দর্শন এবং তদনুকূল স্থানে অবস্থান যে কি ভীষণ বেদনা-জনক, তাহা বিদুষী ইন্দুমতীর অবিদিত ছিল না; তাই সুষেণ পরিত্যক্ত হইলেন। (৫২) সাগরগামিনী ক্ষিপ্র-গমনা স্রোতস্বিনী গমন-পথে পতিত পর্ব্বতে আহত হইয়া যেমন স্ফীত হইয়া উঠে এবং নিমেষমধ্যেই অন্যদিকে গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায়,—সুষেণের ইতিবৃত্ত-শ্রবণে ইন্দুমতীরও তদ্রূপ অবস্থা ঘটিল এবং তিনি অন্যনৃপতির সকাশে পরাবর্ত্তন করিলেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবী-দশা যৌবনে তাঁহার মনঃপূত হইল না ॥ ৪৫ ৫২ ॥

বিবরণ।—দিল্লীশ্বর আকবরের রাজত্বকালের চৌত্রিশবৎসরে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক গোবিন্দজীর বিরাট্ এবং অপূর্ব্ব-স্থাপত্যজ্ঞাপক প্রাচীন মন্দির প্রস্তুত হয়। (Grows's Mathura) কালিদাসের সময়েও বৃন্দাবনের শ্রীবৃদ্ধি যে কত অধিক ছিল তাহা বর্ত্তমান শ্লোকাবলীতেই অনুমিত। খৃষ্টীয় ১০৮৫ শতকে সমুদ্ভুত মহাকবি বিহ্লন বৃন্দাবন-পরিক্রমা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ের চমৎকার বর্ণনাও তদীয় গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। (বিক্রমাঙ্ক দেব-চরিত সর্গ ১৮)। কতিপয় শতাব্দী-ব্যাপিনী বৌদ্ধ-প্রতিপত্তির অতিশায়িত প্রভাবে বৃন্দাবনের প্রায় সমস্ত তীর্থস্থলের চিহ্নই লুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরে আবার বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ রূপ এবং সনাতনের চেষ্টায় ও অর্থে ঐ সমুদয়ের উদ্ধার হয়। বর্ত্তমান বৃন্দাবন আর পুরাণবর্ণিত বৃন্দাবন যে অভিন্ন—ইহা বলা বড়ই কঠিন। কেন না, বর্ত্তমান বৃন্দাবন মথুরা নগরী হইতে ছয় মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। কিন্তু পুরাণাদিতে পাওয়া যায়—দ্রুতগামী অশ্বের দ্বারা চালিত রথে, বৃন্দাবন হইতে সূর্য্যোদয়কালে রওনা হইয়া ভক্ত অক্রুর সূর্য্যাস্ত-কালে মথুরায় পৌঁছিয়াছিলেন। (ভাগবত পুঃ ১০ম অঃ ৩৯ এবং ৫ম অঃ ৪১; বিষ্ণু পুঃ ৫ম অঃ ১৮ এবং অঃ ১৯) আবার অন্যত্র দেখিতেছি,—শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা নন্দ, মথুরাপতি কংসের অত্যাচারের আশঙ্কায়, মথুরার ছয় মাইল দূর-স্থিত "গোকুল" হইতে, যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনে অপসৃত হইয়াছিলেন। (বিষ্ণু পুঃ ৫ম অঃ ৬; ভাগ পুঃ ১০ম, অঃ ১১) সুতরাং ইহা অসম্ভব যে, নন্দ মথুরা হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী যমুনার একই পারে অবস্থিত বর্ত্তমান বৃন্দাবনে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান সহায় দুস্তর যমুনার পরপারে যাওয়াই স্বাভাবিক। বর্ত্তমান বৃন্দাবনে তেমন কোনোই পর্ব্বত নাই। অথচ—পৌরাণিক বৃন্দাবনে বহু পর্ব্বত ছিল। (ভাগ পুঃ ১০ম, অঃ ১১)। সুতরাং প্রাচীন বৃন্দাবন যে যমুনার অপর পারেই সংস্থিত ছিল, (বিষ্ণু পুঃ খ ৫, অঃ ১৮; ভাগবত পুঃ ১০, অঃ ৩৯; N. L. D.) ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না ॥ ৫০ ॥

গোবর্দ্ধন।—বৃন্দাবনের ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত পর্ব্বত। ইন্দ্র কর্ত্তৃক অতিবর্ষণে বিপন্ন হইয়া ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে,—ছত্ররূপে এই পর্ব্বতকে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে তুলিয়া ধরিয়া, তন্নিম্নে শ্রীকৃষ্ণ গবাদি পশু ও অপর সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। (মহা, উদ্যোগ, অঃ ১২৯) ॥ ৫১ ॥

অথাঙ্গদাশ্লিষ্টভুজং ভুজিষ্যা হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গ-নাথম্।
আসেদুষীং সাদিতশত্রুপক্ষং বালামবালেন্দুমুখীং বভাষে ॥ ৫৩
অসৌ মহেন্দ্রাদ্রিসমান-সারঃ পতির্মহেন্দ্রস্য মহোদধেশ্চ।
যস্য ক্ষরৎসৈন্য-গজচ্ছলেন যাত্রাসু যাতীব পুরো মহেন্দ্রঃ ॥ ৫৪
জ্যাঘাতরেখে সুভুজো ভুজাভ্যাং বিভর্ত্তি যশ্চাপভৃতাং পুরোগঃ।
রিপুশ্রিয়াং সাঞ্জনবাষ্পসেকে বন্দীকৃতানামিব পদ্ধতী দ্বে ॥ ৫৫

অন্বয়।—অথ ভুজিষ্যা (কিঙ্করী সুনন্দা) অঙ্গদাশ্লিষ্টভুজং সাদিত-শত্রুপক্ষং হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গনাথম্ আসেদুষীম্ অবালেন্দু-মুখীং বালাম্ ইন্দুমতীং বভাষে ॥ ৫৩ ॥

মহেন্দ্রাদ্রি-সমান-সারঃ অসৌ (হেমাঙ্গদঃ) মহেন্দ্রস্য (পর্ব্বতস্য) মহোদধেঃ চ পতিঃ (ভবতি)। যস্য যাত্রাসু ক্ষরৎ-সৈন্য-গজ-চ্ছলেন মহেন্দ্রঃ পুরঃ যাতি ইব ॥ ৫৪ ॥

সুভুজঃ চাপভৃতাং পুরোগঃ যঃ বন্দীকৃতানাং রিপুশ্রিয়াং সাঞ্জনবাষ্প-সেকে পদ্ধতী ইব দ্বে জ্যাঘাত-রেখে ভুজাভ্যাং বিভর্ত্তি ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর পরিচারিকা সুনন্দা স্বর্ণকেয়ূর-মণ্ডিত, অরিকুল-বিমর্দ্দন, হেমাঙ্গদ-নামক কলিঙ্গ-নৃপতির নিকটে পূর্ণচন্দ্রবদনা ইন্দুমতীকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥

রাজনন্দিনি। কুলপর্ব্বত মহেন্দ্রগিরির ন্যায় অতুল-সত্ত্ব এই কলিঙ্গনাথ শুধু মহেন্দ্র-পর্ব্বতের নহে, মহোদধিরও অধিপতি। এক কথায় ঐ পর্ব্বত এবং সমুদ্র—যথাক্রমে ইঁহার গিরিদুর্গ এবং জলদুর্গস্থানীয়। ইঁহার অভিযানকালে যখন সৈন্য-সামন্তসহ অজস্র গজরাজি অপ্রতিহত-গমনে চলিতে থাকে, তখন মনে হয়, যেন মহেন্দ্র-পর্ব্বত স্বয়ংই ইঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন ॥ ৫৪ ॥

সুন্দরি। বলিষ্ঠবাহু এবং ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য এই নরপতির ভুজদ্বয়ে, ধনুকের শিঞ্জিনীর সতত সঞ্চালনে সমুৎপন্ন ঐ যে দুইটি কৃষ্ণবর্ণের রেখা (ঘাঁটা) দেখিতেছ, উহা কিসের প্রকৃত চিহ্ন—জান কি? আমার মনে হয়, অরাতিকুলের যে সকল রাজলক্ষ্মীকে ইনি ঐ বাহুবলে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদেরই কজ্জল-মিশ্রিত অশ্রুধারা ঐ দুই বাহু বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে ॥ ৫৫ ॥

তাৎপর্য্য।—মথুরাপতি সুষেণের সংসর্গের ভীষণ পরিণাম-স্মরণে চমকিত হইয়া ইন্দুমতী আসিয়া কলিঙ্গরাজের সমীপে দাঁড়াইলেন। যেন হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। অমনি সুনন্দা তাঁহার ইতিবৃত্ত-বর্ণন আরম্ভ করিল। ইনি স্বয়ং যেমন মহেন্দ্র পর্ব্বতের এবং মহোদধির রাজা, দেখিতেও অনেকটা সেইরূপ, যেন নরাকার একটি বিরাট্ পর্ব্বত। হয় পর্ব্বতে, না হয়, সমুদ্রের দ্বীপে দ্বীপে ইঁহার সহিত ভ্রমণের প্রচুর সুযোগ ঘটিবে—সন্দেহ নাই; ইঁহার প্রাসাদের গবাক্ষে বসিয়া জলধির তরঙ্গলীলা দর্শনে ও বেলাভূমিতে পর্য্যটনের সময়ে তালবনের মর্ম্মরধ্বনি প্রভৃতির উপভোগের দ্বারাই যদি যৌবনসুখ লাভ করা অভিপ্রেত হয়, ইঁহাকে বরণ কর। বিধাতার দান—দৈহিক সৌন্দর্য্য-সম্পদে কলিঙ্গরাজ হেমাঙ্গদ শুধু নন, সাঁরা কলিঙ্গের অধিবাসীরাই যে তত সম্পন্ন নহেন, ইহা অত্যুক্তি নহে। তাই সুনন্দা "মহেন্দ্রাদ্রি-সমান-সার"—এই বিশেষণের আবরণেই ঢাকিয়া সৌন্দর্য্য-দর্শনপটীয়সী ইন্দুমতীকে রাজার প্রকৃত আকার দেখাইল। পূর্ণেন্দু-বদনা রাজ-পুত্রী মর্ম্মে-মর্ম্মে সুনন্দার ইঙ্গিত বুঝিলেন, এবং মুখ ফিরাইলেন। কেন না—রাজনন্দিনী ছিলেন "আকৃতি-লোভনীয়া" (৫৮)—অর্থাৎ আকারের দ্বারা সে কুমারী-হৃদয় জয় করা সম্ভব, প্রকারের দ্বারা নহে। তাই হেমাঙ্গদের আকার-হীনতায়—ইন্দুমতী প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। প্রকারে ভুলিলেন না ॥ ৫৩ ॥

বিবরণ।—**কলিঙ্গ**।—চতুর্থ সর্গের ৩৮ শ্লোকের "বিবরণ" দ্রষ্টব্য ॥ ৫৩ ॥

মহেন্দ্র।—চতুর্থের ৩৯ শ্লোকের "বিবরণ" দ্রষ্টব্য ॥ ৫৪ ॥

যমাত্মনঃ সদ্মনি সন্নিকৃষ্টো মন্দ্র-ধ্বনি-ত্যাজিত-যামতূর্য্যঃ।
প্রাসাদ-বাতায়নদৃশ্যবীচিঃ প্রবোধয়ত্যর্ণব এব সুপ্তম্ ॥ ৫৬ ॥
অনেন সার্দ্ধং বিহরাম্বুরাশেস্তীরেষু তালীবনমর্ম্মরেষু।
দ্বীপান্তরানীত-লবঙ্গপুষ্পৈরপাকৃত-স্বেদ-লবা মরুদ্ভিঃ ॥ ৫৭ ॥
প্রলোভিতাপ্যাকৃতিলোভনীয়া বিদর্ভরাজাবরজা তয়ৈবম্।
তস্মাদপাবর্ত্তত দূর-কৃষ্টা নীত্যেব লক্ষ্মীঃ প্রতিকূলদৈবাৎ ॥ ৫৮ ॥
অথোরগাখ্যস্য পুরস্য নাথং দৌবারিকী দেবসরূপমেত্য।
ইতশ্চকোরাক্ষি! বিলোকয়েতি পূর্ব্বানুশিষ্টাং নিজগাদ ভোজ্যাম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়।—আত্মনঃ সদ্মনি সুপ্তং যং (হেমাঙ্গদং) সন্নিকৃষ্টঃ প্রাসাদ-বাতায়ন-দৃশ্যবীচিঃ মন্দ্র-ধ্বনি-ত্যাজিত-যামতূর্য্যঃ অর্ণবঃ এব প্রবোধয়তি ॥ ৫৬ ॥

অনেন সার্দ্ধং তালীবনমর্ম্মরেষু অম্বুরাশেঃ তীরেষু দ্বীপান্তরানীত-লবঙ্গপুষ্পৈঃ মরুদ্ভিঃ অপাকৃতঃ-স্বেদ-লবা (সতী ত্বং) বিহর ॥ ৫৭ ॥

আকৃতিলোভনীয়া বিদর্ভরাজাবরজা (ভোজরাজানুজা) তয়া (সুনন্দয়া) এবং প্রলোভিতা অপি নীত্যা (পুরুষকারেণ) দূর-কৃষ্টা লক্ষ্মীঃ প্রতিকূল-দৈবাৎ (পুরুষাৎ) ইব তস্মাৎ (হেমাঙ্গদাৎ) অপাবর্ত্তত ॥ ৫৮ ॥

অথ দৌবারিকী দেব-সরূপম্ উরগাখ্যস্য পুরস্য নাথম্ এত্য, অয়ি চকোরাক্ষি! ইতঃ বিলোকয়—ইতি পূর্ব্বানুশিষ্টাং ভোজ্যাং নিজগাদ ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গার্থ।—উত্তাল-তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগর এই হেমাঙ্গদের রাজপ্রাসাদের অতি সন্নিহিত। তাই সিন্ধুর জীমূত-মন্দ্র তরঙ্গ-ধ্বনিতেই ইঁহার প্রহরজ্ঞাপক তূর্য্যধ্বনির কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং গবাক্ষপথে ইনি উদধির সেই মনোহর তরঙ্গলীলা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহার নিদ্রাভঙ্গের জন্য আর বৈতালিকের প্রয়োজন হয় না। সিন্ধু-সঙ্গীতেই ইনি জাগরিত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

ইন্দুমতি! ইঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হও এবং অম্বুরাশির তালীবন-মুখর বেলাভূমিতে ইঁহাকে লইয়া বিলাস-বিহার কর। সাগর-মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপ হইতে লবঙ্গ-কুসুম উড়াইয়া আনিয়া শীতল সিন্ধু-সমীরণ তোমার বিহার-খেদজনিত ঘর্ম্মবিন্দু মার্জ্জনা করিয়া দিবে ॥ ৫৭ ॥

দুর্দৈব ব্যক্তি পুরুষকারবলে লক্ষ্মীকে প্রায় করগত করিলেও লক্ষ্মী যেমন সেই অভাগ্যের কপালদোষে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যান, তদ্রূপ সৌন্দর্য্য-জ্ঞানবতী বিদর্ভরাজ-সোদরা ইন্দুমতী সুনন্দা কর্ত্তৃক হেমাঙ্গদের বর্ণনা দ্বারা নানারূপে প্ররোচিতা হইলেও কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া গেলেন ॥ ৫৮ ॥

তার পর সুনন্দা দেবতুল্য-কান্তি উরগপুরের (নাগপুর) অধীশ্বরের নিকট গিয়া—"চকোর-নয়নে! একবার এই দিকে তাকাও" বলিয়া ইন্দুমতীকে আহ্বান করিল এবং কহিল;—৫৯ ॥

বিবরণ।—উরগপুর।—মান্দ্রাজের ত্রিচীনাপল্লীর প্রাচীন নাম। খৃঃ ষষ্ঠ শতকে এই স্থানে পাণ্ড্যদিগের রাজধানী ছিল। মল্লিনাথ এই শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরে বলিয়াছিলেন, "কান্যকুব্জের তীরবর্ত্তী নাগপুর নামক স্থান" এই নাগপুর মান্দ্রাজের "নাগপট্টম" হওয়াই সম্ভব। কেন না, উহাও কান্যকুব্জাখ্য নদের তীরস্থিত। ঐ কান্যকুব্জ নদের অপভ্রংশই "ক্রোলেরুন্" বা বর্ত্তমান নাগপট্টম কোলেরুনের তটবর্ত্তী। একসময়ে চোলদিগেরও এই স্থানে রাজধানী ছিল এবং তাহারা সমগ্র পাণ্ড্যরাজ্য ও ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণাংশ শাসন করিত। কিন্তু "পবন-দূত" গ্রন্থে এই নগরকে তাম্রপর্ণী-তীরে অবস্থিত, এবং "ভুজঙ্গনগর" ইহারই নামান্তর বলা হইয়াছে। (A. G. I.) ॥ ৫৯ ॥

পাণ্ড্যোঽয়মংসার্পিতলম্বহারঃ ক্লৃপ্তাঙ্গরাগো হরিচন্দনেন।
আভাতি বালাতপরক্ত-সানুঃ সনির্ঝরোদ্গার ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৬০ ॥
বিন্ধ্যস্য সংস্তম্ভয়িতা মহাদ্রের্নিঃশেষপীতোজ্‌ঝিতসিন্ধু-রাজঃ।
প্রীত্যাশ্বমেধাবভৃথার্দ্রমূর্ত্তেঃ সৌস্নাতিকো যস্য ভবত্যগস্ত্যঃ ॥ ৬১ ॥
অস্ত্রং হরাদাপ্তবতা দুরাপং যেনেন্দ্রলোকাবজয়ায় দৃপ্তঃ।
পুরা জন-স্থান-বিমর্দ্দশঙ্কী সন্ধায় লঙ্কাধিপতিঃ প্রতস্থে ॥ ৬২ ॥

অন্বয়।—অংসার্পিত-লম্বহারঃ হরিচন্দনেন ক্লৃপ্তাঙ্গ-রাগঃ অয়ং পাণ্ড্যঃ (পাণ্ডুদেশাধিপঃ) বালাতপরক্ত-সানুঃ সনির্ঝরোদ্গারঃ অদ্রিরাজঃ ইব আভাতি ॥ ৬০ ॥

বিন্ধ্যস্য মহাদ্রেঃ সংস্তম্ভয়িতা নিঃশেষ-পীতোজ্ঝিত-সিন্ধুরাজঃ অগস্ত্যঃ অশ্বমেধাবভৃথার্দ্র মূর্ত্তেঃ যস্য (পাণ্ড্যস্য) প্রীত্যা সৌস্নাতিকঃ ভবতি ॥ ৬১ ॥

পুরা জনস্থান-বিমর্দ্দ-শঙ্কী দৃপ্তঃ লঙ্কাধিপতিঃ (রাবণঃ) দুরাপম্ অস্ত্রং হরাৎ আপ্তবতা যেন (পাণ্ড্যেন সহ) সন্ধায় ইন্দ্রলোকাবজয়ায় প্রতস্থে ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজপুত্রি! এই নরপতি পাণ্ডুদেশের অধিপতি। দেখ, দেখ—ইঁহার স্কন্ধবিলম্বিত উজ্জ্বল হীরক-মুক্তাখচিত হারে এবং হরিচন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গরাগে, সানুদেশে বালসূর্য্যের আরক্ত কিরণসম্পাতে নির্ঝরস্রাবী অদ্রিপতির যেমন শোভা হয়, তেমনই শোভা হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

সূর্য্য-পথ নিরোধ করিবার নিমিত্ত ক্রমে বর্দ্ধিত বিন্ধ্য-পর্ব্বতের ঊর্দ্ধে উত্থান যে অসীম-শক্তি অগস্ত্য ঋষি নিবারণ করিয়াছিলেন, একটিমাত্র গণ্ডূষে যে অগস্ত্য মহাসিন্ধুকে নিঃশেষে পান করিয়া পুনরায় উদ্গিরণ করিয়াছিলেন, এই রাজা অশ্বমেধ-যজ্ঞের দীক্ষান্ত-স্নান করিয়া উঠিলে, সেই অগস্ত্যই স্বয়ং আসিয়া ইঁহাকে যজ্ঞান্তস্নানের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, ইনি এত বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৬১ ॥

এই পাণ্ডুদেশ-পতি রুদ্রের নিকট হইতে "ব্রহ্মশিরঃ" নামক দুর্লভ অস্ত্র লাভপূর্ব্বক সকলের অজেয় হইয়াছে। তাই, খরদূষণরক্ষিত ভগিনী সূর্পণখার বাসস্থলী জনস্থান ইনি পাছে বিমর্দ্দিত করেন, এই আশঙ্কায়, যুদ্ধ করিতে আসিয়া স্বয়ং লঙ্কেশ্বর দশানন, গতিক ভালো নয়—বুঝিয়া ইঁহার সহিত সন্ধি-স্থাপনপূর্ব্বক ইন্দ্রলোকজয়ের উদ্দেশ্যে গর্ব্বভরে প্রস্থান করেন। রাজ-পুত্রি! সুতরাং ইনি ইন্দ্রবিজয়ীরও বিজেতা ॥ ৬২ ॥

বিবরণ।—পাণ্ড্য।—চতুর্থের ৪৯ শ্লোকের "বিবরণ" দ্রষ্টব্য ॥ ৬০ ॥

বিন্ধ্য।—বিন্ধ্যাচল, বিন্ধ্য-পর্ব্বতপুঞ্জ। মির্জাপুরের নিকটে এই পর্ব্বতের একাংশে সুপ্রসিদ্ধ বিন্ধ্যবাসিনী বা বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই বিন্ধ্যবাসিনী-মন্দিরের নাতিদূরে দাক্ষায়ণী সতীর বামপদের অগ্রভাগ পতিত হয়। ইহা বাহান্ন পীঠের অন্যতম এবং এই পীঠস্থানের অদূরে পর্ব্বতশীর্ষে অষ্টভুজার মন্দির বিদ্যমান। এই বিন্ধ্যাচল নগর পম্পাপুর নামক প্রাচীন সহরের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এই স্থানে শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত দুর্গার যুদ্ধ হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে বিন্ধ্যবাসিনীদেবী অতি বিস্তৃতভাবে সমগ্র ভারতবাসী কর্ত্তৃক আরাধিত হইতেন। মহীশূরের দক্ষিণাংশে বিন্ধ্যাচল নামে অন্য একটি পর্ব্বতেরও উল্লেখ দেখা যায়। (দেবীভাগবত, ৭ম, শিব পুঃ ৪র্থ, ১ম খণ্ড, অঃ ২১; স্কন্দ পুঃ, রেবাখণ্ড, অঃ ৫৫; কথাসরিৎসাগর ১ম, অঃ ২; বামন-পুঃ, অঃ ৫৫; কথাসরিৎ, অঃ ৫২, ৫৪: রামায়ণ, কিষ্, অঃ ৪৮; J. R. A. S. 1894, p 261; N. L. D. p. 37) ॥ ৬১ ॥

জনস্থান।—বর্ত্তমান আরাঙ্গাবাদ জেলা সম্পূর্ণ এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্ত্তী স্থানের প্রাচীন নাম। রামায়ণ-বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ। পঞ্চবটী বা বর্ত্তমান নাসিক জনস্থানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। (N. L. D; রামায়ণ, অরণ্য, ৪৯; উত্তরকাণ্ড, অঃ ৮১) ॥ ৬২ ॥

লঙ্কা—বর্ত্তমান সিংহল (Ceylon) দেশের নামান্তর। "লঙ্কা" বা "লঙ্কাপত্তনং" নামক নগর বর্ত্তমান সিংহলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণস্থিত এক পর্ব্বতের উপর ছিল এবং ঐ পর্ব্বতই তত্তৎ নামে অভিহিত হইত। রামায়ণে এই পর্ব্বতকে "ত্রিকূট" বা ত্রি-চূড় বলা হইয়াছে। ইহাই রাবণের বাসস্থলী। বর্ত্তমান কলম্বো নগরের চল্লিশ মাইল দূরে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভূমি নিকুম্ভিলা নামক স্থানের নির্দ্দেশ এখনও পাওয়া যায়। এই অধম লেখক ঐ স্থানে পর্য্যটনপূর্ব্বক অনেক তথ্য অবগত হইয়াছিল। কতিপয় কারণে—প্রাচীন লঙ্কা এবং (Ceylon) বর্ত্তমান সিংহল যে একই দ্বীপ নহে, তাহা স্বীকার করিতে

অনেন পাণৌ বিধিবদ্ গৃহীতে মহাকুলীনেন মহীব গুর্ব্বী।
রত্নানুবিদ্ধার্ণবমেখলায়া দিশঃ সপত্নী ভব দক্ষিণস্যাঃ॥ ৬৩॥
তাম্বূল-বল্লীপরিণদ্ধ-পূগাস্বেলালতালিঙ্গিত-চন্দনাসু।
তমাল-পত্রাস্তরণাসু রন্তুং প্রসীদ শশ্বন্মলয়-স্থলীষু॥ ৬৪॥
ইন্দীবর-শ্যামতনুর্নৃপোঽসৌ ত্বং রোচনাগৌর-শরীর-যষ্টিঃ।
অন্যোন্য-শোভা-পরিবৃদ্ধয়ে বাং যোগস্তড়িত্তোয়দয়োরিবাস্তু॥ ৬৫॥
স্বসুর্বিদর্ভাধিপতেস্তদীয়ো লেভেঽন্তরং চেতসি নোপদেশঃ
দিবাকরাদর্শন-বদ্ধ-কোশে নক্ষত্রনাথাংশুরিবারবিন্দে॥ ৬৬॥

অন্বয়।—মহাকুলীনেন অনেন (পাণ্ড্যেন) পাণৌ (ত্বদীয়ে) বিধিবৎ গৃহীতে (সতি) গুর্ব্বী মহী ইব রত্নানুবিদ্ধার্ণব-মেখলায়াঃ দক্ষিণস্যাঃ দিশঃ সপত্নী ভব॥ ৬৩॥

তাম্বূলবল্লী-পরিণদ্ধপূগাসু এলালতালিঙ্গিতচন্দনাসু তমাল-পত্রাস্তরণাসু মলয়স্থলীষু শশ্বৎ রন্তুং প্রসীদ॥ ৬৪॥

অসৌ নৃপঃ (পাণ্ড্যঃ) ইন্দীবরশ্যামতনুঃ ত্বং—রোচনা-গৌর-শরীরযষ্টিঃ (অসি)। (ততঃ) তড়িত্তোয়দয়োঃ ইব বাং (যুবয়োঃ) যোগঃ অন্যোন্যশোভা-পরিবৃদ্ধয়ে অস্তু॥ ৬৫॥

বিদর্ভাধিপতেঃ স্বসুঃ চেতসি তদীয়ঃ উপদেশঃ দিবাকরা-দর্শন-বদ্ধ-কোশে অরবিন্দে নক্ষত্র-নাথাংশুঃ ইব অন্তরং (অবকাশং) ন লেভে॥ ৬৬॥

বঙ্গার্থ।—রাজ-নন্দিনি! মহাকুল-সম্ভূত এই পাণ্ড্যরাজ যথাবিধানে তোমার পাণিগ্রহণ করিলে, মহীয়সী বসুমতীর ন্যায় তুমিও, নানারত্নপূর্ণ-রত্নাকররূপ মেখলায় পরিমণ্ডিত দক্ষিণদিগ্‌বধূর সপত্নী হইতে পারিবে।—অর্থাৎ প্রকৃত সপত্নী তোমার কেহই হইবে না॥ ৬৩॥

ইন্দুমতি! প্রসন্ন হও। (আর পারি না,) এই নৃপতিকে বরণ করিয়া নিরন্তর অনন্ত-সুখকরী মলয় স্থলীতে ইঁহাকে লইয়া বিহার কর। দেখিবে—তথায় পূগ-তরুরাজিদিগকে কেমন আবেষ্টন করিয়া তাম্বূল-লতিকাগুলি শোভা পাইতেছে, এলা-লতা চন্দনপাদপকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, আর সেই মলয়স্থলীর সর্ব্বত্র সুনীল তমালপত্রের আস্তরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে,—প্রিয়সম্মেলনের এমন মনোহর স্থান আর নাই॥ ৬৪॥

সুন্দরি! দেখ, এই নৃপতির কলেবর নীলোৎপলতুল্য শ্যামল, আর তুমিও গোরোচনার ন্যায় গৌরকান্তি, অতএব তোমাদের উভয়ের মিলনে, তড়িৎ এবং সৌদামিনীর মিলনে যেমন হয়, তেমনই উভয়ের সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে,—ইন্দুমতি! তাই হউক॥ ৬৫॥

অংশুমালীর অদর্শনে পদ্মিনী যখন মুকুলিত থাকে, তখন তাহার অভ্যন্তরে সুধাকরের কিরণজাল যেমন প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ সুনন্দার সেই সমুদয় সুমধুর উপদেশ-লহরী ইন্দুমতীর হৃদয় স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না॥ ৬৬॥

হয়। রামায়ণে আছে যে, লঙ্কায় যাইতে হইলে, তাম্রপর্ণী নদী পার হইয়া, মহেন্দ্র পর্ব্বতমালার দক্ষিণাংশ—যাহা গিয়া সাগরে মিশিয়াছে, সেই পার্ব্বত্যস্থল উত্তীর্ণ হইতে হয়, নতুবা লঙ্কায় যাওয়া যায় না। অর্থাৎ এক কথায়, রামায়ণানুসারে লঙ্কাদ্বীপ মহেন্দ্র-পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। বর্ত্তমান (Ceylon) সিংহলকে প্রাচীন লঙ্কাদ্বীপ বলিয়া গণ্য করিলে লঙ্কাগামীর পক্ষে মহেন্দ্র-পর্ব্বতের দক্ষিণ সীমায় পৌঁছিতে কস্মিন্‌কালেও তাম্রপর্ণী নদী পার হইতে হয় না। ইহা ছাড়া বিখ্যাত গণিতজ্ঞ বরাহ-মিহিরের মতে উজ্জয়িনী এবং লঙ্কা একই দ্রাঘিমায় অবস্থিত এবং এই দ্রাঘিমার অনেক পূর্ব্বাংশে সিংহল দেশ। পৌরাণিক যুগের বহু গ্রন্থে লঙ্কা এবং সিংহলকে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্বীপ বলিয়া অভিহিত দেখা যায়। অথচ সিংহলের অতি প্রাচীন ইতিহাস—খৃঃ পঞ্চম শতকে সঙ্কলিত "মহাবংশ" গ্রন্থে দেখা যায়, বাঙ্গালী-বীর বিজয় সিংহের বিজয়ের পর লঙ্কা সিংহল নামে পরিবর্ত্তিত হয়। (রামা, সুন্দর, সঃ ১; লঙ্কা কাঃ সঃ ১২৫, Buddhist Text Society's Journal, Vol. III. p. 1. appendix; রামা, কিষ, সঃ ৪১; বৃহৎসংহিতা, অঃ ১৪; দেবী পুঃ, অঃ ৪২, ৪৬; Geiger's Mahavamsa, chs. VII, XXXI; N. L. D. p p. 113, 114)॥ ৬২॥

মলয়স্থলী।—৪র্থ সর্গের ৪৬ শ্লোকের "বিবরণ" দ্রষ্টব্য॥ ৬৪॥

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥ ৬৭ ॥
তস্যাং রঘোঃ সূনুরুপস্থিতায়াং বৃণীত মাং নেতি সমাকুলোঽভূৎ।
বামেতরঃ সংশয়মস্য বাহুঃ কেয়ূরবন্ধোচ্ছ্বসিতৈর্নুনোদ ॥ ৬৮ ॥
তং প্রাপ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যং ব্যাবর্ত্ততান্যোপগমাৎ কুমারী।
ন হি প্রফুল্লং সহকারমেত্য বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্পদালী ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়।—পতিংবরা সা (ইন্দুমতী) রাত্রৌ সঞ্চারিণী দীপশিখা ইব যং যং (ভূমিপালং) ব্যতীয়ায়, সঃ সঃ ভূমিপালঃ নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব বিবর্ণভাবং প্রপেদে ॥ ৬৭ ॥

তস্যাম্ (ইন্দুমত্যাম্) উপস্থিতায়াম্ (সত্যাং) রঘোঃ সূনুঃ (অজঃ) "মাং বৃণীত ন (বা)"—ইতি সমাকুলঃ অভূৎ। (অথ) অস্য বামেতরঃ বাহুঃ কেয়ূর-বন্ধোচ্ছ্বসিতৈঃ সংশয়ং নুনোদ ॥ ৬৮ ॥

কুমারী সর্ব্বাঙ্গবানবদ্যং তম্ (অজং) প্রাপ্য অন্যোপগমাৎ ব্যবর্ত্তত। হি (তথাহি) ষট্পদালী প্রফুল্লং সহকারম্ এত্য বৃক্ষান্তরং ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ।—তামসী রজনীতে সঞ্চারিণী দীপশিখা সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে রাজপথবর্ত্তী অট্টালিকা যেমন সহসা তিমিরচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ স্বয়ংবরা ইন্দুমতী যে যে রাজাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই ভগ্নাশ নৃপতি বিষাদে যেন কালো হইয়া গেলেন ॥ ৬৭ ॥

এইভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে করিতে গিয়া ইন্দুমতী যখন রঘু-পুত্র অজের সমীপে উপনীত হইলেন, তখন নিজের পরিণাম চিন্তা করিয়া, আমাকে ইনি বরণ করিবেন কি না,—ভাবিয়া কুমার বড়ই আকুল হইলেন, কিন্তু রাজকন্যার উপস্থিতিক্ষণেই কুমারের দক্ষিণ বাহু কম্পিত হইল এবং কেয়ূর-ধারণ-স্থান ঘন ঘন উচ্ছ্বসিত হইয়া অজের সংশয় কতকটা দূর করিয়া দিল। কেন না, দক্ষিণ বাহু-স্পন্দন সুন্দরীলাভের একটা প্রধান সঙ্কেত ॥ ৬৮ ॥

সেই অনিন্দ্য-সুন্দর-কান্তি সুঠাম রাজকুমারকে পাইয়া কুমারী ইন্দুমতী আর অন্য রাজার নিকটে গেলেন না। প্রফুল্ল মুকুল-মণ্ডিত সহকারতরুকে পাইলে ভ্রমরপঙ্‌ক্তি কি আর অন্য যে কোনো বৃক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয়? কদাচ হয় না ॥ ৬৯ ॥

তাৎপর্য্য।—দক্ষিণদিকের "সপত্নী" বলায় প্রকৃত "সপত্নীর" অভাব সূচিত হইলেও,—উচ্চার্য্যমাণ "সপত্নী" শব্দের শ্রবণেই কুমারী কন্যার মনে "সতীন হও" উক্তিতে বিষম আঘাত লাগিবার কথা। ইন্দুমতীর চিত্তেও সে আঘাত লাগিল—তিনি অত্যন্ত বিমনা হইলেন। তার পরেই ৬৪ শ্লোকে, "তমাল-পত্রাদি-সমাচ্ছাদিত স্থলে বিহার করা"র কথা প্রভৃতিতে ইন্দুমতীর সেই পূর্ব্বজাত বৈমনস্যের বৃদ্ধিই হইল,—বিরহাশঙ্কা মনে জাগিতে লাগিল। প্রথমেই তমাল-পত্রাচ্ছন্ন স্থল? এ শয্যা সম্ভোগের উপযোগী হইলেও বিরহ-তাপিতারও একমাত্র আশ্রয়। এইরূপে ইন্দুমতী যখন দোলায়িতচিত্তা,—তখনই "তড়িৎ-তোয়দের" যোগের দৃষ্টান্ত। কাদম্বপঙ্‌ক্তির সহিত তড়িল্লতার সংযোগের ফল অতিবিষম। সে সংযোগের পরিণতিতে সৃষ্টিনাশ ঘটে। সৃষ্টিরক্ষা হয় না।—এইভাবে নানা রাজন্যের সমীপে বরমাল্য হস্তে লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে রাজকুমারীরও হয় ত বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। যেন, ঠিক যাঁহাকে চান, তাঁহাকে পাইতেছিলেন না। সূর্য্য যতই প্রখর হ'ন না কেন, নলিনীর তৃপ্তি তাঁহাতেই, নয়ন-তর্পণ সুধাকরে নহে,—সেইরূপ সুনন্দা-পরিচিত রাজারা যতই সুদর্শন এবং গুণবান্ হ'ন না কেন, ইন্দুমতীরূপা কমলিনীর নয়নে প্রকৃত সূর্য্য এখনও দেখা দেন নাই,—তাই রাজপুত্রী পুরোবর্ত্তী অন্য নৃপতির নিকট গেলেন ॥ ৬৩-৬৬ ॥

কালিদাসের নায়কের সর্ব্বত্রই দক্ষিণ-বাহুর স্পন্দন দেখা যায়। সেই শকুন্তলায় দুষ্মন্তের কাঁপিতে দেখিয়াছি। বিক্রমোর্ব্বশীতে পুরূরবার এবং মালবিকাগ্নিমিত্রে অগ্নিমিত্রেরও দেখিয়াছি। আবার এই—দেখিলাম। এইরূপ—প্রথম প্রিয়দর্শনের পরে, গমনোন্মুখী নায়িকার লতাবিটপে পরিহিত বসন জড়াইয়া যাওয়াও কালিদাসের নিজস্ব। এ দুটি বস্তু তাঁহার বোধ হয় বড়ই ভালো লাগিত। তৎপরবর্ত্তী কবিগণ নির্ব্বিচারে কালিদাসের এই দুই উপাদেয় বস্তুর সৎ এবং অসৎ দ্বিবিধ ব্যবহারই করিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

তস্মিন্ সমাবেশিত-চিত্তবৃত্তিমিন্দুপ্রভামিন্দুমতীমবেক্ষ্য ।
প্রচক্রমে বক্তুমনুক্রমজ্ঞা সবিস্তরং বাক্যমিদং সুনন্দা ॥ ৭০ ॥
ইক্ষ্বাকু-বংশ্যঃ ককুদং নৃপাণাং ককুৎস্থ ইত্যাহিত-লক্ষণোঽভূৎ ।
কাকুৎস্থ-শব্দং যত উন্নতেচ্ছাঃ শ্লাঘ্যং দধত্যুত্তর-কোশলেন্দ্রাঃ ॥ ৭১ ॥
মহেন্দ্রমাস্থায় মহোক্ষ-রূপং যঃ সংযতি প্রাপ্ত-পিনাকি-লীলঃ ।
চকার বাণৈরসুরাঙ্গনানাং গণ্ডস্থলীঃ প্রোষিত-পত্র-লেখাঃ ॥ ৭২ ॥
ঐরাবতাস্ফালন-বিশ্লথং যঃ সংঘট্টয়ন্নঙ্গদমঙ্গদেন ।
উপেয়ুষঃ স্বামপি মূর্ত্তিমগ্র্যামর্দ্ধাসনং গোত্রভিদোঽধিতষ্ঠৌ ॥ ৭৩ ॥
জাতঃ কুলে তস্য কিলোরুকীর্ত্তিঃ কুল-প্রদীপো নৃপতির্দিলীপঃ ।
অতিষ্ঠদেকোন-শতক্রতুত্বে শক্রাভ্যসূয়া-বিনিবৃত্তয়ে যঃ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়।—ইন্দুপ্রভাম্ ইন্দুমতীং তস্মিন্ সমাবেশিত-চিত্তবৃত্তিম্ অবেক্ষ্য অনুক্রমজ্ঞা সুনন্দা ইদং (বক্ষ্যমাণং) সবিস্তরং বাক্যং বক্তুং প্রচক্রমে ॥ ৭০ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশ্যঃ নৃপাণাং ককুদং আহিতলক্ষণঃ ককুৎস্থঃ ইতি (প্রসিদ্ধঃ কশ্চিৎ রাজা) অভূৎ । যতঃ (ককুৎস্থাৎ আরভ্য) উন্নতেচ্ছাঃ উত্তরকোশলেন্দ্রাঃ (রাজানঃ) শ্লাঘ্যং কাকুৎস্থ-শব্দং দধতি ॥ ৭১ ॥

যঃ (ককুৎস্থঃ) সংযতি মহোক্ষ-রূপং মহেন্দ্রম্ আস্থায় (আরুহ্য) প্রাপ্ত-পিনাকি-লীলঃ (সন্) বাণৈঃ অসুরাঙ্গনানাং গণ্ডস্থলীঃ প্রোষিত-পত্রলেখাঃ চকার ॥ ৭২ ॥

যঃ (ককুৎস্থঃ) ঐরাবতাস্ফালন-বিশ্লথম্ অঙ্গদম্ অঙ্গদেন (স্বকীয়েন) সংঘট্টয়ন্ স্বাম্ অগ্র্যাং মূর্ত্তিম্ উপেয়ুষঃ অপি গোত্র-ভিদঃ অর্দ্ধাসনম্ অধিতষ্ঠৌ ॥ ৭৩ ॥

উরুকীর্ত্তিঃ কুলপ্রদীপঃ দিলীপঃ নৃপতিঃ তস্য (ককুৎস্থস্য) কুলে জাতঃ কিল। যঃ (দিলীপঃ) শক্রাভ্যসূয়া-বিনিবৃত্তয়ে (ন তু অশক্ত্যা) একোনশতক্রতুত্বে অতিষ্ঠৎ ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—পূর্ণেন্দু-সুন্দর-কান্তি ইন্দুমতীকে সেই অনিন্দ্য-সুন্দর রাজকুমারের প্রতি আসক্তিমতী দেখিয়া, মধুরভাষিণী বাগ্মিনী সুনন্দা বিস্তৃতভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করিল ॥ ৭০ ॥

রাজপুত্রি! পুরাকালে রাজন্যগণের শীর্ষস্থানীয় ককুৎস্থ নামে সুপ্রসিদ্ধ এক ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি ছিলেন। উত্তর-কোশল-পতিবৃন্দ সেই প্রসিদ্ধ নামের পরিচয়ে শ্লাঘা অনুভব করিবার নিমিত্ত, আপনাদিগকে "কাকুৎস্থ" বলিয়া অভিহিত করিতেন ॥ ৭১ ॥

সেই মহাবীর ককুৎস্থের অসীম ক্ষমতার বিষয় আর কি বলিব? অসুর-যুদ্ধে ব্যাকুল হইয়া সাহায্যপ্রার্থ ইন্দ্র মহা-বৃষভের রূপ ধারণ করিতেন, আর ইনি বৃষভচারী পিনাক-ধারী রুদ্রের ন্যায় সংহার-মূর্ত্তিতে সেই বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদে আরোহণপূর্ব্বক অজস্র বাণবর্ষণে অসুরকুল নির্ম্মূল করিতেন। পতিহীনা অসুরাঙ্গনারা পতি-বিনাশে বিষাদে নিমজ্জিত হইত এবং চিরদিনের মত কপোলদেশে পত্ররচনা প্রভৃতি বিলাস-সজ্জা পরিত্যাগ করিত ॥ ৭২ ॥

স্বর্গীয় ঐরাবতের তাড়ন নিবন্ধন সুরপতি ইন্দ্রের শিথিল অঙ্গদ স্খলিত হইবার উপক্রম করিলে, ইনি স্বীয় অঙ্গদের সংঘর্ষণে তাহা আবার ঠিক করিয়া পরাইয়া দিতেন, ইন্দ্রের সহিত ককুৎস্থের এতই প্রণয় ছিল।—আবার বাসব যখন দেব-সভায় স্বীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, তখনও ইনি গিয়া পর্ব্বতবিদারী সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের সেই আসনের অর্দ্ধেক জুড়িয়া বসিতেন ॥ ৭৩ ॥

সেই মহাপ্রভাব ককুৎস্থের বংশের (অবতংসস্বরূপ বা) প্রদীপস্বরূপ, পরম কীর্ত্তিসম্পন্ন দিলীপ নামে এক নৃপতি জন্মিয়াছিলেন। অক্ষমতায় নহে, শুধু শতক্রতু ইন্দ্রের অসূয়া-পরিহার-বাসনায় সেই দিলীপ নিরনব্বইটি অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

বিবরণ।—উত্তর-কোশল।—প্রাচীন সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজ্যের নাম। বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরাংশ। (অভিঃ ২২১ পৃঃ)। ইক্ষ্বাকুরাজগণের রাজ্য, ইহার রাজধানীর নাম অযোধ্যা। কোশলদেশ—উত্তর-কোশল, দক্ষিণ-কোশল, সাকেত, সেতিকা, বিশাখা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত ছিল। (N. L. D.) ॥ ৭১ ॥

যস্মিন্ মহীং শাসতি বাণিনীনাং নিদ্রাং বিহারার্দ্ধপথে গতানাম্ ।
বাতোঽপি নাস্রংসয়দংশুকানি কো লম্বয়েদাহরণায় হস্তম্ ॥ ৭৫ ॥
পুত্রো রঘুস্তস্য পদং প্রশাস্তি মহাক্রতোর্বিশ্বজিতঃ প্রযোক্তা ।
চতুর্দ্দিগাবর্জিত-সংভৃতাং যো মৃৎপাত্র-শেষামকরোদ্ বিভূতিম্ ॥ ৭৬ ॥
আরূঢ়মদ্রীনুদধীন্ বিতীর্ণং ভুজঙ্গমানাং বসতিং প্রবিষ্টম্ ।
ঊর্দ্ধং গতং যস্য ন চানুবন্ধি যশঃ পরিচ্ছেত্তুমিয়ত্তয়ালম্ ॥ ৭৭ ॥
অসৌ কুমারস্তমজোঽনুজাতস্ত্রিবিষ্টপস্যেব পতিং জয়ন্তঃ ।
গুর্ব্বীং ধুরং যো ভুবনস্য পিত্রা ধুর্য্যেণ দম্যঃ সদৃশং বিভর্ত্তি ॥ ৭৮ ॥

অন্বয় ।—যস্মিন্ (দিলীপে) মহীং শাসতি (সতি) বিহারার্দ্ধপথে নিদ্রাং গতানাং বাণিনীনাম্ (মত্ত-কামিনীনাম্) অংশুকানি বাতঃ অপি ন অস্রংসয়ৎ । আহরণায় কঃ হস্তং লম্বয়েৎ ॥ ৭৫ ॥

বিশ্বজিতঃ (নাম) মহাক্রতোঃ প্রযোক্তা তস্য (দিলীপস্য) পুত্রঃ রঘুঃ (তস্য) পদং প্রশাস্তি। যঃ রঘুঃ চতুর্দ্দিগাবর্জ্জিত-সম্ভৃতাং বিভূতিং মৃৎপাত্রশেষাম্ অকরোৎ ॥ ৭৬ ॥

অদ্রীন্ আরূঢ়ম্ উদধীন্ বিতীর্ণং ভুজঙ্গমানাং বসতিং (পাতালং) প্রবিষ্টম্ ঊর্দ্ধং গতম্ অনুবন্ধি চ (অবিচ্ছেদি চ) যস্য যশঃ ইয়ত্তয়া (দেশতঃ কালতঃ বা কেনচিৎ পরিমাণেন) পরিচ্ছেত্তুং ন অলম্ (ন শক্যম্) ॥ ৭৭ ॥

অসৌ কুমারঃ অজঃ ত্রিবিষ্টপস্য পতিং (ইন্দ্রং) জয়ন্তঃ ইব তম্ (রঘুম্) অনুজাতঃ (তস্মাৎ জাতঃ) । দম্যঃ যঃ (অজঃ) গুর্ব্বীং ভুবনস্য ধুরং ধুর্য্যেণ পিত্রা সদৃশং (যথা তথা) বিভর্ত্তি ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই দিলীপের সুশাসনে রাজ্যের কোনো দিকে কোনোরূপ অত্যাচার-অবিনয়ের নাম-গন্ধও ছিল না। এমন কি, মদমত্তা কামিনীরা তাহাদের বিহার-স্থলে যাইতে যাইতে যখন পথিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িত, তখন অন্য কোনো তস্কর বা কামুক ত দূরের কথা,—বাতাস পর্য্যন্ত সেই রমণীদের নিদ্রা-গলিত, বসন কম্পিত করিতে পারিত না ॥ ৭৫ ॥

এইরূপে সেই দিলীপের রাজ্য তদীয় পুত্র রঘু শাসন করিতেছেন। এই রঘু বিশ্বজিৎ-নামক সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দিগ্‌বিজয়ের দ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে সংগৃহীত এবং রাজকোষস্থিত অনন্ত ধনরাশি এমনভাবেই সৎপাত্রে দান করিয়াছিলেন যে, কেবল একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি মৃন্ময়পাত্র তাঁহার "আমার" বলিতে ছিল ॥ ৭৬ ॥

তাঁহার কীর্ত্তিকথা আর কি বলিব? ইন্দুমতি! তাঁহার যশোরাশি পর্ব্বতে আরোহণ, সমুদ্রে অবগাহন এবং ভুজঙ্গম-দিগের বাসভূমি দুর্গম পাতালে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি, স্বর্গেও তাঁহার কীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সে চিরস্থায়ী যশের পরিমাণ করে—কার সাধ্য ? ॥ ৭৭ ॥

যেমন জয়ন্ত স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের পুত্র, এই কুমারও সেইরূপ ধরণীপতি সেই রঘুর আত্মজ। ইঁহার নাম অজ। সম্পূর্ণভাবে পিতার বশংবদ ও অনুগত থাকিয়া ইনি স্বীয় শাসনদক্ষ পিতার ন্যায় সুন্দর প্রথায় এই পৃথিবীর গুরুভার বহন করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—কুমার অজের সন্নিধানে উপস্থিত হওয়ায়, ইন্দুমতীর সকল উদ্বেগের অবসান হইয়াছে ,—তিনি আনন্দ-বিস্ফারিতনেত্রে কুমারের দিকে চাহিয়া আছেন। সে দৃষ্টির প্রীতিধারায় অজ যেন স্নাত হইয়া উঠিতেছেন।—এদিকে মধুর-ভাষিণী সুনন্দাও তাহার আজন্মসিদ্ধ কণ্ঠবীণা সপ্তমে চড়াইয়া অজের পূর্ব্বতন তৃতীয় পুরুষ দিলীপ হইতে স্তুতিগীতিকায় সভাস্থল মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া তুলিতেছে।—প্রথমতঃ ককুৎস্থের নামোল্লেখ করিয়া বংশের ভিত্তিটা যে কত দৃঢ়, কত প্রসিদ্ধ, তাহা বলিয়াই দিলীপ, রঘু এবং পরে রঘুর আত্মজ অজের উল্লেখ করিল। অন্যান্য নৃপতিদের পরিচয় কালে সুনন্দা দেখাই-য়াছে—তাঁহারা সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান, স্বাধীন, অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী। তাই তাঁহাদের কেহ—দলে দলে কামিনী লইয়া জলকেলি করেন, কেহ সারা রাত্রি রমণীমণ্ডলীতে জ্যোৎস্নাপান করেন, কেহ বা পতিহীনা নিরুপায় অরিবধূ-দিগের অশ্রুমলিন কণ্ঠহার ছিঁড়িয়া বেড়াইতে ভালোবাসেন। তাঁহাদের মাথার উপর আর কেহ নাই। থাকিলে, হয় ত

কুলেন কান্ত্যা বয়সা নবেন গুণৈশ্চ তৈস্তৈর্বিনয়-প্রধানৈঃ।
ত্বমাত্মনস্তুল্যমমুং বৃণীষ্ব রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন ॥ ৭৯ ॥
ততঃ সুনন্দাবচনাবসানে লজ্জাং তনূকৃত্য নরেন্দ্র-কন্যা।
দৃষ্ট্যা প্রসাদামলয়া কুমারং প্রত্যগ্রহীৎ সংবরণস্রজেব ॥ ৮০ ॥
সা যূনি তস্মিন্নভিলাষবন্ধং শশাক শালীনতয়া ন বক্তুম্।
রোমাঞ্চ-লক্ষ্যেণ স গাত্র-যষ্টিং ভিত্ত্বা নিরাক্রামদরাল-কেশ্যাঃ ॥ ৮১ ॥
তথাগতায়াং পরিহাস-পূর্ব্বং সখ্যাং সখী বেত্রভৃদাবভাষে।
আর্য্যে! ব্রজামোঽন্যত ইত্যথৈনাং বধূরসূয়া-কুটিলং দদর্শ ॥ ৮২ ॥

অন্বয়।—কুলেন কান্ত্যা নবেন বয়সা বিনয়-প্রধানৈঃ তৈঃ তৈঃ গুণৈঃ চ আত্মনঃ তুল্যম্ অমুং (যুবানং) ত্বং বৃণীষ্ব। (কিং বহুনা) রত্নং কাঞ্চনেন সমাগচ্ছতু ॥ ৭৯ ॥

ততঃ সুনন্দা-বচনাবসানে নরেন্দ্রকন্যা লজ্জাং তনূকৃত্য প্রসাদামলয়া দৃষ্ট্যা সংবরণস্রজা ইব কুমারম্ (অজং) প্রত্যগ্রহীৎ ॥ ৮০ ॥

সা (কুমারী) যূনি তস্মিন্ অভিলাষবন্ধং শালীনতয়া বক্তুং ন শশাক। (তথাপি) অরাল-কেশ্যাঃ সঃ (অভিলাষবন্ধঃ) রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ গাত্রযষ্টিং ভিত্ত্বা নিরাক্রামৎ ॥ ৮১ ॥

সখ্যাম্ (ইন্দুমত্যাং) তথাগতায়াং (সত্যাং) সখী বেত্রভৃৎ, আর্য্যে! অন্যতঃ (অজং প্রতি) ব্রজামঃ—ইতি পরিহাসপূর্ব্বম্ আবভাষে। অথ বধূঃ এনাম্ (সুনন্দাম্) অসূয়া-কুটিলং (যথা তথা) দদর্শ ॥ ৮২ ॥

বঙ্গার্থ।—সমুন্নত বংশ, অনুপম লাবণ্য, নবীন যৌবন এবং বিনয়বহুল নানা দুর্লভ দুর্লভ গুণগরিমায়, এই রাজকুমার, রাজনন্দিনি! তোমার সর্ব্বাংশে অনুরূপ। অতএব সুন্দরি! ইঁহাকে বরণ কর। রত্ন কাঞ্চনের সহিত সম্মিলিত হউক ॥ ৭৯ ॥

সুনন্দার বাক্যাবসানে স্বয়ংবরা রাজকন্যা সহজাত লজ্জা ঈষৎ সঙ্কোচ করিয়া প্রসন্ন-নয়নে কুমারের দিকে দৃষ্টিদান করিলেন, মনে হইল, কুমারী যেন স্বয়ংবরমাল্যের দ্বারা কুমারকে স্বীকার করিয়া লইলেন ॥ ৮০ ॥

লজ্জাবতী ইন্দুমতী লজ্জাবশতঃ যদিও সেই যুবা রাজপুত্রের প্রতি অনুরাগের বিষয় বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিলেন না,—কিন্তু তথাপি সেই কুঞ্চিত-কেশীর অঙ্গলতিকা রোমাঞ্চিত হইয়া, তদীয় হৃদয়-নিহিত গূঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিয়া দিল ॥ ৮১ ॥

সখী ইন্দুমতীর এই "ন যযৌ ন তস্থৌ"—অবস্থা-দর্শনে আনন্দিত হইয়া সহচরী বেত্রধারিণী সুনন্দা হাসিতে হাসিতে কহিল,—"মাননীয়া রাজপুত্রি! চল, অন্য রাজার নিকটে যাই—এক স্থানে এত বিলম্বে লাভ কি?" সুনন্দার এই উক্তিতে সুকুমারী ইন্দুমতী প্রণয়-মধুর রোষ-কষায়িত নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৮২ ॥

এতটা করিতে বা এমনটা হইতে তাঁহারা পারিতেনই না। আর এই অজ,—ইনি এখনও ছায়াপ্রধান বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ-ক্রোড়ে বিদ্যমান।—পিতা, যে-সে পিতা নহে, রঘুর মত দিগ্বিজয়ী পিতা, সর্ব্বস্বত্যাগী পিতা,—স্বর্গীয় কামধেনুর প্রসাদ-লব্ধ পিতা ইঁহার এখনও বর্ত্তমান। সাক্ষী পরম পুরুষের ন্যায় তিনি সদসৎ সমস্ত দেখিতেছেন,—অদৃষ্ট-দেবতার ন্যায় সর্ব্বদা সৎপথে পুত্রকে পরিচালিত করিতেছেন,—আর বশংবদ পুত্র পিতারই যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশানুসারে বিরাট বসুন্ধরার গুরুভার বহন করিতেছেন। পৃথিবী শাসন করিতেছেন। অত বড় পিতার ছায়ায় সুযুপ্ত পুত্র অজের অঙ্গে কোনোরূপ অনাচারের অসংযমের ছায়াও স্পর্শিতে পারিতেছে না। কেন না, তিনি এখনও "দম্য"। এখনও সম্পূর্ণরূপে সম্রাট্ রঘুর বশবর্ত্তী।—স্বর্গরাজ ইন্দ্রের যেমন জয়ন্ত পুত্র, ইনিও তেমনি রঘুর শ্লাঘাভাজন পরম প্রতাপশালী পুত্র।—পিতৃহীনা ইন্দুমতী পিতৃমান্ অজের কণ্ঠে বরমাল্য দান করিলে যে,—পিতৃস্নেহের অনুরূপ স্নেহ ভোগ করিতে পাইবেন, তাহাও সুনন্দা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল। এদিকে রত্নও কাঞ্চনের সহিত মিলিত হইল।—ইন্দুমতী অজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ৭৮।

সা চূর্ণ-গৌরং রঘুনন্দনস্য ধাত্রী-করাভ্যাং করভোপমোরুঃ।
আসঞ্জয়ামাস যথাপ্রদেশং কণ্ঠে গুণং মূর্ত্তমিবানুরাগম্॥ ৮৩
তয়া স্রজা মঙ্গল-পুষ্পময্যা বিশাল-বক্ষঃস্থল-লম্বয়া সঃ।
অমংস্ত কণ্ঠার্পিত-বাহু-পাশাং বিদর্ভ-রাজাবরজাং বরেণ্যঃ॥ ৮৪

অন্বয়।—করভোপমোরুঃ সা (ইন্দুমতী) চূর্ণগৌরং গুণং (স্রজং) মূর্ত্তম্ অনুরাগম্ ইব ধাত্রী-করাভ্যাং (ধাত্র্যাঃ উপমাতুঃ সুনন্দায়াঃ হস্তাভ্যাং) রঘুনন্দনস্য কণ্ঠে যথাপ্রদেশম্ আসঞ্জয়ামাস॥ ৮৩॥

বরেণ্যঃ সঃ (অজঃ) বিশাল-বক্ষঃস্থল-লম্বয়া তয়া স্রজা বিদর্ভরাজাবরজাং কণ্ঠার্পিতবাহু-পাশাং অমংস্ত॥ ৮৪॥

বঙ্গার্থ।—তার পর করভসদৃশ উরুদ্বয়শোভিনী ইন্দুমতী রঘুনন্দন অজের কণ্ঠে উপমাতা সুনন্দার হস্ত দ্বারা মূর্তিমান অনুরাগের ন্যায় মঙ্গল-চূর্ণ-রঞ্জিত বরমাল্য পরাইয়া দিলেন॥ ৮৩॥

রাজকুমার অজ স্বকীয় বিশাল বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান সেই কুসুমখচিত স্বয়ংবর-মাল্য প্রাপ্ত হইয়া মনে করিলেন, যেন বিদর্ভরাজ-সোদরা ইন্দুমতী স্বয়ং আসিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ বাহুলতাপাশে বিজড়িত করিয়াছেন॥ ৮৪॥

তাৎপর্য্য।—ধাই-মা সুনন্দার হাত দিয়া অজের গলায় ইন্দুমতী মালা পরাইয়া দিলেন। বিদুষী রাজকুমারী স্বয়ংবর-সভায়, এতক্ষণ কোনরূপ সঙ্কোচ বা লজ্জাবোধ করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে তিনি আর তিনি নাই, কুমারী ইন্দুমতী নাই। এখন তিনি অজের অর্দ্ধাঙ্গিনী, সুতরাং যত বিদুষী, যত "ভাবাববোধ" কুশলাই হন না কেন, নারীজনভূষণ সহজ লজ্জার হাত তিনি এড়াইতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহার অন্তঃসৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি যে এখন সৌরকুলের কুলবধূ—একথা কবি, ধাত্রীর হাত দিয়া মালা পরাইবার পূর্ব্বেই, "বধূ কৃত্রিমক্রোধ-কষায়িত নয়নে তাকাইলেন"—(৮২) বলিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন। শিল্পি-চূড়ামণি কালিদাস অনাবৃত্ত সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন না—ফুটিয়া পড়-পড় ফুল অপেক্ষা ফুটনোন্মুখ কুসুমের তিনি চিত্র করিতে ভালো বাসিতেন। তাই ইন্দুমতীকে দিয়া স্বহস্তে অজের কণ্ঠে মালা পরান নাই।—তাঁহার প্রাচীন বয়সের লেখা রঘুবংশ এবং শকুন্তলায় এইপ্রকার মনোহর চিত্রই বেশী।

অন্যান্য রাজাদের নিকট গিয়া বা যাওয়ার সময়ে, সুনন্দাকে ইন্দুমতী—কোথাও—"চল" কোথাও বা এক-আধটা প্রণাম দ্বারা অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন, কথা কহিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে রাজপুত্রী কোন কথার বা কোনরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা ধরা দিলেন না।—এস্থলে কথা কহিলে যতটা সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইত, এই নীরবতায় তাহার অধিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেক স্থলে কথা বলা অপেক্ষা না বলাই যে সৌন্দর্য্য বিকাশের অনুকূল,—অবসর পাইলেই লোক শিক্ষক মহাকবি,—তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

কালিদাস এই স্বয়ংবর-ব্যাপারে, ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতিদিগকে একস্থানে সম্মিলিত করিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যের তথা সৎকীর্ত্তির যথাযথ বর্ণনপূর্ব্বক, স্বকীয় ভারতব্যাপিনী কল্পনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতের বড় স্পর্দ্ধার স্থল—উজ্জয়িনীর রাজ-সভায় তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। বিদ্যায়, ধনে, মানে, সর্ব্বপ্রকারে যিনি ভারতের তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি, সেই বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন; সুতরাং উজ্জয়িনীপতির রাজধানীতে কত উৎসব, কত বিবাহ তিনি দেখিয়াছেন। ভারত তখন এক অদ্বিতীয় অধিপতির অধীন। খণ্ড খণ্ড রাজ্যে ভারত তখনও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। সুতরাং ভারতের একচ্ছত্র নৃপতির প্রাসাদে রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের পরিণয়োৎসবে যে কি প্রকার সমারোহ, কি প্রকার ঘটা হইত, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। কালিদাস স্বচক্ষে সে সমুদয় দেখিয়াছেন, তাই তাঁহাদেরই আদর্শে অজ-ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-ব্যাপার অত চমৎকার করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। রঘুর ৪র্থ সর্গের ন্যায় এই ৬ষ্ঠ সর্গেও প্রাচীন ভারতের অনবদ্য আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন॥ ৮৩॥

বিবরণ।—বিদর্ভ।—পূর্ব্বোক্ত "বিদর্ভের" বিবরণ দ্রষ্টব্য॥ ৮৪॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘ-মুক্তং জলনিধিমনুরূপং জহ্নু-কন্যাবতীর্ণা।
ইতি সমগুণযোগ-প্রীতয়স্তত্র পৌরাঃ শ্রবণকটু নৃপাণামেকবাক্যং বিবব্রুঃ ॥ ৮৫ ॥
প্রমুদিত-বর-পক্ষমেকতস্তৎ ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্।
উষসি সর ইব প্রফুল্ল-পদ্মং কুমুদ-বন-প্রতিপন্ন-নিদ্রমাসীৎ ॥ ৮৬ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ

অন্বয়।—তত্র (স্বয়ংবরক্ষেত্রে) সমগুণযোগপ্রীতয়ঃ পৌরাঃ ইয়ম্ (ইন্দুমতী) মেঘ-মুক্তং শশিনম্ উপগতা কৌমুদী, অনুরূপং জলনিধিম্ অবতীর্ণা জহ্নুকন্যা,—(তৎসদৃশী)— ইতি নৃপাণাং (অজব্যতিরিক্তানাং) শ্রবণ-কটু এক-বাক্যং বিবব্রুঃ ॥ ৮৫ ॥

একতঃ প্রমুদিতবর-পক্ষম্, অন্যতঃ বিতানং (শূন্যং ভগ্নাশত্বাৎ বিষণ্ণং) তৎ ক্ষিতিপতিমণ্ডলম্ উষসি প্রফুল্ল-পদ্মং কুমুদ-বন-প্রতিপন্ন-নিদ্রং সরঃ ইব আসীৎ ॥ ৮৬ ॥

বঙ্গার্থ।—তুল্যগুণসম্পন্ন এই রাজযুবক-যুবতীর মিলনে প্রীত হইয়া পুরবাসিগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কেহ বলিল—মেঘনির্ম্মুক্ত শশাঙ্ককে আসিয়া কৌমুদী আলিঙ্গন করিয়াছে, কেহ বলিল—পূতসলিলা জহ্নুতনয়া গঙ্গা এত দিনে আসিয়া অনুরূপ রত্নাকরে মিলিত হইলেন। পুরবাসিবৃন্দের এই সমুদয় আনন্দাভিব্যক্তি ইন্দুমতী-প্রত্যাখ্যাত নৃপতিগণের কানে বিষম বাজিতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥

স্বয়ংবর-সভার তখনকার অবস্থা কিন্তু বড়ই চমৎকার। একদিকে বরপক্ষীয় রাজন্যগণ অজের সৌভাগ্যে আনন্দ-বিহ্বল, অন্যদিকে প্রত্যাখ্যাত হতাশ নৃপতিদিগের চতুর্দ্দিক্ যেন শূন্য—ভীষণ নৈরাশ্যের অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন। ঊষাকালে প্রফুল্ল কমলদলে যেমন সরোবরের একাংশ আলোকিত ও নিমীলিত কুমুদগণের দ্বারা অপরাংশ প্রভা-বিহীন এবং বিষাদপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, সভাস্থলেও ঠিক তদ্রূপ হইল ॥ ৮৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ

অথোপযন্ত্রা সদৃশেন যুক্তাং স্কন্দেন সাক্ষাদিব দেব-সেনাম্।
স্বসারমাদায় বিদর্ভনাথঃ পুরপ্রবেশাভিমুখো বভূব ॥ ১ ॥

সেনা-নিবেশান্ পৃথিবীক্ষিতোঽপি জগ্মুর্বিভাত-গ্রহমন্দভাসঃ।
ভোজ্যাং প্রতি ব্যর্থমনোরথত্বাদ্রূপেষু বেষেষু চ সাভ্যসূয়াঃ ॥ ২ ॥

সান্নিধ্যযোগাৎ কিল তত্র শচ্যাঃ স্বয়ংবরক্ষোভকৃতামভাবঃ।
কাকুৎস্থমুদ্দিশ্য সমৎসরোঽপি শশাম তেন ক্ষিতি-পাল-লোকঃ ॥ ৩ ॥

তাবৎ-প্রকীর্ণাভিনবোপচারমিন্দ্রায়ুধদ্যোতিত-তোরণাঙ্কম্ ।
বরঃ স বধ্বা সহ রাজ-মার্গং প্রাপ ধ্বজচ্ছায়নিবারিতোষ্ণম্ ॥ ৪ ॥

ততস্তদালোকনতৎপরাণাং সৌধেষু চামীকরজালবৎসু।
বভূবুরিত্থং পুর-সুন্দরীণাং ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—অথ বিদর্ভনাথঃ সদৃশেন উপযন্ত্রা যুক্তাং (অতএব) সাক্ষাৎ স্কন্দেন যুক্তাং দেবসেনাম্ ইব (দেবসেনা নাম দেবপুত্রী—স্কন্দপত্নী, তামিব স্থিতাং) স্বসারম্ আদায় পুরপ্রবেশাভিমুখঃ বভূব ॥ ১ ॥

ভোজ্যাং প্রতি ব্যর্থমনোরথত্বাৎ রূপেষু বেষেষু চ সাভ্যসূয়াঃ, বিভাত-গ্রহ-মন্দভাসঃ পৃথিবীক্ষিতঃ অপি সেনা-নিবেশান্ জগ্মুঃ ॥ ২ ॥

তত্র শচ্যাঃ সান্নিধ্য-যোগাৎ (হেতোঃ) স্বয়ংবর-ক্ষোভ-কৃতাম্ অভাবঃ কিল। তেন (হেতুনা) কাকুৎস্থম্ উদ্দিশ্য সমৎসরঃ অপি ক্ষিতিপাল-লোকঃ শশাম ॥ ৩ ॥

তাবৎ প্রকীর্ণাভিনবোপচারম্, ইন্দ্রায়ুধদ্যোতিত-তোরণাঙ্কম্, ধ্বজচ্ছায়নিবারিতোষ্ণং রাজমার্গং সঃ বরঃ বধ্বা সহ প্রাপ ॥ ৪ ॥

ততঃ চামীকরজালবৎসু সৌধেষু তদালোকন-তৎপরাণাং পুর-সুন্দরীণাম্ ইত্থং ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি বভূবুঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর বিদর্ভ-পতি মহারাজ ভোজ, সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয়ের সহিত সম্মিলিত তদীয় পত্নী দেব-সেনার ন্যায়, অনুরূপ বরের সহিত সম্মিলিত ভগিনী ইন্দুমতীকে অর্থাৎ বরবধূকে লইয়া অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

এ দিকে ইন্দুমতী-লিপ্সু নৃপতিগণও ইন্দুমতী-লাভে বিফলমনোরথ হওয়ায়, নিজের নিজের রূপ ও বেশের প্রতি ধিক্কার দিতে দিতে, প্রভাত-কালীন গ্রহাবলীর ন্যায় ক্ষীণ-প্রভ অবস্থায় স্ব স্ব শিবিরে চলিয়া গেলেন ॥ ২ ॥

ইন্দ্র-প্রিয়া শচী স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ংবর-বিদ্বেষীদিগকে বিনাশ করেন, এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ-পূর্ব্বক, ইন্দুমতী-প্রত্যাখ্যাত রাজন্যবর্গ অজের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ-পরায়ণ হইলেও, তথায় শচীর অধিষ্ঠানবশতঃ ঐ শুভকার্য্যে কোনোরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সাহসী হন নাই। মনের ক্রোধাগ্নি মনেই বিলীন হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

বর আজ বধূ ইন্দুমতীর সহিত ক্রমে রাজপথে উপনীত হইলেন। সেই রাজপথ পত্র-পুষ্প-পল্লবাদির দ্বারা সমাকীর্ণ ও ইন্দ্রধনু-সদৃশ তোরণাবলীর দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। পতাকায় পতাকায় সে পথে এতই ছায়া পড়িয়াছিল যে, সৌরতাপের প্রভাব তিরোহিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

বর-বধূর সেই শোভাযাত্রাকালে,—তাহা দেখিবার নিমিত্ত পুর-কামিনীগণের মধ্যে একটা বিষম হট্টগোল বাধিল, তাড়াহুড়ো পড়িয়া গেল। তাঁহারা সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া সৌধাবলীর সুবর্ণনির্ম্মিত বাতায়নের দিকে ছুটিলেন ॥ ৫ ॥

আলোক-মার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা কয়াচিদুদ্বেষ্টন-বান্ত-মাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশ-পাশঃ ॥ ৬ ॥
প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্‌ দ্রব-রাগমেব।
উৎসৃষ্ট-লীলাগতিরা গবাক্ষাদলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥ ৭ ॥
বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবাম-নেত্রা।
তথৈব বাতায়ন-সন্নিকর্ষং যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥ ৮ ॥
জালান্তর-প্রেষিত-দৃষ্টিরন্যা প্রস্থান-ভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভি-প্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ॥ ৯ ॥
অর্দ্ধাঞ্চিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠ-মূলার্পিত-সূত্র-শেষা ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—সহসা আলোকমার্গং ব্রজন্ত্যা কয়াচিৎ (কামিন্যা) উদ্বেষ্টন-বান্ত-মাল্যঃ করেণ রুদ্ধঃ অপি চ কেশপাশঃ তাবৎ বন্ধুং ন সম্ভাবিতঃ এব ॥ ৬ ॥

কাচিৎ প্রসাধিকালম্বিতং দ্রবরাগম্ এব অগ্রপাদম্ আক্ষিপ্য উৎসৃষ্টলীলাগতিঃ (সতী) আ গবাক্ষাৎ পদবীম্ অলক্তকাঙ্কাং ততান ॥ ৭ ॥

অপরা (কাচিৎ পুর-সুন্দরী) দক্ষিণং বিলোচনম্ অঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিত-বাম-নেত্রা (সতী), তথৈব শলাকাং বহন্তী (সতী) বাতায়ন-সন্নিকর্ষং যযৌ ॥ ৮ ॥

অন্যা (রমণী) জালান্তর-প্রেষিতদৃষ্টিঃ (সতী) প্রস্থান-ভিন্নাং নীবীং ন ববন্ধ। (কিন্তু) নাভি-প্রবিষ্টাভরণ-প্রভেণ হস্তেন বাসঃ অবলম্ব্য তস্থৌ ॥ ৯ ॥

সত্বরম্ উত্থিতায়াঃ কস্যাঃ চিৎ অর্দ্ধাঞ্চিতা দুর্নিমিতে পদে পদে গলন্তী রশনা তদানীম্ অঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্র-শেষা আসীৎ ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—সুবিধামত স্থানে সর্ব্বাগ্রে পৌঁছাইবার জন্য কোনো সুন্দরী এতই তাড়াতাড়ি ছুটিলেন যে, তাঁহার কবরীর বন্ধন উন্মুক্ত ও তাহা হইতে ফুলের মালা খসিয়া পড়িল, করেন কি? তিনি সেই শিথিল কেশপাশ এক হাতে ধরিয়াই ছুটিতেছেন, তাহা যে বাঁধিতে হইবে, সে খেয়াল আর হইল না। ৬ ॥

প্রসাধনকারিণী কোনো কামিনীর হয় ত চরণে আল্‌তা পরাইয়া দিতেছিল, শোভাযাত্রার কলরব শুনিয়াই, প্রসাধিকার হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া, সেই কামিনী এক দৌড়ে গিয়া গবাক্ষপার্শ্বে উপনীত হইলেন। তাঁহার সে মদমন্থর সলীল গমন আর রহিল না। বাতায়ন পর্য্যন্ত এক পায়ের আল্‌তার চিহ্নে রঞ্জিত হইল মাত্র ॥ ৭ ॥

যদিও রমণীর বাম নয়ন অগ্রে অঞ্জনাক্ত করার নিয়ম, কিন্তু তাড়াতাড়িতে কোনো সুন্দরী দক্ষিণ নেত্রে কোনমতে কজ্জল পরাইয়া, কজ্জল-শলাকাটি হাতে করিয়া গবাক্ষ-পার্শ্বে গিয়া উপনীত হইলেন। বাম নেত্রে তাঁর আর অঞ্জন পরাইবার সময় হইল না। ৮ ॥

অন্য এক সুন্দরী গবাক্ষের দিকে চাহিতে চাহিতেই ছুটিলেন। দ্রুত-গমনে সেই নিতম্বিনীর নিতম্বের বসন খসিয়া পড়িল। সে বসনে গ্রন্থিবন্ধন করিবার আর সময় পাইলেন না; হাত দিয়া কোমরের কাপড় ধরিয়াই চলিলেন, করধৃত অলঙ্কারের প্রভায় তদীয় নাভি-গহ্বর ভরিয়া গেল। ৯ ॥

কেহ বসিয়া চন্দ্রহার গাঁথিতেছিলেন। অর্দ্ধেক গাঁথা হইতে হইতেই তিনি শোভাযাত্রা দর্শনে ছুটিলেন, তাড়াতাড়ি যাওয়ায় গতি-স্খলনে অর্দ্ধ-গ্রথিত চন্দ্রহারের মণিগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, শুধু তাঁহার অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলে ঐ হারের সুতো-গাছটি রহিল। ১০ ॥

তাসাং মুখৈরাসব-গন্ধ-গর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্র-কুতূহলানাম্ ।
বিলোল-নেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্র-পত্রাভরণা ইবাসন্ ॥ ১১
তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি ।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়-বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ ১২
স্থানে বৃতা ভূপতিভিঃ পরোক্ষৈঃ স্বয়ংবরং সাধুমমংস্ত ভোজ্যা ।
পদ্মেব নারায়ণমন্যথাসৌ লভেত কান্তং কথমাত্মতুল্যম্ ॥ ১৩
পরস্পরেণ স্পৃহণীয়-শোভং ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপ-বিধান-যত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ ॥ ১৪ ।

অন্বয় ।—(তদানীং) সান্দ্র-কুতূহলানাং তাসাং (পুর-সুন্দরীণাম্) আসব-গন্ধ-গর্ভৈঃ বিলোলনেত্র-ভ্রমরৈঃ মুখৈঃ ব্যাপ্তান্তরাঃ গবাক্ষাঃ সহস্র-পত্রাভরণাঃ ইব আসন্ ॥ ১১ ॥

তাঃ নার্য্যঃ রাঘবং দৃষ্টিভিঃ আপিবন্ত্যঃ (অতিতৃষ্ণয়া পশ্যন্ত্যঃ) (সত্যঃ) বিষয়ান্তরাণি ন জগ্মুঃ। তথাহি—আসাং (নারীণাং) শেষেন্দ্রিয়-বৃত্তিঃ সর্ব্বাত্মনা চক্ষুঃ-প্রবিষ্টা ইব। ১২ ॥

ভোজ্যা (ইন্দুমতী) পরোক্ষৈঃ ভূপতিভিঃ বৃতা (সতী) স্বয়ংবরম্ এব সাধুম্ অমংস্ত (ইতি স্থানে। কুতঃ?) অন্যথা অসৌ (ইন্দুমতী) পদ্মা নারায়ণম্ ইব আত্মতুল্যং কান্তং কথং লভেত? ॥ ১৩ ॥

(প্রজানাং পতিঃ) স্পৃহণীয়-শোভম্ ইদং দ্বন্দ্বং পরস্পরেণ ন অযোজয়িষ্যৎ চেৎ, (তর্হি) প্রজানাং পত্যুঃ অস্মিন্ দ্বয়ে রূপ বিধান-যত্নঃ বিতথঃ অভবিষ্যৎ। ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—গবাক্ষগুলি সেই পুর-সুন্দরীদিগের আসব-গন্ধ-মধুর বদন-পরম্পরায় একেবারে ভরিয়া গেল এবং তাঁহাদের ইতস্ততঃ প্রসৃত ভ্রমরসদৃশ চঞ্চল নয়নের সম্পর্কে মনে হইল—সেই বাতায়ন-রাজি যেন শতদলরাশিতে অলঙ্কৃত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

সেই কামিনীরা তৃষিত-নয়নে বিবাহ-বেশী রঘুকুলাবতংস অজকে এতই নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিলেন যে, এক তিনি ছাড়া—সে নয়নে আর কিছুই প্রতিভাত হইল না। কি হৃদয়ে, কি নয়নে,—সর্ব্বত্র এক অজের মূর্ত্তিতেই পরিপূর্ণ হইল। বুঝি ইঁহাদের অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয় চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইয়া এক-মনে অজকেই দেখিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

এই ভাবে দেখা শেষ করার পর, সেই নারীমহলে সমালোচনা আরম্ভ হইল।—তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—পরোক্ষে থাকিয়া কত নরপতি ইন্দুমতীর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকন্যা, স্বয়ংবরই একমাত্র সমীচীন পথ,—বলিয়া যে স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। নতুবা পদ্মালয়া লক্ষ্মী যেমন নারায়ণকে পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ, ইনিও কি করিয়া এমন আত্মানুরূপ হৃদয়েশ্বর লাভ করিতেন? ॥ ১৩ ॥

কমনীয়-কান্তি এই যুবক-যুবতীকে প্রজাপতি যদি পরস্পর মিলিত না করিতেন, তবে এই দম্পতীতে অতি যত্নে বিধাতা যে অনন্যসাধারণ রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইত ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শুধু এই স্থানে নহে, কালিদাসের গ্রন্থের অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, শুদ্ধান্তচারিণীরা অল্পবিস্তর আসব পান করিতেন।—অথবা শুধু কালিদাস কেন? তাঁহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণ-মহাভারতাদিতে ত কথাই নাই। "সুরাঘটসহস্রেণ" বলিয়া—সাধ্বী জানকী সুরার কত না পক্ষপাতিতা দেখাইয়াছেন।

সপ্তম সর্গের এই শোভাযাত্রাদর্শনব্যগ্রা পুরস্ত্রীদের ঠিক এমনই বর্ণনা কুমারসম্ভবেও পরিদৃষ্ট হয়। তবে তদপেক্ষা এই স্থলে যেন ঈষৎ মার্জ্জিত বলিয়া মনে হয়। রঘু যে কুমারের পরবর্ত্তী গ্রন্থ, ইহা তাহারও কতকটা পরিচয় ॥ ১১ ॥

রতি-স্মরৌ নূনমিমাবভূতাং রাজ্ঞাং সহস্রেষু তথাহি বালা ।
গতেয়মাত্ম-প্রতিরূপমেব মনো হি জন্মান্তর-সঙ্গতিজ্ঞম্ ॥ ১৫ ॥
ইত্যুদ্গতাঃ পৌরবধূ-মুখেভ্যঃ শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্র-সুখাঃ কুমারঃ ।
উদ্ভাসিতং মঙ্গল-সংবিধাভিঃ সম্বন্ধিনঃ সদ্ম সমাসসাদ ॥ ১৬ ॥
ততোঽবতীর্য্যাশু করেণুকায়াঃ স কামরূপেশ্বর-দত্ত-হস্তঃ ।
বৈদর্ভনির্দ্দিষ্টমথো বিবেশ নারীমনাংসীব চতুষ্কমন্তঃ ॥ ১৭ ॥
মহার্হসিংহাসন-সংস্থিতোঽসৌ সরত্নমর্ঘ্যং মধুপর্কমিশ্রম্ ।
ভোজোপনীতং চ দুকূলযুগ্মং জগ্রাহ সার্দ্ধং বনিতা-কটাক্ষৈঃ ॥ ১৮ ॥
দুকূল-বাসাঃ স বধূসমীপং নিন্যে বিনীতৈরবরোধরক্ষৈঃ ।
বেলা-সকাশং স্ফুটফেনরাজির্নবৈরুদন্বানিব চন্দ্র-পাদৈঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয় ।—রতি-স্মরৌ নূনম্ ইমৌ (দম্পতী) অভূতাম্ ; (কুতঃ ?) তথাহি ইয়ং বালা রাজ্ঞাং সহস্রেষু আত্ম-প্রতিরূপম্ এব গতা ; হি (যতঃ) মনঃ জন্মান্তর-সঙ্গতিজ্ঞম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি—("স্থানে বৃতা"—ইতি আরভ্য) পৌরবধূমুখেভ্যঃ উদ্গতাঃ শ্রোত্র-সুখাঃ কথাঃ শৃণ্বন্ কুমারঃ মঙ্গল-সংবিধাভিঃ উদ্ভাসিতং সম্বন্ধিনঃ সদ্ম সমাসসাদ ॥ ১৬ ॥

ততঃ করেণুকায়াঃ আশু অবতীর্য্য কামরূপেশ্বর-দত্ত-হস্তঃ (সন্) সঃ (কুমারঃ) অথো (অনন্তরং) বৈদর্ভনির্দ্দিষ্টম্ অন্তঃ চতুষ্কং (আভ্যন্তরং চত্বরং) নারীমনাংসি ইব বিবেশ ॥ ১৭ ॥

মহার্হ-সিংহাসন-সংস্থিতঃ অসৌ (অজঃ) ভোজোপনীতং সরত্নং মধুপর্কমিশ্রম অর্ঘ্যং দুকূলযুগ্মং চ বনিতা-কটাক্ষৈঃ সার্দ্ধং জগ্রাহ ॥ ১৮ ॥

দুকূল-বাসাঃ সঃ (অজঃ) বিনীতৈঃ অবরোধ-রক্ষৈঃ বধূ-সমীপং, স্ফুটফেনরাজিঃ উদন্বান্ নবৈঃ চন্দ্রপাদৈঃ বেলা-সকাশম্ ইব নিন্যে ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—এই দম্পতী নিশ্চয়ই রতি এবং কামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নতুবা হাজার হাজার রাজা প্রণয়-প্রার্থি-ভাবে উপস্থিত থাকিলেও ইন্দুমতী এই আত্মানুরূপ পতি কি করিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন ? কেন না, মন জন্মান্তরের মিলন কতকটা জানিতে পারে। তাই রাজপুত্রীর এই নির্ব্বাচন ॥১৫॥

পুরবধূগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত এইরূপ শ্রুতি-মধুর আলাপ শুনিতে শুনিতে কুমার অজ ক্রমে গিয়া নানাবিধ মাঙ্গল্য-দ্রব্যে সুসজ্জিত নবীন সম্বন্ধী ভোজ-রাজের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ১৬ ॥

কামরূপ-পতি তাড়াতাড়ি সমীপে উপস্থিত হইলে, কুমার তাঁহাকে ভর দিয়া সত্বর হস্তিনী হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ভোজ-প্রদর্শিত সুসজ্জিত চত্বরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সমাগত পুরসুন্দরীগণের আনন্দপ্লাবিত ও কৌতূহল-যুক্ত হৃদয় যেন কুমার গিয়া জুড়িয়া বসিলেন ॥ ১৭ ॥

কুমার মহামূল্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মহারাজ ভোজও রত্নাঙ্গুরীয়, মধুপর্ক-মিশ্রিত অর্ঘ্য এবং ক্ষৌমবস্ত্রদ্বয় লইয়া সমীপে দাঁড়াইয়াছেন। সমবেত সুন্দরীরা কটাক্ষ-কুঞ্চিত নয়নে বরের দিকে চাহিয়া আছেন,—এমনই মধুর অবস্থায় কুমার ভোজানীত দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

অন্তঃপুর-রক্ষকগণ অতিবিনীতভাবে ক্ষৌমবস্ত্রধারী কুমারকে বধূ ইন্দুমতীর নিকটে লইয়া গেল। নবোদিত চন্দ্রকিরণের স্পর্শে চঞ্চল, ফেন-মালা-শোভিত সিন্ধুকে যেন শশাঙ্কচ্ছবি বেলাভূমির নিকটে আকর্ষণ করিয়া আনা হইল ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—এখানে "কামরূপেশ্বর" নামক এক রাজার উল্লেখ পাইতেছি। চতুর্থে রঘুর কামরূপদেশ জয়ের কথা উক্ত হইয়াছে। অনেক রাজাকেই তিনি জয় করিয়াছিলেন।—কিন্তু চতুর্থে দেখিয়াছি, কামরূপ-পতি একেবারে, রঘুর নিকট আমাদের ভারতীয় রাজন্যবর্গের মত, অতিশয় শিষ্টশান্ত, অতি "সুবোধ গোপালের" মত হইয়া পড়িয়া কোনমতে জানটা বাঁচাইয়াছিলেন ; অতিরিক্তভাবে লবণ-মর্য্যাদাবিৎ সেই কামরূপ-পতি, "আকাশের কাছে ছায়াপথের" ন্যায় বোধ হয়, রঘু-কুল আর ছাড়েন নাই। এখন অজই উদীয়মান তরুণ তপন, তাই তাঁহারই পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ॥১৭॥

তত্রার্চিতো ভোজ-পতেঃ পুরোধা হুত্বাগ্নিমাজ্যাদিভিরগ্নিকল্পঃ ।
তমেব চাধায় বিবাহ-সাক্ষ্যে বধূবরৌ সঙ্গময়াঞ্চকার ॥ ২০ ॥
হস্তেন হস্তং পরিগৃহ্য বধ্বাঃ স রাজ-সূনুঃ সুতরাং চকাশে ।
অনন্তরাশোকলতাপ্রবালং প্রাপ্যেব চূতঃ প্রতিপল্লবেন ॥ ২১ ॥
আসীদ্বরঃ কণ্টকিত-প্রকোষ্ঠঃ স্বিন্নাঙ্গুলিঃ সংববৃতে কুমারী ।
তস্মিন্ দ্বয়ে তৎক্ষণমাত্মবৃত্তিঃ সমং বিভক্তেব মনোভবেন ॥ ২২ ॥
তয়োরপাঙ্গপ্রতিসারিতানি ক্রিয়া-সমাপত্তিনিবর্ত্তিতানি ।
হ্রীযন্ত্রণামানশিরে মনোজ্ঞামন্যোন্য-লোলানি বিলোচনানি ॥ ২৩ ॥
প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানো-রুদর্চ্চিষস্তন্মিথুনং চকাশে ।
মেরোরুপান্তেষ্বিব বর্ত্তমানমন্যোন্য-সংসক্তমহস্ত্রিযামম্ ॥ ২৪ ॥
নিতম্বগুর্ব্বী গুরুণা প্রযুক্তা বধূর্বিধাতৃপ্রতিমেন তেন ।
চকার সা মত্ত-চকোর-নেত্রা লজ্জাবতী লাজবিসর্গমগ্নৌ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—তত্র অর্চ্চিতঃ অগ্নিকল্পঃ ভোজপতেঃ পুরোধাঃ আজ্যাদিভিঃ অগ্নিং হুত্বা, তম্ এব চ (অগ্নিং) বিবাহ-সাক্ষ্যে আধায় বধূবরৌ সঙ্গময়াঞ্চকার ॥ ২০ ॥

সঃ রাজ সূনুঃ হস্তেন বধ্বাঃ হস্তং পরিগৃহ্য অনন্তরাশোকলতা প্রবালং প্রতিপল্লবেন প্রাপ্য চূতঃ ইব সুতরাং চকাশে ॥ ২১ ॥

বরঃ কণ্টকিত-প্রকোষ্ঠঃ আসীৎ, কুমারী স্বিন্নাঙ্গুলিঃ সংববৃতে। (অত্র উৎপ্রেক্ষতে) তস্মিন্ দ্বয়ে তৎক্ষণং মনোভবেন আত্মবৃত্তিঃ সমং বিভক্তা ইব ॥ ২২ ॥

অপাঙ্গ-প্রতিসারিতানি ক্রিয়া-সমাপত্তি-নিবর্ত্তিতানি অন্যোন্য-লোলানি তয়োঃ (দম্পত্যোঃ) বিলোচনানি মনোজ্ঞাং হ্রী-যন্ত্রণাং (লজ্জাজনিতসঙ্কোচং) আনশিরে (প্রাপুঃ) ॥ ২৩ ॥

উদর্চ্চিষঃ কৃশানোঃ প্রদক্ষিণ-প্রক্রমণাৎ অন্যোন্য-সংসক্তং তৎ মিথুনং মেরোঃ উপান্তেষু বর্ত্তমানং (মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বৎ) (অন্যোন্য-সংসক্তম্) অহস্ত্রিযামং (রাত্রিন্দিবম্) ইব চকাশে ॥ ২৪ ॥

নিতম্বগুর্ব্বী মত্ত-চকোরনেত্রা লজ্জাবতী সা বধূঃ বিধাতৃ-প্রতিমেন তেন গুরুণা প্রযুক্তা (সতী) (জুহুধি ইতি আদিষ্টা সতী) অগ্নৌ লাজবিসর্গং চকার ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই সম্প্রদানক্ষেত্রে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পুরোহিত ভোজরাজ-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত অর্থাৎ কৃতবরণ হইয়া ঘৃতাদি দ্বারা অগ্নিতে হবন করিলেন এবং সেই বৈশ্বানরকেই বিবাহের সাক্ষী রাখিয়া বধূ-বরের সংযোগ করিয়া দিলেন। অর্থাৎ গাঁইটছড়া বাঁধিয়া দিলেন ॥ ২০ ॥

সহকারতরু স্বকীয় পল্লবের দ্বারা সমীপবর্ত্তিনী অশোক-লতিকার পল্লবকে বিজড়িত করিয়া লইয়া যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়, রাজকুমার অজও তখন স্বীয় করে বধূর কর গ্রহণপূর্ব্বক সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন ॥ ২১ ॥

পরস্পরের স্পর্শে বরের প্রকোষ্ঠদেশ রোমাঞ্চিত হইল এবং বধূরও অঙ্গুলি স্বেদাক্ত হইয়া পড়িল। সেই মিলন-মুহূর্ত্তে যেন মন্মথ তদীয় প্রভাব সেই নবদম্পতীতে সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥

তাঁহারা উভয়ে—উভয়ের প্রতি কুঞ্চিত অপাঙ্গে চাহিতে লাগিলেন। যেমন চারি চক্ষুতে মিল হইল, অমনি উভয়ে আবার দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত করিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের উভয়ের দর্শনে চঞ্চল উভয়-নয়ন কি অপূর্ব্ব সঙ্কোচ-জড়িত সৌন্দর্য্যই না প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

পরস্পর সংলগ্ন দিনযামিনী যেমন মেরুপর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করে, সেই পরস্পর সংযুক্ত নবদম্পতীও তদ্রূপ প্রজ্বলিত-শিখ হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

হুতাশন-ধূমে ইন্দুমতীর নয়নদ্বয় মদমত্ত-চকোরনেত্রের ন্যায় লোহিতাভ হইয়াছিল। "এখন হবন কর" বলিয়া বিধাতৃতুল্য পুরোহিত আদেশ করিলে সেই আরক্তনয়না নিতম্বভার-মন্থরা লজ্জাবতী বধূ ইন্দুমতী যজ্ঞানলে লাজাঞ্জলি দান করিলেন ॥ ২৫ ॥

হবিঃ-শমীপল্লব-লাজ-গন্ধী পুণ্যঃ কৃশানোরুদিয়ায় ধূমঃ
কপোল-সংসর্পি-শিখঃ স তস্যা মুহূর্ত্ত-কর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥ ২৬ ॥

তদঞ্জন-ক্লেদ-সমাকুলাক্ষং প্রম্লান-বীজাঙ্কুর-কর্ণপূরম্ ।
বধূমুখং পাটল-গণ্ডলেখমাচার-ধূমগ্রহণাদ্ বভূব ॥ ২৭ ॥

তৌ স্নাতকৈর্বন্ধুমতা চ রাজ্ঞা পুরন্ধ্রিভিশ্চ ক্রমশঃ প্রযুক্তম্ ।
কন্যাকুমারৌ কনকাসনস্থাবার্দ্রাক্ষতারোপণমন্বভূতাম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি স্বসুর্ভোজ-কুলপ্রদীপঃ সংপাদ্য পাণিগ্রহণং স রাজা ।
মহীপতীনাং পৃথগর্হণার্থং সমাদিদেশাধিকৃতানধি-শ্রীঃ ॥ ২৯ ॥

লিঙ্গৈর্মুদঃ সংবৃত বিক্রিয়াস্তে হ্রদাঃ প্রসন্না ইব গূঢ়-নক্রাঃ ।
বৈদর্ভমামন্ত্র্য যযুস্তদীয়াং প্রত্যর্প্য পূজামুপদাচ্ছলেন ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—হবিঃ-শমীপল্লব-লাজগন্ধী পুণ্যঃ ধূমঃ কৃশানোঃ উদিয়ায়। কপোল-সংসর্পি-শিখঃ স (ধূমঃ) তস্যাঃ মুহূর্ত্ত-কর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥ ২৬ ॥

তৎ বধূমুখম্ আচার-ধূম-গ্রহণাৎ অঞ্জন-ক্লেদ-সমাকুলাক্ষং প্রম্লান-বীজাঙ্কুর-কর্ণপূরং পাটল-গণ্ডলেখং (চ) বভূব। ২৭ ॥

কনকাসনস্থৌ তৌ কন্যা-কুমারৌ স্নাতকৈঃ বন্ধুমতা রাজ্ঞা চ পুরন্ধ্রিভিশ্চ ক্রমশঃ প্রযুক্তম্ আর্দ্রাক্ষতারোপণম্ অন্বভূতাম্ ॥ ২৮ ॥

অধিশ্রীঃ-ভোজ-কুলপ্রদীপঃ স রাজা ইতি স্বসুঃ (ইন্দুমত্যাঃ) পাণিগ্রহণং সম্পাদ্য মহীপতীনাং পৃথক্ অর্হণার্থং অধিকৃতান্ সমাদিদেশ ॥ ২৯ ॥

মুদঃ লিঙ্গৈঃ সংবৃত-বিক্রিয়াঃ (অতএব) প্রসন্নাঃ (বহির্নির্ম্মলাঃ) গূঢ়-নক্রাঃ হ্রদাঃ ইব (স্থিতাঃ) তে (নৃপাঃ) বৈদর্ভম্ আমন্ত্র্য তদীয়াং পূজাম্ উপদাচ্ছলেন প্রত্যর্প্য যযুঃ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই অগ্নি হইতে ঘৃত, শমীপল্লব ও লাজাদির সৌগন্ধ্যময় অতি-পবিত্র ধূম উত্থিত হইয়া নববধূর গণ্ডস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল:—মনে হইল, মুহূর্ত্তকালের জন্য সেই ধূম তাঁহার কর্ণাবতংসস্বরূপ কমলের স্থান অধিকার করিল। ২৬ ॥

সেই আচারধূমের গ্রহণে আরক্তমুখী নববধূ ইন্দুমতীর নয়নযুগল অঞ্জন-মিশ্রিত বাষ্পজলে প্লাবিত হইল, যবাঙ্কুরের কর্ণভূষণ নিরতিশয় ম্লান হইয়া পড়িল, এবং গণ্ডস্থল পাটলবর্ণ ধারণ করিল ॥ ২৭ ॥

এই প্রকারে সম্প্রদানাদিব্যাপার নিষ্পন্ন হওয়ার পর বর-কন্যা গিয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং স্নাতক-সংজ্ঞক পুণ্যকর্ম্মা গৃহস্থগণ, বন্ধুবান্ধবদের সহিত স্বয়ং রাজা ভোজ এবং পতিপুত্রবতী-পুরললনাবৃন্দ —প্রভৃতি—সমবেত পৌরবর্গ আর্দ্র আতপতণ্ডুল যথাক্রমে বরবধূর মস্তকে আশীর্ব্বাদের সহিত বর্ষণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

ভোজ-কুলের উজ্জ্বল-প্রদীপস্বরূপ বিদর্ভনাথ এই ভাবে সোদরা ইন্দুমতীর পাণিপীড়ন-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া, পরে সমাগত মহীপালদিগের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ আদর-আপ্যায়নের নিমিত্ত অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন ॥ ২৯ ॥

উপরে নির্ম্মল জল টল্‌টল্ করিতেছে, কিন্তু অভ্যন্তর-প্রদেশ হাঙ্গর-কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়াবহ হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ—এইরূপ হ্রদের ন্যায়, স্বয়ংবরপ্রত্যাখ্যাত রাজন্যবর্গ বাহ্য সন্তোষচিহ্নের দ্বারা হৃদয়স্থিত ক্রোধাগ্নির কথঞ্চিৎ সংবরণপূর্ব্বক—বিদর্ভ-রাজ-প্রদত্ত উপহারদ্রব্যসম্ভার উপঢৌকনচ্ছলে তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেন। ৩০ ॥

স রাজ-লোকঃ কৃত-পূর্ব্বসংবিদারম্ভ-সিদ্ধৌ সময়োপলভ্যম্।
আদাস্যমানঃ প্রমদামিষং তদাবৃত্য পন্থানমজস্য তস্থৌ ॥ ৩১ ॥
ভর্ত্তাপি তাবৎ ক্রথকৈশিকানামনুষ্ঠিতানন্তরজা-বিবাহঃ।
সত্ত্বানুরূপাহরণীকৃত-শ্রীঃ প্রাস্থাপয়দ্রাঘবমন্বগাচ্চ ॥ ৩২ ॥
তিস্রস্ত্রিলোক-প্রথিতেন সার্দ্ধমজেন মার্গে বসতীরুষিত্বা।
তস্মাদপাবর্ত্তত কুণ্ডিনেশঃ পর্ব্বাত্যয়ে সোম ইবোষ্ণরশ্মেঃ ॥ ৩৩ ॥
প্রমন্যবঃ প্রাগপি কোশলেন্দ্রে প্রত্যেকমাত্তস্বতয়া বভূবুঃ।
অতো নৃপাশ্চক্ষমিরে সমেতাঃ স্ত্রীরত্নলাভং ন তদাত্মজস্য ॥ ৩৪ ॥
তমুদ্বহন্তং পথি ভোজ-কন্যাং রুরোধ রাজন্য-গণঃ স দৃপ্তঃ।
বলি-প্রদিষ্টাং শ্রিয়মাদদানং ত্রৈবিক্রমং পাদমিবেন্দ্রশত্রুঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—আরম্ভ-সিদ্ধৌ কৃতপূর্ব্ব সংবিৎ সঃ রাজ-লোকঃ সময়োপলভ্যং তৎ প্রমদামিষম্ আদাস্যমানঃ (সন্) অজস্য পন্থানম্ আবৃত্য তস্থৌ ॥ ৩১ ॥

অনুষ্ঠিতানন্তরজা-বিবাহঃ ক্রথকৈশিকানাং ভর্ত্তা অপি তাবৎ সত্ত্বানুরূপাহরণীকৃত-শ্রীঃ (সন্) রাঘবং প্রাস্থাপয়ৎ, স্বয়ম্ অন্বগাৎ চ ॥ ৩২ ॥

কুণ্ডিনেশঃ (ভোজঃ) ত্রিলোকপ্রথিতেন অজেন সার্দ্ধং মার্গে তিস্রঃ বসতীঃ (রাত্রীঃ) উষিত্বা পর্ব্বাত্যয়ে উষ্ণরশ্মেঃ সোমঃ ইব তস্মাৎ (অজাৎ) অপাবর্ত্তত ॥ ৩৩ ॥

নৃপাঃ প্রাক্ অপি প্রত্যেকম্ আত্তস্বতয়া (দিগ্বিজয়ে গৃহীত-ধনত্বেন) কোশলেন্দ্রে (রঘৌ) প্রমন্যবঃ বভূবুঃ। অতঃ সমেতাঃ (সন্তঃ) তদাত্মজস্য স্ত্রী-রত্ন-লাভং ন চক্ষমিরে ॥ ৩৪ ॥

দৃপ্তঃ সঃ রাজন্যগণঃ ভোজ-কন্যাম্ উদ্বহন্তং (নয়ন্তং) তম্ (অজং), বলিপ্রদিষ্টাং শ্রিয়ম্ আদদানং ত্রৈবিক্রমং পাদম্ ইন্দ্রশত্রুঃ (প্রহ্লাদঃ) ইব পথি রুরোধ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই পরম ভোগ্য বস্তু ইন্দুমতী-লাভে নিরাশ হইয়া রাজগণ,—ভোজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক, গুপ্তভাবে মন্ত্রণা করিলেন যে, ইন্দুমতীকে লইয়া স্বদেশে গমনের সময়ে, তাঁহারা অজকে পথিমধ্যে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া—রাজপুত্রীকে কাড়িয়া লইবেন। তাই তাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে অজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

এ দিকে বিদর্ভরাজ ভোজ, কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ-সংস্কার সমারোহে সম্পন্ন করিয়া স্বীয় সমুন্নত অবস্থার অনুরূপ যৌতুকাদি সহ অজকে বিদায় দিলেন, আপনিও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

কুণ্ডিন-নামক রাজধানীর অধীশ্বর ভোজ ত্রিজগদ্বিখ্যাত অজের সহিত পথিমধ্যে তিন দিন বাস করিয়া, অমাবস্যার অবসানে চন্দ্র যেমন অংশুমালী সূর্য্যের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তদ্রূপ অজের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্ব হইতেই রাজন্যবৃন্দ দিগ্বিজয়ী রঘুর উপর অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন; কেন না,—রঘু তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, আজ তাই তাঁহারা সেই রঘু-পুত্রের এইপ্রকার ললনাকুলরত্ন লাভ কিছুতেই আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না ॥ ৩৪ ॥

দৈত্যরাজ বলির প্রদত্ত সম্পদ্ গ্রহণের নিমিত্ত ক্রমবর্দ্ধিত বামনরূপী ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর চরণকমল যেমন প্রহ্লাদ অবরোধ করিয়াছিলেন তদ্রূপ—লক্ষ্মীরূপিণী ইন্দুমতীকে লইয়া অজ যখন যাইতেছিলেন, তখন ক্রোধোদ্দীপ্ত ও বল-গর্ব্বিত রাজন্যগণও তাঁহাকে পথিমধ্যে অবরোধ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।—"আমিষ" শব্দের এ স্থলে অর্থ ভোগ্যবস্তু অর্থাৎ উপভোগের সামগ্রী। কিন্তু ইহার আর একটি অর্থও এস্থলে ব্যঞ্জনাবলে বুঝিতে হইবে। সেটি হইল—মাংসখণ্ড। এই ব্যঙ্গার্থ দ্বারা কবি, এক ইন্দুমতীকে লইয়া বিবদমান রাজন্যগণের বর্ণনায় পাঠকের মনে একখণ্ড মাংস লইয়া কলহপ্রবৃত্ত হীন শকুন-কুলের চিত্র জাগাইয়া তুলিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

তস্যাঃ স রক্ষার্থমনল্পযোধমাদিশ্য পিত্র্যং সচিবং কুমারঃ ।
প্রত্যগ্রহীৎ পার্থিববাহিনীং তাং ভাগীরথীং শোণ ইবোত্তরঙ্গঃ ॥ ৩৬ ॥
পত্তিঃ পদাতিং রথিনং রথেশস্তুরঙ্গ-সাদী তুরগাধিরূঢ়ম্ ।
যন্তা গজস্যাভ্যপতদ্গজস্থং তুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বি বভূব যুদ্ধম্ ॥ ৩৭ ॥
নদৎসু তূর্য্যেষ্ববিভাব্যবাচো নোদীরয়ন্তি স্ম কুলোপদেশান্ ।
বাণাক্ষরৈরেব পরস্পরস্য নামোর্জ্জিতং চাপভৃতঃ শশংসুঃ ॥ ৩৮ ॥
উত্থাপিতঃ সংযতি রেণুরশ্বৈঃ সান্দ্রীকৃতঃ স্যন্দন-বংশ-চক্রৈঃ ।
বিস্তারিতঃ কুঞ্জর-কর্ণতালৈর্নেত্রক্রমেণোপরুরোধ সূর্য্যম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—সঃ কুমারঃ তস্যাঃ (ইন্দুমত্যাঃ) রক্ষার্থম অনল্প-যোধং পিত্র্যং সচিবম্ আদিশ্য তাং পার্থিব-বাহিনীং (বিপক্ষ-নৃপতি-সৈন্যং) ভাগীরথীম্ উত্তরঙ্গঃ শোণঃ (নদঃ) ইব প্রত্যগ্রহীৎ (অভিযুক্তবান্) ॥ ৩৬ ॥

পত্তিঃ (পদাতিঃ যোদ্ধা) পদাতিম্ অভ্যপতৎ, রথেশঃ রথিনম্ (অভ্যপতৎ), তুরঙ্গ-সাদী তুরগাধিরূঢ়ম্ (অভ্যপতৎ), গজস্য যন্তা গজস্থম্ (অভ্যপতৎ) :—(ইত্থং)—(তৎ) যুদ্ধং তুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বি বভূব ॥ ৩৭ ॥

তূর্য্যেষু নদৎসু (সৎসু) অবিভাব্য-বাচঃ চাপভৃতঃ কুলোপদেশান্ (কুলনামানি) ন উদীরয়ন্তি স্ম। (কিন্তু) বাণাক্ষরৈঃ এব পরস্পরস্য উর্জ্জিতং নাম শশংসুঃ ॥ ৩৮ ॥

সংযতি অশ্বৈঃ উত্থাপিতঃ, স্যন্দন-বংশ-চক্রৈঃ সান্দ্রীকৃতঃ, কুঞ্জরকর্ণতালৈঃ বিস্তারিতঃ রেণুঃ নেত্র-ক্রমেণ (নেত্রম্ অংশুকং, ক্রমঃ পরিপাটী, অংশুকপরিপাট্যা—ধূসরবর্ণ-চন্দ্রাতপ-রীত্যা) সূর্য্যম্ উপরুরোধ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গার্থ।—কুমার অজ তখন এক বিশ্বস্ত পিতৃসচিবকে বহু সেনা সহ ইন্দুমতীর রক্ষার্থ আদেশ করিয়া, উত্তাল-তরঙ্গ-চণ্ড শোণনদ যেমন ভাগীরথীকে আক্রমণ করে,—তদ্রূপ সেই বিপক্ষ-রাজ-সেনাকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে পদাতির সহিত পদাতি, রথীর সহিত রথী, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহী এবং গজারূঢ় যোদ্ধার সহিত গজারোহী তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই যুদ্ধে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীই পরস্পর সমান ॥ ৩৭ ॥

রণ-বাদ্যের দিঙ্মণ্ডলব্যাপী আরাবে ধনুর্দ্ধর যোদ্ধাসকল পরস্পরের পরিচয়-কথা বা নামাদি কিছুই বুঝিতে পারিল না। কেবল স্ব স্ব নামাঙ্কিত বাণের দ্বারা পরস্পরের পরিচয় জ্ঞাত হইল ॥ ৩৮ ॥

সেই রণস্থলে অশ্বখুরের দ্বারা সমুত্থাপিত ধূলিপটল রথ-সমূহের ঘূর্ণিত চক্রাবলী দ্বারা ক্রমে ঘনীভূত এবং মাতঙ্গগণের বিস্তৃত কর্ণের সঞ্চালনে ঊর্দ্ধে বিস্তারিত হইয়া আকাশ একেবারে আচ্ছন্ন করিল। সূর্য্যদেব যেন ধূসর চন্দ্রাতপে আবৃত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

বিবরণ।—**ভাগীরথী**—ভগীরথখাত-প্রবাহিতা পুণ্য-সলিলা গঙ্গা নদী। ঋগ্বেদ-সংহিতা এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেও এই ভগীরথ-খাত প্রবাহের নাতিবিস্তর বর্ণন আছে। সুপ্রসিদ্ধ, ভারতের প্রাচীন-ভূগোল-বিৎ পণ্ডিত নন্দলাল দের G. A. I. গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য ॥ ৩৬ ॥

শোণ।—নাগপুরের গন্‌ডোয়ান (Gondwana) অমরকণ্টক নামক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন বিশাল-কায় নদের নাম। এই নদ প্রাচীন মগধের পশ্চিমসীমা ছিল। পূর্ব্বে বাঁকিপুরের অনতিদূরে শোণ গঙ্গার সহিত মিলিত ছিল। কিন্তু কালবশে ইহা এখন প্রায় ১৬ মাইল সরিয়া গিয়াছে। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, শোণ নদ গিরিব্রজপুর বা রাজগৃহের পূর্ব্বপার্শ্বে প্রবাহিত ছিল। মহাভারতের সময়ে, আবার পশ্চিমাংশে বর্ত্তমান খাতেই শোণ নদের অস্তিত্ব দেখা যায়। (N. L. D. p. 188) ॥ ৩৬ ॥

মৎস্যধ্বজা বায়ুবশাদ্ বিদীর্ণৈর্মুখৈঃ প্রবৃদ্ধ-ধ্বজিনী-রজাংসি।
বভুঃ পিবন্তঃ পরমার্থমৎস্যাঃ পর্য্যাবিলানীব নবোদকানি ॥ ৪০

রথো রথাঙ্গধ্বনিনা বিজজ্ঞে বিলোলঘণ্টাক্বণিতেন নাগঃ।
স্বভর্ত্তৃনামগ্রহণাদ্ বভূব সান্দ্রে ত্বজস্যাত্ম-পরাববোধঃ ॥ ৪১

আবৃণ্বতো লোচনমার্গমাজৌ রজোঽন্ধকারস্য বিজৃম্ভিতস্য।
শস্ত্রক্ষতাশ্বদ্বিপবীরজন্মা বালারুণোঽভূদ্ রুধির-প্রবাহঃ ॥ ৪২

স চ্ছিন্ন-মূলঃ ক্ষতজেন রেণুস্তস্যোপরিষ্টাৎ পবনাবধূতঃ।
অঙ্গারশেষস্য হুতাশনস্য পূর্ব্বোত্থিতো ধূম ইবাবভাসে ॥ ৪৩

প্রহারমূর্চ্ছাপগমে রথস্থা যন্তৄনুপালভ্য নিবর্ত্তিতাশ্বান্।
যৈঃ সাদিতা লক্ষিতপূর্ব্বকেতূংস্তানেব সামর্ষতয়া নিজঘ্নুঃ ॥ ৪৪

অন্বয়—বায়ু-বশাৎ বিদীর্ণৈঃ মুখৈঃ প্রবৃদ্ধ-ধ্বজিনী-রজাংসি পিবন্তঃ (গ্রসন্তঃ) মৎস্যধ্বজাঃ (মৎস্যাকারাঃ ধ্বজাঃ) পর্য্যাবিলানি নবোদকানি (পিবন্তঃ) পরমার্থমৎস্যাঃ ইব বভুঃ ॥ ৪০ ॥

রজসি সান্দ্রে (সতি), রথাঙ্গধ্বনিনা রথঃ বিজজ্ঞে, বিলোল-ঘণ্টাক্বণিতেন নাগঃ (বিজজ্ঞে), আত্ম-পরাববোধঃ স্বভর্ত্তৃনাম-গ্রহণাৎ বভূব ॥ ৪১ ॥

লোচন-মার্গম্ আবৃণ্বতঃ আজৌ বিজৃম্ভিতস্য রজোঽন্ধকারস্য, শস্ত্রক্ষতাশ্ব-দ্বিপ-বীর-জন্মা রুধির-প্রবাহঃ বালারুণঃ অভূৎ ॥ ৪২ ॥

ক্ষতজেন ছিন্ন-মূলঃ, তস্য (ক্ষতজস্য) উপরিষ্টাৎ পবনাবধূতঃ সঃ রেণুঃ, অঙ্গারশেষস্য হুতাশনস্য পূর্ব্বোত্থিতঃ ধূম ইব আবভাসে (দিদীপে) ॥ ৪৩ ॥

রথস্থাঃ প্রহারমূর্চ্ছাপগমে (সতি), নিবর্ত্তিতাশ্বান্ যন্তৄন্ উপালভ্য যৈঃ সাদিতাঃ (পূর্ব্বং যৈঃ স্বয়ং হতাঃ) লক্ষিতপূর্ব্বকেতূন্ তান্ এব সামর্ষতয়া নিজঘ্নুঃ ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।—যুদ্ধরত নৃপতিগণের মৎস্যাকার ধ্বজসমূহের মুখ বায়ুবেগে বিদীর্ণ ও দ্রুত-কম্পিত হইয়া ঊর্দ্ধ-প্রক্ষিপ্ত ধূলিরাশি যেন পান করিতে লাগিল। তাহাতে মনে হইল—প্রকৃত মৎস্যরাশিই বুঝি বর্ষার আবিল জল-পানে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

ক্রমশঃ ধূলিরাশি এতই গাঢ়তর হইল যে,—কে শত্রু, কে মিত্র, তাহা আর তথায় বুঝিবার বা চিনিবার উপায় রহিল না। শুধু চক্রের ঘর্ঘরধ্বনিতে রথ এবং চঞ্চল ঘণ্টার ধ্বনিতে হস্তী বুঝা যাইতে লাগিল। আর সৈন্যগণ স্ব স্ব প্রভুর নামোচ্চারণের দ্বারা আত্মপর বুঝিতে পারিল ॥ ৪১ ॥

সেই যুদ্ধস্থল সমুত্থিত ধূলিরাশিতে এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, দৃষ্টিপথ একেবারে রোধ হইয়াছিল। কেহ আর কিছু দেখিতে পাইতেছিল না। কিন্তু এত অধিক হস্তী, অশ্ব ও সৈন্য অস্ত্রাঘাতে হত, আহত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল যে, তাহাদের শরীরক্ষত শোণিতপ্রবাহ লোহিত-বর্ণ বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল ॥ ৪২ ॥

সমরক্ষেত্রে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে, ভূমির আর্দ্রতানিবন্ধন আর ধূলি উত্থিত হইল না; কিন্তু অগ্নি-বর্ণ রুধিরপ্রবাহের উপর পূর্ব্বোত্থিত ধূলি সকল বায়ুভরে সঞ্চালিত হওয়ায়, মনে হইল, যেন অঙ্গারাবশিষ্ট অগ্নির উপরে ধূমপুঞ্জ সমীরণভরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

স্ব-স্ব রথস্থিত যোদ্ধৃবৃন্দকে প্রহারবেদনায় মূর্চ্ছিত দেখিয়া সারথিরা সেই সকল যোদ্ধাকে লইয়া রণস্থল হইতে চলিয়া গিয়াছিল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সেই সমুদয় বীর সারথি-দিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক রণস্থলে ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্বদৃষ্ট পতাকা-চিহ্নের দ্বারা প্রহারকারীদিগকে চিনিতে পারিয়া বিপুল-বিক্রমে ও রোষোন্মত্ত-হৃদয়ে তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

অপ্যর্দ্ধমার্গে পরবাণলূনা ধনুর্ভৃতাং হস্তবতাং পৃষৎকাঃ ।
সংপ্রাপুরেবাত্মজবানুবৃত্ত্যা পূর্ব্বার্দ্ধভাগৈঃ ফলিভিঃ শরব্যম্ ॥ ৪৫ ॥

আধোরণানাং গজ-সন্নিপাতে শিরাংসি চক্রৈর্নিশিতৈঃ ক্ষুরাগ্রৈঃ ।
হৃতান্যপি শ্যেন-নখাগ্রকোটি-ব্যাসক্তকেশানি চিরেণ পেতুঃ ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বং প্রহর্ত্তা ন জঘান ভূয়ঃ প্রতিপ্রহারাক্ষমমশ্ব-সাদী ।
তুরঙ্গম-স্কন্ধনিষণ্ণদেহং প্রত্যাশ্বসন্তং রিপুমাচকাঙ্ক্ষ ॥ ৪৭ ॥

তনুত্যজাং বর্ম্মভৃতাং বিকোশৈর্বৃহৎসু দন্তেষ্বসিভিঃ পতদ্ভিঃ ।
উদ্যন্তমগ্নিং শময়াম্বভূবুর্গজা বিবিগ্নাঃ কর-শীকরেণ ॥ ৪৮ ॥

শিলীমুখোৎকৃত্তশিরঃফলাঢ্যা চ্যুতৈঃ শিরস্ত্রৈশ্চষকোত্তরেব ।
রণক্ষিতিঃ শোণিতমদ্যকুল্যা ররাজ মৃত্যোরিব পানভূমিঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—অর্দ্ধমার্গে পরবাণলূনাঃ অপি হস্তবতাং (শরক্ষেপে দক্ষাণাং) ধনুর্ভৃতাং পৃষৎকাঃ আত্ম-জবানুবৃত্ত্যা ফলিভিঃ পূর্ব্বার্দ্ধভাগৈঃ শরব্যং সংপ্রাপুঃ এব ॥ ৪৫ ॥

গজ-সন্নিপাতে নিশিতৈঃ ক্ষুরাগ্রৈঃ চক্রৈঃ (চক্রাকারৈঃ অস্ত্রৈঃ) হৃতানি অপি শ্যেন-নখাগ্রকোটি-ব্যাসক্তকেশানি আধোরণানাং শিরাংসি চিরেণ পেতুঃ ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বং প্রহর্ত্তা অশ্বসাদী প্রতিপ্রহারাক্ষমং তুরঙ্গম-স্কন্ধ-নিষণ্ণ-দেহং রিপুং ভূয়ঃ ন জঘান। (কিন্তু) প্রত্যাশ্বসন্তম্ আচকাঙ্ক্ষ ॥ ৪৭ ॥

তনুত্যজাং (তনুষু নিঃস্পৃহাণাং) বর্ম্মভৃতাং (সন্নদ্ধিভিঃ) বৃহৎসু দন্তেষু পতদ্ভিঃ (অতএব) বিকোশৈঃ অসিভিঃ উদ্যন্তম্ অগ্নিং বিবিগ্নাঃ (ভীতাঃ) গজাঃ কর-শীকরেণ শময়াম্বভূবুঃ ॥ ৪৮ ॥

শিলীমুখোৎকৃত্তশিরঃফলাঢ্যা চ্যুতৈঃ শিরস্ত্রৈঃ চষকোত্তরা ইব (স্থিতা) শোণিত-মদ্য-কুল্যা রণক্ষিতিঃ মৃত্যোঃ পান-ভূমিঃ ইব ররাজ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ।—শরক্ষেপ-নিপুণ ধনুর্দ্ধরগণের শরসমূহ বিপক্ষ-বাণ কর্ত্তৃক অর্দ্ধপথে শূন্যমার্গে ছিন্ন হইলেও—অত্যন্ত তীব্রবেগে নিক্ষিপ্ত হওয়া নিবন্ধন সেই সকল ছিন্নবাণের ফলকযুক্ত পূর্ব্বার্দ্ধভাগ ঠিক গিয়া লক্ষ্যের উপরেই পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

গজ-যুদ্ধে গজারোহী বীরবৃন্দের মুণ্ড যেমন ক্ষুরাগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণধার চক্রাকার অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন হইতে লাগিল, অমনি শ্যেনপক্ষী ছোঁ মারিয়া তাহা আরও শূন্যে তুলিয়া লইল। তাই, তাহাদের সূচ্যগ্রবৎ সুতীক্ষ্ণ ও বক্র নখাগ্র-ভাগে ছিন্ন মুণ্ডের কেশ বিজড়িত হওয়ায়, সেই সকল মুণ্ড অনেক বিলম্বে নিম্নে পতিত হইল ॥ ৪৬ ॥

একপক্ষের অশ্বারোহিগণ অপরপক্ষীয় অশ্বারোহীদিগকে প্রহারে অশ্বের স্কন্ধের উপর শায়িত, সুতরাং প্রতিপ্রহারে অক্ষম দেখিয়া, বীরধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে আর প্রহার করিল না। বরঞ্চ তাহাদের চৈতন্যলাভ আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। কেন না, "মড়ার উপরে খাঁড়ার প্রহার" করিতে নাই ॥ ৪৭ ॥

স্বদেহে নিঃস্পৃহ বর্ম্মধারী বীরবৃন্দ কোশ-নির্ম্মুক্ত অসি প্রাণপণে সঞ্চালন করিতে লাগিল। সেই অসির আঘাতে গজরাজের বিশাল দন্ত হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তাহাতে ভীত হইয়া হস্তিসমূহ শুণ্ডনিঃসৃত জল-ধারা দ্বারা সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

কর্ত্তিত নরমুণ্ড, ধূলিলুণ্ঠিত শিরস্ত্রাণ এবং রুধির-প্রবাহ—এই সকলের দ্বারা রণভূমি পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, তাহা আর রণভূমি রহিল না। যেন যমরাজের পানভূমি হইয়া দাঁড়াইল, আর ঐ নরমুণ্ডগুলি তাঁহার পানাস্ত-সেব্য-ফল (চাট্), শির-স্ত্রাণগুলি পানপাত্র আর শোণিতস্রোতঃ মদ্যের প্রবাহ বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

উপান্তয়োর্নিষ্কুষিতং বিহঙ্গৈরাক্ষিপ্য তেভ্যঃ পিশিতপ্রিয়াপি ।
কেয়ূরকোটিক্ষততালুদেশা শিবা ভুজচ্ছেদমপাচকার ॥ ৫০ ॥
কশ্চিদ্দ্বিষৎ-খড়্গ-হৃতোত্তমাঙ্গঃ সদ্যো বিমানপ্রভুতামুপেত্য ।
বামাঙ্গ-সংসক্ত-সুরাঙ্গনঃ স্বং নৃত্যৎ কবন্ধং সমরে দদর্শ ॥ ৫১ ॥
অন্যোন্য-সূতোন্মথনাদভূতাং তাবেব সূতৌ রথিনৌ চ কৌচিৎ ।
ব্যশ্বৌ গদা-ব্যায়ত-সংপ্রহারৌ ভগ্নায়ুধৌ বাহুবিমর্দ্দনিষ্ঠৌ ॥ ৫২ ॥
পরস্পরেণ ক্ষতয়োঃ প্রহর্ত্রোরুৎক্রান্ত-বায্বোঃ সমকালমেব ।
অমর্ত্ত্যভাবেঽপি কয়োশ্চিদাসীদেকাপ্সরঃপ্রার্থিতয়োর্বিবাদঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়।—উপান্তয়োঃ বিহঙ্গৈঃ নিষ্কুষিতং ভুজচ্ছেদং তেভ্যঃ (বিহঙ্গেভ্যঃ) আক্ষিপ্য পিশিত-প্রিয়া অপি কেয়ূর-কোটি-ক্ষততালুদেশা (সতী) শিবা অপাচকার ॥ ৫০ ॥

দ্বিষৎ-খড়্গ-হৃতোত্তমাঙ্গঃ কশ্চিৎ বীরঃ সদ্যঃ বিমান-প্রভুতাম্ (দেবত্বম্) উপেত্য বামাঙ্গ-সংসক্ত-সুরাঙ্গনঃ (সন্) সমরে নৃত্যৎ স্বং কবন্ধং (বিশিরস্কং কলেবরং) দদর্শ ॥ ৫১ ॥

কৌচিৎ (বীরৌ) অন্যোন্য-সূতোন্মথনাৎ তৌ এব সূতৌ রথিনৌ (যোদ্ধারৌ) চ অভূতাম্। (তৌ এব) ব্যশ্বৌ (নষ্টাশ্বৌ) (সন্তৌ) গদা-ব্যায়ত-সংপ্রহারৌ (অভূতাম্) (ততঃ) ভগ্নায়ুধৌ (সন্তৌ তৌ এব) বাহুবিমর্দ্দনিষ্ঠৌ (অভূতাম) ॥ ৫২ ॥

পরস্পরেণ ক্ষতয়োঃ সমকালম্ এব উৎক্রান্তবায্বোঃ (উদ্গতপ্রাণয়োঃ) একাপ্সরঃ-প্রার্থিতয়োঃ কয়োঃ চিৎ প্রহর্ত্রোঃ অমর্ত্ত্যভাবে অপি বিবাদঃ আসীৎ ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গার্থ।—কোথাও শকুনি-গৃধিনী প্রভৃতি বিহঙ্গেরা শবদেহের উপান্তভাগ ভক্ষণ করিতেছিল, হঠাৎ এক শৃগালী আসিয়া সেই বিহঙ্গমভুক্ত শবের একখানা হাত ছিনাইয়া লইল এবং সেই হস্ত-পরিহিত কেয়ূরের অগ্রভাগে তাহার তালুদেশ এতই ক্ষত হইল যে, গলিতমাংস তাহার অত্যন্ত প্রিয় হইলেও শৃগালী তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল ॥ ৫০ ॥

শত্রুহস্তে নিহত হইয়া কোনো বীরপুরুষ তৎক্ষণাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং এক সুরললনাকে বামাঙ্গে আশ্লেষপূর্ব্বক শূন্য হইতে, অধোবর্ত্তী রণস্থলীতে তাঁহার নিজেরই মস্তকহীন দেহকে (কবন্ধকে) নৃত্য করিতে দেখিতে পাইলেন ॥ ৫১ ॥

কোনো বীরদ্বয়—পরস্পরের সারথি নিহত হইলে, আপনারাই সারথি ও রথীর কার্য্য করিলেন। পরে উভয়ের রথাশ্ব নিহত হইলে বহুক্ষণ দুই জনে গদাযুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সেই গদাও যখন চূর্ণ হইল, তখন উভয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিতে করিতে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫২ ॥

কোনো বীরযুগল পরস্পর কর্ত্তৃক আহত হইয়া যুগপৎ প্রাণত্যাগপূর্ব্বক দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের ঐহিক বিবাদ সাঙ্গ হইল বটে, কিন্তু দেবত্বপ্রাপ্তির পর এক অপ্সরা লইয়া আবার তাঁহাদের নূতন বিবাদ বাধিল ॥ ৫৩ ॥

তাৎপর্য্য।—এই তিনটি কবিতায়, ভীষণ যুদ্ধ বর্ণন করিতে গিয়াও—আদিরস-প্রিয় কালিদাস তাঁহার প্রকৃতি-গত ধর্ম্মের বা পক্ষপাতিতার হাত এড়াইতে পারেন নাই। ৫১ এবং ৫২ শ্লোকে যুদ্ধনিহত বীরের আত্মা দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর রক্ষা নাই, অমনি আসিয়া সুরাঙ্গনারা তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে।—ইত্যাদি বর্ণনা এতবড় ভীষণ যুদ্ধের প্রসঙ্গে করিয়া কবি, এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধটাকেই অন্য-প্রকারে স্পৃহণীয় যুদ্ধে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা যেন, বাসর-ঘরে গান করিবার নিমিত্ত বার বার অনুরুদ্ধ বরের মুখে—

"শেষেয়ো সে দিন ভয়ঙ্কর, কর রে স্মরণ,
ভব-ধাম যবে ছাড়িবে।"—

গানের মত "বেখাপ" ঠেকিতেছে। কিন্তু ইহা কোন প্রকারে মানিয়া লইলেও—৬৩ শ্লোকে কবি চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন।—বিবাহের পর পথে আসিতে আসিতে বর এবং সখীজন-পরিবেষ্টিতা কন্যা এই বিপদে মহাযুদ্ধে জড়াইয়া

বৃ্যহাবুভৌ তাবিতরেতরস্মাদ্ ভঙ্গং জয়ং চাপতুরব্যবস্থম্ ।
পশ্চাৎপুরোমারুতয়োঃ প্রবৃদ্ধৌ পর্য্যায়বৃত্ত্যেব মহার্ণবোর্ম্মী ॥ ৫৪ ॥
পরেণ ভগ্নেঽপি বলে মহৌজা যযাবজঃ প্রত্যরি-সৈন্যমেব ।
ধূমো নিবর্ত্ত্যেত সমীরণেন যতস্তু কক্ষস্তত এব বহ্নিঃ ॥ ৫৫ ॥
রথী নিষঙ্গী কবচী ধনুষ্মান্ দৃপ্তঃ স রাজন্যকমেকবীরঃ ।
নিবারয়ামাস মহাবরাহঃ কল্পক্ষয়োদ্বৃত্তমিবার্ণবাম্ভঃ ॥ ৫৬ ॥
স দক্ষিণং তূণমুখেন বামং ব্যাপারয়ন্ হস্তমলক্ষ্যতাজৌ ।
আকর্ণ-কৃষ্টা সকৃদস্য যোদ্ধুর্মৌর্ব্বীব বাণান্ সুষুবে রিপুঘ্নান্ ॥ ৫৭ ॥
স রোষদষ্টাধিকলোহিতোষ্ঠৈর্ব্যক্তোর্দ্ধরেখা ভ্রুকুটীর্বহদ্ভিঃ ।
তস্তার গাং ভল্লনিকৃত্ত-কণ্ঠৈর্হুঙ্কারগর্ভৈর্দ্বিষতাং শিরোভিঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়।—তৌ উভৌ ব্যূহৌ (সেনা-সংঘাতৌ) পশ্চাৎ-পুরোমারুতয়োঃ পর্য্যায়বৃত্ত্যা প্রবৃদ্ধৌ মহার্ণবোর্ম্মী ইব ইতরে-তরস্মাৎ অব্যবস্থং (অনিয়তং) জয়ং ভঙ্গং চ আপতুঃ॥ ৫৪ ॥

বলে (স্বসৈন্যে) ভগ্নে অপি মহৌজাঃ (অজঃ) অরিসৈন্যং প্রতি এব যযৌ। (তথাহি)—সমীরণেন ধূমঃ নিবর্ত্ত্যেত, বহ্নিঃ তু যতঃ (যত্র) কক্ষঃ (তৃণং বিদ্যতে) ততঃ এব (তত্র এব প্রবর্ত্ততে)॥ ৫৫ ॥

রথী নিষঙ্গী কবচী ধনুষ্মান্ দৃপ্তঃ একবীরঃ (অসহায়-শূরঃ) সঃ (অজঃ) রাজন্যকং মহাবরাহঃ (বিষ্ণুঃ) কল্পক্ষয়োদ্বৃত্তম্ অর্ণবাম্ভঃ ইব নিবারয়ামাস॥ ৫৬ ॥

সঃ (অজঃ) আজৌ দক্ষিণং হস্তং তূণমুখেন বামং (অতি-সুন্দরং) ব্যাপারয়ন্ অলক্ষ্যত। সকৃৎ আকর্ণ-কৃষ্টা যোদ্ধুঃ অস্য মৌর্ব্বী রিপুঘ্নান্ বাণান্ সুষুবে ইব ? (সুষুবে কিম্ ?)। ৫৭ ॥

সঃ (অজঃ) রোষদষ্টাধিকলোহিতোষ্ঠৈঃ ব্যক্তোর্দ্ধরেখাঃ ভ্রুকুটীঃ বহদ্ভিঃ ভল্ল-নিকৃত্ত-কণ্ঠৈঃ হুঙ্কার-গর্ভৈঃ দ্বিষতাং শিরোভিঃ গাং তস্তার॥ ৫৮॥

বঙ্গার্থ।—পশ্চাৎ ও সম্মুখবর্ত্তী প্রবল বায়ুর তাড়নে বারিধির তরঙ্গ যেমন পর্য্যায়ক্রমে একবার এদিকে একবার ওদিকে উন্নত হয়, সেইপ্রকার, অজ-সেনার এবং শত্রুসেনারও পর্য্যায়ক্রমে জয়-পরাজয় হইতে লাগিল। ৫৪॥

বীরশ্রেষ্ঠ অজ স্বীয় সৈন্য শত্রু-সৈন্য কর্ত্তৃক পরাঙ্মুখ হইতেছে,—দেখিয়া আপনিই গিয়া শত্রুসেনার সম্মুখীন হই-লেন। দহ্যমান তৃণ হইতে পবনবেগে ধূম অপসারিত হইতে পারে, কিন্তু যেখানে তৃণ থাকে, অগ্নি সেই স্থানেই জ্বলিয়া ওঠে। সেইরূপ অজ-সেনা পশ্চাৎপদ হইলেও প্রচণ্ডপ্রতাপ অজ গিয়া সেই শত্রু-সৈন্যমধ্যে জ্বলিয়া উঠিলেন॥ ৫৫ ॥

মহাপ্রলয়কালে অর্থাৎ কল্পান্ত-সময়ে, মহাবরাহ-রূপ-ধারী নারায়ণ যেমন, একাকী উচ্ছলিত মহার্ণবের বারিরাশি নিরোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীরোত্তম ও রণদীপ্ত কুমার অজ একাকীই রথারোহণপূর্ব্বক তূণীর, ও শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক সেই প্রতিকূল রাজন্যগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন॥ ৫৬॥

কুমার অজ সমরক্ষেত্রে তাঁহার সুন্দর দক্ষিণ হস্তখানি তূণীর-মুখেই যেন ব্যাপৃত রাখিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল। তাহাতে মনে হইল,—বীরশ্রেষ্ঠ অজের আকর্ণ-কৃষ্ট শিঞ্জিনীই বুঝি শত্রুক্ষয়কারী অজস্র বাণ উৎপাদন করিতেছে।৫৭॥

সুতীক্ষ্ণ ভেলার দ্বারা (ভল্ল ভেলা, অস্ত্রবিশেষ) কুমার অজ শত্রুবৃন্দের মস্তক ছিন্ন করিয়া ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অতি ক্রোধ বশতঃ অরিগণের অধরোষ্ঠ অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং সেই ছিন্ন মুণ্ডমালায় ঊর্দ্ধরেখাময় কুটিল ভ্রুকুটি তখনও দৃষ্ট হইতেছিল ও মুখের মধ্যে ভীষণ গভীর হুঙ্কার-ধ্বনি তখনও উঠিতেছিল। ৫৮ ॥

পড়িয়াছেন। প্রথম তিন দিন শ্যালক-শ্রেষ্ঠ মহারাজ ভোজ সঙ্গে ছিলেন। তিনি যেমন বিদায় লইলেন, অমনি যুদ্ধও বাধিল। কিন্তু এই প্রস্থান-কাল যে একেবারে রসহীন ছিল না, তাহা কবি বেশ বুঝিয়াছিলেন। কোনো বরবধূরই সেরূপ থাকে না, সুতরাং ইহাদেরই বা থাকিবে কেন ? তাই কালিদাস—অজের অধরের একটি বিশেষণ

সর্ব্বৈর্ব্বলাঙ্গৈর্দ্বিরদ-প্রধানৈঃ সর্ব্বায়ুধৈঃ কঙ্কট-ভেদিভিশ্চ।
সর্ব্বপ্রযত্নেন চ ভূমিপালাস্তস্মিন্ প্রজহ্রুর্যুধি সর্ব্ব এব ॥ ৫৯
সোঽস্ত্রব্রজৈশ্ছন্নরথঃ পরেষাং ধ্বজাগ্রমাত্রেণ বভূব লক্ষ্যঃ।
নীহারমগ্নো দিনপূর্ব্বভাগঃ কিঞ্চিৎপ্রকাশেন বিবস্বতেব ॥ ৬০ ॥
প্রিয়ংবদাৎ প্রাপ্তমসৌ কুমারঃ প্রাযুঙ্ক্ত রাজস্বধিরাজ-সূনুঃ।
গান্ধর্ব্বমস্ত্রং কুসুমাস্ত্রকান্তঃ প্রস্বাপনং স্বপ্ন-নিবৃত্তলৌল্যঃ॥ ৬১ ॥
ততো ধনুষ্কর্ষণমূঢ়হস্তমেকাংসপর্য্যস্তশিরস্ত্রজালম্ ।
তস্থৌ ধ্বজ-স্তম্ভ-নিষণ্ণদেহং নিদ্রাবিধেয়ং নরদেবসৈন্যম্ ॥ ৬২ ॥
ততঃ প্রিয়োপাত্তরসেঽধরোষ্ঠে নিবেশ্য দধ্মৌ জলজং কুমারঃ।
তেন স্বহস্তার্জিতমেকবীরঃ পিবন্ যশো মূর্ত্তমিবাবভাসে॥ ৬৩ ॥

অন্বয়।—দ্বিরদ-প্রধানৈঃ সর্ব্বৈঃ বলাঙ্গৈঃ, কঙ্কট-ভেদিভিঃ সর্ব্বায়ুধৈঃ চ,— সর্ব্বপ্রযত্নেন চ সর্ব্বে এব ভূমিপালাঃ যুধি তস্মিন্ (অজে) প্রজহ্রুঃ॥ ৫৯ ॥

পরেষাম্ অস্ত্রব্রজৈঃ ছন্ন-রথঃ সঃ (অজঃ) নীহার-মগ্নঃ দিন-পূর্ব্বভাগঃ কিঞ্চিৎপ্রকাশেন বিবস্বতা ইব ধ্বজাগ্রমাত্রেণ লক্ষ্যঃ বভূব ॥ ৬০ ॥

অধিরাজসূনুঃ কুসুমাস্ত্রকান্তঃ স্বপ্ন-নিবৃত্ত-লৌল্যঃ অসৌ কুমারঃ প্রিয়ংবদাৎ (পূর্ব্বোক্তাৎ গন্ধর্ব্বাৎ) প্রাপ্তং গান্ধর্ব্বং প্রস্বাপনম্ (নিদ্রাজনকম্) অস্ত্রং রাজসু প্রাযুঙ্ক্ত॥ ৬১ ॥

ততঃ ধনুষ্কর্ষণ-মূঢ়-হস্তম্ একাংস পর্য্যস্ত-শিরস্ত্রজালং ধ্বজ-স্তম্ভ-নিষণ্ণদেহং নরদেব-সৈন্যং নিদ্রা-বিধেয়ং (নিদ্রাপরতন্ত্রং) তস্থৌ॥ ৬২ ॥

ততঃ কুমারঃ (অজঃ) প্রিয়োপাত্তরসে অধরোষ্ঠে জলজং (শঙ্খং) নিবেশ্য দধ্মৌ। তেন (ওষ্ঠ-নিবিষ্টেন শঙ্খেন) একবীরঃ (সঃ) স্বহস্তার্জ্জিতং মূর্ত্তং যশঃ পিবন্ ইব আবভাসে ॥৬৩॥

বঙ্গার্থ।—এইরূপে কুমার কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া, বিপক্ষ রাজন্যবৃন্দ, যুগপৎ গজ-বহুল চতুরঙ্গিণী সেনা এবং কবচ-ভেদ-সমর্থ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রাণপণে কুমারকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৫৯॥

কুমার অজের রথ, অরাতিগণের নিক্ষিপ্ত অজস্র শরজালে এমনই আচ্ছন্ন হইল যে, কেবল ধ্বজাগ্রভাগের দ্বারা তাহা দেখা যাইতে লাগিল। সুতরাং নীহার-সমাচ্ছন্ন প্রাতঃকাল ঈষৎ-প্রকাশিত দিবাকর-কিরণে যেমন মনোহর হয়, কুমারও সেইরূপ রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিলেন॥ ৬০ ॥

তখন, সেই কন্দর্পের ন্যায় কমনীয়কান্তি, অপ্রমত্ত, সম্রাট্পুত্র অজ, প্রিয়ংবদ-নামক গন্ধর্ব্বরাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্বাপন-নামক নিদ্রাবিধায়ক দিব্যাস্ত্র শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন॥ ৬১ ॥

সেই গন্ধর্ব্বাস্ত্রের প্রভাবে প্রতিকূল রাজা ও রাজ-সৈন্যগণ একেবারে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। উহাদের অসাড় হস্ত আর ধনুকের গুণ আকর্ষণ করিতে পারিল না, শিরস্ত্রাণগুলি স্কন্ধের এক দিকে হেলিয়া পড়িল এবং ঐ অচৈতন্য সৈন্যসমূহের অবশ দেহ ধ্বজের স্তম্ভগাত্রে হেলিয়া বাঁধিয়া রহিল॥ ৬২ ॥

তদনন্তর বীরোত্তম কুমার প্রেয়সী পরিভুক্ত অধরোষ্ঠে শঙ্খ-স্থাপন-পূর্ব্বক ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্বেতকান্তি শঙ্খ কুমারের ওষ্ঠসংলগ্ন হওয়ায় মনে হইল, তিনি বুঝি স্বহস্তের দ্বারা অর্জ্জিত মূর্ত্তিমান্ যশোরাশিই পান করিতেছেন। তখন তাঁহার কি অপূর্ব্ব শোভাই না জন্মিয়াছিল!॥ ৬৩॥

দিলেন—"প্রিয়োপাত্তরস" প্রেয়সী পরিভুক্ত-রস। কুমার সমরাঙ্গনে বাজাইতেছেন শঙ্খ,—আর সেই শঙ্খ-লগ্ন অধরের বিশেষণ হইল কি?—না—"প্রেয়সীপীত-রস", যে অধরের রস নবীনা নববিবাহিতা স্বয়ংবৃতা বধূ নির্দ্দয়ভাবে পান করিয়াছেন। যাঁহার যাহা মজ্জাগত, তাহা রোধ করে, কাহার সাধ্য? ফলতঃ স্বভাব-কবির এই যুদ্ধবর্ণন পড়িবার কালে কবিতার স্বর্গীয় সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কারে পাঠকের মর্ম্মস্থল এমনই ভরিয়া যায় যে, ইহা যুদ্ধ বলিয়াই মনে হয় না। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে,—এ স্থলেও দেখিতেছি—কালিদাসের বীররস বর্ণনা কোথাও তেমন জমে নাই। ভাষায় বীররসের বিজ্ঞাপন পড়ি বটে, কিন্তু মনে জাগে অন্য রস॥ ৫১, ৫৩, ৬৩॥

শঙ্খস্বনাভিজ্ঞতয়া নিবৃত্তাস্তং সন্নশত্রুং দদৃশুঃ স্বযোধাঃ।
নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমা-শশাঙ্কম্ ॥ ৬৪ ॥
সশোণিতৈস্তেন শিলীমুখাগ্রৈর্নিক্ষেপিতাঃ কেতুষু পার্থিবানাম্।
যশো হৃতং সংপ্রতি রাঘবেণ ন জীবিতং বঃ কৃপয়েতি বর্ণাঃ ॥ ৬৫ ॥
স চাপকোটী-নিহিতৈকবাহুঃ শিরস্ত্রনিষ্কর্ষণভিন্নমৌলিঃ।
ললাট-বদ্ধ-শ্রম-বারিবিন্দুর্ভীতাং প্রিয়ামেত্য বচো বভাষে ॥ ৬৬ ॥
ইতঃ পরানর্ভকহার্য্য শস্ত্রান্ বৈদর্ভি পশ্যানুমতা ময়াসি।
এবংবিধেনাহবচেষ্টিতেন ত্বং প্রার্থ্যসে হস্তগতা মমৈভিঃ ॥ ৬৭ ॥
তস্যাঃ প্রতিদ্বন্দ্বিভবাদ্ বিষাদাৎ সদ্যো বিমুক্তং মুখমাবভাসে।
নিশ্বাসবাষ্পাপগমাৎ প্রসন্নঃ প্রসাদমাত্মীয়মিবাত্ম-দর্শঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়।—শঙ্খ-স্বনাভিজ্ঞতয়া নিবৃত্তাঃ স্বযোধাঃ সন্নশত্রুং (নিদ্রাণ-শত্রুং) তং (অজং) নিমীলিতানাং পঙ্কজানাং মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমাশশাঙ্কং (প্রতিবিম্বচন্দ্রম্) ইব দদৃশুঃ ॥ ৬৪ ॥

(হে রাজানঃ!) সংপ্রতি রাঘবেণ (রাজপুত্রেণ, পূর্ব্বং রঘুণা) বঃ (যুষ্মাকং) যশঃ হৃতম্, জীবিতং (তু) কৃপয়া ন (হৃতম্) ইতি বর্ণাঃ সশোণিতৈঃ শিলীমুখাগ্রৈঃ তেন পার্থিবানাং কেতুষু নিক্ষেপিতাঃ ॥ ৬৫ ॥

চাপ-কোটী-নিহিতৈক-বাহুঃ শিরস্ত্রনিষ্কর্ষণ-ভিন্ন-মৌলিঃ ললাটবদ্ধ-শ্রম-বারিবিন্দুঃ সঃ (অজঃ) ভীতাং প্রিয়াম্ এত্য বচো বভাষে ॥ ৬৬ ॥

অয়ি বৈদর্ভি! ইতঃ (ইদানীং) অর্ভকহার্য্য-শস্ত্রান্ পরান্ পশ্য, ময়া অনুমতা অসি। এভিঃ এবংবিধেন আহব-চেষ্টিতেন মম হস্তগতা ত্বং প্রার্থ্যসে ॥ ৬৭ ॥

প্রতিদ্বন্দ্বি-ভবাৎ বিষাদাৎ সদ্যঃ বিমুক্তং তস্যাঃ মুখং নিশ্বাস-বাষ্পাপগমাৎ আত্মীয়ং (স্বকীয়ং) প্রসাদং প্রসন্নঃ আত্ম-দর্শঃ (দর্পণঃ) ইব আবভাসে ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গার্থ।—চিরপরিচিত তদীয় শঙ্খধ্বনিতে তাঁহার যোদ্ধৃগণ ফিরিয়া আসিল এবং মুকুলিত কমলদলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজমান অজকে অচেতন শত্রুসৈন্য মধ্যে দেখিতে পাইল ॥ ৬৪ ॥

কুমার অজ তখন, সেই সকল অচৈতন্য শত্রুগণের পতাকাগাত্রে শোণিত-লিপ্ত বাণের অগ্রভাগ দ্বারা লিখিয়া দিলেন,—"রঘুপুত্র অজ আজ তোমাদের যশঃ হরণ করিলেন; কৃপাবশতঃ জীবন নষ্ট করিলেন না।" ॥ ৬৫ ॥

ঘোরতর যুদ্ধের বিরাম হইয়াছে। অজ জয়লাভ করিয়াছেন। গন্ধর্ব্বাস্ত্রের প্রভাবে শত্রুগণ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। বিজয়ী অজ এতক্ষণে আসিয়া ভয়-বিহ্বলা প্রিয়তমা ইন্দুমতীর নিকট উপস্থিত হইলেন ও এক হস্তে ধনুকের কোণে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। শিরস্ত্রাণ কোথায় যেন পড়িয়া গিয়াছে, তাই কুমারের কেশবন্ধন শিথিল ও অসম্যক্‌বিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বিপুল-পরিশ্রমে ললাটে ঘর্ম্মবিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছে। কুমার ভয়ার্ত্তা প্রিয়তমাকে সস্মিত মুখে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

বিদর্ভ-রাজপুত্রি! আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুমি একবার এখন এই শত্রুদিগের দশা অবলোকন কর। ঐ দেখ, উহাদের শোচনীয় অবস্থা। এখন একটি শিশুতেও উহাদের অস্ত্রশস্ত্র অবাধে হরণ করিয়া লইতে পারে, কোনো বাধা দিবার সামর্থ্য আর নাই। ইন্দুমতি! উহারা এইপ্রকার রণ-নৈপুণ্যের দ্বারা আমার করগতা তোমাকে আত্মসাৎ করিতে চায়! কি আশ্চর্য্য আকাঙ্ক্ষা!! ৬৭ ॥

নিশ্বাস মলিন দর্পণ হইতে নিশ্বাস-বাষ্প অপগত হইলে তাহা যেরূপ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, শত্রুভয়-জনিত-বিষন্নতা হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দুমতীর মুখচন্দ্রমাও তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ প্রকৃতিসিদ্ধ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইল ॥ ৬৮ ॥

হৃষ্টাপি সা হ্রী-বিজাতা ন সাক্ষাদ্ বাগ্‌ভিঃ সখীনাং প্রিয়মভ্যনন্দৎ।
স্থলী নবাম্ভঃপৃষতাভিবৃষ্টা ময়ূরকেকাভিরিবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শিরসি স বামং পাদমাধায় রাজ্ঞামুদবহদনবদ্যাং তামবদ্যাদপেতঃ।
রথতুরগ-রজোভিস্তস্য রূক্ষালকাগ্রা সমরবিজয়লক্ষ্মীঃ সৈব মূর্ত্তা বভূব ॥ ৭০ ॥
প্রথমপরিগতার্থস্তং রঘুঃ সন্নিবৃত্তং বিজয়িনমভিনন্দ্য শ্লাঘ্য-জায়া-সমেতম্।
তদুপহিতকুটুম্বঃ শান্তিমার্গোৎসুকোঽভূন্ন হি সতি কুলধুর্য্যে সূর্য্যবংশ্যা গৃহায় ॥ ৭১ ॥

ইতি সপ্তমঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—সা (ইন্দুমতী) হৃষ্টা অপি হ্রীবিজিতা (সতী) প্রিয়ং সাক্ষাৎ ন অভ্যনন্দৎ। (কিন্তু) সখীনাং বাগ্‌ভিঃ (প্রিয়ম্ অভ্যনন্দৎ) (কথমিব?) নবাম্ভঃপৃষতাভিবৃষ্টা স্থলী অভ্রবৃন্দং ময়ূর-কেকাভিঃ ইব (যথা অভিনন্দতি তদ্বদিত্যর্থঃ) ॥ ৬৯ ॥

অবদ্যাৎ অপেতঃ সঃ (অজঃ) ইতি রাজ্ঞাং শিরসি বামং পাদম্ আধায় অনবদ্যাং (অদোষাং) তাং (ইন্দুমতীং) উদবহৎ। তস্য (অজস্য) রথ-তুরগরজোভিঃ রূক্ষালকাগ্রা সা (ইন্দুমতী) এব মূর্ত্তা সমর বিজয়-লক্ষ্মীঃ বভূব ॥ ৭০ ॥

প্রথম-পরিগতার্থঃ রঘুঃ বিজয়িনং শ্লাঘ্যজায়াসমেতং সন্নিবৃত্তং তম্ (অজম্) অভিনন্দ্য তদুপহিত-কুটুম্বঃ (সন্) শান্তি-মার্গোৎসুকঃ অভূৎ। হি (তথাহি) কুলধুর্য্যে সতি সূর্য্য-বংশ্যাঃ গৃহায় (গৃহস্থাশ্রমায়) ন (ভবন্তি) ॥ ৭১ ॥

বঙ্গার্থ।—হৃদয়েশ্বরের অদ্ভুত শৌর্য্যদর্শনে নিতান্ত প্রফুল্ল হইয়াও রাজনন্দিনী লজ্জাবশতঃ তাঁহাকে স্বয়ং অভিনন্দিত করিতে পারিলেন না। বনস্থলী যেরূপ নবজল-সম্পাতে অভিষিক্তা হইয়া ময়ূরের কেকারবের দ্বারা নবীন জলধরকে অভিনন্দিত করে, তিনিও তদ্রূপ সখীগণের দ্বারা স্বীয় বীরোত্তম পতিদেবতার অভিনন্দন করিলেন ॥ ৬৯ ॥

নির্দোষ প্রকৃতি কুমার অজ এই ভাবে, প্রতিকূল রাজন্য-বর্গের গর্ব্বোদ্ধত মস্তকে হেলায় স্বীয় বাম-চরণ স্থাপন-পূর্ব্বক নিষ্কলঙ্ক-প্রকৃতি ইন্দুমতীকে লইয়া আসিলেন। সমরক্ষেত্রের রথচক্রের এবং তুরগ-পদের দ্বারা উত্থিত ধূলিপটলে রাজ-নন্দিনীর মনোজ্ঞ কেশকলাপ ধূসর হওয়ায় মনে হইল, ইন্দু-মতীই যেন যুদ্ধের মূর্ত্তিমতী জয়শ্রী ॥ ৭০ ॥

নরনাথ রঘু পূর্ব্ব হইতেই অজের পরিণয়, যুদ্ধজয় ও আগমনবার্ত্তা দূতমুখে অবগত হইয়াছেন। এইক্ষণে সেই বিজয়ী বীরপুত্রকে গৌরবময়ী পত্নীর সহিত প্রত্যাগত দেখিয়া প্রাণ খুলিয়া অভিনন্দিত করিলেন এবং যথাসময়ে সেই সুদক্ষ পুত্রের হস্তে রাজ্য ও রাজ-সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া শান্তি-পথের পথিক হইতে একান্ত উৎসুক হইলেন; কেন না, কুলের অবতংস উপযুক্ত ধুরন্ধর অর্থাৎ ভারবহনক্ষম হইলে, সৌরকুলের নৃপতিবৃন্দ আর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করেন না ॥ ৭১ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ

অথ তস্য বিবাহকৌতুকং ললিতং বিভ্রত এব পার্থিবঃ।
বসুধামপি হস্ত-গামিনীমকরোদিন্দুমতীমিবাপরাম্ ॥ ১ ॥
দুরিতৈরপি কর্তুমাত্মসাৎ প্রযতন্তে নৃপসূনবো হি যৎ।
তদুপস্থিতমগ্রহীদজঃ পিতুরাজ্ঞেতি ন ভোগতৃষ্ণয়া ॥ ২ ॥
অনুভূয় বশিষ্ঠ-সংভৃতৈঃ সলিলৈস্তেন সহাভিষেচনম্।
বিশদোচ্ছ্বসিতেন মেদিনী কথয়ামাস কৃতার্থতামিব ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—অথ পার্থিবঃ (রঘুঃ) ললিতং বিবাহ-কৌতুকং বিভ্রতঃ এব তস্য (অজস্য) অপরাম্ ইন্দুমতীম্ ইব বসুধাম্ অপি হস্তগামিনীম্ অকরোৎ ॥ ১ ॥

নৃপ-সূনবঃ যৎ (রাজ্যং) দুরিতৈঃ অপি (বিষপ্রয়োগাদি-নিষিদ্ধোপায়ৈঃ অপি) আত্মসাৎ কর্তুং প্রযতন্তে হি, উপস্থিতং (স্বতঃ প্রাপ্তং) তৎ (রাজ্যম্) অজঃ পিতুঃ আজ্ঞা—ইতি (হেতোঃ) অগ্রহীৎ। ভোগতৃষ্ণয়া (তু) ন (অগ্রহীৎ) ॥ ২ ॥

মেদিনী বশিষ্ঠসংভৃতৈঃ সলিলৈঃ তেন অজেন সহ অভিষেচনম্ অনুভূয় বিশদোচ্ছ্বসিতেন কৃতার্থতাং (গুণবদ্ভর্তৃ-লাভজনিতং সাফল্যং) কথয়ামাস ইব ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—পরিণয়ের পর কুমার অজ সুললিত বিবাহসূত্র হস্ত হইতে মোচন করিবার পূর্বেই মহারাজ রঘু দ্বিতীয় ইন্দুমতীর ন্যায় রত্নময়ী বসুন্ধরাকেও তাঁহার করতল-গামিনী করিয়া দিলেন ॥ ১ ॥

অপরাপর রাজপুত্রগণ বিষপ্রয়োগাদি নানারূপ গর্হিত পাপ-কার্য্য দ্বারা রাজসিংহাসন অধিকার করিতে প্রয়াস করেন, কিন্তু যুবরাজ অজ "পিতার আদেশ"—বলিয়াই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। নতুবা ভোগ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই ॥ ২ ॥

অভিষেক-কালে কুলগুরু বশিষ্ঠ কর্তৃক মন্ত্রপূত তীর্থজল-ধারা অজের মস্তকে পতিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িল এবং জলসিক্ত ভূমি হইতে এক অতি মনোরম গন্ধ-বিশিষ্ট বাষ্পযুক্ত উষ্মা উথিত হইল। মনে হইল—মেদিনী যেন নানাগুণালঙ্কৃত যুবরাজের সহিত অভিষিক্ত হইয়া—কতই না আনন্দিত হইয়াছেন, আর তাঁহার সেই নির্মল আনন্দোচ্ছ্বাস ঐভাবে পরিব্যক্ত হইতেছে ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—গুপ্তহত্যা, বিষপ্রয়োগ—প্রভৃতি দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিনাশ করিয়া রাজ-সিংহাসন-লাভ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্ব রাজবংশেই যে প্রচলিত বা প্রচলন-সম্ভাবনা ছিল, তাহা কবি ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

এই সর্গের ছয় শ্লোকে দেখিতেছি,—পুত্রের অনন্য-সাধারণ গুণাবলী দর্শন করিয়া পিতা রঘু স্বইচ্ছায়, তাঁহাকে রাজ-সিংহাসনে আরোহিত করিলেন। নতুবা পুত্রের সে দিকে তেমন বড় একটা স্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যিনি স্বয়ং পরাক্রমশালী ও চরিত্রবলে বলীয়ান্, তিনি কোনো ইষ্টবস্তুর জন্যই উৎসুক হন না, সম্পদ্ আপনিই আসিয়া তাঁহাকে বরণ করে। এ পর্য্যন্ত আমরা তিন জন রাজার পরিচয় পাইলাম। দিলীপ, রঘু ও অজ। অনাসক্তি বিষয়ে এই তিন নৃপতিই আদর্শস্থানীয়। আবার পর পর ক্রমেই যেন—সংসারে, রাজ-ভোগে ইঁহারা অধিকতর নিঃস্পৃহ বলিয়া মনে হয়। দিলীপ অপেক্ষা রঘু এবং রঘু অপেক্ষা অজ—ক্রমেই হৃদয়ের বলে অধিকতর বলীয়ান্ বলিয়া পরিচয় পাইতেছি। অথবা শুধু হৃদয়ের নহে, বাহুবলে ইঁহাদের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ দেখিতেছি।

ভূতনাথের অনুচর কুম্ভোদর-নামক সিংহের সহিত দিলীপের বাদানুবাদ ও আশ্রিত ধেনুর রক্ষাকল্পে শরণাগতবৎসল দিলীপের সিংহের মুখে আত্ম-সমর্পণের অপূর্ব্বচিত্রে—তদীয় মানসিক এবং দৈহিক বলের পর্য্যাপ্ত পরিচয় পাইয়াছি। আবার—একোনশত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দিলীপের বিরাট্ প্রাণের ধর্ম্মোন্মাদনার প্রকৃষ্ট পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি। তার পর—তৎপুত্র—

যুবরাজ রঘুর তুরঙ্গরক্ষার সময়ে ইন্দ্রের সহিত অদ্ভুত রণকৌশল ও নির্ভীক-হৃদয়তা দর্শন-পূর্ব্বক আমরা বিস্মিত

স বভূব দুরাসদঃ পরৈর্গুরুণাথর্ব্ববিদা কৃতক্রিয়ঃ।
পবনাগ্নি-সমাগমো হ্যয়ং সহিতং ব্রহ্ম যদস্ত্রতেজসা ॥ ৪ ॥

রঘুমেব নিবৃত্ত-যৌবনং তমমন্যন্ত নবেশ্বরং প্রজাঃ।
স হি তস্য ন কেবলং শ্রিয়ং প্রতিপেদে সকলান্ গুণানপি ॥ ৫ ॥

অধিকং শুশুভে শুভংযুনা দ্বিতয়েন দ্বয়মেব সঙ্গতম্।
পদমৃদ্ধমজেন পৈতৃকং বিনয়েনাস্য নবং চ যৌবনম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—অথর্ব্ব-বিদা গুরুণা (বশিষ্ঠেন) কৃত-ক্রিয়ঃ সঃ (অজঃ) পরৈঃ দুরাসদঃ বভূব। (তথাহি) অস্ত্রতেজসা সহিতং যৎ ব্রহ্ম (ব্রহ্মতেজঃ বশিষ্ঠতেজঃ ইত্যর্থঃ), অয়ং পবনাগ্নি-সমাগমঃ হি (ভবতি)। (ক্ষত্রিয়-তেজসা এব অয়ং দুর্দ্ধর্ষঃ, কিং পুনঃ বশিষ্ঠ-মন্ত্র প্রভাবে সতি—ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

প্রজাঃ নবেশ্বরং তম্ (অজং) নিবৃত্তযৌবনং রঘুম্ এব অমন্যন্ত। হি (যস্মাৎ)—সকলান্ গুণান্ অপি (প্রতিপেদে) ॥ ৫ ॥

দ্বয়মেব শুভংযুনা দ্বিতয়েন সঙ্গতং (সৎ) অধিকং শুশুভে। (কিং কেন?—ইতি আহ—) পৈতৃকম্ ঋদ্ধং পদং (রাজ্যং) অজেন, অস্য (অজস্য) নবং যৌবনং বিনয়েন চ (ভজস্য ইন্দ্রিয়জয়েন চ) শুশুভে) ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—গুরুদেব বশিষ্ঠ কর্তৃক অথর্ব্ব-বেদোক্ত বিধানে যুবরাজের অভিষেক সম্পন্ন হওয়ায় তিনি ক্রমে শত্রুগণের একান্ত অধৃষ্য ও অপরাজেয় হইয়া উঠিলেন। কেন না,—ক্ষত্রিয়তেজের সহিত ব্রহ্মতেজের সম্মেলন পবন এবং অগ্নির সমাগম-তুল্য ॥ ৪ ॥

সেই নবভূপতি অজকে পাইয়া প্রজাবৃন্দ মনে করিল,—বুঝি তাহাদের চিরপ্রিয় সম্রাট রঘু পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কেন না,—নবীন সম্রাট্ অজ যে শুধু তদীয় পিতার রাজ-লক্ষ্মীই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, রঘুর অনন্ত গুণ-গরিমারও তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

সেই সময়ে দুইটি বস্তু অপর দুইটি শুভজনক বস্তুর সহিত সংমিলনে সমধিক শোভা ধারণ করিল। সু-সমৃদ্ধ পৈতৃক রাজ্য অজের হস্তগত হইয়া যেরূপ শোভা পাইল, তদীয় নবীন যৌবনও তাঁহার বিনয়ালঙ্কৃত চরিত্রের সহিত মিলিত হইয়া তদ্রূপ শোভা ধারণ করিল ॥ ৬ ॥

হইয়াছি। দিগ্বিজয়ী রাজা রঘুর অমিত-শক্তি এবং অপার ক্ষমতা দর্শনে শুধু বিস্মিত নহে, স্তম্ভিত হইয়াছি। শেষে যাজ্ঞিক সম্রাট্ রঘুর সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ বিশ্বজিৎ যজ্ঞে যথাসর্ব্বস্ব দানের চিত্রদর্শনে, বিরাট্ ত্যাগশক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে চিত্রকরের উদ্দেশে আমাদের মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়াছে। তার পর—তৎপুত্র—

যুবরাজ অজের, কি দৈহিক কি আন্তরিক—উভয়বিধ সৌন্দর্য্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছি। স্বয়ংবরক্ষেত্রে ভারতের সহস্র সহস্র নৃপতির মধ্যে যুবরাজ অজকে ইন্দুমতী বরমাল্য অর্পণ করায় যুবরাজের সর্ব্ববিধ মাহাত্ম্যের নিকষ-পরীক্ষা দেখিয়াছি। শেষে সেই যুবরাজ কর্তৃক সহস্রাধিক নৃপতির সহিত যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের চিত্রদর্শনে, রাজপুত্রের অসীম ক্ষমতার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাইয়াছি।—এক কথায়, সমরকৌশলে—দিলীপ ও রঘু অপেক্ষা অজের অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। স্বীয়-সৈন্যগণ বিত্রস্ত ও প্রায় পলায়িত,—কুমার অজ একাকী সব্যসাচী হইয়া বিপক্ষ নৃপতি-বৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। এ যুদ্ধ দৈববলে বলীয়ান্ সিংহের সহিত নহে, বা অজস্র সেনা-বাহিনী লইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক এক জন রাজাকে জয় করা নহে, ইহা অতি বিষম ব্যাপার। একাকী সহস্র সহস্র নৃপতির সহিত একই সময়ে যুদ্ধ।—ইহার নিকট দিলীপ এবং রঘুর বীর্য্যাবদান নিষ্প্রভ না হইলেও অতিপ্রভ নহে।

রঘুবংশের প্রথম কবিতা হইতে এ পর্য্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে—একটা বিষয় বুঝা যায় যে, কবিকেশরী কালিদাস, রঘু-কুলের বর্ণনা করিতে বসিয়া যেন ক্রমে একটা বিশাল, অভ্রংভেদী, নানাগুণ গরিমায় বিমণ্ডিত কল্পনার "পিরামিড" গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সে পিরামিডের এ পর্য্যন্ত যতটা দেখিলাম,—তাহাতে, তাহা ক্রমেই স্তরে স্তরে অধিক উৎকর্ষযুক্ত কারুকার্য্যে খচিত হইতেছে,—পরে হয় ত দেখিতে পাইব,—সে পিরামিড একেবারে সর্ব্ববিষয়ক উৎকর্ষের চরম চূড়ায় বিভূষিত হইয়াছে। কিন্তু তার পর? উন্নতির চরম পরাকাষ্ঠার পর, শেষ সীমার পর কবির সহস্রমুখী কল্পনা-সুন্দরীর গতি কোন্ দিকে হইবে? তাঁহার জগৎ-ব্যাপিনী কল্পনা জগৎ লইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু জগতের শেষ—মেরু-কোটি লঙ্ঘন করিয়া কোথায় যাইবে?—অধীর হইলে চলিবে না। ধীরে ধীরে দেখা যাউক্।

সদয়ং বুভুজে মহাভুজঃ সহসোদ্বেগমিয়ং ব্রজেদিতি।
অচিরোপনতাং স মেদিনীং নবপাণিগ্রহণাং বধূমিব ॥ ৭ ॥
অহমেব মতো মহীপতেরিতি সর্ব্বঃ প্রকৃতিষ্বচিন্তয়ৎ।
উদধেরিব নিম্নগা-শতেষ্বভবন্নাস্য বিমাননা ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥
ন খরো ন চ ভূয়সা মৃদুঃ পবমানঃ পৃথিবীরুহামিব।
স পুরস্কৃত-মধ্যম-ক্রমো নময়ামাস নৃপাননুদ্ধরন্ ॥ ৯ ॥
অথ বীক্ষ্য রঘুঃ প্রতিষ্ঠিতং প্রকৃতিষ্বাত্মজমাত্মবত্তয়া।
বিষয়েষু বিনাশ-ধর্ম্মসু ত্রিদিবস্থেষ্বপি নিঃস্পৃহোঽভবৎ ॥ ১০ ॥
গুণবৎ-সুতরোপিতশ্রিয়ঃ পরিণামে হি দিলীপ-বংশজাঃ।
পদবীং তরুবল্কবাসসাং প্রযতাঃ সংযমিনাং প্রপেদিরে ॥ ১১ ॥

অন্বয়—মহাভুজঃ সঃ (অজঃ) অচিরোপনতাং মেদিনীং নব-পাণিগ্রহণাং বধূম্ ইব,—সহসা (বলাৎকারেণ) ইয়ং (মেদিনী বধূঃ ইব) উদ্বেগং ব্রজেৎ ইতি হেতোঃ সদয়ং বুভুজে ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিষু (মধ্যে) সর্ব্বঃ (অপি) "অহং এব মহীপতেঃ মতঃ" ইতি অচিন্তয়ৎ, উদধেঃ নিম্নগা-শতেষু ইব অস্য (নৃপস্য কর্ত্তুঃ) কচিৎ (অপি) (জনবিষয়ে) বিমাননা ন অভবৎ ॥ ৮ ॥

সঃ (অজঃ) ভূয়সা খরঃ ন, ভূয়সা মৃদুঃ (অপি চ) ন। (কিন্তু) পুরস্কৃতমধ্যমক্রমঃ (সন্) পবমানঃ (বায়ুঃ) পৃথিবীরুহান্ ইব নৃপান্ অনুদ্ধরন্ নময়ামাস ॥ ৯ ॥

অথ রঘুঃ আত্মজম্ (অজম্) আত্মবত্তয়া (অভ্যুদয়ে অপি নির্ব্বিকারমনস্কতয়া) প্রকৃতিষু প্রতিষ্ঠিতং বীক্ষ্য বিনাশ-ধর্ম্মসু (অনিত্যেষু) ত্রিদিবস্থেষু অপি বিষয়েষু (শব্দাদিষু) নিঃস্পৃহঃ অভবৎ ॥ ১০ ॥

দিলীপ-বংশজাঃ হি পরিণামে গুণবৎসুত-রোপিত-শ্রিয়ঃ প্রযতাঃ (চ) (সন্তঃ) তরুবল্কবাসসাং সংযমিনাং পদবীং প্রপেদিরে, (যস্মাৎ, তস্মাৎ অস্য রঘোঃ অপি ইদং নিঃস্পৃহত্বমুচিতম্ এব) ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—নবপরিণীতা মুগ্ধা বধূর ন্যায়, সেই নবাধিগতা ধরিত্রীকে, দীর্ঘবাহু অজ, সহসা কোন উৎপীড়নে বিরক্তি বা উদ্বেগ পাছে জন্মে, চিন্তা করিয়া অতি ধীরহস্তে ও সদয়হৃদয়ে উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

প্রজাপুঞ্জের প্রত্যেকেই ভাবিত—"আমিই মহারাজের অধিক প্রিয়পাত্র।" যত নদীই সাগরে পতিত হউক না কেন, সিন্ধু যেমন কোনো নদীকেই উপেক্ষা করে না, তিনিও সেইরূপ কোনো প্রজাকেই ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট করিতেন না। সকলেই যথাযোগ্য ব্যবহারে প্রীত হইত ॥ ৮ ॥

তাঁহার স্বভাব উগ্র বা অতিশয় মৃদু—ইহার কোনটাই ছিল না, ফলতঃ মধ্যম-গতি অবলম্বন পূর্ব্বক পবন যেমন তরুরাজিকে আনমিত করে, কিন্তু ভগ্ন বা উৎপাটিত করে না, তিনিও তদ্রূপ একেবারে বিধ্বস্ত না করিয়া, প্রতিকূল নৃপতি-দিগকে ক্রমে আনত ও বশীভূত করিয়া লইলেন ॥ ৯ ॥

সম্রাট্ রঘু যখন দেখিলেন যে, পুত্র অজ চারিত্র্য-মাহাত্ম্যে ও আত্ম-নির্ভরতায় প্রজামণ্ডলে অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন তিনি নিজেও অনিত্য সংসারে একান্ত নিঃস্পৃহ হইলেন ; এমন কি—কোন স্বর্গীয় সম্পদেও আর তাঁহার আকাঙ্ক্ষা রহিল না ॥ ১০ ॥

শুধু এই রঘু একা নহেন, দিলীপ-বংশীয় নৃপতিগণ সকলেই পরিণত বয়সে গুণবান্ পুত্রের হস্তে রাজলক্ষ্মীকে অর্পণ করিয়া, তরুলতাবাসী এবং বল্কলধারী সংযত সন্ন্যাসীদিগের পদানুসরণ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—এত বড় কথা, রাজার এত বড় শ্লাঘার পরিচয়সূচক বিবরণ ইতিপূর্ব্বে আর বড় এমন বিশদভাবে কোনো অনার্য কাব্যে দেখি নাই। এক কথায়,—অজ যে শুধু পার্থিব ভূমিখণ্ডের নহে, প্রজাদিগের অপার্থিব হৃদয়-রাজ্যেরও রাজা ছিলেন, তাহা কবি দেখাইয়া দিলেন ॥ ৮ ॥

তমরণ্যসমাশ্রয়োন্মুখং শিরসা বেষ্টন-শোভিনা সুতঃ।
পিতরং প্রণিপত্য পাদয়োরপরিত্যাগমযাচতাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

রঘুরশ্রুমুখস্য তস্য তৎ কৃতবানীপ্সিতমাত্মজপ্রিয়ঃ।
ন তু সর্প ইব ত্বচং পুনঃ প্রতিপেদে ব্যপবর্জিতাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥

স কিলাশ্রমমন্ত্যমাশ্রিতো নিবসন্নাবসথে পুরাদ্বহিঃ।
সমুপাস্যত পুত্রভোগায়া স্নুষয়েবাবিকৃতেন্দ্রিয়ঃ শ্রিয়া ॥ ১৪ ॥

প্রশমস্থিতপূর্ব্বপার্থিবং কুলমভ্যুদ্যতনূতনেশ্বরম্।
নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলামুদিতার্কেণ সমারুরোহ তৎ ॥ ১৫ ॥

যতি-পার্থিবলিঙ্গধারিণৌ দদৃশাতে রঘু-রাঘবৌ জনৈঃ।
অপবর্গমহোদয়ার্থয়োর্ভুবমংশাবিব ধর্ম্ময়োর্গতৌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—অরণ্য-সমাশ্রয়োন্মুখং পিতরং তং (রঘুং) সুতঃ (অজঃ) বেষ্টন-শোভিনা শিরসা পাদয়োঃ প্রণিপত্য আত্মনঃ অপরিত্যাগম্ (মাং পরিত্যজ্য ন গন্তব্যম্ ইতি) অযাচত ॥ ১২ ॥

আত্মজ-প্রিয়ঃ রঘুঃ অশ্রুমুখস্য তস্য (অজস্য) তৎ (অপরিত্যাগরূপম্) ঈপ্সিতং কৃতবান্। তু (কিন্তু) সর্পঃ ত্বচম্ ইব ব্যপবর্জ্জিতাং শ্রিয়ং পুনঃ ন প্রতিপেদে ॥ ১৩ ॥

সঃ (রঘুঃ) কিল অন্ত্যম্ আশ্রমং আশ্রিতঃ পুরাৎ বহিঃ আবসথে নিবসন্ অবিকৃতেন্দ্রিয়ঃ (সন্) স্নুষয়া ইব পুত্রভোগ্যয়া শ্রিয়া সমুপাস্যত ॥ ১৪ ॥

প্রশমস্থিতপূর্ব্বপার্থিবম্ অভ্যুদ্যতনূতনেশ্বরং তৎ কুলং (রঘুকুলং) নিভৃতেন্দুনা উদিতার্কেণ (চ) নভসা তুলাং সমারুরোহ ॥ ১৫ ॥

যতিপার্থিবলিঙ্গধারিণৌ রঘু-রাঘবৌ (রঘুঃ অজঃ চ) অপবর্গমহোদয়ার্থয়োঃ (মোক্ষাভ্যুদয়ফলয়োঃ) ধর্ম্ময়োঃ ভুবং গতৌ অংশৌ ইব জনৈঃ দদৃশাতে ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—পিতা বন-গমন করিবেন—শুনিয়া, পুত্র অজ তদীয় চরণে স্বীয় উষ্ণীষভূষিত মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক, "আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না"—বলিয়া বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

পুত্রবৎসল রঘু সজল-নয়ন অজের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু সর্প যেমন পরিত্যক্ত নির্ম্মোকের আর পুনর্গ্রহণ করে না, তদ্রূপ তিনিও পুত্রহস্তে ন্যস্ত রাজ-লক্ষ্মীর আর গ্রহণ করিলেন না ॥ ১৩ ॥

তিনি চরম আশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সংযমন করিয়া, নগরের উপকণ্ঠে এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং পুত্রবধূর ন্যায় পুত্রভোগ্য রাজলক্ষ্মী কর্ত্তৃক সেবিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

প্রাচীন নরপতি রঘু, অস্তগমনোন্মুখ জীবনে শান্তিপথে পদার্পণ করিলেন, এদিকে উদীয়মান নবীন নৃপতি অজ অভ্যুদয়মার্গে আরূঢ় হইলেন; সুতরাং একদিকে চন্দ্র অস্তমিত, অন্যদিকে সূর্য্য উথিত হইলে আকাশমণ্ডলের যেরূপ অবস্থা হয়, রাজকুলেরও ঠিক তেমনই হইল ॥ ১৫ ॥

জগদ্বাসিগণ সেই যতিবেশধারী রঘু এবং রাজবেশধারী রঘুতনয় অজকে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ মোক্ষ-ফল-বিশিষ্ট নিবৃত্তি ও অভ্যুদয়ফলবিশিষ্ট প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের অংশের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—ঠিক এই ভাবই শকুন্তলায় কথশিষ্যের মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন—সে কবিতাটিও এইটির ন্যায় অপূর্ব্ব। তাহার প্রথম চরণ—"যাত্যেকতোঽস্ত-শিখরং পতিরোষধীনাম্"—॥ ১৫ ॥

অজিতাধিগমায় মন্ত্রিভির্যুযুজে নীতিবিশারদৈরজঃ।
অনপায়ি-পদোপলব্ধয়ে রঘুরাপ্তৈঃ সমিয়ায় যোগিভিঃ॥ ১৭॥

নৃপতিঃ প্রকৃতীরবেক্ষিতুং ব্যবহারাসনমাদদে যুবা।
পরিচেতুমুপাংশু ধারণাং কুশপূতং প্রবয়াস্তু বিষ্টরম্॥ ১৮॥

অনয়ৎ প্রভুশক্তিসম্পদা বশমেকো নৃপতীননন্তরান্।
অপরঃ প্রণিধান-যোগ্যয়া মরুতঃ পঞ্চ শরীরগোচরান্॥ ১৯॥

অকরোদচিরেশ্বরঃ ক্ষিতৌ দ্বিষদারম্ভফলানি ভস্মসাৎ।
ইতরো দহনে স্বকর্ম্মণাং ববৃতে জ্ঞানময়েন বহ্নিনা॥ ২০॥

পণবন্ধমুখান্ গুণানজঃ ষড় পাযুঙ্‌ক্ত সমীক্ষ্য তৎফলম্।
রঘুরপ্যজয়ৎ গুণত্রয়ং প্রকৃতিস্থং সমলোষ্টকাঞ্চনঃ॥ ২১॥

অন্বয়।—অজঃ অজিতাধিগমায় (অজিত-পদ-লাভায়) নীতিবিশারদৈঃ মন্ত্রিভিঃ যুযুজে (সংগতঃ)। রঘুঃ (অপি) অনপায়ি-পদোপ-লব্ধয়ে আপ্তৈঃ যোগিভিঃ সমিয়ায়॥ ১৭॥

যুবা নৃপতিঃ (অজঃ) প্রকৃতীঃ অবেক্ষিতুং ব্যবহারাসনম্ আদদে; প্রবয়াঃ (নৃপতিঃ) তু (স্থবিরো রঘুঃ চ) ধারণাং (চিত্তস্য একাগ্রতাং) পরিচেতুম্ (অভ্যসিতুং) উপাংশু (বিজনে) কুশপূতং বিষ্টরং (আদদে)॥ ১৮॥

একঃ (অজঃ) অনন্তরান্ (স্বরাজ্য-পরিতঃস্থিতান্) নৃপতীন্ প্রভুশক্তিসম্পদা বশম্ অনয়ৎ। অপরঃ (রঘুঃ) প্রণিধান-যোগ্যয়া (সমাধিযোগস্য অভ্যাসেন) শরীরগোচরান্ পঞ্চ মরুতঃ (প্রাণাদীন্) (বশঃ অনয়ৎ)॥ ১৯॥

অচিরেশ্বরঃ (অজঃ) ক্ষিতৌ দ্বিষদারম্ভফলানি ভস্মসাৎ অকরোৎ। ইতরঃ (রঘুঃ) জ্ঞানময়েন বহ্নিনা স্বকর্ম্মণাং দহনে (ভস্মীকরণে) ববৃতে॥ ২০॥

অজঃ পণবন্ধ-মুখান্ ষট্ গুণান্ (পণবন্ধঃ সন্ধিঃ, সন্ধি-প্রভৃতীন্) তৎফলং সমীক্ষ্য উপাযুঙ্‌ক্ত। সমলোষ্টকাঞ্চনঃ রঘুঃ অপি গুণত্রয়ং প্রকৃতিস্থং (যথা তথা, বিকারজন্যতয়া) অজয়ৎ॥ ২১॥

বঙ্গার্থ।—রাজা অজ অজিতপূর্ব্ব রাজ্যলাভার্থ নীতিকুশল সচিব-বৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন। আর রাজা রঘুও নির্ব্বাণ-পদ-লাভের আশায় তত্ত্বদর্শী যোগিগণের সহিত সংমিলিত হইলেন॥ ১৭॥

নবীন নৃপতি অজ প্রজাপুঞ্জের সদসৎ পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত ধর্ম্মাসনে আরোহণ করিলেন, আর প্রাচীন নৃপতি রঘুও চিত্তের একাগ্রতা-বিধানের জন্য নির্জ্জনে পবিত্র কুশাসন পরিগ্রহ করিলেন॥ ১৮॥

প্রবল-প্রতাপ অজ একাকীই স্বকীয় রাজ-শক্তির প্রভাবে রাজ্যের উপকণ্ঠবাসী অন্যান্য নরপতিদিগকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। আর তপোনিরত রঘুও সমাধির অভ্যাসদ্বারা দেহস্থ প্রাণ-অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ুকে বশীভূত করিলেন॥ ১৯॥

তরুণ নৃপতি অজ জগতে শত্রুদিগের যত কিছু প্রতিকূল আয়োজন, উদ্যোগ, সে সমস্তই একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিলেন, আর প্রবীণ নৃপতি রঘুও তত্ত্বজ্ঞানরূপ অনলের দ্বারা সংসারে পুনরাগমনের হেতুভূত কর্ম্মসমূহ ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২০॥

নবীন রাজা অজ পরিণামফল চিন্তা করিয়া যথাস্থানে সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ছয় গুণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, আর প্রাচীন রাজা রঘুও লোষ্ট এবং কাঞ্চনে তুল্যদৃষ্টি হইয়া সংযতচিত্তে সত্ত্ব রজঃ তম—এই গুণত্রয়ের জয় করিলেন॥ ২১॥

ন নবঃ প্রভুরাফলোদয়াৎ স্থিরকর্ম্মা বিররাম কর্ম্মণঃ।
ন চ যোগ-বিধের্নবেতরঃ স্থির-ধীরা পরমাত্ম-দর্শনাৎ ॥ ২২ ॥
ইতি শত্রুষু চেন্দ্রিয়েষু চ প্রতিষিদ্ধ-প্রসরেষু জাগ্রতৌ।
প্রসিতাবুদয়াপবর্গয়োরুভয়ীং সিদ্ধিমুভাববাপতুঃ ॥ ২৩ ॥
অথ কাশ্চিদজব্যপেক্ষয়া গময়িত্বা সমদর্শনঃ সমাঃ।
তমসঃ পরমাপদব্যয়ং পুরুষং যোগ-সমাধিনা রঘুঃ ॥ ২৪ ॥
শ্রুত-দেহ-বিসর্জ্জনঃ পিতুশ্চিরমশ্রূণি বিমুচ্য রাঘবঃ।
বিদধে বিধিমস্য নৈষ্ঠিকং যতিভিঃ সার্দ্ধমনগ্নিমগ্নিচিৎ ॥ ২৫ ॥
অকরোৎ স তদৌর্দ্ধদৈহিকং পিতৃভক্ত্যা পিতৃকার্য্যকল্পবিৎ।
ন হি তেন পথা তনুত্যজস্তনয়াবর্জ্জিত-পিণ্ড-কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৬ ॥
স পরার্দ্ধ্যগতেরশোচ্যতাং পিতুরুদ্দিশ্য সদর্থবেদিভিঃ।
শমিতাধিরধিজ্যকার্ম্মুকঃ কৃতবানপ্রতিশাসনং জগৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—স্থিরকর্ম্মা নবঃ প্রভুঃ আফলোদয়াৎ কর্ম্মণঃ ন বিররাম। স্থিরধীঃ নবেতরঃ (প্রবীণঃ) (রঘুঃ) চ আপরমাত্ম-দর্শনাৎ যোগ-বিধেঃ (ঐক্যানুসন্ধানাৎ) ন (বিররাম) ॥ ২২ ॥

ইতি (এবংপ্রকারেণ) প্রতিষিদ্ধ-প্রসরেষু শত্রুষু চ ইন্দ্রিয়েষু চ জাগ্রতৌ, উদয়াপবর্গয়োঃ প্রসিতৌ (আসক্তৌ) উভৌ (অজঃ রঘুঃ চ) উভয়ীং (দ্বিবিধাং, অভ্যুদয়রূপাং অজঃ, মোক্ষরূপাং রঘুঃ) সিদ্ধিম্ (যথাসংখ্যং) অবাপতুঃ ॥ ২৩ ॥

অথ রঘুঃ সমদর্শনঃ (সন্) অজব্যপেক্ষয়া (অজাকাঙ্ক্ষানুরোধেন) কাশ্চিৎ সমাঃ (কতিচিৎ বর্ষাণি) গময়িত্বা যোগ-সমাধিনা পরম্ অব্যয়ং পুরুষম্ (পরমাত্মানম্) আপৎ ॥ ২৪ ॥

অগ্নিচিৎ (আহিতাগ্নিঃ) রাঘবঃ (অজঃ) পিতুঃ শ্রুত-দেহ-বিসর্জ্জনঃ (সন্) চিরং অশ্রূণি বিমুচ্য অস্য (পিতুঃ) অনগ্নিং (অগ্নিসংস্কাররহিতং) নৈষ্ঠিকং বিধিং যতিভিঃ সার্দ্ধং বিদধে ॥ ২৫ ॥

পিতৃকার্য্যকল্পবিৎ সঃ (অজঃ) পিতৃভক্ত্যা তদৌর্দ্ধদৈহিকম্ (কর্ম্ম) অকরোৎ। হি—(তথাহি) তেন পথা (প্রকারেণ) তনুত্যজঃ(পুরুষাঃ) তনয়াবর্জ্জিত-পিণ্ডকাঙ্ক্ষিণঃ ন (ভবন্তি) ॥২৬॥

পরার্দ্ধ্য-গতেঃ পিতুঃ অশোচ্যতাম্ উদ্দিশ্য সদর্থবেদিভিঃ শমিতাধিঃ সঃ (অজঃ) অধিজ্যকার্ম্মুকঃ (সন্) জগৎ অপ্রতিশাসনং (দ্বিতীয়াজ্ঞারহিতং) কৃতবান্ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গার্থ।—কার্য্যের সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত নবীন ভূপতি অজ আরব্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেন না, স্থিরবুদ্ধি প্রাচীন ভূপতি রঘুও পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যোগ-সাধন হইতে বিরত হইলেন না ॥ ২২ ॥

এই প্রকারে তাঁহারা পিতাপুত্রে শত্রু ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের স্বার্থপ্রবৃত্তি নিবারণ করিয়া—(একজন) অজ শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ে এবং (অন্যজন) রঘু মোক্ষবিষয়ে আসক্ত হইলেন এবং উভয়েই অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিলেন ॥ ২৩ ॥

তার পর "সর্ব্বত্র সমদর্শন" রঘু অজের মুখের দিকে চাহিয়া সেইভাবে কয়েক বৎসর কাটাইলেন এবং পরিশেষে যোগবলে নির্গুণ পরমপুরুষের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥

সন্ন্যাসীদিগের শবদেহের অগ্নি-সৎকার করিতে নাই,—এ কথা অজ জানিতেন। যাজ্ঞিক অজ পিতার দেহত্যাগে একান্ত শোকাকুল হইয়া তাই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে একান্ত যতিগণের সহিত পিতৃদেহ—ভূগর্ভে সমাহিত করিলেন ॥ ২৫ ॥

যদিও, রঘুর ন্যায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ দেহ-ত্যাগের পর পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ডাদির আকাঙ্ক্ষা আদৌ করেন না, এ তথ্য অজের অবিদিত ছিল না, তবুও পিতৃভক্তিনিবন্ধন পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় অভিজ্ঞ অজ রঘুর ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৬ ॥

"মুক্তি-প্রাপ্ত পিতার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে"—এই উপদেশ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইলে, পিতৃশোকার্ত্ত অজের মনোবেদনা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল এবং তিনি পুনরায়—শরাসন ধারণপূর্ব্বক অপ্রতিহতপ্রভাবে জগতে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন ॥ ২৭ ॥

ক্ষিতিরিন্দুমতী চ ভামিনী পতিমাসাদ্য তমগ্র্য-পৌরুষম্।
প্রথমা বহু-রত্নসূরভূদপরা বীরমজীজনৎ সুতম্ ॥ ২৮ ॥

দশরশ্মি-শতোপমদ্যুতিং যশসা দিক্ষু দশস্বপি শ্রুতম্।
দশপূর্ব্বরথং যমাখ্যয়া দশকণ্ঠারি-গুরুং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৯ ॥

ঋষিদেবগণস্বধাভুজাং শ্রুতযাগ-প্রসবৈঃ স পার্থিবঃ।
অনৃণত্বমুপেয়িবান বভৌ পরিধের্ম্মুক্ত ইবোষ্ণদীধিতিঃ ॥ ৩০ ॥

বলমার্ত্তভয়োপশান্তয়ে বিদুষাং সংকৃতয়ে বহু শ্রুতম্।
বসু তস্য বিভোর্ন কেবলং গুণবত্তাপি পর-প্রয়োজনা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—ক্ষিতিঃ ভামিনী ইন্দুমতী চ অগ্র্যপৌরুষং তম্ (অজং) পতিম্ আসাদ্য প্রথমা (ক্ষিতিঃ) বহুরত্নসূঃ অভূৎ, অপরা—(ইন্দুমতী) বীরং সুতম্ অজীজনৎ ॥ ২৮ ॥

দশরশ্মি শতোপমদ্যুতিং যশসা দশসু অপি দিক্ষু শ্রুতং দশকণ্ঠারিগুরুং যম্ (সুতম্) আখ্যয়া দশপূর্ব্বরথং বুধাঃ বিদুঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রুত-যাগ-প্রসবৈঃ (অধ্যয়ন-যজ্ঞ-সন্তানৈঃ যথাসংখ্যং) ঋষি-দেবগণ-স্বধাভুজাম্ অনৃণত্বং উপেয়িবান্ সঃ পার্থিবঃ পরিধেঃ মুক্তঃ উষ্ণদীধিতিঃ ইব বভৌ ॥ ৩০ ॥

তস্য বিভোঃ (অজস্য) কেবলং বসু ন (পরপ্রয়োজনং) (বভূব) (কিন্তু) গুণবত্তাপি পরপ্রয়োজনা (বভূব); (তথাহি তস্য অজস্য) বলম্ আর্ত্তভয়োপশান্তয়ে, (তথা) বহু শ্রুতং (ভূরি জ্ঞানং) বিদুষাং সৎকৃতয়ে (বভূব)॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—চির-নবীন ধরিত্রী এবং ললনাকুল-ললাম ইন্দুমতী উভয়েই সেই অমিততেজাঃ অজকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন; এবং তাঁহাদের প্রথম—বসুন্ধরা অনন্ত-রত্নশালিনী হইলেন, আর দ্বিতীয়া—ইন্দুমতী একটি শূরোত্তম পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন ॥ ২৮ ॥

ভূত-ভবিষ্যদ্দর্শী পণ্ডিতগণ পূর্ব্বাপর চিন্তা করিয়া সেই নবজাত পুত্ররত্নের "দশরথ" এই নামকরণ করিলেন। কেন না, তেজঃপুঞ্জময়ী কান্তিতে সে শিশু "দশশতরশ্মি" অর্থাৎ সহস্রকিরণ সূর্য্যের সমতুল এবং উত্তরকালে দশদিক্ তাঁহার যশঃপ্রভায় উজ্জ্বল হইবে; আবার তিনিই কালে দশকণ্ঠ রাবণের নিধনকর্ত্তা পরাৎপর রামচন্দ্রের পিতা হইবেন। সুতরাং এতগুলি দশসংখ্যার সহিত যাঁহার সম্পর্ক, তাঁহার দশরথ নামই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ॥ ২৯ ॥

ক্রমে পৃথিবীপতি সম্রাট্ অজ অধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ ও পুত্রোৎপত্তির দ্বারা যথাক্রমে ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে অনৃণী হইলেন এবং পরিবেশ-বিমুক্ত প্রখরতেজা—মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

সেই নিষ্কাম নরপতি অজের অতুল ধনসম্পত্তিই যে কেবল পরার্থে উৎসৃষ্ট ছিল, তাহা নহে, তদীয় অনর্ঘ গুণরাশিও সতত পরপ্রয়োজনে নিযুক্ত হইত; কেন না—যাহারা নিপীড়িত ও নির্য্যাতিত, তাহাদের দুঃখ দূর করিতেই তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতেন, কদাচ পরপীড়নে সে শক্তি প্রযুক্ত হইত না; এবং তাঁহার যে ভূরি বিদ্যা, তাহাও পণ্ডিতগণের সৎকার-সম্বর্দ্ধনাতেই প্রকাশ পাইত, নতুবা আত্ম-শ্লাঘা বা গর্ব্বপ্রকাশের জন্য তাহা ব্যবহৃত হইত না ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।—এই মহাকাব্যের মধ্যাংশে রাম-রাবণের যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম এবং রাবণ-বধ হইবে,—ক্রমে কবি সে জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

স কদাচিদবেক্ষিতপ্রজঃ সহ দেব্যা বিজহার সুপ্রজাঃ।
নগরোপবনে শচী-সখো মরুতাং পালয়িতেব নন্দনে ॥ ৩২ ॥

অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ শ্রিতগোকর্ণনিকেতমীশ্বরম্।
উপবীণয়িতুং যযৌ রবেরুদয়াবৃত্তিপথেন নারদঃ ॥ ৩৩ ॥

কুসুমৈগ্রথিতামপার্থিবৈঃ স্রজমাতোদ্যশিরো-নিবেশিতাম্।
অহরৎ কিল তস্য বেগবানধিবাস-স্পৃহয়েব মারুতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভ্রমরৈঃ কুসুমানুসারিভিঃ পরিকীর্ণা পরিবাদিনী মুনেঃ।
দদৃশে পবনাবলেপজং সৃজতী বাষ্পমিবাঞ্জনাবিলম্ ॥ ৩৫ ॥

অভিভূয় বিভূতিমার্ত্তবীং মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্।
নৃপতেরমরস্রগাপ সা দয়িতোরুস্তনকোটি-সুস্থিতিম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—অবেক্ষিত-প্রজঃ সুপ্রজাঃ (চ, সুপুত্রকুতভারঃ ইতি ভাবঃ) সঃ (অজঃ) কদাচিৎ দেব্যা (ইন্দুমত্যা) সহ নগরোপবনে নন্দনে শচী-সখঃ মরুতাং পালয়িতা ইব (ইন্দ্রঃ ইব) বিজহার ॥ ৩২ ॥

অথ দক্ষিণোদধেঃ রোধসি শ্রিত-গোকর্ণনিকেতম্ ঈশ্বরং (শিবং) উপবীণয়িতুং নারদঃ (দেবর্ষিঃ) রবেঃ সূর্য্যস্য উদয়াবৃত্তিপথেন যযৌ ॥ ৩৩ ॥

অপার্থিবৈঃ কুসুমৈঃ গ্রথিতাং তস্য (নারদস্য) আতোদ্যশিরোনিবেশিতাং স্রজং (কুসুমমালিকাং) বেগবান্ মারুতঃ অধিবাস-স্পৃহয়া ইব অহরৎ কিল ॥ ৩৪ ॥

কুসুমানুসারিভিঃ ভ্রমরৈঃ পরিকীর্ণা মুনেঃ (নারদস্য) পরিবাদিনী (বীণা) পবনাবলেপজম্ অঞ্জনাবিলং বাষ্পং সৃজন্তী ইব দদৃশে (জনৈরিতি শেষঃ) ॥ ৩৫ ॥

সা অমর-স্রক্ (দিব্যমালিকা) মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্ আর্ত্তবীং বিভূতিম্ অভিভূয় নৃপতেঃ দয়িতোরুস্তনকোটি-সুস্থিতিং আপ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—কুমার দশরথ—ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শচীর সহিত নন্দনবনে বিহার করেন, একদিন মহারাজ অজও সেইরূপ পুত্রের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া পৌরকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের পর নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী মনোরম উদ্যানবাটিকায় ইন্দুমতীকে লইয়া বিহার করিতে গেলেন ॥ ৩২ ॥

তৎকালে সূর্য্যসমপ্রভ দেবর্ষি নারদও দক্ষিণ-সাগরের বেলাতটবর্ত্তী গোকর্ণনামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ভগবান্ মহাদেবকে বীণার সংযোগে আরাধনা করিবার নিমিত্ত ঐ উদ্যানবাটিকার উপর দিয়া আকাশপথে গমন করিতেছিলেন ॥ ৩৩ ॥

সেই আকাশ-বিহারী দেবর্ষির বীণাযন্ত্রের শীর্ষদেশে স্বর্গীয় কুসুমের এক ছড়া সুরভি মালা স্থাপিত ছিল। বেগবান্ বায়ু যেন তাহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়াই তাহাকে উড়াইয়া লইল ॥ ৩৪

ভ্রমরপঙ্ক্তি তখন সেই সমীর-হৃত মালার কুসুমের অনুসরণ করিতে করিতে ছুটিল। তদ্দর্শনে মনে হইল, বুঝি মহর্ষির বীণা পবনকৃত এই অপমান-দুঃখেই অঞ্জন-কলুষিত বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

সেই স্বর্গীয় কুসুম-মালিকার মকরন্দ ও সৌরভের প্রাচুর্য্যে উপবনস্থিত তরুলতাদিগের ঋতুকালজাত বিভবও অভিভূত করিল এবং সেই দিব্যমালা বায়ুভরে গিয়া নরপতির প্রিয়তমা ইন্দুমতীর বিশাল-স্তনাগ্রভাগে পতিত হইয়া নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৬ ॥

বিবরণ।—গোকর্ণ।—উত্তর কানাড়া প্রদেশে কারোয়ার (Karwar) জেলায় এক নাতিবৃহৎ নগর। ইহার বর্ত্তমান নাম "গেণ্ডিয়া" (Gendia)। পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত বর্ত্তমান "গোয়া" হইতে ত্রিশ মাইল দূরে "কারোয়ার" ও "কামতা" (Kumta) জেলার মধ্যস্থলে এই "গোকর্ণ" নগর অবস্থিত এবং এক অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। লঙ্কেশ্বর রাবণ এইস্থানে মহাবালেশ্বর নামক শিব স্থাপন করেন। এই স্থানেই প্রসিদ্ধ শৈব নীলকণ্ঠকে শঙ্করাচার্য্য বিচারে পরাস্ত করেন। বরাহপুরাণানুসারে গোকর্ণ সরস্বতী-সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। (মহা, আদি, অঃ ২১৯; শিব পুঃ, ৩য় খণ্ড অঃ, ১৫; শঙ্কর-দিগ্বিজয় অঃ ১৫; বরাহ পুঃ; অঃ ১৭০; (N. L. D. p. 70) ॥ ৩৩ ॥

ক্ষণমাত্র-সখীং সুজাতয়োঃ স্তনয়োস্তামবলোক্য বিহ্বলা।
নিমিমীল নরোত্তম-প্রিয়া হৃত-চন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥ ৩৭ ॥
বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈল-নিষেক-বিন্দুনা সহ দীপার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্ ॥ ৩৮ ॥
উভয়োরপি পার্শ্ববর্ত্তিনাং তুমুলেনার্ত্তরবেণ বেজিতাঃ।
বিহগাঃ কমলাকরালয়াঃ সমদুঃখা ইব তত্র চুক্রুশুঃ ॥ ৩৯ ॥
নৃপতের্ব্যজনাদিভিস্তমো নুনুদে সা তু তথৈব সংস্থিতা।
প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।—সুজাতয়োঃ স্তনয়োঃ ক্ষণমাত্র-সখীং (সখীম্ ইব স্থিতাং) তাম্ (স্রজং) অবলোক্য (ঈষৎ দৃষ্ট্বা) বিহ্বলা নরোত্তমপ্রিয়া ইন্দুমতী তমসা (রাহুণা) হৃত-চন্দ্রা—কৌমুদী ইব নিমিমীল (মুমোহ)। ৩৭।

করণোজ্ঝিতেন বপুষা নিপতন্তী সা (ইন্দুমতী) পতিম্ অপি অপাতয়ৎ। (তথাহি) তৈল-নিষেক-বিন্দুনা সহ দীপার্চ্চিঃ মেদিনীম্ উপৈতি ননু ॥ ৩৮ ॥

উভয়োঃ পার্শ্ববর্ত্তিনাং (পরিজনানাং) তুমুলেন আর্ত্তরবেণ বেজিতাঃ কমলাকরালয়াঃ বিহগাঃ অপি তত্র (উপবনে) সমদুঃখাঃ ইব চুক্রুশুঃ। ৩৯।

নৃপতেঃ তমঃ (অজ্ঞানং) ব্যজনাদিভিঃ নুনুদে। সা (ইন্দুমতী) তু তথা এব সংস্থিতা (মৃতা)। হি (তথাহি) প্রতিকার-বিধানম্ আয়ুষঃ শেষে সতি ফলায় কল্পতে। ৪০ ॥

বঙ্গার্থ।—নরোত্তম-প্রিয়া ইন্দুমতী স্বকীয় সুন্দর স্তনদ্বয়ের উপর পতিত সেই দিব্যমালিকা দর্শন করিয়াই নিমেষমধ্যে একেবারে অসাড় ও বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং শশাঙ্ক রাহুগ্রস্ত হইলে চন্দ্রিকা যেমন কোথায় অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ ক্ষণমধ্যেই যেন কোথায় মিলাইয়া গেলেন, শুধু তাঁহার গতপ্রাণ কলেবর পড়িয়া রহিল। ৩৭।

হৃদয়েশ্বরীর গতচেতন দেহের সঙ্গে সঙ্গেই নরনাথ অজও ভূতলে পতিত হইলেন। এরূপ হইবারই কথা। কেন না—প্রজ্বলিত দীপশিখা হইতে বিন্দু-পরিমিত তৈল ক্ষরিত হইয়া পড়িলে, সেই সঙ্গে জ্বলন্ত শিখারও কিয়দংশ ভূতলে পতিত হইয়া থাকে। ৩৮।

রাজ-দম্পতির পার্শ্বচর কিঙ্করগণের করুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, তত্রত্য সরোবরবাসী হংসসারসাদি বিহঙ্গগণও যেন সমান দুঃখ অনুভব করিয়াই শোকার্ত্তকণ্ঠে কূজন করিয়া উঠিল। ৩৯।

তার পর, ব্যজনাদি নানা প্রকার শুশ্রূষায় নৃপতির মোহ অপনীত হইল বটে, কিন্তু সেই গতপ্রাণা রাজ-মহিষী সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার আর চৈতন্য হইল না। হায়, আয়ু যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই চিকিৎসা দ্বারা রোগাপনয়ন সম্ভব,—অন্যথা শতচিকিৎসাও কোনরূপ ফলদায়িনী হয় না। ৪০।

তাৎপর্য্য।—সম্রাট্ অজের স্বয়ংবর-লব্ধা ইন্দুমতী, রাজনন্দিনী ইন্দুমতী,—"সমরবিজয়লক্ষ্মী"-রূপিণী ইন্দুমতী চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন। কালিদাস অন্যান্য বর্ণনাপ্রিয় কবিদিগের ন্যায়, ইন্দুমতীর সৌন্দর্য্যের স্রোতস্বৎ বর্ণন করেন নাই; সৌন্দর্য্য-খ্যাপন করিতে গিয়া সুন্দরকে অসুন্দর করিয়া তুলেই নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গতঃ ইন্দুমতীর এক আধটি এমন বিশেষণ দিয়াছেন যে, সেগুলি অতর্কিতভাবে পাঠকের হৃদয়ে ইন্দুমতী-সম্বন্ধে একটা অনুপম রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়া দিয়াছে।—এ অংশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবির নির্ম্মাণদক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

অন্যত্র দেখিতে পাই, কোনো কবি, হয় ত, এক চিকুরের বা দেহের বর্ণনাতেই একটা ব্রহ্মপুত্রবৎ দীর্ঘ সর্গ লিখিয়া বসিয়াছেন। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস করিয়াছেন। কোথায় কতটা বা কতটুকু দরকার, তাহা সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস ছাড়া অনার্ষ কবিকুলের মধ্যে আর বড় কেহ তেমন জানিতেন—বলিলে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়। এ অংশেও কবির কবি কালিদাসের সমকক্ষ দুর্লভ।

বাণীর বরপুত্র কালিদাসের অক্ষয়তূলিকায় বাণীমন্দিরের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধিই হইয়াছে, কুত্রাপি সৌন্দর্য্যহানি ঘটে নাই। তাই নৈষধাদি কাব্যকর্ত্তাদের সহিত তাঁহার তুলনা চলে না। এক কথায় তাঁহার তুলনা তিনিই। ৪০।

প্রতিযোজয়িতব্য-বল্লকী-সমবস্থামথ সত্ত্ববিপ্লবাৎ।
স নিনায় নিতান্তবৎসলঃ পরিগৃহ্যোচিতমঙ্কমঙ্গনাম্ ॥ ৪১ ॥
পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া করণাপায়বিভিন্নবর্ণয়া ।
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং মৃগলেখামুষসীব ॥ ৪২ ॥
বিললাপ স বাষ্প-গদ্গদং সহজামপ্যপহায় ধীরতাম্ ।
অভিতপ্তময়োঽপি মার্দ্দবং ভজতে কৈব কথা শরীরিষু ॥ ৪৩ ॥
কুসুমান্যপি গাত্রসঙ্গমাৎ প্রভবন্ত্যায়ুরপোহিতুং যদি ।
ন ভবিষ্যতি হন্ত সাধনং কিমিবান্যৎ প্রহরিষ্যতো বিধেঃ ॥ ৪৪ ॥
অথবা মৃদু বস্তু হিংসিতুং মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ ।
হিমসেকবিপত্তিরত্র মে নলিনী পূর্ব্ব-নিদর্শনং মতা ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—অথ সত্ত্ব-বিপ্লবাৎ (চৈতন্য-নাশাৎ হেতোঃ) প্রতিযোজয়িতব্য-বল্লকীসমবস্থাম্ অঙ্গনাং নিতান্ত-বৎসলঃ সঃ (অজঃ) পরিগৃহ্য উচিতম্ (চির-পরিচিতম্) অঙ্কং নিনায় ॥ ৪১ ॥

পতিঃ (অজঃ) অঙ্কনিষণ্ণয়া করণাপায়বিভিন্ন-বর্ণয়া তয়া (প্রিয়তময়া) উষসি আবিলাং মৃগলেখাং বিভ্রৎ চন্দ্রমাঃ ইব সমলক্ষ্যত ॥ ৪২ ॥

সঃ (অজঃ) সহজাম্ অপি ধীরতাম্ অপহায় বাষ্প-গদ্গদং বিললাপ। অভিতপ্তং অয়ঃ (লোহং অচেতনং) অপি মার্দ্দবং ভজতে। শরীরিষু (বিষয়ে) কা এব কথা? ॥ ৪৩ ॥

কুসুমানি (অতিমৃদূনি) অপি গাত্রসংগমাৎ আয়ুঃ অপোহিতুং প্রভবন্তি যদি, হন্ত! (বিষাদে) প্রহরিষ্যতঃ বিধেঃ অন্যৎ কিমিব (বস্তু) সাধনং ন ভবিষ্যতি? (সর্ব্বম্ অপি সাধনং ভবিষ্যতি এব) ॥ ৪৪ ॥

অথবা প্রজান্তকঃ (কালঃ) মৃদু বস্তু মৃদুনা (বস্তুনা) এব হিংসিতুম্ আরভতে। অত্র (অস্মিন্ স্থানে) হিমসেক-বিপত্তিঃ নলিনী মে পূর্ব্বনিদর্শনম্ (প্রথমং উদাহরণং) মতা। (দ্বিতীয়ং নিদর্শনং কুসুম-মৃদুঃ ইয়ং ইন্দুমতী) ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ—ছিন্ন-তার বীণায় পুনরায় তন্ত্রী যোজনা করিবার নিমিত্ত তাহা যেমন স্বীয় অঙ্কে তুলিয়া লইতে হয়, তদ্রূপ গতপ্রাণা ইন্দুমতীকে ইন্দুমতী-বল্লভ অজ অতি সন্তর্পণে ধরিয়া স্বকীয় চিরপরিচিত অঙ্কে স্থাপন করিলেন ॥ ৪১ ॥

নিশ্চলেন্দ্রিয়া ইন্দুমতীর বিবর্ণ অঙ্গলতিকা স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়া বিষণ্ণ অজ, ঊষায় মলিন মৃগচিহ্নধারী ক্ষীণপ্রভ মৃগলাঞ্ছনের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

গত-প্রাণা প্রিয়তমার শবদেহ অঙ্কে স্থাপন করিয়া, মহারাজ অজ স্বকীয় প্রকৃতিসিদ্ধ ধৈর্য্য পরিহারপূর্ব্বক বাষ্প বিজড়িত কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অতি কঠিন লৌহও যখন অগ্নি-সন্তাপে বিগলিত হয়, তখন মাংস-শোণিতময় 'দেহধারী মানুষের' আর কথা কি? শোকানলে তাহাও ভস্মীভূত হইবারই কথা ॥ ৪৩ ॥

এত কোমল কুসুমও যদি শরীর-সংস্পর্শমাত্রেই প্রাণ-সংহারে সমর্থ হয়, তবে এ সংসারে নিদারুণ বিধির লোক-সংহারের পক্ষে সকল পদার্থই অনুকূল না হইবে কেন? যে কোনো বস্তুর দ্বারাই কৃতান্ত জীব ধ্বংস করিতে পারেন ॥ ৪৪ ॥

অথবা জগদন্তক কাল কোমল বস্তুর দ্বারাই কোমল বস্তু ধ্বংস করিয়া থাকেন; ইহার দৃষ্টান্ত দূরে অন্বেষণ করিতে হইবে না, শিশিরসম্পাতে কমলিনীর বিনাশই ইহার চূড়ান্ত নিদর্শন ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য।—মহারাজ অজ আজ, তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ধীরতা ত্যাগ করিয়া যখন বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও যেন বিলাপ করিয়া উঠিল। দৃঢ়কায় পর্ব্বতকন্দর হইতে যখন অগ্ন্যুদ্গম হয়, তখন যেমন সেই অগ্ন্যুৎপাতে পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য-জনপদ প্রভৃতিও ভস্মসাৎ হয়, তদ্রূপ দৃঢ়চিত্ত কোশলপতি অজ যখন—"সংসারকর্ম্মে তুমি আমার গৃহিণী, মন্ত্রণায় তুমি আমার সচিব, রহস্যে তুমি আমার প্রাণসমা সখী, ও

স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহা হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হন্তি মাম্।
বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৪৬ ॥
অথবা মম ভাগ্যবিপ্লবাদশনিঃ কল্পিত এষ বেধসা।
যদনেন তরুর্ন পাতিতঃ ক্ষপিতা তদ্‌বিটপাশ্রিতা লতা ॥ ৪৭ ॥
কৃতবত্যসি নাবধীরণামপরাদ্ধেঽপি যদা চিরং ময়ি।
কথমেক-পদে নিরাগসং জনমাভাষ্যমিমং ন মন্যসে ॥ ৪৮ ॥
ধ্রুবমস্মি শঠঃ শুচিস্মিতে! বিদিতঃ কৈতব-বৎসলস্তব।
পরলোকমসন্নিবৃত্তয়ে যদনাপৃচ্ছ্য গতাসি মামিতঃ ॥ ৪৯ ॥
দয়িতাং যদি তাবদন্বগাদ্ বিনিবৃত্তং কিমিদং তয়া বিনা।
সহতাং হৃতজীবিতং মম প্রবলামাত্মকৃতেন বেদনাম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়।—ইয়ং স্রক্ জীবিতাপহা যদি, (তর্হি) হৃদয়ে (মম বক্ষসি) নিহিতা (সতী) মাং কিং ন হন্তি? (তথাহি) ঈশ্বরেচ্ছয়া ক্বচিৎ বিষম্ অপি অমৃতং ভবেৎ (ক্বচিৎ) অমৃতং বা বিষং (ভবেৎ।) (দৈবম্ এব অত্র কারণম্) ॥ ৪৬ ॥

অথবা মম ভাগ্যবিপ্লবাৎ এষঃ (ইয়ং স্রক্) বেধসা অশনিঃ কল্পিতঃ, (অপরঃ বিলক্ষণঃ বজ্রঃ কল্পিতঃ)। যৎ (যস্মাৎ) অনেন অশনিনা তরুঃ (তরুস্থানীয়ঃ অহং) ন পাতিতঃ, (কিন্তু) তদ্বিটপাশ্রিতা লতা (ইন্দুমতী) ক্ষপিতা ॥ ৪৭ ॥

ময়ি চিরং (বহুশঃ) অপরাদ্ধে অপি যদা (যস্মাৎ হেতোঃ) অবধীরণাং ন কৃতবতী অসি, (তস্মাৎ) কথম্ একপদে (তৎক্ষণে) নিরাগসম্ ইমং জনম্ আভাষ্যং ন মন্যসে? ॥ ৪৮ ॥

অয়ি শুচিস্মিতে! (অহং) শঠঃ কৈতববৎসলঃ (ইতি অহং) ধ্রুবং তব বিদিতঃ অস্মি। যৎ (যস্মাৎ) মাম অনাপৃচ্ছ্য ইতঃ পরলোকম্ অসন্নিবৃত্তয়ে গতা অসি ॥ ৪৯ ॥

ইদং মম হৃতজীবিতং তাবৎ দয়িতাম্ (ইন্দুমতীং) অন্বগাৎ যদি (এব)। (তর্হি) তয়া বিনা কিং (কিমর্থং) বিনিবৃত্তম্? (অতএব) আত্মকৃতেন (স্বকৃত-দুষ্কর্মণা) প্রবলাং বেদনাং সহতাম্ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ।—এই কুসুমমালিকাই যদি জীবন-নাশে সমর্থ হয়, তবে, কৈ? এতক্ষণ ইহাকে আমার বক্ষে নিষ্পীড়িত করিয়া রাখিলাম, আমাকে ত বিনাশ করিল না? অথবা বিধির ইচ্ছায় কোথাও বিষ অমৃতে, কোথাও বা অমৃতও বিষে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বজ্রাঘাতে তরু এবং তদাশ্রিতা লতা উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে এই মালাকে বিধাতা এক নূতন প্রকার বিচিত্র বজ্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন। কেন না, এই অভিনব অশনির আঘাতে তরুরূপী আমার কিছুই হইল না, অথচ তদাশ্রিতা লতা ইন্দুমতীর প্রাণনাশ ঘটিল ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর শোকাকুল ইন্দুমতীবল্লভ অঙ্কস্থিতা গত-জীবিতা প্রিয়তমার দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন,—হৃদয়েশ্বরি! আমি শত অপরাধ করিলেও কোন দিন তুমি আমার প্রতি কোন-রূপ অনাদর প্রদর্শন কর নাই। আর আজ বিনা অপরাধে কেন তুমি আমার সহিত আলাপ আপ্যায়ন করিতেছ না? ॥৪৮

মন্দ-হাসিনি! তুমি হয় ত চিরদিনই আমাকে শঠ এবং কপট বলিয়া জানিতে, নতুবা আজ একটা মুখের কথাও না বলিয়া হঠাৎ জন্মের মত ইহসংসার ছাড়িয়া গেলে কেন? ॥৪৯॥

তোমার চৈতন্যলোপের সঙ্গে সঙ্গেই আমারও চৈতন্য-লোপ ঘটিয়াছিল। তখনই ত এ দগ্ধ জীবন তোমার অনু-গমন করিয়াছিল, তবে আবার এ ফিরিয়া আসিল কেন? যেমন তোমাকে ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন তেমনই স্বীয় দুষ্কার্য্যের ফলভোগ করুক, তোমার বিচ্ছেদানলে নিশিদিন পুড়িয়া মরুক ॥ ৫০ ॥

ললিতকলা-বিষয়ে তুমি আমার প্রিয়-শিষ্যা, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আজ তোমাকে হারাইয়া আমি সর্ব্বস্ব হারাইলাম,"—বলিয়া উচ্ছলিত হৃদয়াবেগে কাঁদিতে লাগিলেন, তখন আসমুদ্র হিমাচল ধরণীও তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুরতশ্রমসংভৃতো মুখে ধ্রিয়তে স্বেদলবোদ্গমোঽপি তে।
অথ চাস্তমিতা ত্বমাত্মনা ধিগিমাং দেহভৃতামসারতাম্॥ ৫১॥
মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া কৃতপূর্ব্বং তব কিং জহাসি মাম্।
ননু শব্দ-পতিঃ ক্ষিতেরহং ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ॥ ৫২॥
কুসুমোৎখচিতান্ বলীভৃতশ্চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্।
করভোরু! করোতি মারুতস্ত্বদুপাবর্ত্তন-শঙ্কি মে মনঃ॥ ৫৩॥
তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে! প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে।
জ্বলিতেন গুহাগতং তমস্তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ॥ ৫৪॥
ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং তব বিশ্রান্ত-কথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈক-পঙ্কজং বিরতাভ্যন্তরষট্পদ-স্বনম্॥ ৫৫॥

অন্বয়।—সুরত-শ্রমসংভৃতঃ স্বেদলবোদ্গমঃ অপি তে মুখে ধ্রিয়তে (বর্ত্ততে) অথ চ ত্বম্ আত্মনা (স্বরূপেণ) অস্তং ইতা। (অতঃ) দেহভৃতাম্ ইমাম্ (প্রত্যক্ষাম্) অসারতাং ধিক্॥ ৫১॥

ময়া মনসা অপি তব বিপ্রিয়ং ন কৃতপূর্ব্বং, (তর্হি) কিং (কথং) মাং জহাসি। ননু অহং ক্ষিতেঃ শব্দ-পতিঃ (ন তু অর্থতঃ), ভাব-নিবন্ধনা মে রতিঃ (তু) ত্বয়ি এব (অস্তি)॥৫২॥

অয়ি করভোরু! কুসুমোৎখচিতান্ বলীভৃতঃ ভৃঙ্গরুচঃ তব অলকান্ চলয়ন্ (কম্পয়ন্) মারুতঃ মে মনঃ ত্বদুপাবর্ত্তন-শঙ্কি করোতি॥ ৫৩॥

হে প্রিয়ে! তৎ (তস্মাৎ) আশু মে বিষাদং, নক্তম্ ওষধিঃ জ্বলিতেন তুহিনাদ্রেঃ গুহাগতং তমঃ ইব, প্রতিবোধেন অপোহিতুম্ অর্হসি॥ ৫৪॥

ইদম্ উচ্ছ্বসিতালকং বিশ্রান্তকথং তব মুখং নিশি সুপ্তং বিরতাভ্যন্তর-ষট্পদ-স্বনম্ (নিঃশব্দ-ভৃঙ্গং) একপঙ্কজম্ (অদ্বিতীয়ং পদ্মম্) ইব মাং দুনোতি॥ ৫৫॥

বঙ্গার্থ।—সুন্দরি! তোমার অনিন্দ্য-সুন্দর বদন-কমলে সম্ভোগ-শ্রম-সমুদ্ভূত ঘর্ম্মবিন্দু এখনও বিদ্যমান—আর ইহারই মধ্যে তুমি কোথায় লুকাইলে?—হায় রে! এই ত ক্ষণভঙ্গুর দেহের পরিণাম! ইহাকে ধিক্!॥ ৫১॥

আমি ত কোন দিন মনে মনেও তোমার কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্য করি নাই, ওগো আমার রাজ-লক্ষ্মি! তবে কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে? তুমি কি জান না যে, আমি শুধু নামতঃ পৃথিবীর পতি, কিন্তু আমার যা কিছু আকর্ষণ, যত কিছু অনুরাগ, সে সমস্তই তোমাতে কেন্দ্রীভূত॥ ৫২॥

অয়ি করভোরু! তোমার কুসুমখচিত, ভ্রমর-কৃষ্ণ, তরঙ্গায়িত কুঞ্চিত চূর্ণকুন্তল বায়ুভরে কম্পিত হওয়ায় মনে হইতেছে, তুমি বুঝি আবার ফিরিয়া আসিলে!॥ ৫৩॥

অতএব প্রিয়তমে! জ্যোতির্ম্ময়ী লতিকা যেমন যামিনী-যোগে দীপ্তি বিকিরণপূর্ব্বক হিমালয়ের গুহাসমাগত নিবিড় অন্ধকার বিদূরিত করে, তুমিও তদ্রূপ অবিলম্বে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক আমার বিষাদ-তিমির দূর কর॥ ৫৪॥

হৃদয়রঞ্জিনি! তোমার মুখে একটিও কথা নাই, অথচ সেই মুখেরই উপর বিস্রস্ত চূর্ণকুন্তল ইতস্ততঃ বিচলিত হইতেছে। নিশাকালে নিমীলিত এবং ভ্রমরগুঞ্জন-বিরহিত সুদৃশ্য শতদলের ন্যায় তোমার এ মুখচ্ছবি আমি ত আর দেখিতে পারি না॥ ৫৫॥

তাৎপর্য্য—আজ একে একে কত ঘটনা স্বপ্নের ন্যায় ইন্দুমতীবল্লভের মনে পড়িল। সেই স্বয়ংবর ও স্বয়ংবরান্তে "ইন্দুমতী-নিরাশ" রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধ, সেই রাজলক্ষ্মীর সহিত "সমরবিজয়-লক্ষ্মীর" শুভ সম্মিলন, সেই জীবনের সুখ, সুখের স্বপ্ন, প্রৌঢ়-জীবনের অনন্য-সাধারণ আশ্রয়, রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর সহিত অযোধ্যায় প্রবেশ,—তার পর,—তার পর সেই সুখে, দুঃখে, হর্ষে, বিষাদে—সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে একমাত্র অংশভাগিনী ইন্দুমতীর সেই স্বর্গীয় হৃদয়, অপার্থিব প্রেম, অলৌকিক

শশিনং পুনরেতি শর্ব্বরী দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ কথমত্যন্ত-গতা ন মাং দহেঃ॥ ৫৬॥
নবপল্লবসংস্তরেঽপি তে মৃদু দূয়েত যদঙ্গমর্পিতম্।
তদিদং বিষহিষ্যতে কথং বদ বামোরু! চিতাধিরোহণম্॥ ৫৭॥
ইয়মপ্রতিবোধ-শায়িনীং রশনা ত্বাং প্রথমা রহঃসখী।
গতিবিভ্রম-সাদ-নীরবা ন শুচা নানুমৃতেব লক্ষ্যতে?॥ ৫৮॥
কলমন্যভৃতাসু ভাষিতং কলহংসীষু মদালসং গতম্।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ॥
ত্রিদিবোৎসুকয়াপ্যবেক্ষ্য মাং নিহিতাঃ সত্যমমী গুণাস্ত্বয়া।
বিরহে তব মে গুরুব্যথং হৃদয়ং ন ত্ববলম্বিতুং ক্ষমাঃ॥ ৫৯, ৬০॥

অন্বয়।—শর্ব্বরী শশিনং পুনঃ এতি, দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণং (চক্রবাকং) দয়িতা (চক্রবাকী) (পুনঃ এতি,) ইতি (হেতোঃ) তৌ (চন্দ্রচক্রবাকৌ) বিরহান্তর-ক্ষমৌ; অত্যন্ত-গতা (পুনরাবৃত্তিরহিতা) (ত্বং তু) কথং ন মাং দহেঃ?॥ ৫৬॥

নবপল্লবসংস্তরে অপি অর্পিতং মৃদু তে যৎ অঙ্গং দূয়েত, অয়ি বামোরু! তৎ ইদম্ (অঙ্গং) চিতাধিরোহণং কথং বিষহিষ্যতে—বদ!॥ ৫৭॥

ইয়ং প্রথমা রহঃসখী—গতিবিভ্রম-সাদ-নীরবা রশনা অপ্রতিবোধ-শায়িনীং ত্বাম্ অনু (ত্বয়া সহ) শুচা মৃতা ইব ন লক্ষ্যতে—(ইতি ন, লক্ষ্যতে এব)॥ ৫৮॥

অন্যভৃতাসু (কোকিলাসু) কলং ভাষিতং, কলহংসীষু মদালসং গতং, পৃষতীষু বিলোলম্ ঈক্ষিতং পবনাধূত-লতাসু বিভ্রমাঃ—(ইতি) অমী গুণাঃ (এষু কোকিলাদি-স্থানেষু) ত্রিদিবোৎসুকয়া অপি ত্বয়া মাম্ অবেক্ষ্য সত্যং নিহিতাঃ (সন্তঃ অপি) তব বিরহে গুরুব্যথং মে হৃদয়ম্ অবলম্বিতুং ন তু ক্ষমাঃ (ভবিষ্যন্তি)॥ ৫৯-৬০॥

বঙ্গার্থ।—ইন্দুমতি! বিরহিণী বিভাবরী সুধাকরকে এবং চক্রবাকী তাহার প্রিয়তম চক্রবাককে পুনরায় প্রাপ্ত হয় বলিয়াই, চন্দ্র এবং চক্রবাক—স্ব স্ব হৃদয়বল্লভার বিচ্ছেদ কোনমতে সহ্য করিয়া থাকে, কিন্তু বল ত, তোমার এই চিরবিচ্ছেদ আমি কি করিয়া সহ্য করিব? এ বিচ্ছেদ যে আমাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিবে॥ ৫৬॥

কোমলাঙ্গি! তোমার যে সুকুমার অঙ্গলতিকা নশ্বর নবপল্লবশয্যায় শয়নেও ক্লেশ অনুভব করিত, আজ সেই সুকোমল অঙ্গ কি করিয়া কঠোর শশ্মান-শয্যায় নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিবে?॥ ৫৭॥

আয়ত-নয়নে! একবার দেখ, তোমার সেই প্রথম নির্জ্জন-সখী আমার সহিত রহস্য-বিহারের সাক্ষিস্বরূপিণী এই মেখলা, ত্বদীয় বিলাস-গতির অভাবে কেমন যেন মনোদুঃখে নীরব হইয়া রহিয়াছে। ইহার সে নিক্কণ আর নাই। বুঝি এ রসনাও তোমার শোকে অনুমৃতা হইয়াছে!॥ ৫৮॥

করুণাময়ি! তোমার বিরহ আমি সহ্য করিতে পারিব না—ভাবিয়া তুমি বুঝি স্বর্গধামে যাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া, কোকিলার কণ্ঠে তোমার সুমধুর স্বর, কলহংসীকুলে মদমন্থর গমন, হরিণী-সমূহে বিলাস-চঞ্চল দৃষ্টি এবং বায়ু-বিকম্পিত লতিকায় তোমার চিরনূতন বিলাস অর্পণ করিয়া গিয়াছ। হয়ত এই সমুদয় দর্শনে আমি তোমার অপার বিচ্ছেদ-শোক কথঞ্চিৎ অপনোদন করিতে পারিব, এই তোমার ধারণা। কিন্তু প্রিয়তমে! তোমার দুঃসহ বিরহ-বেদনায় আমি এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছি যে, ঐ সকল গুণ কোন ক্রমেই আমাকে আর সুস্থির করিতে পারিতেছে না॥ ৫৯-৬০॥

সহিষ্ণুতা ও অনুপম পাতিব্রত্য,—সমস্তই আজ অজের হৃদয়ে ছায়ার ন্যায় ভাসিতে লাগিল। প্রশান্ত-গম্ভীর, অতলস্পর্শ বারিধির বক্ষে, যেমন হঠাৎ প্রবল ঝটিকার আবির্ভাবে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তাহার উপর তরঙ্গ, তাহার উপর তরঙ্গ আসিয়া, সেই অনন্ত অম্বুরাশিকেও সংক্ষোভিত করিয়া তুলে, তদ্রূপ আজ, প্রশান্তহৃদয় মহীপতির অন্তঃকরণে, এই সুদীর্ঘ-জীবনের,

মিথুনং পরিকল্পিতং ত্বয়া সহকারঃ ফলিনী চ নম্বিমৌ।
অবিধায় বিবাহসংক্রিয়ামনয়োর্গম্যত ইত্যসাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥
কুসুমং কৃতদোহদস্ত্বয়া যদশোকোঽয়মুদীরয়িষ্যতি।
অলকাভরণং কথং নু তৎ তব নেষ্যামি নিবাপমাল্যতাম্ ॥ ৬২ ॥
স্মরতেব সশব্দনূপুরং চরণানুগ্রহমন্যদুর্লভম ।
অমুনা কুসুমাশ্রুবর্ষিণা ত্বমশোকেন সুগাত্রি! শোচ্যসে ॥ ৬৩ ॥
তব নিঃশ্বসিতানুকারিভির্বকুলৈরর্দ্ধচিতাং সমং ময়া।
অসমাপ্য বিলাস-মেখলাং কিমিদং কিন্নরকণ্ঠি! সুপ্যতে ॥ ৬৪ ॥
সমদুঃখ-সুখঃ সখীজনঃ প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোঽয়মাত্মজঃ।
অহমেকরসস্তথাপি তে ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তি-নিষ্ঠুরঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়।—নমু হে প্রিয়ে! সহকারঃ ফলিনী (প্রিয়ঙ্গু-লতিকা) চ—ইমৌ ত্বয়া মিথুনং পরিকল্পিতম্। অনয়োঃ বিবাহ-সংক্রিয়াম্ অবিধায় (ত্বয়া) গম্যতে ইতি অসাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥

ত্বয়া কৃতদোহদঃ অশোকঃ যৎ কুসুমম্ উদীরয়িষ্যতি, তব অলকাভরণং তৎ (কুসুমং) কথং নু নিবাপমাল্যতাং নেষ্যামি ॥ ৬২ ॥

অয়ি সুগাত্রি! অন্যদুর্লভং স-শব্দ-নূপুরং চরণানুগ্রহং স্মরতা ইব কুসুমাশ্রুবর্ষিণা অমুনা (পুরোবর্ত্তিনা অশোকেন ত্বং শোচ্যসে ॥ ৭৬ ॥

অয়ি কিন্নরকণ্ঠি! তব নিঃশ্বসিতানুকারিভিঃ বকুলৈঃ (ত্বয়া) ময়া সমম্ অর্দ্ধচিতাং বিলাস-মেখলাম্ অসমাপ্য ইদং কিং সুপ্যতে? ॥ ৬৪ ॥

সখীজনঃ সমদুঃখ-সুখঃ, অয়ম্ আত্মজঃ প্রতিপচ্চন্দ্র-নিভঃ অহম্ একরসঃ, তথাপি (জীবিতসামগ্রী-সত্ত্বে অপি) তে ব্যবসায়ঃ (অস্মৎপরিত্যাগাত্মকঃ) প্রতিপত্তি-নিষ্ঠুরঃ (প্রতিভাতি ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গার্থ।—হৃদয়রঞ্জিনি! পুরোবর্ত্তী এই সহকার তরু ও প্রিয়ঙ্গুলতিকা—এতদুভয়কে তুমি দাম্পত্যবন্ধনে সংবদ্ধ করিবে—সংকল্প করিয়াছিলে; দেবি! এক্ষণে ইহাদের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুমি যে চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতেছ, ইহা কি তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে? একবার ভাবিয়া দেখ ॥ ৬১

প্রিয়তমে! অকালে ফুল ফুটাইবার নিমিত্ত তুমি এই পার্শ্ববর্তী অশোকতরুকে পদাঘাতরূপ দোহদ করিয়াছিলে, অচিরেই সে কত প্রসূনে সুশোভিত হইবে। কোথায় সেই সকল কুসুমে তোমার অলকগুচ্ছ বিভূষিত করিব, আর তৎপরিবর্তে, আজ কি না সেই ফুলের মালায় তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে? ॥ ৬২ ॥

কৃশাঙ্গি! একবার চাহিয়া দেখ,—ঐ অশোকতরু, তোমার নূপুর-শিঞ্জন-মুখর চরণতাড়নারূপ অনুগ্রহ অন্যের পক্ষে একান্ত দুর্লভ—মনে করিয়াই যেন তোমার শোকে কুসুমরূপ অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতেছে। প্রেয়সি! তরুরাজি পর্য্যন্ত তোমার শোকে অধীর হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

কিন্নরকণ্ঠি! তোমার নিঃশ্বাস-বায়ুর ন্যায় সুরভি বকুল-ফুলের দ্বারা, এই দেখ, দুই জনে মিলিয়া তোমার যে বিলাস-মেখলা গাঁথিতেছিলাম, তার সবে অর্দ্ধেকটা গাঁথা হইয়াছে; সেই মেখলা সম্পূর্ণরূপে না সমাপ্ত করিয়া কেন এমন অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলে? ॥ ৬৪ ॥

তোমার সুখে সুখী, ব্যথায় ব্যথিতা এই সখীগণ, উদয়োন্মুখ প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় এই তোমার পুত্র, আর অনন্যপরায়ণ এই তোমার স্বামী আমি,—কঠিন-হৃদয়ে! তুমি কি করিয়া এই সব ছাড়িয়া চলিলে? কেন এত নিষ্ঠুর হইলে? ॥ ৬৫ ॥

ইন্দুমতীময় জীবনের কত কথা, কত ঘটনা যুগপৎ উদিত হইয়া তাঁহাকে একান্ত অধীর, প্রাকৃতজনবৎ উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তাই আসমুদ্র ধরণীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর আজ সব ভুলিয়া পাগলের ন্যায়, বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। শোকে, দুঃখে, সুখে, মিলনে, সম্ভোগে, বিরহে, যখনই মানবহৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন তাহার ধীরতা বিলুপ্ত হয়, তাহার কৃত্রিম আবরণ ঘুচিয়া প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়,—আত্মবিস্মৃতি ঘটে। অজ-হৃদয়েরও আজ সেই অবস্থা ॥ ৪৩-৬৭ ॥

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
গতমাভরণ-প্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে॥ ৬৬॥
গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়-শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥ ৬৭॥
মদিরাক্ষি! মদাননার্পিতং মধু পীত্বা রসবৎ কথং নু মে।
অনুপাস্যসি বাষ্প-দূষিতং পরলোকোপনতং জলাঞ্জলিম্॥ ৬৮॥
বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা সুখমেতাবদজস্য গণ্যতাম্।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈর্মম সর্ব্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ॥ ৬৯॥
বিলপন্নিতি কোসলাধিপঃ করুণার্থগ্রথিতং প্রিয়াং প্রতি।
অকরোৎ পৃথিবীরুহানপি স্রুত-শাখারস-বাষ্প-দূষিতান্॥ ৭০॥

অন্বয়।—অদ্য মে ধৃতিঃ অস্তম্ ইতা, রতিঃ চ্যুতা, গেয়ং বিরতম্, ঋতুঃ নিরুৎসবঃ, আভরণ-প্রয়োজনং গতং, শয়নীয়ং পরিশূন্যম্। (ত্বাং বিনা সর্ব্বম্ অপি অধুনা নিষ্ফলম্)॥ ৬৬॥

(ত্বমেব মে) গৃহিণী, সচিবঃ, মিথঃ সখী, ললিতে কলাবিধৌ প্রিয়শিষ্যা (আসীঃ); (এবংবিধাং) ত্বাং হরতা করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা মে কিং ন হৃতম্?—বদ। (সর্ব্বম্ অপি হৃতম্)॥ ৬৭॥

অয়ি মদিরাক্ষি! মদাননার্পিতং রসবৎ মধু (মদ্যং) পীত্বা বাষ্পদূষিতং পরলোকোপনতং মে জলাঞ্জলিং কথং নু অনু (অনন্তরং) পাস্যসি॥ ৬৮॥

বিভবে সতি অপি ত্বয়া বিনা অজস্য এতাবৎ এব সুখং গণ্যতাম্, (কুতঃ?) বিলোভনান্তরৈঃ অহৃতস্য (অনাকৃষ্টস্য) মম সর্ব্বে বিষয়াঃ ত্বদাশ্রয়াঃ (ত্বদধীনাঃ)॥ ৬৯॥

কোসলাধিপঃ (অজঃ) প্রিয়াং প্রতি (উদ্দিশ্য) ইতি করুণার্থগ্রথিতং (যথা তথা) বিলপন্ পৃথিবীরুহান্ অপি স্রুত-শাখা-রস-বাষ্প দূষিতান্ অকরোৎ॥ ৭০॥

বঙ্গার্থ।—ইন্দুমতি! আজ আমি সর্ব্বস্বহীন হইলাম। আজ আমার চিরদিনের মত ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল, আমোদ-আহ্লাদ অনুরাগ বিলুপ্ত হইল, জীবনের সঙ্গীত ফুরাইল, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুর ভোগ-সুখ লুকাইল, সাজ-সজ্জার প্রয়োজন শেষ হইল;—আর,—আজ আমার বড় সুখের, বড় সাধের শয্যা—জন্মের মত শূন্য হইল!॥ ৬৬॥

লক্ষ্মি! তুমি আমার কি না ছিলে? তুমি আমার সংসারকর্ম্মে গৃহিণী, মন্ত্রণায় সচিব, রহস্যালাপে প্রিয়সখী এবং নৃত্যগীতাদি ললিত কলাবিদ্যায় তুমি আমার প্রিয়-শিষ্যা ছিলে, অথবা এক কথায় তুমি আমার সর্ব্বস্ব! ইন্দুমতি! অকরুণ কাল তোমাকে হরণ করিয়া,—বল, আমার কি—না হরণ করিল?॥ ৬৭॥

ইন্দুমতি! তোমার উন্মাদ-জনিকা নয়নের কান্তি আমি যে জীবনেও ভুলিতে পারিব না! এত দিন আমার বদনোচ্ছিষ্ট ও পীতাবশিষ্ট মধু পান করিয়া আজ কি প্রকারে, পরলোকে মদীয় নয়নজল-দূষিত জলাঞ্জলি পান করিবে?॥ ৬৮॥

প্রিয়তমে! ইহা স্থির জানিও যে, যত সুখ যত সম্পদ্ই থাকুক না কেন, এক তোমার অভাবে, আজ হইতে অজের সব শেষ হইল! সংসারে এমন কিছুই আর রহিল না, যদ্দারা অজের হৃদয় আকৃষ্ট হইতে পারে! কেন না, অজের সমস্ত সুখ-সম্পদ্ই যে তোমার সত্তায় বিজড়িত ছিল, তাহা ত তুমিও জানিতে!॥ ৬৯॥

এই প্রকারে তার-কণ্ঠে ও বাষ্পদিগ্ধ-নয়নে প্রিয়তমার উদ্দেশে বিলাপ করিতে করিতে, কোসলরাজ অজ যেন সেই উদ্যান-বাটিকার বৃক্ষবল্লরী পর্য্যন্তকেও বিচলিত করিয়া তুলিলেন। তাহাদের সমীরকম্পিত শাখা হইতে বিন্দু বিন্দু মকরন্দ বর্ষণ হওয়ায় মনে হইল, তাহারাও যেন কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইতেছে॥ ৭০॥

তাৎপর্য্য।—কোসলেশ্বর অজের বিলাপে অচেতন তরুলতা পর্য্যন্তও যেন কাঁদিয়া উঠিল। একবার দেখিয়াছি,—বিরহী যক্ষের অসহ্য বিরহ-বেদনায় যেন চেতন-অচেতন—সমস্ত জগৎ কাঁদিয়াছিল। আবার এই দেখিলাম। এমন

অথ তস্য কথঞ্চিদঙ্কতঃ স্বজনস্তামপনীয় সুন্দরীম্ ।
বিসসর্জ্জ তদন্ত্যমণ্ডনামনলায়াগুরুচন্দনৈধসে ॥ ৭১ ॥
প্রমদামনু সংস্থিতঃ শুচা নৃপতিঃ সন্নিতি বাচ্য-দর্শনাৎ
ন চকার শরীরমগ্নিসাৎ সহ দেব্যা ন তু জীবিতাশয়া ॥ ৭২ ॥
অথ তেন দশাহতঃ পরে গুণশেষামুপদিশ্য ভামিনীম্
বিদুষা বিধয়ো মহর্দ্ধয়ঃ পুর এবোপবনে সমাপিতাঃ ॥ ৭৩ ॥
স বিবেশ পুরীং তয়া বিনা ক্ষণদাপায়-শশাঙ্ক-দর্শনঃ
পরিবাহমিবাবলোকয়ন্ স্বশুচঃ পৌরবধূ-মুখাশ্রুষু ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়।—অথ স্বজনঃ তস্য (অজস্য) অঙ্কতঃ কথঞ্চিৎ অপনীয় তদন্ত্য-মণ্ডনাং তাং সুন্দরীম অগুরুচন্দনৈধসে অনলায় বিসসর্জ্জ ॥ ৭১ ॥

নৃপতিঃ (অজঃ) সন্ (অপি) (বিদ্বান্ অপি) শুচা প্রমদাম্ অনু (প্রমদয়া সহ) সংস্থিতঃ (মৃতঃ) ইতি বাচ্যদর্শনাৎ (স) দেব্যা সহ শরীরম্ অগ্নিসাৎ ন চকার, জীবিতাশয়া তু ন॥৭২॥

অথ বিদুষা (শাস্ত্রজ্ঞেন) তেন (অজেন) গুণশেষাং ভামিনীম্ (ইন্দুমতীম্) উপদিশ্য (উদ্দিশ্য) দশাহতঃ (দশভ্যঃ দিনেভ্যঃ) পরে (কর্ত্তব্যাঃ) মহর্দ্ধয়ঃ বিধয়ঃ (শ্রাদ্ধক্রিয়াঃ) পুরঃ উপবনে এব সমাপিতাঃ ॥ ৭৩ ॥

তয়া (ইন্দুমত্যা) বিনা ক্ষণদাপায়-শশাঙ্কদর্শনঃ সঃ (অজঃ) পৌরবধূমুখাশ্রুষু স্বশুচঃ পরিবাহম্ ইব অবলোকয়ন্ পুরীং বিবেশ ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর আত্মীয়-স্বজনে, শোকাকুল অজের অঙ্ক হইতে অতিকষ্টে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়া অগুরু-চন্দনাদি-প্রদীপ্ত অনল-শয্যায় বিসর্জ্জন করিল। সেই প্রাণহারিণী দেবর্ষির স্বর্গীয় মালাই রাজ-মহিষীর অন্তিম আভরণ হইল ॥ ৭১ ॥

নরনাথ অজ রাজাধিরাজ হইয়াও শোকাবেগে পত্নীর সহগমন করিলেন—এই অপবাদ-শঙ্কায় ইন্দুমতী-বল্লভ প্রিয়তমার সহিত স্বদেহ ভস্মীভূত করিলেন না। নতুবা, জীবন-ধারণে তাঁহার আর বিন্দুমাত্রও স্পৃহা ছিল না॥ ৭২ ॥

অনন্তর দশ দিনে অশৌচান্ত হইলে মহারাজ অজ, সেই উদ্যান-বাটিকাতেই অনন্ত-গুণ-স্মরণীয়া—ইন্দুমতীর আদ্যক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন॥ ৭৩ ॥

তার পর তাদৃশী প্রিয়তমার বিচ্ছেদে পাণ্ডুরাকৃতি রাজা একাকী—যখন রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া—প্রভাতকালীন প্রভাহীন পাণ্ডুবর্ণ শশাঙ্কের ম্লান মূর্ত্তি চক্ষে ভাসিতে লাগিল। নরনাথ দেখিলেন—পুরবধূদিগের বদনে যেন তাঁহারই শোকের প্রবাহ অশ্রুরূপে বহিয়া যাইতেছে ॥ ৭৪ ॥

করিয়া স্থাবর-জঙ্গমের সমভাবে আকুলতা অন্যত্র পাই না। কালিদাস, পৃথিবীর মধ্যে যে বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্করী, যাহার স্মরণেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, সই অপ্রত্যাশিত বিপদে অজকে পাতিত করিয়া, জগতে দুঃসহ বেদনার একটা খরস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া দিলেন।

ক্রন্দন বা বিলাপ প্রভৃতি, সংসারের প্রত্যেককেই, নানা কারণে, কখনো-না-কখনো করিতে হয়ই। কিন্তু সেই ক্রন্দন বিলাপের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ অরুন্তুদ, সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়দ্রাবী, কালিদাস তাহারই বর্ণন করিলেন। সকল বিষয়েই যেটি সর্ব্বাংশে সর্ব্বোত্তম, সেইটিই কালিদাসের বর্ণনীয় ছিল। সুখের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়-বিমোহন, দুঃখের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা যাতনাদায়ক, সেই দুই-ই তাঁহার সমান বর্ণনার বিষয়। তিনি দুঃখ বর্ণনা করিতেন, কিন্তু সৌন্দর্য্যহীন দুঃখ কল্পনাও করিতেন না। যে দুঃখে চমৎকারিত্ব নাই, যে রোদনে পৃথিবী রোদন করিবে না, যে বিলাপে পাষাণ গলিবে না,—সে দিকে তাঁহার কল্পনার কটাক্ষপাত হইত না ॥ ৭০ ॥

মহারাজ অজ যৌবনের প্রারম্ভে, বিদর্ভরাজের উদ্যান-বাটিকায় যে অনর্ঘ্য রত্ন লাভ করিয়াছেন, আজ অযোধ্যার উদ্যান-বাটিকায় সেই রত্নের বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি বাষ্পগুণ্ঠিত কণ্ঠে ও শূন্য-হৃদয়ে রাজলক্ষ্মী-শূন্য বিষাদ-কালিমাবৃত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ইন্দুমতী-বিহীন হইয়া রাজপুরীতে এই তাঁহার প্রথম প্রবেশ! উৎসবদায়িনী রজনীর অবসানে,

অথ তং সবনায় দীক্ষিতঃ প্রণিধানাদ্ গুরুরাশ্রমস্থিতঃ।
অভিষঙ্গ-জড়ং বিজজ্ঞিবানিতি শিষ্যেণ কিলান্ববোধয়ৎ ॥ ৭৫ ॥

অসমাপ্তবিধির্যতো মুনিস্তব বিদ্বানপি তাপকারণম্।
ন ভবন্তমুপস্থিতঃ স্বয়ং প্রকৃতৌ স্থাপয়িতুং পথশ্চ্যুতম্ ॥ ৭৬ ॥

ময়ি তস্য সুবৃত্ত! বর্ত্ততে লঘু-সন্দেশ-পদা সরস্বতী।
শৃণু বিশ্রুতসত্ত্ব-সার! তাং হৃদি চৈনামুপধাতুমর্হসি ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়।—অথ সবনায় দীক্ষিতঃ আশ্রমস্থিতঃ গুরুঃ তম্ (অজম্) অভিষঙ্গ-জড়ং প্রণিধানাদ্ বিজজ্ঞিবান্ (সন্) ইতি (বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ) শিষ্যেণ অন্ববোধয়ৎ কিল ॥ ৭৫ ॥

যতঃ (হেতোঃ) মুনিঃ (বশিষ্ঠঃ) অসমাপ্তবিধিঃ,(ততঃ) তব তাপকারণং বিদ্বান্ অপি পথঃ চ্যুতং ভবন্তং প্রকৃতৌ স্থাপয়িতুং স্বয়ং ন উপস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥

হে সুবৃত্ত! লঘু-সন্দেশ-পদা তস্য (মুনেঃ) সরস্বতী (বাক্) ময়ি বর্ত্ততে। হে বিশ্রুত-সত্ত্ব সার! তাং (সরস্বতীং) শৃণু, এনাং হৃদি উপধাতুং চ অর্হসি ॥ ৭৭ ॥

বঙ্গার্থ।—কুলগুরু বশিষ্ঠ স্বীয় আশ্রমে একটি যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন এবং ধ্যানবলে শোকাকুল অজের এই বিমূঢ় অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই নিজে আসিতে না পারিয়া একজন শিষ্যের মুখে নিম্নলিখিত প্রবোধবাক্যগুলি বলিয়া পাঠাইলেন ॥ ৭৫ ॥

সেই মহর্ষিশিষ্য নিজেও একজন ঋষি। তিনি রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"রাজন্! মহর্ষি এখন যজ্ঞ-দীক্ষিত, যজ্ঞ-সমাপনের এখনও বিলম্ব আছে। তাই আপনার এই ঘোর দুর্ব্বিপাকের কারণ জানিয়াও আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিতে স্বয়ং আসিয়া উঠিতে পারিলেন না ॥ ৭৬ ॥

হে সদাচার! আপনার সেই গুরুদেবের গুটিকতক অতি সংক্ষিপ্ত উপদেশ-বাক্য আমি বহন করিয়া আনিয়াছি। আপনি ধৈর্য্যশালিগণের অগ্রণী, ধীরতা অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই কথাগুলি শ্রবণ করুন এবং হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখুন ॥ ৭৭ ॥

রজনী-পতি সুধাকরের যেমন সমস্ত জ্যোতিঃ তিরোহিত হয়, কেবল তাঁহার নিষ্প্রভ দেহে শশচিহ্ন-মলিন একটা পাণ্ডুচ্ছায়া থাকিয়া যায়, তদ্রূপ আজ ইন্দুমতী-বল্লভের দেহেরও সমস্ত তেজঃ, সমস্ত লাবণ্য যেন তিরোহিত হইল, কেবল গুরু শোক-কৃত কালিমার একটা গাঢ় আবরণ যেন তদীয় কলেবরে পড়িয়া রহিল। যত কিছু বিলাপ, ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ—সে সমস্তই অজ উদ্যান-বাটিকায় ইন্দুমতীর শবদেহ অঙ্কে লইয়া করিয়াছেন। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম হইয়া গিয়াছে, সে আগুনে—সে অনল-প্রবাহে দশদিক্ স্থাবর-জঙ্গম পুড়িয়া গিয়াছে। এখন অজ অন্তঃপুরে ফিরিলেন। অগ্নিগর্ভ শমীতরুর ন্যায় এখন নিজেই পুড়িতে লাগিলেন। বহিরাকারে—যতটা সম্ভব প্রকাশ হইল, কিন্তু কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে তিনি আর ধরা দিলেন না। প্রণয়ীর কর্ত্তব্য শেষ করিয়া রাজার কর্ত্তব্যে আবার শূন্য হৃদয়ে ব্যাপৃত হইলেন। কালিদাসের এ আলেখ্য যত দেখি, ততই আরও দেখিতে সাধ যায় ॥ ৭৪ ॥

তাৎপর্য্য।—উদ্যান বাটিকায় ইন্দুমতীকে চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিয়া, এবং পাষাণ-দ্রাবী বিলাপে স্থাবর-জঙ্গম-জগৎকে কান্দাইয়া অজ প্রাসাদে ফিরিয়াছেন। প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতি যেন বাহতঃ কতকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু অভ্যন্তর তাঁর এখনও বড়-না আন্দোলিত হইতেছে।—দুর্ব্বল, পাণ্ডুবর্ণ অজের বহিরাকারে তদীয় হৃদয়ের যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ অনুমিত হইলেও, নৃপতির কঠোর ও বেদনাপূর্ণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে অজকে কতকটা শান্ত ভাব অন্ততঃ দেখাইতে হইতেছে। তাই কবি "ক্ষণদাপায়-শশাঙ্কদর্শন" এই একটি বিশেষণে ভাগ্যহীন নৃপতির কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। প্রাসাদ-প্রবেশের পর, অজ-হৃদয়ের শোচনীয় অবস্থা সাধারণ-নয়নে ততটা প্রতিফলিত না হইলেও, দূরে, তপোবনে যজ্ঞদীক্ষিত সর্ব্বজ্ঞ গুরু বশিষ্ঠের জ্ঞান-নেত্রে তাহা সম্যক্ প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তাই তিনি নিজে আসিতে না পারিয়া শিষ্যমুখে কতকগুলি প্রবোধ-বাক্য অজকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

কালিদাসের সৃষ্ট পাত্র-সমূহে দেখিতে পাই, কোথাও কোন কারণে,—শোকে, মোহে, হর্ষে, বিষাদে—কিছুতেই কেহ কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন নহেন। রাজবাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজা রাজার কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিলেন। যথাসময়ে

পুরুষস্য পদেষ্বজন্মনঃ সমতীতঞ্চ ভবচ্চ ভাবি চ
স হি নিষ্প্রতিঘেন চক্ষুষা ত্রিতয়ং জ্ঞানময়েন পশ্যতি ॥ ৭৮ ॥

চরতঃ কিল দুশ্চরং তপস্তৃণবিন্দোঃ পরিশঙ্কিতঃ পুরা।
প্রজিঘায় সমাধিভেদিনীং হরিরস্মৈ হরিণীং সুরাঙ্গনাম্ ॥ ৭৯ ॥

স তপঃপ্রতিবন্ধমন্যুনা প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্ ।
অশপদ্ভব মানুষীতি তাং শমবেলা-প্রলয়োর্ম্মিণা ভুবি ॥ ৮০ ॥

ভগবন্! পরবানয়ং জনঃ প্রতিকূলাচরিতং ক্ষমস্ব মে।
ইতি চোপনতাং ক্ষিতিস্পৃশং কৃতবানা সুরপুষ্প-দর্শনাৎ ॥ ৮১

অন্বয় ।—অজন্মনঃ পুরুষস্য পদেষু (ত্রিভুবনেষু অপি) সমতীতং চ ভবৎ চ ভাবি চ (ভূতং বর্ত্তমানং ভবিষ্যৎ চ ইতি) ত্রিতয়ং সঃ (মুনিঃ) নিষ্প্রতিঘেন জ্ঞানময়েন চক্ষুষা পশ্যতি হি ॥ ৭৮ ॥

পুরা কিল দুশ্চরং তপঃ চরতঃ তৃণবিন্দোঃ (তৃণবিন্দুনামকাৎ ঋষেঃ) পরিশঙ্কিতঃ হরিঃ (ইন্দ্রঃ) সমাধিভেদিনীং হরিণীং (নাম) সুরাঙ্গনাম্ অস্মৈ (তৃণবিন্দবে) প্রজিঘায় ॥ ৭৯ ॥

সঃ (মুনিঃ) শমবেলাপ্রলয়োর্ম্মিণা তপঃপ্রতিবন্ধ-মন্যুনা (হেতুনা) প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাং তাং (হরিণীং) ভুবি মানুষী ভব—ইতি অশপৎ ॥ ৮০ ॥

হে ভগবন্! অয়ং জনঃ (অয়মিতি আত্ম-নির্দ্দেশঃ) পরবান্, মে প্রতিকূলাচরিতং ক্ষমস্ব—ইতি (অনেন প্রকারেণ) উপনতাং চ হরিণীং (সঃ ঋষিঃ) আ-সুর-পুষ্প-দর্শনাৎ ক্ষিতিস্পৃশং কৃতবান্ ॥ ৮১ ॥

বঙ্গার্থ।—ত্রিবিক্রমরূপী সেই পুরাতন পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর পদত্রয়ে অর্থাৎ ত্রিজগতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সমস্ত বিষয়ই আপনার গুরুদেব অপ্রতিহত জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পান ॥ ৭৮ ॥

রাজন্! তিনি বলিলেন—পুরাকালে তৃণবিন্দু নামে এক জন ঋষি অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, তাঁহার দুশ্চর তপস্যা দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র স্বপদ-নাশ-শঙ্কায় আশঙ্কিত হইয়া, হরিণী নাম্নী এক শ্রীমতী সুর-কামিনীকে, তৃণবিন্দুর তপস্যা ভঙ্গের নিমিত্ত প্রেরণ করেন ॥ ৭৯ ॥

সেই সুরাঙ্গনা হরিণী গিয়া তৃণবিন্দুর পুরোভাগে নানারূপ হাব-ভাব-বিভ্রমাদি দ্বারা তপোবিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তপোরত ঋষির শান্তিময় হৃদয়-সমুদ্রে ক্রোধরূপ প্রবল প্রলয়কালবৎ তরঙ্গ উত্থিত হইল,—এবং "তুই মর্ত্তে অধঃপতিত হইয়া কোনো মানুষের পত্নীরূপে বিচরণ কর,—গিয়া"—বলিয়া ঋষি তাহাকে অভিশাপ দিলেন ॥ ৮০ ॥

তখন সেই অভিশপ্তা ললনা ঋষির পদতলে পড়িয়া সজল-নয়নে ও কাতর বচনে কহিল—"ভগবন্! এ দাসী পরের অধীন, পরের আদেশেই এই কার্য্য করিয়াছে, ইহার অপরাধ মার্জ্জনা করুন্।" —তচ্ছ্রবণে দয়ালু তৃণবিন্দুও তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"যত দিন স্বর্গীয় কুসুম তোমার নয়নপথে না পড়িবে, তত দিন তোমাকে পৃথিবীতে থাকিতে হইবে। দিব্য-কুসুম-দর্শনের পর তুমি মুক্তিলাভ করিবে" ॥ ৮১ ॥

বশিষ্ঠ গুরুর কর্ত্তব্য করিলেন; কিন্তু গুরুর কর্ত্তব্য করিতে যাইয়া তিনি ঋষির কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। যজ্ঞভঙ্গ করিয়া নিজেই গৃহী গুরুর ন্যায় তাড়াতাড়ি রাজবাড়ীতে ছুটিয়া আসিলেন না।

ইন্দুমতীর বিয়োগমাত্রেই বশিষ্ঠ উপদেশ প্রেরণ করেন নাই। কেন না, আহতহৃদয় অজের বিলাপাদির দ্বারা কথঞ্চিৎ শোকাপনোদন না হইলে সে হৃদয়ে উপদেশ স্থান পাইবে না বর্ষার প্লাবনে তড়াগাদি যখন কাণায় কাণায় ভরিয়া যায়, তখন তাহার পাড় কাটিয়া কতকটা জল বাহির করিয়া না দিলে, তাহা রক্ষা করা যায় না। তাই বশিষ্ঠ বিলাপাদি দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ অজের নিকটে, রাজবাড়ীতে উপদেশ পাঠাইলেন; বাগান-বাড়ীতে পাঠান নাই ॥ ৭৬-৭৭ ॥

ক্রথ-কৈশিক-বংশসম্ভবা তব ভূত্বা মহিষী চিরায় সা।
উপলব্ধবতী দিবশ্চ্যুতং বিবশা শাপনিবৃত্তি-কারণম্ ॥ ৮২ ॥
তদলং তদপায়-চিন্তয়া বিপদুৎপত্তিমতামুপস্থিতা।
বসুধেয়মবেক্ষ্যতাং ত্বয়া বসুমত্যা হি নৃপাঃ কলত্রিণঃ ॥ ৮৩ ॥
উদয়ে মদবাচ্যমুজ্ঝতা শ্রুতমাবিষ্কৃতমাত্মবত্ত্বয়া।
মনসস্তদুপস্থিতে জ্বরে পুনরক্লীবতয়া প্রকাশ্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥
রুদতা কুত এব সা পুনর্ভবতা নানুমৃতাপি লভ্যতে।
পরলোকজুষাং স্বকর্ম্মভির্গতয়ো ভিন্ন-পথা হি দেহিনাম্ ॥ ৮৫ ॥
অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনীমনুগৃহ্ণীষ্ব নিবাপ-দত্তিভিঃ।
স্বজনাশ্রু কিলাতিসন্ততং দহতি প্রেতমিতি প্রচক্ষতে ॥ ৮৬ ॥

অন্বয়।—ক্রথকৈশিক-বংশ-সম্ভবা সা (হরিণী) তব মহিষী ভূত্বা চিরায় দিবঃ চ্যুতং শাপ-নিবৃত্তি-কারণম্ (সুরপুষ্পরূপম্) উপলব্ধবতী বিবশা (অভূৎ) (মৃতা) ॥ ৮২ ॥

তৎ (তস্মাৎ) তদপায়চিন্তয়া অলম্। (যতঃ) উৎপত্তিমতাং বিপদ্ উপস্থিতা। (জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ)। ত্বয়া ইয়ং বসুধা অবেক্ষ্যতাম্। হি (যতঃ) নৃপাঃ বসুমত্যা কলত্রিণঃ (ভবন্তি) ॥ ৮৩ ॥

উদয়ে (সতি) মদবাচ্যম্ উজ্ঝতা ত্বয়া (যৎ) আত্মবৎ শ্রুতম্ (জ্ঞানম্) আবিষ্কৃতং, তৎ (শ্রুতং) মনসঃ জ্বরে উপস্থিতে অক্লীবতয়া (দৃঢ়তয়া) পুনঃ প্রকাশ্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥

রুদতা ভবতা সা কুতঃ এব লভ্যতে। অনুমৃতা অপি (ভবতা) পুনঃ ন (লভ্যতে)। পরলোকজুষাং দেহিনাং গতয়ঃ (গম্যস্থানানি) স্বকর্ম্মভিঃ (স্বকৃতপুণ্যপাপৈঃ) ভিন্ন-পথাঃ হি (ভবন্তি) ॥ ৮৫ ॥

(অতএব) অপশোকমনাঃ (সন্) কুটুম্বিনীং নিবাপ-দত্তিভিঃ অনুগৃহ্ণীষ্ব। (অন্যথা) অতি-সন্ততং স্বজনাশ্রু (কর্তৃ) প্রেতং দহতি—ইতি প্রচক্ষতে (মন্বাদয়ঃ) কিল ॥ ৮৬ ॥

বঙ্গার্থ।—নরনাথ। সেই অভিশপ্তা হরিণী ক্রথকৈশিকবংশে ইন্দুমতীরূপে জন্ম-গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনার মহিষী হইয়াছিলেন। এতদিন পরে, তাঁহার শাপ-বিমোচনের হেতুভূত স্বর্গচ্যুত কুসুম দর্শনে হতজ্ঞান হইয়া তিনি চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৮২ ॥

অতএব, রাজন্! সেই দিব্যকামিনীর মরণচিন্তায় আর কোনই লাভ নাই। জন্ম হইলেই মৃত্যু নিশ্চিত; এ স্থলে তাহার ব্যতিচার হইবে কেন? আপনি এখন, এই রত্ন-প্রসবিনী বসুন্ধরাকে পালন করিয়া চিত্তবৈক্লব্য বিদূরিত করুন, কেন না, প্রকৃতপ্রস্তাবে ধরণীই ধরণী-পতিদিগের পত্নীস্থানীয় ॥ ৮৩ ॥

মহারাজ! আপনি যে কত বড় জ্ঞানবান্ ও দৃঢ়হৃদয় পুরুষশ্রেষ্ঠ, তাহা আপনার অভ্যুদয়কালের গর্ব্বাদি-শূন্যতাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। আজ এই মানসিক-সন্তাপকালে আপনার সেই জ্ঞান-গরিষ্ঠ হৃদয়ের দৃঢ়তা আর একবার প্রকাশ করুন, ধীর হউন ॥ ৮৪ ॥

রাজেন্দ্র! সহস্র ক্রন্দনেও আপনি তাঁহাকে আর ফিরাইয়া পাইবেন না। অনুমরণেও ইন্দুমতী লাভ আর ঘটিবে না। আপনি ত জানেন,—পরলোকগত ব্যক্তিগণের গন্তব্য-স্থানের পথ, স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পৃথক্ পৃথক হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

নরনাথ! বৃথা শোক পরিহার-পূর্ব্বক, এক্ষণে পিণ্ডাদি দানের দ্বারা আপনার প্রণয়িনীকে অনুগৃহীত করুন। পণ্ডিতগণ বলেন,—আত্মীয়-স্বজনের অবিচ্ছিন্ন শোক-সন্তপ্ত নয়ন-জল মৃত আত্মাকে দগ্ধীভূত করিয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্ যদি জন্তুর্ননু লাভবানসৌ ॥ ৮৭ ॥
অবগচ্ছতি মূঢ়চেতনঃ প্রিয়-নাশং হৃদি শল্যমর্পিতম্ ।
স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৮৮ ॥
স্বশরীরশরীরিণাবপি শ্রুত-সংযোগ-বিপর্য্যয়ৌ যদা ।
বিরহঃ কিমিবানুতাপয়েদ্বদ বাহ্যৈর্বিষয়ৈর্বিপশ্চিতম্ ॥ ৮৯ ॥
ন পৃথগ্জনবচ্ছুচো বশং বশিনামুত্তম ! গন্তুমর্হসি ।
দ্রুমসানুমতাং কিমন্তরং যদি বায়ৌ দ্বিতয়েঽপি তে চলাঃ ॥ ৯০ ॥
স তথেতি বিনেতুরুদারমতেঃ প্রতিগৃহ্য বচো বিসসর্জ্জ মুনিম্ ।
তদলব্ধপদং হৃদি শোকঘনে প্রতিযাতমিবান্তিকমস্য গুরোঃ ॥ ৯১ ॥

অন্বয়।—শরীরিণাং মরণং প্রকৃতিঃ, জীবিতং বিকৃতিঃ, (ইতি) বুধৈঃ উচ্যতে। (এবং স্থিতে) জন্তুঃ ক্ষণম্ অপি শ্বসন্ অবতিষ্ঠতে যদি, (তর্হি) অসৌ (ক্ষণজীবী জন্তুঃ) লাভবান্ ননু ॥ ৮৭ ॥

মূঢ়-চেতনঃ প্রিয়নাশং হৃদি অর্পিতং (নিখাতং) শল্যম্ অবগচ্ছতি। স্থির-ধীঃ তু তৎ এব (প্রিয়নাশং) কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতং মন্যতে (প্রিয়-নাশে সতি) ॥ ৮৮ ॥

স্ব-শরীর-শরীরিণৌ (দেহাত্মানৌ) অপি যদা (যতঃ) শ্রুত-সংযোগ-বিপর্য্যয়ৌ, (ততঃ) বাহ্যৈঃ বিষয়ৈঃ বিরহঃ বিপশ্চিতং কিম্ ইব অনুতাপয়েৎ—(ত্বং) বদ ॥ ৮৯ ॥

হে বশিনাম্ উত্তম! পৃথগ্জনবৎ শুচঃ বশং গন্তুং ন অর্হসি। (তথাহি) দ্রুম-সানুমতাং কিম্ অন্তরং (বিশেষঃ) বায়ৌ (সতি) দ্বিতয়ে অপি তে (দ্রুম-সানুমন্তঃ) যদি চলাঃ ॥ ৯০ ॥

সঃ (অজঃ) উদারমতেঃ বিনেতুঃ (গুরোঃ বশিষ্ঠস্য) বচঃ তথা ইতি প্রতিগৃহ্য মুনিং (বশিষ্ঠশিষ্যং) বিসসর্জ্জ। (কিন্তু) তৎ (বচঃ) (তস্য গুরোঃ বাক্যং) শোকঘনে অস্য (অজস্য) হৃদি অলব্ধ-পদং (সৎ) গুরোঃ অন্তিকং প্রতিযাতম্ ইব ॥ ৯১ ॥

বঙ্গার্থ।—সুধীগণ বলেন;—অনিত্য দেহ-ধারীদিগের মৃত্যুই স্বাভাবিক এবং সত্য, আর বাঁচিয়া থাকাটা বিকার অর্থাৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা মাত্র। সুতরাং জীব যতক্ষণ নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া জীবিত থাকে, ততক্ষণই লাভ—বলিতে হইবে ॥ ৮৭ ॥

যাহারা জ্ঞানান্ধ, তাহারাই প্রিয়বিনাশকে হৃদয়ে প্রোথিত শেলস্বরূপ মনে করিয়া কষ্ট পায়। কিন্তু পণ্ডিতগণ আবার ঐ প্রিয়-বিনাশকেই, অনন্ত মঙ্গলের হেতুভূত শল্যোদ্ধার বলিয়া মনে করিয়া শান্তি লাভ করেন ॥ ৮৮ ॥

বিজ্ঞবর! ভাবিয়া দেখুন,—নিজের এই যে শরীর এবং শরীরী—অর্থাৎ দেহ এবং আত্মা—এতদুভয়েরও সংযোগ এবং বিয়োগ—দেহ হইতে আত্মার অন্তর্দ্ধানই যখন অবশ্যম্ভাবী ও চিরন্তন সত্য,—তখন পুত্রকলত্রাদি বাহ্য বিষয়ের বিচ্ছেদে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির হৃদয় উদ্বেল বা শোকাকুল হইবে কেন? ॥ ৮৯ ॥

হে বশি-শ্রেষ্ঠ! আপনার কি জ্ঞানহীন প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় এইরূপ শোকাকুল হওয়া শোভা পায়? সমীরণভরে ভূমি-রুহ এবং ভূধর উভয়েই যদি সমানভাবে চঞ্চল হয়, তবে আর উহাদের মধ্যে প্রভেদ রহিল কি? ॥ ৯০ ॥

উদারমতি গুরুদেব বশিষ্ঠের উপদেশ-বাক্যাবলী কেবল একটি "আচ্ছা"—বলিয়াই মহারাজ অজ যেন মানিয়া লই-লেন এবং সংবাদবহ—মুনি-শিষ্যকে বিদায় দিলেন। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাঁহার প্রিয়া-বিচ্ছেদ-বিধুর হৃদয়ে সে উপদেশ স্থান পাইল না, এবং তাহা যেন উপদেষ্টা বশিষ্ঠের নিকটেই আবার ফিরিয়া গেল ॥ ৯১ ॥

তেনাষ্টৌ পরিগমিতাঃ সমাঃ কথঞ্চিদ্বালত্বাদবিতথসূনৃতেন সূনোঃ।
সাদৃশ্য-প্রতিকৃতিদর্শনৈঃ প্রিয়ায়াঃ স্বপ্নেষু ক্ষণিক-সমাগমোৎসবৈশ্চ ॥ ৯২ ॥

তস্য প্রসহ্য হৃদয়ং কিল শোকশঙ্কুঃ প্লক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ।
প্রাণান্ত-হেতুমপি তং ভিষজামসাধ্যং লাভং প্রিয়ানুগমনে ত্বরয়া স মেনে ॥ ৯৩ ॥

সম্যগ্‌বিনীতমথ বর্ম্মহরং কুমারমাদিশ্য রক্ষণবিধৌ বিধিবৎ প্রজানাম্‌।
রোগোপসৃষ্টতনুদুর্বসতিং মুমুক্ষুঃ প্রায়োপবেশনমতির্নৃপতির্বভূব ॥ ৯৪ ॥

অন্বয়।—অবিতথ-সূনৃতেন তেন (অজেন) সূনোঃ বালত্বাৎ প্রিয়ায়াঃ সাদৃশ্য-প্রতিকৃতিদর্শনৈঃ স্বপ্নেষু ক্ষণিক-সমাগমোৎসবৈঃ চ কথঞ্চিৎ অষ্টৌ সমাঃ (বৎসরাঃ) পরিগমিতাঃ ॥ ৯২ ॥

শোক-শঙ্কুঃ তস্য (অজস্য) হৃদয়ং প্লক্ষ-প্ররোহঃ সৌধতলম্‌ ইব প্রসহ্য কিল বিভেদ। সঃ (অজঃ) প্রাণান্তহেতুম্‌ অপি ভিষজাম্‌ অসাধ্যং তং (শোক-শঙ্কুং) প্রিয়ানুগমনে ত্বরযা (উৎকণ্ঠয়া) লাভং মেনে ॥ ৯৩।

অথ নৃপতিঃ (অজঃ) সম্যক্‌ বিনীতং বর্ম্মহরং (তং) কুমারং (দশরথং) প্রজানাং রক্ষণ-বিধৌ বিধিবৎ আদিশ্য রোগোপসৃষ্টতনুদুর্বসতিং মুমুক্ষুঃ (সন্‌) প্রায়োপবেশন-মতিঃ বভূব ॥ ৯৪ ॥

বঙ্গার্থ।—পুত্র দশরথ বালক ও রাজ্যভারবহনে অসমর্থ—চিন্তা করিয়া সত্য-প্রিয় ও প্রিয়ংবদ অজ সহসা কিছু করিতে পারিলেন না। তাই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে, কখনও ইন্দুমতীর চিত্রদর্শন, কখনও তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুরূপ পদার্থ-অবলোকন, কখনও বা স্বপ্নে ইন্দুমতীর সমাগমসুখের অনুভব—প্রভৃতির দ্বারা কোনো মতে অতি কষ্টে দীর্ঘ আটটি বৎসর কাটাইতে হইল ॥ ৯২ ॥

অনন্তর, বটবৃক্ষের অঙ্কুর যেমন অনায়াসে কঠিন ও দুর্ভেদ্য অট্টালিকার গাত্র বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ ইন্দুমতীর দুঃসহ শোকরূপ শল্য সবলে ইন্দুমতী-বল্লভের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। প্রাণ-বিনাশ হইলেই অচিরাৎ প্রিয়তমার অনুগমন করিতে পারিবেন—ভাবিয়া অজ, সেই দুঃসহ শোককেই বৈদ্যগণের অসাধ্য, মরণের প্রধান কারণ ও পরম লাভরূপে উৎকণ্ঠার সহিত মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

তদনন্তর, যথাবিধি শিক্ষিত, কবচধারী ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র দশরথের হস্তে প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া, শোকবিধুর অজ প্রায়োপবেশনে অভিলাষ করিলেন। এই নশ্বর, রোগ-শোক-তাপ-ক্লিষ্ট দেহভার লইয়া এত কষ্টে বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা রহিল না ॥ ৯৪ ॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহাকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া, যে শান্তি-প্রতিমার হাত ধরিয়া অজ হাসিতে হাসিতে সংসাররঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহীপতি সংসার পরিত্যাগ করিলেন। অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এখন নাট্যশালা শূন্য,—বিরক্তিকর। মহারাজ অজ, বনগমনোদ্যত রাজর্ষি পিতা রঘুর নির্লিপ্ত হস্ত হইতে পিতৃবিচ্ছেদ-কাতরমনে ও সজল-নয়নে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ নিজেও সজলনয়নে ও শোক-দগ্ধ-মনে পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক বিদায় লইলেন। সূর্য্যবংশের রাজ-সংসারে শোকের একটা প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। সেই তুমুল ঝড়ে স্থাবরজঙ্গম জগৎও যেন আন্দোলিত ও আকুলিত হইল, বিষাদের গাঢ় অন্ধতমসে ডুবিয়া গেল। আর কবির কবি কালিদাস সেই শোকগাথা গান করিয়া ত্রিজগৎকে কান্দাইলেন, এবং নিজেও করুণকণ্ঠে কান্দিয়া কান্দিয়া অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার উপাস্য দেবতা সরস্বতীর চরণ প্রক্ষালিত করিলেন। কবির এই বিশুদ্ধ প্রণয়ের চিত্র দর্শনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিমুগ্ধ হইল।

প্রজারঞ্জন অজের প্রায়োপবেশনমরণে অযোধ্যার সকলেই মর্ম্মাহত হইল। মহারাজ দিলীপ হইতে অজের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত, যে অযোধ্যায় কেহ কখনো বিষাদের মুখ দেখে নাই, আজ সেই সুখের অযোধ্যায় কালকীট প্রবেশ করিল।

তীর্থে তোয়ব্যতিকর-ভবে জহ্নুকন্যা-সরয্বোর্দেহত্যাগাদমরগণনালেখ্যমাসাদ্য সদ্যঃ ।
পূর্ব্বাকারাধিকতররুচা সঙ্গতঃ কান্তয়াসৌ লীলাগারেষ্বরমত পুনর্নন্দনাভ্যন্তরেষু ॥ ৯৫

ইতি অষ্টমঃ সর্গঃ ।

অন্বয়।—অসৌ (অজঃ) জহ্নুকন্যা-সরয্বোঃ তোয়-ব্যতিকরভবে তীর্থে দেহত্যাগাৎ সদ্যঃ অমরগণনালেখ্যম্ আসাদ্য পূর্ব্বাকারাধিকতররুচা কান্তয়া সঙ্গতঃ (সন্) নন্দনাভ্যন্তরেষু লীলা-গারেষু পুনঃ অরমত ॥ ৯৫ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর তিনি গঙ্গা এবং সরযূর পবিত্র সঙ্গম-সম্ভূত তীর্থস্থলে প্রায়োপবেশনে তনুত্যাগ-পূর্ব্বক দেবত্ব লাভ করিলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী প্রিয়তমার সহিত নন্দন-কানন-মধ্যবর্ত্তী নানাবিধ বিলাস-গৃহে পুনরায় বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৯৫ ॥

অযোধ্যাবাসিগণের সুখরূপ নির্ম্মল গগনে ঘনকৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হইল। হয় ত, কালে এই মেঘ (অগ্নিবর্ণ) প্রলয়মেঘে পরিণত হইয়া অনলবর্ষণপূর্ব্বক সোণার অযোধ্যা ভস্মসাৎ করিবে। দুর্দ্দৈব অঙ্কুররূপে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রকাণ্ড মহীরুহের আকার ধারণ করিয়া, কত সুদৃঢ় সংসার-ভিত্তি শতধা বিদীর্ণ করিয়া দেয়। আজ অযোধ্যার রাজ-সংসারেও ঘোর দুর্দ্দৈব অঙ্কুরাকারে প্রবেশ করিল। বিষাদ-ভুজঙ্গ শিশু এই প্রথম শির উত্তোলন করিল। কালে ইহার প্রভাবে যে কতদূর কি হইবে, কে বলিতে পারে?

সাক্ষাৎ রাজ-লক্ষ্মী ইন্দুমতীর সহসা অন্তর্দ্ধানের পর, অযোধ্যার রাজ-সংসারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিল, সেই অলক্ষ্মী কোমল-হৃদয় দশরথের জীবন বিড়ম্বনাময় করিবে, রামচন্দ্রের সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া দিবে, সোনার অযোধ্যা-রাজ্য শ্মশানে পরিণত করিবে; পরিশেষে, তরুণ নরপতি অগ্নিবর্ণকে রাজযক্ষ্মায় ধ্বংস করিয়া সে অলক্ষ্মী আত্মতৃপ্তিসাধন করিবে। ৯৫ ॥

নবমঃ সর্গঃ

পিতুরনন্তরমুত্তরকোসলান্ সমধিগম্য সমাধি-জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দশরথঃ প্রশশাস মহারথো যমবতামবতাং চ ধুরি স্থিতঃ ॥ ১ ॥

অধিগতং বিধিবদ্ যদপালয়ৎ প্রকৃতিমণ্ডলমাত্ম-কুলোচিতম্।
অভবদস্য ততো গুণবত্তরং সনগরং নগরন্ধ্রকরৌজসঃ ॥ ২ ॥

উভয়মেব বদন্তি মনীষিণঃ সময়বর্ষিতয়া কৃতকর্ম্মণাম্।
বল-নিষূদনমর্থপতিং চ তং শ্রমনুদং মনুদণ্ডধরান্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

জনপদে ন গদঃ পদমাদধাবভিভবঃ কুত এব সপত্নজঃ।
ক্ষিতিরভূৎ ফলবত্যজ-নন্দনে শমরতেঽমরতেজসি পার্থিবে ॥ ৪ ॥

দশদিগন্তজিতা রঘুণা যথা শ্রিয়মপুষ্যদজেন ততঃ পরম্।
তমধিগম্য তথৈব পুনর্বভৌ ন ন মহীনমহীন-পরাক্রমম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—সমাধি-জিতেন্দ্রিয়ঃ যমবতাম্ অবতাং চ ধুরি স্থিতঃ মহারথঃ দশরথঃ পিতুঃ অনন্তরম্ উত্তরকোসলান্ সমধিগম্য প্রশশাস ॥ ১ ॥

অধিগতম্ আত্মকুলোচিতং সনগরং প্রকৃতিমণ্ডলং যৎ (যস্মাৎ অসৌ) বিধিবৎ অপালয়ৎ, ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) নগরন্ধ্রকরৌজসঃ (কার্ত্তিকেয়তুল্যবীর্য্যস্য) অস্য (দশরথস্য) (তৎ প্রকৃতিমণ্ডলং) গুণবত্তরম্ অভবৎ ॥ ২ ॥

মনীষিণঃ বল-নিষূদনং (ইন্দ্রং) মনুদণ্ডধরান্বয়ম্ অর্থপতিং তং (দশরথং) চ—উভয়ম্—এব—সময়বর্ষিতয়া (হেতুনা) কৃত-কর্ম্মণাং শ্রমনুদং বদন্তি ॥ ৩ ॥

শমরতে অমর-তেজসি অজনন্দনে (দশরথে) পার্থিবে (সতি) জনপদে গদঃ (ব্যাধিঃ) পদং ন আদধৌ। সপত্নজঃ অভিভবঃ কুতঃ এব? ক্ষিতিঃ ফলবতী অভূৎ চ ॥ ৪ ॥

মহী দশদিগন্তজিতা রঘুণা যথা শ্রিয়ম্ অপুষ্যৎ, ততঃ পরম্ অজেন (চ যথা শ্রিয়ম্ অপুষ্যৎ), তথা এব অহীন-পরাক্রমং তং (দশরথম্) ইনম্ (স্বামিনম্) অধিগম্য পুনঃ ন বভৌ (ইতি) ন,—(বভৌ এব) ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজন্য-বর্গের ও সংযমিগণের অগ্রগণ্য এবং জিতেন্দ্রিয় মহারথ দশরথ পিতা অজের লোকান্তরগমনের পর উত্তরকোসল রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অতি দক্ষতার সহিত শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়তুল্য পরাক্রান্ত দশরথ, কুলক্রমাগত প্রজাপুঞ্জকে যথানিয়মে পালন করিতে লাগিলেন বলিয়া, সমগ্র রাজ্য তাঁহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়া উঠিল ॥ ২ ॥

প্রজারঞ্জন-নিপুণ মর্ত্তের রাজা দশরথ, প্রয়োজনানুসারে যথাসময়ে অর্থাদি-সাহায্যে প্রকৃতিপুঞ্জের অভাবমোচন করিতেন, আবার প্রয়োজনানুসারে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র যথাসময়ে বারিবর্ষণ করিয়া ধরণীকে শস্যশালিনী করিতেন, তাই, বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের উভয়কে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের শ্রমাপহারী বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন ॥ ৩ ॥

শান্তি-প্রিয়, দেবতুল্য পরাক্রান্ত মহারাজ দশরথের রাজত্বকালে, শত্রুগণের আক্রমণ বা শত্রুকৃত পরাভব ত দূরের কথা, এমন কি, কোনওরূপ ব্যাধিও তদীয় রাজ্যমধ্যে স্থান পাইত না। সুতরাং বসুন্ধরা সুজলা সুফলা ও শস্যশালিনী হইয়া প্রচুর ফলপুষ্পাদিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বসুমতী, দশদিগ্‌বিজেতা রঘু ও তৎপুত্র অজ—উভয়ের অধিকারকালে যেরূপ শ্রীমতী এবং সমৃদ্ধি-শালিনী হইয়াছিলেন, প্রবল-প্রতাপ দশরথের সময়েও পুনরায় তাদৃশী ধন-ধান্য-পুষ্প-পূর্ণা ও শোভাময়ী হইয়া উঠিলেন ॥ ৫ ॥

সমতয়া বসু-বৃষ্টি-বিসর্জ্জনৈর্নিয়মনাদসতাং চ নরাধিপঃ।
অনুযযৌ যমপুণ্যজনেশ্বরৌ সবরুণাবরুণাগ্রসরং রুচা ॥ ৬ ॥
ন মৃগয়াভিরতির্ন দুরোদরং ন চ শশি-প্রতিমাভরণং মধু।
তমুদয়ায় ন বা নবযৌবনা প্রিয়তমা যতমানমপাহরৎ ॥ ৭ ॥
ন কৃপণা প্রভবত্যপি বাসবে ন বিতথা পরিহাস-কথাস্বপি।
ন চ সপত্নজনেষ্বপি তেন বাগপরুষা পরুষাক্ষরমীরিতা ॥ ৮ ॥
উদয়মস্তময়ং চ রঘূদ্বহাদুভয়মানশিরে বসুধাধিপাঃ।
স হি নিদেশমলঙ্ঘয়তামভূৎ সুহৃদয়োহৃদয়ঃ প্রতিগর্জ্জতাম্ ॥ ৯ ॥
অজয়দেকরথেন স মেদিনীমুদধিনেমিমধিজ্য-শরাসনঃ।
জয়মঘোষয়দস্য তু কেবলং গজবতী জবতীব্রহয়া চমূঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—নরাধিপঃ (দশরথঃ) সমতয়া বসু-বৃষ্টি-বিসর্জ্জনৈঃ অসতাং নিয়মনাৎ চ সবরুণৌ যম-পুণ্যজনেশ্বরৌ অনুযযৌ, রুচা অরুণাগ্রসরং সূর্য্যম্ (অনুযযৌ) চ ॥ ৬ ॥

উদয়ায় যতমানং তং (দশরথং) মৃগয়াভিরতিঃ ন অপাহরৎ, দুরোদরং চ ন (অপাহরৎ), শশিপ্রতিমাভরণং মধু ন (অপাহরৎ), নবযৌবনা প্রিয়তমা বা (চ) ন (অপাহরৎ) ॥ ৭ ॥

তেন (রাজ্ঞা) প্রভবতি (প্রভৌ) (সতি) বাসরে অপি কৃপণা বাক্ ন ঈরিতা, পরিহাস-কথাসু অপি বিতথা (বাক্) ন (ঈরিতা), (কিং চ) অপরুষা (রোষশূন্যেন তেন) সপত্নজনেষু অপি পরুষাক্ষরং (যথা তথা বাক্ চ) ন (ঈরিতা), (কিমুতান্যত্র ?) ॥ ৮ ॥

বসুধাধিপাঃ রঘূদ্বহাৎ (রঘুকুলনায়কাৎ) উদয়ম্ অস্তময়ং চ (ইতি) উভয়ম্ আনশিরে। (কুতঃ)—হি (যস্মাৎ) সঃ (দশরথঃ) নিদেশম্ অলঙ্ঘয়তাং সুহৃৎ অভূৎ, প্রতিগর্জ্জতাং অয়োহৃদয়ঃ (অভূৎ) ॥ ৯ ॥

অধিজ্য-শরাসনঃ সঃ (দশরথঃ) উদধি-নেমিং মেদিনীম্ একরথেন অজয়ৎ। গজবতী জবতীব্রহয়া চমূঃ তু অস্য কেবলং জয়ম্ অঘোষয়ৎ ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা দশরথ অপক্ষপাতপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সম-দর্শনে কৃতান্তের, ধনাদিবর্ষণে ধনপতি কুবেরের, অশিষ্ট-দলনে বরুণের এবং তেজস্বিতায় মার্ত্তণ্ডদেবের অনুকরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

জীবনে উন্নতির বিরোধিনী কোনোরূপ ক্রিয়াই উন্নতিপ্রিয় দশরথের গতিরোধ করিতে পারে নাই। কেন না, মৃগয়া বা দ্যূত-ক্রীড়াদি ব্যসনে তাঁহার তেমন অনুরাগ ছিল না, কিংবা শশাঙ্ক-সদৃশ নির্ম্মল মদিরায় বা নবযৌবন-লোভনীয়া ললনায় তদীয় হৃদয় কদাচ অন্ধভাবে আকৃষ্ট হইত না ॥ ৭ ॥

স্বর্গের রাজা ইন্দ্র যত বড়ই হউন না কেন, মর্ত্তের রাজা দশরথ তাঁহাকে, তিক্ত হইলেও ন্যায়সঙ্গত কথা বলিতে কখনও ইতস্ততঃ করিতেন না, কিংবা পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা কথা কহিতেন না। তাঁহার শত্রুরাও কখনো তাঁহার মুখে কর্কশ উক্তি শোনে নাই ॥ ৮ ॥

ব্যবহার-গুণে ক্রমে তিনি, অপরাপর নৃপতিদিগের উন্নতি এবং অবনতির একমাত্র কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কেন না, যাহারা আনত-মস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিতেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের পরম মিত্র, আর যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে তিনি হইতেন নিষ্করুণ ও কঠোর-হৃদয় পরম শত্রু ॥ ৯ ॥

মহাবল দশরথ একাকীই রথারোহণ-পূর্ব্বক, শরাসনে শরসংযোগ করিয়া জলধি-মেখলা বিশাল পৃথিবীকে জয় করিলেন। বেগবান্ অশ্ব ও করি-বহুল তদীয় বিরাট বাহিনী, শুধু তাঁহার বিজয়-ঘোষণা করিবার নিমিত্তই যেন সতত সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, নতুবা যুদ্ধাদিতে তাঁহার সৈন্য-সামন্তের কোনো প্রয়োজনই হইত না ॥ ১০ ॥

অবনিমেকরথেন বরূথিনা জিতবতঃ কিল তস্য ধনুর্ভৃতঃ।
বিজয়দুন্দুভিতাং যযুরর্ণবা ঘনরবা নরবাহন-সম্পদঃ ॥ ১১ ॥
শমিত-পক্ষ-বলঃ শতকোটিনা শিখরিণাং কুলিশেন পুরন্দরঃ।
স শর-বৃষ্টিমুচা ধনুষা দ্বিষাং স্বনবতা নবতামরসাননঃ ॥ ১২ ॥
চরণয়োর্নখরাগসমৃদ্ধিভির্মুকুটরত্নমরীচিভিরস্পৃশন্ ।
নৃপতয়ঃ শতশো মরুতো যথা শতমখং তমখণ্ডিতপৌরুষম্ ॥ ১৩ ॥
নিববৃতে স মহার্ণবরোধসঃ সচিবকারিতবাল-সুতাঞ্জলীন্ ।
সমনুকম্প্য সপত্নপরিগ্রহাননলকানলকানবমাং পুরীম্ ॥ ১৪ ॥
উপগতোঽপি চ মণ্ডলনাভিতামনুদিতান্যসিতাতপবারণঃ ।
শ্রিয়মবেক্ষ্য স রন্ধ্রচলামভূদনলসোঽনলসোম-সমদ্যুতিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—বরূথিনা একরথেন অবনিং জিতবতঃ ধনুর্ভৃতঃ নরবাহন-সম্পদঃ তস্য (দশরথস্য) ঘনরবা অর্ণবা বিজয়দুন্দুভিতাং যযুঃ ॥ ১১ ॥

পুরন্দরঃ শতকোটিনা কুলিশেন শিখরিণাং শমিত-পক্ষবলঃ (আসীৎ), নবতামরসাননঃ সঃ (দশরথঃ) শরবৃষ্টিমুচা স্বনবতা ধনুষা দ্বিষাং (শমিত-পক্ষবলঃ) (আসীৎ) ॥ ১২ ॥

শতশঃ নৃপতয়ঃ অখণ্ডিতপৌরুষং তং (দশরথং) মরুতঃ (দেবাঃ) শতমখং (ইন্দ্রং) যথা নখরাগ-সমৃদ্ধিভিঃ মুকুটরত্ন-মরীচিভিঃ চরণয়োঃ অস্পৃশন্ ॥ ১৩ ॥

সঃ (দশরথঃ) সচিবকারিতবাল-সুতাঞ্জলীন্ অনলকান্ সপত্ন-পরিগ্রহান্ সমনুকম্প্য অলকানবমাং পুরীং (অযোধ্যাং) প্রতি মহার্ণবরোধসঃ নিববৃতে ॥ ১৪ ॥

অনুদিতান্যসিতাতপবারণঃ অনল-সোম-সম-দ্যুতিঃ সঃ (দশরথঃ) শ্রিয়ং রন্ধ্রচলাম অবেক্ষ্য মণ্ডল-নাভিতাম্ উপগতঃ অপি অনলসঃ অভূৎ চ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র-চতুষ্টয়ও মেঘমন্দ্র নির্ঘোষের দ্বারা, সেই কুবেরতুল্য ধনশালী ও সতত শরাসন-ধারী ভূপতির বিজয়দুন্দুভির কার্য্য করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

পুরন্দর যেমন স্বকীয় শত-সহস্রকোটিবিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতকুলের পক্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক, তাহাদিগকে বলহীন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অচিরপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় মনোজ্ঞ মুখকান্তি-বিশিষ্ট মহারাজ দশরথ অজস্র-শরবর্ষী সশব্দ শরাসন দ্বারা শত্রুপক্ষের বল নাশ করিতেন ॥ ১২ ॥

শত-সহস্র রাজন্যবৃন্দ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মহাবল দশরথের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, দেবেন্দ্রের চরণে দেবগণের ন্যায়, আসিয়া দশরথের চরণে প্রণত হইলেন। প্রণামকালে কোসলেশ্বরের পাদদ্বয়ের নখপ্রভায় পদলুণ্ঠিত নৃপতিদিগের মুকুটখচিত মণিমালার দীপ্তি পরিবর্দ্ধিত হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্ববিজয়ী দশরথ কর্ত্তৃক বিজিত এবং নিহত রাজন্য-গণের অনাথা এবং আলুলায়িত-কুন্তলা বিষাদিনী মহিষীরা বিশ্বস্ত অমাত্যগণের দ্বারা শিশু রাজকুমারদিগকে বিজেতা দশরথের নিকটে পাঠাইলেন। রাজ-শিশুগণ আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তদ্দর্শনে কৃপালু-হৃদয়—কোশল-পতির চিত্ত বিগলিত হইল এবং তিনি তাহাদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন-পূর্ব্বক সেই সমুদ্রতট হইতে অলকাবৎ মনোহর অযোধ্যানগরে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১৪ ॥

অনলের ন্যায় তেজস্বী এবং কৌমুদী-পতি সুধাকরের ন্যায়-মনোজ্ঞ-কান্তি একচ্ছত্র সম্রাট্ দশরথ জানিতেন যে, সামান্য ত্রুটি বা কর্ত্তব্যস্খলনেই চঞ্চলা লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হন; তাই তিনি দ্বাদশ মণ্ডলের অদ্বিতীয় মহীপতির বরেণ্য পদ লাভ করিয়াও সর্ব্বদা সাবধান-হৃদয়ে কালাতিপাত করিতেন ॥ ১৫ ॥

তমপহায় ককুৎস্থকুলোদ্ভবং পুরুষমাত্মভবং চ পতিব্রতা ।
নৃপতিমন্যমসেবত দেবতা সকমলা কমলাঘবমর্থিষু ॥ ১৬॥
তমলভন্ত পতিং পতিদেবতাঃ শিখরিণামিব সাগরমাপগাঃ ।
মগধ-কোসল-কেকয়-শাসিনাং দুহিতরোঽহিতরোপিত-মার্গণম্ ॥ ১৭॥
প্রিয়তমাভিরসৌ তিসৃভির্বভৌ তিসৃভিরেব ভুবং সহ শক্তিভিঃ ।
উপগতো বিনিনীষুরিব প্রজা হরিহয়োঽরিহযোগ-বিচক্ষণঃ ॥ ১৮॥

অন্বয়।—পতিব্রতা সকমলা দেবতা (লক্ষ্মীঃ) অর্থিষু অলাঘবং ককুৎস্থকুলোদ্ভবং তং (দশরথম্) আত্মভবং পুরুষং (বিষ্ণুং) চ অপহায় অন্যং কং নৃপতিম্ অসেবত। (কম্ অপি ন অসেবত) ১৬॥

পতিদেবতাঃ মগধ-কোসল-কেকয়-শাসিনাং (রাজ্ঞাং) দুহিতরঃ অহিতরোপিতমার্গণং তং (দশরথং), শিখরিণাং (দুহিতরঃ) আপগাঃ সাগরম্ ইব পতিম্ অলভন্ত ॥ ১৭॥

অরিহযোগবিচক্ষণঃ অসৌ (দশরথঃ) তিসৃভিঃ প্রিয়তমাভিঃ সহ প্রজাঃ বিনিনীষুঃ তিসৃভিঃ শক্তিভিঃ (সহ) ভুবম্ উপগতঃ হরিহয়ঃ (ইন্দ্রঃ) ইব বভৌ ॥ ১৮॥

বঙ্গার্থ।—পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী যেমন কখনো সনাতন, স্বয়ম্ভু, আদিপুরুষ নারায়ণকে পরিত্যাগ করেন নাই, তদ্রূপ, সুপ্রসিদ্ধ স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষকেশরী রাজাধিরাজ দশরথকেও তিনি কখনো ছাড়িয়া যান নাই॥ ১৬॥

অনন্তর, পর্ব্বত-দুহিতা নির্ঝরিণীরা যেমন রত্নাকরকে গিয়া পতিরূপে আশ্রয় করে, তদ্রূপ, পতিব্রতা, মগধ-রাজপুত্রী সুমিত্রা, কোসল-রাজপুত্রী কৌশল্যা ও কেকয়-রাজপুত্রী কৈকেয়ী—তিন জনে আসিয়া সেই পরন্তপ মহীপতিকে পতিত্বে বরণ করিলেন ॥ ১৭॥

শত্রুকুলক্ষয়-দক্ষ নরনাথ দশরথ সেই পতিপরায়ণা পত্নীদিগের সহিত মিলিত হইয়া এতই শোভা পাইতে লাগিলেন যে, মনে হইল, বুঝি দেবরাজ ইন্দ্র, প্রজাদিগকে শিক্ষাদানের অভিলাষে, উৎসাহ, প্রভাব এবং মন্ত্র এই ত্রিবিধ শক্তির সহযোগে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য।—কালিদাস, এই একটি কবিতায়, দশরথের ন্যায় অতবড় রাজার তিন তিনটি বিবাহ সারিয়া দিলেন। এইপ্রকার আরও অনেক স্থলে দেখিতে পাই, খুব বড় বড় ঘটনা, কবি, নিমেষব্যাপিনী বর্ণনায় শেষ করিয়াছেন। আবার খুব ছোট ছোট ব্যাপারও বিলক্ষণ জাঁকজমকের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এ অংশে কালিদাসের নৈপুণ্যের, কৌশলের শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আদিকবি বাল্মীকিকৃত রামায়ণকে উপজীব্য করিয়া কালিদাস রঘুবংশ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, বাল্মীকির সহিত প্রতিযোগিতায় যাওয়া বিড়ম্বনা। তাই তিনি, যে স্থলে বাল্মীকির বর্ণনা প্রচুর, তথায় সামান্য দু'-এক কথায় সারিয়াছেন, যেখানে বাল্মীকির বর্ণনা অতি অল্প, তথায় তাঁহার উদ্দাম কল্পনা-সুন্দরীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।—সে কল্পনা স্বর্গমর্ত্ত জুড়িয়া নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে। কোনো স্থানেই তিনি বাল্মীকির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই; তুল্যস্থলের বর্ণনার দ্বারা তুলনায় সমালোচনার অবসর দেন নাই। দশরথের বিবাহ-বর্ণনার সঙ্ক্ষিপ্ততার এইটিই প্রধান কারণ। কিন্তু এই সঙ্গে কবি আর একটি উদ্দেশ্যও সাধিত করিয়াছেন। তাহা এই :—

রাজা দশরথ সংসারে প্রবেশ করিবার সময়েই একটা যেন ঘোর অমঙ্গলের ছায়া স্পর্শ করিলেন। সূর্য্যবংশের চির-পবিত্র রাজসিংহাসনে, পূর্ব্বে যখন কোনো যুবরাজ অভিষিক্ত হইতেন, তখন কত আমোদ, কত সমারোহ হইত। আর, এই দশরথের অভিষেক হইয়া গেল, তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হইলেন, কিন্তু প্রজাগণের আর সে আনন্দ, সে প্রীতি নাই; কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহারা দশরথের অভ্যর্থনা করিল মাত্র, কিন্তু তাহাতে প্রাণের পরিচয় নাই। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, যাহার জীবনের প্রভাত এইপ্রকার অবসাদ-কুজ্ঝটিকার মধ্যবর্ত্তী. তাঁহার জীবনের সায়ংকাল না জানি কতই ভীষণ ! ॥ ১৭॥

স কিল সংযুগমূর্দ্ধ্নি সহায়তাং মঘবতঃ প্রতিপদ্য মহারথঃ ।
স্বভুজবীর্য্যমগাপয়দুচ্ছ্রিতং সুরবধূরবধূত-ভয়াঃ শরৈঃ ॥ ১৯ ॥

ক্রতুষু তেন বিসর্জ্জিতমৌলিনা ভুজ-সমাহৃতদিগ্‌বসুনা কৃতাঃ ।
কনকযূপ-সমুচ্ছ্রয়শোভিনো বিতমসা তমসাসরযূতটাঃ ॥ ২০ ॥

অজিন-দণ্ডভৃতং কুশমেখলাং যতগিরং মৃগশৃঙ্গ-পরিগ্রহাম্ ।
অধিবসংস্তনুমধ্বরদীক্ষিতামসমভাসমভাসয়দীশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

অবভৃথপ্রযতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ সুর-সমাজ-সমাক্রমণোচিতঃ ।
নময়তি স্ম স কেবলমুন্নতং বনমুচে নমুচেররয়ে শিরঃ ॥ ২২ ॥

অসকৃদেকরথেন তরস্বিনা হরিহয়াগ্রসরেণ ধনুর্ভৃতা ।
দিনকরাভিমুখা রণরেণবো রুরুধিরে রুধিরেণ সুরদ্বিষাম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—মহারথঃ সঃ (দশরথঃ) সংযুগমূর্দ্ধ্নি মঘবতঃ সহায়তাং প্রতিপদ্য শরৈঃ অবধূতভয়াঃ সুরবধূঃ স্বভুজ-বীর্য্যম্ অগাপয়ৎ কিল ॥ ১৯ ॥

ক্রতুষু বিসর্জ্জিতমৌলিনা ভুজ-সমাহৃত-দিগ্‌-বসুনা তেন (দশরথেন) বিতমসা (সতা) তমসা-সরযূ-তটাঃ কনকযূপ-সমুচ্ছ্রয় শোভিনঃ কৃতাঃ ॥ ২০ ॥

ঈশ্বরঃ (ভগবান্ অষ্টমূর্ত্তিঃ) অজিন-দণ্ডভৃতং কুশমেখলাং যতগিরং মৃগশৃঙ্গ-পরিগ্রহাং অধ্বর-দীক্ষিতাং তনুম্ (দাশরথীম্) অধিবসন্ (সন্) অসমভাসং (যথা তথা) অভাসয়ৎ ॥ ২১ ॥

অবভৃথ প্রযতঃ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ সুর-সমাজ-সমাক্রমণোচিতঃ সঃ (দশরথঃ) উন্নতং শিরঃ (স্বকীয়ং) বনমুচে (জলদবাহিনে) নমুচেঃ অরয়ে কেবলং নময়তি স্ম ॥ ২২ ॥

একরথেন তরস্বিনা হরিহয়াগ্রসরেণ ধনুর্ভৃতা (দশরথেন) অসকৃৎ দিনকরাভিমুখাঃ রণরেণবঃ সুরদ্বিষাং রুধিরেণ রুরুধিরে ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—অসুর-যুদ্ধে বীরোত্তম দশরথ ইন্দ্রের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া সুতীক্ষ্ণ-শরজালে শত্রুকুল উচ্ছেদ করিয়া সুর-সুন্দরীগণের ত্রাস দূর করিলেন বলিয়া, তাঁহারা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ও তারকণ্ঠে রণজয়ী দশরথের যশোগান করিতেন। ১৯ ॥

তিনি নিরন্তর যাগযজ্ঞাদিও করিতেন। ভুজবলে দিগ্বিজয় হইতে অজস্র ধনরাশি আহরণপূর্ব্বক, যজ্ঞ-বিধানানুসারে মস্তকের রাজমুকুট অবনমিত করিয়া তিনি এতই যজ্ঞ করিয়াছিলেন যে, সেই নিষ্পাপ নৃপতির কনক-চিহ্নিত ও সমুন্নত অনন্ত যূপ-কাষ্ঠে তমসা ও সরযূ নদীর তট-ভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণসারের চর্ম্ম, উদুম্বরের দণ্ড, কুশের মেখলা এবং মৃগের শৃঙ্গ ধারণ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক যজ্ঞদীক্ষিত দশরথ উপবিষ্ট হইলে মনে হইত, যেন যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ অষ্ট-মূর্ত্তি মহাদেব, দশরথের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞস্থলে সশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

জিতেন্দ্রিয় রাজাধিরাজ দশরথ যজ্ঞশেষে অভিষেকান্তে এতই পুণ্যাত্মা হইতেন যে, দেব-সমাজে অধিষ্ঠান করিবার মত তাঁহার যোগ্যতা জন্মিত। ধরণীপতি দশরথকে অন্য কোনো নরপতির নিকট মস্তক বিনত করিতে হয় নাই, কেবল দানবজয়ী দেবরাজ বাসবের নিকট তাঁহার উন্নত মস্তক অবনত হইত ॥ ২২ ॥

অদ্বিতীয় রথী, মহাবল-পরাক্রান্ত শূরশ্রেষ্ঠ দশরথ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক ইন্দ্রের অগ্রগামী হইয়া যখন দানবযুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, তখন যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলিপটল সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে উত্থিত হইলে, তিনি ছিন্ন-মস্তক অসুরদিগের রুধিরপ্রবাহে সেই ধূলিরাশি নিবারিত করিতেন ॥ ২৩ ॥

অথ সমাববৃতে কুসুমৈর্নবৈস্তমিব সেবিতুমেক-নরাধিপম্ ।
যমকুবেরজলেশ্বরবজ্রিণাং সমধুরং মধরঞ্চিতবিক্রমম্ ॥ ২৪ ॥
জিগমিষুর্ধনদাধ্যাষিতাং দিশং রথযুজা পরিবর্ত্তিতবাহনঃ ।
দিনমুখানি রবিহিমনিগ্রহৈর্বিমলয়ন্ মলয়ং নগমত্যজৎ ॥ ২৫ ॥
কুসুম-জন্ম ততো নবপল্লবাস্তদনু ষট্পদ-কোকিল-কূজিতম্ ।
ইতি যথাক্রমমাবিরভূন্ মধুর্দ্রুমবতীমবতীর্য্য বনস্থলীম্ ॥ ২৬ ॥
নয়গুণোপচিতামিব ভূপতেঃ সদুপকারফলাং শ্রিয়মর্থিনঃ ।
অভিযযুঃ সরসো মধু-সম্ভৃতাং কমলিনীমলিনীরপতত্রিণঃ ॥ ২৭ ॥
কুসুমমেব ন কেবলমার্ত্তবং নবমশোকতরোঃ স্মরদীপনম্ ।
কিসলয়প্রসবোঽপি বিলাসিনাং মদয়িতা দয়িতাশ্রবণার্পিতঃ ॥ ২৮ ॥
বিরচিতা মধুনোপবনশ্রিয়ামভিনবা ইব পত্র-বিশেষকাঃ ।
মধুলিহাং মধুদানবিশারদাঃ কুরবকা রবকারণতাং যযুঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—অথ যম-কুবের-জলেশ্বর-বজ্রিণাং সমধুরম্ অঞ্চিত-বিক্রমম্ একনরাধিপং তং (দশরথং) সেবিতুম্ ইব মধুঃ (বসন্তঃ) নবৈঃ কুসুমৈঃ (উপলক্ষিতঃ সন্) সমাববৃতে ॥ ২৪ ॥

ধনদাধ্যাষিতাং দিশং জিগমিষুঃ রথযুজা পরিবর্ত্তিতবাহনঃ রবিঃ হিম-নিগ্রহৈঃ দিনমুখানি বিমলয়ন্ মলয়ং নগম্ অত্যজৎ ॥ ২৫

(আদৌ) কুসুম-জন্ম, ততঃ নব-পল্লবাঃ, তদনু (তদুদ্ভয়ানন্তরং) ষট্পদ-কোকিল-কূজিতম্ ইতি যথা-ক্রমং দ্রুমবতীং বনস্থলীম্ অবতীর্য্য মধুঃ আবিরভূৎ ॥ ২৬

নয়গুণোপচিতাং সদুপকারফলাং ভূপতেঃ (দশরথস্য) শ্রিয়ম্ অর্থিনঃ ইব মধুসম্ভৃতাং সরসঃ কমলিনীম্ অলিনীর-পতত্রিণঃ অভিযযুঃ ॥ ২৭ ॥

আর্ত্তবং নবম্ অশোকতরোঃ কেবলং কুসুমম্ এব স্মরদীপনং ন (বভূব), (কিন্তু) বিলাসিনাং মদয়িতা দয়িতাশ্রবণার্পিতঃ কিসলয়প্রসবোঽপি (স্মরদীপনঃ) (অভবৎ) ॥ ২৮ ॥

মধুনা বিরচিতা উপবনশ্রিয়াম্ অভিনবা পত্রবিশেষকাঃ ইব (স্থিতাঃ) মধু-দান-বিশারদাঃ কুরবকাঃ (তরবঃ) মধুলিহাং রবকারণতাং যযুঃ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর বসন্ত সমাগত হইল। মনে হইল যেন, যিনি অপক্ষপাতে যম, দানে কুবের, সুশাসনে বরুণ এবং ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্রের সমকক্ষ, সেই গজেন্দ্রগামী অদ্বিতীয় নৃপতি দশরথকেই সেবা করিবার জন্য, নানাবিধ নব নব কুসুম-সম্ভার লইয়া ঋতুরাজ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

এ দিকে দিবাকর উত্তর দিকে গমন করিবার নিমিত্ত, সারথি অরুণের দ্বারা রথাশ্বের পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক দিনাগ্রভাগ মধুর প্রভাতকালকে হিমনির্ম্মুক্ত করিয়া মলয় পর্ব্বত পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৫ ॥

প্রকৃতি সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে ঋতুরাজের শুভাগমন চিহ্ন প্রকাশ পাইল। প্রথমতঃ পুষ্পোদ্গম, পরে নূতন পল্লব নির্গত হইল। অন্যান্য ঋতুতে এরূপ বৈপরীত্য লক্ষিত হয় না। ভ্রমর-ঝঙ্কারে ও কোকিলের কুহুধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইল। এই প্রকারে নব পল্লবভূষিত পাদপ-সমাকীর্ণ বনস্থলীতে আবির্ভূত হইয়া, বসন্ত স্বীয় চিহ্নে সর্ব্বস্থান উপভোগ্য করিয়া তুলিল ॥২৬॥

নীতি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত এবং পরার্থে উৎসৃষ্ট দশরথের সম্পদ যেমন প্রার্থিগণ পাইয়া থাকে, তদ্রূপ হংস, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিবৃন্দ এবং ভ্রমরপঙ্ক্তি, বসন্ত কর্ত্তৃক বিকশিত পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইল ॥ ২৭ ॥

শুধু যে বসন্ত-কালোদ্ভব নবপ্রস্ফুটিত অশোকপুষ্পই লোকের কামোদ্দীপন করিতে লাগিল, তাহা নহে, উহার আরক্ত নবপল্লবগুলিও প্রণয়িনীর কর্ণযুগল অলঙ্কৃত করিয়া বিলাসীদিগকে পাগল করিয়া তুলিল ॥ ২৮ ॥

কুরবক-কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ায় মনে হইল, বসন্ত বুঝি উপবন-লক্ষ্মীর গাত্রে নূতন পত্র রচনা করিয়া দিয়াছেন। মধুদানদক্ষ কুরবক-পুষ্পের মধু পান করিয়া, মধুব্রতগণ গুন্-গুন্ রবে গুঞ্জরণ আরম্ভ করিল ॥ ২৯ ॥

সুবদনা-বদনাসব-সম্ভৃতস্তদনুবাদি-গুণঃ কুসুমোদ্গমঃ ।
মধুকরৈরকরোন্মধুলোলুপৈর্বকুলমাকুলমায়ত-পঙ্‌ক্তিভিঃ ॥ ৩০ ॥
উপহিতং শিশিরাপগমশ্রিয়া মুকুলজালমশোভত কিংশুকে ।
প্রণয়িনীব নখ-ক্ষতমণ্ডনং প্রমদয়া মদ-যাপিত-লজ্জয়া ॥ ৩১ ॥
ব্রণগুরুপ্রমদাধরদুঃসহং জঘন-নির্ব্বিষয়ীকৃত-মেখলম্ ।
ন খলু তাবদশেষমপোহিতুং রবিরলং বিরলং কৃতবান্ হিমম্ ॥ ৩২ ॥
অভিনয়ান্ পরিচেতুমিবোদ্যতা মলয়-মারুত-কম্পিত-পল্লবা ।
অমদয়ৎ সহকার-লতা মনঃ সকলিকা কলিকামজিতামপি ॥ ৩৩ ॥
প্রথমমন্যভৃতাভিরুদীরিতাঃ প্রবিরলা ইব মুগ্ধ-বধূকথাঃ ।
সুরভি-গন্ধিষু শুশ্রুবিরে গিরঃ কুসুমিতাসু মিতা বনরাজিষু ॥ ৩৪ ॥
শ্রুতি-সুখ-ভ্রমর-স্বন-গীতয়ঃ কুসুম-কোমল-দন্তরুচো বভুঃ ।
উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈঃ কিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিব পাণিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—সুবদনা-বদনাসবসম্ভৃতঃ তদনুবাদিগুণঃ কুসুমোদ্গমঃ (কর্ত্তা) মধুলোলুপৈঃ আয়তপঙ্‌ক্তিভিঃ মধুকরৈঃ (করণৈঃ) বকুলম্ (বকুলবৃক্ষম্) আকুলম্ অকরোৎ ॥ ৩০ ॥

শিশিরাপগমশ্রিয়া কিংশুকে উপহিতং মুকুলজালং মদ-যাপিত-লজ্জয়া (অপত্রপয়া) প্রমদয়া প্রণয়িনি উপহিতং নখক্ষতমণ্ডনম্ ইব অশোভত ॥ ৩১ ॥

ব্রণগুরুপ্রমদাধরদুঃসহং জঘন-নির্ব্বিষয়ীকৃত-মেখলং হিমং রবিঃ তাবৎ অশেষং (যথা তথা) অপোহিতুং ন অলং খলু, (কিন্তু) বিরলং কৃতবান্ ॥ ৩২ ॥

অভিনয়ান্ পরিচেতুম্ উদ্যতা ইব (স্থিতা) মলয়মারুত কম্পিত-পল্লবা সকলিকা সহকারলতা কলিকামজিতাম্ অপি মনঃ অমদয়ৎ ॥ ৩৩ ॥

সুরভিগন্ধিষু কুসুমিতাসু বনরাজিষু অন্যভৃতাভিঃ (কোকিলাভিঃ) প্রথমম্ উদীরিতাঃ মিতাঃ গিরঃ প্রবিরলাঃ মুগ্ধবধূকথাঃ ইব শুশ্রুবিরে ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতিসুখ-ভ্রমর-স্বন-গীতয়ঃ কুসুম-কোমল-দন্ত-রুচঃ উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈঃ কিসলয়ৈঃ সলয়ৈঃ পাণিভিঃ ইব বভুঃ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—সুন্দরী বিলাসিনীদিগের মুখ-মদিরার সেচনে অচিরাৎ বকুল-পুষ্প বিকশিত হইল এবং ঝাঁকে ঝাঁকে মধুলোলুপ ভ্রমরের দল আসিয়া সেই মদগন্ধি বকুলবীথিকা আকুল করিয়া তুলিল ॥ ৩০ ॥

যেমন কোনো মদমত্তা কামিনী লজ্জা-পরিহারপূর্ব্বক প্রিয়তমের অঙ্গ নখাঘাত-জনিত লোহিত-চিহ্নে সুশোভিত করে, তদ্রূপ বসন্তলক্ষ্মীও পলাশবৃক্ষে কুসুমকোরক প্রদান করিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিধান করিলেন ॥ ৩১ ॥

শীত-ঋতুতে কামিনীগণের অধরোষ্ঠে প্রিয়তম-কৃত দশন-ক্ষত অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং শীতল মেখলাদাম পরিধানের প্রতিরোধক হয় বলিয়া, দিবাকর কৃপাপূর্ব্বক তুষারবর্ষণ অনেকটা মন্দীভূত করিয়া আনিলেও একেবারে নিঃশেষ করিতে পারিলেন না ॥ ৩২ ॥

বসন্তের মৃদুমন্দ মলয়-সমীরণে সহকারলতার আরক্ত পল্লবনিচয় কম্পিত হইতে লাগিল।—মনে হইল, সহকার-লতিকা ঈষৎ-মুকুলিত মঞ্জরীদামে বিভূষিত হইয়া বুঝি নানাপ্রকার নৃত্যাভিনয় শিক্ষা করিতেছে। তাহার ভুবন-কার সেই নর্ত্তনদর্শনে, রাগদ্বেষাদি-বিমুক্ত পরম সাধুর হৃদয়ও বিক্ষুব্ধ না হইয়া যায় না ॥ ৩৩ ॥

নববসন্ত-প্রারম্ভে কুসুমিত সুগন্ধি বনরাজিতে কোকিলার শৈত্যজড় কণ্ঠে অতি অল্প ও অনুচ্চ আলাপ শ্রুত হওয়ায় নবোঢ়া মুগ্ধা বধূর মুখের অনুচ্চ ও পরিমিত মধুর কথা মনে পড়িতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

উপবনের লতিকারাজি মনোহর ভ্রমর-গুঞ্জনচ্ছলে গান করিতেছে। অচির-প্রস্ফুটিত কুসুমাবলী তাহাদের দন্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং তাহাদের অভিনবোদ্ভিন্ন পল্লবগুচ্ছ বায়ুভরে প্রকম্পিত হইতেছে। লতাবধূদিগের এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ দর্শনে মনে হইতেছে, বুঝি তারা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

ললিতবিভ্রমবন্ধ-বিচক্ষণং সুরভি-গন্ধপরাজিত-কেসরম্ ।
পতিষু নির্বিবিশুর্মধুমঙ্গনাঃ স্মরসখং রসখণ্ডনবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৬
শুশুভিরে স্মিতচারুতরাননাঃ স্ত্রিয় ইব শ্লথ-শিঞ্জিতমেখলাঃ ।
বিকচ-তামরসা গৃহদীর্ঘিকা মদ-কলোদকলোল-বিহঙ্গমাঃ ॥ ৩৭ ।
উপযযৌ তনুতাং মধুখণ্ডিতা হিমকরোদয়পাণ্ডুমুখচ্ছবিঃ ।
সদৃশমিষ্ট-সমাগমনির্বৃতিং বনিতয়ানিতয়া রজনীবধূঃ ॥ ৩৮ ।
অপতুষারতয়া বিশদ-প্রভৈঃ সুরত-সঙ্গ-পরিশ্রম-নোদিভিঃ ।
কুসুমচাপমতেজয়দংশুভিহিমকরো মকরোর্জ্জিত-কেতনম্ ॥ ৩৯ ।
হুতহুতাশনদীপ্তি বনশ্রিয়ঃ প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্য যৎ ।
যুবতয়ঃ কুসুমং দধুরাহিতং তদলকে দলকেসরপেশলম্ ॥ ৪০ ।

অন্বয়।—অঙ্গনাঃ ললিত-বিভ্রম-বন্ধ-বিচক্ষণং সুরভি-গন্ধ-পরাজিত-কেসরং স্মরসখং মধুং (মদ্যং) পতিষু (বিষয়ে) রসখণ্ডন-বর্জ্জিতং (যথা তথা) নির্ব্বিবিশুঃ (পতিভিঃ সহ পপুঃ) ॥ ৩৬ ॥

বিকচ-তামরসাঃ মদকলোদকলোল-বিহঙ্গমাঃ গৃহ-দীর্ঘিকাঃ স্মিত-চারুতরাননাঃ শ্লথশিঞ্জিত-মেখলাঃ স্ত্রিয়ঃ ইব শুশুভিরে। ৩৭ ॥

মধুখণ্ডিতা হিমকরোদয়-পাণ্ডু-মুখচ্ছবিঃ রজনী-বধূঃ ইষ্ট-সমাগমনির্বৃতিম অনিতয়া (ন ইতয়া-প্রাপ্তয়া, অপ্রাপ্তয়া) বনিতয়া সদৃশং তনুতাম্ উপযযৌ ॥ ৩৮ ॥

হিমকরঃ অপতুষারতয়া বিশদ-প্রভৈঃ সুরত-সঙ্গ-পরিশ্রম-নোদিভিঃ অংশুভিঃ মকরোর্জ্জিত-কেতনং কুসুম-চাপম্ অতেজয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

হুতহুতাশনদীপ্তি যৎ কুসুমং বনশ্রিয়ঃ কনকাভরণস্য প্রতিনিধিঃ (অভূৎ), দল-কেসর-পেশলম্ আহিতং তৎ কুসুমং যুবতয়ঃ অলকে দধুঃ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রমদাগণ, নানাবিধ ললিত বিলাস-সম্ভোগাদির সম্পাদক সুগন্ধি বকুল-কুসুম হইতেও সৌগন্ধময়, বাসনার উদ্দীপক, সুরা স্ব-স্ব প্রিয়তমের সহিত সেবন করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

গৃহদীর্ঘিকায় অজস্র কমল প্রস্ফুটিত হইল। মদমত্ত জলচর বিহঙ্গম-গণ নানাপ্রকার মধুর অব্যক্তধ্বনি করিতে করিতে বিচরণে প্রবৃত্ত হইল, দীর্ঘিকা মেখলাবিমণ্ডিতা সস্মিত-বদনা কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥ ৩৭ ॥

রাত্রিরূপ বধূ প্রিয়-সমাগম-সুখে বঞ্চিতা নায়িকার ন্যায়, বসন্তের দ্বারা ক্রমে কৃশতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং শীতাংশুর উদয়ে উহার মুখকান্তি, (অর্থাৎ রজনীর প্রথমাংশ) পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল ॥ ৩৮ ॥

হিম-নির্মুক্ত শশাঙ্কের নির্ম্মল কিরণজালে বিলাসী মিথুনের স্পৃহণীয় সম্ভোগ-শ্রম বিদূরিত হইল এবং তাহাদের স্মরানল দ্বিগুণতররূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৯ ॥

ঘৃতাদির সংযোগে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, উপবনের কান্তি জল্ জল্ করিয়া দীপ্ত পাইতে লাগিল। বসন্ত-প্রমোদ-মত্ত-যুবতীগণের চূর্ণকুন্তলে, অস্থিরচিত্ত কামিবৃন্দ, উপবন-শ্রীর স্বর্ণালঙ্কারতুল্য সুকুমার কর্ণিকারকুসুম পরাইয়া দিল ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্য।—এই কবিতায় "বন্ধ" বলিয়া কালিদাস সম্ভোগ-ব্যাপারের কতিপয় প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছেন। "ব্যানত, ক্ষুরিপদ, হরিবিক্রম, ধেনুক, কাকপদ, ময়ূর, বেণুবিদারক, স্মর-চক্র, নাগ-পাশক" প্রভৃতি চুরাশী প্রকার ঘটনা স্ত্রীপুরুষের সম্ভোগ-বিষয়ে "রতিরহস্য", "নিগমকল্পদ্রুম" এবং "কামরত্নাদি তন্ত্রে" উক্ত হইয়াছে। ইহা অব্যাখ্যেয় ॥ ৩৬ ॥

অলিভিরঞ্জন-বিন্দুমনোহরৈঃ কুসুমপঙ্‌ক্তিনিপাতিভিরঙ্কিতঃ।
ন খলু শোভয়তি স্ম বনস্থলীং ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব ॥ ৪১ ॥
অমদয়ন্ মধুগন্ধসনাথয়া কিসলয়াধরসঙ্গতয়া মনঃ।
কুসুম-সম্ভৃতয়া নবমল্লিকা স্মিতরুচা তরুচারুবিলাসিনী ॥ ৪২ ॥
অরুণরাগ-নিষেধিভিরংশুকৈঃ শ্রবণ-লব্ধ-পদৈশ্চ যবাঙ্কুরৈঃ।
পরভৃতাবিরুতৈশ্চ বিলাসিনঃ স্মরবলৈরবলৈকরসাঃ কৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥
উপচিতাবয়বা শুচিভিঃ কণৈরলিকদম্বকযোগমুপেয়ুষী।
সদৃশ-কান্তিরলক্ষ্যত মঞ্জরী তিলকজালক-জালক-মৌক্তিকৈঃ ॥ ৪৪ ॥
ধ্বজপটং মদনস্য ধনুর্ভৃতশ্ছবিকরং মুখচূর্ণমৃতুশ্রিয়ঃ।
কুসুমকেসররেণুমলিব্রজাঃ সপবনোপবনোত্থিতমন্বয়ুঃ ॥ ৪৫ ॥
অনুভবন্নবদোলমৃতূৎসবং পটুরপি প্রিয়কণ্ঠ-জিঘৃক্ষয়া।
অনয়দাসনরজ্জুপরিগ্রহে ভুজলতাং জলতামবলাজনঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—অঞ্জন-বিন্দু-মনোহরৈঃ কুসুম-পঙ্‌ক্তি-নিপাতিভিঃ অলিভিঃ অঙ্কিতঃ তিলকঃ (তিলক-নামা বৃক্ষঃ) বনস্থলীং তিলকঃ (বিশেষকঃ) প্রমদাম্ ইব ন শোভয়তি স্ম—(ইতি) ন খলু (শোভয়তি এব) ॥ ৪১ ॥

তরুচারুবিলাসিনী নবমল্লিকা মধুগন্ধ-সনাথয়া কিসলয়াধর-সঙ্গতয়া কুসুম-সম্ভৃতয়া স্মিতরুচা (পথগানাং) মনঃ অমদয়ৎ ॥ ৪২ ॥

বিলাসিনঃ অরুণরাগ-নিষেধিভিঃ অংশুকৈঃ (অম্বরৈঃ, শ্রবণ-লব্ধ-পদৈঃ যবাঙ্কুরৈঃ চ, পরভৃতা-বিরুতৈঃ চ স্মরবলৈঃ—(কাম-সৈন্যৈঃ) অবলৈকরসাঃ কৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥

শুচিভিঃ কণৈঃ উপচিতাবয়বাঃ অলিকদম্বকযোগম্ উপেয়ুষী তিলকজা মঞ্জরী অলক-জালক-মৌক্তিকৈঃ সদৃশ-কান্তিঃ অলক্ষ্যত ॥ ৪৪ ॥

অলিব্রজাঃ ধনুর্ভৃতঃ মদনস্য ধ্বজপটম্ ঋতুশ্রিয়ঃ ছবিকরং মুখচূর্ণং সপবনোপবনোত্থিতং কুসুম-কেসর-রেণুম্ অন্বয়ুঃ (অন্বগচ্ছন্) ॥ ৪৫ ॥

নব-দোলম্ ঋতূৎসবম্ অনুভবন্ অবলাজনঃ পটুঃ অপি প্রিয়কণ্ঠ-জিঘৃক্ষয়া আসন-রজ্জু-পরিগ্রহে ভুজলতাং জলতাম্ (জড়তাং) অনয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—ভ্রমর-পঙ্‌ক্তি তিলক-পুষ্পোপরি নিপতিত হওয়ায়, বসন্ত-শ্রী-বিমণ্ডিত বনস্থলী তিলকভূষিতা প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥ ৪১ ॥

যেমন চারুবিলাসিনী যুবতী প্রিয়তমকে আসব-গন্ধ-মধুর অধর দান করে এবং মন্দ মন্দ মনোহর হাসির দ্বারা তাহার চিত্ত-বিভ্রম জন্মায়, তদ্রূপ নবমল্লিকা লতা তাহার কিসলয়রূপ অধরে কুসুমস্তবকরূপ শুভ্র হাস্যের দ্বারা আশ্রয়-তরুকে বিমোহিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে পথিকগণের পর্য্যন্ত চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইল ॥ ৪২ ॥

কামিনীগণের বালাতপতুল্য অরুণবর্ণ কুসুম-রঞ্জিত বসন, কর্ণার্পিত যবাঙ্কুর এবং কোকিলকুলের কলধ্বনি প্রভৃতি কামোদ্দীপক কামসৈন্যগণের শুভাগমনে বিলাসীদিগের হৃদয় বিলাসিনীবৃন্দের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল ॥ ৪৩ ॥

শ্বেতপরাগ-চিত্রিত তিলকমঞ্জরীতে ভ্রমরপঙ্‌ক্তি আসিয়া বসায়, কামিনীগণের কেশ-কলাপ মুক্তাজালে বিমণ্ডিত হইলে যেমন শোভা হয়, সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা হইল ॥ ৪৪ ॥

বিশ্ববিজয়ী ধনুর্দ্ধর মদনের বিজয়পতাকাস্বরূপ এবং বসন্ত-লক্ষ্মীর শোভাজনক মুখচূর্ণবৎ কুসুম-রেণু-পটল সমীরণভরে উড্ডীন হইতে লাগিল এবং ভ্রমরপঙ্‌ক্তি সেই রেণুর অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৫ ॥

অবলাগণ দোলারোহণে সুনিপুণ হইয়াও, বসন্তোৎসব-কালে অভিনব দোলায় আরোহণপূর্ব্বক প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গনের অভিলাষে স্বীয় আসনরজ্জু গ্রহণের সময়ে ভুজলতা শিথিল করিয়াছিল। যেন তাহাদের বাহুতে আর বল নাই ॥ ৪৬ ॥

ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈর্ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়ঃ।
পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে স্মরমতে রমতে স্ম বধূজনঃ ॥ ৪৭ ॥
অথ যথাসুখমার্ত্তবমুৎসবং সমনুভূয় বিলাসবতী-সখঃ।
নরপতিশ্চকমে মৃগয়ারতিং স মধুমন্মধুমন্মথসন্নিভঃ ॥ ৪৮ ॥
পরিচয়ং চললক্ষ্যনিপাতনে ভয়রুষোশ্চ তদিঙ্গিত-বোধনম্।
শ্রমজয়াৎ প্রগুণাং চ করোত্যসৌ তনুমতোঽনুমতঃ সচিবৈর্যযৌ ॥ ৪৯ ॥
মৃগবনোপগমক্ষমবেষভৃদ্ বিপুলকণ্ঠ-নিষক্ত-শরাসনঃ।
গগনমশ্বখুরোদ্ধতরেণুভির্ন-সবিতা স বিতানমিবাকরোৎ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়।—বত (অয়ি) (অঙ্গনাঃ) মানং ত্যজত, বিগ্রহৈঃ অলং, গতং চতুরং বয়ঃ (যৌবনং) পুনঃ ন এতি,—ইতি স্মরমতে পরভৃতাভিঃ নিবেদিতে (সতি) ইব বধূজনঃ রমতে স্ম ॥ ৪৭ ॥

অথ মধুমৎ-মধু-মন্মথ-সন্নিভঃ সঃ নরপতিঃ বিলাসবতীসখঃ (সন্) আর্ত্তবম্ উৎসবং যথাসুখং সমনুভূয় মৃগয়ারতিং চকমে ॥৪৮॥

অসৌ (মৃগয়া) চল-লক্ষ্য-নিপাতনে পরিচয়ং করোতি, ভয়-রুষোঃ তদিঙ্গিত-বোধনং চ (করোতি), তনুং শ্রম-জয়াৎ প্রগুণাং চ (করোতি), অতঃ(সঃ রাজা) সচিবৈঃ অনুমতঃ (সন্) যযৌ ॥৪৯॥

মৃগ-বনোপগমক্ষমবেষভৃৎ বিপুল-কণ্ঠ-নিষক্ত-শরাসনঃ ন-সবিতা সঃ (দশরথঃ) অশ্বখুরোদ্ধতরেণুভিঃ গগনং বিতানং (তুচ্ছং, অলক্ষ্যং), (অথবা) গগনং সবিতানম্ (স-চন্দ্রাতপম্) ইব অকরোৎ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ।—"মানিনীগণ! আর কেন? মান পরিত্যাগ কর, কেন বৃথা কলহ? ভুলিও না যে, উপভোগক্ষম এই দুর্লভ নবীন যৌবন বড়ই চঞ্চল, একবার গেলে আর ফিরিবে না।"—মুখর কোকিলাবৃন্দ তাহাদের কমনীয় কণ্ঠে কুহুধ্বনি করিয়া যেন মদন-দেবের এই উপদেশবাণী শুনাইতে লাগিল, আর মানিনীরাও অমনি স্ব-স্ব দুর্জ্জয় মান ভঙ্গ করিয়া তৃষিত প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর মধুদৈত্যনাশী বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রান্ত, কুসুমাকর বসন্তের ন্যায় নানাভূষণমণ্ডিত ও কন্দর্পের ন্যায় মনোজ্ঞ-কান্তি রাজা দশরথ বিলাসিনীদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বসন্ত-বিহার করিয়া মৃগয়া-বিহারে সমুৎসুক হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৮ ॥

নবীন নরপতি রাজা দশরথ, মৃগয়াগমনে প্রবীণ-সচিব-দিগের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা প্রসন্নহৃদয়ে অনু-মোদন করিলেন; কেন না, মৃগয়ায় চঞ্চল লক্ষ্যভেদে অভ্যাস জন্মে, ভয়ার্ত্ত পশুগণের ভয়ক্রোধজনিত ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গীর বিশিষ্ট জ্ঞান হয় এবং শ্রম-সহিষ্ণুতা নিবন্ধন দেহ লঘু অর্থাৎ হাল্কা হয়। রাজা স্বীয় রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন ॥৪৯॥

মহারাজ দশরথ মৃগয়া-যাত্রাকালে বনগমনোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া মাংসল কণ্ঠদেশে শরাসন স্থাপনপূর্ব্বক অশ্বখুরোদ্ধত ধূলিপটলে আকাশমার্গ আচ্ছাদিত করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য।—রঘুবংশ যে কালিদাসের পরিণত বয়সের লিখিত কাব্য—এই কবিতাটি তাহার অন্যতম প্রমাণ। তরুণ বয়সে—উদ্দাম অবস্থায় এ চিন্তা মানুষের মনে বড় উদিত হয় না; উদিত হইবার অবসরই পায় না। প্রবৃত্তি-মদিরাজনিত ভোগোন্মাদের সময়ে এ সব তত্ত্বকথা হৃদয়ে স্থান পায় না। জীবনের জমাখরচে যখন দৃষ্টি পড়ে, তখনই এই সকল হিসাব-নিকাশের দিকে চাহিয়া মানুষ শিহরিয়া উঠে ॥ ৪৭ ॥

এই কবিতায় দেখিতেছি, "বিলাসবতী-সখ" রাজা দশরথ বসন্ত বিহার শেষ করিয়া—মৃগয়া করিতে বাসনা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে, দিলীপ, রঘু এবং অজ—এই তিন জন রাজার সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি। এক্ষণে দশরথের পরিচয় পাইলাম ঐ তিন জন এবং দশরথ—ইহার মধ্যে যেন আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের এ পর্য্যন্ত কোনরূপ ভোগতৃষ্ণার পরিচয় পাই নাই। দশরথের এই সম্ভোগ-বৃত্তান্ত-বর্ণনে, কালিদাস, অতি সন্তর্পণে দশরথ-চরিত্রের একটা দিক্ একটু দেখাইয়া দিলেন। এই দিকটা বুঝি দশরথের একটু দুর্ব্বল ছিল এবং এই দুর্ব্বলতার সূত্র অবলম্বন করিয়াই বুঝি তরুণী মহারাণী বৃদ্ধ নৃপতির উপর একটু অতিমাত্রায় আধিপত্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

গ্রথিতমৌলিরসৌ বনমালয়া তরুপলাশসবর্ণতনুচ্ছদঃ।
তুরগবল্গনচঞ্চল-কুণ্ডলো বিররুচে রুরুচেষ্টিতভূমিষু ॥ ৫১ ॥

তনুলতাবিনিবেশিতবিগ্রহা ভ্রমরসংক্রমিতেক্ষণবৃত্তয়ঃ।
দদৃশুরধ্বনি তং বনদেবতাঃ সুনয়নং নয়নন্দিত-কোসলম্ ॥ ৫২ ॥

শ্বগণি-বাগুরিকৈঃ প্রথমাস্থিতং ব্যপগতানলদস্যু বিবেশ সঃ।
স্থির-তুরঙ্গমভূমি নিপানবন্মৃগবয়োগবয়োপচিতং বনম্ ॥ ৫৩ ॥

অথ নভস্য ইব ত্রিদশায়ুধং কনকপিঙ্গ-তড়িদ্গুণ-সংযুতম্।
ধনুরধিজ্যমনাধিরুপাদদে নরবরো রবরোষিত-কেসরী ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়।—বনমালয়া গ্রথিত-মৌলিঃ তরুপলাশ-সবর্ণ-তনুচ্ছদঃ তুরগবল্গন-চঞ্চল-কুণ্ডলঃ অসৌ (দশরথঃ) রুরুচেষ্টিত-ভূমিষু বিররুচে ॥ ৫১ ॥

তনুলতাবিনিবেশিত-বিগ্রহাঃ ভ্রমরসংক্রমিতেক্ষণ-বৃত্তয়ঃ বনদেবতাঃ সুনয়নং নয়-নন্দিত কোসলং তং (দশরথম) অধ্বনি দদৃশুঃ ॥ ৫২ ॥

সঃ (দশরথঃ) শ্ব-গণি-বাগুরিকৈঃ প্রথমাস্থিতং ব্যপগতানলদস্যু স্থির-তুরঙ্গম-ভূমি নিপানবৎ মৃগ-বয়ো-গবয়োপচিতং বনং বিবেশ ॥ ৫৩ ॥

অথ অনাধিঃ রবরোষিত-কেসরী (সঃ নরবরঃ), কনক-পিঙ্গ-তড়িদ্গুণ-সংযুতং ত্রিদশায়ুধং নভস্যঃ (ভাদ্রপদমাসঃ) ইব অধিজ্যং ধনুঃ উপাদদে ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গার্থ।—নরনাথ বনমালায় কেশপাশ গ্রথিত করিয়া পশ্বাদির দৃষ্টি এড়াইবার জন্য বৃক্ষপত্রবৎ হরিদ্বর্ণ কবচে কলেবর আবৃত করিলেন। দ্রুতগামী তুরঙ্গমের গতি-সময়ে তাঁহার কর্ণের কুণ্ডলযুগল আন্দোলিত হইতেছিল।—এইরূপে তিনি গিয়া রুরুমৃগের সঞ্চার-ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

বনচারী রাজার চতুর্দ্দিকে কুসুমিত লতাসমূহে চঞ্চল ভ্রমর-পঙ্ক্তি বিরাজ করিতেছিল,—তদ্দর্শনে মনে হইল, বনদেবতারা সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতিকায় নিজ নিজ দেহ সন্নিবেশিত করিয়া, বুঝি, ভ্রমররূপ নয়নের দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে সেই লোকপাবন ও নয়নরঞ্জন কোসল-নৃপতিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥ ৫২ ॥

এইরূপে তিনি ক্রমশঃ দাবানলবিহীন, দস্যুভয়শূন্য এবং মৃগ-পক্ষি-গবয় সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, তথায় অশ্বসঞ্চরণযোগ্য সুদৃঢ় ভূভাগ ও জলপূর্ণ কূপাদি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অনুচর "বনগ্রাহী" ব্যক্তিরা কুকুর ও জাল লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

তৎপর, ভাদ্রমাস যেমন কাঞ্চনের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ তড়িতের ছিলাযুক্ত ইন্দ্রধনু ধারণ করে, তদ্রূপ মহারাজ দশরথ স্বীয় কোদণ্ডে ছিলা সংযোগপূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিলেন। তদীয় শরাসনের নির্ঘোষে বনাস্তবাসী কেসরী-সকল ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া গাত্র কম্পন করিল ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য।—নবম সর্গে প্রথম হইতে চুয়ান্ন শ্লোক পর্য্যন্ত কালিদাস যমক নামক শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাকাব্য লিখিতে গেলে, অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মানুসারে, নানা ছন্দ, নানা অলঙ্কার প্রভৃতির প্রয়োগ আবশ্যক। কবি সেই প্রাচীন-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে একপ্রকার বাধ্য। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অলৌকিক কবিত্বশক্তির পর্য্যাপ্ত স্ফুরণ হইয়াছে—বলিলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। শব্দের অত্যন্ত বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়িয়া কবির চির-নবীনা কল্পনাসুন্দরী যেন তেমন স্বৈরচারে পদবিন্যাস করিতে পারেন নাই। এই যমকাবলীর প্রয়োগে কালিদাসের যমক-প্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার বরদাত্রী বীণাপাণির অজসৌষ্ঠবের কোনো অতিরিক্ত উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই ॥ ১-৫৪ ॥

তস্য স্তন-প্রণয়িভির্মুহুরেণশাবৈর্ব্যাহন্যমানহরিণীগমনং পুরস্তাৎ।
আবির্বভূব কুশগর্ভমুখং মৃগাণাং যূথং তদগ্রসর-গর্ব্বিত-কৃষ্ণ-সারম্ ॥ ৫৫ ॥
তৎ প্রার্থিতং জবনবাজিগতেন রাজ্ঞা তূণীমুখোদ্ধৃতশরেণ বিশীর্ণ-পঙ্ক্তি।
শ্যামীচকার বনমাকুলদৃষ্টি-পাতৈর্বাতেরিতোৎপল-দল-প্রকরৈরিবার্দ্রৈঃ ॥ ৫৬ ॥
লক্ষীকৃতস্য হরিণস্য হরিপ্রভাবঃ প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীং ব্যবধায় দেহম্।
আকর্ণকৃষ্টমপি কামিতয়া স ধন্বী বাণং কৃপামৃদুমনাঃ প্রতিসংজহার ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—স্তন-প্রণয়িভিঃ এণ-শাবৈঃ মুহুঃ ব্যাহন্যমান-হরিণীগমনং কুশগর্ভমুখং তদগ্রসর-গর্ব্বিত-কৃষ্ণসারং মৃগাণাং যূথং তস্য (দশরথস্য) পুরস্তাৎ আবিবভূব ॥ ৫৫ ॥

জবন-বাজি-গতেন তূণীমুখোদ্ধৃত-শরেণ রাজ্ঞা (দশরথেন) প্রার্থিতং (অভিযাতং, অনুসৃতং, অতএব) বিশীর্ণ-পঙ্ক্তি তৎ (মৃগযূথম্) (কর্তৃ) আর্দ্রৈঃ আকুল-দৃষ্টিপাতৈঃ বাতেরিতোৎপল-দল-প্রকরৈঃ ইব বনং শ্যামীচকার ॥ ৫৬ ॥

হরি-প্রভাবঃ ধন্বী সঃ (নৃপঃ) লক্ষীকৃতস্য হরিণস্য দেহং ব্যবধায় স্থিতাং সহচরীং প্রেক্ষ্য কামিতয়া কৃপামৃদুমনাঃ (সন্) আকর্ণকৃষ্টম্ অপি বাণং প্রতিসংজহার ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—এমন সময়ে একদল বন্য হরিণ আসিয়া মৃগয়ারত রাজার পুরোভাগে উপস্থিত হইল। তাহারা তখনও কুশকবল চর্ব্বণ করিতেছিল এবং স্তন্যপায়ী মৃগ-শাবকগণ অগ্রসর হইয়া হরিণীদিগের পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইতেছিল ॥ ৫৫ ॥

দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক রাজা দশরথ তূণীর হইতে বাণ গ্রহণ করিয়া যেমন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, অমনি হরিণ সকল দল ভঙ্গ করিয়া যে যে দিকে পারে, সভয়দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে পলাইল। তাহাদের চঞ্চল ও সজল নয়ন-পঙ্ক্তি বাতেরিত ও বারিসিক্ত উৎপল-দলের ন্যায় শোভা পাইল এবং সমগ্র বনভূমি চকিতে যেন শ্যামবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৫৬ ॥

দেবেন্দ্রবৎ পরাক্রান্ত রাজা একটি হরিণকে লক্ষ্য করিয়া শর-সন্ধান করিলেন। তদ্দর্শনে প্রাণেশ্বরের প্রাণ-রক্ষার্থ, তাড়াতাড়ি আসিয়া হরিণী স্বদেহের দ্বারা প্রিয়তম হরিণের দেহ অন্তরাল করিয়া দাঁড়াইল। দশরথের প্রেমময় হৃদয় তাহা দেখিয়া বিগলিত হইল। তাঁহার প্রণয়-প্রবণ চিত্ত আর তিনি স্থির রাখিতে পারিলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ আকর্ণকৃষ্ট ধনুর্গুণ শিথিল করিয়া বাণ প্রতিসংহার করিলেন ॥ ৫৭ ॥

তাৎপর্য্য।—কোমল-হৃদয় দশরথ মৃগয়া করিতে গিয়াও কোমলতার হাত এড়াইতে পারিলেন না। মৃগয়াকারী যদি লক্ষীকৃত শরব্যে বাণক্ষেপে কোনো কারণে বাধাপ্রাপ্ত হন কিংবা শরব্যই যদি কোনো উপায়ে সেই অব্যর্থ-সন্ধান বধকর্ত্তার নিশিত বাণ ব্যর্থ করিতে পারে, তবে তাহাতে মৃগয়াকারীর অশেষ এবং অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। কিন্তু দশরথের হৃদয় এতই কোমল ছিল যে, তিনি লক্ষীকৃত মৃগকে বাণ-বিদ্ধ করিতে করিতেও করেন নাই। করুণ চিত্তে তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন। বাণবেধোন্মুখ হরিণকে নিহতপ্রায় দেখিয়া যেমন কাতর-প্রাণা হরিণী আসিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল, অমনি কৃপা-পরবশ রাজা সেই হরিণ-দম্পতীকে মুক্তি দিলেন। অমন প্রণয়ে ব্যাঘাত করিতে প্রণয়ী দশরথের প্রবৃত্তি হইল না। কবিচূড়ামণি ধীরে ধীরে রাজ-হৃদয়ের একটি স্তর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পাঠকদিগকে দেখাইতেছেন ॥ ৫৭ ॥

বাণক্ষেপোদ্যত দশরথের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রাণভয়ে আকুল হইয়া মৃগ ছুটিতেছে; পলায়মান মৃগের সেই ভয়-চকিত নয়ন-দর্শনে রাজার হৃদয়ে তদীয় মৃগাক্ষী মহিষীর চঞ্চল নয়ন ভাসিয়া উঠিল। স্নিগ্ধ-হৃদয়—নরনাথ আর সে মৃগ হনন করিতে পারিলেন না। এতই কোমল তাঁহার অন্তঃকরণ।

কালিদাস বহির্জগতের প্রত্যেক পদার্থের সৌন্দর্য্য যেমন তন্ন তন্ন করিয়া নিজে দেখিতেন, অপরকেও দেখাইতেন। অন্তর্জগতের অনুপম সৌন্দর্য্যরাশিও তদ্রূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজে দেখিতেন, অন্যকেও দেখাইতেন। মহারাজ দশরথের হৃদয়-বৃত্তি যে কিরূপ মৃদু, কীদৃশ নবনীতবৎ কোমল ছিল, তাহা কবি, উপরি-ধৃত ঐ দুইটি (৫৭, ৫৮) চিত্রের দ্বারা অতি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন। হৃদয়ে এতাদৃশ মৃদুত্বের অতিপ্রভাব পরাক্রান্ত নৃপতির পক্ষে প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু

তস্যাপরেষ্বপি মৃগেষু শরান্ মুমুক্ষোঃ কর্ণান্তমেত্য বিভিদে নিবিড়োঽপি মুষ্টিঃ।
ত্রাসাতিমাত্রচটুলৈঃ স্মরতঃ সুনেত্রৈঃ প্রৌঢ়প্রিয়ানয়ন-বিভ্রম-চেষ্টিতানি ॥ ৫৮ ॥
উত্তস্থুষঃ সপদি পল্বলপঙ্কমধ্যাৎ মুস্তাপ্ররোহকবলাবয়বানুকীর্ণম্।
জগ্রাহ স দ্রুতবরাহকুলস্য মার্গং সুব্যক্তমার্দ্রপদপঙ্‌ক্তিভিরায়তাভিঃ ॥ ৫৯ ॥
তং বাহনাদবনতোত্তরকায়মীষদ্‌বিধ্যন্তমুদ্ধৃত-সটাঃ প্রতিহন্তুমীষুঃ।
নাত্মানমস্য বিবিদুঃ সহসা বরাহা বৃক্ষেষু বিদ্ধমিষুভির্জঘনাশ্রয়েষু ॥ ৬০ ॥

অন্বয়।—ত্রাসাতিমাত্রচটুলৈঃ সুনেত্রৈঃ (মৃগাণাং) প্রৌঢ়প্রিয়া-নয়নবিভ্রম-চেষ্টিতানি স্মরতঃ অপরেষু অপি মৃগেষু শরান্ মুমুক্ষোঃ তস্য (নৃপস্য) নিবিড়ঃ অপি মুষ্টিঃ কর্ণান্তমেত্য বিভিদে (স্বয়মেব ভিদ্যতে স্ম,—কর্ম্মকর্ত্তরি লিট্) ॥ ৫৮ ॥

সঃ (নৃপঃ) মুস্তাপ্ররোহ-কবলাবয়বানুকীর্ণম্ আয়তাভিঃ আর্দ্র-পদপঙ্‌ক্তিভিঃ সুব্যক্তং সপদি পল্বল-পঙ্ক-মধ্যাৎ উত্তস্থুষঃ দ্রুতবরাহ-কুলস্য মার্গং জগ্রাহ (অনুসসার) ॥ ৫৯ ॥

বরাহাঃ বাহনাৎ ঈষৎ অবনতোত্তরকায়ং বিধ্যন্তং তম (নৃপম) উদ্ধৃত-সটাঃ (সন্তঃ) প্রতিহন্তুম্ ঈষুঃ (ঐচ্ছন্)। অস্য ইষুভিঃ সহসা জঘনাশ্রয়েষু বৃক্ষেষু বিদ্ধম্ আত্মানং ন বিবিদুঃ ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ।—আবার এক দল হরিণ তাঁহার নয়নগোচর হইল, আর অমনিই তিনি তাহাদিগকে সংহার করিবার জন্য দৃঢ়-মুষ্টিতে ধনুকের ছিলা কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া বাণযোজনা করিলেন। প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া হরিণগণ সংহারকর্ত্তার দিকে চাইতে লাগিল। তাহাদের সেই নিরীহ ও ভয়চঞ্চল আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন দর্শনে স্বীয় প্রিয়তমার বিলাস-লোল দৃষ্টি তাঁহার মনে পড়িল, তিনি আর বাণক্ষেপ করিতে পারিলেন না; তাঁহার দৃঢ়মুষ্টি আপনিই শিথিল হইয়া পড়িল। ধনুর্বিদ্যায় একান্ত পারদর্শী ছিলেন বলিয়া মুক্ত-প্রায় বাণের তিনি প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইলেন, নতুবা অন্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব ॥ ৫৮ ॥

শুষ্কপ্রায় পঙ্কিল জলাশয় হইতে উঠিয়া মুস্তাকবল চর্ব্বণ করিতে করিতে কর্দ্দমাক্ত-দেহে বরাহগণ ছুটিয়াছে, তাহাদের পরিশ্রম-শিথিল মুখ হইতে ভ্রষ্ট মুস্তারাশিতে বনপথ আকীর্ণ হইয়াছে। পলায়মান বরাহযূথের আর্দ্র আয়ত ও সুস্পষ্ট পদ চিহ্ন দেখিতে দেখিতে তিনি তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া অব্যর্থ-লক্ষ্য দশরথ, অশ্ব হইতে দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ ঈষৎ হেলাইয়া বরাহ-সমূহকে বাণ-বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, প্রতিহিংসা-প্রচণ্ড সেই বন্যশূকরগুলিও, কণ্টকবৎ কঠোর কেসররাশি প্রকম্পিত করিয়া দশরথকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই যে তাহাদের কটি-দেশ ক্ষিপ্রহস্ত দশরথের বাণে বৃক্ষের সহিত গাঁথিয়া গিয়াছে, তাহা তাহারা আদৌ বুঝিতে পারে নাই ॥ ৬০ ॥

স্থল-বিশেষে ইহাতে অনেক কুফল ফলিয়া থাকে। এই অতিমৃদুত্ব-রূপ রশ্মি আকর্ষণ করিয়াই কৈকেয়ী রাজ-হৃদয় অবনমিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোনো বিষয়েই অতিপ্রিয়তা ভাল নহে।

এই ৫৮ কবিতায় একটি ক্রিয়াপদ আছে—"বিভিদে" আপনিই শিথিল হইল। কর্ম্মকর্ত্তরি বাচ্যে প্রয়োগ। হরিণের চকিত নয়ন-দর্পণে যেমন প্রেয়সীর সতত চঞ্চল অক্ষিদ্বয় মানসদর্পণে ভাসিয়া উঠিল, অমনিই রাজার অজ্ঞাতসারে যেন তদীয় কর্ণান্ত-কৃষ্ট দৃঢ় মুষ্টি আপনিই শিথিল হইয়া পড়িল। এস্থলেও দেখিতেছি—রাজা অপেক্ষা রাজহৃদয় বলবত্তর। অদূর ভবিষ্যতে দশরথের যে চিত্র কবি উপস্থাপিত করিবেন, এখন হইতেই তাহার পার্শ্ব-দৃশ্যাবলী (Back ground) প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৫৮ ॥

এই মৃগয়া-ব্যাপারের ৪৯, ৫৯ প্রভৃতি কবিতার চিত্রে শকুন্তলার মৃগানুসারী দুষ্মন্তের ও হরিণ-বরাহ প্রভৃতির কথা মনে পড়ে ॥ ৪৯, ৫৯ ॥

তেনাভিঘাত-রভসস্য বিকৃষ্য পত্রী বন্যস্য নেত্রবিবরে মহিষস্য মুক্তঃ।
নির্ভিদ্য বিগ্রহমশোণিতলিপ্তপুঙ্খস্তং পাতয়াং প্রথমমাস পপাত পশ্চাৎ ॥ ৬১ ॥
প্রায়ো বিষাণ-পরিমোক্ষলঘূত্তমাঙ্গান্ খড়্গাংশ্চকার নৃপতির্নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ।
শৃঙ্গং স দৃপ্তবিনয়াধিকৃতঃ পরেষামত্যুচ্ছ্রিতং ন মমৃষে ন তু দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ৬২ ॥
ব্যাঘ্রানভীরভিমুখোৎপতিতান্ গুহাভ্যঃ ফুল্লাসনাগ্রবিটপানিব বায়ুরুগ্ণান্।
শিক্ষাবিশেষ-লঘুহস্ততয়া নিমেষাৎ তূণীচকার শর-পূরিতবক্ত্র-রন্ধ্রান্ ॥ ৬৩ ॥
নির্ঘাতোগ্রৈঃ কুঞ্জ-লীনান্ জিঘাংসুর্জ্যা-নির্ঘোষৈঃ ক্ষোভয়ামাস সিংহান্।
নূনং তেষামভ্যসূয়াপরোঽভূদ্বীর্য্যোদগ্রে রাজশব্দে মৃগেষু ॥ ৬৪ ॥
তান্ হত্বা গজ-কুল-বদ্ধ-তীব্রবৈরান্ কাকুৎস্থঃ কুটিল-নখাগ্র-লগ্নমুক্তান্।
আত্মানং রণকৃতকর্ম্মণাং গজানামানৃণ্যং গতমিব মার্গণৈরমংস্ত ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়।—অভিঘাতরভসস্য বন্যস্য মহিষস্য নেত্রবিবরে তেন (নৃপেন) বিকৃষ্য মুক্তঃ পত্রী বিগ্রহং নির্ভিদ্য অশোণিত-লিপ্তপুঙ্খঃ (সন্) তং (মহিষং) প্রথমং পাতয়ামাস, পশ্চাৎ (স্বয়ং) পপাত ॥ ৬১ ॥

নৃপতিঃ (দশরথঃ) নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ (শরবিশেষৈঃ) খড়্গান্ (খড়্গা-নামকান্ মৃগান্) প্রায়ো বিষাণ-পরিমোক্ষ-লঘূত্তমাঙ্গান্ চকার। (কুতঃ?)—দৃপ্ত-বিনয়াধিকৃতঃ সঃ (রাজা) পরেষাম্ অত্যুচ্ছ্রিতং শৃঙ্গং (বিষাণং প্রাধান্যং চ) ন মমৃষে, দীর্ঘম্ আয়ুঃ তু (কিন্তু) ন মমৃষে ইতি ন। (মমৃষে এব)। ৬২ ॥

অভীঃ (সঃ) গুহাভ্যঃ অভিমুখোৎপতিতান্ বায়ু-রুগ্ণান্ ফুল্লাসনাগ্রবিটপান্ ইব (স্থিতান্) শর-পূরিতবক্ত্র-রন্ধ্রান্ ব্যাঘ্রান্ শিক্ষা-বিশেষ-লঘুহস্ততয়া নিমেষাৎ তূণীচকার ॥ ৬৩ ॥

কুঞ্জ-লীনান্ সিংহান্ জিঘাংসুঃ (সঃ রাজা) নির্ঘাতোগ্রৈঃ জ্যা-নির্ঘোষৈঃ ক্ষোভয়ামাস। তেষাং (সিংহানাং) বীর্য্যোদগ্রে মৃগেষু (বিষয়ে) রাজ-শব্দে (অসৌ রাজা) অভ্যসূয়া-পরঃ অভূৎ নূনম্ ॥ ৬৪ ॥

কাকুৎস্থঃ গজ-কুল-বদ্ধ-তীব্র-বৈরান্ কুটিল-নখাগ্রলগ্ন-মুক্তান্ তান্ (সিংহান্) মার্গণৈঃ (শরৈঃ) হত্বা আত্মানং রণ-কৃত-কর্ম্মণাং গজানাং আনৃণ্যং গতম্ ইব অমংস্ত ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গার্থ।—কোন এক বন্য মহিষ দশরথকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি এত বেগে তাহার নেত্রবিবরে বাণ-ক্ষেপ করিলেন যে, ঐ দ্রুতগামী বাণ মহিষের দেহ ভেদপূর্ব্বক প্রথম মহিষকে ভূমিশায়ী করিলেন, পশ্চাৎ নিজে পতিত হইল। অথচ বাণের গাত্রে বিন্দুমাত্রও রক্ত-চিহ্ন লাগিল না ॥ ৬১ ॥

রাজা দশরথ অতি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র-নামক অস্ত্র দ্বারা খড়্গা-নামক গণ্ডকমৃগদিগের শৃঙ্গচ্ছেদন করিয়া উহাদের মস্তক অতিশয় লঘু করিয়া দিলেন। সেই দুষ্টের শাসক ও শিষ্টের পালক নৃপতি অন্যের অর্থাৎ শত্রুগণের কোনরূপ উচ্চতা বা প্রাধান্যই সহ্য করিতে পারিতেন না। নতুবা তাহাদের জীবনের প্রতি তিনি হিংসাপরায়ণ ছিলেন না ॥ ৬২ ॥

নির্ভীক রাজা দশরথকে গুহামধ্য হইতে ব্যাঘ্রগণ আসিয়া আক্রমণ করিল। তিনিও অমনি বাণক্ষেপে অপূর্ব্ব ক্ষিপ্র-হস্ততা নিবন্ধন, বায়ু-বিমর্দ্দিত সর্জ্জতরুর শাখাগ্রের ন্যায়, তাহাদিগকে নিমেষমধ্যে ভূতল-শায়ী করিয়া তাহাদের বদনবিবর একেবারে তূণীরের মত বাণপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর কুঞ্জমধ্য-শায়ী সিংহদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত রাজা স্বীয় ধনুর্গুণে বার বার ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ করিতে লাগিলেন। সেই দুঃসহ জ্যা-শব্দে কেশরীর দল অত্যন্ত সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। দশরথের উৎসাহ-দর্শনে মনে হইল, তিনি যেন, সিংহদিগের "পশুরাজ" আখ্যায় অসূয়ান্বিত হইয়াই তাহাদিগকে রণে আহ্বান করিতেছিলেন ॥ ৬৪ ॥

যুদ্ধের সময় করিযূথ রাজার অনেক উপকার করিয়া থাকে, আজ সেই করিযূথের প্রত্যুপকার-বাসনাতেই ককুৎস্থ-কুলতিলক দশরথ যেন, কুটিল-নখাগ্রে গজমুক্তা-ধারী গজরাজির কুম্ভবিদারী চিরশত্রু সিংহদিগকে বিনাশ করিয়া সংগ্রাম-সহায় করীন্দ্রদিগের নিকটে কতকটা অঋণী হইলেন ॥ ৬৫ ॥

চমরান্ পরিতঃ প্রবর্ত্তিতাশ্বঃ ক্বচিদাকর্ণবিকৃষ্ট-ভল্লবর্ষী।
নৃপতীনিব তান্ বিযোজ্য সদ্যঃ সিত-বাল-ব্যজনৈর্জগাম শান্তিম্॥ ৬৬॥

অপি তুরগ-সমীপাদুৎপতন্তং ময়ূরং ন স রুচির-কলাপং বাণলক্ষ্যীচকার।
সপদি গতমনস্কশ্চিত্রমাল্যানুকীর্ণে রতি-বিগলিত-বন্ধে কেশ-পাশে প্রিয়ায়াঃ॥ ৬৭॥

তস্য কর্কশবিহার-সম্ভবং স্বেদমানন-বিলগ্ন-জালকম্।
আচচাম সতুষারশীকরো ভিন্নপল্লবপুটো বনানিলঃ॥ ৬৮॥
ইতি বিস্মৃতান্যকরণীয়মাত্মনঃ সচিবাবলম্বিত-ধুরং ধরাধিপম্।
পরিবৃদ্ধ-রাগমনুবন্ধ-সেবয়া মৃগয়া জহার চতুরেব কামিনী॥ ৬৯॥

অন্বয়।—ক্বচিৎ চমরান্ পরিতঃ প্রবর্ত্তিতাশ্বঃ আকর্ণ-বিকৃষ্ট ভল্লবর্ষী (সঃ রাজা) নৃপতীন্ ইব তান্ (চমরান্) সিতবাল-ব্যজনৈঃ বিযোজ্য সদ্যঃ শান্তিং জগাম॥ ৬৬॥

সঃ (নৃপঃ) তুরগ-সমীপাৎ উৎপতন্তম্ অপি রুচির-কলাপং ময়ূরং, চিত্র-মাল্যানুকীর্ণে রতি-বিগলিত-বন্ধে প্রিয়ায়াঃ কেশপাশে সপদি গত-মনস্কঃ (সন্) ন বাণ-লক্ষ্যীচকার॥ ৬৭॥

কর্কশ-বিহার-সম্ভবম্ আনন-বিলগ্ন-জালকং তস্য (নৃপস্য) স্বেদং সতুষার-শীকরঃ ভিন্নপল্লবপুটঃ বনানিলঃ আচচাম॥ ৬৮॥

ইতি আত্মনঃ বিস্মৃতান্য-করণীয়ং সচিবাবলম্বিতধুরম্ অনুবন্ধ-সেবয়া পরিবৃদ্ধ-রাগং (তং) ধরাধিপং মৃগয়া চতুরা কামিনী ইব জহার॥ ৬৯॥

বঙ্গার্থ।—কোথাও মহীপতি চমরীগণের দিকে অশ্ব ফিরাইয়া ধাবিত হইলেন এবং আকর্ণ-কৃষ্ট ভল্লাগ্র-ক্ষেপপূর্ব্বক, প্রতিকূল নৃপতিদিগের ন্যায়, তাহাদিগকে চামরশূন্য করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইলেন॥ ৬৬॥

চন্দ্রক-রমণীয় কলাপ বিস্তারপূর্ব্বক বনময়ূরগণ রাজার অশ্বের চারিদিকে খেলিতে লাগিল, ছুটাছুটি করিতে লাগিল,—উড়িতে লাগিল। এমন সুযোগ পাইয়াও প্রেমিক রাজার আর তাহাদিগকে নিধন করা হইল না। কেন না, তাহাদের ঐ সুন্দর পুচ্ছরাশি দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে তদীয় প্রিয়তমার নানাবর্ণের কুসুমদামে আকীর্ণ শ্রম-শিথিল কেশকলাপের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিল॥ ৬৭॥

কঠোর মৃগয়া-বিহারের পরিশ্রমে নৃপতির বদনমণ্ডল স্বেদ-জল-বিন্দুতে আপ্লুত হইয়াছিল। তুষারকণবাহী বনসমীর পল্লবপুট ভেদ করিয়া আসিয়া তাঁহার শ্রমজনিত ঘর্ম্মজাল বিদূরিত করিল॥ ৬৮॥

এইভাবে মৃগয়া করিতে করিতে রাজা স্বীয় প্রধান কর্ত্তব্য রাজ্য-পালন একপ্রকার ভুলিয়াই গেলেন। সচিবদিগের উপর যে রাজ্যের ভার সাময়িকভাবে অর্পণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আর মনে রহিল না। তিনি কর্ত্তব্য-বিস্মৃত হইয়া মৃগয়ার উপর এতই অনুরক্ত হইলেন যে, চতুরা কামিনীর ন্যায় মৃগয়া যেন তাঁহাকে একেবারে পাইয়া বসিল॥ ৬৯॥

তাৎপর্য্য।—শরাসনধারী-দশরথের সম্মুখেই পুচ্ছ-বিস্তারপূর্ব্বক ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, তাহাদিগকে নিধন করা ত পরের কথা, তাহাদের সহস্র-চন্দ্রক-সুন্দর পুচ্ছ-ভার-দর্শনে, পরিতৃপ্তির স্পৃহণীয় আলস্যে তন্দ্রাগতা আলুলায়িত-কুন্তলা প্রিয়তমার শিথিল কবরীর এবং কবরী-গলিত নানাবর্ণ কুসুমের মালা প্রভৃতি কত কি সম্ভোগের ছবি রাজার মনে জাগিয়া তাঁহাকে একান্ত বিমনা করিয়া তুলিল। ময়ূর আর মারা হইল না। এ সমুদয় বর্ণনায় বুঝিতেছি যে, দশরথ-হৃদয় কি উপাদানে গঠিত। কোনো অবস্থাতেই তাহা মৃদুত্বের—প্রণয়ের—মোহের হাত হইতে আত্মমোচন করিতে সমর্থ নহে। প্রাণি-বধের সময় বধকর্ত্তার চিত্তে যে রসের আবির্ভাব আবশ্যক, মৃগয়া-রত দশরথের এই "গতমনস্কতা"—তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কবি—আরও একটু খুলিয়া ধরিয়া কৈকেয়ী-বল্লভ দশরথের হৃদয়ের আরও দুই একটি স্তর দেখাইয়া দিলেন॥ ৬৭॥

কবি এই শ্লোকে—দশরথের মূর্ত্তির অভ্যন্তরভাগ যেন অতি সতর্কহস্তে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। আমরা সেই ব্যবচ্ছিন্ন আন্তর দেহের প্রত্যেক শিরা ধমনী কৈশিকা দেখিতে পাইতেছি এবং কোথায় কোন্ রক্তের স্রোত কি ভাবে বহিতেছে, বুঝিতেছি। চতুরা কামিনী যেমন পুরুষের অনুরক্তির মাত্রা বুঝিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে একেবারে তন্ময়—

স ললিত-কুসুম-প্রবাল-শয্যাং জ্বলিতমহৌষধিদীপিকা-সনাথাম্।
নরপতিরতিবাহয়াম্বভূব ক্বচিদসমেত-পরিচ্ছদস্ত্রিযামাম্ ॥ ৭০ ॥

উষসি স গজযূথকর্ণতালৈঃ পটুপটহধ্বনিভির্বিনীত-নিদ্রঃ।
অরমত মধুরাণি তত্র শৃণ্বন্ বিহগ-বিকূজিতবন্দিমঙ্গলানি ॥ ৭১ ॥

অথ জাতু রুরোর্গৃহীতবর্ত্মা বিপিনে পার্শ্বচরৈরলক্ষ্যমাণঃ।
শ্রমফেনমুচা তপস্বি-গাঢ়াং তমসাং প্রাপ নদীং তুরঙ্গমেণ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়।—সঃ নরপতিঃ ললিত-কুসুম-প্রবাল-শয্যাং জ্বলিতমহৌষধি-দীপিকা-সনাথাং ত্রিযামাং ক্বচিৎ অসমেত-পরিচ্ছদঃ (সন্) অতিবাহয়াম্বভূব॥ ৭০॥

উষসি পটু-পটহ-ধ্বনিভিঃ গজ-যূথ-কর্ণতালৈঃ বিনীত-নিদ্রঃ সঃ (নৃপঃ) তত্র (বনে) মধুরাণি বিহগ-কূজিতবন্দিমঙ্গলানি শৃণ্বন্ অরমত ॥ ৭১ ॥

অথ জাতু (একদা) রুরোঃ গৃহীতবর্ত্মা (সঃ দশরথঃ) বিপিনে পার্শ্বচরৈঃ অলক্ষ্যমাণঃ (সন্) শ্রমফেনমুচা তুরঙ্গমেণ তপস্বি-গাঢ়াং তমসাং নদীং প্রাপ ॥ ৭২ ॥

বঙ্গার্থ।—নিশা আগত হইলে, নরনাথ রমণীয় সুকোমল পল্লব-বিরচিত শয্যায় একাকী শয়ন করিতেন। প্রজ্বলিত ওষধি সকল মহারাজের প্রদীপের কার্য্য করিত॥ ৭০॥

রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা পটহ-শব্দের ন্যায় হস্তিগণের কর্ণসঞ্চালন-শব্দে জাগরিত হইতেন এবং স্তুতি-পাঠকগণের মঙ্গল-গীতিরূপ বিহঙ্গমগণের সুললিত সঙ্গীত শ্রবণে পরম প্রীতিলাভ করিতেন॥ ৭১॥

তার পর এক দিন রাজা রুরুমৃগগণের পথ ধরিয়া নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্বের দ্রুত-গতি-নিবন্ধন অনুচর-বর্গের কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। ক্রমে গিয়া রাজা তপস্বি-জন-সেবিত তমসা-নদীর তীরে উপনীত হইলেন। দীর্ঘ-পথ অতিক্রম করায় অশ্ব ফেন উদ্গিরণ করিতে লাগিল॥৭২॥

কামিনীময় করিয়া তোলে, পরে ক্রীড়া-কন্দুকের মত সেই পুরুষ নামধেয় প্রাণীটিকে লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার, যথেচ্ছ বিহার করে, মৃগয়াও দশরথকে সেইরূপ করিয়া তুলিল। মৃগয়াকারী সাজিয়া তিনি রাজার কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলেন। দিলীপ-রঘু-অজের দেবস্পৃহণীয় পবিত্র সিংহাসনের কথা বিস্মৃত হইলেন। ইহা তাঁহার চিত্তের ঘোর অধঃপতনের ছবি। তাঁহার কোমল হৃদয় অত্যন্ত ভাব-প্রধান ছিল। সহজেই তিনি ভাবের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতেন, কিন্তু সে স্রোতের প্রতিকূলে ফিরিয়া আসিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। রাজ-রাজেশ্বর হইয়াও এ অংশে তিনি মুগ্ধা ললনার ন্যায় ছিলেন। ইহার কুফলও তাঁহাকেই পদে পদে ভোগ করিতে হইয়াছে॥ ৬৯॥

তমসা।—এই তমসার তীরবনে এক দিন হিংসার অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়া নির্দ্দয় ব্যাধ ক্রৌঞ্চমিথুনের একতরকে বাণ-বিদ্ধ করিয়া জগতে করুণার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। মর্ত্তে সে উচ্ছল শোকপ্রবাহ অমর শ্লোকে পরিণত হইয়া বাগ্দেবতার আসন টলাইয়াছিল। তিনি আসিয়া রোরুদ্যমান আদিকবিকে অমরতা দান করিয়াছিলেন। আজ আবার সেই তমসার বেতস-লতায় তমঃপূর্ণ তীরে মৃগয়া-মূঢ়-হৃদয় দশরথ শরাসন লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।—স্থান-মাহাত্ম্যেই হউক, আর অদৃষ্টের দোষেই হউক,—দশরথের বাণে অন্ধের যষ্টি অন্ধমুনির পুত্র নিহত হইলেন। পিতামাতার সর্ব্বনাশ হইল। দশরথের সর্ব্বনাশ হইল, সূর্য্যবংশের অমল সৌধগাত্রে ধূমকেতুর ছায়া পড়িল। তমসা! তুমি যেমনই সুন্দর, তেমনই ভীষণ॥ ৭২॥

বিবরণ।—তমসা।—তমসা নামে তিনটি প্রাচীন নদীর সন্ধান পাওয়া যায়। ১মটি অযোধ্যা-প্রদেশে, ২য়টি মধ্যভারতের রেওয়া বা রেবা রাজ্যের মধ্যে, এবং ৩য়টি,—গড়োয়াল এবং ডেরাডুনের মধ্যে প্রবাহিত। ইহার মধ্যে ১মটিই বাল্মীকির প্রসিদ্ধ তমসা। আদিকবির প্রথম জীবন এই তমসার তরঙ্গের সহিত নানাভাবে তরঙ্গিত ছিল। এই তমসা অযোধ্যার মাতৃরূপিণী সরযূ হইতে উৎপন্ন এবং আজিমগড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া "ভুসিয়ার" নিকটে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। সরযূর উৎপত্তি-মুখের ১২ মাইল পশ্চিমে তমসার উৎপত্তি। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৪৬ অধ্যায়ে যে ২য় তমসার কথা পাওয়া যায়, তাহা মধ্যভারতবর্ত্তী রেবারাজ্যের অন্তর্গত এক পৃথক্ তমসা; মৎস্যপুরাণের ১১৪ অধ্যায়েও এই ২য় তমসার উল্লেখ আছে। তমসার বর্ত্তমান বিকৃত নাম টংস বা Tons। N. L. D. pp 202. ॥ ৭২ ॥

কুম্ভপূরণভবঃ পটুরুচ্চৈরুচ্চচার নিনদোঽম্ভসি তস্যাঃ।
তত্র স দ্বিরদ-বৃংহিত-শঙ্কী শব্দ-পাতিনমিষুং বিসসর্জ্জ ॥ ৭৩ ॥
নৃপতেঃ প্রতিষিদ্ধমেব তৎ কৃতবান্ পঙ্‌ক্তিরথো বিলঙ্ঘ্য যৎ।
অপথে পদমর্পয়ন্তি হি শ্রুতবন্তোঽপি রজোনিমীলিতাঃ ॥ ৭৪ ॥

হা তাতেতি ক্রন্দিতমাকর্ণ্য বিষণ্ণস্তস্যান্বিষ্যন্ বেতস-গূঢ়ং প্রভবং সঃ।
শল্য-প্রোতং প্রেক্ষ্য সকুম্ভং মুনিপুত্রং তাপাদন্তঃশল্য ইবাসীৎ ক্ষিতিপোঽপি ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়।—তস্যাঃ (তমসায়াঃ) অম্ভসি কুম্ভ-পূরণভবঃ পটুঃ উচ্চৈঃ (গম্ভীরঃ) নিনদঃ উচ্চচার। তত্র (নিনদে) দ্বিরদ-বৃংহিত-শঙ্কী (সন্) সঃ (নৃপঃ) শব্দ-পাতিনম্ ইষুং বিসসর্জ্জ ॥ ৭৩ ॥

তৎ (কর্ম্ম) নৃপতেঃ প্রতিষিদ্ধম্ এব যৎ (এতৎ গজবধ-রূপং কর্ম্ম) পঙ্‌ক্তিরথঃ (দশরথঃ) বিলঙ্ঘ্য (শাস্ত্রম্ উল্লঙ্ঘ্য) কৃতবান্। (কতমেতৎ ?) শ্রুতবন্তঃ অপি রজো-নিমীলিতাঃ (সন্তঃ) অপথে পদম্ অর্পয়ন্তি হি ॥ ৭৪ ॥

হা তাত!—ইতি ক্রন্দিতম্ আকর্ণ্য বিষণ্ণঃ (সন্) তস্য (ক্রন্দিতস্য) বেতস-গূঢ়ং প্রভবম্ অন্বিষ্যন্ শল্য-প্রোতং সকুম্ভং মুনিপুত্রং প্রেক্ষ্য সঃ ক্ষিতিপঃ অপি তাপাৎ অন্তঃ-শল্যঃ ইব আসীৎ ॥ ৭৫ ॥

বঙ্গার্থ।—উপস্থিত হইয়াই রাজা সেই তমসার জলে একপ্রকার মধুর ও গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল—কোনো হস্তী হয় ত নির্জ্জনে জলপান করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহা কাহার যেন কলস নিমজ্জনপূর্ব্বক জল লইবার শব্দ। শব্দমাত্র শুনিয়াই করিভ্রমে, দশরথ এক শব্দ-ভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। (সর্ব্বনাশ হইল!) ॥ ৭৩ ॥

বন্য হস্তী রাজাদিগের বধ করিতে নাই,—শাস্ত্রের এই নিষেধ-নিয়ম দশরথ জানিয়াও আজ উল্লঙ্ঘন করিলেন। হায়, রজোগুণে বিমুগ্ধ হইলে জ্ঞানিগণও অপথে পদার্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥

অকস্মাৎ—"হা তাত!"—এইরূপ করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি সেই তমসাতটবর্ত্তী বেতসবন হইতে উত্থিত শব্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন,—এক ঋষিকুমার তাঁহার সেই শব্দভেদী বাণে বিদ্ধ হইয়াছে, তদ্দর্শনে তাঁহার মনে হইল যে, তিনি নিজেই যেন বাণ-বিদ্ধ হইয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

তাৎপর্য্য।—দশরথের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। কোনরূপ ব্যসনের যে ব্যক্তি অধীন, তাহার যে গতি হয়, দশরথেরও সেই গতি হইল। ভ্রান্তিবশতঃ তিনি ঘোর অকর্ম্ম করিয়া বসিলেন। রাজার হস্তী বধ করিতে নাই,—এ কথা তিনি জানিয়াও মোহবশে ভুলিয়া হস্তি-নিধন করিতে গিয়া ঋষিপুত্র-নিধন করিলেন। হস্তি-বধে যে অপকর্ম্ম হইত, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। কুকার্য্যের দস্তুরই এই। এক আনা করিতে গেলে হইয়া বসে ষোল আনা। এ স্থলেও তাহাই হইল। তাই কবি, "তিনি অপথে পদার্পণ করিলেন,"—বলিয়াই তদীয় ভাবী জীবনের ধারা ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন ॥ ৭৪ ॥

দশরথের শব্দভেদী বাণে বেতস-লতাবৃত বালক শিশু যখন "হা তাত"—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন তমসা-তটোত্থিত সেই আর্ত্তরবে, আদিকবি বাল্মীকির ন্যায়, সূর্য্যবংশের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর হৃদয়ও বুঝি ব্যথায় কাঁপিয়া উঠিল। ইন্দুমতীর অপঘাতমরণে এবং পত্নীপ্রাণ অজের প্রায়োপবেশনে অযোধ্যার রাজ-সংসারে যে অমঙ্গলের ছায়া পড়িয়াছিল, এবার দশরথকৃত এই ঋষি-পুত্র-বধে সেই ছায়া আরও গাঢ়তর হইল। বোঝা গেল যে, সূর্য্যবংশের সুগঠিত বিরাট প্রাসাদগাত্রে অশ্বত্থ-প্ররোহ জন্মিয়াছে ও ক্রমে বাড়িতেছে। অজের শোকাশ্রুতপ্ত সিংহাসনে সজল-নয়নে অভিষিক্ত হওয়াতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, দশরথের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নহে। এখন এই ঘটনায় আরও বোঝা গেল যে, দশরথ দুরদৃষ্ট, সূর্য্যবংশের ভবিষ্যৎ সুখের নহে। জ্ঞানে হউক,—অজ্ঞানে হউক, সূর্য্যবংশীয় নৃপতির কর্ম্মদোষে আজ পবিত্র কুলে পাপস্পর্শ হইল ॥ ৭৫ ॥

তেনাবতীর্য্য তুরগাৎ প্রথিতান্বয়েন পৃষ্টান্বয়ঃ স জলকুম্ভনিষণ্ন-দেহঃ।
তস্মৈ দ্বিজেতরতপস্বিসুতং স্খলদ্ভিরাত্মানমক্ষর-পদৈঃ কথয়াম্বভূব ॥ ৭৬ ॥
তচ্চোদিতশ্চ তমনুদ্ধৃতশল্যমেব পিত্রোঃ সকাশমবসন্ন-দৃশোর্নিনায়।
তাভ্যাং তথাগতমুপেত্য তমেকপুত্রমজ্ঞানতঃ স্বচরিতং নৃপতিঃ শশংস ॥ ৭৭ ॥
তৌ দম্পতী বহু বিলপ্য শিশোঃ প্রহর্ত্রা শল্যং নিখাতমুদহারয়তামুরস্তঃ।
সোঽভূৎ পরাসুরথ ভূমিপতিং শশাপ হস্তার্পিতৈর্নয়ন-বারিভিরেব বৃদ্ধঃ ॥ ৭৮ ॥
দিষ্টান্তমাপ্স্যতি ভবানপি পুত্রশোকাদন্ত্যে বয়স্যহমিবেতি তমুক্তবন্তম্।
আক্রান্ত-পূর্ব্বমিব মুক্তবিষং ভুজঙ্গং প্রোবাচ কোসল-পতিঃ প্রথমাপরাদ্ধঃ ॥ ৭৯ ॥
শাপোঽপ্যদৃষ্ট-তনয়াননপদ্মশোভে সানুগ্রহো ভগবতা ময়ি পাতিতোঽয়ম্।
কৃষ্যাং দহন্নপি খলু ক্ষিতিমিন্ধনেদ্ধো বীজ-প্ররোহ-জননীং জ্বলনঃ করোতি ॥ ৮০ ॥

অন্বয়।—প্রথিতান্বয়েন তেন (রাজ্ঞা) তুরগাৎ অবতীর্য্য পৃষ্টান্বয়ঃ জলকুম্ভ-নিষণ্ন-দেহঃ সঃ (মুনিপুত্রঃ) তস্মৈ (রাজ্ঞে) স্খলদ্ভিঃ অক্ষরপদৈঃ আত্মানং দ্বিজেতর-তপস্বি-সুতং কথয়াম্বভূব ॥ ৭৬ ॥

তচ্চোদিতঃ (সঃ নৃপতিঃ) অনুদ্ধৃত-শল্যম্ এব তম্ (মুনি-পুত্রম্) অবসন্ন-দৃশোঃ পিত্রোঃ সকাশং নিনায়। তথাগতম্ (বেতসগূঢ়ম্) একপুত্রং তম্ উপেত্য অজ্ঞানতঃ স্বচরিতং তাভ্যাং শশংস চ ॥ ৭৭ ॥

তৌ দম্পতী বহু বিলপ্য শিশোঃ উরস্তঃ নিখাতং শল্যং প্রহর্ত্রা (রাজ্ঞা) উদহারয়তাম্। সঃ (শিশুঃ) পরাসুঃ অভূৎ। অথ বৃদ্ধঃ (অন্ধমুনিঃ) হস্তার্পিত-নয়ন-বারিভিঃ এব ভূমিপতিং শশাপ ॥ ৭৮ ॥

(হে রাজন্!) ভবান্ অপি অন্ত্যে বয়সি অহম্ ইব পুত্রশোকাৎ দিষ্টান্তম্ (মরণম্) আপ্স্যতি—ইত্যুক্তবন্তম্ আক্রান্তপূর্ব্বং মুক্তবিষং ভুজঙ্গম্ ইব (স্থিতং) তং (বৃদ্ধং প্রতি) প্রথমাপরাদ্ধঃ কোসলপতিঃ প্রোবাচ ॥ ৭৯ ॥

অদৃষ্ট-তনয়ানন-পদ্ম-শোভে ময়ি ভগবতা পাতিতঃ অয়ং শাপঃ অপি সানুগ্রহঃ। ইন্ধনেদ্ধঃ জ্বলনঃ কৃষ্যাং ক্ষিতিং দহন্ অপি বীজ প্ররোহ-জননীং করোতি ॥ ৮০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা দশরথ যে বংশের সন্তান, কোনো অবস্থাতেই আত্মগোপন বা অপলাপ সেই প্রসিদ্ধ বংশের অবিদিত; তাই তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া মুনিকুমারের বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিতনয় দারুণ শল্যাঘাতে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া এবং জল-পূর্ণ-কুম্ভের গাত্রে দেহ স্থাপিত করিয়া স্খলিত কণ্ঠে কহিল—রাজন্! আমি ব্রাহ্মণ নহি, বৈশ্যতাপসের পুত্র। ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে আপনি ভীত হইবেন না। সত্বর আমাকে আমার পিতার নিকট লইয়া চলুন ॥ ৭৬ ॥

ঋষিপুত্র-কর্ত্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হইয়া দশরথ সেই শল্যবিদ্ধ অবস্থাতেই তাঁহাকে অন্ধ মাতা-পিতার নিকটে লইয়া গিয়া কহিলেন,—আপনাদের এই একমাত্র পুত্র বেতসবনে আবৃত হইয়া কুম্ভে জলপূর্ণ করিতেছিলেন, না দেখিয়া, মাতঙ্গ-ভ্রমে আমি ইঁহাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছি ॥ ৭৭ ॥

তচ্ছ্রবণে সেই শোকার্ত্ত ঋষিদম্পতী অত্যন্ত অরুন্তুদ বিলাপ করিলেন এবং দশরথের দ্বারাই শিশুর বক্ষ হইতে বাণ উঠাইয়া ফেলিলেন। বালকও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল;—তখন সেই পুত্রহীন অন্ধমুনি করপুটে নয়নজল-ধারণপূর্ব্বক দশরথকে এই অভিসম্পাত করিলেন যে,—॥ ৭৮ ॥

মহারাজ! বৃদ্ধবয়সে, আমারই মতন, আপনিও পুত্র-শোকে প্রাণ হারাইবেন। ভুজঙ্গ পদাহত হইয়া দংশন দ্বারা বিষ উদ্গিরণ করিবার পর যেমন হয়, অভিশাপদাতা ঋষির তখন-কার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। দশরথের জীবনেও এই প্রথম অপ-রাধ। তিনি অতি অনুনয়ের সহিত ঋষিকে কহিলেন,—॥ ৭৯ ॥

ভগবন্! আপনার এই অভিশাপ আমার পক্ষে মহান্ অনুগ্রহ বলিতে হইবে, কেন না, আমি এখনও পুত্রের মুখকমল সন্দর্শন করি নাই। দেব! ইন্ধনাদি দ্বারা প্রজ্বলিত অনল যেমন কর্ষণার্হ ভূমিকে দগ্ধ করিলেও তদ্দ্বারা ভূমির শস্যোৎ-পাদিকা শক্তির বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, আপনার এই অভিশাপও তদ্রূপ আমার পক্ষে পরম অভ্যুদয়েরই কারণ হইল ॥ ৮০ ॥

ইত্থংগতে গতঘৃণঃ কিময়ং বিধত্তাং বধ্যস্তবেত্যভিহিতো বসুধাধিপেন।
এধান্ হুতাশনবতঃ স মুনির্যযাচে পুত্রঃ পরাসুমনুগন্তুমনাঃ সদারঃ ॥ ৮১ ॥
প্রাপ্তানুগঃ সপদি শাসনমস্য রাজা সম্পাদ্য পাতকবিলুপ্তধৃতির্নিবৃত্তঃ।
অন্তর্নিবিষ্ট-পদমাত্মবিনাশহেতুং শাপং দধজ্জ্বলনমৌর্ব্বমিবাম্বুরাশিঃ ॥ ৮২ ॥

ইতি নবমঃ সর্গঃ ।

অন্বয়ঃ—ইত্থংগতে, বসুধাধিপেন গতঘৃণঃ (অতঃ) বধ্যঃ অয়ং (জনঃ) কিং বিধত্তাম্—ইতি অভিহিতঃ সঃ মুনিঃ সদারঃ পরাসুং পুত্রম্ অনুগন্তুমনাঃ (সন্) হুতাশনবতঃ এধান্ যযাচে ॥ ৮১ ॥

প্রাপ্তানুগঃ রাজা সপদি অস্য (মুনেঃ) শাসনং সম্পাদ্য পাতকবিলুপ্তধৃতিঃ (সন্) অন্তর্নিবিষ্ট-পদম্ আত্মবিনাশহেতুং শাপম্, অম্বুরাশিঃ ঔর্ব্বং জ্বলনম্ ইব দধৎ নিবৃত্তঃ (বনাৎ ইতি শেষঃ) ॥ ৮২ ॥

বঙ্গার্থ।—যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে। এইক্ষণে আপনার বধার্হ এবং নিষ্ঠুর-কর্ম্মা এই দশরথের কি কর্ত্তব্য,—আদেশ করুন, দশরথ এই কথা বলিলে, পত্নীকে লইয়া অন্ধকমুনি মৃতপুত্রের অনুগামী হইতে অভিলাষী হইয়া কহিলেন, রাজন্। আপনি কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক আমাদিগের জন্য চিতাশয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করুন ॥ ৮১ ॥

ঋষিবধে একান্ত ব্যথিতহৃদয় দশরথ আর কাল-বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ আগত অনুচরদিগের দ্বারা চিতা সজ্জিত করাইলেন। তৎপর, পারাবার যেমন বাড়বাগ্নিকে হৃদয়ে পোষণ করে, তদ্রূপ সেই আত্ম-বিনাশহেতু ঘোর অভিশাপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া অরণ্য হইতে ক্ষুণ্ণ-মনে দশরথ রাজ-ভবনে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৮২ ॥

তাৎপর্য্য।—একটা বিরাট্ অভিসম্পাতের তীব্র জ্বালা বক্ষে লইয়া, উদ্যান-বাটিকা-প্রতিনিবৃত্ত অশ্বের ন্যায়, অজনন্দন দশরথ অরণ্য হইতে রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। বহিঃ-প্রশান্ত সমুদ্রের বক্ষ যেমন বাড়বানলে পুড়িয়া যায়, তাঁহার হৃদয় তদ্রূপ ভিতরে ভিতরে নিশি-দিন পুড়িতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

দশমঃ সর্গঃ

পৃথিবীং শাসতস্তস্য পাক-শাসন-তেজসঃ। কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদামযুতং যযৌ ॥ ১ ॥
ন চোপলেভে পূর্ব্বেষামৃণনির্ম্মোক্ষ-সাধনম্। সুতাভিধানং স জ্যোতিঃ সদ্যঃ শোকতমোঽপহম্ ॥ ২ ॥
অতিষ্ঠৎ প্রত্যয়াপেক্ষ-সন্ততিঃ স চিরং নৃপঃ। প্রাঙ্ মন্থাদনভিব্যক্ত-রত্নোৎপত্তিরিবার্ণবঃ ॥ ৩ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গাদয়স্তস্য সন্তঃ সন্তান-কাঙ্ক্ষিণঃ। আরেভিরে জিতাত্মানঃ পুত্রীয়ামিষ্টিমৃত্বিজঃ ॥ ৪ ॥
তস্মিন্নবসরে দেবাঃ পৌলস্ত্যোপপ্লুতা হরিম্। অভিজগ্মুর্নিদাঘার্ত্তাশ্ছায়াবৃক্ষমিবাধ্বগাঃ ॥ ৫ ॥
তে চ প্রাপুরুদন্বন্তং বুবুধে চাদিপূরুষঃ। অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্য্যসিদ্ধের্হি লক্ষণম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—পৃথিবীং শাসতঃ পাকশাসনতেজসঃ অনূনর্দ্ধেঃ তস্য (দশরথস্য) কিঞ্চিদূনং শরদাম্ (বৎসরাণাম্) অযুতং (দশসহস্রং) যযৌ ॥ ১ ॥

সঃ (দশরথঃ) পূর্ব্বেষাম্ ঋণ-নির্মোক্ষ-সাধনং সদ্যঃ শোক-তমোঽপহং সুতাভিধানং জ্যোতিঃ ন উপলেভে চ ॥ ২ ॥

প্রত্যয়াপেক্ষ-সন্ততিঃ সঃ নৃপঃ মন্থাৎ প্রাক্ অনভিব্যক্ত-রত্নোৎপত্তিঃ অর্ণব ইব চিরম্ অতিষ্ঠৎ ॥ ৩ ॥

ঋষ্যশৃঙ্গাদয়ঃ ঋত্বিজঃ জিতাত্মানঃ সন্তঃ সন্তান-কাঙ্ক্ষিণঃ তস্য দশরথস্য পুত্রীয়াম্ ইষ্টিম্ আরেভিরে ॥ ৪ ॥

তস্মিন্ অবসরে দেবাঃ পৌলস্ত্যোপপ্লুতাঃ (সন্তঃ) নিদাঘার্ত্তাঃ অধ্বগাঃ ছায়াবৃক্ষম্ ইব হরিম্ অভিজগ্মুঃ ॥ ৫ ॥

তে (দেবাঃ) চ উদন্বন্তং প্রাপুঃ, আদিপুরুষঃ চ বুবুধে। তথাহি—অব্যাক্ষেপঃ ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্য্য-সিদ্ধেঃ লক্ষণং হি ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী, অনন্ত-সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজা দশরথ অভিশপ্ত হওয়ার পর দশ হাজার বৎসর প্রবল-প্রতাপে রাজত্ব করিলেন ॥ ১ ॥

কিন্তু এতদিনের মধ্যেও রাজা পিতৃঋণমোচনের প্রধান সাধন হৃদয়ের সকল দুঃখের নিবারক পুত্ররূপ তেজোময় রত্নের সন্দর্শন পাইলেন না ॥ ২ ॥

সন্তানের উৎপত্তি নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কারণের অপেক্ষিত, মনে করিয়া তিনি মন্থনের পূর্ব্বে অপ্রকাশিত-রত্ন রত্নাকরের ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ-প্রভৃতি জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ সন্তান-কামী নৃপতির সন্তানোৎপত্তির মানসে পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

এদিকে ঠিক ঐ সময়েই, রক্ষোরাজ রাবণ কর্তৃক নানা ভাবে বিড়ম্বিত দেবগণ, গ্রীষ্মের প্রখর তাপ-ক্লান্ত পথিক-বৃন্দ যেমন ছায়াপ্রধান তরুর আশ্রয়ে যায়, তদ্রূপ ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৫ ॥

দেববৃন্দও যেমন সাগর-সকাশে উপস্থিত হইলেন, বিষ্ণুরও ঠিক সেই সময়ে যোগনিদ্রার অবসান হইল। এই কাকতালীয় ব্যাপারে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, দেবগণের মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে; কেন না, এইপ্রকার আশু-কারিতা ভাবী কার্য্য-সিদ্ধির প্রধান শুভ লক্ষণ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—অভিশপ্ত দশরথ প্রায় দশহাজার বৎসর অপ্রহিতপ্রভাবে রাজত্ব করিতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার কোনো সন্তান-সন্ততি জন্মিল না। কোসল-সাম্রাজ্যের ভাবী অধিপতির অভাব-চিন্তায় মধ্যে মধ্যে কোমল-হৃদয় দশরথ বিমনা হইয়া পড়েন। চারি দিক শূন্য, অন্ধকারময় মনে হয়। দশরথ মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও গম্ভীরভাব ধারণ করেন। কালিদাস জীব-হৃদয়ের প্রত্যেক শিরা ধমনী কৈশিকা পর্য্যন্ত এত সূক্ষ্মভাবে চিনিতেন যে, কখন্ কোন্ শিরায় কি রক্ত প্রবাহিত হয়, হৃদয়ের কোন্ প্রান্তে কখন্ কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তিনি অভিজ্ঞ শারীরতত্ত্ববিদের ন্যায়, নিপুণ জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। সংসারের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ অপত্য। কালিদাস, যখনই অবসর পাইয়াছেন, তখনই সেই "আকর্ষণী" দ্বারা তাঁহার সামাজিকগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছেন ॥ ২—৪ ॥

অত্যাচারী রাবণ কর্তৃক একান্ত বিড়ম্বিত হইয়া, প্রতিকার-বাসনায় দেবগণ ক্ষীরোদ-শয়ন-সুপ্ত বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। সমবেত সুরগণ মর্ম্ম-বেদনা জ্ঞাপন করিয়া সেই জলশায়ী বিশ্বরূপের কত স্তব করিলেন। সে স্তবের তুলনা নাই। সেই "সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী" "সরসিজাসন" "কেয়ূরবান্" ও "কনক-কুণ্ডলবান্" পুরুষোত্তমকে আমরা মহর্ষির কল্পনাদর্পণে

ভোগি-ভোগাসনাসীনং দদৃশুস্তং দিবৌকসঃ । তৎফণামণ্ডলোদর্চির্মণিদ্যোতিতবিগ্রহম্ ॥ ৭ ॥
শ্রিয়ঃ পদ্ম-নিষণ্ণায়াঃ ক্ষৌমান্তরিতমেখলে । অঙ্কে নিক্ষিপ্ত-চরণমাস্তীর্ণকরপল্লবে ॥ ৮ ॥
প্রবুদ্ধ-পুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্ । দিবসং শারদমিব প্রারম্ভ-সুখ-দর্শনম্ ॥ ৯ ॥
প্রভানুলিপ্ত-শ্রীবৎসং লক্ষ্মী-বিভ্রম-দর্পণম্ । কৌস্তুভাখ্যমপাং সারং বিভ্রাণং বৃহতোরসা ॥ ১০ ॥
বাহুভির্বিটপাকারৈর্দিব্যাভরণভূষিতৈঃ । আবির্ভূতমপাং মধ্যে পারিজাতমিবাপরম্ ॥ ১১ ॥
দৈত্যস্ত্রীগণ্ডলেখানাং মদরাগ-বিলোপিভিঃ । হেতিভিশ্চেতনাবদ্ভিরুদীরিত-জয়-স্বনম্ ॥ ১২ ॥
মুক্তশেষবিরোধেন কুলিশব্রণলক্ষ্মণা । উপস্থিতং প্রাঞ্জলিনা বিনীতেন গরুত্মতা ॥ ১৩ ॥

।—দিবৌকসঃ ভোগি-ভোগাসনাসীনং তৎফণা-মণ্ডলোদর্চির্মণিদ্যোতিত-বিগ্রহং তং (হরিং) দদৃশুঃ ॥ ৭ ॥

(কীদৃশং হরিম্ ?) পদ্ম-নিষণ্ণায়াঃ শ্রিয়ঃ ক্ষৌমান্তরিত-মেখলে আস্তীর্ণকরপল্লবে অঙ্কে নিক্ষিপ্ত-চরণম্ ॥ ৮ ॥

(তথা) প্রবুদ্ধ-পুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপ-নিভাংশুকং প্রারম্ভ-সুখ-দর্শনং শারদং দিবসম্ ইব (স্থিতম্) ॥ ৯ ॥

(তথা) প্রভানুলিপ্ত-শ্রীবৎসং, লক্ষ্মী-বিভ্রম-দর্পণং কৌস্তুভাখ্যম্ অপাং সারং (জলময়ং মণিং) বৃহতা উরসা বিভ্রাণম্ ॥ ১০ ॥

(তথা) বিটপাকারৈঃ দিব্যাভরণ-ভূষিতৈঃ বাহুভিঃ (উপলক্ষিতং), (অতএব) অপাং মধ্যে আবির্ভূতম্ অপরং পারিজাতম্ ইব (স্থিতম্) ॥ ১১ ॥

(তথা) দৈত্য-স্ত্রী-গণ্ড-লেখানাং মদ-রাগ-বিলোপিভিঃ চেতনাবদ্ভিঃ হেতিভিঃ (সুদর্শনাদিভিঃ শস্ত্রৈঃ) উদীরিত-জয়-স্বনম্ ॥ ১২ ॥

(তথা) মুক্ত-শেষ-বিরোধেন কুলিশ ব্রণ-লক্ষ্মণা প্রাঞ্জলিনা বিনীতেন গরুত্মতা উপস্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—অমরবৃন্দ সেই যোগনিদ্রোত্থিত ভগবান্ নারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন ;—তাঁহারা দেখিলেন—অনন্ত-নাগের বিস্তৃত ফণার সুকোমল সিংহাসনে তিনি শয়ান। আর ফণার মণ্ডলাকার মণি-প্রভায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উদ্ভাসিত ;—॥ ৭ ॥

দেখিলেন—তাঁহার পদ-প্রান্তে কমলদলের উপর যোগমায়া লক্ষ্মী উপবিষ্ট, আর তাঁহার মেখলার কঠোর স্পর্শে পাছে পতিতপাবনের পদকমলে ব্যথা লাগে, তাই লক্ষ্মী পরিহিত ক্ষৌম-বসনের দ্বারা মেখলা ঢাকিয়া, কোলের উপর তাঁহার রাতুল করপল্লবদ্বয় পাতিয়া আছেন, আর তাহারই উপর ভগবানের ত্রিলোক-কাম্য চরণযুগল স্থাপিত ;—॥ ৮ ॥

দেখিলেন—যোগি-জনের নয়ন-তর্পণ ও সুখ-দর্শন সেই প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণের পরিধানে বালারুণবৎ মনোজ্ঞ পীত-বসন। বালাতপরূপ-বসন-সমন্বিত নয়নরঞ্জন শরৎকালীন প্রাতঃকালের ন্যায়, তাঁহার তদানীন্তন শোভায় প্রাণ জুড়াইয়া যায় ॥ ৯ ॥

দেখিলেন—তাঁহার বিশালবক্ষঃস্থলে কমলার বিলাস-দর্পণ-স্বরূপ রত্নাকরের সারভূত কৌস্তুভমণি শোভা পাই-তেছে এবং সেই জলময় মণির অমল প্রভায়, নারায়ণের বক্ষঃস্থিত দক্ষিণাবর্ত্ত শুক্লবর্ণ রোমরাজিরূপ শ্রীবৎসচিহ্ন উদ্-ভাসিত হইতেছে ;—॥ ১০ ॥

দেখিলেন,—সেই দিব্যপুরুষের আজানু-লম্বিত বিটপা-কার ভুজচতুষ্টয় বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, দেখিলে মনে হয়,—জলধিগর্ভে বুঝি আর একটি পারিজাত তরু আবির্ভূত হইয়াছে ;—॥ ১১ ॥

দেখিলেন—অসুর-নিসূদন বিষ্ণুর যে সমুদয় অস্ত্র অসুরকুলের বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক তদীয় বিষাদিনী অঙ্গনা-দিগের গণ্ডস্থল হইতে চিরদিনের মত মদরাগ বিলুপ্ত করিয়া-ছিল, সেই সুদর্শন-চক্র প্রভৃতি সজীব অস্ত্রাবলী উচ্চৈঃস্বরে নারায়ণের স্তব করিতেছে ॥ ১২ ॥

দেখিলেন,—কুলিশব্রণাঙ্কিত-কায় বিনতানন্দন গরুড় স্থান-মাহাত্ম্যে বাসুকির সহিত চিরবিরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই আদিপুরুষের সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

একবার প্রতিফলিত দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি ; সেই "কিরীটী" "হারী" "হিরণ্ময়-বপুঃ" ও "শঙ্খ-চক্র-ধারী" নারায়ণের প্রতিচ্ছবি আমরা মহর্ষির কবিতাকুঞ্জে একবার নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য ও পবিত্র হইয়াছি ; আর আজ আবার সেই পীতবসন

যোগ-নিদ্রান্ত-বিশদৈঃ পাবনৈরবলোকনৈঃ। ভৃগ্বাদীননুগৃহ্নন্তং সৌখ-শায়নিকানৃষীন্॥ ১৪॥
প্রণিপত্য সুরাস্তস্মৈ শময়িত্রে সুরদ্বিষাম্। অথৈনং তুষ্টুবুঃ স্তুত্যমবাঙ্‌মনস-গোচরম্॥ ১৫॥
নমো বিশ্বসৃজে পূর্ব্বং বিশ্বং তদনু বিভ্রতে। অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্রে তুভ্যং ত্রেধাস্থিতাত্মনে॥ ১৬॥
রসান্তরাণ্যেকরসং যথা দিব্যং পয়োঽশ্নুতে। দেশে দেশে গুণেষ্বেবমবস্থাস্ত্বমবিক্রিয়ঃ॥ ১৭॥
অমেয়ো মিতলোকস্ত্বমনর্থী প্রার্থনাবহঃ। অজিতো জিষ্ণুরত্যন্তমব্যক্তো ব্যক্তকারণম্॥ ১৮॥
হৃদয়স্থমনাসন্নমকামং ত্বাং তপস্বিনম্। দয়ালুমনঘস্পৃষ্টং পুরাণমজরং বিদুঃ॥ ১৯॥
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমবিজ্ঞাতঃ সর্ব্বযোনিস্ত্বমাত্মভূঃ। সর্ব্বপ্রভুরনীশস্ত্বমেকস্ত্বং সর্ব্বরূপ-ভাক্॥ ২০॥

অন্বয়।—(তথা) যোগ-নিদ্রান্ত-বিশদৈঃ পাবনৈঃ অবলোকনৈঃ সৌখ-শায়নিকান্ ভৃগ্বাদীন্ ঋষীন্ অনুগৃহ্নন্তম্॥ ১৪॥

অথ সুরাঃ সুরদ্বিষাং শময়িত্রে তস্মৈ প্রণিপত্য স্তুত্যম্ অবাঙ্মনসগোচরং (তম্) এনং তুষ্টুবুঃ॥ ১৫॥

পূর্ব্বং বিশ্বসৃজে, তদনু বিশ্বং বিভ্রতে, অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্রে—(এবং) ত্রেধা-স্থিতাত্মনে তুভ্যং নমঃ॥ ১৬॥

এক-রসং দিব্যং পয়ঃ দেশে দেশে রসান্তরাণি যথা অশ্নুতে, এবং অবিক্রিয়ঃ ত্বং গুণেষু অবস্থাঃ (অশ্নুষে)॥ ১৭॥

(হে দেব!) ত্বম্ অমেয়ঃ (সন্নপি) মিতলোকঃ, অনর্থী (সন্নপি) প্রার্থনাবহঃ, অজিতঃ (সন্নপি) জিষ্ণুঃ, অত্যন্তম্ অব্যক্তঃ (সন্নপি) ব্যক্ত-কারণম্ (অসি)॥ ১৮॥

(হে দেব!) ত্বাং হৃদয়স্থম্ (অপি) অনাসন্নম্, অকামং (অপি) তপস্বিনং, দয়ালুং (অপি) অনঘস্পৃষ্টং, পুরাণং (অপি) অজরং বিদুঃ (পুরাবিদঃ)॥ ১৯॥

(হে দেব!) ত্বং সর্ব্বজ্ঞঃ (সন্নপি) অবিজ্ঞাতঃ (অসি), ত্বং সর্ব্বযোনিঃ (সন্নপি) আত্মভূঃ অসি), ত্বং সর্ব্বপ্রভুঃ (সন্নপি) অনীশঃ (অসি), ত্বম্ একঃ (সন্নপি) সর্ব্বরূপভাক্ (অসি)॥ ২০॥

বঙ্গার্থ।—দেখিলেন,—ভৃগুপ্রভৃতি যে সমুদয় ঋষি সেই সনাতন পুরুষোত্তমকে "সুখ-শয়ন" অর্থাৎ যোগ-নিদ্রার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন, নারায়ণ নিদ্রাবসানে পবিত্র ও প্রসন্ন দৃষ্টিপাত দ্বারা তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিতেছেন॥ ১৪॥

অনন্তর সেই বাক্য ও মনেরও অগোচর অসুর-নিহন্তা বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১৫॥

দেব! তুমি প্রথমতঃ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পরে তুমিই ইহার পালন করিতেছ। আবার তুমিই ইহার সংহার করিবে,—অতএব সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—এই তিনই তোমাতে বিদ্যমান; সুতরাং তুমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক, তোমাকে প্রণাম॥ ১৬॥

ভগবন্! যেমন আকাশ-পতিত দিব্যজল একমাত্র মধুর-রসবিশিষ্ট হইলেও দেশভেদে তাহার ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ হইয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও অদ্বিতীয় হইয়া সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই গুণ-ত্রয়ভেদে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

দেব! তুমি স্বয়ং অসীম অথচ সকল সৃষ্ট পদার্থের তুমিই সীমা নির্দ্দেশ করিতেছ। তোমার নিজের কোনো কামনা নাই, কিন্তু ভক্তের কামনা তুমিই পূরাইয়া থাক। তুমি স্বয়ং সতত জয়-শীল, অথচ তোমার বিজেতা কেহ নাই। তুমি স্বয়ং সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম হইয়াও স্থূল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা॥ ১৮॥

তুমি সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ, অথচ কেহই তোমাকে দেখিতে পায় না। তুমি নিষ্কাম হইয়াও কঠোর তপস্যায় রত। দয়াময়। তুমি সর্ব্বজীবের দুঃখ দূর করিতেছ বটে, কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ তুমি সর্ব্বদা জরা-মরণাদি-ক্লেশ-শূন্য! তুমি আদিতম পুরুষ, অথচ নির্ব্বিকার নির্জ্জর। তোমার অলৌকিক মহিমা॥ ১৯॥

করুণাময়! তুমি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই জানিতেছ, অথচ তোমাকে এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই। বিশ্ব তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু তুমি নিজে স্বয়ম্ভু। সকলের প্রভু তুমি। কিন্তু তোমার কেহ প্রভু নাই। নারায়ণ! তুমি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় হইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্ব-পদার্থে বিরাজ করিতেছ॥ ২০॥

পুণ্ডরীকাক্ষকে মহাকবির সঙ্গীতদর্পণে দেখিতেছি, রত্নাকরের অন্তর্নিহিত অনন্ত-শয্যায় শয়ান দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছি। এমন মনোজ্ঞ বর্ণন অনার্য-কবিকুলের মধ্যে কালিদাস ছাড়া আর কেহই করিতে পারেন নাই। এই অপূর্ব্ব

সপ্ত-সামোপগীতং ত্বাং সপ্তার্ণবজলেশয়ম্ । সপ্তার্চ্চির্ম্মুখমাচখ্যুঃ সপ্তলোকৈকসংশ্রয়ম্ ॥ ২১ ॥
চতুর্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যুগাঃ । চতুর্বর্ণময়ো লোকস্ত্বত্তঃ সর্ব্বং চতুর্ম্মুখাৎ ॥ ২২ ॥
অভ্যাস-নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্ । জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে॥ ২৩ ॥
অজস্য গৃহ্ণতো জন্ম নিরীহস্য হতদ্বিষঃ । স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদ কস্তব ॥ ২৪ ॥
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভোক্তুং চরিতুং দুশ্চরং তপঃ । পর্য্যাপ্তোঽসি প্রজাঃ পাতুমৌদাসীন্যেন বর্ত্তিতুম্ ॥২৫॥
বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধি-হেতবঃ । ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—(হে দেব !) ত্বাং সপ্ত-সামোপগীতং, সপ্তার্ণবজলেশয়ং, সপ্তার্চ্চির্মুখং, সপ্তলোকৈক-সংশ্রয়ম্ আচখ্যুঃ (পুরাবিদঃ) ॥ ২১ ॥

(হে দেব !) চতুর্বর্গফলং জ্ঞানং, চতুর্যুগাঃ কালাবস্থাঃ, চতুর্বর্ণময়ঃ লোকঃ (ইতি এবংরূপং) সর্ব্বং চতুর্ম্মুখাৎ ত্বত্তঃ (জাতম্ ইতি শেষঃ) ॥ ২২ ॥

(হে দেব !) অভ্যাস-নিগৃহীতেন মনসা যোগিনঃ হৃদয়াশ্রয়ং জ্যোতির্ম্ময়ং ত্বাং বিমুক্তয়ে বিচিন্বন্তি ॥ ২৩ ॥

(হে দেব !) অজস্য (অপি) জন্ম গৃহ্ণতঃ, নিরীহস্য (অপি) হতদ্বিষঃ, জাগরূকস্য (অপি) স্বপতঃ তব যাথার্থ্যং কঃ বেদ ? ॥২৪॥

(হে দেব !) (ত্বং) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভোক্তুং, দুশ্চরং তপঃ চরিতুং, প্রজাঃ পাতুং, ঔদাসীন্যেন বর্ত্তিতুং (চ) পর্য্যাপ্তঃ অসি ॥২৫॥

আগমৈঃ বহুধা ভিন্নাঃ অপি সিদ্ধি-হেতবঃ পন্থানঃ, জাহ্নবীয়াঃ ওঘাঃ অর্ণবে ইব, ত্বয়ি এব নিপতন্তি ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—দেব ! সপ্তাঙ্গ সামবেদ তোমারই মহিমা কীর্ত্তন করে, সপ্ত-সমুদ্রে তুমি শয়ন করিয়া থাক। সপ্ত-শিখ অর্থাৎ সপ্তজিহ্ব হুতাশন তোমারই মুখস্বরূপ এবং স্বয়ং তুমিই সপ্ত লোকের একমাত্র আশ্রয় ॥ ২১

হে চতুর্ম্মুখ ! ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফলাত্মক জ্ঞান, সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি—এই চতুর্যুগ-পরিমিত কাল এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণাত্মক লোক এক তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২২ ॥

হে দয়াময় ! যোগিবৃন্দ মোক্ষলাভের জন্য অভ্যাসবলে চিত্তবৃত্তি—বহির্ব্বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া হৃৎকমলাসীন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তোমাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

ভগবন্ ! তুমি জন্মমরণাদি-বিবর্জ্জিত হইয়াও মৎস্য-কূর্ম্মাদি-অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিতেছ, তুমি নিশ্চেষ্ট এবং নিষ্ক্রিয় হইয়াও দুষ্কৃতকারীদিগের নিধন করিতেছ, এবং নিত্য প্রবুদ্ধ হইয়াও যোগনিদ্রায় অভিভূত রহিয়া থাক, সুতরাং হে গুণাতীত ! কে তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারে ? ॥২৪॥

দেব ! তুমি কৃষ্ণাদিরূপে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপভোগে নরনারায়ণাদিরূপে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানে এবং দৈত্যাদি বিমর্দ্দনের দ্বারা প্রজা-পরিপালনে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ থাকিয়াও স্বয়ং উদাসীন হইয়া কাটাইতেছ। কে তোমার স্বরূপ কীর্ত্তন করিবে ? ॥ ২৫ ॥

ভগবন্ ! ভাগীরথীর প্রবাহ যেমন ঋজু-কুটিল নানা পথে প্রবাহিত হইলেও পরিশেষে গিয়া মহাসাগরে নিপতিত হয়, তদ্রূপ, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে সিদ্ধির পথ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রদর্শিত হইলেও সে সমুদয়েরই একমাত্র গন্তব্য স্থল তুমি ; তোমাতেই সকল মতের, সকল শাস্ত্রজ্ঞানের পর্য্যবসান হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

বর্ণনা পাঠ-কালে পাঠকের হৃদয়ে যে কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা বা সামর্থ্য—কিছুই আমার নাই। এই বর্ণনার প্রত্যেক কবিতাই যেন এক একখানি পৃথক্ পৃথক্ ছবি। পৃথক্ ফ্রেমে আঁটিয়া রাখার মত ছবি।

কালিদাস, পাঠকগণকে দশরথের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইয়া প্রমোদ-কাননে কত কি দেখাইয়াছেন। কখনো নবদোলারোহণে, কখনো অভিমান-নতমুখী মানিনীদিগের দুর্জ্জয়-মান-ভঞ্জনে, কখনো বা আতাম্র-বসনাবৃতা যবাঙ্কুর-কর্ণা নিতম্বিনীদের পাদ-পতিত স্মরার্ত্ত নায়কের আশ্বাস প্রদানে স্বীয় পাঠকদিগকে বিলাসী দশরথের সহচররূপে পাঠাইয়াছেন ; কিয়ৎকালের জন্য, প্রেমিক কবির জগন্মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কারে পাঠকবৃন্দ আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন, সংসার ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরক্ষণেই তাঁহার প্রফুল্ল-হৃদয় পাঠকগণ—অকস্মাৎ অন্ধ মাতাপিতার একমাত্র যষ্টি, নয়নের পুত্তলি—বালক সিন্ধুমুনির হত্যা দর্শনে দুঃখে, অবসাদে, ক্ষোভে একেবারে নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছেন। এই নৃশংস, ভীষণ নরহত্যায়

ত্বয্যাবেশিত-চিত্তানাং ত্বৎ-সমর্পিত-কর্ম্মণাম্ । গতিস্ত্বং বীতরাগাণামভূয়ঃসন্নিবৃত্তয়ে ॥ ২৭ ॥
প্রত্যক্ষোঽপ্যপরিচ্ছেদ্যো মহ্যাদির্মহিমা তব । আপ্তবাগনুমানাভ্যাং সাধ্যং ত্বাং প্রতি কা কথা ॥ ২৮ ॥
কেবলং স্মরণেনৈব পুনাসি পুরুষং যতঃ । অনেন বৃত্তয়ঃ শেষা নিবেদিত-ফলাস্ত্বয়ি ॥ ২৯ ॥
উদধেরিব রত্নানি তেজাংসীব বিবস্বতঃ । স্তুতিভ্যো ব্যতিরিচ্যন্তে দূরাণি চরিতানি তে ॥ ৩০ ॥
অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে । লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্ম্মণোঃ ॥ ৩১ ॥
মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ । শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—(হে দেব!) ত্বয়ি আবেশিত-চিত্তানাং ত্বৎ-সমর্পিত-কর্ম্মণাং বীতরাগাণাম্ অভূয়ঃসন্নিবৃত্তয়ে ত্বম্ (এব) গতিঃ (অসি)। ২৭ ॥

(যতঃ) প্রত্যক্ষঃ অপি তব মহ্যাদিঃ মহিমা অপরিচ্ছেদ্যঃ, (অতঃ) আপ্তবাগনুমানাভ্যাং সাধ্যং ত্বাং প্রতি কা কথা? ॥ ২৮ ॥

কেবলং স্মরণেনৈব পুরুষং যতঃ পুনাসি, অনেন ত্বয়ি (বিষয়ে) শেষাঃ বৃত্তয়ঃ নিবেদিত-ফলাঃ (সন্তি)। ২৯।

(হে দেব!) উদধেঃ রত্নানি ইব, বিবস্বতঃ তেজাংসি ইব, তে দূরাণি চরিতানি স্তুতিভ্যঃ ব্যতিরিচ্যন্তে ॥ ৩০ ॥

(দেব!) অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং (বা) তে কিঞ্চন ন বিদ্যতে। একঃ লোকানুগ্রহঃ এব তে জন্ম কর্ম্মণোঃ হেতুঃ (ভবতি)॥ ৩১ ॥

(দেব!) তব মহিমানম্ উৎকীর্ত্ত্য বচঃ সংহ্রিয়তে—(ইতি) যৎ, তৎ শ্রমেণ অশক্ত্যা বা (বক্তুঃ), গুণানাং ইয়ত্তয়া ন। ৩২ ।

বঙ্গার্থ।—নিরঞ্জন! যাহারা তোমাতে চিত্ত এবং কর্ম্ম-সমূহ সমর্পণ করিতে পারিয়াছে, সেই সকল সংসারবিরাগী মুমুক্ষুদিগের সংসারে গতাগতি নিবারণের পক্ষে তুমিই একমাত্র গতি। ২৭।

হে চিন্ময়! তোমার মহিমার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ভূমি, জল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পদার্থসমূহও যখন ইয়ত্তা দ্বারা ধারণার অতীত, তখন কেবল বেদাদি শাস্ত্র ও অনুমানাদি দ্বারা নিরূপণ-যোগ্য তোমার নির্দ্ধারণ বা তদ্বিষয়ক জ্ঞান একেবারেই অসম্ভব ॥ ২৮ ॥

করুণাসিন্ধো! তোমাকে কেবল স্মরণ করিলেই তুমি স্মরণকর্ত্তাকে পবিত্র ও নিষ্পাপ করিয়া থাক। সুতরাং ইহা দ্বারাই তোমার দর্শন লাভ প্রভৃতি অবশিষ্ট কার্য্যসমূহের সুফল সপ্রমাণ হইতেছে। যাঁহার স্মরণের ফল পবিত্রতা, তাঁহার দর্শনের ফল যে কত অনন্ত, তাহা কে বলিবে? ॥ ২৯ ।

ভগবন্! রত্নাকরের অন্তর্নিহিত অনন্ত রত্নরাশির ন্যায়, সহস্রাংশুর অমিত অংশুজালের ন্যায়, অবাঙ্-মনস-গোচর তোমার অপ্রমেয় গুণাবলী অনন্তকাল কীর্ত্তন করিলেও নিঃশেষ হয় না; তুমি স্তবাদির অতীত ॥ ৩০ ॥

হে অনন্ত! তুমি পূর্ণ। বিশ্বে তোমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। কেবল লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই তুমি জন্মগ্রহণ এবং কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাক ॥ ৩১ ।

ভাষা তোমার মহিমা কীর্ত্তনে ব্যাপৃত হইয়া যে আপনিই ক্ষান্ত হয়, তাহার কারণ ভাষার শ্রান্তি বা অসামর্থ্য; নতুবা গুণাতীত তোমার গুণের ইয়ত্তা করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ৩২ ॥

তীব্র সহানুভূতির ভারে তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অত বড় পাপ এবং ততোধিক ভয়ঙ্কর অভিশাপের চিন্তায় পাঠকগণ একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। সামাজিকের চির-সুহৃদ্ কালিদাসের করুণাময়ী কবিতার শত ধারা অমনি সেই অবসন্ন পাঠকবৃন্দের মস্তকে অবিরতভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল; সেই মৃতসঞ্জীবনী কবিতার করস্পর্শে তাঁহারা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নরহত্যা-দর্শন-মুদ্রিত অবসন্ন নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন—তাঁহাদের সম্মুখে, ক্ষীরোদ-শয্যায় প্রসন্ন-নয়ন, প্রসন্ন-মূর্ত্তি, সর্ব্বদুঃখহারী, বিপদ্বারণ ও পাপনাশন নারায়ণ শয়ান, পদতলে যোগমায়া আসীনা। সেই অপরূপ রূপ-দর্শনে তাঁহাদের চোখ জুড়াইয়া গেল, বুক ভরিয়া গেল, জীবন সার্থক হইল ও সংসার মধুময় হইল।

কবিকুল-কেসরী কালিদাস তদীয় অলৌকিক প্রতিভার মোহন-মন্ত্রে যেন, পাঠকদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া, অকস্মাৎ অযোধ্যার অভিশপ্ত রাজার প্রাসাদ হইতে, নিমেষ-মধ্যে, সমুদ্র-তলে সেই "ভোগি-ভোগাসনাসীন" মহাবিষ্ণুর নির্ব্বাণদায়ী পদ-প্রান্তে লইয়া গেলেন। পাঠকগণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ৫-৩২।

ইতি প্রসাদয়ামাসুস্তে সুরাস্তমধোক্ষজম্। ভূতার্থব্যাহৃতিঃ সা হি ন স্তুতিঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩৩ ॥
তস্মৈ কুশলসংপ্রশ্ন-ব্যঞ্জিতপ্রীতয়ে সুরাঃ। ভয়মপ্রলয়োদ্বেলাদাচখ্যুর্নৈর্ঋতোদধেঃ ॥ ৩৪ ॥
অথ বেলাসমাসন্নশৈলরন্ধ্রানুনাদিনা। স্বরেণোবাচ ভগবান্ পরিভূতার্ণবধ্বনিঃ ॥ ৩৫ ॥
পুরাণস্য কবেস্তস্য বর্ণস্থান-সমীরিতা। বভূব কৃত-সংস্কারা চরিতার্থৈব ভারতী ॥ ৩৬ ॥
বভৌ সদশনজ্যোৎস্না সা বিভোর্বদনোদ্গতা। নির্যাতশেষা চরণাদ্ গঙ্গেবোর্দ্ধ-প্রবর্ত্তিনী ॥ ৩৭ ॥
জানে বো রক্ষসাক্রান্তাবনুভাব-পরাক্রমৌ। অঙ্গিনাং তমসেবোভৌ গুণৌ প্রথম-মধ্যমৌ ॥ ৩৮ ॥
বিদিতং তপ্যমানং চ তেন মে ভুবনত্রয়ম্। অকামোপনতেনেব সাধোর্হৃদয়মেনসা ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—ইতি (ইত্থং) তে সুরাঃ তম্ অধোক্ষজং প্রসাদয়ামাসুঃ। হি (যস্মাৎ) পরমেষ্ঠিনঃ সা ভূতার্থব্যাহৃতিঃ, ন স্তুতিঃ ॥ ৩৩ ॥

সুরাঃ কুশল-সংপ্রশ্ন ব্যঞ্জিত প্রীতয়ে তস্মৈ অপ্রলয়োদ্বেলাৎ নৈর্ঋতোদধেঃ ভয়ম আচখ্যুঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ বেলা-সমাসন্ন-শৈল-রন্ধ্রানুনাদিনা স্বরেণ পরিভূতার্ণব-ধ্বনিঃ ভগবান্ উবাচ ॥ ৩৫ ॥

পুরাণস্য কবেঃ তস্য (ভগবতঃ) বর্ণস্থান-সমীরিতা কৃত-সংস্কারা ভারতী চরিতার্থা বভূব এব ॥ ৩৬ ॥

বিভোঃ বদনোদ্গতা সদশনজ্যোৎস্না সা (ভারতী) চরণাৎ নির্যাতশেষা উর্দ্ধপ্রবর্ত্তিনী গঙ্গা ইব বভৌ ॥ ৩৭ ॥

(হে দেবাঃ!) বঃ (যুষ্মাকং) অনুভাব-পরাক্রমৌ রক্ষসা, অঙ্গিনাং প্রথমমধ্যমৌ (সত্ত্ব-রজসী) উভৌ গুণৌ তমসা ইব আক্রান্তৌ—জানে ॥ ৩৮ ॥

(কিঞ্চ) অকামোপনতেন এনসা সাধোঃ হৃদয়ম্ ইব তেন (রক্ষসা) তপ্যমানং ভুবনত্রয়ং চ মে বিদিতম্ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গার্থ।—দেববৃন্দ এইরূপ বহুবিধ স্তবের দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়াতীত বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিলেন। দেবগণের সেই স্তুতি ভগবানের পক্ষে প্রশংসাগীতি নহে, তাহা তাঁহার স্বরূপকথন মাত্র। ৩৩ ॥

নারায়ণের দেবতাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করাতেই দেববৃন্দ বুঝিলেন যে, ভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছেন। তাই তখন তাঁহারা কহিলেন—ভগবন্! প্রলয়াভাবেও প্রলয়কালোচিত বেলাতিক্রমকারী অর্থাৎ- অত্যাচারী রাক্ষসরূপ মহার্ণবের ভয়ে আমরা অতিশয় আকুল হইয়াছি ॥ ৩৪ ॥

দেবতাদিগের অভিযোগ-বাক্য শ্রবণানন্তর সেই সনাতন পুরুষোত্তম জলদ গম্ভীর-স্বরে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানের সেই কণ্ঠধ্বনিতে বেলাভূমির নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের কন্দর প্রতিধ্বনিত এবং মহোদধির মন্দ্রধ্বনিও পরাভূত হইল। ৩৫ ॥

ভারতী সেই পুরাতন কবির কণ্ঠাদি স্থান হইতে এতই সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত ও সংস্কার-বিশুদ্ধ হইয়া নির্গত হইলেন যে, মনে হইল, তাঁহার সম্পূর্ণ চরিতার্থতাই জন্মিল ॥ ৩৬ ॥

জগৎ-পতির মুখনির্গত সেই বাণী তদীয় দন্তকৌমুদীতে আলোকিত হওয়ায় মনে হইল যেন, তাঁহার চরণকমল হইতে প্রবাহিত গঙ্গার অবশিষ্ট অংশ উর্দ্ধগামী হইয়াছে। ৩৭ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—দেবগণ! তমোগুণ যেমন প্রাণীদিগের সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে, তদ্রূপ সেই নিশাচর যে তোমাদের প্রভাব ও পরাক্রম আক্রমণ করিয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। ৩৮ ॥

অজ্ঞান-কৃত পাপ-ভারে সাধুদিগের হৃদয় যেমন পরিতপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই নিশাচর-পতির অত্যাচারে এই ভুবনত্রয়ও যে দগ্ধীভূত হইতেছে, তাহাও আমার অবিদিত নহে ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য।—একবার কুমার-সম্ভবে, নবীন কালিদাস, তাঁহার কল্পনার পুষ্পক-রথে চড়াইয়া ইন্দ্রাদিদেবগণের সহিত তদীয় পাঠকদিগকেও হিন্দুর পরমারাধ্য দেবতা ব্রহ্মার পদপ্রান্তে লইয়া গিয়াছিলেন। দুরন্ত তারকাসুরের কারাগারে বন্দীকৃত সুরাঙ্গনাগণের লাঞ্ছনার বর্ণন করিয়া নির্ব্বিকার স্বয়ম্ভুর সহিত পাঠকদিগকেও কাঁদাইয়াছিলেন। হিন্দুর ধর্ম্ম-প্রবণ হৃদয়ের অন্তস্তলে বেদনার একটা খরস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। আবার এখন রঘুবংশের এই দশমসর্গে, প্রবীণ কবি

কার্য্যেষু চৈককার্য্যত্বাদভ্যর্থ্যোঽস্মি ন বজ্রিণা। স্বয়মেব হি বাতোঽগ্নেঃ সারথ্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪০ ॥
স্বাসিধারাপরিহৃতঃ কামং চক্রস্য তেন মে। স্থাপিতো দশমো মূর্দ্ধা লভ্যাংশ ইব রক্ষসা ॥ ৪১ ॥
স্রষ্টুর্বরাতিসর্গাত্তু ময়া তস্য দুরাত্মনঃ। অত্যারূঢ়ং রিপোঃ সোঢ়ং চন্দনেনেব ভোগিনঃ ॥ ৪২ ॥
ধাতারং তপসা প্রীতং যযাচে স হি রাক্ষসঃ। দৈবাৎ সর্গাদবধ্যত্বং মর্ত্ত্যেষ্বাস্থা-পরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৩ ॥
সোঽহং দাশরথির্ভূত্বা রণভূমের্বলিক্ষমম্। করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তচ্ছিরঃকমলোচ্চয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
অচিরাদ্ যজ্বভির্ভাগং কল্পিতং বিধিবৎ পুনঃ। মায়াবিভিরনালীঢ়মাদাস্যধ্বে নিশাচরৈঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়।—এককার্য্যত্বাৎ (হেতোঃ) কার্য্যেষু (বিষয়েষু) চ বজ্রিণা (অহম্) অভ্যর্থ্যঃ ন অস্মি। হি (যতঃ) বাতঃ স্বয়ম্ এব অগ্নেঃ সারথ্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪০ ॥

স্বাসিধারা-পরিহৃতঃ দশমঃ মূর্দ্ধা মে চক্রস্য কামং (পর্য্যাপ্তঃ) লভ্যাংশঃ ইব তেন রক্ষসা স্থাপিতঃ ॥ ৪১ ॥

তু (কিন্তু) স্রষ্টুঃ বরাতিসর্গাৎ (হেতোঃ) ময়া তস্য দুরাত্মনঃ রিপোঃ অত্যারূঢ়ং (অতি-বৃদ্ধিং) ভোগিনঃ (অত্যারূঢ়ং) (আরোহণং) চন্দনেন ইব সোঢ়ম্ ॥ ৪২ ॥

সঃ রাক্ষসঃ তপসা প্রীতং ধাতারং, মর্ত্ত্যেষু (বিষয়ে) আস্থা-পরাঙ্মুখঃ (সন্) দৈবাৎ সর্গাৎ অবধ্যত্বং যযাচে হি ॥ ৪৩ ॥

সঃ অহং দাশরথিঃ (দশরথাত্মজঃ রামঃ) ভূত্বা তীক্ষ্ণৈঃ শরৈঃ তচ্ছিরঃকমলোচ্চয়ং রণভূমেঃ বলিক্ষমম্ (পূজার্হং) করিষ্যামি ॥ ৪৪ ॥

(হে দেবাঃ! (যূয়ং যজ্বভিঃ বিধিবৎ কল্পিতং ভাগং (হবিষাং ভাগং) মায়াবিভিঃ নিশাচরৈঃ অনালীঢ়ম্ অচিরাৎ পুনঃ আদাস্যধ্বে ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবরাজ ইন্দ্র এবং আমি—আমাদের উভয়েরই লোক-রক্ষা কর্ত্তব্য কার্য্য, সুতরাং আমার নিকটে সুরপতির প্রতিকার-প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন। কেন না, সমীরণ স্বয়ংই অগ্নির সাহায্য করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

দেববৃন্দ! দশানন তপস্যাকালে স্বীয় তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা নিজের নয়টি মস্তক ছেদন করিয়া দশম মস্তকটি আমার এই সুদর্শন-চক্রের লভ্য অংশরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সে আমারই বধ্য ॥ ৪১ ॥

চন্দন-তরু যেমন বিষধর সর্পের আক্রমণ সহ্য করে, সুরগণ! আমিও তদ্রূপ, চতুর্ম্মুখের বর-প্রভাবে প্রভাব-সম্পন্ন সেই অত্যাচারী রাক্ষসের এই ঘোর অত্যাচার সহ্য করিতেছি ॥ ৪২ ॥

দুর্ব্বুদ্ধি নিশাচর কঠোর তপস্যা দ্বারা বিধাতাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। মর্ত্তের জীব তাহার ভক্ষ্য বস্তু, সুতরাং সে জীব হইতে রাক্ষসের কোনো ভয়ের সম্ভাবনা নাই—ভাবিয়া সে তপস্তুষ্ট বিধাতার নিকট দেবলোকের অবধ্য বলিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

অতএব আমি কোসল-পতি দশরথের পুত্ররূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে সেই দুষ্কৃতকারী রাক্ষস-পতির মুণ্ড-মালা ছিন্ন করিব এবং সেই মুণ্ডরূপিণী কমল-মালা রণ-স্থলীকে বলিরূপে অর্পণ করিব ॥ ৪৪ ॥

দেবগণ! যাজ্ঞিকবৃন্দ কর্ত্তৃক যথাবিধি প্রদত্ত স্ব স্ব যজ্ঞভাগ তোমরা সত্বরই আবার পূর্ব্ববৎ প্রাপ্ত হইবে। বহুরূপী নিশাচরগণ আর তাহা আস্বাদন করিতে পারিবে না ॥ ৪৫ ॥

কালিদাস, দুরন্ত রাবণ-কৃত অত্যাচারে ব্যথিত দেবগণের অন্তরের বেদনার বর্ণন দ্বারা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষোত্তমকে ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। দয়ার্ণব মধুসূদন, অবধ্য রাবণের অত্যাচার স্মরণপূর্ব্বক জগতের মঙ্গলের জন্য কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনা স্বীকার করিলেন। কহিলেন—"ভয় নাই, আশ্বস্ত হও, আমিই প্রতিবিধান করিব।" পাশব-ক্ষমতাবলে রাক্ষস-রাজ জগতের কত অকল্যাণ, কত অমঙ্গল করিতেছিল, জগন্নাথ স্বহস্তে তাহার শাস্তির ভার গ্রহণ করিলেন। রঘুবংশের কবিতারূপী উদ্যানের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, একটা প্রবল সমাজহিতৈষণা, লোকহিতৈষণা, ততোঽধিক একটা প্রবল ধর্ম্মভাব যেন অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রতিচরিত্রে, প্রতিকথায়, প্রতিবর্ণে কবির লোক-শিক্ষাদান-প্রবৃত্তি এবং জগতে সনাতন-ধর্ম্মের যথার্থতত্ত্ব-প্রচার-বাসনা জাগরূক। অবসর পাইলেই তিনি চরিত্র চিত্রণ দ্বারা জগতের অসীম মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন।

বৈমানিকাঃ পুণ্যকৃতস্ত্যজন্তু মরুতাং পথি । পুষ্পকালোক-সংক্ষোভং মেঘাবরণতৎপরাঃ ॥ ৪৬ ॥
মোক্ষ্যধ্বে স্বর্গবন্দীনাং বেণীবন্ধানদূষিতান্ । শাপযন্ত্রিত-পৌলস্ত্য-বলাৎকারকচগ্রহৈঃ ॥ ৪৭ ॥
রাবণাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ । অভিবৃষ্য মরুচ্ছস্যং কৃষ্ণ-মেঘস্তিরোদধে ॥ ৪৮ ॥
পুরুহূত-প্রভৃতয়ঃ সুর-কার্য্যোদ্যতং সুরাঃ । অংশৈরনুযযুর্বিষ্ণুং পুষ্পৈর্বায়ুমিব দ্রুমাঃ ॥ ৪৯ ॥
অথ তস্য বিশাম্পত্যুরন্তে কাম্যস্য কর্ম্মণঃ । পুরুষঃ প্রবভূবাগ্নেবিস্ময়েন সহর্ত্বিজাম্ ॥ ৫০ ॥
হেমপাত্রগতং দোর্ভ্যামাদধানঃ পয়শ্চরুম্ । অনুপ্রবেশাদাদ্যস্য পুংসস্তেনাপি দুর্বহম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।—মরুতাং (দেবানাং) পথি (আকাশে) **বৈমানিকাঃ** মেঘাবরণতৎপরাঃ পুণ্যকৃতঃ পুষ্পকালোক-সংক্ষোভং ত্যজন্তু ॥ ৪৬ ॥

(হে দেবাঃ!) (যূয়ং) শাপ-যন্ত্রিত-পৌলস্ত্য-বলাৎকার-কচ-গ্রহৈঃ অদূষিতান্ স্বর্গবন্দীনাং বেণীবন্ধান্ মোক্ষ্যধ্বে ॥ ৪৭ ॥

সঃ কৃষ্ণমেঘঃ রাবণাবগ্রহক্লান্তং মরুৎ-শস্যম্ ইতি (এবং প্রকারেণ) বাগমৃতেন অভিবৃষ্য তিরোদধে ॥ ৪৮ ॥

পুরুহূতপ্রভৃতয়ঃ সুরাঃ সুরকার্য্যোদ্যতং বিষ্ণুম্ অংশৈঃ, দ্রুমাঃ পুষ্পৈঃ বায়ুম্ ইব, অনুযযুঃ ॥ ৪৯ ॥

অথ তস্য বিশাম্পত্যুঃ (দশরথস্য) কাম্যস্য কর্ম্মণঃ (পুত্রেষ্টিযাগস্য) অন্তে অগ্নেঃ (কশ্চিৎ দিব্যঃ) পুরুষঃ ঋত্বিজাং বিস্ময়েন সহ প্রবভূব ॥ ৫০ ॥

আদ্যস্য পুংসঃ (বিষ্ণোঃ) অনুপ্রবেশাৎ তেন (দিব্য-পুরুষেণ) অপি দুর্বহং হেমপাত্রগতং পয়শ্চরুং দোর্ভ্যাং আদধানঃ (বহন্) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—পুণ্য-শ্লোক ব্যক্তিগণ যখন আকাশ-পথে ব্যোমযানে পরিভ্রমণ করেন, তখন তাঁহারা রাবণের পুষ্পকরথ-দর্শনে অতিমাত্র সন্ত্রাস্ত হইয়া মেঘের অন্তরালে গিয়া লুক্কায়িত হন। দেববৃন্দ! এতদিনে তাঁহারা সে ভয় পরিত্যাগ করুন্ ॥ ৪৬ ॥

পরদারাভিমর্ষী দুরাত্মা রাবণ নলকূবরের অভিসম্পাতে আর পরললনাকে বলপূর্ব্বক অসদভিপ্রায়ে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া, তোমাদের বন্দীকৃত অঙ্গনাগণের কেশ-কলাপ তাহার করস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই। দেবগণ! তোমরা অচিরেই সেই অবরুদ্ধ ললনাদের বেণী-বন্ধন মুক্ত করিতে পারিবে ॥ ৪৭ ॥

সেই নব-নীল-জলদ-কান্তি ভগবান্ বিষ্ণু রাবণের অত্যাচার-পীড়িত দেবগণকে এইরূপ বাক্যামৃতবর্ষণে আশ্বাসিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দেবতাদের বিষণ্ণ বদনে প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিল। মনে হইল যেন, অনাবৃষ্টি-প্রভাবে শস্যরাজি বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, নবজলধরের পর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণে তাহারা আবার সতেজ হইয়া উঠিল ॥ ৪৮ ॥

নারায়ণ এইভাবে দেবতাদিগের কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইলে, দেববৃন্দও, তরুরাজ যেমন স্বকীয় কুসুমের দ্বারা সমীরণের অনুসরণ করে, তদ্রূপ, স্ব স্ব অংশের দ্বারা নারায়ণের অনুগমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

এদিকে, ক্ষিতিপতি দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে এক দিব্য পুরুষ সহসা যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইলেন, তদ্দর্শনে যাজ্ঞিকগণের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না ॥ ৫০ ॥

তাঁহার দুই হস্তে এক স্বর্ণপাত্র ধৃত এবং তাহা স্বর্গীয় পায়স-চরুতে পরিপূর্ণ। সেই পায়সান্নের মধ্যে ভগবান্ আদি-পুরুষ অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তাহা এতই দুর্ব্বহ যে, দিব্য পুরুষ সেই চরুপাত্র বহনে যেন অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

কুমারে নবীন কবির উজ্জ্বল কবিতারসে তারকাসুরের যে অত্যাচারের ভূয়সী বর্ণনা দেখিতে পাই, রঘুবংশে রাবণের ততোঽধিক অত্যাচার অতি অল্প কথায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রবীণ কালিদাস রঘুবংশে ভাবের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেন নাই। তাই ইহার বর্ণনা এত সংযত। অন্তর্য্যামী ভগবান্ অত্যাচারক্লিষ্ট দেবতাদিগের অবসন্ন নয়ন এবং বিশুষ্ক মুখ দেখিয়াই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়াছেন। তাই একই কবির গ্রন্থান্তরে বর্ণিত বিষয় পুনর্বর্ণিত হয় নাই ॥ ৩৮—৪৮ ॥

প্রাজাপত্যোপনীতং তদন্নং প্রত্যগ্রহীন্নৃপঃ। বৃষেব পয়সাং সারমাবিষ্কৃতমুদন্বতা ॥ ৫২ ॥

অনেন কথিতা রাজ্ঞো গুণাস্তস্যান্য-দুর্লভাঃ। প্রসূতিং চকমে তস্মিংস্ত্রৈলোক্যপ্রভবোঽপি যৎ ॥ ৫৩ ॥

স তেজো বৈষ্ণবং পত্ন্যোর্বিভেজে চরুসংজ্ঞিতম্। দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রত্যগ্রমহর্পতিরিবাতপম্ ॥ ৫৪ ॥

অর্চিতা তস্য কৌসল্যা প্রিয়া কেকয়-বংশজা। অতঃ সম্ভাবিতাং তাভ্যাং সুমিত্রামৈচ্ছদীশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥

তে বহুজ্ঞস্য চিত্তজ্ঞে পত্নৌ পত্যুর্মহীক্ষিতঃ। চরোরর্দ্ধার্দ্ধভাগাভ্যাং তামযোজয়তামুভে ॥ ৫৬ ॥

সা হি প্রণয়বত্যাসীৎ সপত্ন্যোরুভয়োরপি। ভ্রমরী বারণস্যেব মদনিস্যন্দরেখয়োঃ ॥ ৫৭ ॥

তাভির্গর্ভঃ প্রজাভূত্যৈ দধ্রে দেবাংশ-সম্ভবঃ। সৌরীভিরিব নাড়ীভিরমৃতাখ্যাভিরম্ময়ঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়।—নৃপঃ (দশরথঃ) প্রাজাপত্যোপনীতং তৎ অন্নং (পায়সান্নং) উদন্বতা আবিষ্কৃতং পয়সাং সারং বৃষা (বাসবঃ) ইব প্রত্যগ্রহীৎ ॥ ৫২ ॥

তস্য রাজ্ঞঃ (দশরথস্য) অন্য-দুর্লভাঃ গুণাঃ অনেন কথিতাঃ, যৎ (যস্মাৎ) ত্রৈলোক্যপ্রভবঃ (বিষ্ণুঃ) অপি তস্মিন্ (দশরথে) প্রসূতিং (উৎপত্তিং) চকমে ॥ ৫৩ ॥

সঃ (নৃপঃ) চরুসংজ্ঞিতং বৈষ্ণবং তেজঃ পত্ন্যোঃ (কৌসল্যা-কৈকেয্যোঃ) দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ অহর্পতিঃ প্রত্যগ্রম্ আতপং (বালাতপম্) ইব বিভেজে ॥ ৫৪ ॥

তস্য (রাজ্ঞঃ) কৌসল্যা অর্চিতা (জ্যেষ্ঠা মান্যা), কেকয়বংশজা প্রিয়া (ইষ্টা)। অতঃ ঈশ্বরঃ (পতিঃ দশরথঃ) সুমিত্রাং তাভ্যাং সম্ভাবিতাম্ (ভাগদানেন মানিতাম্) ঐচ্ছৎ ॥ ৫৫ ॥

বহুজ্ঞস্য পত্যুঃ মহীক্ষিতঃ চিত্তজ্ঞে (অভিপ্রায়জ্ঞে) তে উভে পত্নৌ (কৌসল্যা-কৈকেয্যৌ) চরোঃ অর্দ্ধার্দ্ধ-ভাগাভ্যাং তাং (সুমিত্রাম্) অযোজয়তাম্ ॥ ৫৬ ॥

সা (সুমিত্রা) হি উভয়োঃ অপি সপত্ন্যোঃ, ভ্রমরী বারণস্য মদ-নিস্যন্দ-রেখয়োঃ ইব, প্রণয়বতী আসীৎ ॥ ৫৭ ॥

তাভিঃ (মহিষীভিঃ) প্রজাভূত্যৈ দেবাংশ-সম্ভবঃ গর্ভঃ, সৌরীভিঃ অমৃতাখ্যাভিঃ নাড়ীভিঃ (বৃষ্টিবিসর্জ্জিকাভিঃ দীধিতিভিঃ) অম্ময়ঃ (জলময়ঃ) (গর্ভঃ ইব) দধ্রে ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর সুরপতি ইন্দ্র যেমন রত্নাকর-প্রদত্ত অমৃত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহীপতি দশরথও, প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত সেই দিব্য পুরুষ যে পায়সচরু আনিয়াছিলেন, তাহা ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিলেন ॥ ৫২ ॥

মহারাজ দশরথ যে কীদৃশ অনন্ত-গুণ-গ্রামে বিভূষিত ছিলেন, সাক্ষাৎ নারায়ণের তাঁহার পুত্রত্ব-স্বীকারেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে ॥ ৫৩ ॥

আকাশে এবং পৃথিবীতে সূর্য্যদেব যেমন স্বকীয় তরুণ অরুণ কিরণ বিভাগ করিয়া দেন, নরদেব দশরথও তেমনি সেই বিষ্ণু-শক্তিময় পায়সান্ন দুই পত্নীকে ভাগ করিয়া দিলেন ॥ ৫৪ ॥

দেবী কৌসল্যা পাটরাণী ছিলেন,—আর কৈকেয়ী ছিলেন দশরথের অত্যন্ত প্রিয়তমা, তাই তিনি প্রথমতঃ সেই দুই মহিষীকেই চরু বণ্টন করিয়া দিলেন। তিনি জানিতেন যে, দুই রাজ্ঞী স্ব স্ব অংশ হইতে নিশ্চয়ই সুমিত্রাকে চরু দান করিয়া আনন্দিত করিবেন ॥ ৫৫ ॥

কৌসল্যা এবং কৈকেয়ী পতির অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন আপন চরুর অর্দ্ধভাগ সুমিত্রাকে দান করিলেন ॥ ৫৬ ॥

গজরাজের গণ্ডদ্বয় বাহিয়া যখন দুইটি মদধারা নির্গত হয়, তখন ভ্রমরী যেমন সেই উভয় মদধারাতেই সমভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, মহিষী সুমিত্রাও তদ্রূপ—কৌসল্যা এবং কৈকেয়ী উভয় সপত্নীতেই অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিলেন ॥ ৫৭ ॥

সূর্য্যের অমৃত-নামিকা নাড়ী বা রশ্মিজাল যেমন জলময় গর্ভ ধারণ করে, তদ্রূপ রাজমহিষীত্রয়ও প্রজাগণের অনন্ত মঙ্গলের নিদানস্বরূপ, নারায়ণের অংশসম্ভূত গর্ভ ধারণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তাৎপর্য্য।—কৈকেয়ী যে কোন্ রাণী,—মধ্যমা না কনিষ্ঠা, ইহা লইয়া একটা মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। কালিদাসের লেখায় কিন্তু কৈকেয়ীকে মধ্যমা মহিষী বলিয়াই মনে হয়। কালিদাসের উক্ত কবি ভবভূতিও কৈকেয়ীকে,

সমমাপন্ন-সত্ত্বাস্তা রেজুরাপাণ্ডুর-ত্বিষঃ । অন্তর্গত-ফলারম্ভাঃ শস্যানামিব সম্পদঃ ॥ ৫৯ ॥
গুপ্তং দদৃশুরাত্মানং সর্ব্বাঃ স্বপ্নেষু বামনৈঃ । জলজাসি-গদা-শার্ঙ্গ-চক্র-লাঞ্ছিত-মূর্ত্তিভিঃ ॥ ৬০ ॥
হেম-পক্ষ-প্রভা-জালং গগনে চ বিতন্বতা । উহ্যন্তে স্ম সুপর্ণেন বেগাকৃষ্ট-পয়োমুচা ॥ ৬১ ॥
বিভ্রত্যা কৌস্তুভ-ন্যাসং স্তনান্তর-বিলম্বিনম্ । পর্য্যুপাস্যন্ত লক্ষ্ম্যা চ পদ্ম-ব্যজন-হস্তয়া ॥ ৬২ ॥
কৃতাভিষেকৈর্দ্দিব্যায়াং ত্রিস্রোতসি চ সপ্তভিঃ । ব্রহ্মর্ষিভিঃ পরং ব্রহ্ম গৃণদ্ভিরুপতস্থিরে ॥ ৬৩ ॥
তাভ্যস্তথাবিধান্ স্বপ্নাঞ্ছ্রুত্বা প্রীতো হি পার্থিবঃ । মেনে পরার্দ্ধ্যমাত্মানং গুরুত্বেন জগদ্গুরোঃ ॥ ৬৪ ॥
বিভক্তাত্মা বিভুস্তাসামেকঃ কুক্ষিষ্বনেকধা । উবাস প্রতিমা-চন্দ্রঃ প্রসন্নানামপামিব ॥ ৬৫ ॥
অথাগ্র্যমহিষী রাজ্ঞঃ প্রসূতি-সময়ে সতী । পুত্রং তমোপহং লেভে নক্তং জ্যোতিরিবৌষধিঃ ॥৬৬॥

অন্বয়।—সমম্ আপন্ন-সত্ত্বাঃ আপাণ্ডুরত্বিষঃ তাঃ (রাজ-পত্ন্যঃ) অন্তর্গতফলারম্ভাঃ শস্যানাং সম্পদঃ ব রেজুঃ ॥ ৫৯ ॥

সর্ব্বাঃ (তাঃ) স্বপ্নেষু জলজাসি-গদা-শার্ঙ্গ-চক্র-লাঞ্ছিত-মূর্ত্তিভিঃ বামনৈঃ (পুরুষৈঃ) গুপ্তম্ আত্মানং দদৃশুঃ ॥ ৬০ ॥

(কিঞ্চ)—হেমপক্ষপ্রভাজালং বিতন্বতা বেগাকৃষ্ট-পয়োমুচা সুপর্ণেন গগনে (তাঃ মহিষ্যঃ) চ উহ্যন্তে স্ম ॥ ৬১ ॥

(কিঞ্চ) —স্তনান্তরবিলম্বিনং কৌস্তুভ-ন্যাসং বিভ্রত্যা পদ্ম-ব্যজন-হস্তয়া লক্ষ্ম্যা পর্য্যুপাস্যন্ত চ (তাঃ মহিষ্যঃ) ॥ ৬২ ॥

(কিঞ্চ)—দিব্যায়াং ত্রিস্রোতসি কৃতাভিষেকৈঃ পরং ব্রহ্ম (বেদরহস্যং) গৃণদ্ভিঃ (পঠদ্ভিঃ) সপ্তভিঃ ব্রহ্মর্ষিভিঃ উপতস্থিরে চ (তাঃ মহিষ্যঃ) ॥ ৬৩ ॥

পার্থিব (দশরথঃ) তাভ্যঃ (পত্নীভ্যঃ) তথাবিধান্ স্বপ্নান্ শ্রুত্বা প্রীতঃ (সন্) আত্মানং জগদ্গুরোঃ (অপি) গুরুত্বেন (পিতৃত্বেন) পরার্দ্ধ্যং মেনে হি ॥ ৬৪ ॥

একঃ বিভুঃ তাসাং (রাজ-পত্নীনাং) কুক্ষিষু প্রসন্নানাম অপাং (কুক্ষিষু) প্রতিমা-চন্দ্রঃ ইব অনেকধা বিভক্তাত্মা (সন্) উবাস ॥ ৬৫ ॥

অথ সতী রাজ্ঞঃ অগ্র্য-মহিষী (কৌসল্যা) প্রসূতি-সময়ে ওষধিঃ নক্তং তমোপহং জ্যোতিঃ ইব (তমোপহং) পুত্রং লেভে ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গার্থ। যুগপৎ গর্ভ-সম্ভাবনায় তিন মহিষীরই দেহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহারা ফলোন্মুখী শস্য-রাজির ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহিষীরা নিত্য নূতন নূতন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন,— একদা দেখিলেন, কতিপয় খর্ব্বাকার দিব্যপুরুষ শঙ্খ, চক্র, গদা এবং শার্ঙ্গ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আসিয়া রক্ষা করিতেছেন ॥ ৬০ ॥

কোনো দিন দেখিলেন—পক্ষিরাজ গরুড় সুবর্ণপক্ষের কান্তি-পুঞ্জে আকাশ আলোকিত করিয়া সবেগে মেঘমণ্ডল আকর্ষণ করিতেছেন এবং মহিষীদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন ॥ ৬১ ॥

কোনো দিন দেখিলেন—লক্ষ্মী স্তনদ্বয়মধ্যে বিলম্বিত কৌস্তুভমণি ধারণপূর্ব্বক ব্যজন-হস্তে তাঁহাদিগের সেবা করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

কোনো দিন দেখিলেন—কশ্যপ প্রভৃতি সাত জন ব্রহ্মর্ষি মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপাসনা করিতেছেন ॥ ৬৩ ॥

নরপতি দশরথ মহিষীদিগের নিকট ঐ সকল স্বপ্নের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় প্রীত হইলেন এবং জগৎ-পিতার পিতা হইবেন ভাবিয়া নিজেকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করিলেন ॥ ৬৪ ॥

স্বচ্ছ-সলিলমধ্যে প্রাতিবিম্বিত শশাঙ্কের ন্যায় চারি অংশে বিভক্ত বিষ্ণু মহিষীগণের কুক্ষি-মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর রাত্রিকালে জ্যোতির্ম্ময়ী লতিকা যেমন তিমির-নাশক জ্যোতিঃ প্রসব করে, তদ্রূপ দশরথের পরম পতিব্রতা প্রধান মহিষী কৌসল্যা যথাসময়ে সর্ব্বদুঃখহারী এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন ॥ ৬৬ ॥

উত্তরচরিতের আলেখ্য দর্শনে, লক্ষ্মণের মুখ দিয়া "মধ্যমা অম্বা" অর্থাৎ মেজো মা বলাইয়াছেন। কিন্তু রামায়ণের বালকাণ্ডে এবং অন্যান্য স্থলেও কৈকেয়ীকে ছোটরাণী "যবীয়সী মাতা" বলা হইয়াছে। দশরথের কার্য্যকলাপ দর্শনেও কৈকেয়ীকে

রাম ইত্যভিরামেণ বপুষা তস্য চোদিতঃ । নামধেয়ং গুরুশ্চক্রে জগৎপ্রথম-মঙ্গলম্ ॥ ৬৭ ॥
রঘুবংশপ্রদীপেন তেনাপ্রতিমতেজসা । রক্ষা-গৃহ-গতা দীপাঃ প্রত্যাদিষ্টা ইবাভবন্ ॥ ৬৮ ॥
শয্যাগতেন রামেণ মাতা শাতোদরী বভৌ । সৈকতাম্ভোজ-বলিনা জাহ্নবীব শরৎকৃশা ॥ ৬৯ ॥
কৈকেয্যাস্তনয়ো জজ্ঞে ভরতো নাম শীলবান্ । জনয়িত্রীমলঞ্চক্রে যঃ প্রশ্রয় ইব শ্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥
সুতৌ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ সুমিত্রা সুষুবে যমৌ । সম্যগারাধিতা বিদ্যা প্রবোধ-বিনয়াবিব ॥ ৭১ ॥
নির্দোষমভবৎ সর্ব্বমাবিষ্কৃতগুণং জগৎ । অন্বগাদিব হি স্বর্গো গাং গতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭২ ॥
তস্যোদয়ে চতুর্ম্মূর্ত্তেঃ পৌলস্ত্যচকিতেশ্বরাঃ । বিরজস্কৈর্নভস্বদ্ভির্দিশ উচ্ছ্বসিতা ইব ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়।—অভিরামেণ বপুষা চোদিতঃ গুরুঃ (দশরথঃ) তস্য (পুত্রস্য) জগৎপ্রথমমঙ্গলং রামঃ ইতি নামধেয়ং চক্রে। ৬৭ ॥

রঘুবংশ-প্রদীপেন অপ্রতিমতেজসা তেন (রামেণ) রক্ষা-গৃহ-গতাঃ দীপাঃ প্রত্যাদিষ্টাঃ ইব অভবন্। ৬৮ ॥

শাতোদরী (কৃশোদরী) মাতা (কৌসল্যা) শয্যাগতেন রামেণ সৈকতাম্ভোজ-বলিনা শরৎ-কৃশা জাহ্নবী ইব বভৌ ॥ ৬৯ ॥

কৈকেয্যাঃ ভরতঃ নাম শীলবান্ তনয়ঃ জজ্ঞে। যঃ (তনয়ঃ) প্রশ্রয়ঃ শ্রিয়ম্ ইব জনয়িত্রীম্ অলঞ্চক্রে ॥ ৭০ ॥

সুমিত্রা লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ নাম যমৌ সুতৌ সম্যগারাধিতা বিদ্যা প্রবোধ-বিনয়ৌ ইব সুষুবে ॥ ৭১

(তেষু কুমারেষু জাতেষু) সর্ব্বং জগৎ নির্দ্দোষম্ আবিষ্কৃতগুণং (চ) অভবৎ। গাং গতং পুরুষোত্তমং স্বর্গঃ (অপি) হি অন্বগাৎ ইব। ৭২ ॥

চতুর্মূর্ত্তেঃ (রাম-লক্ষ্মণাদিমূর্ত্তিচতুষ্টয়াত্মকস্য) তস্য (হরেঃ) উদয়ে (সতি)—পৌলস্ত্য-চকিতেশ্বরাঃ দিশঃ (চতস্রঃ) বিরজস্কৈঃ নভস্বদ্ভিঃ (ছলেন) উচ্ছ্বাসিতাঃ ইব। ৭৩ ॥

বঙ্গার্থ।—পিতা দশরথ নবজাত শিশুর অনিন্দ্য-সুন্দর লাবণ্য দর্শন করিয়া, যথাসময়ে, ত্রিজগতের মঙ্গল-নিধান "রাম"—নামে পুত্রের নামকরণ করিলেন ॥ ৬৭ ।

রঘুকুল-প্রদীপ স্বরূপ রামের অত্যুজ্জ্বল এবং অনুপম দেহকান্তি-প্রভায় সূতিকাগৃহের প্রদীপগুলি পর্য্যন্ত প্রভাহীন হইয়া গেল ॥ ৬৮ ॥

সিকতা-পূর্ণ তীরভূমিতে পূজার্থ-বিন্যস্ত প্রফুল্ল কমলদলে শরতের কৃশকায়া জাহ্নবীর যাদৃশী অপূর্ব্ব শোভা জন্মে, তৎকালে, সূতিকাগৃহে শয্যাশায়ী শিশু রামচন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তিনী কৃশোদরী মাতা কৌসল্যাও তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। ৬৯ ॥

কৈকেয়ীর গর্ভে "ভরত" নামে এক সুশীল পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া বিনয় যেমন সম্পদ্‌কে সুশোভিত করে, তদ্রূপ জননীকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥ ৭০ ॥

সুশিক্ষিতা বিদ্যা যেমন তত্ত্বজ্ঞান এবং বিনয় জন্মাইয়া থাকে, তদ্রূপ দেবী সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭১ ॥

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জগতের সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবের শান্তি হইল। দুর্ভিক্ষ মহামারী অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতির নামও রহিল না; মনে হইল, পুরুষোত্তম ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ায় স্বর্গও যেন তাঁহার সহিত আসিয়াছে। এক কথায় মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গে পরিণত হইল ॥ ৭২ ॥

রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ মূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাই সর্ব্বত্র নির্ম্মল সমীরণ বহিতে লাগিল। মনে হইল যেন, রাবণ-লাঞ্ছিত দিগ্‌বধূচতুষ্টয় স্ব স্ব চারি জন রক্ষাকর্ত্তাকে পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন ॥ ৭৩ ॥

ছোটরাণী বলিয়াই মনে হয়। "তরুণী ভার্য্যা" বলিয়া বাল্মীকিও বিলক্ষণ ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, তিনি ছোটরাণীই ছিলেন। দুই এক স্থলে যে "মধ্যমা" কথা আছে, হয় ত বা তাহা ভুল ॥ ৫৫, ৭০, ৭১ ॥

৭৩ শ্লোকে রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের আবির্ভাবে রাবণ-ভয়-সন্ত্রস্ত দিঙ্‌মণ্ডল যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বুঝি এত দিনে অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রশমন হইবে। এই ভাবে রাবণের সহিত রামের ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের সামান্য ইঙ্গিত করিয়া এবং সেই সংঘর্ষের পরিণামও কতকটা আভাসে বলিয়া দিয়া কবি ৭৫ শ্লোকে তাহা আরও বিশদভাবে

কৃশানুরপধূমত্বাৎ প্রসন্নত্বাৎ প্রভাকরঃ । রক্ষোবিপ্রকৃতাবাস্তামপবিদ্ধশুচাবিব ॥ ৭৪ ॥
দশানন-কিরীটেভ্যস্তৎক্ষণং রাক্ষস-শ্রিয়ঃ । মণিব্যাজেন পর্য্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রুবিন্দবঃ ॥ ৭৫ ॥
পুত্রজন্ম-প্রবেশ্যানাং তূর্য্যাণাং তস্য পুত্রিণঃ । আরম্ভং প্রথমং চক্রুর্দেবদুন্দুভয়ো দিবি ॥ ৭৬ ॥
সন্তানকময়ী বৃষ্টির্ভবনে চাস্য পেতুষী । সন্মঙ্গলোপচারাণাং সৈবাদি-রচনাভবৎ ॥ ৭৭ ॥
কুমারাঃ কৃত-সংস্কারাস্তে ধাত্রী-স্তন্য-পায়িনঃ । আনন্দেনাগ্রজেনেব সমং ববৃধিরে পিতুঃ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়।—রক্ষোবিপ্রকৃতৌ কৃশানুঃ প্রভাকরঃ (চ) অপধূমত্বাৎ প্রসন্নত্বাৎ (চ) অপবিদ্ধশুচৌ ইব আস্তাম ॥ ৭৪ ॥

তৎক্ষণং (রামোৎপত্তি-সময়ে) রাক্ষস-শ্রিয়ঃ অশ্রুবিন্দবঃ দশানন-কিরীটেভ্যঃ মণি-ব্যাজেন পৃথিব্যাং পর্য্যস্তাঃ ॥ ৭৫ ॥

পুত্রিণঃ তস্য (দশরথস্য) পুত্র-জন্ম-প্রবেশ্যানাং তূর্য্যাণাম আরম্ভং প্রথমং দিবি দেবদুন্দুভয়ঃ চক্রুঃ ॥ ৭৬ ॥

অস্য (রাজ্ঞঃ) ভবনে সন্তানকময়ী বৃষ্টিঃ চ পেতুষী। সা (বৃষ্টিঃ) এব সন্মঙ্গলোপচারাণাং আদিরচনা অভবৎ ॥ ৭৭ ॥

কৃত-সংস্কারাঃ ধাত্রী-স্তন্য-পায়িনঃ তে কুমারাঃ অগ্রজেন ইব (স্থিতেন) পিতুঃ আনন্দেন সমং ববৃধিরে ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গার্থ।—তখন অনলে আর ধূম রহিল না, দিবাকর প্রসন্ন হইলেন। বোধ হইল যেন, সত্বরই রাবণ-কৃত অত্যাচারের অবসান হইবে—বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা বিষাদ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৭৪ ॥

রাম যখন প্রসূত হইলেন, তখন রাক্ষসনাথ রাবণের মণিময় মুকুটের মণিমালা আপনিই ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া স্খলিত হইয়া পড়িল বুঝি রাক্ষস-রাজ-লক্ষ্মীর মুক্তাচ্ছলে পড়িতে লাগিল ॥ ৭৫ ॥

আকাশে দেবদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল। সুতরাং মহারাজ দশরথের সুত-জন্মোৎসবের তৌর্য্যত্রিক বাদ্যাদিও যেন দেবতারাই করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥

স্বর্গ হইতে রাজপ্রাসাদে পারিজাত-কুসুমের বৃষ্টি হইল, সেই শুভ কুমার-জন্মোৎসবের মঙ্গলময় অনুষ্ঠান যেন দেবতারাই প্রথম আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৭ ॥

পুত্র জন্মিবে—এই চিন্তাতেই দশরথের আনন্দের অবধি ছিল না। এখন নবজাত শিশুগণ ধাত্রীর স্তন্যপানপূর্ব্বক দিন দিন যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পিতা দশরথের সেই পূর্ব্ব-জাত আনন্দধারা একেবারে সহস্রমুখী হইয়া উঠিল ॥ ৭৮ ॥

বিবৃত করিলেন। রামচন্দ্রের উৎপত্তিক্ষণে দুরন্ত দশাননের কিরীটখচিত মুক্তাগুচ্ছের স্থূল-স্বচ্ছ মুক্তাগুলি ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া চারিদিকে খসিয়া পড়িল। যেন রোরুদ্যমানা রাক্ষস-কুল-রাজ-লক্ষ্মীর মুক্তাফল-সদৃশ অশ্রুবিন্দু এই প্রথম পৃথিবীতে পতিত হইল। একেই ত মহাত্মা এবং গুরুজনের নয়ন-জল মাটিতে পড়িলে ঘোর অমঙ্গল ঘটে, "মরণঞ্চ ভবেদ্ ধ্রুবং"—মৃত্যু নিশ্চিত। তাহাতে আবার কুলরাজলক্ষ্মীর অশ্রুপাত, এ যে শুধু রাবণের মৃত্যুর দ্যোতক, তাহা নহে, ইহা একেবারে রক্ষো-রাজ-সংসারের সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাভাস।

কবিকুলোত্তম কালিদাস তদীয় অতিপ্রিয় রঘুবংশ-কাব্যের ভবিষ্যৎ নায়কের জন্মমুহূর্ত্তেই তাঁহার বিক্রম শক্তিমত্তার আভাস দিলেন! রামচন্দ্রের অন্য কোন বীরত্ব-গাথা কীর্ত্তন না করিলেও, কেবল এই বর্ণনাটির দ্বারাই, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া যায়।

কালে দুরন্ত রাবণের সহিত রামের যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং তাহার যে পরিণাম—তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা পাঠকমাত্রেরই স্বাভাবিক। সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইলেই রঘুবংশের প্রতিপাদ্য সম্পূর্ণ হইল। অথচ সে আকাঙ্ক্ষার শেষ হইলেই কাব্য-পাঠের উৎসাহও শেষ হইয়া যাইবে;—তাই কবি মধ্যে মধ্যে একটু একটু করিয়া সেই আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি করিতেছেন। সেই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পূর্ব্বাভাসস্বরূপ, প্রসঙ্গক্রমে পাঠকদিগের যেন কতকটা অতর্কিত অবস্থায়, রামরাবণের প্রতিযোগিতার শনৈঃ শনৈঃ উল্লেখ করিতেছেন; পাঠকের যে আকাঙ্ক্ষা শ্রব্য-কাব্যের জীবন, তাহা সঞ্জীবিত রাখিতেছেন। পাঠকের কৌতূহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। রচনা-নৈপুণ্যের ইহা চরম উৎকর্ষ ॥ ৭৩-৭৫ ॥

এই শ্লোকে দেখিতেছি—সাক্ষাৎ বিষ্ণুও রামাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া, রাজবাড়ীর ধাত্রীদিগের স্তন্যপান করিতেছেন। ব্যাপারটা পড়িলে অজ্ঞতাবশতঃই হউক, অথবা দরিদ্র গৃহস্থ-সন্তান বলিয়াই হউক, প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠে। হৃদয় একটু অপ্রসন্ন হয়। কিন্তু ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজপরিবারের "নবরত্নের" অন্যতম প্রধান রত্ন কালিদাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির

স্বাভাবিকং বিনীতত্বং তেষাং বিনয়-কর্ম্মণা। মুমূর্চ্ছ সহজং তেজো হবিষেব হবির্ভুজাম্ ॥ ৭৯ ॥
পরস্পরাবিরুদ্ধাস্তে তদ্রঘোরনঘং কুলম্। অলমুদ্দ্যোতয়ামাসুর্দেবারণ্যমিবর্ত্তবঃ ॥ ৮০ ॥
সমানেঽপি হি সৌভ্রাত্রে যথোভৌ রামলক্ষ্মণৌ। তথা ভরত-শত্রুঘ্নৌ প্রীত্যা দ্বন্দ্বং বভূবতুঃ ॥ ৮১ ॥
তেষাং দ্বয়োর্দ্বয়োরৈক্যং বিভিদে ন কদাচন। যথা বায়ু-বিভাবস্বোর্যথা চন্দ্র-সমুদ্রয়োঃ ॥ ৮২ ॥
তে প্রজানাং প্রজানাথাস্তেজসা প্রশ্রয়েণ চ। মনো জহ্রুর্নিদাঘান্তে শ্যামাভ্রা দিবসা ইব ॥ ৮৩ ॥
স চতুর্ধা বভৌ ব্যস্তঃ প্রসবঃ পৃথিবীপতেঃ। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণামবতার ইবাঙ্গবান্ ॥ ৮৪
গুণৈরারাধয়ামাসুস্তে গুরুং গুরুবৎসলাঃ। তমেব চতুরন্তেশং রত্নৈরিব মহার্ণবাঃ ॥ ৮৫ ॥

অন্বয়।—তেষাং স্বাভাবিকং বিনীতত্বং বিনয়-কর্ম্মণা, হবির্ভুজাং সহজং তেজঃ হবিষা ইব, মুমূর্চ্ছ ॥ ৭৯ ॥

পরস্পরাবিরুদ্ধাঃ তে (কুমারাঃ) তৎ (প্রসিদ্ধং) রঘোঃ অনঘং কুলম্ ঋতবঃ দেবারণ্যম্ ইব অলম্ (অত্যন্তম্) উদ্দ্যোতয়ামাসুঃ ॥ ৮০ ॥

সৌভ্রাত্রে সমানে (সতি) অপি, হি যথা উভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ প্রীত্যা দ্বন্দ্বং বভূবতুঃ, তথা ভরত-শত্রুঘ্নৌ (প্রীত্যা দ্বন্দ্বং বভূবতুঃ) ॥ ৮১ ॥

তেষাং (চতুর্ণাং মধ্যে) দ্বয়োর্দ্বয়োঃ (রাম-লক্ষ্মণয়োঃ ভরত-শত্রুঘ্নয়োশ্চ) বায়ু-বিভাবস্বোঃ যথা, চন্দ্র-সমুদ্রয়োঃ যথা (চ) ঐক্যং কদাচন ন বিভিদে ॥ ৮২ ॥

প্রজা-নাথাঃ তে (কুমারাঃ) তেজসা প্রশ্রয়েণ চ নিদাঘান্তে শ্যামাভ্রাঃ দিবসাঃ ইব প্রজানাং মনঃ জহ্রুঃ ॥ ৮৩ ॥

সঃ চতুর্ধা ব্যস্তঃ পৃথিবীপতেঃ প্রসবঃ চতুর্ধা অঙ্গবান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাম্ অবতার ইব বভৌ ॥ ৮৪ ॥

গুরুবৎসলাঃ তে (কুমারাঃ) গুণৈঃ গুরুং (পিতরং), চতুরন্তেশং তম্ এব (দশরথম্ এব) মহার্ণবাঃ (চত্বারঃ) রত্নৈঃ ইব আরাধয়ামাসুঃ ॥ ৮৫ ॥

বঙ্গার্থ।—কুমারচতুষ্টয় স্বভাবতঃই অত্যন্ত বিনীত ছিলেন। এইরূপে আবার সৎশিক্ষার দ্বারা সেই বিনীত ভাব, ঘৃতাহুতিতে অনলের স্বাভাবিক তেজঃ যেমন বর্দ্ধিত হয়, তেমনই আরও বৃদ্ধি পাইল ॥ ৭৯ ॥

বসন্তাদি-ঋতু-সমাগমে স্বর্গের নন্দন-কানন যেমন উদ্ভাসিত হয়, তদ্রূপ সেই পরস্পরানুরক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সমাগমে অকলঙ্ক রঘুকুলের ঔজ্জ্বল্য যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল ॥ ৮০ ॥

সেই চারি ভ্রাতার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালোবাসা—সৌভ্রাত্র যদিও সমান ছিল, তবুও রামের সহিত লক্ষ্মণের এবং ভরতের সহিত শত্রুঘ্নের মিল একটু বেশী হইয়াছিল ॥ ৮১ ॥

বায়ুর সহিত অনলের এবং হিমাংশুর সহিত জলধির মিত্রতা যেমন কদাচ স্খলিত হয় না, তদ্রূপ রাম ও লক্ষ্মণের এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের সেই একতাবন্ধন নিয়ত অবিচ্ছিন্নই ছিল ॥ ৮২ ॥

গ্রীষ্মাবসানে নব-মেঘোদয়ে দিনভাগ শ্যামায়মান হইলে যেমন জগদ্বাসীর মনঃপ্রাণ জুড়াইয়া যায়, তদ্রূপ প্রজাপুঞ্জের ভাবী অধিপতি সেই কুমারচতুষ্টয়ের প্রভাব ও বিনয়ে জনগণের হৃদয় আনন্দাপ্লুত হইল অর্থাৎ কুমারগণ গ্রীষ্মাবসানে নাতিশীতোষ্ণ দিবসের ন্যায় তেজঃ এবং বিনয়ের দ্বারা প্রজাকুলের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩ ॥

নরপতি দশরথের সেই সন্তান-চতুষ্টয়, ভূতলে চারিভাগে অবতীর্ণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের মূর্ত্তিমান্ অবতারের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী রত্নাকরচতুষ্টয় যেমন আপন আপন রত্নরাশির দ্বারা চতুর্দ্দিকের অধিপতি দশরথকে আরাধনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই পিতৃবৎসল চারি রাজকুমার গুণে ও চরিত্রমাধুর্য্যে পিতা দশরথকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥

রশ্মি, তদানীন্তন রাজ-রাজন্যদের আচার-ব্যবহারের কিছুই এড়াইতেই পারে নাই; দর্পণের ন্যায় সেই দৃষ্টিতে সমস্তই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাই আমরা কবির প্রাদুর্ভাবকালের ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক আচার-ব্যবহারের অনেকটা স্বরূপ কবি-চিত্রে অঙ্কিত দেখিতে পাই ॥ ৭৮ ॥

সুরগজ ইব দন্তৈর্ভগ্ন-দৈত্যাসিধারৈর্নয় ইব পণবন্ধ-ব্যক্তযোগৈরুপায়ৈঃ।
হরিরিব যুগদীর্ঘৈর্দোর্ভিরংশৈস্তদীয়ৈঃ পতিরবনিপতীনাং তৈশ্চকাশে চতুর্ভিঃ ॥ ৮৬ ॥

ইতি দশমঃ সর্গঃ

অন্বয়।—ভগ্ন-দৈত্যাসি-ধারৈঃ চতুর্ভিঃ দন্তৈঃ সুরগজ ইব, পণবন্ধ-ব্যক্তযোগৈঃ (চতুর্ভিঃ) উপায়ৈঃ নয় ইব, যুগ-দীর্ঘৈঃ (চতুর্ভিঃ) দোর্ভিঃ হরিঃ ইব, তদীয়ৈঃ অংশৈঃ (হরেঃ অংশভূতৈঃ) তৈঃ চতুর্ভিঃ) পুত্রৈঃ অবনিপতীনাং পতিঃ চকাশে।৮৬॥

বঙ্গার্থ।—যে দন্তে অসুরের সুতীক্ষ্ণ তরবারি ভগ্ন হয়, সেই দন্ত-চতুষ্টয়ের দ্বারা সুরগজের ন্যায়, ফল দেখিয়া যাহার প্রয়োগ অনুমান করা যায়, সেই সামদান-ভেদদণ্ড নামক উপায়-চতুষ্টয়ের দ্বারা রাজনীতির ন্যায় এবং যুগ-কাষ্ঠের তুল্য সুদীর্ঘ বাহু দ্বারা বিষ্ণুর ন্যায়, রামাদি-পুত্রচতুষ্টয়ের দ্বারা দশরথ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

একাদশঃ সর্গঃ

কৌশিকেন স কিল ক্ষিতীশ্বরো রামমধ্বরবিঘাত-শান্তয়ে।
কাকপক্ষ-ধরমেত্য যাচিতস্তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে ॥ ১ ॥
কৃচ্ছ্র-লব্ধমপি লব্ধ-বর্ণ-ভাক্ তং দিদেশ মুনয়ে সলক্ষ্মণম্।
অপ্যসুপ্রণয়িনাং রঘোঃ কুলে ন ব্যহন্যত কদাচিদর্থিতা ॥ ২ ॥
যাবদাদিশতি পার্থিবস্তয়োর্নির্গমায় পুরমার্গ-সংক্রিয়াম্।
তাবদাশু বিদধে মরুৎ-সখৈঃ সা সপুষ্প-জলবর্ষিভির্ঘনৈঃ ॥ ৩ ॥
তৌ নিদেশকরণোদ্যতৌ পিতুর্ধন্বিনৌ চরণয়োর্নিপেততুঃ।
ভূপতেরপি তয়োঃ প্রবৎস্যতোর্নম্রয়োরুপরি বাষ্প-বিন্দবঃ ॥ ৪ ॥
তৌ পিতুর্নয়নজেন বারিণা কিঞ্চিদুক্ষিত-শিখণ্ডকাবুভৌ।
ধন্বিনৌ তমৃষিমন্বগচ্ছতাং পৌর-দৃষ্টি-কৃত-মার্গ-তোরণৌ ॥ ৫ ॥

অন্বয়। কৌশিকেন এত্য সঃ ক্ষিতীশ্বরঃ অধ্বর-বিঘাত-শান্তয়ে কাক-পক্ষধরং রামং যাচিতঃ কিল। তেজসাং বয়ঃ ন সমীক্ষ্যতে হি ॥ ১ ॥

লব্ধবর্ণভাক্ (সঃ রাজা) কৃচ্ছ্রলব্ধম্ অপি সলক্ষ্মণং তং মুনয়ে দিদেশ। (তথাহি) অসুপ্রণয়িনাম্ অপি অর্থিতা রঘোঃ কুলে কদাচিৎ (অপি) ন ব্যহন্যত ॥ ২ ॥

পার্থিবঃ তয়োঃ নির্গমায় পুরমার্গ-সংক্রিয়াং যাবৎ আদিশতি, তাবৎ মরুৎ-সখৈঃ সপুষ্প-জলবর্ষিভিঃ ঘনৈঃ (মেঘৈঃ) সা (মার্গ-সংস্ক্রিয়া) বিদধে ॥ ৩ ॥

নিদেশ-করণোদ্যতৌ ধন্বিনৌ তৌ (কুমারৌ) পিতুঃ চরণয়োঃ নিপেততুঃ। ভূপতেঃ অপি বাষ্পবিন্দবঃ প্রবৎস্যতোঃ (প্রবাসং করিষ্যতোঃ) নম্রয়োঃ তয়োঃ উপরি (নিপেতুঃ) ॥ ৪ ॥

পিতুঃ নয়নজেন বারিণা কিঞ্চিদুক্ষিতশিখণ্ডকৌ ধন্বিনৌ তৌ উভৌ (রাজকুমারৌ) পৌরদৃষ্টিকৃত-মার্গতোরণৌ (সন্তৌ) তম্ ঋষিম্ অন্বগচ্ছতাম্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর কুশিকনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, যজ্ঞের বিঘ্ন-শান্তির নিমিত্ত, দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া, শৈশবোচিত শিখাধারী রামচন্দ্রকে ভিক্ষা চাহিলেন। রাম বালক বটেন, কিন্তু তেজস্বীদিগের তেজই দ্রষ্টব্য, বয়ঃক্রম দ্রষ্টব্য নহে ॥ ১ ॥

বিদ্বৎবৎসল দশরথ বহু সাধ্য-সাধনায় রামকে পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামকে মুনির হস্তে সমর্পণ করিলেন। পুত্র ত পরের কথা, কোনো প্রার্থী আসিয়া যদি রঘুকুলের কোনো রাজার প্রাণ পর্য্যন্তও চাহিয়া বসে, সে প্রার্থনাও কদাচ বিফল হয় না ॥ ২ ॥

নৃপতি দশরথ পুত্রদ্বয়ের যাত্রাকালে নগরের সমস্ত পথ-ঘাট সংস্কার ও পরিষ্কৃত করিতে যেমন আদেশ করিলেন, তেমনি অনুকূল বায়ু কুসুম-রাশি উড়াইয়া রাজপথ আকীর্ণ করিল এবং জলধর জলবর্ষণের দ্বারা তাহার সমস্ত ধূলি প্রক্ষালিত করিয়া দিল ॥ ৩ ॥

পিতার আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত ঋষির সহিত তপোবনু-গমনোদ্যত রামলক্ষ্মণ শরাসন-হস্তে আসিয়া পিতৃচরণে যেমন প্রণত হইলেন, অমনি প্রবাস-গামী পুত্রদ্বয়ের আনতশীর্ষে সজল-নয়ন দশরথের অশ্রুবিন্দু ক্ষরিত হইল ॥ ৪ ॥

পিতার নয়ন-জলে গমনোদ্যত ধনুর্দ্ধর কুমারদ্বয়ের মস্তকের শিখা আর্দ্র হইল। তাঁহারা ঋষির অনুগমন করিতে লাগিলেন। কুমারদ্বয়ের বিচ্ছেদ-কতর পুরবাসিগণ অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পৌরগণের সেই সজল-নয়ন-পঙ্‌ক্তি রাজপথের কুসুমমালিকাবৃত তোরণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—বিশ্বামিত্রের আকিঞ্চনে বালক রাম-লক্ষ্মণকে বনে পাঠাইতেছেন বলিয়া পুত্রবৎসল দশরথ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা দুই ভাই "পিতৃনির্দ্দেশ করণে উদ্যত" হইয়া প্রবাসে যাইতেছেন। অদূর-ভবিষ্যতে

লক্ষ্মণানুচরমেব রাঘবং নেতুমৈচ্ছদৃষিরিত্যসৌ নৃপঃ ।
আশিষং প্রযুযুজে ন বাহিনীং সা হি রক্ষণ-বিধৌ তয়োঃ ক্ষমা ॥ ৬ ॥

মাতৃবর্গচরণস্পৃশৌ মুনেস্তৌ প্রপদ্য পদবীং মহৌজসঃ।
রেজতুর্গতিবশাৎ প্রবর্ত্তিনৌ ভাস্করস্য মধু-মাধবাবিব ॥ ৭ ॥

বীচিলোল-ভুজয়োস্তয়োর্গতং শৈশবাচ্চপলমপ্যশোভত ।
তোয়দাগম ইবোদ্ধ্য-ভিদ্যয়োর্নামধেয়-সদৃশং বিচেষ্টিতম্ ॥ ৮ ॥

তৌ বলাতিবলয়োঃ প্রভাবতো বিদ্যয়োঃ পথি মুনি-প্রদিষ্টয়োঃ।
মম্লতুর্ন মণিকুট্টিমোচিতৌ মাতৃপার্শ্বপরিবর্ত্তিনাবিব ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—ঋষিঃ লক্ষ্মণানুচরম্ এব (তং) রাঘবং (রামং) নেতুম্ ঐচ্ছৎ ইতি (হেতোঃ) অসৌ নৃপঃ আশিষং প্রযুযুজে, বাহিনীং ন (প্রযুযুজে), হি (যস্মাৎ) সা (আশীঃ এব) তয়োঃ রক্ষণবিধৌ ক্ষমা ॥ ৬ ॥

মাতৃবর্গচরণস্পৃশৌ তৌ (রামলক্ষ্মণৌ) মহৌজসঃ মুনেঃ পদবীং প্রপদ্য (মহৌজসঃ) ভাস্করস্য গতিবশাৎ প্রবর্ত্তিনৌ মধু-মাধবৌ ইব রেজতুঃ ॥ ৭ ॥

বীচি-লোল ভুজয়োঃ তয়োঃ চপলম্ অপি গতং (গতিঃ) শৈশবাৎ (হেতোঃ) অশোভত। (কিমিব ?)—তোয়দাগমে উদ্ধ্য-ভিদ্যয়োঃ নামধেয়সদৃশং বিচেষ্টিতম্ ইব ॥ ৮ ॥

মণি-কুট্টিমোচিতৌ তৌ মুনি-প্রদিষ্টয়োঃ বলাতিবলয়োঃ বিদ্যয়োঃ প্রভাবতঃ মাতৃ-পার্শ্ব-পরিবর্ত্তিনৌ ইব পথি ন মম্লতুঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—ঋষি কেবল লক্ষ্মণের সহিত রামকেই লইতে চাওয়ায়, রাজা আর সৈন্য-সামন্ত উঁহাদের রক্ষার জন্য সঙ্গে দিলেন না, শুধু প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পিতার সেই আশীর্ব্বাদই কুমারদিগের রক্ষণাবেক্ষণে পর্য্যাপ্ত ॥ ৬ ॥

রাম ও লক্ষ্মণ জননীদিগের পাদবন্দন-পূর্ব্বক তেজস্বী মহর্ষির অনুগমন করিলেন। সেই সময়ে,—চৈত্র ও বৈশাখ মাস মেষাদিরাশির সংক্রমণবশতঃ সূর্য্যের অনুগমন করিলে যেমন শোভান্বিত হয়, তাঁহারাও সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন ॥ ৭ ॥

বর্ষাকালে, তরঙ্গ-বহুল জলরাশি উচ্ছ্বাসভরে বহিয়া লইয়া যায় বলিয়া একটি নদীর নাম হইয়াছে "উদ্ধ্য" এবং ভেদ বা ভঙ্গ করে বলিয়া আর একটি নদীর নাম হইয়াছে "ভিদ্য" এই নাম দুইটি সম্পূর্ণ সার্থক। কেন না, জল বহন করে, তাই উদ্ধ্য এবং কূলভেদ করে, তাই ভিদ্য। গমনকালে সেই রাজকুমারদ্বয়ের বাহু এমনই চঞ্চল হইল এবং তাঁহারা এমই হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিলেন যে, উক্ত নদীদ্বয়ের নামের অনুরূপ কার্য্যের ন্যায়, তাঁহাদেরও বয়সের অনুরূপ চাঞ্চল্য তাঁহারা দুই ভ্রাতা অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

রাম ও লক্ষ্মণ জন্মাবধি মণিময় চত্বরেই বিচরণ করিয়া আসিতেছেন। কঠোর বন্ধুরাদিপূর্ণ বন-পথে কখনো তাঁহারা বেড়ান নাই। মহর্ষি তাঁহাদিগকে বলা ও অতিবলা-নাম্নী দুইটি দিব্য বিদ্যা দান করিলেন, এবং সেই বিদ্যার প্রভাবে আজ এই দীর্ঘ-পথ-শ্রমে তাঁহাদের কোনই কষ্ট হইল না। বরঞ্চ মনে হইল, তাঁহারা যেন স্নেহময়ী জননীই চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ॥ ৯ ॥

এই দুই ভাই-ই পিতার আজ্ঞা-পালনের জন্য যে দীর্ঘ প্রবাসে প্রস্থান করিবেন, কবি, তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন। জীবনের প্রারম্ভেই জীবনের পরিণতির অনেকটা আভাস অনেক স্থলে পাওয়া যায়। এই সুখের প্রবাসে দশরথের বাষ্পবিন্দুর পতন, ইহার পরের সেই দুঃখের প্রবাসে দশরথের নিজের পতন।

ইব বাহনোচিতঃ পাদচারমপি ন ব্যভাবিয়ৎ ॥ ১০ ॥

তৌ সরাংসি রসবদ্ভিরম্বুভিঃ কূজিতৈঃ শ্রুতি-সুখৈঃ পতত্রিণঃ ।
বায়বঃ সুরভি-পুষ্পরেণুভিশ্ছায়য়া চ জলদাঃ সিষেবিরে ॥ ১১ ॥

নাম্ভসাং কমল-শোভিনাং তথা শাখিনাঞ্চ ন পরিশ্রমচ্ছিদাম্ ।
দর্শনেন লঘুনা যথা তয়োঃ প্রীতিমাপুরুভয়োস্তপস্বিনঃ ॥ ১২ ॥

স্থাণুদগ্ধ-বপুষস্তপোবনং প্রাপ্য দাশরথিরাত্তকার্ম্মুকঃ ।
বিগ্রহেণ মদনস্য চারুণা সোঽভবৎ প্রতিনিধির্ন কর্ম্মণা ॥ ১৩ ॥

তৌ সুকেতু-সুতয়া খিলীকৃতে কৌশিকাদ্ বিদিত-শাপয়া পথি ।
নিন্যতুঃ স্থল-নিবেশিতাটনী লীলয়েব ধনুষী অধিজ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—বাহনোচিতঃ সানুজঃ রাঘবঃ পুরাবিদঃ পিতৃ-সখস্য (মুনেঃ) পূর্ব্ববৃত্তকথিতৈঃ উহ্যমানঃ ইব পাদচারম্ অপি ন ব্যভাবয়ৎ ॥ ১০ ॥

তৌ (কর্ম্মভূতৌ রামলক্ষ্মণৌ) সরাংসি (কর্ত্তৃণি) রসবদ্ভিঃ অম্বুভিঃ, পতত্রিণঃ শ্রুতি-সুখৈঃ কূজিতৈঃ বায়বঃ সুরভিপুষ্প-রেণুভিঃ জলদাঃ ছায়য়া চ সিষেবিরে। ১১ ॥

তপস্বিনঃ লঘুনা (ইষ্টেন) তয়োঃ উভয়োঃ দর্শনেন যথা প্রীতিম্ আপুঃ, তথা কমল-শোভিনাম্ অম্ভসাং (দর্শনেন) ন (আপুঃ), পরিশ্রমচ্ছিদাং শাখিনাং (দর্শনেন) চ ন (আপুঃ) ॥ ১২ ॥

সঃ আত্ত-কার্ম্মুকঃ সঃ দাশরথিঃ (রামঃ) স্থাণু-দগ্ধ-বপুষঃ (মদনস্য) তপোবনং প্রাপ্য চারুণা বিগ্রহেণ প্রতিনিধিঃ অভবৎ, কর্ম্মণা ন (পুনঃ প্রতিনিধিঃ অভবৎ) ॥ ১৩ ॥

কৌশিকাৎ বিদিত-শাপয়া সুকেতুসুতয়া (তাড়কয়া) খিলীকৃতে পথি তৌ (রামলক্ষ্মণৌ) স্থল-নিবেশিতাটনী লীলয়া ইব ধনুষী অধিজ্যতাং নিন্যতুঃ ॥ ১৪ ॥

ভাবার্থ।—চিরদিন যানাদি বাহনেই তাঁহারা গমনাগমন করিয়া আসিতেছেন। তবুও এখন প্রাচীন বৃত্তান্ত-বিশারদ পিতৃবন্ধু বিশ্বামিত্রের মুখে প্রত্যেক স্থানের কৌতূহলোদ্দীপক পুরাবৃত্ত শুনিতে শুনিতে তাঁহারা এতই তন্ময় যে পদব্রজে পথ-শ্রমে তাঁহাদের আর কোনরূপ ক্লান্তিই জন্মিল না ॥ ১০ ॥

পর্য্যটন-কালে স্থাবর-জঙ্গম জগৎ যেন তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।—সরোবর সকল স্বচ্ছ ও সরস সলিলের দ্বারা, বিহঙ্গমগণ সুখ-শ্রব্য কলমধুর সঙ্গীতের দ্বারা, মৃদ-মন্দ বনানিল সুরভি কুসুম-পরাগের দ্বারা এবং মেঘমালা ছায়া-দানের দ্বারা তাঁহাদিগকে সেবা করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

বনবাসী তাপসবৃন্দ নয়নাভিরাম রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া যেরূপ প্রীতিলাভ করিলেন, কমল-শোভিত সলিল-দর্শনে বা শ্রান্তি-বিনোদক শাখাবহুল ছায়াপ্রধান বৃক্ষাদি-দর্শনেও তাঁহারা কখনো তাদৃশী প্রীতি প্রাপ্ত হন নাই। ১২ ॥

দশরথাত্মজ রাম শরাসন-হস্তে, হরকোপানল-দগ্ধ অনঙ্গের তপোবনে উপস্থিত হইয়া, মনোজ্ঞ দেহকান্তিতে মদনের প্রতিনিধি হইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে তাঁহার ন্যায় হইলেন না ॥ ১৩ ॥

রাম-লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই মহর্ষির মুখে সুকেতু-তনয়া তাড়কার অভিশাপবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, এইক্ষণে তাহার বিচরণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে স্থান রাক্ষসীর অত্যাচারে প্রাণি-সঞ্চার-শূন্য। কুমারদ্বয় কালবিলম্ব না করিয়া মাটীতে ধনুকের অগ্রভাগ স্থাপন পূর্ব্বক, হেলায় তাহাতে জ্যাসংযোগ করিয়া প্রস্তুত হইলেন। ১৪ ।

জ্যানিনাদমথ গৃহ্নতী তয়োঃ প্রাদুরাস বহুল-ক্ষপাছবিঃ।
তাড়কা চল-কপাল-কুণ্ডলা কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী ॥ ১৫ ॥
তীব্রবেগধুতমার্গ-বৃক্ষয়া প্রেতচীবরবসা স্বনোগ্রয়া।
অভ্যভাবি ভরতাগ্রজস্তয়া বাত্যয়েব পিতৃকাননোত্থয়া ॥ ১৬ ॥
উদ্যতৈকভুজযষ্টিমায়তীং শ্রোণি-লম্বি-পুরুষান্ত্রমেখলাম্ ।
তাং বিলোক্য বনিতাবধে ঘৃণাং পত্রিণা সহ মুমোচ রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥
যচ্চকার বিবরং শিলাঘনে তাড়কোরসি স রাম-সায়কঃ।
অপ্রবিষ্টবিষয়স্য রক্ষসাং দ্বারতামগমদন্তকস্য তৎ ॥ ১৮ ॥
বাণভিন্ন-হৃদয়া নিপেতুষী সা স্ব-কাননভুবং ন কেবলাম্ ।
বিষ্টপত্রয়-পরাজয়স্থিরাং রাবণশ্রিয়মপি ব্যকম্পয়ৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—অথ তয়োঃ জ্যা-নিনাদং গৃহ্নতী (জানতী) বহুল-ক্ষপাছবিঃ চলকপাল-কুণ্ডলা তাড়কা নিবিড়া বলাকিনী কালিকা ইব প্রাদুরাস ॥ ১৫ ॥

তীব্র-বেগ-ধুত-মার্গ-বৃক্ষয়া, প্রেতচীবরবসা (প্রেত-চীবরাণি বস্তে ইতি বস্ + ক্বিপ্ প্রেত-চীবরবস্, ১মা—প্রেত-চীবরবাঃ, ৩য়া প্রেতচীবরবসা) স্বনোগ্রয়া তয়া (তাড়কয়া) পিতৃকাননোত্থয়া বাত্যয়া ইব ভরতাগ্রজঃ (রামঃ) অভ্যভাবি (অভিভূতঃ) ॥ ১৬ ॥

উদ্যতৈকভুজযষ্টিম্ আয়তীং শ্রোণি-লম্বি-পুরুষান্ত্রমেখলাং তাং বিলোক্য রাঘবঃ বনিতাবধে ঘৃণাং পত্রিণা সহ মুমোচ ॥ ১৭ ॥

সঃ রাম-সায়কঃ শিলাঘনে তাড়কোরসি যদ্ বিবরং চকার, তদ্ (বিবরং) রক্ষসাম্ অপ্রবিষ্ট-বিষয়স্য অন্তকস্য দ্বারতাম্ অগমৎ। (ইদং প্রথমং রক্ষোমরণম্) ॥ ১৮ ॥

বাণ-ভিন্ন-হৃদয়া নিপেতুষী (সতী) সা (তাড়কা) কেবলাং স্বকাননভুবং ন ব্যকম্পয়ৎ; (কিন্তু) বিষ্টপ-ত্রয়পরাজয়-স্থিরাং রাবণ-শ্রিয়ম্ অপি (ব্যকম্পয়ৎ) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—তাঁহাদের জ্যা-শব্দ শ্রবণমাত্রেই রাক্ষসী তাড়কা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমানিশার ন্যায় তাহার ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, কর্ণে মাংস-শূন্য অস্থিমাত্রসার নরকপালের কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে। মনে হইল যেন, বলাকা-যুক্ত নিবিড় কৃষ্ণবর্ণের একখানা মেঘ বায়ুভরে নাচিতে নাচিতে আসিয়া দেখা দিল ॥ ১৫ ॥

তাহার পরিধান প্রেতের পরিত্যক্ত বসন, সে এতই দ্রুতবেগে আসিল যে, সেই গতিবেগে পথের পার্শ্ববর্ত্তী তরু-গুল্মাদি কাঁপিতে লাগিল। রাক্ষসী শ্মশানোত্থিত ভীষণ বাত্যার ন্যায় আসিয়া রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল ॥ ১৬ ॥

রাম দেখিলেন,—ঐ তাড়কা আসিতেছে, তাহার কটি-দেশে মানুষের অন্ত্র-নির্ম্মিত মেখলা, একটা বিশাল বাহু উত্তোলন করিয়া সে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। রাক্ষসীর ঘৃণিত আকার দর্শনে, রাম নারী-বধের ঘৃণা এবং বাণ যুগপৎ ত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥

রাম নিশিত সায়কে রাক্ষসীর শিলাতুল্য কঠিন বক্ষঃস্থলে যে ছিদ্র করিলেন, এত দিন পরে, রাক্ষসদের অগম্য দেশে প্রবেশ করিবার পক্ষে কৃতান্তের তাহা দ্বারস্বরূপ হইল ॥ ১৮ ॥

রাম-শরে বিদীর্ণহৃদয়া রাক্ষসীর পতনকালে শুধু সেই বনভূমি নহে, ত্রিভুবন জয় করিয়া রাবণ যে রাজ-লক্ষ্মীকে অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই রাক্ষস-রাজ-লক্ষ্মীও যেন কাঁপিয়া উঠিলেন ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—তাড়কার পতনের সহিত রাক্ষস-রাজ-লক্ষ্মীও কাঁপিয়া উঠিলেন। পাঠকগণের চিত্ত, দুর্জ্জয় রাবণের সহিত রামের সে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ এবং তাহার পরিণাম, উভয়ই কতকটা ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিল এবং উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৯ ॥

রামমন্মথ-শরেণ তাড়িতা দুঃসহেন হৃদয়ে নিশাচরী ।
গন্ধবদ্রুধিরচন্দনোক্ষিতা জীবিতেশ-বসতিং জগাম সা ॥ ২০ ॥
নৈর্ঋতঘ্নমথ মন্ত্রবন্মুনেঃ প্রাপদস্ত্রমবদানতোষিতাৎ ।
জ্যোতিরিন্ধননিপাতি ভাস্করাৎ সূর্য্যকান্ত ইব তাড়কান্তকঃ ॥ ২১ ॥
বামনাশ্রমপদং ততঃ পরং পাবনং শ্রুতমৃষেরুপেয়িবান্ ।
উন্মনাঃ প্রথমজন্মচেষ্টিতান্যস্মরন্নপি বভূব রাঘবঃ ॥ ২২ ॥
আসসাদ মুনিরাত্মনস্ততঃ শিষ্যবর্গপরিকল্পিতার্হণম্
বদ্ধ-পল্লবপুটাঞ্জলিদ্রুমং দর্শনোন্মুখ-মৃগং তপোবনম্ ॥ ২৩ ॥
তত্র দীক্ষিতমৃষিং ররক্ষতুর্বিঘ্নতো দশরথাত্মজৌ শরৈঃ ।
লোকমন্ধতমসাৎ ক্রমোদিতৌ রশ্মিভিঃ শশি-দিবাকরাবিব ॥ ২৪ ॥
বীক্ষ্য বেদিমথ রক্তবিন্দুভির্বন্ধুজীব-পৃথুভিঃ প্রদূষিতাম্ ।
সম্ভ্রমোঽভবদপোঢ়কর্ম্মণামৃত্বিজাং চ্যুত-বিকঙ্কতস্রুচাম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—সা নিশাচরী দুঃসহেন রাম-মন্মথশরেণ হৃদয়ে (উরসি মনসি চ) তাড়িতা গন্ধবদ্রুধির-চন্দনোক্ষিতা (সতী) জীবিতেশ-বসতিং জগাম ॥ ২০ ॥

অথ তাড়কান্তকঃ (রামঃ) অবদান-তোষিতাৎ মুনেঃ নৈর্ঋতঘ্নং মন্ত্রবৎ অস্ত্রং সূর্য্যকান্তঃ (মণিঃ) ভাস্করাৎ ইন্ধন-নিপাতি জ্যোতিঃ ইব প্রাপৎ ॥ ২১ ॥

ততঃ পরং রাঘবঃ ঋষেঃ শ্রুতং পাবনং বামনাশ্রম-পদম্ উপেয়িবান্ (সন্) প্রথম-জন্ম-চেষ্টিতানি অস্মরন্ অপি উন্মনাঃ বভূব ॥ ২২ ॥

ততঃ মুনিঃ শিষ্যবর্গপরিকল্পিতার্হণং, বদ্ধ-পল্লব-পুটাঞ্জলি-দ্রুমং, দর্শনোন্মুখ-মৃগম্ আত্মনঃ তপোবনম্ আসসাদ ॥ ২৩ ॥

তত্র (তপোবনে) দশরথাত্মজৌ দীক্ষিতম্ ঋষিং শরৈঃ বিঘ্নতঃ (বিঘ্নেভ্যঃ) ক্রমোদিতৌ শশিদিবাকরৌ রশ্মিভিঃ অন্ধতমসাৎ লোকম্ ইব ররক্ষতুঃ ॥ ২৪

অথ বন্ধুজীবপৃথুভিঃ রক্তবিন্দুভিঃ প্রদূষিতাং বেদিং বীক্ষ্য অপোঢ়কর্ম্মণাং (ব্যক্ত-ব্যাপারাণাং) চ্যুতবিকঙ্কত-স্রুচাম্ ঋত্বিজাং সম্ভ্রমঃ অভবৎ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—যেমন কোন কামিনী দুঃসহ মদন-শরে পীড়িত হইয়া সুগন্ধি চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া জীবিতেশের নিকট অভিসারে যায়, তদ্রূপ, সেই রাক্ষসীও দুঃসহ রাম-শরে হৃদয়ে আহত হইয়া, রক্তাক্ত-দেহে তৎক্ষণাৎ জীবিতেশ্বরের অর্থাৎ যমরাজের সদনে প্রস্থান করিল ॥ ২০ ॥

রামের এই বীরত্বপূর্ণ কার্য্য দর্শনে মহর্ষি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং রামচন্দ্রও সেই হৃষ্টহৃদয় মহর্ষির নিকট হইতে, সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্যের নিকট হইতে কাষ্ঠ-দহনক্ষম তেজঃ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, রাক্ষস-বিনাশী সমন্ত্রক অমোঘ অস্ত্র লাভ করিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর রামরূপী ভগবান্ পবিত্র বামনাশ্রমে উপনীত হইলেন। ঋষির মুখে পূর্ব্বেই এই আশ্রমের অনেক তথ্য তিনি শুনিয়াছিলেন। রাম নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাই জন্মান্তরের বৃত্তান্ত আর তেমন মনে না পড়িলেও—তিনি আপনার সেই পূর্ব্বাশ্রম-দর্শনে কেমন যেন উন্মনা হইয়া উঠিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবনে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন,—শিষ্যবৃন্দ পূর্ব্ব হইতেই পূজার অর্ঘ্যাদি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, বৃক্ষগণ পল্লব-পুট-রূপ অঞ্জলিবদ্ধ করে যেন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থিত করিতেছে, মৃগকুল তাঁহাদের দর্শন-লালসায় ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া আছে ॥ ২৩ ॥

চন্দ্র এবং সূর্য্য পর্য্যায়ক্রমে উদিত হইয়া যেমন কিরণ বিস্তার-পূর্ব্বক ত্রিভুবনকে অন্ধকার হইতে রক্ষা করে, তদ্রূপ রাম-লক্ষ্মণও সায়ক-সন্ধানে যজ্ঞদীক্ষিত বিশ্বামিত্রকে বিঘ্ন হইতে পরিত্রাণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর ঋত্বিকগণ যজ্ঞকালে দেখিলেন, যজ্ঞবেদীর গাত্র বন্ধুজীব-পুষ্পের ন্যায় স্থূল স্থূল রক্তবিন্দুতে দূষিত হইয়াছে, তাঁহাদের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইল ; শঙ্কায় হাত হইতে বিকঙ্কত-বৃক্ষের দারু-নির্ম্মিত স্রুগাদি যজ্ঞপাত্র সকল

উন্মুখঃ সপদি লক্ষ্মণাগ্রজো বাণমাশ্রয়মুখাৎ সমুদ্ধরন্ ।
রক্ষসাং বলমপশ্যদম্বরে গৃধ্রপক্ষ-পবনেরিতধ্বজম্ ॥ ২৬ ॥
তত্র যাবধিপতী মখদ্বিষাং তৌ শরব্যমকরোৎ স নেতরান্ ।
কিং মহোরগ-বিসর্পি-বিক্রমো রাজিলেষু গরুড়ঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২৭ ॥
সোঽস্ত্রমুগ্রজবমস্ত্রকোবিদঃ সন্দধে ধনুষি বায়ু-দৈবতম্ ।
তেন শৈলগুরুমপ্যপাতয়ৎ পাণ্ডুপত্রমিব তাড়কাসুতম্ ॥ ২৮ ॥
যঃ সুবাহুরিতি রাক্ষসোঽপরস্তত্র তত্র বিসসর্প মায়য়া ।
তং ক্ষুরপ্র-শকলীকৃতং কৃতী পত্রিণাং ব্যভজদাশ্রমাদ্বহিঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—সপদি লক্ষ্মণাগ্রজঃ বাণম্ আশ্রয়মুখাৎ সমুদ্ধরন্ উন্মুখঃ (সন) অম্বরে গৃধ্-পক্ষ-পবনেরিতধ্বজং রক্ষসাং বলম্ অপশ্যৎ ॥ ২৬ ॥

সঃ (রামঃ) তত্র (রক্ষসাং বলে) যৌ মখদ্বিষাম্ অধিপতী, তৌ শরব্যম্ অকরোৎ। ইতরান্ ন (অকরোৎ)। (তথাহি) মহোরগ-বিসর্পি-বিক্রমঃ গরুড়ঃ রাজিলেষু (জল-সর্পেষু) প্রবর্ত্ততে কিম্ ? ॥ ২৭ ॥

অস্ত্র-কোবিদঃ সঃ (রামঃ) উগ্রজবং বায়ুদৈবতম্ অস্ত্রং ধনুষি সন্দধে। তেন (অস্ত্রেণ) শৈল-গুরুম্ অপি তাড়কা-সুতং পাণ্ডুপত্রম্ ইব অপাতয়ৎ ॥ ২৮ ॥

যঃ অপরঃ সুবাহুঃ ইতি রাক্ষসঃ তত্র তত্র মায়য়া বিসসর্প, কৃতী (রামঃ) ক্ষুরপ্র-শকলীকৃতং তম্ (সুবাহুম্) আশ্রমাৎ বহিঃ পত্রিণাং (পক্ষিণাং) ব্যভজৎ (বিভজ্য দত্তবান্) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তূণীর হইতে বাণ উত্তোলনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—আকাশ-মার্গ যজ্ঞদ্রোহী রাক্ষস-সেনায় একেবারে আচ্ছন্ন. তাহাদের ধ্বজ-পতাকা-সমূহ বিপদের পূর্ব্বলক্ষণ-স্বরূপ শকুনের বিশাল পক্ষ-সঞ্চালনে সমুত্থিত বায়ুতে প্রকম্পিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

বীরোত্তম রাম, সেই যজ্ঞদ্রোহী রাক্ষসদিগের সুবাহু ও মারীচ নামে যে দুই প্রধান নায়ক, তাহাদিগকেই বাণের লক্ষ্য করিলেন, অন্যান্য নগণ্য রাক্ষসদিগের দিকে চাহিলেনও না। কাল-অজগর-বিনাশী গরুড় কি কখনো তুচ্ছ বিষহীন জল-সর্পকে (জলঢোঁড়া) আক্রমণ করিয়া থাকে ? ॥ ২৭ ॥

অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ রাম ধনুকে দ্রুতগতি বায়ব্য অস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং তদ্দ্বারা, পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল ও সারযুক্ত তাড়কাতনয় মারীচকে জীর্ণ-পত্রবৎ পাতিত করিলেন ॥ ২৮ ॥

সুবাহু-নামে অপর রাক্ষস মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া তথায় বিচরণ করিতেছিল, দিব্য-দৃষ্টি রাম ক্ষুরপ্র-নামক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আশ্রমের বহির্ভাগে বিহঙ্গমদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—কালিদাস তাঁহার বর্ণিত চরিত্রের কোন স্থলেই কোন প্রকার ত্রুটি রাখিতেন না, দুর্ব্বলতার কোন চিহ্নই তদীয় নায়ক-নায়িকায় পরিলক্ষিত হয় না। তিনি জানিতেন যে, যাহা অসুন্দর, তাহার সমস্তই অসুন্দর, অসুন্দরের শ্রেণী-বিভাগ চলে না। তাই তাঁহার বর্ণনার কোন স্থলে অসুন্দরের রেখামাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাম ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া, আকাশ-ব্যাপী শত-সহস্র রাক্ষসের মধ্যে যে দুই জন প্রধান, তাহাদিগকে মারিলেন, অন্য-গুলিকে আমলেই আনিলেন না, বা নগণ্যের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিলেন না। এই স্থলে দাস্ত রাম-চরিত্রের অন্য একটা রমণীয় দ্রষ্টব্য, কালিদাস, স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিলেন।

রাম ধনুর্বিদ্যায় অপূর্ব্ব পারদর্শী ছিলেন। জীবনের প্রথমে সেই বিদ্যার পরীক্ষা দিলেন রাবণের আত্মীয় তাড়কা-রাক্ষসীর এবং সুবাহু ও মারীচ-নামক দুই প্রবল রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া। জীবনের মধুর প্রভাতেই রাম, রাবণ-কুলের সহিত একটা ঘোর শত্রুতার পত্তন করিলেন। কবিকুঞ্জর কালিদাস, রঘুবংশের যে অপূর্ব্ব দৃশ্যপট অঙ্কন করিতে বসিয়াছেন, সেই দৃশ্যের পার্শ্ব চিত্রগুলি একে একে আঁকিয়া তুলিতেছেন, এবং তৎতৎ অঙ্কনের দ্বারা প্রধান আলেখ্য রামচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও চারুতা ফুটাইয়া তুলিয়া পাঠকদিগের সমক্ষে ধরিতেছেন ॥ ২৭ ॥

তয়োঃ সাংযুগীনমাভিনন্দ্য বিক্রমম্ ।
ঋত্বিজঃ কুলপতের্যথাক্রমং বাগ্‌যতস্য নিরবর্ত্তয়ন্ ক্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥
তৌ প্রণামচলকাক-পক্ষকৌ ভ্রাতরাববভৃথাপ্লুতো মুনিঃ ।
আশিষামনুপদং সমস্পৃশদ্দর্ভ-পাটিততলেন পাণিনা ॥ ৩১ ॥
তং ন্যমন্ত্রয়ত সম্ভৃত-ক্রতুর্মৈথিলঃ স মিথিলাং ব্রজন্ বশী ।
রাঘবাবপি নিনায় বিভ্রতৌ তদ্ধনুঃশ্রবণজং কুতূহলম্ ॥ ৩২ ॥
তৈঃ শিবেষু বসতির্গতাধ্বভিঃ সায়মাশ্রমতরুষ্বগৃহ্যত ।
যেষু দীর্ঘতপসঃ পরিগ্রহো বাসবক্ষণকলত্রতাং যযৌ ॥ ৩৩ ॥
প্রত্যপদ্যত চিরায় যৎ পুনশ্চারু গৌতমবধূঃ শিলাময়ী ।
স্বং বপুঃ স কিল কিল্বিষচ্ছিদাং রাম-পাদ-রজসামনুগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥
রাঘবান্বিতমুপস্থিতং মুনিং তং নিশম্য জনকো জনেশ্বরঃ ।
অর্থ-কাম-সহিতং সপর্য্যয়া দেহবদ্ধমিব ধর্ম্মমভ্যগাৎ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—হাত অপাস্তমখ-বিঘ্নয়োঃ (রামলক্ষ্মণয়োঃ) সাংযুগীনং বিক্রমম্ অভিনন্দ্য ঋত্বিজঃ বাগ্‌যতস্য কুলপতেঃ (মুনিকুলেশ্বরস্য) ক্রিয়াঃ যথাক্রমং নিরবর্ত্তয়ন্ ॥ ৩০ ॥

অবভৃথাপ্লুতঃ মুনিঃ প্রণামচল-কাক-পক্ষকৌ তৌ ভ্রাতরৌ আশিষাম্ অনুপদং দর্ভ-পাটিত-তলেন পাণিনা সমস্পৃশৎ ॥৩১ ॥

সম্ভৃতক্রতুঃ মৈথিলঃ (জনকঃ) তং (বিশ্বামিত্রং) ন্যমন্ত্রয়ত। বশী সঃ (মুনিঃ) মিথিলাং ব্রজন্ তদ্ধনুঃ-শ্রবণজং কুতূহলং বিভ্রতৌ রাঘবৌ অপি নিনায় ॥ ৩২ ॥

গতাধ্বভিঃ তৈঃ (ত্রিভিঃ) সায়ং শিবেষু আশ্রমতরুষু বসতিঃ অগৃহ্যত। যেষু দীর্ঘতপসঃ (গৌতমস্য) পরিগ্রহঃ (অহল্যা) বাসবক্ষণকলত্রতাং যযৌ ॥ ৩৩ ॥

শিলাময়ী গৌতমবধূঃ চারু স্বং বপুঃ পুনঃ চিরায় প্রত্যপদ্যত (ইতি) যৎ,—সঃ কিল্বিষচ্ছিদাং রাম-পাদ-রজসাম্ অনুগ্রহঃ কিল—(ইতি শ্রূয়তে) ॥ ৩৪ ॥

রাঘবান্বিতম্ উপস্থিতং তং মুনিং জনেশ্বরঃ জনকঃ নিশম্য অর্থ-কামসহিতং দেহবদ্ধং ধর্ম্মম্ ইব সপর্য্যয়া অভ্যগাৎ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—এই ভাবে রাম-লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক যজ্ঞবিঘ্ন নিবারিত হইলে পর, অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহাদের রণবিক্রমের ভূয়োভূয়ঃ অভিনন্দনপূর্ব্বক, যজ্ঞ-দীক্ষিত মৌনব্রতাবলম্বী কুলপতি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিলেন ॥ ৩০ ॥

মহার্ষ বিশ্বামিত্র যজ্ঞান্ত-স্নান করিয়া আসিলে ভ্রাতৃদ্বয় গিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। তিনিও কুশক্ষত করে সেই চঞ্চল-চূড় ভ্রাতৃদ্বয়ের গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৩১ ॥

রাম-লক্ষ্মণ ইতিপূর্ব্বেই বিশ্বামিত্রের মুখে জনকালয়ের হরধনুঃ এবং সেই ধনুর্ভঙ্গ-পণের কথা শুনিয়াছিলেন। আজ যেমন মুনির যজ্ঞ শেষ হইল, অমনি মিথিলেশ্বর রাজা জনকও স্বকীয় আরব্ধ যজ্ঞে বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তিনিও ধনুর্ভঙ্গ-পণে কৌতূহলাক্রান্ত রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তথায় যাত্রা করিলেন ॥ ৩২ ॥

তার পর বহু পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক, তাঁহারা তিন জনে গিয়া সায়ংকালে দীর্ঘতপাঃ মহর্ষি গৌতমের আশ্রম-তরুতলে উপনীত হইলেন। এই স্থানেই গৌতম-পত্নী অহল্যা গৌতম-রূপী দেবরাজের কুহকে ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

অভিশপ্ত শিলাময়ী গৌতম-পত্নী অহল্যা, রামচন্দ্রের পতিতপাবন ও পাপহারী পদরেণু-স্পর্শে পুনরায় স্বকীয় মনোহর বপুঃ ফিরাইয়া পাইলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর প্রজানাথ জনক শুনিলেন যে, বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া, অর্থ ও কামের সহিত উপস্থিত সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-সদৃশ বিশ্বামিত্রকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা অভ্যর্থিত করিয়া লইলেন ॥ ৩৫ ॥

তৌ বিদেহনগরীনিবাসিনাং গাং গতাবিব দিবঃ পুনর্বসূ।
মন্যতে স্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ পক্ষ্মপাতমপি বঞ্চনাং মনঃ ॥ ৩৬ ॥
যূপবত্যবসিতে ক্রিয়াবিধৌ কালবিৎ কুশিকবংশবর্দ্ধনঃ।
রামমিষ্বসন-দর্শনোৎসুকং মৈথিলায় কথয়াম্বভূব সঃ ॥ ৩৭ ॥
তস্য বীক্ষ্য ললিতং বপুঃ শিশোঃ পার্থিবঃ প্রথিতবংশ-জন্মনঃ।
স্বং বিচিন্ত্য চ ধনুর্দ্দুরানমং পীড়িতো দুহিতৃ-শুল্ক-সংস্থয়া ॥ ৩৮ ॥
অব্রবীচ্চ ভগবন্! মতঙ্গজৈর্যদ্ বৃহদ্ভিরপি কর্ম্ম দুষ্করম্।
তত্র নাহমনুমন্তুমুৎসহে মোঘবৃত্তি কলভস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৩৯ ॥
হ্রেপিতা হি বহবো নরেশ্বরাস্তেন তাত ধনুষা ধনুর্ভৃতঃ।
জ্যানিঘাত-কঠিন-ত্বচো ভুজান্ স্বান্ বিধূয় ধিগিতি প্রতস্থিরে ॥ ৪০ ॥
প্রত্যুবাচ তমৃষির্নিশম্যতাং সারতোঽয়মথবা গিরা কৃতম্।
চাপ এব ভবতো ভবিষ্যতি ব্যক্তশক্তিরশনির্গিরাবিব ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—দিবঃ গাং গতৌ পুনর্বসূ ইব (স্থিতৌ) তৌ (রাঘবৌ) বিলোচনৈঃ পিবতাং বিদেহ-নগরী-নিবাসিনাং মনঃ (কর্তৃ) পক্ষ্মপাতম্ (নিমেষম্) অপি বঞ্চনাং মন্যতে স্ম ॥ ৩৬ ॥

যূপবতি ক্রিয়াবিধৌ অবসিতে (সতি) কালবিৎ কুশিক-বংশবর্দ্ধনঃ সঃ (মুনিঃ) রামম্ ইষ্বসন-দর্শনোৎসুকং মৈথিলায় কথয়াম্বভূব। (ইষুণাম্ অসনং ক্ষেপকম্ ইষ্বসনং চাপম্) ॥৩৭॥

পার্থিবঃ (জনকঃ) প্রথিতবংশ-জন্মনঃ তস্য শিশোঃ (রামস্য) ললিতং বপুঃ বীক্ষ্য স্বং দুরানমং ধনুঃ বিচিন্ত্য চ দুহিতৃ-শুল্ক-সংস্থয়া (জামাতৃ-দেয়য়া ধনুর্ভঙ্গরূপ-পণব্যবস্থয়া) [illegible] ॥ ৩৮ ॥

অব্রবীৎ চ (মুনিং)—ভগবন্! বৃহদ্ভিঃ মতঙ্গজৈঃ অপি দুষ্করং যৎ কর্ম্ম, তত্র কলভস্য মোঘবৃত্তি চেষ্টিতম্ অনুমন্তুম্ অহং ন উৎসহে ॥ ৩৯ ॥

হে তাত! তেন ধনুষা বহবঃ ধনুর্ভৃতঃ নরেশ্বরাঃ হ্রেপিতাঃ হি। (তে নরেশ্বরাঃ) জ্যানিঘাত-কঠিনত্বচঃ স্বান্ ভুজান্ ধিক্ ইতি বিধূয় প্রতস্থিরে ॥ ৪০ ॥

ঋষিঃ (বিশ্বামিত্রঃ) তং (জনকং) প্রত্যুবাচ—অয়ং (রামঃ) সারতঃ নিশম্যতাম্। অথবা গিরা কৃতম্(অলম্)। (কিন্তু)অশনিঃ গিরৌ ইব চাপে এব ভবতঃ (কর্তৃঃ) ব্যক্তশক্তিঃ ভবিষ্যতি ॥৪১॥

বঙ্গার্থ।—মিথিলার অধিবাসি-বৃন্দ, সেই দুই ভ্রাতাকে, আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ পুনর্বসু নক্ষত্রদ্বয়ের ন্যায়, সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই সময় চক্ষুর নিমেষ-পতনকেও তাহারা দৃষ্টির ঘোর প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করিল ॥ ৩৬ ॥

জনকের যূপ-কাষ্ঠ-চিহ্নিত যজ্ঞ-সমাপ্তির পর, কুশিককুল-তিলক বিশ্বামিত্র অবসর বুঝিয়া কহিলেন,—"মিথিলেশ্বর! রামচন্দ্র আপনার প্রসিদ্ধ শরাসন (হরধনুঃ) দর্শনের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

মিথিলাপতি জনক, প্রসিদ্ধকুল-সম্ভূত বালক রামচন্দ্রের সুকোমল কলেবর ও স্বকীয় একপ্রকার অনমনীয় ধনুকের বিষয় চিন্তা করিয়া, কেন কন্যা-বিবাহে এই কঠিন পণ করিয়াছিলেন,—ভাবিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন ;—॥ ৩৮ ॥

এবং কহিলেন,—"ভগবন্! বিশালকায় গজরাজের পক্ষেও যে কার্য্য অতিশয় দুষ্কর, সেই কার্য্যে সামান্য করি-শাবকের ব্যর্থ চেষ্টা আমি কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না ॥ ৩৯ ॥

মুনিবর! অনেক ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ রাজাই ঐ ধনুঃ আনত করিতে যাইয়া লজ্জা পাইয়াছেন এবং ধনুর্গুণের নিয়ত আকর্ষণে তাঁহাদের যে বাহুর চর্ম্ম কত না কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই বাহুকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

তচ্ছ্রবণে বিশ্বামিত্র কহিলেন,—"রাজন্! আপনি রামচন্দ্রের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা শ্রবণ করুন। অথবা বৃথা বাক্য-ব্যয়ে লাভ কি? পর্ব্বতে যেমন বজ্রের শক্তি পরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ আপনার পণরূপী শরাসনেই রামের সারবত্তা প্রকাশিত হউক ॥ ৪১ ॥

এবমাপ্তবচনাৎ স পৌরুষং কাক-পক্ষক-ধরেঽপি রাঘবে ।
শ্রদ্দধে ত্রিদশ-গোপ-মাত্রকে দাহশক্তিমিব কৃষ্ণবর্ত্মনি ॥ ৪২ ॥
ব্যাদিদেশ গণশোঽথ পার্শ্বগান্ কার্ম্মুকাভিহরণায় মৈথিলঃ ।
তৈজসস্য ধনুষঃ প্রবৃত্তয়ে তোয়দানিব সহস্র-লোচনঃ ॥ ৪৩ ॥
তৎ প্রসুপ্তভুজগেন্দ্রভীষণং বীক্ষ্য দাশরথিরাদদে ধনুঃ ।
বিদ্রুত-ক্রতু-মৃগানুসারিণং যেন বাণমসৃজদ্ বৃষধ্বজঃ ॥ ৪৪ ॥
আততজ্যমকরোৎ স সংসদা বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রমীক্ষিতঃ ।
শৈল-সারমপি নাতিযত্নতঃ পুষ্পচাপমিব পেশলং স্মরঃ ॥ ৪৫ ॥
ভজ্যমানমতিমাত্রকর্ষণাৎ তেন বজ্রপরুষ-স্বনং ধনুঃ ।
ভার্গবায় দৃঢ়মন্যবে পুনঃ ক্ষত্রমুদ্যতমিব ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—এবম্ আপ্ত-বচনাৎ সঃ (জনকঃ) কাকপক্ষক-ধরে অপি রাঘবে পৌরুষং ত্রিদশ-গোপ-মাত্রকে কৃষ্ণবর্ত্মনি দাহ-শক্তিম্ ইব শ্রদ্দধে (বিশ্বস্তবান্) ॥ ৪২ ॥

অথ মৈথিলঃ পার্শ্বগান্ কার্ম্মুকাভিহরণায়, সহস্রলোচনঃ তৈজসস্য ধনুষঃ প্রবৃত্তয়ে (আবির্ভাবায়) তোয়দান্ ইব গণশঃ ব্যাদিদেশ ॥ ৪৩ ॥

দাশরথিঃ প্রসুপ্ত-ভুজগেন্দ্রভীষণং তৎ ধনুঃ বীক্ষ্য আদদে। বৃষধ্বজঃ যেন ধনুষা বিদ্রুতক্রতুমৃগানুসারিণং বাণম্ অসৃজৎ ॥ ৪৪ ॥

সঃ (রামঃ) সংসদা বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রম্ (যথা তথা) ঈক্ষিতঃ (সন্) শৈল-সারম্ অপি (ধনুঃ), স্মরঃ পেশলং পুষ্পচাপম্ ইব, নাতিযত্নতঃ আততজ্যম্ অকরোৎ ॥ ৪৫ ॥

তেন (রামেণ) অতিমাত্রকর্ষণাৎ ভজ্যমানং বজ্রপরুষস্বনং ধনুঃ (কর্ত্তৃ) দৃঢ়মন্যবে ভার্গবায় ক্ষত্রং পুনঃ উদ্যতং ন্যবেদয়ৎ ইব ॥৪৬॥

বঙ্গার্থ।—জনক সত্যবাদী ও বিশস্ত বন্ধু বিশ্বামিত্রের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন; তাঁহার মনে হইল,—ইন্দ্রগোপ-কীটের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গেও যখন প্রবল দাহিকা-শক্তি থাকিতে পারে, তখন শিশু রামচন্দ্রে অতুল পরাক্রমই বা অসম্ভব হইবে কেন? ॥ ৪২ ॥

অনন্তর, সহস্রলোচন ইন্দ্র যেমন, তাঁহার অনন্ত তেজোময় ধনুকের প্রকাশের জন্য জলদ-দলকে আদেশ করেন, তদ্রূপ রাজা জনক স্বীয় পার্শ্ববর্ত্তী বহুসংখ্যক অনুচরদিগকে সেই হরধনুঃ আনিবার জন্য আদেশ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বালক রাম, নিদ্রিত অনন্ত-নাগের ন্যায় ভীষণ সেই হরধনুঃ দেখিয়াই গিয়া ধরিয়া বসিলেন। ঐ ভয়ঙ্কর ধনুকের দ্বারাই দক্ষ-যজ্ঞ-নাশী বৃষধ্বজ রুদ্রদেব, মৃগরূপে পলায়মান যজ্ঞের প্রতি বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

মনোজ্ঞ-কান্তি মদন যেমন তাঁহার অতিকোমল ফুলধনুতে হাসিতে হাসিতে ছিলা সংযোগ করেন, তদ্রূপ রামচন্দ্রও, সেই পর্ব্বততুল্য কঠিন ও বিশাল ধনুকে স্মিত মুখে ও অবলীলাক্রমে গুণ-যোজনা করিলেন। সভাস্থিত ব্যক্তিগণ সবিস্ময়ে এবং নির্নিমেষ-নয়নে রামের বীর্য্যাতিশয় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

রামচন্দ্রের অতিমাত্র আকর্ষণে হরধনুঃ যখন বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দে খণ্ড-বিখণ্ড হইল, তখন সকলেই মনে করিল, বুঝি এই শব্দ ক্ষত্রিয়কুলের চিরশত্রু পরশুরামকে, আবার এক জন ক্ষত্রিয়ের মত ক্ষত্রিয় আবির্ভূত হইলেন, এই কথা তারস্বরে জ্ঞাপন করিল ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য।—বালক রামচন্দ্র আজ যে শৌর্য্যের পরিচয় দিলেন, সূর্য্যবংশের অন্য কোন নৃপতি, বাল্য ত দূরের কথা, জীবনেও এমন বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাড়কাবধ, যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের নিধন এবং এই হরধনুর্ভঙ্গ—এই ঘটনাত্রয়ে শিশু রামচন্দ্র যে অতুল বীরত্বের পরিচয় দিলেন, তাহাতে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইল। এই সিংহ-শাবকের যৌবন চিন্তা করিয়া সভাস্থ অন্যান্য নৃপতিরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

দৃষ্ট-সারমথ রুদ্রকার্ম্মুকে বীর্য্যশুল্কমভিনন্দ্য মৈথিলঃ ।
রাঘবায় তনয়ামযোনিজাং রূপিণীং শ্রিয়মিব ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৭ ॥
মৈথিলঃ সপদি সত্যসঙ্গরো রাঘবায় তনয়ামযোনিজাম্ ।
সন্নিধৌ দ্যুতিমতস্তপোনিধেরগ্নি-সাক্ষিক ইবাতিসৃষ্টবান্ ॥ ৪৮ ॥
প্রাহিণোচ্চ মহিতং মহাদ্যুতিঃ কোসলাধিপতয়ে পুরোধসম্ ।
ভৃত্য-ভাবি দুহিতুঃ পরিগ্রহাদ্ দিশ্যতাং কুলমিদং নিমেরিতি ॥ ৪৯ ॥
অন্বিয়েষ সদৃশীং স চ স্নুষাং প্রাপ চৈনমনুকূলবাগ্ দ্বিজঃ ।
সদ্য এব সুকৃতাং হি পচ্যতে কল্পবৃক্ষ-ফলধর্ম্মি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ৫০ ॥
তস্য কল্পিত-পুরস্ক্রিয়াবিধেঃ শুশ্রুবান্ বচনমগ্রজন্মনঃ ।
উচ্চচাল বলভিৎ-সখো বশী সৈন্যরেণুমুষিতার্কদীধিতিঃ ॥ ৫১ ॥
আসসাদ মিথিলাং স বেষ্টয়ন্ পীড়িতোপবন-পাদপাং বলৈঃ ।
প্রীতিরোধমসহিষ্ট সা পুরী স্ত্রীব কান্তপরিভোগমায়তম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়।—অথ মৈথিলঃ রুদ্র-কার্ম্মুকে দৃষ্টসারং বীর্য্য-শুল্কম্ (ধনুর্ভঙ্গরূপম্) অভিনন্দ্য রাঘবায় অযোনিজাং তনয়াং রূপিণীং শ্রিয়ম্ ইব ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৭ ॥

সত্য-সঙ্গরঃ মৈথিলঃ রাঘবায় অযোনিজাং তনয়াং দ্যুতিমতঃ তপোনিধেঃ সন্নিধৌ অগ্নিসাক্ষিকঃ ইব সপদি অতিসৃষ্টবান্, (শ্লোকোঽয়ং প্রক্ষিপ্ত ইব প্রতিভাতি) ॥ ৪৮ ॥

মহাদ্যুতিঃ (জনকঃ) মহিতং পুরোধসং কোসলাধিপতয়ে প্রাহিণোৎ চ । (কিমিতি)—ইদং নিমেঃ কুলং দুহিতুঃ পরিগ্রহাৎ ভৃত্য-ভাবি (ভৃত্যভাবযুক্তং) দিশ্যতাম্—ইতি ॥ ৪৯

সঃ (দশরথঃ) সদৃশীং স্নুষাম্ অন্বিয়েষ, অনুকূলবাক্ দ্বিজঃ (পুরোধাঃ) এনং প্রাপ চ । (তথাহি) কল্পবৃক্ষ-ফলধর্ম্মি সুকৃতাং কাঙ্ক্ষিতং সদ্যঃ এব পচ্যতে হি। (স্বয়ম্ এব পক্বং ভবতি) ॥৫০॥

বলভিৎসখঃ বশী (সঃ দশরথঃ) কল্পিত-পুরস্ক্রিয়াবিধেঃ তস্য অগ্রজন্মনঃ বচনং শুশ্রুবান্ সৈন্যরেণুমুষিতার্কদীধিতিঃ (সন্) উচ্চচাল ॥ ৫১ ॥

সঃ (দশরথঃ) বলৈঃ পীড়িতোপবন-পাদপাং মিথিলাং বেষ্টয়ন্ (পরিধীকুর্ব্বন্) আসসাদ। সা পুরী, স্ত্রী (যুবতিঃ) আয়তং কান্ত-পরিভোগম্ ইব প্রীতিরোধম্ অসহিষ্ট ॥ ৫২ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর সত্য-প্রতিজ্ঞ মিথিলেশ্বর শিবশরাসন-ভঙ্গে রামচন্দ্রের অপূর্ব্ববিক্রম দর্শনপূর্ব্বক স্বীয় ধনুর্ভঙ্গপণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে, ব্রহ্মতেজোদীপ্ত বিশ্বামিত্রকেই যেন অগ্নি সাক্ষী করিয়া, তৎক্ষণাৎ অযোনিজা সীতাকে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় রামচন্দ্রকে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

পরে, পূজনীয় কুলপুরোহিতকে অযোধ্যাপতি-সকাশে প্রেরণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—"আপনি আমার দুহিতাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া প্রাচীন নিমিবংশকে ভৃত্যভাবে অনুগৃহীত করুন" ॥ ৪৯ ॥

রাজা দশরথও কিছুদিন হইতে রামচন্দ্রের অনুরূপ বধূর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এমনই সময়ে, তাঁহার বাসনার অনুকূল প্রস্তাব লইয়া জনক-পুরোহিত আসিয়া সমীপে উপস্থিত হইলেন। এরূপ হইবারই কথা। কেন না, কল্পবৃক্ষের ফলের ন্যায় পুণ্যবান্‌দিগের আকাঙ্ক্ষা সদ্যসদ্যই পরিপাক-প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

বাসববন্ধু, পরম আতিথেয় ও বশী দশরথ নানাবিধ উপঢৌকনের দ্বারা মিথিলা হইতে আগত ব্রাহ্মণের সৎকার করিলেন এবং তাঁহার বাচনিক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মিথিলাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন । গমন-কালে তাঁহার অনুগামী সৈন্য-সামন্তের পদভার-সমুত্থিত ধূলিপটলে সৌরমণ্ডল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইল ॥ ৫১ ॥

রাজা দশরথ স্ব-সৈন্যে মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অসংখ্য সেনা রাজধানীর উপকণ্ঠবর্ত্তী উপবন-তরুরাজিকে বিমর্দ্দিত করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। যুবতী যেমন, প্রিয়-সম্ভোগ যতই প্রগাঢ় হউক না কেন, আনন্দ-চিত্তে সহ্য করে, জনকপুরীও তদ্রূপ দশরথের সেই সমস্ত প্রীতির অত্যাচার আনতমুখে সহ্য করিল। বাঙ্-নিষ্পত্তি করিল না ॥ ৫২ ॥

তৌ সমেত্য সময়ে স্থিতাবুভৌ ভূপতী বরুণ-বাসবোপমৌ।
কন্যকাতনয়কৌতুকক্রিয়াং স্বপ্রভাব-সদৃশীং বিতেনতুঃ ॥ ৫৩ ॥
পার্থিবীমুদবহদ্রঘূদ্বহো লক্ষ্মণস্তদমুজামথোর্ম্মিলাম্ ।
যৌ তয়োরবরজৌ বরৌজসৌ তৌ কুশধ্বজ-সুতে সুমধ্যমে ॥ ৫৪ ॥
তে চতুর্থ-সহিতাস্ত্রয়ো বভুঃ সূনবো নববধূপরিগ্রহাঃ ।
সাম-দানবিধি-ভেদ-বিগ্রহাঃ সিদ্ধিমন্ত ইব তস্য ভূপতেঃ ॥ ৫৫ ॥
তা নরাধিপসুতা নৃপাত্মজৈস্তে চ তাভিরগমন্ কৃতার্থতাম্ ।
সোঽভবদ্বরবধূ-সমাগমঃ প্রত্যয়-প্রকৃতিযোগ-সন্নিভঃ ॥ ৫৬ ॥
এবমাত্তরতিরাত্মসম্ভবাংস্তান্নিবেশ্য চতুরোঽপি তত্র সঃ ।
অধ্বসু ত্রিষু বিসৃষ্ট-মৈথিলঃ স্বাং পুরীং দশরথো ন্যবর্ত্তত ॥ ৫৭ ॥
তস্য জাতু মরুতঃ প্রতীপগা বর্ত্মসু ধ্বজ-তরু-প্রমাথিনঃ ।
চিক্লিশুর্ভৃশতয়া বরূথিনীমুত্তটা ইব নদীরয়াঃ স্থলীম্ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয় ।—সময়ে স্থিতৌ বরুণ-বাসবোপমৌ তৌ ভূপতি সমেত্য স্বপ্রভাবসদৃশীং কন্যকা-তনয়-কৌতুকক্রিয়াং বিতেনতুঃ ॥ ৫৩ ।

রঘূদ্বহঃ (রামঃ) পার্থিবীম্ (সীতাম্) উদবহৎ । অথ লক্ষ্মণঃ তদনুজাম্ (জনকস্য ঔরসীং) ঊর্ম্মিলাম্ (উদবহৎ) যৌ বরৌজসৌ তয়োঃ (রামলক্ষ্মণয়োঃ) অবরজৌ (অনুজাতৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ), তৌ সুমধ্যমে কুশধ্বজ-সুতে (মাণ্ডবীং শ্রুত-কীর্ত্তিং চ) (উদবহতাম্) ॥ ৫৪ ॥

তে চতুর্থ-সহিতাঃ ত্রয়ঃ সূনবঃ নব-বধূ-পরিগ্রহাঃ (সন্তঃ) সিদ্ধিমন্তঃ তস্য ভূপতেঃ (দশরথস্য) সামদানবিধিভেদবিগ্রহাঃ (চত্বারঃ উপায়াঃ) ইব বভুঃ ॥ ৫৫ ॥

তাঃ নরাধিপ-সুতাঃ নৃপাত্মজৈঃ, তে (নৃপাত্মজাঃ) চ তাভিঃ কৃতার্থতাম্ অগমন্ । সঃ বরবধূ-সমাগমঃ প্রত্যয়-প্রকৃতি-যোগ-সন্নিভঃ অভবৎ ॥ ৫৬ ॥

এবম্ আত্তরতিঃ সঃ দশরথঃ তান্ চতুরোঽপি আত্ম-সম্ভবান্ (পুত্রান্) তত্র মিথিলায়াং নিবেশ্য (বিবাহ্য) ত্রিষু অধ্বসু (প্রয়াণেষু সৎসু) বিসৃষ্টমৈথিলঃ (সন্) স্বাং পুরীং ন্যবর্ত্তত ॥৫৭॥

জাতু বর্ত্মসু ধ্বজ-তরু-প্রমাথিনঃ প্রতীপগাঃ মরুতঃ উত্তটাঃ নদীরয়াঃ স্থলীম্ ইব তস্য বরূথিনীং (সেনাং) ভৃশতয়া চিক্লিশুঃ ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ ।—অনন্তর ইন্দ্র ও বরুণতুল্য প্রভাবশালী নৃপতিদ্বয়, মিলিত হইয়া, আপন আপন সম্পদের অনুরূপ ভাবে মহাসমারোহে স্ব-স্ব কন্যা ও পুত্রের পরিণয়-মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

ধরা-পুত্রী সীতার সহিত রামের এবং তদীয় কনিষ্ঠসোদরা ঊর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ হইল। আর তাঁহাদের অনুজদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে, কুশধ্বজ-দুহিতা মাণ্ডবী ও [illegible] পাণিগ্রহণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥

তখন দশরথের পুত্রচতুষ্টয় কুমারী-চতুষ্টয়ের পাণিপীড়ন-পূর্ব্বক মহারাজ দশরথকে যেন ফল-সিদ্ধি-সম্পন্ন সামদান-ভেদ-দণ্ড—এই উপায়চতুষ্টয়ে শোভান্বিত করিলেন ॥ ৫৫ ॥

সেই রাজ-কন্যাগণ কুল-শীল-রূপ লাবণ্য ও বয়ঃক্রম প্রভৃতির দ্বারা স্ব স্ব অনুরূপ পতি প্রাপ্ত হইয়া যেন সম্পূর্ণ সার্থকতায় বিমণ্ডিত হইলেন। তাঁহাদের এই মিলন প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের সংযোগের ন্যায় পরস্পরকে সার্থক করিল ॥৫৬॥

এইরূপে পুত্রগণের পরিণয় সম্পাদনের পর, পুত্রবৎসল দশরথ স্বীয় রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহারাজ জনকও তিন দিনের পথ পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর, পথে যাইতে যাইতে এক দিন হঠাৎ দশরথ দেখিলেন —উচ্ছলিত নদীর বেগ যেমন তটভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক দূরবর্ত্তী ভূভাগও প্লাবিত এবং নিপীড়িত করে, তদ্রূপ ভীষণ প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার সমুচ্চ তরুবৎ ধ্বজদণ্ডসমূহ বিমর্দ্দিত ও সৈন্য সকলকে একান্ত ক্লিষ্ট করিতেছে ॥ ৫৮ ॥

লক্ষ্যতে স্ম তদনন্তরং রবির্বদ্ধ-ভীম-পরিবেষমণ্ডলঃ।
বৈনতেয়-শমিতস্য ভোগিনো ভোগ-বেষ্টিত ইব চ্যুতো মণিঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্যেন-পক্ষ-পরিধূসরালকাঃ সান্ধ্য-মেঘ-রুধিরার্দ্রবাসসঃ।
অঙ্গনা ইব রজস্বলা দিশো নো বভূবুরবলোকন-ক্ষমাঃ ॥ ৬০ ॥

ভাস্করশ্চ দিশমধ্যুবাস যাং তাং শ্রিতাঃ প্রতিভয়ং ববাশিরে।
ক্ষত্র-শোণিত-পিতৃক্রিয়োচিতং চোদয়ন্ত্য ইব ভার্গবং শিবাঃ ॥ ৬১

তৎ প্রতীপপবনাদিবৈকৃতং প্রেক্ষ্য শান্তিমধিকৃত্য কৃত্যবিৎ।
অন্বযুঙ্‌ক্ত গুরুমীশ্বরঃ ক্ষিতেঃ স্বস্তমিত্যলঘয়ৎ স তদ্ব্যথাম্ ॥ ৬২ ॥

তেজসঃ সপদি রাশিরুত্থিতঃ প্রাদুরাস কিল বাহিনীমুখে।
যঃ প্রমৃজ্য নয়নানি সৈনিকৈর্লক্ষণীয়-পুরুষাকৃতিশ্চিরাৎ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়।—তদনন্তরং বদ্ধ-ভীমপরিবেষমণ্ডলঃ রবিঃ বৈনতেয়-শমিতস্য ভোগিনঃ ভোগ-বেষ্টিতঃ (কায়-বেষ্টিতঃ) চ্যুতঃ (শিরোভ্রষ্টঃ) মণিঃ ইব লক্ষ্যতে স্ম ॥ ৫৯ ॥

শ্যেন-পক্ষ-পরিধূসরালকাঃ সান্ধ্যমেঘ-রুধিরার্দ্র বাসসঃ রজস্বলাঃ দিশঃ (রজস্বলাঃ) অঙ্গনাঃ ইব অবলোকন-ক্ষমাঃ নো বভূবুঃ ॥ ৬০ ॥

ভাস্করঃ যাং দিশম্ অধ্যুবাস চ, তাং (দিশং) শ্রিতাঃ শিবাঃ ক্ষত্র-শোণিত-পিতৃক্রিয়োচিতং ভার্গবং চোদয়ন্ত্যঃ (ভার্গবস্য আবির্ভাবং কথয়ন্ত্যঃ) ইব প্রতিভয়ং (ভয়ঙ্করং) ববাশিরে (রুরুবুঃ) ॥ ৬১ ॥

তৎ প্রতীপ-পবনাদি-বৈকৃতং প্রেক্ষ্য কৃত্যবিৎ ক্ষিতেঃ ঈশ্বরঃ (দশরথঃ) শান্তিম্ অধিকৃত্য (অনর্থনিবৃত্তিম্ উদ্দিশ্য) গুরুম্ (বশিষ্ঠম্) অন্বযুঙ্‌ক্ত। সঃ (গুরুঃ) স্বস্তং (সু-শুভঃ অন্তঃ যস্য তৎ, শুভোদর্কং ভাবি) ইতি (উক্ত্বা) তদ্ব্যথাম্ (তস্য রাজ্ঞঃ ভয়জনিতাং বেদনাম্) অলঘয়ৎ ॥ ৬২ ॥

সপদি উত্থিতঃ তেজসঃ রাশিঃ বাহিনী-মুখে প্রাদুরাস কিল। যঃ (রাশিঃ) সৈনিকৈঃ নয়নানি প্রমৃজ্য চিরাৎ লক্ষণীয়- পুরুষাকৃতিঃ (অভূৎ) ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সহসা সূর্য্যদেব ভয়াবহ পরিবেষ-মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইলেন। গরুড় কর্ত্তৃক বিনাশিত কাল ভুজঙ্গ তাহা [illegible] লে যেমন ভয়ঙ্কর দেখা ভাস্করদেবকে সেইরূপ ভীষণ দেখাইতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

তখন দিক্-সমূহের অবস্থাও অতি ভীষণ হইল। দিগ্-বধূদিগের ধূসর অলকের ন্যায় শ্যেন-পক্ষি-বৃন্দে আকাশ আচ্ছন্ন করিল এবং শোণিতাক্ত বসনের ন্যায় সন্ধ্যাকালীন রক্তবর্ণ মেঘমালায় দশদিক্ ছাইয়া ফেলিল। সুতরাং রজস্বলা রমণীর ন্যায় সেদিকে আর দৃষ্টিনিক্ষেপ করা গেল না ॥ ৬০ ॥

সূর্য্যদেব যে দিকে উদিত ছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া শৃগালগণ সভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল; মনে হইল, যেন ক্ষত্রিয়শোণিতে পিতৃলোকের তর্পণ-কারী দুর্দ্ধর্ষ পরশুরামের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে ॥ ৬১ ॥

তখন কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন ক্ষিতীশ্বর দশরথ, সেই প্রতিকূল প্রভঞ্জন প্রভৃতি দুর্লক্ষণসমূহের শান্তির উপায় কুলগুরু বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বশিষ্ঠও—"ইহার পরিণাম অতি শুভজনক"—বলিয়া রাজার মনোবেদনা দূর করিলেন ॥ ৬২ ॥

অনন্তর সেনাগণের সম্মুখে এক দুর্দ্দর্শ পুঞ্জীকৃত তেজো-রাশি সহসা আবির্ভূত হওয়ায় তাহাদিগের চক্ষুঃ যেন ঝলসিয়া গেল। কিয়ৎপরে নয়ন-মার্জ্জনপূর্ব্বক তাহারা দেখিল যে, উহা শুধুই তেজঃ নহে,—একটি অগ্নি-মূর্ত্তি পুরুষের তেজোময়ী আকৃতি ॥ ৬৩ ॥

পিত্র্যমংশমুপবীতলক্ষণং মাতৃকং চ ধনুরূর্জ্জিতং দধৎ।
যঃ স-সোম ইব ঘর্ম্মদীধিতিঃ সদ্বিজিহ্ব ইব চন্দন-দ্রুমঃ॥ ৬৪॥
যেন রোষ-পরুষাত্মনঃ পিতুঃ শাসনে স্থিতিভিদোঽপি তস্থুষা।
বেপমান-জননীশিরশ্ছিদা প্রাগজীয়ত ঘৃণা ততো মহী॥ ৬৫॥
অক্ষবীজবলয়েন নির্বভৌ দক্ষিণশ্রবণ-সংস্থিতেন যঃ।
ক্ষত্রিয়ান্তকরণৈকবিংশতের্ব্যাজ-পূর্ব্ব-গণনামিবোদ্বহন্ ॥ ৬৬॥
তং পিতুর্বধভবেন মন্যুনা রাজ-বংশ-নিধনায় দীক্ষিতম্।
বাল-সূনুরবলোক্য ভার্গবং স্বাং দশাং চ বিষসাদ পার্থিবঃ॥ ৬৭॥
নাম রাম ইতি তুল্যমাত্মজে বর্ত্তমানমহিতে চ দারুণে।
হৃদ্যমস্য ভয়দায়ি চাভবদ্রত্নজাতমিব হার-সর্পয়োঃ॥ ৬৮॥
অর্ঘ্যমর্ঘ্যমিতিবাদিনং নৃপং সোঽনবেক্ষ্য ভরতাগ্রজো যতঃ।
ক্ষত্রকোপ-দহনার্চ্চিষঃ ততঃ সন্দধে দৃশমুদগ্রতারকাম্॥ ৬৯॥

অন্বয়।—উপবীত-লক্ষণং পিত্র্যম্ অংশং মাতৃকম্ (অংশম্) ঊর্জ্জিতং ধনুঃ চ দধৎ যঃ (ভার্গবঃ) স-সোমঃ ঘর্ম্ম-দীধিতিঃ ইব সদ্বিজিহ্বঃ চন্দনদ্রুমঃ (চ) ইব (স্থিতঃ)॥ ৬৪॥

রোষ-পরুষাত্মনঃ স্থিতিভিদঃ অপি পিতুঃ শাসনে তস্থুষা বেপমান-জননী-শিরশ্ছিদা যেন (ভার্গবেণ) প্রাক্ ঘৃণা (মাতৃহত্যায়াং ক্ষত্রবধে চ) অজীয়ত, ততঃ মহী (অজীয়ত)॥৬৫॥

যঃ (ভার্গবঃ) দক্ষিণ-শ্রবণ-সংস্থিতেন অক্ষবীজবলয়েন ক্ষত্রিয়ান্তকরণৈকবিংশতেঃ ব্যাজ-পূর্ব্ব-গণনাম্ উদ্বহন্ ইব নির্বভৌ॥ ৬৬॥

পিতুঃ বধভবেন মন্যুনা রাজ-বংশ-নিধনায় দীক্ষিতং তং ভার্গবং স্বাং দশাং চ অবলোক্য বাল-সূনুঃ পার্থিবঃ বিষসাদ॥ ৬৭॥

আত্মজে দারুণে অহিতে চ তুল্যং রাম ইতি নাম, হার-সর্পয়োঃ (বর্ত্তমানং) রত্নজাতম্ ইব অস্য (দশরথস্য) হৃদ্যং ভয়দায়ি চ অভবৎ॥ ৬৮॥

সঃ (ভার্গবঃ) অর্ঘ্যম্ অর্ঘ্যম্ ইতিবাদিনং নৃপম্ অনবেক্ষ্য যতঃ (যত্র) ভরতাগ্রজঃ, ততঃ (তত্র) ক্ষত্রকোপদহনার্চ্চিষম্ উগ্রতারকাং দৃশং সন্দধে॥ ৬৯॥

বঙ্গার্থ।—তাহারা আরও দেখিল,—ঐ তেজোময় পুরুষের কণ্ঠে পিতার অংশ-স্বরূপ যজ্ঞোপবীত এবং হস্তে মাতার অংশস্বরূপ দুর্জ্জয় শরাসন; দেখিলে মনে হয়, যেন চন্দ্র-সংযুক্ত মার্ত্তণ্ড এবং ভুজঙ্গ-বেষ্টিত চন্দন-তরু উপস্থিত॥ ৬৪॥

দেখিল,—পিতা যতই অন্যায় করুন না কেন, তবুও যিনি সেই রোষোদ্দীপ্ত কঠোর-হৃদয় পিতার আদেশে, কম্পিতগাত্রী জননীর ভীতিবিকম্পিত মস্তক-ছেদন-পূর্ব্বক প্রথমে নারীহত্যা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতিতে ঘৃণাকে জয় করিয়া পরে পৃথিবীকেও জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি একবিংশতি-বার ক্ষত্রিয়কুল-নাশের স্মারকচিহ্নস্বরূপে দক্ষিণ কর্ণে বলয়াকার একবিংশতি রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিতেছেন, সেই ভৃগুনন্দন পরশুরাম উপস্থিত॥ ৬৫-৬৬॥

পিতৃবধ-জনিত ক্রোধে একেবারে অন্ধ হইয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিতে যিনি দৃঢ়সঙ্কল্প, সেই ভৃগুনন্দন পরশুরামকে দর্শন করিয়া বৃদ্ধ নৃপতি দশরথ, বালক রামচন্দ্রের কথা এবং নিজের অসহায় অবস্থার বিষয়ে চিন্তাপূর্ব্বক একান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন॥ ৬৭॥

নিজের প্রিয়তম পুত্রের এবং প্রবলতর শত্রুর "রাম" এই নাম আজ কণ্ঠহার-খচিত এবং ভুজঙ্গ-শিরস্থিত রত্নের ন্যায় যেমন প্রীতিপ্রদ, তেমনই ভীতিপ্রদ বলিয়া দশরথের মনে হইতে লাগিল॥ ৬৮॥

ভয়ার্ত্ত রাজা দশরথ পরশুরামকে দেখিয়াই "অর্ঘ্য অর্ঘ্য" বলিয়া অভ্যর্থনার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইলেও, ভার্গব উপেক্ষাভরে, সেদিকে চাহিলেনই না। বরঞ্চ যে দিকে রামচন্দ্র ছিলেন, সেই দিকে ক্ষত্রিয়কুল-দহনক্ষম অনল উদ্গিরণকারী অতীব উগ্রনয়নে তাকাইতে লাগিলেন॥ ৬৯॥

তেন কার্ম্মুক-নিষক্ত-মুষ্টিনা রাঘবো বিগত-ভীঃ পুরোগতঃ।
অঙ্গুলী-বিবর-চারিণং শরং কুর্ব্বতা নিজগদে যুযুৎসুনা ॥ ৭০ ॥

ক্ষত্রজাতমপকারবৈরি মে তন্নিহত্য বহুশঃ শমং গতঃ।
সুপ্ত-সর্প ইব দণ্ডঘট্টনাদ্ রোষিতোঽস্মি তব বিক্রম-শ্রবাৎ ॥ ৭১ ॥

মৈথিলস্য ধনুরন্য-পার্থিবৈস্ত্বং কিলানমিতপূর্ব্বমক্ষণোঃ।
তন্নিশম্য ভবতা সমর্থয়ে বীর্য্যশৃঙ্গমিব ভগ্নমাত্মনঃ ॥ ৭২ ॥

অন্যদা জগতি রাম ইত্যয়ং শব্দ উচ্চরিত এব মামগাৎ।
ব্রীড়মাবহতি মে স সম্প্রতি ব্যস্তবৃত্তিরুদয়োন্মুখে ত্বয়ি ॥ ৭৩ ॥

বিভ্রতোঽস্ত্রমচলেঽপ্যকুণ্ঠিতং দ্বৌ রিপূ মম মতৌ সমাগসৌ।
ধেনুবৎস-হরণাচ্চ হৈহয়স্ত্বং চ কীর্ত্তিমপহর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়।—কার্ম্মুক-নিষক্ত-মুষ্টিনা শরম্ অঙ্গুলী-বিবর-চারিণং কুর্ব্বতা যুযুৎসুনা তেন (ভার্গবেণ) বিগতভীঃ (সন্) পুরোগতঃ রাঘবঃ নিজগদে ॥ ৭০ ॥

ক্ষত্র-জাতং মে অপকার-বৈরি, তৎ (ক্ষত্রজাতং) বহুশঃ (একবিংশতিবারান্) নিহত্য শমং গতঃ অস্মি। (তথাপি) সুপ্ত-সর্পঃ দণ্ডঘট্টনাৎ ইব তব বিক্রমশ্রবাৎ রোষিতঃ (অস্মি) ॥ ৭১ ॥

অন্যপার্থিবৈঃ অনমিত-পূর্ব্বং মৈথিলস্য ধনুঃ ত্বম্ অক্ষণোঃ কিল (ক্ষতবান্—ইতি বার্ত্তায়াম্)। তৎ (ধনুঃ) ভগ্নং নিশম্য ভবতা আত্মনঃ (মম) বীর্য্য-শৃঙ্গং (ভগ্নম্) ইব সমর্থয়ে ॥ ৭২ ॥

অন্যদা জগতি রাম ইতি অয়ং শব্দঃ উচ্চরিতঃ (সন্) মাম্ এব অগাৎ, সম্প্রতি ত্বয়ি উদয়োন্মুখে (সতি) ব্যস্তবৃত্তিঃ সঃ (শব্দঃ) মে ব্রীড়ম্ আবহতি ॥ ৭৩ ॥

অচলে অপি অকুণ্ঠিতম্ অস্ত্রং বিভ্রতঃ মম দ্বৌ সমাগসৌ রিপূ মতৌ, ধেনুবৎসহরণাৎ হৈহয়ঃ চ (কার্ত্তবীর্য্যঃ চ), কীর্ত্তিম্ অপহর্ত্তুম্ উদ্যতঃ ত্বং চ ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—ভার্গবকে দেখিয়া রামচন্দ্র নির্ভীকভাবে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ভৃগুনন্দনও একহাতে দৃঢ়মুষ্টিতে শরাসন ধারণপূর্ব্বক অন্যহস্তের অঙ্গুলিবিবরে বাণ সঞ্চালন করিতে করিতে, যেন রণোন্মুখ হইয়াই রামকে কহিলেন ॥ ৭০ ॥

রাম! ক্ষত্রিয়গণ আমার চিরশত্রু, কেন না, তাহারাই আমার পিতাকে বধ করিয়াছে। কিন্তু সে শত্রুতানল বহুবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া আমি অনেকটা নির্ব্বাপিত করিয়াছি। নিদ্রিত কালভুজঙ্গ যেমন কোন দণ্ডের দ্বারা বিমর্দ্দিত বা বিঘট্টিত হইলে রোষোদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, অধুনা তোমার বিক্রমের কথা শুনিয়া তেমনই আমার সেই রোষানল আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে ॥ ৭১ ॥

ইতিপূর্ব্বে মিথিলাপতির যে অনমনীয় ধনুঃ অন্য কোনো রাজাই আনত করিতে পারে নাই, শুনিলাম, আজ তুমি সেই ধনুঃ ভগ্ন করিয়াছ। আমার মনে হইতেছে, যে, উহা ধনুর্ভঙ্গ নহে, আমার শৌর্য্য-বীর্য্যের চূড়া এতদিনে ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥ ৭২ ॥

এতদিন "রাম" বলিলে কেবল আমাকেই বুঝাইত, এখন তোমার যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি দেখিতেছি, তাহাতে ঐ নামে তুমিও পরিচিত হইবে। এ লজ্জা রাখার স্থান আমার নাই। "রাম" চিরদিন এক, দুই নহে। দুই হইতে দিব না ॥ ৭৩ ॥

রাম! কঠিন ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াও যাহার অস্ত্র কুণ্ঠিত বা বক্রীভূত হয় নাই, আমি সেই পরশুরাম; আমার পিতার হোম-ধেনুর বৎস হরণ করায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বহুদিন হইতে আমার ক্রোধানলের ইন্ধন ও প্রবল শত্রু হইয়া রহিয়াছে, সম্প্রতি, আমার অজেয় কীর্ত্তি অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়া তুমিও ঠিক সেইরূপ হইলে; তোমরা উভয়েই আমার শত্রু ॥ ৭৪ ॥

ক্ষত্রিয়ান্তকরণোঽপি বিক্রমস্তেন মামবতি নাজিতে ত্বয়ি।
পাবকস্য মহিমা স গণ্যতে কক্ষবজ্জ্বলতি সাগরেঽপি যঃ ॥ ৭৫ ॥
বিদ্ধি চাত্তবলমোজসা হরেরৈশ্বরং ধনুরভাজি যত্ত্বয়া।
খাতমূলমনিলো নদীরয়ৈঃ পাতয়ত্যপি মৃদুস্তটদ্রুমম্ ॥ ৭৬ ॥
তন্মদীয়মিদমায়ুধং জ্যয়া সঙ্গময্য সশরং বিকৃষ্যতাম্।
তিষ্ঠতু প্রধনমেবমপ্যহং তুল্যবাহু-তরসা জিতস্ত্বয়া ॥ ৭৭ ॥
কাতরোঽসি যদি বোদ্গতার্চ্চিষা তর্জিতঃ পরশু-ধারয়া মম।
জ্যা-নিঘাত-কঠিনাঙ্গুলির্বৃথা বধ্যতামভয়যাচনাঞ্জলিঃ ॥ ৭৮ ॥
এবমুক্তবতি ভীম-দর্শনে ভার্গবে স্মিত-বিকম্পিতাধরঃ।
তদ্ধনুর্গ্রহণমেব রাঘবঃ প্রত্যপদ্যত সমর্থমুত্তরম্ ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়।—তেন (কারণেন) ক্ষত্রিয়ান্তকরণঃ অপি বিক্রমঃ ত্বয়ি অজিতে (সতি) মাং ন অবতি। (তথাহি)—পাবকস্য মহিমা সঃ গণ্যতে, যঃ কক্ষবৎ (কক্ষে তৃণে ইব) সাগরে অপি জ্বলতি ॥ ৭৫ ॥

(কিঞ্চ)—ত্বয়া যৎ (ধনুঃ) অভাজি (তৎ) ঐশ্বরং ধনুঃ হরেঃ ওজসা আত্ত-বলং চ বিদ্ধি। (তথাহি) নদীরয়ৈঃ খাতমূলং তটদ্রুমং মৃদুঃ অপি অনিলঃ পাতয়তি ॥ ৭৬ ॥

তৎ (তস্মাৎ) মদীয়ম্ ইদম্ আয়ুধং জ্যয়া সঙ্গময্য সশরং (যথা তথা) বিকৃষ্যতাম্। প্রধনং (রণঃ) তিষ্ঠতু, এবম্ অপি অহং তুল্যবাহুতরসা ত্বয়া জিতঃ (ভবিষ্যামি) ॥ ৭৭ ॥

যদি বা উদ্গতার্চ্চিষা মম পরশু-ধারয়া তর্জিতঃ (সন্) কাতরঃ অসি, (তর্হি) বৃথা জ্যা-নিঘাত-কঠিনাঙ্গুলিঃ (অসি)। অভয়যাচনাঞ্জলিঃ বধ্যতাম্ ॥ ৭৮ ॥

ভীম-দর্শনে ভার্গবে এবম্ উক্তবতি (সতি), রাঘবঃ (রামঃ) স্মিতবিকম্পিতাধরঃ (সন্) তদ্ধনুর্গ্রহণম্ এব সমর্থম্ (উচিতম্) উত্তরং প্রত্যপদ্যত ॥ ৭৯ ॥

বঙ্গার্থ।—যদিও আমি বহুবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে পরাজিত করিতে না পারা পর্য্যন্ত আমার কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না। যে অগ্নি কাষ্ঠ-রাশিতে প্রজ্বলিত হয়, সে যদি সাগরগর্ভেও না জ্বলিল—বাড়বানলের সৃষ্টি না করিল, তবে আর তাহার মহিমা কি? ॥ ৭৫ ॥

রাম! তুমি যে হরধনুঃ ভঙ্গ করিয়াছ, উহা নিতান্তই অসার, কেন না—বিষ্ণু স্বীয় তেজঃপ্রভাবে উহার সমস্ত শক্তিই গ্রহণ করিয়াছেন। দেখ,—নদীর প্রবল প্রবাহে যখন তটভূমির তলদেশ উৎখাত ও মৃত্তিকাশূন্য হয়, তখন সামান্য বায়ুতেও তাহাকে পাতিত করিতে পারে ॥ ৭৬ ॥

সুতরাং, তুমি যদি আমার এই শরাসনে জ্যা-সংযোগ-পূর্ব্বক বাণ যোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ করিতে পার, তবেই বুঝিব যে, তুমি একজন প্রকৃতই বীর এবং বাহুবলে তুমি আমার সমকক্ষ; তাহা হইলে বিনা রণেই আমি তোমার নিকট পরিহার মাগিতে প্রস্তুত ॥ ৭৭ ॥

আর যদি আমার এই অনল-বর্ষিণী পরশুধারার তর্জ্জনে ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিব, এতদিন ধনুকের ছিলা-সংঘর্ষে হস্তের অঙ্গুলিগুলি বৃথাই কঠিন করিয়াছ। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যুক্তকরে অভয়-প্রার্থনা কর ॥ ৭৮ ॥

ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি ভার্গবের এই সগর্ব্ব বচনে মৃদু মধুর হাস্যে রামচন্দ্রের অধরপ্রান্ত ঈষৎ কম্পিত হইল। তিনি অকুতো-ভয়ে ভার্গবের সেই ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার গর্ব্বোক্তির উপযুক্ত উত্তর নীরবে প্রদান করিলেন ॥ ৭৯ ॥

তাৎপর্য্য।—এই কবিতায় কবি রামের যে সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। বিক্রম-কেশরী পরশুরামকে দেখিয়াই ত বৃদ্ধ রাজা দশরথ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। "স্বাং দশাং"—নিজের অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছেন। (৬৭)—ভার্গবকে দেখিবামাত্র "অর্ঘ্য অর্ঘ্য" বলিয়া পাদ্য আনিতে অর্ঘ্য, অর্ঘ্য আনিতে আসন আনিয়া বসিতেছেন,—এমনই তাঁহার শোচনীয় অবস্থা! আর পরশুরাম সেই জীর্ণ ভয়ার্ত্ত রাজার দিকে দৃক্পাত

ন্ম-ধনুষা সমাগতঃ সোঽতিমাত্র-লঘুদর্শনোঽভবৎ।
কেবলোঽপি সুভগো নবাম্বুদঃ কিং পুনস্ত্রিদশ-চাপ-লাঞ্ছিতঃ ॥ ৮০ ॥
তেন ভূমি-নিহিতৈককোটি তৎ কার্ম্মুকং চ বলিনাধিরোপিতম্।
নিষ্প্রভশ্চ রিপুরাস ভূ-ভৃতাং ধূম-শেষ ইব ধূম-কেতনঃ ॥ ৮১ ॥
তাবুভাবপি পরস্পরস্থিতৌ বর্দ্ধমান-পরিহীন-তেজসৌ।
পশ্যতি স্ম জনতা দিনাত্যয়ে পার্ব্বণৌ শশি-দিবাকরাবিব ॥ ৮২ ॥
তং কৃপামৃদুরবেক্ষ্য ভার্গবং রাঘবঃ স্খলিত-বীর্য্যমাত্মনি।
স্বং চ সংহিতমমোঘমাশুগং ব্যাজহার হরসূনু-সন্নিভঃ ॥ ৮৩ ॥
ন প্রহর্ত্তুমলমস্মি নির্দ্দয়ং বিপ্র ইত্যভিভবত্যপি ত্বয়ি।
শংস কিং গতিমনেন পত্রিণা হন্মি লোকমুত তে মখার্জ্জিতম্ ॥ ৮৪ ॥

অন্বয়।—পূর্ব্বজন্ম-ধনুষা সমাগতঃ সঃ (রামঃ) অতি-মাত্র-লঘুদর্শনঃ (নিতান্তপ্রিয়দর্শনঃ) অভবৎ। (তথাহি)—নবাম্বুদঃ কেবলঃ অপি সুভগঃ, ত্রিদশ-চাপ-লাঞ্ছিতঃ (সন্) কিং পুনঃ? (সুভগঃ এব) ॥ ৮০ ॥

বলিনা তেন (রামেণ) ভূমিনিহিতৈককোটি তৎ কার্ম্মুকং চ অধিরোপিতম্; ভূ-ভৃতাং রিপুঃ চ (ভার্গবঃ চ) ধূমশেষঃ ধূমকেতনঃ ইব নিষ্প্রভঃ আস ॥ ৮১ ॥

পরস্পরস্থিতৌ (অন্যোন্যাভিমুক্তৌ) বর্দ্ধমান পরিহীন-তেজসৌ তৌ উভৌ (রাঘব-ভার্গবৌ) অপি দিনাত্যয়ে পার্ব্বণৌ (পর্ব্বোদিতৌ) শশি-দিবাকরৌ ইব জনতা পশ্যতি স্ম ॥ ৮২ ॥

হরসূনু-সন্নিভঃ (কার্ত্তিকেয়তুল্যঃ) কৃপামৃদুঃ রাঘবঃ আত্মনি (বিষয়ে) স্খলিতবীর্য্যং তং ভার্গবং স্বং সংহিতম্ অমোঘম্ আশুগং চ অবেক্ষ্য ব্যাজহার ॥ ৮৩ ॥

অভিভবতি অপি ত্বয়ি বিপ্রঃ ইতি (হেতোঃ) নির্দয়ং প্রহর্ত্তুম্ অলং (শক্তঃ) ন অস্মি, (কিন্তু) অনেন পত্রিণা তে গতিং হন্মি কিম্, উত মখার্জ্জিতং লোকং (হন্মি ইতি) শংস ॥৮৪॥

বঙ্গার্থ।—পূর্ব্বজন্মে নারায়ণাবতারে এই শরাসন তাঁহারই ছিল। আজ ইহা ধারণ করিয়া রামের অপূর্ব্ব শোভা জন্মিল। কেবল নবজলধরই যখন পরম রমণীয়, তখন তাহাতে আবার যদি ইন্দ্রধনুর সংযোগ হয়, তবে কি আর তাহার শোভার ইয়ত্তা থাকে! ॥ ৮০ ॥

পরাক্রান্ত রাম যেমন ভূপৃষ্ঠে সেই ভার্গবধনুর এক কোণ নিহিত করিয়া তাহাতে ছিলা পরাইলেন, অমনি ক্ষত্রিয়কুলা-ন্তক অগ্নিকল্প পরশুরামও যেন সহসা ধূমাবশিষ্ট বহ্নির ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন ॥ ৮১ ॥

রাম ও পরশুরামের পুরোভাগে দণ্ডায়মান দর্শকমণ্ডলী দেখিল—একদিকে এই দুর্লভ সাফল্যে রামের দেহজ্যোতিঃ যতই বর্দ্ধিত হইতেছে,—অন্যদিকে জীবনের এই প্রথম পরাভবে ভার্গবের দেহ ততই প্রভাহীন হইয়া পড়িতেছে। পূর্ণিমার দিন দিবাবসানে উদয়োন্মুখ চন্দ্র ও অস্তগামী সূর্য্যের দৃশ্য তাহাদের মনে পড়িল ॥ ৮২ ॥

অনন্তর দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়বৎ পরাক্রমশালী দয়ার্দ্র-হৃদয় রাম,—ভার্গবকে একেবারে বীর্য্য হীন ও স্বীয় সংহিত শরের অমোঘত্ব দর্শনপূর্ব্বক করুণ বচনে কহিলেন;—॥ ৮৩ ॥

আপনি আমাকে পরাজিত করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, আপনি ব্রাহ্মণ, তাই আমি নির্দ্দয়ভাবে আপনাকে আঘাত করিতে পারিতেছি না। অথচ আমার এই সংযোজিত সায়ক ব্যর্থ হইবারও নহে। এক্ষণে আপনিই বলুন, আমার কি কর্ত্তব্য? এই সংহিত সায়কদ্বারা আমি কি আপনার সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে গমনাগমন চিরদিনের মত বন্ধ করিব, না আপনার এতকালের যাগ-যজ্ঞাদিদ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গলোক অবরুদ্ধ করিব? ॥ ৮৪ ॥

না করিয়া একেবারে রামের দিকে চাহিলেন,—তাঁহার নয়ন দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। রামকে ভস্মীভূতই করেন আর কি! রাম একটু দূরে ছিলেন,—ভার্গবের রক্তচক্ষু দেখিয়া নির্ভয়হৃদয়ে আসিয়া একেবারে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ইহাতে ভৃগুনন্দন আরও চটিলেন এবং কত কি আস্ফালন করিলেন। রাম নির্ব্বাক্‌বদনে শুধু তাঁহার

প্রত্যুবাচ তমৃষির্ন তত্ত্বতস্ত্বাং ন বেদ্মি পুরুষং পুরাতনম্।
গাং গতস্য তব ধাম বৈষ্ণবং কোপিতো হ্যসি ময়া দিদৃক্ষুণা ॥ ৮৫ ॥

ভস্মসাৎ কৃতবতঃ পিতৃদ্বিষঃ পাত্রসাচ্চ বসুধাং সসাগরাম্
আহিতো জয়বিপর্য্যয়োঽপি মে শ্লাঘ্য এব পরমেষ্ঠিনা ত্বয়া ॥ ৮৬ ॥

তদ্গতিং মতিমতাং বরেপ্সিতাং পুণ্যতীর্থগমনায় রক্ষ মে।
পীড়য়িষ্যতি ন মাং খিলীকৃতা স্বর্গ-পদ্ধতিরভোগ-লোলুপম্ ॥ ৮৭ ॥

প্রত্যপদ্যত তথেতি রাঘবঃ প্রাঙ্মুখশ্চ বিসসর্জ সায়কম্।
ভার্গবস্য সুকৃতোঽপি সোঽভবৎ স্বর্গমার্গ-পরিঘো দুরত্যয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

অন্বয়।—ঋষিঃ (ভার্গবঃ) তং প্রত্যুবাচ, (কিমিতি ?) তত্ত্বতঃ ত্বাং পুরাতনং পুরুষং ন বেদ্মি (ইতি) ন, (কিন্তু বেদ্মি এব, কিন্তু)—গাং গতস্য তব বৈষ্ণবং ধাম (তেজঃ) দিদৃক্ষুণা ময়া হি কোপিতঃ অসি ॥ ৮৫ ॥

পিতৃদ্বিষঃ ভস্মসাৎ কৃতবতঃ স-সাগরাং বসুধাং চ পাত্রসাৎ (কৃতবতঃ) (অতএব কৃত-কৃত্যস্য) মে পরমেষ্ঠিনা ত্বয়া আহিতঃ (কৃতঃ) জয়-বিপর্য্যয়ঃ অপি শ্লাঘ্যঃ এব ॥ ৮৬ ॥

তৎ (তস্মাৎ) হে মতিমতাং বর! পুণ্যতীর্থ-গমনায় ঈপ্সিতাং মে গতিং রক্ষ। (কিন্তু) খিলীকৃতা (অপি) স্বর্গপদ্ধতিঃ অভোগ লোলুপং মাং ন পীড়য়িষ্যতি ॥ ৮৭ ॥

রাঘবঃ তথা ইতি প্রত্যপদ্যত, প্রাঙ্মুখঃ (সন্) সায়কং বিসসর্জ চ। সঃ (সায়কঃ) সুকৃতঃ অপি (সাধু-কারিণঃ অপি) ভার্গবস্য দুরত্যয়ঃ স্বর্গ-মার্গ-পরিঘঃ অভবৎ ॥ ৮৮ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রত্যুত্তরে ঋষি পরশুরাম কহিলেন—রাম! তুমি যে সেই সনাতন পরম পুরুষ, তাহা আমি জানি। কিন্তু ভূতলাবতীর্ণ তোমার বিষ্ণুতেজঃ সন্দর্শন-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইবার জন্যই তোমাকে রোষান্বিত করিয়াছি ॥ ৮৫ ॥

রাম! তুমিও জান যে, আমি আমার পিতার শত্রুকুলকে ক্রোধানলে ভস্মীভূত করিয়াছি। তুমি ইহাও জান যে, সসাগরা ধরণী জয় করিয়া আমি দেবতাব্রাহ্মণে দান করিয়াছি। হে পরাৎপর! আজ তোমার হাতে এই যে আমার পরাভব, ইহা আমার পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয় ॥ ৮৬ ॥

সুতরাং হে বীরোত্তম! পবিত্র তীর্থাদিতে গমনাগমনের নিমিত্ত আমার একান্ত অভিলষিত স্বচ্ছন্দ-গমন রক্ষা কর। কোনরূপ ভোগে আর আমার স্পৃহা নাই। সুতরাং আমার তপস্যার্জ্জিত স্বর্গলোক অবরুদ্ধ হইলে আমার কোনই তাপ-উত্তাপ জন্মিবে না। তুমি তাহাই কর ॥ ৮৭ ॥

'তথাস্তু' বলিয়া রামচন্দ্র পূর্ব্বমুখ হইলেন এবং হস্তস্থিত শরক্ষেপ করিলেন। সেই রাম-পরিত্যক্ত শর পুণ্যশ্লোক পরশুরামের স্বর্গপথের অনতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধক হইয়া রহিল ॥ ৮৮ ॥

দিকে চাহিয়া তাঁহার সেই আত্মশ্লাঘা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর এইপ্রকার শিলাসম স্থৈর্য্য-দর্শনে পরশুরামের ক্রোধ উত্তরোত্তরই বাড়িতে লাগিল। শেষকালে যেন একেবারেই অন্ধ হইয়াই বলিয়া বসিলেন,—"রাম! বেশী কথায় কাজ কি,—তোমার সহিত যুদ্ধবিগ্রহেরও কোনো প্রয়োজন নাই, এক কাজ কর, তুমি হয় আমার নিজের এই ধনুকে ছিলা পরাইয়া বাণ সন্ধান কর, না হয়—করযোড়ে বশ্যতাস্বীকার কর। যদি বাণ সন্ধান করিতে পার, বুঝিব—তুমি সত্যই বীর, আমি বিনা যুদ্ধে তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিব।"—রাম নীরবে ভার্গবের এ উক্তিও শুনিলেন। এবার আর হাসি

রাঘবোঽপি চরণৌ তপোনিধেঃ ক্ষম্যতামিতি বদন্ সমস্পৃশৎ।
নির্জ্জিতেষু তরসা তরস্বিনাং শত্রুষু প্রণতিরেব কীর্ত্তয়ে ॥ ৮৯ ॥

রাজসত্বমবধূয় মাতৃকং পিত্র্যমস্মি গমিতঃ শমং যদা।
নম্বনিন্দিত-ফলো মম ত্বয়া নিগ্রহোঽপ্যয়মনুগ্রহীকৃতঃ ॥ ৯০ ॥

সাধয়াম্যহমবিঘ্নমস্তু তে দেবকার্য্যমুপপাদয়িষ্যতঃ।
উচিবানিতি বচঃ সলক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজমৃষিস্তিরোদধে ॥ ৯১ ॥

অন্বয়।—রাঘবঃ অপি ক্ষম্যতাম্ ইতি বদন্ তপোনিধেঃ (ভার্গবস্য) চরণৌ সমস্পৃশৎ। (তথাহি)—তরস্বিনাং তরসা নির্জিতেষু শত্রুষু প্রণতিঃ এব কীর্ত্তয়ে (ভবতি) ॥ ৮৯ ॥

মাতৃকং রাজসত্বম্ (রজোগুণপ্রধানত্বম্) অবধূয় পিত্র্যং শমং যদা গমিতঃ অস্মি, (তদা) ত্বয়া মম অনিন্দিত-ফলঃ অয়ং নিগ্রহঃ অপি অনুগ্রহীকৃতঃ ননু! ॥ ৯০ ॥

অহং সাধয়ামি, দেবকার্য্যম্ উপপাদয়িষ্যতঃ তে অবিঘ্নম্ অস্তু, সলক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজম্ (রামম্) ইতি বচঃ উচিবান্ ঋষিঃ তিরোদধে ॥ ৯১ ॥

বঙ্গার্থ।—পরে বিনয়-ভূষণ রামচন্দ্রও "ক্ষমা করুন"—বলিয়া ভার্গবের চরণ স্পর্শ করিয়া বীরত্ব ও মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কেন না, বাহুবলে পরাজিত প্রতিপক্ষের নিকট বিজেতার নম্রব্যবহার অশেষ কীর্ত্তিরই পরিচায়ক ॥ ৮৯ ॥

পবিত্র-হৃদয় ভৃগুনন্দন তখন কহিলেন,—তোমার কৃপায় আমার দেহ হইতে মাতৃ-অংশ-সম্ভূত রজোগুণ তিরোহিত হইয়াছে এবং আমি এক্ষণে পৈতৃক শমগুণ প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং তুমি আমার এই যে আপাতদৃশ্য নিগ্রহ করিলে, ইহার ফল অনন্ত এবং অনিন্দিত। সুতরাং আমার পক্ষে এ নিগ্রহ পরম অনুগ্রহই বলিতে হইবে ॥ ৯০ ॥

"আমি চলিলাম, তোমরা যে দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ, তোমাদের সে কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক, এই কামনা—" বলিয়াই ঋষি তিরোহিত হইলেন ॥ ৯১ ॥

চাপিতে পারিলেন না। তবুও শিষ্টতার অনুরোধে মুখের হাসি মুখেই নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ, মুখ—সব রুদ্ধ হাস্যের বেগে আরক্ত হইল এবং অধরপল্লবকে ঈষৎ কম্পিত করিয়া উচ্ছল হাস্যতরঙ্গ বাহির হইয়া পড়িল। কোনো উত্তর না দিয়া—তিনি হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন ও পরশুরামের গর্ব্ব-প্রদত্ত শরাসন গ্রহণ করিলেন। নীরব রামচন্দ্র সেই ভীষণ ভার্গবধনুতে যেমন বাণ-সন্ধান করিলেন, অমনি তেজোবলোদ্দীপ্ত ভার্গবও একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। তাঁর সমস্ত জারিজুরি কোথায় যেন ডুবিয়া গেল। ভার্গব শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। রাম—তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এ সংহিতবাণ কোথায় নিক্ষেপ করি, বলিয়া দিন। ক্ষত্রিয়কুলের আপনি যতবড় শত্রুই হ'ন্ না কেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি তাপস, আপনি ত্যাগী;—আপনাকে আমি কি করিয়া আঘাত করিব?" নিস্তেজ ও পরাজিত ভার্গবকে রাম প্রাণে মারিলেন না, তবে তাহার অধিক করিলেন। শক্তিহরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রকৃত ঋষি করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পরাজিত পরশুরামকে তিনি ক্ষমা করিলেন। রামের কৃপায় পরশুরাম চিরনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। কবি, রামচরিত্ররূপ সমুন্নত সৌধের আর একটি মনোরম কক্ষ খুলিয়া দিলেন। একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল-নাশকারীকে ক্ষত্রিয়কুলভূষণ রাম ক্ষমা করিলেন। ইহাতে বীরত্ব অপেক্ষা রাম-হৃদয়ের মহনীয়ত্বই সমধিকতররূপে প্রকটিত হইল। রামের সমস্তই যেন অদ্ভুত, আশ্চর্য্য-পূর্ণ। যেমন শৌর্য্য, তেমনই তাঁহার গাম্ভীর্য্য; যেমন উৎসাহ, তেমনই তাঁহার ক্ষমা;—সবই যেন অলৌকিক। কালিদাস রঘুর একাদশে, রাম-চরিত্রে প্রকাণ্ডত্ব, কোমলত্ব এবং তেজস্বিত্বের সহিত মধুরত্বের সমাবেশ করিয়া পাঠকদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন ॥ ৭৯-৮৯ ॥

তস্মিন্ গতে বিজয়িনং পরিরভ্য রামং স্নেহাদমন্যত পিতা পুনরেব জাতম্।
তস্যাভবৎ ক্ষণশুচঃ পরিতোষ-লাভঃ কক্ষাগ্নি লঙ্ঘিত-তরোরিব বৃষ্টিপাতঃ ॥ ৯২॥
অথ পথি গময়িত্বা ক্লৃপ্ত-রম্যোপকার্য্যে কতিচিদবনিপালঃ শর্ব্বরীঃ শর্ব্বকল্পঃ।
পুরমবিশদযোধ্যাং মৈথিলীদর্শনীনাং কুবলয়িত-গবাক্ষাং লোচনৈরঙ্গনানাম্ ॥ ৯৩॥

ইতি একাদশঃ সর্গঃ

অন্বয়।—তস্মিন্ (ভার্গবে) গতে (সতি) বিজয়িনং রামং পিতা স্নেহাৎ পরিরভ্য পুনঃ জাতম্ এব অমন্যত। ক্ষণশুচঃ তস্য (দশরথস্য) পরিতোষ-লাভঃ কক্ষাগ্নি-লঙ্ঘিত-তরোঃ বৃষ্টিপাত ইব অভবৎ ॥ ৯২ ॥

অথ শর্ব্বকল্পঃ অবনিপালঃ ক্লৃপ্ত-রম্যোপকার্য্যে পথি কতিচিৎ শর্ব্বরীঃ গময়িত্বা মৈথিলী-দর্শনীনাম্ অঙ্গনানাং লোচনৈঃ কুবলয়িত-গবাক্ষাং পুরম্ অযোধ্যাম্ অবিশৎ ॥ ৯৩ ॥

ব্যাখ্যার্থ।—ক্ষত্রকুল-বিমর্দ্দন পরশুরাম নয়নের অন্তরালে চলিয়া গেলে, পুত্রপ্রিয় রাজা দশরথ তাড়াতাড়ি আসিয়া বিজয়ী পুত্র রামচন্দ্রকে স্নেহভরে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার মনে হইল, রাম যেন কৃতান্তের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া একপ্রকার পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। ভার্গবের এই অন্তর্দ্ধান ক্ষণকালের জন্য শোকাকুল দশরথের পক্ষে অন্তর্জ্জ্বলিতানল বৃক্ষের পক্ষে বারিবর্ষণের ন্যায় পরম প্রীতিপ্রদ হইল ॥ ৯২ ॥

অনন্তর শিবতুল্য (শিবত্বপ্রাপ্তিরও আর বেশী বিলম্ব নাই) রাজা দশরথ পুত্রগণ ও পুত্রবধূদিগকে লইয়া, পটমণ্ডপাদি দ্বারা সুসজ্জিত পথে চলিতে চলিতে কয়েক রাত্রি কাটাইয়া অযোধ্যায় গিয়া প্রবেশ করিলেন। মিথিলা-রাজনন্দিনী সীতাকে দেখিবার জন্য রাজধানীর প্রাসাদ-মালার গবাক্ষ-সমূহের পার্শ্বে আসিয়া পুরাঙ্গনাগণ দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের দর্শন-লিপ্সাদীর্ঘ নেত্র-পঙ্ক্তিতে বাতায়ন আকীর্ণ হইয়াছে। মনে হইল, যেন গবাক্ষে অজস্র শতদল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৯৩ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ

নির্বিষ্ট-বিষয়-স্নেহঃ স দশান্তমুপেয়িবান্ । আসীদাসন্ন-নির্ব্বাণঃ প্রদীপার্চ্চিরিবোষসি ॥ ১ ॥
তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীর্ন্যস্যতামিতি । কৈকেয়ীশঙ্কয়েবাহ পলিতচ্ছদ্মনা জরা ॥ ২ ॥
সা পৌরান্ পৌরকান্তস্য রামস্যাভ্যুদয়শ্রুতিঃ । প্রত্যেকং হ্লাদয়াঞ্চক্রে কুল্যেবোদ্যানপাদপান্ ॥ ৩ ॥
তস্যাভিষেক-সম্ভারং কল্পিতং ক্রূর-নিশ্চয়া । দূষয়ামাস কৈকেয়ী শোকোষ্ণৈঃ পার্থিবাশ্রুভিঃ ॥ ৪ ॥
সা কিলাশ্বাসিতা চণ্ডী ভর্ত্রা তৎসংশ্রুতৌ বরৌ । উদ্ববামেন্দ্র-সিক্তা ভূর্বিলমগ্নাবিবোরগৌ ॥ ৫ ॥
তয়োশ্চতুর্দ্দশৈকেন রামং প্রাব্রাজয়ৎ সমাঃ । দ্বিতীয়েন সুতস্যৈচ্ছদ্ বৈধব্যৈকফলাং শ্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—নির্বিষ্টবিষয়-স্নেহঃ দশান্তম্ উপেয়িবান্ সঃ (দশরথঃ) উষসি প্রদীপার্চ্চিঃ ইব আসন্ন-নির্ব্বাণঃ আসীৎ ॥ ১ ॥

জরা কৈকেয়ী-শঙ্কয়া ইব পলিতচ্ছদ্মনা কর্ণমূলম্ আগত্য "রামে শ্রীঃ ন্যস্যতাম্"—ইতি তম্ আহ ॥ ২ ॥

সা পৌরকান্তস্য রামস্য অভ্যুদয়-শ্রুতিঃ কুল্যা উদ্যান-পাদপান্ ইব পৌরান্ প্রত্যেকং হ্লাদয়াঞ্চক্রে ॥ ৩ ॥

ক্রূর-নিশ্চয়া কৈকেয়ী তস্য (রামস্য) কল্পিতম্ অভিষেক-সম্ভারং শোকোষ্ণৈঃ পার্থিবাশ্রুভিঃ দূষয়ামাস ॥ ৪ ॥

চণ্ডী সা (কৈকেয়ী) কিল ভর্ত্রা আশ্বাসিতা (সতী) (তেন ভর্ত্রা) তৎসংশ্রুতৌ বরৌ ইন্দ্রসিক্তা ভূঃ বিল মগ্নৌ (বল্মীকাদি-নিহিতৌ) উরগৌ ইব উদ্ববাম ॥ ৫ ॥

(সা) তয়োঃ (বরয়োঃ) একেন রামঃ চতুর্দ্দশ সমাঃ (বৎসরান্) প্রাব্রাজয়ৎ। দ্বিতীয়েন (বরেণ) সুতস্য (ভরতস্য) বৈধব্যৈক-ফলাং (ন তু উপভোগ-ফলাং) শ্রিয়ম্ ঐচ্ছৎ ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—উষাকালে দীপশিখা যেমন তৈলাধারের সমস্ত তৈল শোষণ পূর্ব্বক বর্ত্তিকার অন্তভাগে উপনীত হইয়া ক্রমে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ মহারাজ দশরথও ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সমস্ত বিষয়বস্তু সম্ভোগ-পূর্ব্বক জীবনের শেষ দশায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার জীবনদীপের নির্ব্বাণকালও ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল ॥ ১ ॥

প্রথমে কর্ণমূলের দু'একগাছি চুল পাকিল। মনে হইল, জরা কৈকেয়ীর ভয়ে প্রকাশ্যে দেখা না দিয়া, পলিতচ্ছলে অতি গোপনে যেন আসিয়া কানে কানে কহিল,—আর কেন? এখন রামকে রাজলক্ষ্মী অর্পণ করুন ॥ ২ ॥

উদ্যান মধ্যবর্ত্তী কৃত্রিম জলস্রোতঃ যেমন উদ্যানের সমস্ত পাদপকেই সিক্ত এবং প্রফুল্লিত করে, তদ্রূপ সকল পুরবাসি-গণকেই সর্ব্বজন-প্রিয় রামের অভিষেকবার্ত্তা পরম আহ্লাদিত করিল ॥ ৩ ॥

কিন্তু পাপাশয়া কৈকেয়ী রামাভিষেকের সমস্ত আয়োজন-উদ্যোগ শোকাকুল দশরথের উষ্ণ অশ্রু-প্রবাহে কলঙ্কিত করিল ॥ ৪ ॥

কৈকেয়ীর ক্রোধ-দর্শনে দশরথ অনেক প্রকারে তাঁহার নিকট অনুনয়বিনয় করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ীও অবকাশ বুঝিয়া, দশরথের পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দুইটি বর চাহিয়া বসিল। সে বরপ্রার্থনা এতই ভয়ঙ্করী যে, মনে হইল যেন গর্ত্তের মধ্যে কালসর্প লুকাইয়া ছিল, আজ হঠাৎ বৃষ্টিপাতে ভূতল সিক্ত হওয়ায় সে ফণা উত্তোলন করিয়া বাহির

কৈকেয়ী ইচ্ছা প্রকাশ করিল যে, প্রথম বরে রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে গমন করিতে হইবে, দ্বিতীয় বরে তাহার পুত্র ভরতকে রাজসিংহাসন দিতে হইবে। হত-ভাগিনী বুঝিল না যে, এই রাজলক্ষ্মী-লাভের পরিণাম তাহার চিরবৈধব্য ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—কিয়ৎকাল পরেই কৈকেয়ীর যে মর্ম্মচ্ছেদিনী ক্রিয়া দর্শন করিতে হইবে, কবি, পূর্ব্ব হইতেই তজ্জন্য পাঠকদিগের হৃদয় দৃঢ় করিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ নৃপতি দশরথের উপর প্রৌঢ়া কৈকেয়ীর আধিপত্যও যে কতদূর বদ্ধ-মূল, তাহাও অতি কৌশলে ইঙ্গিত করিয়া গেলেন ॥ ২ ॥

পিত্রা দত্তাং রুদন্ রামঃ প্রাঙ্ মহীং প্রত্যপদ্যত । পশ্চাদ্ বনায় গচ্ছেতি তদাজ্ঞাং মুদিতোঽগ্রহীৎ ॥ ৭ ॥
দধতো মঙ্গলক্ষৌমে বসানস্য চ বল্কলে । দদৃশুর্বিস্মিতাস্তস্য মুখরাগং সমং জনাঃ ॥ ৮ ॥
স সীতা-লক্ষ্মণ-সখঃ সত্যাদ্ গুরুমলোপয়ন্ । বিবেশ দণ্ডকারণ্যং প্রত্যেকং চ সতাং মনঃ ॥ ৯ ॥
রাজাঽপি তদ্‌বিয়োগার্ত্তঃ স্মৃত্বা শাপং স্বকর্ম্মজম্ । শরীরত্যাগমাত্রেণ শুদ্ধিলাভমমন্যত ॥ ১০ ॥
বিপ্রোষিত-কুমারং তদ্রাজ্যমস্তমিতেশ্বরম্ । রন্ধ্রান্বেষণ-দক্ষাণাং দ্বিষামামিষতাং যযৌ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—রামঃ প্রাক্ পিত্রা দত্তাং মহীং রুদন্ প্রত্যপদ্যত। পশ্চাৎ—"বনায় গচ্ছ"-ইতি তদাজ্ঞাং মুদিতঃ অগ্রহীৎ ॥ ৭ ॥

মঙ্গল-ক্ষৌমে দধতঃ বল্কলে বসানস্য চ তস্য (রামস্য)সমং মুখরাগং জনাঃ বিস্মিতাঃ (সন্তঃ) দদৃশুঃ ॥ ৮ ॥

সঃ (রামঃ) গুরুং সত্যাৎ আলোপয়ন্ সীতা-লক্ষ্মণ-সখঃ (সন্) দণ্ডকারণ্যং বিবেশ, সতাং মনঃ চ প্রত্যেকং (বিবেশ) ॥ ৯ ॥

তদ্‌বিয়োগার্ত্তঃ রাজা অপি স্বকর্ম্মজং শাপং স্মৃত্বা শরীর-ত্যাগমাত্রেণ শুদ্ধিলাভম্ (ঋষিবধ-প্রায়শ্চিত্তম্) অমন্যত (মৃতঃ) ॥ ১০ ॥

বিপ্রোষিতকুমারম্ অস্তমিতেশ্বরং (মৃত-ভূপতিকং) তৎ রাজ্যং রন্ধ্রান্বেষণ-দক্ষাণাং দ্বিষাম্ আমিষতাং যযৌ ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্যাভিষেকের কথা বলেন, তখন পিতৃভক্ত রামচন্দ্র, পিতা রাজ্যত্যাগ করিতেছেন—ভাবিয়া সজল-নয়নে, শুধু পিতার আদেশজ্ঞানে সিংহাসনগ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। এক্ষণে "তোমাকে বনে যাইতে হইবে" পিতার এই আদেশ তিনি প্রসন্ন-হৃদয়ে শিরোধারণ করিয়া লইলেন। বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না ॥ ৭ ॥

কিছুপূর্ব্বে রাম অভিষেকের জন্য ক্ষৌমবসন পরিধান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ছাড়িয়া বনগমনের উপযোগী বল্কল পরিধান করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মুখের কোনই ভাবান্তর ঘটিল না। তাঁহার এইরূপ অবিচলিত মুখ-কান্তি দর্শনে অযোধ্যাবাসিগণ একেবারে অবাক্ হইয়া গেল ॥ ৮ ॥

পিতা যাহাতে প্রতিশ্রুত বরদানরূপ সত্য হইতে ভ্রষ্ট না হন—তদুদ্দেশ্যে পিতৃভক্ত রাম সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত নীরবে বনে চলিয়া গেলেন। এই অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি দ্বারা রামচন্দ্র সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ সজ্জনগণের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ৯ ॥

পুত্র-বিয়োগ-দুঃখিত রাজা দশরথও স্বীয় দুষ্কার্য্যের ফলস্বরূপ অন্ধমুনির সেই অভিশাপ স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগের দ্বারা পূর্ব্বকৃত ঋষিপুত্রবধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন ॥ ১০ ॥

রাম-লক্ষ্মণ বনে চলিয়া গিয়াছেন, ভরত দীর্ঘকাল মাতামহালয়ে আছেন। রাজ্যেশ্বর দশরথও তনুত্যাগ করিলেন; সোনার অযোধ্যারাজ্য এখন ছিদ্রান্বেষী শত্রুকুলের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকেরই চেষ্টা হইল—কি উপায়ে কোসলরাজ্যটা হস্তগত করা যায় ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—রাম কাল রাজা হইবেন—বলিয়া অধিবাসদিবসীয় মঙ্গলক্ষৌমাদি ধারণ করিয়াছিলেন, আর আজ তিনি বনবাসোচিত বল্কল-বসন পরিধান করিলেন, কিন্তু এততেও তাঁহার কোনই ভাবান্তর ঘটিল না। অভ্যুদয়ে যেমন অতি-প্রসন্ন হন নাই, বনবাসী হইতে হইবে—এই বিপৎপাতেও তেমনি অতি-অপ্রসন্ন হইলেন না। রামের সমস্তই অদ্ভুত! কবি রাম-হৃদয়ের মনোজ্ঞতম অংশগুলি এই বনবাস উপলক্ষ্যে দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৭-১০ ॥

বিবরণ।—দণ্ডকারণ্য।—মহারাষ্ট্রপ্রদেশ এবং বর্ত্তমান নাগপুর—ব্যাপিয়া প্রাচীন বিশাল দণ্ডকারণ্য অবস্থিত ছিল। কিন্তু রামায়ণানুসারে দণ্ডকারণ্য বিন্ধ্য এবং শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগ। ইহারই এক অংশের নাম জনস্থান। (উত্তর কাণ্ড, অঃ ৮১, এবং উত্তর-চরিত, ২য় অঙ্ক।) আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, বুন্দেলখণ্ড হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত সমস্ত বনাকীর্ণ ভূভাগ দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত। (J. R. A. S. 1894 P. 242.) উত্তর-চরিতের ১ম অঙ্কে জনস্থানের পশ্চিমদিগবর্ত্তী ভূমিকেই দণ্ডকারণ্য বলা হইয়াছে। (N. L. D. P. 52.) ॥ ৯ ॥

অথানাথাঃ প্রকৃতয়ো মাতৃবন্ধুনিবাসিনম্ । মৌলৈরানায়য়ামাসুর্ভরতং স্তম্ভিতাশ্রুভিঃ ॥ ১২ ॥
শ্রুত্বা তথাবিধং মৃত্যুং কৈকেয়ীতনয়ঃ পিতুঃ । মাতুর্ন কেবলং স্বস্যাঃ শ্রিয়োঽপ্যাসীৎ পরাঙ্মুখঃ ॥১৩॥
স-সৈন্যশ্চান্বগাদ্রামং দর্শিতানাশ্রমালয়ৈঃ । তস্য পশ্যন্ স-সৌমিত্রেরুদশ্রুর্বসতিক্রমান্ ॥ ১৪ ॥
চিত্রকূটবনস্থং চ কথিত-স্বর্গতির্গুরোঃ লক্ষ্ম্যা নিমন্ত্রয়াঞ্চক্রে তমনুচ্ছিষ্ট-সম্পদা ॥ ১৫ ॥
স হি প্রথমজে তস্মিন্নকৃতশ্রী-পরিগ্রহে পরিবেত্তারমাত্মানং মেনে স্বীকরণাদ্ভুবঃ ॥ ১৬ ॥
তমশক্যমপাক্রষ্টুং নিদেশাৎ স্বর্গিণঃ পিতুঃ যযাচে পাদুকে পশ্চাৎ কর্ত্তুং রাজ্যাধি-দেবতে ॥১৭॥
স বিসৃষ্টস্তথেত্যুক্ত্বা ভ্রাত্রা নৈবাবিশৎ পুরীম্ । নন্দিগ্রাম-গতস্তস্য রাজ্যং ন্যাসমিবাভুনক্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—অথ অনাথাঃ প্রকৃতয়ঃ (অমাত্যাঃ) মাতৃবন্ধু-নিবাসিনং ভরতং স্তম্ভিতাশ্রুভিঃ (পিতৃমরণ-গোপন-কৃদ্ভিঃ) মৌলৈঃ (বিশ্বস্তৈঃ) আনায়য়ামাসুঃ ॥ ১২ ॥

কৈকেয়ীতনয়ঃ (ভরতঃ) পিতুঃ তথাবিধং মৃত্যুং শ্রুত্বা স্বস্যাঃ মাতুঃ কেবলং পরাঙ্মুখঃ ন, (কিন্তু) শ্রিয়ঃ অপি (পরাঙ্মুখঃ) আসীৎ ॥ ১৩ ॥

স-সৈন্যঃ (ভরতঃ) রামম্ অন্বগাচ্ছ। (কিং কুর্ব্বন্ ?) আশ্রমালয়ৈঃ (বনবাসিভিঃ) দর্শিতান্ স-সৌমিত্রেঃ তস্য (রামস্য) বসতিক্রমান্ পশ্যন্ উদশ্রুঃ (সন্)—॥ ১৪ ॥

চিত্রকূটবনস্থং তং (রামং) চ গুরোঃ কথিত-স্বর্গতিঃ (সন্) (ভরতঃ) অনুচ্ছিষ্ট-সম্পদা লক্ষ্ম্যা (করণেন) নিমন্ত্রয়াঞ্চক্রে ॥১৫॥

সঃ হি (ভরতঃ) প্রথমজে তস্মিন্ (রামে) অকৃত-শ্রী-পরিগ্রহে (সতি) ভুবঃ স্বীকরণাৎ আত্মানং পরিবেত্তারং মেনে ॥ ১৬ ॥

(ততঃ ভরতঃ) স্বর্গিণঃ পিতুঃ নিদেশাৎ অপাক্রষ্টুং (নিবর্ত্তয়িতুং) অশক্যং তং (রামং) পশ্চাৎ রাজ্যাধিদেবতে কর্ত্তুং পাদুকে যযাচে ॥ ১৭ ॥

সঃ (ভরতঃ) ভ্রাত্রা "তথা"—ইতি উক্ত্বা বিসৃষ্টঃ (সন্) পুরীং (অযোধ্যাং) ন অবিশৎ এব, (কিন্তু) নন্দিগ্রাম-গতঃ (সন্) তস্য (রামস্য) রাজ্যং ন্যাসম্ ইব অভুনক্ (অপালয়ৎ, ন তু উপভুক্তবান্ ; উপভোগার্থক-ভুজ-ধাতোঃ আত্মনেপদিত্বাৎ) ॥১৮॥

বঙ্গার্থ।—একান্ত নিরুপায় হইয়া প্রভুহীন অমাত্য-বৃন্দ নিতান্ত বিশ্বস্ত কতিপয় কর্ম্মচারী পাঠাইয়া মাতুলালয় হইতে ভরতকে অযোধ্যায় আনয়ন করিলেন। দশরথের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখিতে বলিয়া দিলেন ॥ ১২ ॥

ভরত আসিয়া পিতার সেই শোচনীয় মৃত্যুর বিবরণ শুনিয়া শুধু মাতা কৈকেয়ীর উপরই যে বিরক্ত হইলেন, তাহা নহে, রাজসিংহাসনেও তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মিল ॥ ১৩ ॥

কালবিলম্ব না করিয়া রামানুরক্ত ভরত সসৈন্যে রামের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। বনবাসিগণ তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে লাগিল—"এই স্থানে রাম বসিয়াছিলেন, এই স্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিলেন, এই পথে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন ;—" ভরত অশ্রুপ্লুত-নেত্রে রাম-লক্ষ্মণের বিশ্রাম-স্থল সেই সমুদয় বৃক্ষতল দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

ক্রমে ভরত গিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে রামকে ধরিলেন এবং পিতার মৃত্যু-সংবাদ নিবেদন করিলেন—আর কহিলেন—"রাজলক্ষ্মীকে কেহ স্পর্শ করে নাই, আপনার সিংহাসন আপনি গিয়া গ্রহণ করুন" ॥ ১৫ ॥

কেন না, জ্যেষ্ঠভ্রাতার পূর্ব্বে রাজলক্ষ্মীকে স্বীকার করায়, তাঁহাকে, পরিবেত্তার (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহকর্ত্তা কনিষ্ঠের) যে ঘোর পাতক হয়, সেই পাতক-গ্রস্ত হইতে হইবে ॥ ১৬ ॥

পিতার আদেশ হইতে রাম কিছুতেই যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না, তখন ভরত, রাজ-সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় স্থাপন করিবার নিমিত্ত রামের পাদুকাদ্বয় প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৭ ॥

"তথাস্তু" বলিয়া রামচন্দ্র পাদুকা অর্পণ করিলে ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু রামশূন্য অযোধ্যা-পুরীতে আর প্রবেশ করিলেন না। তিনি নন্দিগ্রামে থাকিয়া, রামেরই গচ্ছিত ধনস্বরূপ অযোধ্যারাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ভোগ আর করিলেন না ॥ ১৮ ॥

বিবরণ।—**চিত্রকূট**।—বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে পয়স্বিনী (PAISWNI .) বা মন্দাকিনী নদীর তটে অবস্থিত পর্ব্বতের নাম। জি, আই, পি, রেলের চিত্রকূট ষ্টেশন হইতে এই পর্ব্বত ৪ মাইল দূরে বর্ত্তমান ॥ ১৫ ॥

নন্দিগ্রাম।—বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশে ফয়জাবাদ জিলার নয় মাইল দক্ষিণে, "ভরতকুণ্ড" নামক স্থানের সমীপে "নন্দগাঁও" নামক স্থান। ভরত এই স্থানে থাকিয়াই চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। (রামা, অযো, অ ১১৫) ॥ ১৮ ॥

দৃঢ়-ভক্তিরিতি জ্যেষ্ঠে রাজ্য-তৃষ্ণা-পরাঙ্মুখঃ । মাতুঃ পাপস্য ভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ ॥ ১৯ ॥
রামোঽপি সহ বৈদেহ্যা বনে বন্যেন বর্ত্তয়ন্ । চচার সানুজঃ শান্তো বৃদ্ধেক্ষ্বাকুব্রতং যুবা ॥ ২০ ॥
প্রভাবস্তম্ভিতচ্ছায়মাশ্রিতঃ স বনস্পতিম্ । কদাচিদঙ্কে সীতায়াঃ শিশ্যে কিঞ্চিদিব শ্রমাৎ ॥২১॥
ঐন্দ্রিঃ কিল নখৈস্তস্যা বিদদার স্তনৌ দ্বিজঃ প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরোভাগ্যমিবাচরন্ ॥ ২২ ॥
তস্মিন্নাস্থদিষীকাস্ত্রং রামো রামাববোধিতঃ আত্মানং মুমুচে তস্মাদেকনেত্রব্যয়েন সঃ ॥ ২৩ ॥
রামস্ত্বাসন্নদেশত্বাদ্ ভরতাগমনং পুনঃ আশঙ্ক্যোৎসুক-সারঙ্গাং চিত্রকূট-স্থলীং জহৌ ॥ ২৪ ॥
প্রযযাবাতিথেয়েষু বসন্ ঋষিকুলেষু সঃ দক্ষিণাং দিশমৃক্ষেষু বার্ষিকেষ্বিব ভাস্করঃ ॥ ২৫ ॥
বভৌ তমনুগচ্ছন্তী বিদেহাধিপতেঃ সুতা প্রতিষিদ্ধাপি কৈকেয্যা লক্ষ্মীরিব গুণোন্মুখী ॥২৬ ॥

অন্বয়।—জ্যেষ্ঠে দৃঢ়-ভক্তিঃ রাজ্য তৃষ্ণা-পরাঙ্মুখঃ ভরতঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তানুষ্ঠানেন) মাতুঃ পাপস্য প্রায়শ্চিত্তম্ অকরোৎ ইব। ১৯ ॥

সানুজঃ শান্তঃ রামঃ অপি বৈদেহ্যা সহ বনে বন্যেন (ফল-মূলাদিনা) বর্ত্তয়ন্, যুবা (সন্ অপি) বৃদ্ধেক্ষ্বাকুব্রতং চচার ॥ ২০ ॥

সঃ (রামঃ) কদাচিৎ প্রভাব-স্তিমিত-চ্ছায়ং বনস্পতিম্ আশ্রিতঃ (সন্) কিঞ্চিৎ শ্রমাৎ ইব সীতায়াঃ অঙ্কে শিশ্যে ॥ ২১ ॥

ঐন্দ্রিঃ (ইন্দ্রস্য পুত্রঃ) দ্বিজঃ (পক্ষী কাকঃ) তস্যাঃ (সীতায়াঃ) স্তনৌ প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরোভাগ্যম্ আচরন্ ইব নখৈঃ বিদদার কিল ॥ ২২ ॥

রামাববোধিতঃ রামঃ তস্মিন্ ইষীকাস্ত্রম্ আস্থৎ (অস্যতি স্ম) সঃ (কাকঃ) একনেত্রব্যয়েন তস্মাৎ (অস্ত্রাৎ) আত্মানং মুমুচে ॥ ২৩ ॥

রামঃ তু আসন্নদেশত্বাৎ পুনঃ ভরতাগমনম্ আশঙ্ক্য উৎসুক-সারঙ্গাং চিত্রকূট-স্থলীং জহৌ ॥ ২৪ ॥

সঃ (রামঃ) আতিথেয়েষু ঋষিকুলেষু বার্ষিকেষু ঋক্ষেষু (নক্ষত্রেষু রাশিষু বা) ভাস্করঃ ইব, বসন্ দক্ষিণাং দিশং প্রযযৌ ॥ ২৫ ॥

তম্ (রামম্) অনুগচ্ছন্তী বিদেহাধিপতেঃ সুতা (সীতা) কৈকেয্যা প্রতিষিদ্ধা অপি গুণোন্মুখী লক্ষ্মীঃ (রাজলক্ষ্মীঃ) ইব বভৌ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের উপর ভরতের [illegible] ভক্তি ছিল, তাই রামহীন রাজ্যে তাঁহার বিন্দু মাত্রও স্পৃহা রহিল না। ভরত যেন রাজ্যে এই নিস্পৃহভাবের দ্বারা জননী কৈকেয়ীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন ॥ ১৯ ॥

শান্তস্বভাব রামও সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত বনে বনে বিচরণপূর্ব্বক ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন। যৌবনেই বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের বনচরব্রত গ্রহণ করিলেন ॥ ২০ ॥

একদিন রাম শ্রমভরে বুঝি একটু ক্লান্ত হইয়াই প্রভাব-বলে এক বিশাল বনস্পতির ছায়া স্তিমিত অর্থাৎ নিশ্চল করিয়া, সেই তরুতলে সীতার অঙ্কে মস্তক স্থাপন-পূর্ব্বক ঘুমাইতেছিলেন ;—॥ ২১ ॥

এমন সময়ে একটা কাক আসিয়া হঠাৎ জানকীর স্তন-দ্বয় নখের দ্বারা আঁচড়াইয়া দিল। যেন রামের উপভোগ-চিহ্ন সে সহিতে পারিল না ॥ ২২ ॥

জানকীও তৎক্ষণাৎ রামকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, রাম একটি কাশকাণ্ডের বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কেন না, তুচ্ছ কাকের পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত। কিন্তু বিপন্ন কাক তখন চিরদিনের মত নিজের একটি চক্ষুদানে সেই অমোঘ বাণের শক্তিরক্ষা-পূর্ব্বক প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া গেল ॥ ২৩ ॥

পাছে ভরত আবার আসিয়া পড়েন,—এই আশঙ্কায় রামচন্দ্র অযোধ্যার অনতিদূরবর্ত্তী সেই চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তত্রত্য মৃগগণ তাঁহাদের বিরহে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল ॥ ২৪ ॥

ভাস্কর যেমন বর্ষাকালীন গ্রহনক্ষত্রাদিতে সংক্রমণ-পূর্ব্বক, ক্রমে দক্ষিণ দিকে গমন করেন, রামও তদ্রূপ অতিথি-সৎকারপরায়ণ ঋষিদিগের আশ্রমে বিশ্রাম করিতে করিতে ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

জনকনন্দিনী সীতা রামের অনুগামিনী হওয়ায় মনে হইল, যেন কৈকেয়ীকর্ত্তৃক প্রতিষিদ্ধা হইয়াও রামের [illegible] অযোধ্যার রাজ-লক্ষ্মী তাঁহার [illegible] পশ্চাৎ চলিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

অনসূয়াতিসৃষ্টেন পুণ্যগন্ধেন কাননম্ । সা চকারাঙ্গরাগেণ পুষ্পোচ্চলিতষট্পদম্ ॥ ২৭ ॥
সন্ধ্যাভ্রকপিশস্তস্য বিরাধো নাম রাক্ষসঃ । অতিষ্ঠন্মার্গমাবৃত্য রামস্যেন্দোরিব গ্রহঃ ॥ ২৮ ॥
স জহার তয়োর্মধ্যে মৈথিলীং লোকশোষণঃ । নভো-নভস্যয়োর্বৃষ্টিমবগ্রহ ইবান্তরে ॥ ২৯ ॥
তং বিনিষ্পিষ্য কাকুৎস্থৌ পুরা দূষয়তি স্থলীম্ । গন্ধেনাশুচিনা চেতি বসুধায়াং নিচখ্নতুঃ ॥ ৩০ ॥
পঞ্চবট্যাং ততো রামঃ শাসনাৎ কুম্ভজন্মনঃ । অনপোঢ়স্থিতিস্তস্থৌ বিন্ধ্যাদ্রিঃ প্রকৃতাবিব ॥ ৩১

অন্বয়।—সা (সীতা) অনসূয়াতিসৃষ্টেন পুণ্যগন্ধেন অঙ্গরাগেণ কাননং পুষ্পোচ্চলিত-ষট্পদং চকার ॥ ২৭ ॥

সন্ধ্যাভ্রকপিশঃ বিরাধঃ নাম রাক্ষসঃ গ্রহঃ ইন্দোঃ ইব তস্য রামস্য মার্গম্ অবৃত্য অতিষ্ঠৎ ॥ ২৮ ॥

লোক-শোষণঃ সঃ (রাক্ষসঃ) তয়োঃ (রাম-লক্ষ্মণয়োঃ) মধ্যে মৈথিলীং নভোনভস্যয়োঃ (শ্রাবণ-ভাদ্রপদয়োঃ) অন্তরে বৃষ্টিম্ অবগ্রহঃ (বর্ষপ্রতিবন্ধঃ) ইব জহার ॥ ২৯ ॥

কাকুৎস্থৌ (রাম-লক্ষ্মণৌ) তং (বিরাধং) বিনিষ্পিষ্য অশুচিনা গন্ধেন স্থলীং পুরা দূষয়তি—ইতি (হেতোঃ) বসুধায়াং নিচখ্নতুঃ চ ॥ ৩০ ॥

ততঃ রামঃ কুম্ভজন্মনঃ শাসনাৎ পঞ্চবট্যাং বিন্ধ্যাদ্রিঃ প্রকৃতৌ ইব অনপোঢ়স্থিতিঃ (সন্) তস্থৌ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—পথিমধ্যে অত্রিপত্নী দেবী অনসূয়া সীতার অঙ্গরাগ করিয়া দিলেন। জানকীদেহের সেই পবিত্র সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, বনের প্রফুল্ল কুসুম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রমরকুল তাঁহার দিকে ছুটিল ॥ ২৭ ॥

রাম সীতা লক্ষ্মণ চলিয়াছেন, এমন সময়ে, রাহু যেমন চন্দ্রের পথ অবরোধ করে, তদ্রূপ, সান্ধ্যমেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ বিরাধ-নামক রাক্ষস আসিয়া তাঁহাদের বনপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল ॥ ২৮ ॥

অবগ্রহ অর্থাৎ জগতের পরম অমঙ্গল বর্ষণ-প্রতিবন্ধ যেমন শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের মধ্যবর্ত্তিনী বৃষ্টিকে হরণ করে, তদ্রূপ, সেই লোক-নাশক বিরাধ রাক্ষস অকস্মাৎ রাম এবং লক্ষ্মণের মধ্যবর্ত্তিনী সীতাকে হরণ করিল ॥ ২৯ ॥

ককুৎস্থ-কুলপ্রদীপ রাম-লক্ষ্মণ কালবিলম্ব না করিয়া সেই পাপিষ্ঠ রাক্ষসকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিলেন এবং উহার দেহ-গন্ধে পবিত্র বনভূমি কলুষিত হইবে ভাবিয়া, রাক্ষসের শবদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশে পূজ্যানুরক্ত রামচন্দ্র কিছু দিনের জন্য পঞ্চবটীবনে অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন। ঠিক এইরূপই, এক দিন—ক্রম-বর্দ্ধন-শীল বিন্ধ্য-পর্ব্বত, এই অগস্ত্যের অনুজ্ঞায় বর্দ্ধন-বিরত হইয়া পূর্ব্ববৎ খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।—বিরাধ রাক্ষস রামলক্ষ্মণের মধ্যবর্ত্তিনী সীতাকে হঠাৎ হরণ করিল। তাঁহারা দুই ভাই স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এরূপ একটা ব্যাপার ঘটিতেই পারে। কিন্তু ঘটিয়া বসিল। সীতাহরণরূপ রাবণ-কুল-নাশক যজ্ঞ এই আরব্ধ হইল এবং এই প্রথম আহুতি তাহাতে পড়িল। রাবণকর্ত্তৃক সীতার পুনরায় হরণে সেই যজ্ঞের পূর্ণত্ব এবং রাবণের জীবনরূপ হবিঃ দ্বারা তাহার পূর্ণাহুতি হইবে। রাবণকৃত সীতাহরণ এবং তাহার পরিণাম প্রভৃতির বিরাট্ ও রোমাঞ্চকর আলেখ্যের প্রতীকস্বরূপ (মিনিয়েচার) এই ক্ষুদ্র চিত্র প্রদর্শিত করিয়া, কবি, পাঠকদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন, দৃঢ় হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

কবিগুরু বাল্মীকি, রামের এই বনগমনস্থলে শোকের যে অপ্রতিম চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। সীতা অনুগামিনী হইবার জন্য রামচন্দ্রকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা এতই করুণ যে, পাঠ করাও যায় না। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অযোধ্যা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, তাঁহাদের অনুগামী প্রজাবৃন্দ রোদন করিতে করিতে রামশূন্য অযোধ্যায় যখন ফিরিয়া আসিল, তখনকার চিত্র দর্শন করিলে পাষাণও বিগলিত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বুঝি শতধা ফাটিয়া যায়!—কালিদাস দেখিলেন যে,—না,—বাল্মীকিবর্ণিত ঐ সকল অনুপম চিত্রের আর পুনশ্চিত্রণের আবশ্যকতা নাই, আর—উহা অসম্ভবও বটে, তাই তিনি দুই তিনটি শ্লোকেই আদি কবির বহু-অধ্যায়-বিবৃত ঘটনাবলী বলিয়া গেলেন। বাল্মীকির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলেন না।—রঘুবংশের এই দ্বাদশ সর্গের ১ম হইতে একাদশ শ্লোকের মধ্যে, কালিদাস, বাল্মীকি রামায়ণের সম্পূর্ণ অযোধ্যাকাণ্ডের এক শত উনিশটি অধ্যায় এবং অরণ্যকাণ্ডের প্রথম হইতে [illegible] অধ্যায়ের বৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলিয়া দিলেন। কালিদাস সর্ব্বলোক-রঞ্জন রামায়ণ লিখিতে বসেন নাই, তিনি কেবল [illegible] কাব্য লিখিতে [illegible] ২৯ ॥

রাবণাবরজা তত্র রাঘবং মদনাতুরা। অভিপেদে নিদাঘার্ত্তা ব্যালীব মলয়দ্রুমম্ ॥ ৩২ ॥
সা সীতা-সন্নিধাবেব তং বব্রে কথিতান্বয়া। অত্যারূঢ়ো হি নারীণামকালজ্ঞো মনোভবঃ ॥ ৩৩ ॥
কলত্রবানহং বালে কনীয়াংসং ভজস্ব মে। ইতি রামো বৃষস্যন্তীং বৃষস্কন্ধঃ শশাস তাম্ ॥ ৩৪ ॥
জ্যেষ্ঠাভিগমনাৎ পূর্ব্বং তেনাপ্যনভিনন্দিতা। সাভূদ্রামাশ্রয়া ভূয়ো নদীবোভয়কূলভাক্ ॥ ৩৫ ॥
সংরম্ভং মৈথিলীহাসঃ ক্ষণ-সৌম্যাং নিনায় তাম্। নিবাতস্তিমিতাং বেলাং চন্দ্রোদয় ইবোদধেঃ ॥ ৩৬ ॥
ফলমস্যোপহাসস্য সদ্যঃ প্রাপ্স্যসি পশ্য মাম্। মৃগ্যাঃ পরিভবো ব্যাঘ্র্যামিত্যবেহি ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং ভর্ত্তুরঙ্কে নিবিশতীং ভয়াৎ। রূপং শূর্পণখা নাম্নঃ সদৃশং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—তত্র (পঞ্চবট্যাং) মদনাতুরা রাবণাবরজা (শূর্পণখা) রাঘবং নিদাঘার্ত্তা ব্যালী (ভুজঙ্গী) মলয়দ্রুমম্ ইব অভিপেদে ॥ ৩২ ॥

সা সীতা-সন্নিধৌ এব কথিতান্বয়া (সতী) তং (রামং) বব্রে। (যস্মাৎ হি) অত্যারূঢ়ঃ নারীণাং মনোভবঃ অকালজ্ঞঃ হি ॥ ৩৩ ॥

বৃষস্কন্ধঃ রামঃ বৃষস্যন্তীং (কামুকীং) তাং "হে বালে! অহং কলত্রবান, মে কনীয়াংসং ভজস্ব"—ইতি শশাস (উপদিদেশ) ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্বং জ্যেষ্ঠাভিগমনাৎ তেন (লক্ষ্মণেন) অপি অনভিনন্দিতা ভূয়ঃ রামাশ্রয়া সা (রাক্ষসী) উভয়কূলভাক্ নদী ইব অভূৎ ॥ ৩৫ ॥

মৈথিলীহাসঃ ক্ষণসৌম্যাং তাং (রাক্ষসীং) নিবাত-স্তিমিতাম্ উদধেঃ বেলাং চন্দ্রোদয়ঃ ইব সংরম্ভং নিনায় ॥ ৩৬ ॥

"অস্য উপহাসস্য ফলং সদ্যঃ প্রাপ্স্যসি, মাং পশ্য। ত্বয়া কৃতং (ইদং উপহাসরূপং কর্ম্ম) ব্যাঘ্র্যাং (বিষয়ে) মৃগ্যাঃ পরিভবঃ ইতি অবেহি।"—॥ ৩৭ ॥

ভয়াৎ ভর্ত্তুঃ অঙ্কে নিবিশতীং মৈথিলীম্ ইতি উক্ত্বা শূর্পণখা নাম্নঃ সদৃশং রূপং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—গ্রীষ্মের প্রখর তাপে পীড়িত হইয়া কালভুজঙ্গী যেমন চন্দনতরুকে গিয়া আশ্রয় করে, তদ্রূপ তথায়, রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী কাম-শরে একান্ত পীড়িত হইয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইল ॥ ৩২ ॥

রামরূপ-দর্শনে দিগ বিদিগ্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া রাক্ষসী সীতার সম্মুখেই নিজের বংশ-পরিচয়াদি প্রদান-পূর্ব্বক মনোভাব ব্যক্ত করিল। কামিনীর মদন-সন্তাপ যখন বাড়িয়া উঠে, তখন আর তাহার কালাকাল বা পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না ॥ ৩৩ ॥

বৃষস্কন্ধ রাম আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি সেই কামার্ত্তা রাক্ষসীকে কহিলেন,—"লক্ষ্মি! আমার পত্নী বিদ্যমান, আমি নিরুপায়, তুমি এক কাজ কর, ঐ আমার ছোট ভাইকে গিয়া ভজনা কর" ॥ ৩৪ ॥

শূর্পণখা অমনি ছুটিয়া রূপসিন্ধু লক্ষ্মণের নিকটে গেল। লক্ষ্মণও কহিলেন,—"তোমার দোষেই সব মাটি হইল, তুমি প্রথমেই আমার দাদার নিকটে যাওয়ায়, ছোট ভাই আমি আর তোমাকে কি করিয়া গ্রহণ করিব?" তখন নিশাচরী উভয়তট-প্লাবিনী প্রবাহিণীর ন্যায় ছুটিয়া আবার গিয়া রামের নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৩৫ ॥

এইবার জানকী হাসিয়া ফেলিলেন। সেই হাসিতে রাক্ষসীর আর ক্রোধের সীমা রহিল না। সিন্ধুর নিবাত-শান্ত বেলা-ভূমি চন্দ্রোদয়ে যেরূপ উচ্ছল হইয়া উঠে, মায়াবলে সৌম্যমূর্ত্তি-ধারিণী সেই রাক্ষসীও তদ্রূপ সীতার পরিহাসে একেবারে উগ্রচণ্ডা হইয়া উঠিল ॥ ৩৬ ॥

"এই পরিহাসের ফল তোকে অচিরাৎ ভোগ করিতে হইবে, এই ছাখ,—আমি কে—আমার পক্ষে তোর উপহাস,—ব্যাঘ্রীর পক্ষে মৃগীর উপহাসের তুল্য, তা জানিস্?—মনে রাখিস্,"—এই কথা সীতাকে বলিয়াই শূর্পণখা নিজের অদ্ভুত নামের অনুরূপ ভীষণ রাক্ষসীরূপ ধারণ করিল। তদ্দর্শনে ভয়-কম্পিতা সীতা সীতানাথের অঙ্কে লুক্কায়িত হইলেন ॥ ৩৭-৩৮ ॥

বিবরণ।—পঞ্চবটী।—গোদাবরীতটে বর্ত্তমান "নাসিক" নামক স্থান। সতীর নাসিকা এই স্থানে পতিত হওয়ায় ইহার উক্তরূপ নাম হয়। শূর্পণখার নাসিকাও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক এই স্থানে কর্ত্তিত হয়। এই দুই নাসিকার ব্যাপারে প্রাচীন পঞ্চবটীর "নাসিক" নাম হইয়া থাকিবে। (N. L. D. p. 147.) এই স্থান হইতেই সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যায় ॥ ৩১ ॥

স প্রথমং কোকিলামঞ্জুবাদিনীম্ ।	শিবাঘোরস্বনাং পশ্চাদ্ বুবুধে বিকৃতেতি তাম্ ॥ ৩৯ ॥
পর্ণশালামথ ক্ষিপ্রং বিকৃষ্টাসিঃ প্রবিশ্য সঃ ।	বৈরূপ্য-পৌনরুক্ত্যেন ভীষণাং তামযোজয়ৎ ॥ ৪০ ॥
সা বক্র-নখধারিণ্যা বেণু-কর্কশ-পর্ব্বয়া ।	অঙ্কুশাকারয়াঙ্গুল্যা তাবতর্জ্জয়দম্বরে ॥ ৪১ ॥
প্রাপ্য চাশু জনস্থানং খরাদিভ্যস্তথাবিধম্ ।	রামোপক্রমমাচখ্যৌ রক্ষঃ-পরিভবং নবম্ ॥ ৪২ ॥
মুখাবয়বলূনাং তাং নৈঋর্তা যৎ পুরো দধুঃ ।	রামাভিযায়িনাং তেষাং তদেবাভূদমঙ্গলম্ ॥ ৪৩ ॥
উদায়ুধানাপততস্তান্ দৃপ্তান্ প্রেক্ষ্য রাঘবঃ ।	নিদধে বিজয়াশংসাং চাপে সীতাং চ লক্ষ্মণে ॥ ৪৪ ॥
একো দাশরথিঃ কামং যাতুধানাঃ সহস্রশঃ ।	তে তু যাবন্ত এবাজৌ তাবাংশ্চ দদৃশে স তৈঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়।—লক্ষ্মণঃ প্রথমং কোকিলামঞ্জুবাদিনীং পশ্চাৎ শিবাঘোর-স্বনাং তাং শ্রুত্বা—বিকৃতা—ইতি বুবুধে ॥ ৩৯ ॥

অথ সঃ (লক্ষ্মণঃ) ক্ষিপ্রং পর্ণশালাং প্রবিশ্য বিকৃষ্টাসিঃ (সন্) ভীষণাং তাং (রাক্ষসীং) বৈরূপ্য-পৌনরুক্ত্যেন অযোজয়ৎ ॥ ৪০ ॥

সা (সূর্পণখা) বক্রনখ-ধারিণ্যা বেণু-কর্কশ-পর্ব্বয়া অঙ্কুশাকারয়া অঙ্গুল্যা তৌ (রাঘবৌ) অম্বরে (স্থিতা সতী) অতর্জ্জয়ৎ ॥ ৪১ ॥

(সা) আশু জনস্থানং প্রাপ্য খরাদিভ্যঃ তথাবিধং রামোপক্রমং (রামেণ প্রথমং আরব্ধং) নবং রক্ষঃ-পরিভবম্ আচখ্যৌ চ ॥ ৪২ ॥

নৈঋর্তাঃ মুখাবয়বলূনাং তাং পুরঃ দধুঃ—(ইতি) যৎ, তৎ এব রামাভিযায়িনাং তেষাম্ অমঙ্গলম্ অভূৎ ॥ ৪৩ ॥

উদায়ুধান্ আপততঃ দৃপ্তান্ তান্ (খরাদীন্) প্রেক্ষ্য রাঘবঃ চাপে বিজয়াশংসাং, লক্ষ্মণে সীতাং চ নিদধে ॥ ৪৪ ॥

দাশরথিঃ (রামঃ) একঃ, যাতুধানাঃ সহস্রশঃ (সন্তি ইতি শেষঃ)। তু (কিন্তু) সঃ (রামঃ), আজৌ তে (যাতুধানাঃ) যাবন্তঃ, তাবান্ (তাবৎ-সংখ্যাকঃ) চ তৈঃ (যাতুধানৈঃ) দদৃশে ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ—লক্ষ্মণ ত দেখিয়াই অবাক। কিছু পূর্ব্বে যাহার স্বর কোকিলার স্বরের ন্যায় মধুর ছিল, এখন তাহার স্বর শৃগালীর স্বর অপেক্ষাও বিকট। এতক্ষণে লক্ষ্মণ বুঝিলেন যে, এ একটা ঘোর মায়াবিনী ॥ ৩৯ ॥

লক্ষ্মণ অমনি পর্ণশালায় প্রবেশপূর্ব্বক নিষ্কোষিত ও নাসাকর্ণচ্ছেদন করিয়া সেই ভয়ঙ্করী নিশাচরীকে আরও ভীষণ-তরা করিয়া দিলেন ॥ ৪০ ॥

তখন সূর্পণখা শূন্যে উঠিয়া রাম-লক্ষ্মণকে নানারূপ তর্জ্জন-গর্জ্জনে শাসাইতে লাগিল। তাহার তখনকার আকৃতি অতি ভীষণ, হস্তের নখগুলি দীর্ঘ এবং কুটিল, কর-পর্ব্বগুলি বংশ-দণ্ডের গ্রন্থির ন্যায় কর্কশ এবং অঙ্গুলিগুলির আকার অঙ্কুশের ন্যায় ॥ ৪১ ॥

রাক্ষসী তখনই জনস্থান-নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া খর-দূষণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে মানবকৃত সেই ভয়ঙ্কর অপমানের বিষয় বিবৃত করিয়া কহিল,—"রামের এই স্পর্দ্ধা-পূর্ণ কার্য্য রাক্ষসকুলের এই প্রথম এবং নূতন পরাজয়; ইতিপূর্ব্বে কেহ আর এরূপ করিতে সাহসী হয় নাই" ॥ ৪২ ॥

সমস্ত অবগত হইয়া রাক্ষসগণ তৎক্ষণাৎ রামের বিরুদ্ধে অভিযান করিল, নাসাকর্ণ-বিহীন রাক্ষসী সূর্পণখা মূর্ত্তিমান অমঙ্গলের ন্যায় তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল ॥ ৪৩ ॥

রাম দেখিলেন,—বল-গর্ব্বিত রাক্ষসবৃন্দ আয়ুধ উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তিনিও অমনি লক্ষ্মণের নিকট সীতাকে রাখিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন যে,—বিজয় নিশ্চিত ॥ ৪৪ ॥

রাম একা, কিন্তু রাক্ষসরা হাজার হাজার; তাহা হইলেও তাহারা দেখিল যে, যতগুলি রাক্ষস, তাহাদের প্রত্যেকের সমক্ষেই যেন এক এক জন রাম ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য।—যাত্রাকালে অমঙ্গলদর্শন ঘোর বিপদের পূর্ব্বাভাস। রাক্ষসদিগের এ যাত্রার ভীষণ পরিণাম সূচিত হইল ॥ ৪৩ ॥

বিবরণ।—**জনস্থান**—আরাঙ্গাবাদ জিলা এবং কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বিশাল ভূভাগের প্রাচীন নাম। জনস্থান দণ্ডকারণ্যেরই অংশবিশেষ। পঞ্চবটী বা নাসিকও এই জনস্থানেরই অন্তঃপাতী ছিল ॥ ৪২ ॥

অসজ্জনেন কাকুৎস্থঃ প্রযুক্তমথ দূষণম্ । ন চক্ষমে শুভাচারঃ স দূষণমিবাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥
তং শরৈঃ প্রতিজগ্রাহ খরত্রিশিরসৌ চ সঃ । ক্রমশস্তে পুনস্তস্য চাপাৎ সমমিবোদ্যযুঃ ॥ ৪৭ ॥
তৈস্ত্রয়াণাং শিতৈর্বাণৈর্যথাপূর্ববিশুদ্ধিভিঃ । আয়ুর্দেহাতিগৈঃ পীতং রুধিরং তু পতত্রিভিঃ ॥৪৮॥
তস্মিন্ রামশরোৎকৃত্তে বলে মহতি রক্ষসাম্ । উত্থিতং দদৃশেঽন্যচ্চ কবন্ধেভ্যো ন কিঞ্চন ॥ ৪৯ ॥
সা বাণবর্ষিণং রামং যোধয়িত্বা সুরদ্বিষাম্ । অপ্রবোধায় সুষ্বাপ গৃধ্রচ্ছায়ে বরূথিনী ॥ ৫০ ॥
রাঘবাস্ত্রবিদীর্ণানাং রাবণং প্রতি রক্ষসাম্ । তেষাং শূর্পণখৈবৈকা দুষ্প্রবৃত্তি-হরাঽভবৎ ॥ ৫১ ॥
নিগ্রহাৎ স্বসুরাপ্তানাং বধাচ্চ ধনদানুজঃ । রামেণ নিহিতং মেনে পদং দশসু মূর্দ্ধসু ॥ ৫২ ॥

অন্বয়।—অথ শুভাচারঃ সঃ কাকুৎস্থঃ অসজ্জনেন প্রযুক্তং দূষণম্ (তদাখ্যং রাক্ষসম্) আত্মনঃ দূষণম্ ইব ন চক্ষমে ॥ ৪৬ ॥

সঃ (রামঃ) তং (দূষণং) খরত্রিশিরসৌ চ শরৈঃ প্রতিজগ্রাহ। ক্রমশঃ (প্রযুক্তাঃ অপি) তস্য (রামস্য) তে (শরাঃ) পুনঃ চাপাৎ সমম্ ইব উদ্ যযুঃ ॥ ৪৭ ॥

দেহাতিগৈঃ যথাপূর্ববিশুদ্ধিভিঃ শিতৈঃ তৈঃ বাণৈঃ ত্রয়াণাং (খরাদীনাং) আয়ুঃ পীতং, রুধিরং তু পতত্রিভিঃ (পীতম্) ॥ ৪৮ ॥

তস্মিন্ রাম-শরোৎকৃত্তে রক্ষসাং মহতি বলে উত্থিতং কবন্ধেভ্যঃ অন্যৎ চ কিঞ্চন ন দদৃশে ॥ ৪৯ ॥

সা সুরদ্বিষাং বরূথিনী বাণবর্ষিণং রামং যোধয়িত্বা গৃধ্রচ্ছায়ে অপ্রবোধায় সুষ্বাপ ॥ ৫০ ॥

একা শূর্পণখা এব রাবণং প্রতি রাঘবাস্ত্রবিদীর্ণানাং তেষাং রক্ষসাং দুষ্প্রবৃত্তিহরা (মৃত্যু-সংবাদ-হারিণী) অভবৎ ॥ ৫১ ॥

স্বসুঃ নিগ্রহাৎ আপ্তানাং বধাৎ চ (কারণাৎ) ধনদানুজঃ (রাবণঃ) রামেণ দশসু মূর্দ্ধসু পদং নিহিতং মেনে ॥ ৫২ ॥

বঙ্গার্থ।—কোন অসৎলোকেও যদি কোন শুদ্ধাচার ব্যক্তির দোষ দেখাইয়া দেয়, তবে তখনই তিনি যেমন সেই আত্ম-দোষের প্রক্ষালন করেন, তদ্রূপ বিশুদ্ধ-প্রকৃতি রাম রাক্ষস-প্রেরিত দূষণ-নামক রাক্ষসকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিলেন ॥ ৪৬ ॥

দূষণকে নিহত করিয়াই রামচন্দ্র খর এবং ত্রিশিরাঃ নামক রাক্ষসদ্বয়কে বাণাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন। তিনি এতই ক্ষিপ্রতার সহিত শরক্ষেপ করিতেছিলেন যে, মনে হইল, যেন এক সময়েই সেই রাশি রাশি বাণ ধনু হইতে নির্গত হইতেছিল ॥ ৪৭ ॥

রামের বাণ এতই দ্রুতবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহা রাক্ষসদের দেহ ভেদ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্রও শোণিত স্পর্শ করিল না। রামের বাণাবলী রাক্ষসদিগের আয়ুঃ পান করিল, আর তাহাদের শোণিতরাশি শকুনাদি পক্ষিগণ কর্ত্তৃক পীত হইল ॥ ৪৮ ॥

রাক্ষসদিগের সেই অসংখ্য সেনা রামের শরে এমনই নির্ম্মূল হইয়াছিল যে, রণক্ষেত্রে মস্তক-হীন চঞ্চল কবন্ধের ভৌতিকদেহ ছাড়া আর কিছুই পরিদৃষ্ট হইল না ॥ ৪৯ ॥

সেই বিপুল রাক্ষস-বাহিনী শরবর্ষী রামের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণস্থলে মহানিদ্রায় অভিভূত হইল। পিশিত-লোলুপ গৃধ্রাদি পক্ষীরা সেই গতপ্রাণ-সেনার শবদেহের উপর আসিয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া বসিল ॥ ৫০ ॥

রাঘবের অস্ত্রে রাক্ষসগণ বিদীর্ণ হইয়াছে, এই ঘোর দুঃসংবাদ রাবণের নিকট বহিয়া লইয়া যাইবার জন্যই বুঝি কুলনাশিনী শূর্পণখা একাকিনী জীবিত ছিল। সে গিয়া রক্ষোরাজকে সমস্ত বিবৃত করিল ॥ ৫১ ॥

ভগিনী শূর্পণখার অঙ্গচ্ছেদ এবং খর-দূষণ প্রভৃতি আত্মীয়গণের বধব্যাপারে রাক্ষস-রাজ রাবণের মনে হইল, যেন মনুষ্য রাম তাঁহার দশটি মস্তকেই যুগপৎ পদাঘাত করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকের প্রকৃত বিষয়ের বর্ণনা পাঠকালে, আর একটি অপ্রকৃত বিষয়ের ছায়াচিত্র মনে জাগিয়া উঠে। ব্যঙ্গের দ্বারা কবি দেখাইতেছেন যে, যেমন কোন সুরত-শ্রান্তা শিথিলাঙ্গী কামিনী তাহার কাম-সমরবিরত বল্লভের বক্ষে অলস-হৃদয়ে ঘুমাইয়া পড়ে, সেনারাও সেইরূপ ঘুমাইয়া পড়িল ॥ ৫০ ॥

রক্ষসা মৃগরূপেণ বঞ্চয়িত্বা স রাঘবৌ
জহার সীতাং পক্ষীন্দ্র-প্রয়াস-ক্ষণবিঘ্নিতঃ ॥ ৫৩ ॥
তৌ সীতান্বেষিণৌ গৃধ্রং লূনপক্ষমপশ্যতাম্
প্রাণৈর্দশরথপ্রীতেরনৃণং কণ্ঠবর্ত্তিভিঃ ॥ ৫৪ ॥
স রাবণহৃতাং তাভ্যাং বচসাচষ্ট মৈথিলীম্
আত্মনঃ সুমহৎ কর্ম্ম ব্রণৈরাবেদ্য সংস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥
তয়োস্তস্মিন্নবীভূত-পিতৃব্যাপত্তি-শোকয়োঃ
পিতরীবাগ্নিসংস্কারাৎ পরা ববৃতিরে ক্রিয়াঃ ॥৫৬ ॥
বধনির্ধূত-শাপস্য কবন্ধস্যোপদেশতঃ
মুমূর্চ্ছ সখ্যং রামস্য সমানব্যসনে হরৌ ॥ ৫৭ ॥
স হত্বা বালিনং বীরস্তৎপদে চিরকাঙ্ক্ষিতে
ধাতোঃ-স্থান ইবাদেশং সুগ্রীবং সংন্যবেশয়ৎ ॥৫৮॥
ইতস্ততশ্চ বৈদেহীমন্বেষ্টুং ভর্ত্তৃচোদিতাঃ
কপয়শ্চেরুরার্ত্তস্য রামস্যেব মনোরথাঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়।—সঃ (রাবণঃ) মৃগরূপেণ রক্ষসা রাঘবৌ বঞ্চয়িত্বা পক্ষীন্দ্র-প্রয়াস-ক্ষণ-বিঘ্নিতঃ (সন্) সীতাং জহার ॥ ৫৩ ॥

সীতান্বেষিণৌ তৌ (রাঘবৌ) লূনপক্ষং কণ্ঠবর্ত্তিভিঃ প্রাণৈঃ দশরথ-প্রীতেঃ অনৃণং গৃধ্রং (জটায়ুষং) অপশ্যতাম্ ॥ ৫৪ ॥

সঃ (জটায়ুঃ) রাবণ-হৃতাং মৈথিলীং তাভ্যাং (রাম-লক্ষ্মণাভ্যাং) বচসা আচষ্ট। আত্মনঃ সুমহৎ কর্ম্ম ব্রণৈঃ আবেদ্য সংস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥

নবীভূতপিতৃব্যাপত্তি-শোকয়োঃ তয়োঃ (রাঘবয়োঃ) তস্মিন্ (গৃধ্রে) পিতরি ইব অগ্নি-সংস্কারাৎ পরাঃ ক্রিয়াঃ ববৃতিরে ॥ ৫৬ ॥

বধনির্ধূত-শাপস্য কবন্ধস্য উপদেশতঃ রামস্য সমান-ব্যসনে হরৌ (কপৌ সুগ্রীবে) সখ্যং মুমূর্চ্ছ ॥ ৫৭ ॥

বীরঃ সঃ (রামঃ) বালিনং হত্বা চিরকাঙ্ক্ষিতে তৎ-পদে ধাতোঃ স্থানে আদেশম্ ইব সুগ্রীবং সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৫৮ ॥

বৈদেহীম্ অন্বেষ্টুং ভর্ত্তৃ-চোদিতাঃ কপয়ঃ চ আর্ত্তস্য রামস্য মনোরথাঃ ইব ইতস্ততঃ চেরুঃ ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গার্থ।—তখন রাবণ মৃগরূপধারী রাক্ষস মারীচ কর্ত্তৃক রামলক্ষ্মণকে প্রতারিত করিয়া সীতাকে হরণ করিল। পক্ষিরাজ জটায়ুঃ প্রাণপণে বাধা দিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না ॥ ৫৩ ॥

রামলক্ষ্মণ দুই ভাই সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে গৃধ্রপতি জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—রাবণের সহিত যুদ্ধে তাঁহার পক্ষপুট কর্ত্তিত হইয়াছে, দশরথের সহিত জটায়ুর যে অকৃত্রিম বন্ধুতা ছিল, সেই বন্ধুতার অশোধ্য ঋণ হইতে নির্মুক্ত কণ্ঠাগত প্রাণ তখনও তাঁহার ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। মরণের আর বিলম্ব নাই ॥ ৫৪ ॥

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে—এ সংবাদ কোনমতে উচ্চারণ করিতে করিতেই মুমূর্ষু জটায়ুঃ প্রাণত্যাগ করিলেন ;—তিনি যে রাবণের সহিত কি ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা, তাঁহার শতধাভিন্ন দেহের ক্ষতদ্বারাই অনুমিত হইল ॥ ৫৫ ॥

জটায়ুর ঐ প্রকারে দেহত্যাগ করায় রামলক্ষ্মণের পিতৃ-বিয়োগ-শোক যেন নূতন হইয়া দেখা দিল। তাঁহারা পক্ষীন্দ্রের অগ্নি-সংস্কার প্রভৃতি সমস্ত পারলৌকিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিলেন ॥ ৫৬ ॥

রামের শরে অতঃপর, কবন্ধনামক রাক্ষস প্রাণত্যাগ করিল। অভিশাপবশতঃ সে রাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজ তাহার শাপ-মোচন হইল। প্রত্যুপকারস্বরূপ সে রামচন্দ্রকে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে উপদেশ দিল। তদনুসারে, অনেকটা নিজের তুল্যাবস্থ অর্থাৎ ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত, সুগ্রীবের সহিত রাম সখ্যস্থাপন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

রাম সুগ্রীবের অগ্রজ বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া, ধাতুর স্থানে আদেশের ন্যায়, সুগ্রীবের চিরকাঙ্ক্ষিত সেই বালীর সিংহাসনে তাহাকে অধিষ্ঠাপিত করিলেন ॥ ৫৮ ॥

সীতা-বিয়োগ-কাতর রামের মনোরথ যেমন "কোথায় সীতা" "কোথায় সীতা" করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিল, সেই প্রকার বানরবৃন্দ, তাহাদের রাজা সুগ্রীবের আদেশানুসারে, চতুর্দ্দিকে সীতাকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৯ ॥

প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং তস্যাঃ সম্পাতি-দর্শনাৎ
মারুতিঃ সাগরং তীর্ণঃ সংসারমিব নির্মমঃ ॥ ৬০ ॥
দৃষ্টা বিচিন্বতা তেন লঙ্কায়াং রাক্ষসীবৃতা
জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহৌষধিঃ ॥ ৬১ ॥
তস্যৈ ভর্তুরভিজ্ঞানমঙ্গুলীয়ং দদৌ কপিঃ
প্রত্যুদ্গতমিবানুষ্ণৈস্তদানন্দাশ্রুবিন্দুভিঃ ॥ ৬২ ॥
নির্বাপ্য প্রিয়-সন্দেশৈঃ সীতামক্ষবধোদ্ধতঃ
স দদাহ পুরীং লঙ্কাং ক্ষণসোঢ়ারিনিগ্রহঃ ॥ ৬৩ ॥
প্রত্যভিজ্ঞানরত্নং চ রামায়াদর্শয়ৎ কৃতী
হৃদয়ং স্বয়মায়াতং বৈদেহ্যা ইব মূর্তিমৎ ॥ ৬৪ ॥
স প্রাপ হৃদয়ন্যস্তমণিস্পর্শনিমীলিতঃ
অপয়োধর-সংসর্গাং প্রিয়ালিঙ্গন-নির্বৃতিম্ ॥ ৬৫ ॥
শ্রুত্বা রামঃ প্রিয়োদন্তং মেনে তৎসঙ্গমোৎসুকঃ
মহার্ণব-পরিক্ষেপং লঙ্কায়াঃ পরিখালঘুম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়।—সম্পাতি-দর্শনাৎ (তস্য মুখাৎ) তস্যাঃ (সীতায়াঃ) প্রবৃত্তৌ উপলব্ধায়াং (সত্যাং) মারুতিঃ নির্মমঃ সংসারম্ ইব, সাগরং তীর্ণঃ ॥ ৬০ ॥

লঙ্কায়াং বিচিন্বতা তেন (মারুতিনা) রাক্ষসীবৃতা জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতা মহৌষধিঃ (সঞ্জীবনী লতা) ইব দৃষ্টা ॥ ৬১ ॥

কপিঃ ভর্তুঃ (রামস্য) অভিজ্ঞানম্ অঙ্গুলীয়ং তস্যৈ (সীতায়ৈ) দদৌ। (কিংবিধং অঙ্গুলীয়ম্ ?) অনুষ্ণৈঃ তদানন্দাশ্রু-বিন্দুভিঃ প্রত্যুদ্গতম ইব (স্থিতম) ॥ ৬২ ॥

সঃ (কপিঃ) প্রিয়-সন্দেশৈঃ সীতাং নির্বাপ্য অক্ষবধোদ্ধতঃ (সন্) ক্ষণ-সোঢ়ারি-নিগ্রহঃ (সন্) লঙ্কাং পুরীং দদাহ ॥ ৬৩ ॥

কৃতী (কপিঃ) স্বয়ং আযাতং মূর্তিমৎ বৈদেহ্যাঃ হৃদয়ম্ ইব (স্থিতং) প্রত্যভিজ্ঞান-রত্নং চ রামায় অদর্শয়ৎ ॥ ৬৪ ॥

হৃদয়-ন্যস্ত-মণি-স্পর্শ-নিমীলিতঃ (সন) সঃ (রামঃ) অপয়োধর-সংসর্গাং প্রিয়ালিঙ্গন-নির্বৃতিং প্রাপ ॥ ৬৫ ॥

প্রিয়োদন্তং শ্রুত্বা তৎসঙ্গমোৎসুকঃ রামঃ লঙ্কায়াঃ মহার্ণব-পরিক্ষেপং পরিখালঘুং (দুর্গবেষ্টনবৎ সুতরং) মেনে ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।—জটায়ুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্পাতির মুখ হইতে সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কপিশ্রেষ্ঠ পবনাত্মজ হনুমান্, নির্মম ব্যক্তি যেমন সংসারবন্ধন কাটিয়া নির্বাণ লাভ করেন, সেইরূপ অনায়াসে সাগর পার হইল ;— ॥ ৬০॥

এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে গিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইল। তথায় দেখিল,—বিষলতিকার জালে পরিবেষ্টিত সঞ্জীবনী লতার ন্যায়, রামচন্দ্রের সঞ্জীবনী-শক্তিরূপিণী সীতা রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৬১॥

দুঃখিনী সীতার প্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত হনুমান রামচন্দ্রের অভিজ্ঞানসূচক অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে প্রদান করিল। তদ্দর্শনে জানকীর নয়ন আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হইয়া উঠিল। যেন সেই অঙ্গুরীয়কে তিনি নয়নজলে অভ্যর্থিত করিলেন ॥ ৬২ ॥

পবননন্দন হনু রামের অনেক সংবাদে সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া রাবণাত্মজ অক্ষ-নামক রাক্ষসের নিধন করিল। হনুমানের ঔদ্ধত্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। দুর্জয় শত্রু ইন্দ্রজিতের হস্তে কিয়ৎক্ষণ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হনু, সোনার লঙ্কা দগ্ধীভূত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল ॥ ৬৩ ॥

এই ভাবে কৃতকার্য্য হইয়া বীরবর মারুতি সীতার অভিজ্ঞান-রত্ন আনিয়া রামকে অর্পণ করিল। রামের মনে হইল, বুঝি জানকীর হৃদয়খানি ঐ অভিজ্ঞানের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট আপনি উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬৪ ॥

প্রেয়সী-প্রেরিত অভিজ্ঞান-মণিকে রাম বক্ষে ধারণ করিলেন এবং সেই মণির স্পর্শসুখে তদীয় নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল। রামের মনে হইল, যেন তিনি, সীতার স্তন-স্পর্শ-শূন্য আলিঙ্গনসুখ অনুভব করিতেছেন ॥ ৬৫ ॥

প্রিয়ার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য রামের এতই ঔৎসুক্য জন্মিল যে, তিনি লঙ্কাবেষ্টনকারী দুস্তর সমুদ্রকেও সামান্য দুর্গপরিখার ন্যায়, অতি অকিঞ্চিৎকর এবং অনায়াসে উত্তরণযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন ॥ ৬৬

স প্রতস্থেঽরিনাশায় হরিসৈন্যৈরনুদ্রুতঃ । ন কেবলং ভুবঃ পৃষ্ঠে ব্যোম্নি সম্বাধবর্ত্তিভিঃ ॥৬৭॥
নিবিষ্টমুদধেঃ কূলে তং প্রপেদে বিভীষণঃ । স্নেহাদ্রাক্ষস-লক্ষ্মেব বুদ্ধিমাবিশ্য চোদিতঃ ॥ ৬৮ ॥
তস্মৈ নিশাচরৈশ্বর্য্যং প্রতিশুশ্রাব রাঘবঃ। কালে খলু সমারব্ধাঃ ফলং বধ্নন্তি নীতয়ঃ॥ ৬৯ ॥
স সেতুং বন্ধয়ামাস প্লবঙ্গৈর্লবণাম্ভসি । রসাতলাদিবোন্মগ্নং শেষং স্বপ্নায় শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৭০ ॥
তেনোত্তীর্য্য পথা লঙ্কাং রোধয়ামাস পিঙ্গলৈঃ । দ্বিতীয়ং হেম-প্রাকারং কুর্ব্বদ্ভিরিব বানরৈঃ ॥ ৭১
রণঃ প্রববৃতে তত্র ভীমঃ প্লবগরক্ষসাম্ । দিগ্‌বিজৃম্ভিত-কাকুৎস্থপৌলস্ত্য-জয়ঘোষণঃ ॥৭২॥
পাদপাবিদ্ধপরিঘঃ শিলা-নিষ্পিষ্টমুদ্গরঃ । অতিশস্ত্রনখ-ন্যাসঃ শৈলরুগ্‌ণমতঙ্গজঃ ॥ ৭৩ ॥
অথ রাম-শিরশ্ছেদ-দর্শনোদভ্রান্ত-চেতনাম্ । সীতাং মায়েতি শংসন্তী ত্রিজটা সমজীবয়ৎ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়।—কেবলং ভুবঃ পৃষ্ঠে ন, (কিন্তু) ব্যোম্নি (চ) সম্বাধ-বর্ত্তিভিঃ হরি-সৈন্যৈঃ অনুদ্রুতঃ (সন্) সঃ (রামঃ) অরি-নাশায় প্রতস্থে ॥ ৬৭ ॥

উদধেঃ কূলে নিবিষ্টং তং (রামং) বিভীষণঃ রাক্ষস-লক্ষ্ম্যা স্নেহাৎ বুদ্ধিম্ আবিশ্য চোদিতঃ (সন্) ইব প্রপেদে ॥ ৬৮ ॥

রাঘবঃ তস্মৈ (বিভীষণায়) রাক্ষসৈশ্বর্য্যং প্রতিশুশ্রাব। (তথাহি)—কালে সমারব্ধাঃ নীতয়ঃ ফলং বধ্নন্তি খলু ॥ ৬৯ ॥

সঃ (রামঃ) লবণাম্ভসি প্লবঙ্গৈঃ শার্ঙ্গিণঃ স্বপ্নায় রসাতলাৎ উন্মগ্নং (উত্থিতং) শেষম্ ইব (স্থিতং) সেতুং বন্ধয়ামাস ॥ ৭০ ॥

(রামঃ) তেন পথা (সেতুমার্গেণ) উত্তীর্য্য (সাগরং) দ্বিতীয়ং হেম-প্রাকারং কুর্ব্বদ্ভিঃ ইব স্থিতৈঃ পিঙ্গলৈঃ বানরৈঃ লঙ্কাং রোধয়ামাস ॥ ৭১ ॥

তত্র প্লবগরক্ষসাং ভীমঃ দিগ্বিজৃম্ভিত-কাকুৎস্থপৌলস্ত্য-জয়ঘোষণঃ রণঃ প্রববৃতে ॥ ৭২ ॥

পাদপাবিদ্ধ-পরিঘঃ শিলা-নিষ্পিষ্টমুদ্গরঃ অতিশস্ত্র-নখ-ন্যাসঃ শৈলরুগ্‌ণ-মতঙ্গজঃ—(রণঃ প্রববৃতে) ॥ ৭৩ ॥

অথ রাম-শিরশ্ছেদদর্শনোদভ্রান্তচেতনাং, সীতাং ত্রিজটা (নাম রাক্ষসী), মায়া ইতি (মায়া-কল্পিতং ইদং, ন সত্যম্ ইতি) শংসন্তী সমজীবয়ৎ ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—অনতিবিলম্বে রামচন্দ্র পরম শত্রু দশাননের বধের জন্য যাত্রা করিলেন । অসংখ্য বানর-সৈন্য, শুধু ভূতল নহে, আকাশতল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ৬৭ ॥

রামচন্দ্র গিয়া সাগরতীরে সবে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময়ে রাবণানুজ বিভীষণ আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। বুঝি রাক্ষস-কুল-রাজলক্ষ্মী স্নেহবশতঃ বিভীষণকে কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপদেশ দিয়াই রামের আশ্রয়ে পাঠাইয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥

রাম, সমগ্র নিশাচর-রাজ্য বিভীষণকে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কেন না, নীতি যদি উপযুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হয়, তবে তাহা অনন্ত-ফলদায়িনী হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও, পরে বিভীষণ রামের অনেক হিত-সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

রাম, বানরগণের দ্বারা লবণ-সমুদ্রে এক বিরাট্ সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন; সেই দর্শনে মনে হইল যেন, জলশায়ী নারায়ণের শয়নের নিমিত্ত পাতাল হইতে শেষ-নাগ সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

রাম সেই সেতু-পথে সাগরে উত্তীর্ণ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ বানর-সৈন্যের দ্বারা লঙ্কা অবরোধ করিলেন। তদ্দর্শনে মনে হইল, স্বর্ণপ্রাচীরবেষ্টিত লঙ্কানগরী যেন আর একটি স্বর্ণপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে ॥ ৭১ ॥

লঙ্কায় কপিরাক্ষসগণের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চারিদিকে কখনো রামের, কখনো রাবণের বিজয় বিঘোষিত হইতেই লাগিল। এইরূপে রাম-রাবণের জয়-ঘোষণায় চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল ॥ ৭২ ॥

সে যুদ্ধ এই ভয়ঙ্কর যে, লৌহবদ্ধ কাষ্ঠের বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডগুলি বৃক্ষের আঘাতে ভগ্ন হইল, শিলার আঘাতে মুদ্গর-সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল, নখাঘাতের নিকট শস্ত্রাঘাত পরাজিত হইল এবং শৈলাঘাতে করিকুল নির্ম্মূল হইল ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর রাবণ সীতাকে, এক দিন মায়া-কল্পিত রামের ছিন্ন মুণ্ড প্রদর্শন করাইল, তদ্দর্শনে পতিব্রতা জানকী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শেষে সীতার অনুরাগিণী ত্রিজটা রাক্ষসী রহস্য ভেদপূর্ব্বক সীতাকে পুনরুজ্জীবিত করিল ॥ ৭৪ ॥

কামং জীবতি মে নাথ ইতি সা বিজহৌ শুচম্। প্রাঙ্ মত্বা সত্যমস্যান্তং জীবিতাস্মীতি লজ্জিতা ॥৭৫॥
গরুড়াপাত-বিশ্লিষ্ট-মেঘনাদাস্ত্র-বন্ধনঃ দাশরথ্যোঃ ক্ষণক্লেশঃ স্বপ্নবৃত্ত ইবাভবৎ ॥ ৭৬ ॥
ততো বিভেদ পৌলস্ত্যঃ শক্ত্যা বক্ষসি লক্ষ্মণম্। রামস্ত্বনাহতোঽপ্যাসীদ্বিদীর্ণ-হৃদয়ঃ শুচা ॥ ৭৭ ॥
স মারুতি-সমানীত-মহৌষধি-হত-ব্যথঃ। লঙ্কাস্ত্রীণাং পুনশ্চক্রে বিলাপাচার্য্যকং শরৈঃ ॥৭৮॥
স নাদং মেঘনাদস্য ধনুশ্চেন্দ্রায়ুধপ্রভম্। মেঘস্যেব শরৎকালো ন কিঞ্চিৎ পর্য্যশেষয়ৎ ॥৭৯॥
কুম্ভকর্ণঃ কপীন্দ্রেণ তুল্যাবস্থঃ স্বসুঃ কৃতঃ। রুরোধ রামং শৃঙ্গীব টঙ্কচ্ছিন্নমনঃশিলঃ ॥ ৮০ ॥
অকালে বোধিতো ভ্রাত্রা প্রিয়স্বপ্নো বৃথা ভবান্। রামেষুভিরিতীবাসৌ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ ॥ ৮১ ॥
ইতরাণ্যপি রক্ষাংসি পেতুর্বানরকোটিষু। রজাংসি সমরোত্থানি তচ্ছোণিতনদীষ্বিব ॥ ৮২ ॥

অন্বয়।—সা (সীতা,) মে নাথঃ জীবতি—ইতি (হেতোঃ) শুচং কামং বিজহৌ। (কিন্তু) প্রাক্ অস্য অন্তং সত্যং মত্বা জীবিতা অস্মি—ইতি (হেতোঃ) লজ্জিতা (আসীৎ) ॥ ৭৫ ॥

গরুড়পাতবিশ্লিষ্ট-মেঘ-নাদাস্ত্রবন্ধনঃ ক্ষণক্লেশঃ দাশরথ্যোঃ স্বপ্নবৃত্তঃ ইব অভবৎ ॥ ৭৬ ॥

ততঃ পৌলস্ত্যঃ শক্ত্যা (অস্ত্রবিশেষেণ) লক্ষ্মণং বক্ষসি বিভেদ। রামঃ তু নাহতঃ (সন্) অপি শুচা বিদীর্ণ-হৃদয়ঃ আসীৎ ॥ ৭৭ ॥

সঃ (লক্ষ্মণঃ) মারুতি-সমানীত মহৌষধি হত-ব্যথঃ (সন্) পুনঃ শরৈঃ লঙ্কাস্ত্রীণাং বিলাপাচার্য্যকং চক্রে ॥ ৭৮ ॥

সঃ (লক্ষ্মণঃ) শরৎকালঃ মেঘস্য ইব মেঘনাদস্য নাদম্ ইন্দ্রায়ুধপ্রভং ধনুঃ চ কিঞ্চিৎ (অপি) ন পর্য্যশেষয়ৎ। (তম্) (অবধীৎ) ॥ ৭৯ ॥

কপীন্দ্রেণ (সুগ্রীবেণ) স্বসুঃ তুল্যাবস্থঃ কৃতঃ কুম্ভকর্ণঃ টঙ্কচ্ছিন্নমনঃশিলঃ শৃঙ্গী ইব রামং রুরোধ ॥ ৮০ ॥

প্রিয়স্বপ্নঃ ভবান্ বৃথা ভ্রাত্রা (রাবণেন) অকালে বোধিতঃ—ইতি ইব অসৌ (কুম্ভকর্ণঃ) রামেষুভিঃ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ ॥ ৮১ ॥

ইতরাণি রক্ষাংসি অপি বানরকোটিষু সমরোত্থানি রজাংসি তচ্ছোণিতনদীষু ইব পেতুঃ ॥ ৮২ ॥

বঙ্গার্থ।—আমার পতি এখনও বাঁচিয়া আছেন—ভাবিয়া জানকী শোক পরিহার করিলেন বটে, কিন্তু প্রথমতঃ, "রাম নিহত হইয়াছেন"—জানিয়া যে তিনি জীবিত ছিলেন,—ইহার জন্য তাঁহার লজ্জার অবধি রহিল না ॥ ৭৫ ॥

মেঘনাদের নাগপাশে রামলক্ষ্মণ আবদ্ধ হইলে, গরুড় আসিয়া সে বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, সুতরাং সেই নাগপাশের বন্ধন-ক্লেশ দুঃস্বপ্নবৎ তাঁহাদের ক্ষণকালের জন্য ক্লেশদায়ক হইয়াছিল মাত্র ॥ ৭৬ ॥

তদনন্তর রাবণ শক্তিশেলে লক্ষ্মণের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিল। রাম, স্বয়ং অক্ষত থাকিলেও ভ্রাতৃশোকে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর মারুতি-কর্ত্তৃক আনীত মহৌষধি প্রয়োগে লক্ষ্মণ নিরাময় হইয়া পুনরায় অদম্যবেগে রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রিয়জন-বিয়োগে রাক্ষসললনাদিগকে কোনো দিন কাঁদিতে হয় নাই, লক্ষ্মণ এইবার তাহাদিগকে শর-সংযোগে যেন বিলাপ, আর্ত্তনাদ প্রভৃতি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭৮ ॥

শরৎকাল যেমন জলদ গর্জ্জন ও ইন্দ্রধনুর প্রভা বিলোপিত করে, তদ্রূপ লক্ষ্মণও রাবণাত্মজ মেঘনাদের সিংহ-গর্জ্জন এবং ইন্দ্রধনুঃ প্রতিম শরাসনের কিছুমাত্রও অবশিষ্ট রাখিলেন না ॥৭৯॥

কপিরাজ সুগ্রীব সূর্পণখার ন্যায় কুম্ভকর্ণেরও নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। তখন পাষাণভেদী অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ পর্ব্বত-গাত্র হইতে রক্তবর্ণ ধাতুদ্রব নির্গত হইলে পর্ব্বতের যেরূপ অবস্থা হয়, তদবস্থ হইয়া পর্ব্বতবৎ বিশালকায় কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রকে অবরোধ করিল ॥ ৮০ ॥

নিদ্রাপ্রিয় তোমাকে কেন বৃথা তোমার ভ্রাতা জাগরিত করিল, তুমি আবার নিদ্রা যাও, যেন এই বলিয়াই রামের শরজাল কুম্ভকর্ণকে চিরনিদ্রায় অভিভূত করিল ॥ ৮১ ॥

যুদ্ধস্থল হইতে উত্থিত ধূলিরাশি যেমন রাক্ষসদিগের রক্তনদীতে পড়িয়া বিলীন হইতে লাগিল, তদ্রূপ অন্যান্য রাক্ষসগণও কপি-সৈন্যের মধ্যে আপতিত হইয়া অচিরাৎ নিধন প্রাপ্ত হইল ॥ ৮২ ॥

নির্যযাবথ পৌলস্ত্যঃ পুনর্যুদ্ধায় মন্দিরাৎ। অরাবণমরামং বা জগদদ্যেতি নিশ্চিতঃ ॥ ৮৩ ॥
রামং পদাতিমালোক্য লঙ্কেশং চ বরূথিনম্। হরি-যুগ্যং রথং তস্মৈ প্রজিঘায় পুরন্দরঃ ॥ ৮৪ ॥
তমাধূতধ্বজপটং ব্যোম-গঙ্গোর্ম্মিবায়ুভিঃ। দেবসূতভুজালম্বী জৈত্রমধ্যাস্ত রাঘবঃ ॥ ৮৫ ॥
মাতলিস্তস্য মাহেন্দ্রমামুমোচ তনুচ্ছদম্। যত্রোৎপল-দলক্লৈব্যমস্ত্রাণ্যাপুঃ সুরদ্বিষাম্ ॥ ৮৬ ॥
অন্যোন্য-দর্শন-প্রাপ্ত বিক্রমাবসরং চিরাৎ। রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং চরিতার্থমিবাভবৎ ॥ ৮৭ ॥
ভুজমূর্দ্ধোরুবাহুল্যাদেকোঽপি ধনদানুজঃ। দদৃশে হ্যযথাপূর্ব্বো মাতৃবংশ ইব স্থিতঃ ॥ ৮৮ ॥
জেতারং লোকপালানাং স্বমুখৈরর্চ্চিতেশ্বরম্। রামস্তুলিতকৈলাসমরাতিং বহ্বমন্যত ॥ ৮৯ ॥

অন্বয়।—অথ পৌলস্ত্যঃ অদ্য জগৎ অরাবণম্ অরামং বা (ভবেৎ)—ইতি নিশ্চিতঃ (সন্) পুনর্যুদ্ধায় মন্দিরাৎ নির্যযৌ ॥ ৮৩ ॥

পদাতিং রামং, বরূথিনং লঙ্কেশং চ আলোক্য পুরন্দরঃ হরিযুগ্যং (হরিঃ কপিলবর্ণঃ, যুগ্যঃ অশ্বঃ,—কপিলবর্ণাশ্বং) রথং তস্মৈ (রামায়) প্রজিঘায় ॥ ৮৪ ॥

রাঘবঃ ব্যোম-গঙ্গোর্ম্মিবায়ুভিঃ আধূত-ধ্বজ-পটং জৈত্রং তং (রথং) দেব-সূতভুজালম্বী (সন্) অধ্যাস্ত ॥ ৮৫ ॥

মাতলিঃ মাহেন্দ্রং তনুচ্ছদং তস্য (রামস্য) আমুমোচ। যত্র (তনুচ্ছদে) সুরদ্বিষাম্ অস্ত্রাণি—উৎপল-দল ক্লৈব্যম্ আপুঃ ॥ ৮৬ ॥

চিরাৎ অন্যোন্য-দর্শন-প্রাপ্তবিক্রমাবসরং রাম-রাবণয়োঃ যুদ্ধং চরিতার্থম্ অভবৎ ইব ॥ ৮৭ ॥

অযথাপূর্ব্বঃ (পরিচরাদিশূন্যঃ) একঃ অপি (সন্) ধনদানুজঃ (রাবণঃ) ভুজমূর্দ্ধোরুবাহুল্যাৎ মাতৃবংশে স্থিতঃ ইব দদৃশে ॥ ৮৮ ॥

লোকপালানাং জেতারং স্বমুখৈঃ অর্চিতেশ্বরং তুলিত-কৈলাসম্ অরাতিং (তং) রামঃ বহু অমন্যত ॥ ৮৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রাক্ষস-সেনার এই সর্ব্বনাশ দর্শনে লঙ্কেশ্বর রাবণ, "আজ জগৎ—হয় রাবণশূন্য না হয় রামশূন্য হইবে"—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

যুদ্ধস্থলে বনবাসী রামচন্দ্র পদব্রজে এবং লঙ্কেশ্বর রথারোহণে উপনীত দেখিয়া আকাশস্থিত ইন্দ্র রামকে কপিল বর্ণের অশ্বসমন্বিত স্বীয় রথ প্রেরণ করিলেন ॥ ৮৪ ॥

আকাশপথে আসিবার সময়ে সেই মাতলি-চালিত রথের বিজয় পতাকা মন্দাকিনীর তরঙ্গ-শীকর-শীতল সমীরণে কাঁপিতে লাগিল। রামচন্দ্র দেব সারথির হস্তে ভর দিয়া সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৮৫ ॥

মাতলি দেবেন্দ্র-প্রেরিত অভেদ্য কবচ রামচন্দ্রকে পরাইয়া দিলেন। ইন্দ্রের এই কবচে লাগিয়া দুর্দ্ধর্ষ অসুরদিগের অস্ত্রাদিও কমলদলের ন্যায় আকুণ্ঠিত বা কুণ্ঠিত হইয়া বিফলতা প্রাপ্ত হইল ॥ ৮৬ ॥

বহুকাল পরে, রাম এবং রাবণ—উভয়েই আপন আপন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছেন, স্ব-স্ব বিক্রম-প্রকাশের এমন অবসর ইতিপূর্ব্বে আর ঘটে নাই। এত দিনে রামরাবণের যুদ্ধ যেন সার্থক হইল ॥ ৮৭ ॥

একে একে রাবণের অনুচর রাক্ষসগণ প্রায় সমস্তই নিহত হইয়াছে। রাবণ একাকীই তুমুল যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু বাহু, মস্তক ও উরুদেশের বাহুল্য নিবন্ধন, একক হইলেও, দশাননকে রাক্ষসপরিবৃত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাবণের মাতৃকুল রাক্ষসজাতি, আজ সত্যই মনে হইল, লঙ্কেশ্বর যেন সেই মাতৃকুলের অর্থাৎ রাক্ষসকুলের মায়াবিদ্যার প্রকৃত অধিকারী হইয়াছেন। একাই একশত প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৮৮ ॥

যিনি ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের বিজেতা, যিনি স্বহস্তে নিজের মুণ্ডচ্ছেদনপূর্ব্বক ত্রিপুরারিচরণে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন এবং বিরাট কৈলাস পর্ব্বত যাঁহার বাহুবলে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই শৌর্য্য-বীর্য্য সম্পন্ন বীরোত্তম রাবণকে আজ প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়া বীরকেশরী রামের আর শ্লাঘার সীমা রহিল না। কেন না, এইরূপ প্রবল অরাতি-বিজয়ের নামই প্রকৃত বিজয় ॥ ৮৯ ॥

তস্য স্ফুরতি পৌলস্ত্যঃ সীতা-সঙ্গম-শংসিনি নিচখানাধিকক্রোধঃ শরং সব্যেতরে ভুজে ॥ ৯০ ॥
রাবণস্যাপি রামাস্তো ভিত্ত্বা হৃদয়মাশুগঃ । বিবেশ ভুবমাখ্যাতুমুরগেভ্য ইব প্রিয়ম্ ॥ ৯১ ॥
বচসৈব তয়োর্বাক্যমস্ত্রমস্ত্রেণ নিঘ্নতোঃ । অন্যোন্য-জয়-সংরম্ভো ববৃধে বাদিনোরিব ॥ ৯২ ॥
বিক্রমব্যতিহারেণ সামান্যাভূদ্দ্বয়োরপি । জয়শ্রীরন্তরা বেদির্মত্তবারণয়োরিব ॥ ৯৩ ॥
কৃতপ্রতিকৃতপ্রীতৈস্তয়োর্মুক্তাং সুরাসুরৈঃ । পরস্পরশরব্রাতাঃ পুষ্পবৃষ্টিং ন সেহিরে ॥ ৯৪ ॥
অয়ঃশঙ্কু-চিতাং রক্ষঃ শতঘ্নীমথ শত্রবে । হৃতাং বৈবস্বতস্যেব কূট-শাল্মলিমক্ষিপৎ ॥ ৯৫ ॥
রাঘবো রথমপ্রাপ্তাং তামাশাংচ সুরদ্বিষাম্ । অর্দ্ধচন্দ্রমুখৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ কদলীসুখম্ ॥ ৯৬ ॥

অন্বয়।—অধিক-ক্রোধঃ পৌলস্ত্যঃ স্ফুরতি সীতাসঙ্গম-শংসিনি তস্য (রামস্য) সব্যেতরে ভুজে শরং নিচখান ॥৯০॥

রামাস্তঃ আশুগঃ রাবণস্য অপি হৃদয়ং ভিত্ত্বা উরগেভ্যঃ প্রিয়ম্ আখ্যাতুম্ ইব ভুবং বিবেশ ॥ ৯১ ॥

বাক্যং বচসা এব অস্ত্রম্ অস্ত্রেণ নিঘ্নতোঃ তয়োঃ (রাম-রাবণয়োঃ) বাদিনোঃ ইব অন্যোন্যজয়-সংরম্ভঃ ববৃধে ॥ ৯২ ॥

জয়শ্রীঃ বিক্রমব্যতিহারেণ (তয়োঃ) দ্বয়োঃ অপি অন্তরা বেদিঃ মত্তবারণয়োঃ ইব সামান্যা অভূৎ ॥ ৯৩ ॥

কৃত-প্রতিকৃত-প্রীতৈঃ সুরাসুরৈঃ (যথাসংখ্যং) তয়োঃ (রামরাবণয়োঃ) মুক্তাং পুষ্পবৃষ্টিং (দ্বয়ীং) পরস্পর-শর-ব্রাতাঃ ন সেহিরে ॥ ৯৪ ॥

অথ রক্ষঃ অয়ঃশঙ্কু-চিতাং শতঘ্নীং (লোহ-কণ্টক-কীলিত-যষ্টিবিশেষং), হৃতাং (বিজয়-লব্ধাং) বৈবস্বতস্য (অন্তকস্য) কূটশাল্মলিম্ ইব শত্রবে (রাঘবায়) অক্ষিপৎ ॥ ৯৫ ॥

রাঘবঃ রথম্ অপ্রাপ্তাং তাং (শতঘ্নীং) সুরদ্বিষাম্ আশাঃ চ অর্দ্ধচন্দ্রমুখৈঃ বাণৈঃ কদলী-সুখং (যথা তথা) চিচ্ছেদ ॥ ৯৬ ॥

বঙ্গার্থ।—অচিরেই সীতার সহিত সীতাপতির মিলন হইবে—ইহাই সূচনা করিয়া রামের দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। ক্রোধোদ্দীপ্ত দশানন সেই স্পন্দমান রাম-বাহু বাণ-বিদ্ধ করিলেন ॥ ৯০ ॥

রামও প্রবলবেগে বাণক্ষেপ করিলেন এবং সেই বাণ রাবণের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া একেবারে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। মনে হইল, বাণ যেন রাবণভয়ার্ত্ত পাতালবাসী সর্পকুলকে রাবণবক্ষোবিদারণের সুসংবাদ প্রদান করিতেই প্রস্থান করিয়াছে ॥ ৯১ ॥

তখন তাঁহারা পরস্পর বাক্যের দ্বারা বাক্যের এবং অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন এবং বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত বাদি প্রতিবাদীর ন্যায়, অথবা তিতণ্ডা-প্রবৃত্ত তার্কিকদ্বয়ের ন্যায়, তাঁহাদের উভয়েরই বিজয়স্পৃহা ক্রোধের সহিত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল ॥ ৯২ ॥

মত্ত মাতঙ্গদ্বয় যখন পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বেদি বা ভিত্তি ব্যবহিত থাকে ; উভয়ে তুল্য-বিক্রমশালী হইলে কেহই ঐ বেদি অধিকার করিতে পারে না ; আজ তুল্য-বিক্রম রাম-রাবণের যুদ্ধেও বিজয়-লক্ষ্মীর ঠিক সেই দশা ঘটিল, বহুক্ষণ যাবৎ তিনি কোনো পক্ষই আশ্রয় করিতে পারিলেন না। বীরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়া কেবল কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

শত্রুর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ এবং শত্রুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রের প্রতীকারে নৈপুণ্য দর্শন পূর্ব্বক, দেবগণ রামের এবং অসুরগণ রাবণের শীর্ষে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়ের বাণ-বৃষ্টিতে তাঁহারা উভয়ে এতই আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, সে কুসুমবর্ষণ আর তাঁহাদিগকে স্পর্শই করিতে পারিল না ॥ ৯৪ ॥

অনন্তর রাক্ষসপতি রাবণ, কৃতান্তের কণ্টক-খচিত "কূট-শাল্মলি" নামক গদার ন্যায়, তীক্ষ্ণ লোহ-কণ্টকময় স্বীয় বিশাল গদা রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৯৫ ॥

রাক্ষসগণের বিজয়লাভের একমাত্র আশাস্থল সেই গদা স্বীয় রথ-সমীপে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই রাম, অর্দ্ধচন্দ্রাকার নিশিত ফলকযুক্ত অস্ত্রের দ্বারা তাহাকে কদলী-কাণ্ডের ন্যায়, খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসদের সকল আশা নির্ম্মূল হইল ॥ ৯৬ ॥

অমোঘং সন্দধে চাস্মৈ ধনুষ্যেকধনুর্দ্ধরঃ। ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রিয়াশোক-শল্য-নিষ্কর্ষণৌষধম্ ॥ ৯৭ ॥
তদ্ ব্যোম্নি শতধা ভিন্নং দদৃশে দীপ্তিমন্মুখম্। বপুর্মহোরগস্যেব করাল-ফণ-মণ্ডলম্ ॥ ৯৮ ॥
তেন মন্ত্রপ্রযুক্তেন নিমেষার্দ্ধাদপাতয়ৎ। স রাবণ-শিরঃপঙ্‌ক্তিমজ্ঞাতব্রণবেদনাম্ ॥ ৯৯ ॥
বালার্কপ্রতিমেবাপ্সু বীচিভিন্না পতিষ্যতঃ। ররাজ রক্ষঃকায়স্য কণ্ঠচ্ছেদ-পরম্পরা ॥ ১০০ ॥
মরুতাং পশ্যতাং তস্য শিরাংসি পতিতান্যপি। মনো নাতিবিশশ্বাস পুনঃসন্ধান-শঙ্কিনাম্ ॥ ১০১ ॥
অথ মদ-গুরুপক্ষৈর্লোকপালদ্বিপানা-মনুগতমলিবৃন্দৈর্গণ্ডভিত্তীর্বিহায়।
উপনত-মণিবন্ধে মূর্দ্ধ্নি পৌলস্ত্য-শত্রোঃ সুরভি সুর-বিমুক্তং পুষ্পবর্ষং পপাত ॥ ১০২ ॥

অন্বয়।—একধনুর্দ্ধরঃ (রামঃ) প্রিয়াশোক-শল্য-নিষ্কর্ষণৌষধম্ অমোঘম্ ব্রাহ্মম অস্ত্রম্ অস্মৈ চ (রাবণায়—রাবণং হন্তুং) ধনুষি সন্দধে ॥ ৯৭ ॥

ব্যোম্নি শতধা ভিন্নং দীপ্তিমন্মুখং তৎ (ব্রাহ্মমস্ত্রং) করাল-ফণমণ্ডলং মহোরগস্য বপুঃ ইব দদৃশে ॥ ৯৮ ॥

সঃ (রামঃ) মন্ত্রপ্রযুক্তেন তেন (অস্ত্রেণ) অজ্ঞাত-ব্রণ-বেদনাং রাবণ-শিরঃপঙ্‌ক্তিং নিমেষার্দ্ধাৎ অপাতয়ৎ ॥ ৯৯ ॥

পতিষ্যতঃ রক্ষঃকায়স্য কণ্ঠচ্ছেদ-পরম্পরা বীচিভিন্না অপ্‌সু বালার্কপ্রতিমা ইব ররাজ ॥ ১০০ ॥

পতিতানি তস্য (রাবণস্য) শিরাংসি পশ্যতাম অপি পুনঃ-সন্ধান-শঙ্কিনাং মরুতাং মনঃ ন অতিবিশশ্বাস ॥ ১০১ ॥

অথ মদগুরুপক্ষৈঃ অলিবৃন্দৈঃ লোকপাল দ্বিপানাং গণ্ড-ভিত্তীঃ বিহায় অনুগতং সুরভি সুর-বিমুক্তং পুষ্পবর্ষং উপনত-মণিবন্ধে পৌলস্ত্য-শত্রোঃ (রামস্য) মূর্দ্ধ্নি পপাত ॥ ১০২ ॥

বঙ্গার্থ।—অতঃপর, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর রামচন্দ্র, অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন, মনে হইল, এতক্ষণে যেন তাঁহার প্রেয়সীর বিচ্ছেদ-শোকরূপ দুঃসহ শল্য উদ্ধারের প্রকৃত ঔষধ প্রযুক্ত হইল। এই ঔষধেই রাবণরূপ শল্য সমূলে উদ্ধৃত হইবে। ॥ ৯৭ ॥

রাম-নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্র শত শত খণ্ডে ভিন্ন হইয়া আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল। তাহার প্রত্যেক খণ্ডের মুখ লোলজিহ্ব অগ্নির ন্যায় দীপ্তিময় হইয়া উঠিল। মনে হইল, বুঝি, ভীষণ-দর্শন অনন্তনাগ তাঁহার মণি-প্রভা-প্রদীপ্ত অনন্ত ফণা বিস্তার করিয়া কাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৯৮ ॥

রামকর্ত্তৃক মন্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক প্রযুক্ত সেই ভীষণতম ব্রহ্মাস্ত্র নিমেষমধ্যে গিয়া রাবণের মুণ্ডমালা ছিন্ন করিল। সে অস্ত্র এতই নিশিত যে, কর্ত্তনের বেদনা অনুভব করিবার পূর্ব্বেই দশাননের দশ মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইল ॥ ৯৯ ॥

রাবণের বিরাট্ দেহ ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই, তদীয় রক্তাক্ত কণ্ঠ-রাজি, চঞ্চল তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত বালারুণ-ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১০০ ॥

শূন্য হইতে দেবগণ এই রাবণ-বধ দেখিতেছিলেন। রাবণের শিরঃশ্রেণি যদিও কর্ত্তিত এবং মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইতে-ছিল,—কিন্তু পাছে আবার সেগুলি গিয়া স্কন্ধহীন রাবণ-দেহে সংযুক্ত হয়,—এই শঙ্কায় তাঁহারা অস্থির হইয়াছিলেন। রাবণের মৃত্যু যে সম্ভব—ইহা কিছুতেই যেন তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না ॥ ১০১ ॥

অচির-ভাবী রাজ্যাভিষেকের সময়ে রামের যে মস্তক মণিময় কিরীটে সুশোভিত হইবে, দশাননহন্তা রামের সেই মস্তকের উপর দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গণ্ডস্রুত মদ-বারি ভারে পক্ষপুট ঈষৎ আবিষ্ট হওয়ায়, ভ্রমর-পঙ্‌ক্তি ধীর-গমনে, দিক্‌পালদিগের ঐরাবতাদি অষ্টগজের গণ্ড-ভিত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই বর্ষিত কুসুমরাশির অনুসরণ করিল। ॥ ১০২ ॥

তাৎপর্য্য।—রঘুর এই দ্বাদশ সর্গের বায়ান্ন হইতে একশত চারিটি শ্লোক পর্য্যন্ত মোট ৫২ বায়ান্নটি কবিতায়, কালিদাস, রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের একত্রিশ সর্গ হইতে শেষ পঁচাত্তর সর্গ, অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশটি সর্গ, সমগ্র কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের সাতষট্টিটি সর্গ, সমগ্র সুন্দরকাণ্ডের আটষট্টিটি সর্গ এবং সমগ্র লঙ্কাকাণ্ডের একশত ত্রিশটি সর্গের প্রধান বৃত্তান্ত-গুলি বর্ণন করিয়াছেন।—বাল্মীকির বিরাট্ এবং ব্যাপক বর্ণনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যান নাই।—সর্ব্বত্রই তাঁহার কল্পনাদেবীর রথাশ্বের রশ্মি অত্যন্ত সংযত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৫২—১০৪ ॥

পাঠকগণ অনেকক্ষণ যাবৎ,—সেই খরদূষণের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইতে রাবণবধ পর্য্যন্ত নিরন্তর নানাপ্রকার বিবাদ-বিসংবাদ, উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের ভিতর দিয়া আসিতেছেন। অযোধ্যার কথা—সেই রাম-শূন্য শ্মশানের কথা তাঁহাদের বড়

যন্তা হরেঃ সপদি সংহৃত-কার্মুকজ্যমাপৃচ্ছ্য রাঘবমনুষ্ঠিত-দেব-কার্য্যম্।
নামাঙ্ক-রাবণ-শরাঙ্কিত-কেতু-যষ্টিমূর্দ্ধং রথং হরি-সহস্র-যুজং নিনায় ॥ ১০৩ ॥
রঘুপতিরপি জাতবেদোবিশুদ্ধাং প্রগৃহ্য প্রিয়াম্ প্রিয়-সুহৃদি বিভীষণে সঙ্গময্য শ্রিয়ং বৈরিণঃ।
রবি-সুত-সহিতেন তেনানুযাতঃ সসৌমিত্রিণা ভুজবিজিতবিমানরত্নাধিরূঢ়ঃ প্রতস্থে পুরীম্ ॥ ১০৪ ॥
ইতি দ্বাদশঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—হরেঃ (ইন্দ্রস্য) যন্তা (মাতলিঃ) সপদি সংহৃত-কার্মুক-জ্যম্ অনুষ্ঠিত-দেবকার্য্যং রাঘবম্ আপৃচ্ছ্য (সাধু যামি—ইতি আমন্ত্র্য) নামাঙ্ক-রাবণ-শরাঙ্কিত-কেতু-যষ্টিং হরি-সহস্র-যুজং রথম্ ঊর্দ্ধং নিনায় ॥ ১০৩ ॥

রঘুপতিঃ অপি জাতবেদোবিশুদ্ধাং প্রিয়াং প্রগৃহ্য প্রিয়সুহৃদি বিভীষণে বৈরিণঃ শ্রিয়ং সঙ্গময্য, রবি-সুত-সহিতেন (সুগ্রীব-যুক্তেন) সসৌমিত্রিণা তেন (বিভীষণেন) অনুযাতঃ (সন্) ভুজ-বিজিত-বিমান-রত্নাধিরূঢ়ঃ (সন্) পুরীং প্রতস্থে ॥ ১০৪ ॥

বঙ্গার্থ।—এই প্রকারে রাবণবধরূপ দেবতাদিগের কার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক, রামচন্দ্র স্বকীয় শরাসনের ছিলা খুলিয়া দিলেন। দেব-সারথি মাতলিও "এখন বিদায় হই"—বলিয়া সহস্র-অশ্বচালিত ইন্দ্ররথ লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। সেই ইন্দ্ররথের ধ্বজদণ্ড রাবণের নামাঙ্কিত শরজালে চিহ্নিত পতাকায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১০৩ ॥

এ দিকে রামচন্দ্রও নিহত-দশাননের সিংহাসনে বিভীষণকে অধিষ্ঠাপিত করিলেন এবং অগ্নি-পরীক্ষোত্তীর্ণা জানকীকে লইয়া স্বকীয় ভুজবলে বিজিত পুষ্পকরথে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং সুগ্রীবকে সঙ্গে লইলেন ॥ ১০৪

একটা মনে নাই। এতক্ষণে কবি, "উপনত-মণিবন্ধে"—এই একটি বিশেষণের দ্বারা, অযোধ্যার চিত্রের দিকে, পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বনবাস-প্রতিনিবৃত্ত রামচন্দ্রের অদূরভাবী রাজ্যাভিষেকের স্মৃতি পাঠকগণের হৃদয়ে হঠাৎ ভাসিয়া উঠিল। তাঁহারা দেখিলেন, সাগর-বন্ধন হইয়াছে, রাবণকুল সমূলে নির্মূল হইয়াছে,—এইবার অযোনি-সম্ভবা সীতার—অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীর—জনকবংশ এবং রঘুবংশের প্রনষ্ট শান্তি প্রতিমার উদ্ধার হইবে, অযোধ্যার লক্ষ্মী-নারায়ণ অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, শ্মশান-অযোধ্যায় আবার আনন্দ-চন্দ্রমা হাসিয়া উঠিবে;—রামের রাজ্যাভিষেক আগতপ্রায় ॥ ১০২ ॥

রাম "জাতবেদোবিশুদ্ধ"—অগ্নি-পরিশুদ্ধা সীতাকে লইয়া পুষ্পক রথে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন।—

রাবণ নিহত হইয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি ভার্য্যাপহারীর যথোচিত শাস্তিবিধানপূর্ব্বক, মিত্র বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত, সীতার সহিত রাম আকাশ-পথে যাত্রা করিলেন। রাম বিদিত ছিলেন যে, আকাশ-গাত্রে কলঙ্ক-স্পর্শ সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সীতা-চরিত্রে কলঙ্কের লেশস্পর্শও অসম্ভব। তথাপি লোকরঞ্জন রঘু-শ্রেষ্ঠ, অনেক চিন্তা করিয়া, পূর্ব্বাপর অনেক ভাবিয়া, জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা করিলেন। অনল-বিশুদ্ধ হেমের ন্যায় হেম-প্রভা সীতার দেহ-কান্তি, এই অগ্নি-পরিশোধনে যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। অনেক দিন পরে, অনেক দুঃখ-কষ্টের,—যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে, অপহৃত রত্নের উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক, রাম অযোধ্যায় চলিয়াছেন। এক দিন প্রজা-পুঞ্জের অশ্রুপ্রবাহে ভাসাইয়া যে অযোধ্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ সেই অযোধ্যায় ফিরিতেছেন। তাঁহার সেই হরধনুর্ভঙ্গ-পণবিজিতা পতি-প্রাণা সীতাকে লইয়া, দুরন্ত রাবণের শক্তিশেলে হতচৈতন্য ও শেষে পুনরুজ্জীবিত প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে লইয়া, আর যাঁহারা যাঁহারা, তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব-ভূতা সীতার উদ্ধারের প্রধান সহায় ছিলেন, সেই সকল কপি রাক্ষসদিগকে লইয়া, রাম পরম আনন্দে অযোধ্যায় চলিয়াছেন। যখন মন্থরার ষড়যন্ত্রে রাজ-সিংহাসন ছাড়িয়া, সন্ন্যাসীর বেশে বনে গমন করেন, তখন রামচন্দ্রকে, প্রতিপদে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে করিতে, কত উৎকণ্ঠায়, কত উদ্বেগে পাপতাপপূর্ণ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তাপিত-হৃদয় রঘুনাথকে প্রতিপদক্ষেপে কত তাপ কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। রাজ-রাজেশ্বরকে বনের বানরের সহিত মিত্রতা করিতে হইয়াছিল। আর আজ সর্ব্ব-চিন্তা-বিমুক্ত সীতাপতি জগতের, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলের প্রবল শত্রুকে নিহত করিয়া, প্রিয়তমার উদ্ধারপূর্ব্বক চলিয়াছেন, হৃদয় তাঁহার আকাশগাত্র অপেক্ষাও বুঝি নির্ম্মল,—কার্কশ্য-পরিশূন্য। সংসারের নানা কঙ্কর-কঠোর ধরাতল আজ সেই দেবদম্পতির বিচরণের অযোগ্য, তাই তাঁহারা আকাশপথে চলিয়াছেন। আনন্দময়ীকে অধোবর্ত্তিনী চিরানন্দদায়িনী ধরণীর শোভা দেখাইতে দেখাইতে রাম পুষ্পকে চলিয়াছেন। কালিদাসের এই পুষ্পক-যাত্রার সমতুল্য বর্ণন, রামায়ণ ছাড়া, আর কোথাও নাই। এক কথায় ইহা অপূর্ব্ব। ইহা জাগ্রতে স্বপ্ন। ইহা মর্ত্ত্যের অমৃত ॥ ১০৪ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জায়াং রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ ॥ ১ ॥
বৈদেহি! পশ্যা মলয়াদ্ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়া-পথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্ ॥ ২ ॥
গুরোর্যিযক্ষোঃ কপিলেন মেধ্যে রসাতলং সংক্রমিতে তুরঙ্গে।
তদর্থমুর্ব্বীমবদারয়দ্ভিঃ পূর্ব্বৈঃ কিলায়ং পরিবর্দ্ধিতো নঃ ॥ ৩ ॥
গর্ভং দধত্যর্কমরীচয়োঽস্মাদ্ বিবৃদ্ধিমত্রাশ্নুবতে বসূনি।
অবিন্ধনং বহ্নিমসৌ বিভর্ত্তি প্রহ্লাদনং জ্যোতিরজন্যনেন ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—অথ (প্রস্থানাৎ পরং) গুণজ্ঞঃ সঃ রামাভিধানঃ হরিঃ শব্দ-গুণম্ আত্মনঃ পদং (বিষ্ণুপদং—আকাশং) বিমানেন বিগাহমানঃ (সন্) রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ (রহসি) জায়াম্ ইতি (নিম্নোক্তদিশা) উবাচ ॥ ১ ॥

অয়ি বৈদেহি! আ মলয়াৎ (মলয়পর্য্যন্তং) মৎ-সেতুনা বিভক্তং ফেনিলম্ অম্বুরাশিং ছায়াপথেন বিভক্তং শরৎ-প্রসন্নম আবিষ্কৃতচারুতারম্ আকাশম্ ইব পশ্য ॥ ২ ॥

যিযক্ষোঃ গুরোঃ (সগরস্য) মেধ্যে তুরঙ্গে রসাতলং সংক্রমিতে (সতি) তদর্থম্ উর্ব্বীম্ অবদারয়দ্ভিঃ নঃ (অস্মাকং) পূর্ব্বৈঃ অয়ং (সমুদ্রঃ) পরিবর্দ্ধিতঃ কিল ॥ ৩ ॥

অর্কমরীচয়ঃ অস্মাৎ গর্ভং (জলময়ং) দধতি। অত্র বসূনি বিবৃদ্ধিম্ অশ্নুবতে, অসৌ অবিন্ধনং (আপঃ ইন্ধনং যস্য তং) বহ্নিং বিভর্ত্তি! অনেন প্রহ্লাদনং জ্যোতিঃ (চন্দ্রঃ) অজনি ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার কালে রামরূপে অবতীর্ণ, সৌন্দর্য্যদর্শনপটু ভগবান্ বিষ্ণু, পুষ্পকরথে শব্দগুণবিশিষ্ট স্বীয় স্থান আকাশমার্গে উপনীত হইয়া অধোবর্ত্তী সিন্ধুর অপূর্ব্ব-শোভা দর্শন-পূর্ব্বক, নির্জ্জনে প্রিয়তমা সীতাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

"বৈদেহি! একবার ঐ অধোবর্ত্তী নীলাম্বুরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ঐ দেখ, সুচারু তারকাপুঞ্জে পরিপূর্ণ শরতের নির্ম্মল আকাশ ছায়াপথের দ্বারা বিভক্ত হইয়া যেরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত আমি যে সেতু বাঁধিয়াছিলাম, সেই সেতু-দ্বারা মলয়-পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিভক্ত হইয়া ফেনপুঞ্জ-বিরাজিত সমুদ্রও কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! ॥ ২ ॥

"সীতে! এই সাগর পূর্ব্বে এত বৃহৎ ছিল না। আমাদের বংশের প্রধান এবং পূজ্যতম রাজা সগর যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তমন তাঁহার সেই যজ্ঞের তুরঙ্গ হরণ-পূর্ব্বক মহর্ষি কপিল পাতালে অন্তর্হিত হইলে, আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষগণ সেই যজ্ঞাশ্বের অন্বেষণে পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই সমুদ্রের আকার এত বৃহৎ হইয়াছে ॥ ৩ ॥

"জানকি! এই জলধির অপার মহিমা। সূর্য্যের কিরণ-মালা এই সমুদ্র হইতেই জলময় গর্ভ ধারণ-পূর্ব্বক পুনরায় বৃষ্টিরূপে তদ্দ্বারা ধরাতল সিক্ত করে এবং কত অনর্ঘ রত্ন এই রত্নাকরেই উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে: এই সমুদ্র-গর্ভেই এমন অগ্নি (বাড়বানল) নিহিত আছে, যাহা কাষ্ঠের ন্যায় জলকে দহন করে,—সীতে! জগদানন্দ ইন্দুর উৎপত্তিস্থলও এই সিন্ধু ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—রামের হৃদয় আজ বড়ই উৎফুল্ল। জীবনের শান্তিপ্রতিমাকে, সংসারের প্রধান আকর্ষণকে হারাইয়া রাম বড় যাতনাতেই ছিলেন; অনেক কষ্টের পর, অনেক সাধ্যসাধনার পর, রাম সেই প্রনষ্ট প্রতিমার পুনর্দ্দর্শন পাইয়াছেন; আনন্দে, আকাঙ্ক্ষায়, আবেশে রামের হৃদয় আজ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। এক দিন সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাম যে জন্মভূমি প্রিয় অযোধ্যাকে ছাড়িয়াছিলেন, আজ আবার হাসিতে হাসিতে সীতা-লক্ষ্মণের সহিত সেই

তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না ।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা ॥ ৫ ॥
নাভিপ্ররূঢ়াম্বুরুহাসনেন সংস্তূয়মানঃ প্রথমেন ধাত্রা ।
অমুং যুগান্তোচিতযোগ-নিদ্রঃ সংহৃত্য লোকান্ পুরুষোঽধিশেতে ॥ ৬ ॥
পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদাত্ত-গন্ধাঃ শরণ্যমেনং শতশো মহীধ্রাঃ ।
নৃপা ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যো ধর্ম্মোত্তরং মধ্যমমাশ্রয়ন্তে ॥ ৭ ॥
রসাতলাদাদিভবেন পুংসা ভুবঃ প্রযুক্তোদ্বহন-ক্রিয়ায়াঃ ।
অস্যাচ্ছমম্ভঃ প্রলয়-প্রবৃদ্ধং মুহূর্ত্তবক্ত্রাভরণং বভূব ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—তাম্ তাম্ (অনেকাম্) অবস্থাং প্রতিপদ্যমানং মহিম্না দশ দিশঃ ব্যাপ্য স্থিতং বিষ্ণোঃ ইব অস্য (রত্নাকরস্য) রূপম্ ঈদৃক্তয়া বা (প্রকারেণ পরিমাণেন বা) অনবধারণীয়ং (নিরূপণাযোগ্যম্) ॥ ৫ ॥

যুগান্তোচিত-যোগ-নিদ্রঃ পুরুষঃ (বিষ্ণুঃ) লোকান্ সংহৃত্য নাভি-প্ররূঢ়াম্বুরুহাসনেন প্রথমেন ধাত্রা (পিতামহেন) সংস্তূয়মানঃ (সন্) অমুম্ (সমুদ্রম্) অধিশেতে ॥ ৬ ॥

পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদা (ইন্দ্রেণ) আত্তগন্ধাঃ (হৃতগর্ব্বাঃ) শতশঃ মহীধ্রাঃ শরণ্যম্ এনং (সমুদ্রং) পরেভ্যঃ উপপ্লবিনঃ (সভয়াঃ) নৃপাঃ ধর্ম্মোত্তরং (ধার্ম্মিকং) মধ্যমম্ (পক্ষপাতশূন্যং মধ্যমভূপালম্) ইব আশ্রয়ন্তে ॥ ৭ ॥

আদি-ভবেন পুংসা (আদিবরাহেণ) রসাতলাৎ প্রযুক্তোদ্বহন-ক্রিয়ায়াঃ ভুবঃ প্রলয়-প্রবৃদ্ধম্ অস্য অচ্ছম্ অম্ভঃ মুহূর্ত্ত-বক্ত্রাভরণং বভূব ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সীতে! নানা অবতারে অবতীর্ণ বিশ্বরূপ নারায়ণের বিরাট্ স্বরূপের ধারণা বা পরিসংখ্যা যেমন জীবের অসাধ্য, তদ্রূপ বিরাট্ দেহমহিমায় দশদিকে পরিব্যাপ্ত এই পারাবারের প্রকৃত রূপের ধারণা বা পরিমাণও সাধ্যাতীত ॥ ৫ ॥

"মৈথিলি! যুগান্ত-কালে বিশ্বরূপ বিষ্ণু, চরাচর জগৎ আপন-সত্তায় সংহারপূর্ব্বক যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঐ সমুদ্র-গর্ভে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন,—আর তাঁহার নাভিদেশ হইতে উত্থিত কমলাসনে উপবিষ্ট হইয়া পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে স্তব করেন ॥ ৬ ॥

"প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোনো রাজা যেমন ভয়ার্ত্ত-হৃদয়ে গিয়া অপর কোনো ধর্ম্মভীরু, নিরপেক্ষ এবং প্রবলতর নরপতির শরণাপন্ন হন, তদ্রূপ, জনক-নন্দিনি! পর্ব্বত-পক্ষ-চ্ছেদী পুরন্দরের অত্যাচারে অভিভূত হইয়া শত-সহস্র পর্ব্বত আসিয়া এই অসীম পারাবারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

"রাজপুত্রি! জগতের আদিপুরুষ সেই অনাদি নারায়ণ যখন রসাতল হইতে বরাহরূপে দন্তের দ্বারা ধরণীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মহাপ্রলয়-বর্দ্ধিত এই সমুদ্রের অনাবিল জলরাশি ক্ষণকালের জন্য বসুন্ধরার অবগুণ্ঠনস্বরূপ হইয়াছিল ॥ ৮ ॥

অযোধ্যায় চলিয়াছেন। রামের অপার আনন্দ! আর আনন্দময়ী বাগ্‌দেবতার বরপুত্র মহাকবি কালিদাস, তাঁহার জগন্মোহিনী কল্পনা-বীণা বাদন করিতে করিতে সেই দেবদম্পতির অনুসরণ-পূর্ব্বক কবিতারূপী লাজ-কুসুমাঞ্জলি বিকীর্ণ করিতেছেন।

রাম-সীতা পুষ্পক-রথে শান্ত আকাশ-পথে চলিয়াছেন। জগতের অনেক ঊর্দ্ধে—অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন। রাম-সীতার চরিত্র, রাম-সীতার প্রণয়, রাম-সীতার হৃদয় জগতের অনেক ঊর্দ্ধের বস্তু। মর্ত্তের কোনো মলিন বাসনায় বা পঙ্কিল ভাবনায় সে স্বর্গীয় বস্তু কলুষিত নহে। তাই তাঁহারা জগতের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া যাইতেছেন, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের নিম্নে—অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর উষ্ণ সমীরণ সে শান্ত আকাশের ততদূরে উঠিতেই পারে না। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর আবার দিন,—ইহাই জগতের নিয়ম। রাম, জীবনের সেই সুখের দিন, অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে, মাতাপিতার স্নেহামৃতে বিভোর হইয়া সীতার সহিত কাটাইয়াছেন। অকস্মাৎ, সেই সুখের দিনের মধ্যাহ্নেই

মুখার্পণেষু প্রকৃতি-প্রগল্‌ভাঃ স্বয়ং তরঙ্গাধরদান-দক্ষঃ।
অনন্য-সামান্য-কলত্র-বৃত্তিঃ পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ ॥ ৯ ॥
স-সত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ সংমীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ।
অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈরূর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্ ॥ ১০ ॥
মাতঙ্গনক্রৈঃ সহসোৎপতদ্ভির্ভিন্নান্ দ্বিধা পশ্য সমুদ্র-ফেনান্।
কপোল-সংসর্পিতয়া য এষাং ব্রজন্তি কর্ণক্ষণচামরত্বম্ ॥ ১১ ॥
বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গা মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জথু-নির্বিশেষাঃ।
সূর্য্যাংশু-সম্পর্ক-সমৃদ্ধ-রাগৈর্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—অনন্য-সামান্য-কলত্র-বৃত্তিঃ তরঙ্গাধরদান-দক্ষঃ অসৌ (সমুদ্রঃ) মুখার্পণেষু প্রকৃতি-প্রগল্‌ভাঃ সিন্ধুঃ (নদীঃ) স্বয়ং পিবতি, পায়য়তে চ ॥ ৯ ॥

অমী তিময়ঃ বিবৃতাননত্বাৎ স সত্ত্বং নদী-মুখাম্ভঃ আদায় সংমীলয়ন্তঃ (চক্ষুপুটানি সংকোচয়ন্তঃ) (সন্তঃ) সরন্ধ্রৈঃ শিরোভিঃ জলপ্রবাহান্ ঊর্দ্ধং বিতন্বন্তি ॥ ১০ ॥

সহসা উৎপতদ্ভিঃ মাতঙ্গ-নক্রৈঃ দ্বিধা ভিন্নান্ সমুদ্র-ফেনান্ পশ্য। যে (ফেনাঃ) এষাং (জলমাতঙ্গ নক্রাণাং) কপোল-সংসর্পিতয়া কর্ণক্ষণচামরত্বং ব্রজন্তি ॥ ১১ ॥

বেলানিলায় প্রসৃতাঃ মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জথু-নির্বিশেষাঃ এতে ভুজঙ্গাঃ সূর্য্যাংশু-সম্পর্ক-সমৃদ্ধ-রাগৈঃ ফণস্থৈঃ মণিভিঃ ব্যজ্যন্তে (উন্নীয়ন্তে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—জনকনন্দিনি! দক্ষিণ নায়কের ন্যায় এই সরিৎ-পতির সকল সরিতের প্রতিই সমান অনুরাগ। প্রগল্‌ভা কামিনীর ন্যায় প্রবাহিনীগণ বীচি-ভরে নাচিতে নাচিতে আসিয়া যখন ইহার দিকে মুখ বাড়াইয়া দেয়, তখন সিন্ধুও অমনি স্বীয় তরঙ্গরূপ অধর-দানপূর্ব্বক তাহাদের আশা পূরণ করে। সিন্ধু প্রগাঢ়ভাবে যেমন ঐ নদীরূপিণী ললনাদিগের অধর-সুধা পান করে, তেমনি তাহাদিগকেও নিজের অধর পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। এই প্রকার সম্ভোগ অন্য কোনো নায়কের ভাগ্যে বড় ঘটে না ॥ ৯ ॥

সীতে! ঐ দেখ, বিশালকায় তিমি মৎস্য-সকল মুখ-ব্যাদান-পূর্ব্বক নদীমুখ হইতে কত জল-জন্তুর সহিত জল-রাশি গ্রহণ করিয়াই মুখ বন্ধ করিতেছে, আর তাহাদের মস্তকস্থিত ছিদ্রদ্বারা উৎসের ন্যায় জলধারা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে ॥ ১০ ॥

প্রিয়তমে! ঐ দেখ,—মাতঙ্গাকার জলজন্তুসমূহ সহসা বেগে জলের উপর উত্থিত হইতেছে,—তাহাদের গাত্রে লাগিয়া সমুদ্রের ফেনরাশি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, কতক বা তাহাদের কপোল-দেশে লাগিয়া রহিয়াছে। আহা! যেন ঐ জল-মাতঙ্গদের কর্ণে ক্ষণকালের জন্য কে শ্বেতচামর দোলাইয়া দিয়াছে! কি সুন্দর! ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মি! ঐ দেখ,—সমীর-সেবনের জন্য বৃহৎ বৃহৎ অজগর সকল বেলাভূমিতে বিরাট্ দেহ বিস্তার-পূর্ব্বক পড়িয়া আছে, তরঙ্গগর্জ্জনবৎ উহাদেরও কিরূপ নাসিকাগর্জ্জন হইতেছে, তরঙ্গাবলীর সঙ্গে একেবারে যেন মিলিয়া গিয়াছে। দেখ দেখ, উহাদের ফণ-স্থিত মণিজালের প্রভা সৌরকিরণে কত বাড়িয়া উঠিয়াছে,—ঐ মণি না থাকিলে, উহাদিগকে চেনাই যাইত না ॥ ১২ ॥

দৈবদুর্য্যোগে, গাঢ়-তমস্বিনী আসিয়াছিল, তাই কত কষ্টে, কত লাঞ্ছনায়, এই সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল বনে বনে বিষাদ-রজনী যাপন করিয়াছেন। আজ আবার মধুর প্রভাতের অরুণরাগ হাসিয়া উঠিয়াছে। রাম সুখের দিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

যে জন্য মনুষ্য-দেহ-ধারণ, এই পঙ্কিল সংসারক্ষেত্রের কণ্টকময় পথে বিচরণ, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে; ত্রিজগতের পরমশত্রু, দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারীর শাস্তি-বিধান হইয়াছে। ইন্দ্রাদিদেবগণের ম্লানমুখে আবার প্রসাদের চিহ্ন দেখা দিয়াছে, জগতের একটা প্রধান কার্য্য, দেব-দানব-গন্ধর্ব্বেরও অসাধ্য কার্য্য সু-সম্পন্ন হইয়াছে, তাই আজ রাম এবং রামের সঙ্গে

* ত্বদাধরস্পর্দ্ধিষু বিদ্রুমেষু পর্য্যস্তমেতৎ সহসোর্ম্মিবেগাৎ।
ঊর্দ্ধাঙ্কুরপ্রোত-মুখং কথঞ্চিৎ ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খ-যূথম্ ॥ ১৩ ॥
প্রবৃত্তমাত্রেণ পয়াংসি পাতুমাবর্ত্তবেগাদ্ ভ্রমতা ঘনেন।
আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ প্রমথ্যমানো গিরিণেব ভূয়ঃ ॥ ১৪ ॥
দূরাদয়শ্চক্র-নিভস্য তন্বী তমাল-তালীবনরাজি-নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥ ১৫ ॥
বেলানিলঃ কেতকরেণুভিস্তে সম্ভাবয়ত্যাননমায়তাক্ষি!।
মামক্ষমং মণ্ডন-কাল-হানের্বেত্তীব বিম্বাধরবদ্ধ-তৃষ্ণম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—তব অধরস্পর্দ্ধিষু বিদ্রুমেষু সহসা ঊর্ম্মিবেগাৎ পর্য্যস্তম্ ঊর্দ্ধাঙ্কুর-প্রোত-মুখম এতৎ শঙ্খযূথং কথঞ্চিৎ ক্লেশাৎ অপক্রামতি ॥ ১৩ ॥

পয়াংসি পাতুং প্রবৃত্তমাত্রেণ আবর্ত্তবেগাৎ ভ্রমতা ঘনেন অয়ং সমুদ্রঃ ভূয়ঃ গিরিণা (মন্দরেণ) প্রমথ্যমানঃ ইব ভূয়িষ্ঠম্ আভাতি ॥ ১৪ ॥

অয়শ্চক্রনিভস্য লবণাম্বুরাশেঃ দূরাৎ তন্বী (তনুত্বেন প্রতীয়মানা) তমাল-তালীবন-রাজি-নীলা বেলা ধারানিবদ্ধা কলঙ্ক-রেখা ইব আভাতি ॥ ১৫ ॥

অয়ি আয়তাক্ষি! বেলানিলঃ কেতক-রেণুভিঃ তে আননং সম্ভাবয়তি। (তব) বিম্বাধরে বদ্ধ-তৃষ্ণং মাং মণ্ডন-কাল-হানেঃ অক্ষমং বেত্তি ইব (কিম্?) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—বিম্বোষ্ঠে! ঐ দেখ,—তোমার অধরের ন্যায় রক্তাভ বিদ্রুম-বৃক্ষের উপর, তরঙ্গবেগে আহত ও উত্থিত হইয়া কেমন করিয়া শঙ্খগুলি আসিয়া পড়িতেছে এবং বিদ্রুমের ঊর্দ্ধমুখ সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুর বা শাখার অগ্রভাগে একেবারে বিঁধিয়া যাইতেছে; আহা! কত কষ্টে শঙ্খনিচয় ঐ অঙ্কুর হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া লইতেছে ॥ ১৩ ॥

কমললোচনে! ঐ দেখ, মেঘের ব্যাপার! আকাশ হইতে নিম্নদিকে লম্বমান হইয়া, স্তম্ভাকারে, মেঘ সমুদ্রের জল-পান করিতে সবে নামিয়াছিল,—ইতিমধ্যেই সিন্ধুর ভীষণ আবর্ত্তের বেগে পড়িয়া সে কেমন ঘুরিতেছে, হাবু-ডুবু খাইতেছে,—মনে হইতেছে, মন্দর পর্ব্বতের দ্বারা সমুদ্রের বুঝি আবার মন্থন আরম্ভ হইল ॥ ১৪ ॥

ইন্দুমুখি! ঐ দূরে—অতিদূরে,—অধোদেশে নিতান্ত ক্ষীণরেখার ন্যায় প্রতীয়মান লবণাম্বুরাশির বলয়াকার তীর-ভূমি দেখা যাইতেছে;—একবার দৃষ্টিদান কর, দেখ দেখ, তমাল ও তালবনমালায় বেলাভূমি একেবারে নীল—অতি গাঢ় নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ বেলার কি অপূর্ব্ব শোভা-ই না জন্মিয়াছে! ঐ দেখ, লৌহচক্রাকার নীলাম্বু-রাশির ধারাভাগে যেন কত-না মালিন্যের রেখা পড়িয়াছে! কি সুন্দর চিত্র! ॥ ১৫ ॥

আয়ত-নয়নে! এই আমরা প্রায় সিন্ধুপারে আসিয়া পঁহুছিলাম বলিয়া।—এই দেখ, বেলা-প্রবাহী সমীরণ যেন কত সন্তর্পণে কেতক-পরাগ আনিয়া তোমার মুখে অনুলিপ্ত করিয়া দিতেছে, কত তাড়াতাড়ি তোমার অঙ্গরাগ করিতেছে; তোমার বিম্বতুল্য অধর পানে আমার যে কি অসহ্য পিপাসা জন্মিয়াছে, তোমার অঙ্গরাগের কালটুকুও যে আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, তাহা ঐ পরাগ-বাহী বায়ু বুঝিতে পারিয়াছে না কি? নতুবা উহার এত তাড়াতাড়ি কেন? ॥ ১৬ ॥

স্থাবরজঙ্গম জগতেরও অপার আনন্দ! রাম নারায়ণের পূর্ণ অবতার, আর স্বয়ং লক্ষ্মী সীতারূপে অবতীর্ণা, লক্ষ্মী-নারায়ণ আজ সম্মিলিত হইয়াছেন এবং পুষ্পকরথে উঠিয়া ঊর্দ্ধে—আকাশপথে, নিম্নস্থ পৃথিবীর শোভা দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন, তুচ্ছ জড় জগতের অনেক ঊর্দ্ধ দিয়া নক্ষত্রবেগে চলিয়াছেন, আর সমস্ত জড় জগৎ তাঁহাদের নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে। না না,—নিম্নে থাকিয়া যাহার যতটুকু সম্পদ, ক্ষমতা, তাই দিয়া জড় জগতের তাবৎ পদার্থ রাম-সীতার পরিচর্য্যা

এতে বয়ং সৈকতভিন্ন-শুক্তি-পর্য্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ।
প্রাপ্তা মুহূর্ত্তেন বিমান-বেগাৎ কূলং ফলাবর্জ্জিত-পূগ-মালম্ ॥ ১৭॥
কুরুষ্ব তাবৎ করভোরু! পশ্চান্মার্গে মৃগ-প্রেক্ষিণি! দৃষ্টি-পাতম্।
এষা বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ সকাননা নিষ্পততীব ভূমিঃ ॥ ১৮॥
ক্বচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং ক্বচিদ্ ঘনানাং পততাং ক্বচিচ্চ।
যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্ ॥ ১৯॥
অসৌ মহেন্দ্রদ্বিপদান-গন্ধিস্ত্রিমার্গগা-বীচিবিমর্দ্দ-শীতঃ।
আকাশ-বায়ুর্দিনযৌবনোত্থানাচামতি স্বেদ-লবান্ মুখে তে ॥ ২০॥

অন্বয়।—এতে বয়ং সৈকতভিন্ন-শুক্তি-পর্য্যস্ত-মুক্তা-পটলং ফলাবর্জ্জিত-পূগ-মালং পয়োধেঃ কূলং বিমানবেগাৎ মুহূর্ত্তেন প্রাপ্তাঃ (স্মঃ)॥ ১৭॥

হে করভোরু! অয়ি মৃগপ্রেক্ষিণি! তাবৎ পশ্চাৎ মার্গে (লঙ্ঘিতে পথি) দৃষ্টিপাতং কুরুষ্ব। এষা সকাননা ভূমিঃ বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ নিষ্পততি ইব (নিষ্ক্রামতি, বহিঃ আগচ্ছতি ইব)॥ ১৮॥

(অয়ি সীতে!) বিমানং মে মনসঃ অভিলাষঃ যথাবিধঃ তথা প্রবর্ত্ততে—পশ্য! ক্বচিৎ সুরাণাং পথা সঞ্চরতে, ক্বচিৎ ঘনানাং, ক্বচিৎ পততাং (পক্ষিণাং) চ (পথা সঞ্চরতে)॥ ১৯॥

মহেন্দ্র-দ্বিপদান-গন্ধিঃ ত্রিমার্গগা-বীচি-বিমর্দ্দশীতঃ অসৌ আকাশবায়ুঃ তে মুখে দিনযৌবনোত্থান্ স্বেদ-লবান্ আচামতি॥ ২০॥

বঙ্গা। প্রিয়তমে! পুষ্পকের দ্রুত-গমন নিবন্ধন এই আমরা মুহূর্ত্তমধ্যেই পয়োনিধির তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখ দেখ, ঐ সিকতাময় বেলাভূমিতে রাশি রাশি শুক্তি-মুখের জোড় খুলিয়া পড়িয়াছে; আর তাহা হইতে কত মুক্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঐ দেখ, শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত পূগ-বৃক্ষগুলিতে তাহাদের রক্তবর্ণ সুপক্ব ফলের গুচ্ছে কি অপূর্ব্ব শোভাই না ধারণ করিয়াছে! দূর হইতে মনে হইতেছে, বেলারাণী যেন সুন্দর একছড়া হার পরিয়াছেন॥ ১৭॥

করভোরু! একবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত কর। হরিণাক্ষি! ঐ দেখ, আমরা যতই সমুদ্র হইতে দূরে আসিতেছি, মনে হইতেছে যেন, বনানী-পূর্ণ ধরণীও ততই সাগর হইতে ক্রমে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, ইতিপূর্ব্বে যেন তাহা সাগর-অঙ্গেই মিলিত ছিল॥ ১৮॥

দেবি! আজ তোমাকে লইয়া এই প্রত্যাবর্ত্তনের কালে আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে যে কত নূতন নূতন অভিলাষ উৎপন্ন হইতেছে, তুমি কি তাহা জান? আমার হৃদয়ের সেই নানা অভিলাষের ন্যায় আমাদের বিমানও নানা পথে ছুটিতেছে। কখনো আকাশগাত্রে দেবতাদের পথে, কখনো জলদমালার বিচরণমার্গে, কখনো আবার বিহঙ্গমকুলের পথ ধরিয়া বিমান চলিয়াছে। একবার নিরীক্ষণ কর॥ ১৯॥

সীতে! এখন মধ্যাহ্ন,—দিবাভাগের ইহা যৌবনকাল-স্বরূপ,—প্রিয়ে! তোমার জীবনরূপ দিবসেরও এখন পূর্ণযৌবন। সুন্দরি! তোমার যৌবনসুন্দর বদনে সেই দিন-যৌবনের আবির্ভাবে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালের প্রখরতাপে—বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম উদ্গত হওয়ায় কি শোভাই না জন্মিয়াছে।—তোমার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখকমলের ঐ ঘর্ম্মজাল মার্জ্জনা করিবার জন্যই, ঐ দেখ, আকাশ-গঙ্গার তরঙ্গ-শীকর-সিক্ত এবং অদূরবর্ত্তী মহেন্দ্র পর্ব্বতের ঐরাবত-মদ-গন্ধী মন্দ সমীরণ তোমার মুখে আসিয়া লাগিতেছে। জানকি! সত্য বলিতে কি, বায়ুর উপর আমার হিংসা হইতেছে॥ ২০॥

করিতেছে। আজ সমস্ত জড় জগৎ সচ্চিদানন্দ লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করিবার নিমিত্ত, প্রীতিবিধানের নিমিত্ত, যেন চৈতন্যময় হইয়া উঠিয়াছে।—চৈতন্যস্বরূপের সংসর্গে আজ জড়ের জড়ত্ব দূর হইয়াছে।

সূর্য্যবংশের অসূর্য্যম্পশ্যা কুল-লক্ষ্মীকে রাক্ষস হরণ করিয়া নির্ম্মল কুলে যে কলঙ্কলেপন করিয়াছিল, তাহা ক্ষালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্মিলিত রাম-সীতা আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া—একপ্রাণ হইয়া আকাশপথে চলিয়াছেন। কখনো

করেণ বাতায়ন-লম্বিতেন স্পৃষ্টস্ত্বয়া চণ্ডি! কুতূহলিন্যা।
আমুঞ্চতীবাভরণং দ্বিতীয়মুদ্ভিন্নবিদ্যুদ্বলয়ো ঘনস্তে ॥ ২১ ॥
অমী জনস্থানমপোঢ়বিঘ্নং মত্বা সমারব্ধ-নবোটজানি।
অধ্যাসতে চীরভৃতো যথাস্বং চিরোজ্‌ঝিতান্যাশ্রমমণ্ডলানি ॥ ২২ ॥
সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং ভ্রষ্টং ময়া নূপুরমেকমুর্ব্ব্যাম্।
অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দ-বিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধ-মৌনম্ ॥ ২৩ ॥
ত্বং রক্ষসা ভীরু! যতোঽপনীতা তং মার্গমেতাঃ কৃপয়া লতা মে।
অদর্শয়ন্ বক্তুমশক্নুবত্যঃ শাখাভিরাবর্জ্জিত-পল্লবাভিঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—অয়ি চণ্ডি কুতূহলিন্যা ত্বয়া বাতায়ন-লম্বিতেন করেণ স্পৃষ্টঃ উদ্ভিন্ন-বিদ্যুদ্‌-বলয়ঃ ঘনঃ তে দ্বিতীয়ম্ আভরণম্ আমুঞ্চতি ইব (পরিধাপয়তি ইব) ॥ ২১ ॥

অমী চীরভৃতঃ জনস্থানম্ অপোঢ়বিঘ্নং মত্বা সমারব্ধা-নবোটজানি চিরোজ্ঝিতানি আশ্রম-মণ্ডলানি যথাস্বম্ অধ্যাসতে ॥ ২২ ॥

(জানকি!) এষা সা (পূর্ব্বানুভূতা) স্থলী (দৃশ্যতে)। যত্র ত্বাং বিচিন্বতা ময়া ত্বচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখাৎ ইব বদ্ধমৌনম্ উর্ব্ব্যাং ভ্রষ্টম্ একং নূপুরম্ অদৃশ্যত! ॥ ২৩ ॥

অয়ি ভীরু! ত্বং রক্ষসা যতঃ (যেন মার্গেণ) অপনীতা, তং মার্গং বক্তুম্ অশক্নুবত্যঃ এতাঃ লতাঃ আবর্জ্জিত-পল্লবাভিঃ শাখাভিঃ কৃপয়া মে অদর্শয়ন্ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।—কোপনে! বার বার পুষ্পকের গাত্রে আসিয়া সংলগ্ন হওয়ায় মেঘের উপর তোমার কি ক্রোধ জন্মিয়াছে? তাই কি তুমি কুতূহল-বশে বাতায়ন-বিবর-পথে হাত বাড়াইয়া মেঘমালাকে স্পর্শ করিতেছ? ঐ দেখ, মেঘ-মধ্য-বিলাসিনী সৌদামিনী তোমার হাতে কেমন জড়াইয়া যাইতেছে,—সুন্দরি! দেখ দেখ, মেঘ বুঝি তোমার কর-পদ্মে আর এক গাছি বিদ্যুতের বালা পরাইয়া দিল! ॥ ২১ ॥

জানকি! দেখ দেখ, ঐ সেই ভয়ঙ্কর জনস্থান। এখন আর ওখানে রাক্ষসাদির কোনো উপদ্রবই নাই। তাই বল্কলধারী মুনিবৃন্দ, ঐ স্থানকে বিঘ্ন-পরিশূন্য মনে করিয়া চির-পরিত্যক্ত স্ব স্ব আশ্রম-বিভাগে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং নব নব পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক সুখে বাস করিতেছেন ॥ ২২ ॥

রঘু-কুল-লক্ষ্মি! ঐ দেখ, ঐ সেই স্থান, তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যে স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলাম, তোমার চরণের একখানি নূপুর, যেন তোমার অঙ্গচ্যুত হইয়াই মনের দুঃখে মৃত্তিকাতে নীরবে পড়িয়া আছে। প্রিয়তমে! ঐ সেই স্থান ॥ ২৩ ॥

ভীরু! রাক্ষসের নামোচ্চারণেই ভয় পাইও না। অধোদেশে ঐ যে লতাকুঞ্জ, একবার ঐ দিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমাকে হারাইয়া যখন আমি উন্মত্তবৎ চারিদিকে খুঁজিতেছিলাম, তখন, মনের দুঃখ যেন ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া, ঐ কুঞ্জবর্ত্তিনী লতিকাবলী তাহাদের আনত পল্লববিশিষ্ট শাখা কম্পনপূর্ব্বক, রাক্ষস তোমাকে যে পথ দিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই পথ আমাকে দেখাইয়া দিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিদ্যুদ্‌বিলসিত মেঘের মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে, কখনো অমৃতশীকরবর্ষী জলদের অধোদেশে আনন্দ-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে, কখনো বা মেঘলোকের ঊর্দ্ধদেশে,—শান্তগগনের উৎসঙ্গতলে বসিয়া আত্মবিস্মৃত হইতে হইতে চলিয়াছেন। দূর—আকাশ-পৃষ্ঠ হইতে—অধোদেশে, অতি দূরে নীলকান্তি সমুদ্র এবং সীতার জন্য সেই সমুদ্রবক্ষে রামকৃত সেতুবন্ধন দেখা যাইতেছে। রাম দেখিতেছেন, দেখাইতেছেন। সীতার জন্য রামকে দুস্তর জলধি পর্য্যন্ত বন্ধন করিতে হইয়াছিল,—ভাবিয়া সীতার হৃদয়—অনুরাগ, প্রেম এবং কৃতজ্ঞতার সম্মিলিত উৎসের সহস্রধারে প্লাবিত হইতেছে। সীতা এক একবার সেই শ্যামল সিন্ধুর সেতুবন্ধনের দিকে চাহিতেছেন, আবার পরক্ষণেই সেই দুষ্কর সেতুবন্ধন-কর্ত্তা নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম রামের দিকে চাহিতেছেন,—সীতার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছে ॥ ১—২১ ॥

দেখিতে দেখিতে বিমান সমুদ্র পার হইয়া দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত জনস্থানের উপরে আসিয়া পৌঁছিল। রাম দেখিলেন,

মৃগ্যশ্চ দর্ভাঙ্কুরনির্ব্যপেক্ষাস্তবাগতিজ্ঞং সমবোধয়ন্ মাম্ ।
ব্যাপারয়ন্ত্যো দিশি দক্ষিণস্যামুৎপক্ষ্ম-রাজীনি বিলোচনানি ॥ ২৫ ॥
এতদ্ গিরের্মাল্যবতঃ পুরস্তাদাবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্ ।
নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়া চ ত্বদ্‌বিপ্রয়োগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্ ॥ ২৬ ॥
গন্ধশ্চ ধারাহত-পল্বলানাং কাদম্বমর্দ্ধোদ্‌গত-কেসরঞ্চ ।
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবুর্যস্মিন্নসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে ॥ ২৭ ॥
পূর্ব্বানুভূতং স্মরতা চ যত্র কম্পোত্তরং ভীরু ! তবোপগূঢ়ম্ ।
গুহা-বিসারীণ্যতিবাহিতানি ময়া কথঞ্চিদ্ ঘন-গর্জ্জিতানি ॥ ২৮ ॥
আসার-সিক্তক্ষিতি-বাষ্পযোগান্মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্ন-কোশৈঃ ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে বিবাহ-ধূমারুণলোচন-শ্রীঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—দর্ভাঙ্কুরানব্যপেক্ষাঃ মৃগ্যঃ চ উৎপক্ষ্ম-রাজীনি বিলোচনানি দক্ষিণস্যাং দিশি ব্যাপারয়ন্ত্যঃ (সত্যঃ) তব অগতিজ্ঞং মাং সমবোধয়ন্ ॥ ২৫ ॥

মাল্যবতঃ নাম গিরেঃ অম্বরলেখি শৃঙ্গম্ এতৎ পুরস্তাৎ আবির্ভবতি। যত্র (গিরৌ) ঘনৈঃ নবং পয়ঃ, ময়া ত্বদ্বিপ্র-য়োগাশ্রু চ সমং বিসৃষ্টম্ ॥ ২৬ ॥

যস্মিন্ (শৃঙ্গে) ধারাহতপল্বলানাং গন্ধঃ চ, অর্দ্ধোদ্‌গত-কেসরং কাদম্বং চ, স্নিগ্ধাঃ শিখিনাং কেকাঃ চ, ত্বয়া বিনা মে অসহ্যানি বভূবুঃ ॥ ২৭ ॥

হে ভীরু ! যত্র (শৃঙ্গে) পূর্ব্বানুভূতং কম্পোত্তরং তব উপগূঢ়ং স্মরতা ময়া গুহাবিসারীণি ঘনগর্জ্জিতানি কথঞ্চিৎ অতি-বাহিতানি চ ॥ ২৮ ॥

যত্র (শৃঙ্গে) বিভিন্ন-কোশৈঃ নব-কন্দলৈঃ আসারসিক্ত-ক্ষিতি-বাষ্পযোগাৎ (হেতোঃ) বিড়ম্ব্যমানা তে বিবাহ-ধূমা-রুণ-লোচন-শ্রীঃ মাম্ অক্ষিণোৎ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।—সীতে ! ঐ যে মৃগী-গণকে দেখিতেছ, উহারা, তোমায় আমি খুঁজিতেছি দেখিয়া কুশাঙ্কুর ভক্ষণে বিরত হইয়া দক্ষিণদিকে ঊর্দ্ধ-নয়নে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক আমাকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিল যে, তুমি ঐ দিকেই অপহৃত হইয়াছ ॥ ২৫ ॥

জানকি ! ঐ দেখ, সম্মুখে ঐ মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখরমালা আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল শিখর-গাত্রে নবজলসম্ভৃত মেঘমালার দর্শনে, সীতে ! তোমাকে স্মরণ করিয়া কতই না কাঁদিয়াছিলাম, মেঘও তখন নববারিবর্ষণচ্ছলে আমার দুঃখে অশ্রুপাত করিয়া-ছিল। প্রিয়তমে ! ঐ সেই স্থান ॥ ২৬ ॥

রাজপুত্রি ! তোমার সহযোগে যে সকল বস্তু আমার নিতান্ত সুখজনক ছিল, বিরহাবস্থায় তাহারাই সাতিশয় কষ্টের কারণ হইয়া উঠিল। নব-বারি-সিক্ত মৃত্তিকার গন্ধ, অর্দ্ধোদ্‌গত কদম্বের মুকুল এবং ময়ূরগণের মনোহর কেকারব—এই সকল পদার্থ সুমধুর হইলেও তৎকালে তোমার বিরহে বিষতুল্য বোধ হইত ॥ ২৭ ॥

ভীরু ! এই মাল্যবানের শিখরদেশে, পূর্ব্বে কখনো গভীর ঘন-গর্জ্জন হইলে, তুমি চকিত-হৃদয়ে আসিয়া আমায় আলিঙ্গন করিতে। সীতে ! তোমাকে হারাইয়া, যখন এই পর্ব্বতের গহ্বর-প্রতিধ্বনিত মেঘ-ধ্বনি শ্রবণ করিতাম, তখন তোমার সেই আলিঙ্গন মনে পড়ায়, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত ॥ ২৮ ॥

প্রেয়সি ! এই মাল্যবানের শিখরদেশে, নবজল-সম্পাতে মৃত্তিকা হইতে ধূম্রবর্ণ বাষ্প উত্থিত হইত এবং সেই বাষ্পের সহিত অচিরবিকসিত রক্তবর্ণ নবকন্দল মিশ্রিত হইত। জানকি ! তদ্দর্শনে, তোমার বিবাহ-ধূমে অরুণাভ নয়নের কান্তি মনে পড়ায় আমার বুক ফাটিয়া যাইত ॥ ২৯ ॥

...র, পূর্ব্বপরিচিত জনস্থান-দর্শনে করুণাময় রামের হৃদয়ের কবাট যেন সহসা খুলিয়া গেল। কত-কি-কথা একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সেই সীতার সহিত পর্ব্বতের কন্দরে বিহার, নির্ঝরে নির্ঝরে অভিষেক (২৮)—

উপান্তবানীরবনোপগূঢ়ান্যালক্ষ্যপারিপ্লব-সারসানি ।
দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদাদমূনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ ॥ ৩০ ॥
অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপল-কেসরাণি ।
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্ত্তিনা তে ময়া প্রিয়ে ! সস্পৃহমীক্ষিতানি ॥ ৩১ ॥
ইমাং তটাশোক-লতাং চ তন্বীং স্তনাভিরামস্তবকাভিনম্রাম্ ।
ত্বৎপ্রাপ্তিবুদ্ধ্যা পরিরব্ধুকামঃ সৌমিত্রিণা সাশ্রুরহং নিষিদ্ধঃ ॥ ৩২ ॥
অমূর্বিমানান্তর-লম্বিনীনাং শ্রুত্বা স্বনং কাঞ্চন-কিঙ্কিণীনাম্ ।
প্রত্যুদ্‌ব্রজন্তীব খমুৎপতন্ত্যো গোদাবরী-সারস-পঙ্‌ক্তয়স্ত্বাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—উপান্তবানীরবনোপগূঢ়ানি আলক্ষ্য-পারিপ্লব-সারসানি অমূনি পম্পাসলিলানি দূরাবতীর্ণা মে দৃষ্টিঃ খেদাৎ পিবতি ইব ॥ ৩০ ॥

অত্র (পম্পায়াং) অন্যোন্যদত্তোৎপল-কেসরাণি অবিযুক্তানি রথাঙ্গ-নাম্নাং দ্বন্দ্বানি তে দূরান্তরবর্ত্তিনা ময়া, অয়ি প্রিয়ে ! সস্পৃহম্ ঈক্ষিতানি ॥ ৩১ ॥

(সীতে !)—স্তনাভিরামস্তবকাভিনম্রাং তন্বীম্ ইমাং তটাশোকলতাং ত্বৎপ্রাপ্তি-বুদ্ধ্যা পরিরব্ধুকামঃ সাশ্রুঃ অহং চ সৌমিত্রিণা নিষিদ্ধঃ ॥ ৩২ ॥

বিমানান্তরলম্বিনীনাং কাঞ্চন-কিঙ্কিণীনাং স্বনং শ্রুত্বা (স্বযূথশব্দভ্রান্ত্যা) খম্ উৎপতন্ত্যঃ অমূঃ গোদাবরীসারস-পঙ্‌ক্তয়ঃ ত্বাং প্রত্যুদ্‌ব্রজন্তি ইব ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গার্থ !—জনকনন্দিনি ! ঐ দূরে নয়নাভিরাম পম্পা-সরোবরের জলরাশি, দেখিতে পাইতেছ কি ? দেখ দেখ, চতুষ্পার্শ্ব হইতে মঞ্জুল বেতস-লতিকা জলে হেলিয়া পড়িয়াছে, আর তাহাদের মধ্যে, সরসীর নীল হৃদয়ে সারস-পঙ্‌ক্তি বীচিভরে মন্দ মন্দ নৃত্য করিতেছে, বেতস-ছায়ায় তাহাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে না। সীতে ! পম্পার সৌন্দর্য্য-দর্শনে এতদূর হইতে ছুটিয়া যাওয়ায় আমার নয়নের যেন কত ক্লেশ হইয়াছে, তাই সে সাধ মিটাইয়া উহার রূপামৃত পানপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিতেছে ॥ ৩০ ॥

প্রিয়তমে ! এই পম্পার জলে এক দিন চক্রবাকচক্রবাকীর দল মিথুনভাবে সম্মিলিত হইয়া তরঙ্গের তালে তালে নাচিয়া ভাসিতেছিল, পরস্পর পরস্পরকে উৎপল-কেসর দান করিতেছিল, আর তোমার বিরহ-দগ্ধ রাম কাতর-নয়নে সেই মিলনের ছবি দেখিয়াছিল, জানকি ! এই সেই পম্পা-সলিল ॥ ৩১ ॥

হরিণাক্ষি ! ঐ যে পম্পাতীরে শান্ত-মূর্ত্তি এক অশোক-লতিকা দেখিতেছ, এক দিন, স্তনের ন্যায় মনোহর স্তবক-ভারে ঈষৎ আনত ঐ তন্বী লতিকাকে "এই বুঝি আমার সীতা" ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলাম। বিরহোন্মত্ত আমার তখন চেতনাচেতন জ্ঞান ছিল না। সীতে ! আমার সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে লক্ষ্মণ গিয়া আমাকে নিবারণ করিল, এবং ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। মৈথিলি ! তখন ঐ অশোকতলে বসিয়া কতই-না কাঁদিয়াছিলাম ॥ ৩২ ॥

জানকি ! দেখ দেখ, গোদাবরীর বক্ষোবিহারিণী সারস-শ্রেণি, শূন্যে, আমাদের বিমানের দিকে, কি সুন্দর—উড়িয়া আসিতেছে ! সীতে ! পুষ্পক-মধ্যবিলম্বিনী হেমকিঙ্কিণীর মধুর রুণু-রুণু ধ্বনি শ্রবণে বুঝি উহারা তোমাকে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া লইতেই এই দিকে ছুটিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

সেই বনকুসুমসুরভি কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ ও শীতল-শিলাফলকে উপবেশন, সেই সীতার অঙ্কে মস্তকস্থাপনপূর্ব্বক, নদীতীরে বেতসকুঞ্জে শীত-সমীর-সংস্পর্শে শ্রান্ত-হৃদয় রামচন্দ্রের নিদ্রা,—সব মনে পড়িল। (৩৫) সহসা "বান" আসিলে নদীর বক্ষ স্ফীত হইতে হইতে যেমন ক্রমে তাহার উভয় কূল ভাসাইয়া ইতস্ততঃ বহিয়া যায়, তদ্রূপ আজ জনস্থান-দর্শনে রামের হৃদয়েও পূর্ব্বস্মৃতির কূলপ্লাবিনী বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বন্যার প্রবল প্রবাহে তাঁহার গভীর হৃদয় ভাসিয়া গেল। রাম—উন্মুক্তচিত্তে, সীতাকে জনস্থানের সেই সকল পূর্ব্বানুভূত স্থান দেখাইতে লাগিলেন। জনস্থানে সীতা-সহিত

এষা ত্বয়া পেশলমধ্যয়াপি ঘটাম্বু-সংবর্দ্ধিত-বাল-চূতা ।
আনন্দয়ত্যুন্মুখ-কৃষ্ণসারা দৃষ্টা চিরাৎ পঞ্চবটী মনো মে ॥ ৩৪ ॥

অত্রানুগোদং মৃগয়ানিবৃত্তস্তরঙ্গবাতেন বিনীত-খেদঃ ।
রহস্ত্বদুৎসঙ্গ-নিষণ্ণমূর্দ্ধা স্মরামি বানীরগৃহেষু সুপ্তঃ ॥ ৩৫ ॥

ভ্রূভেদ-মাত্রেণ পদান্মঘোনঃ প্রভ্রংশয়াং যো নহুষং চকার ।
তস্যাবিলাম্ভঃপরিশুদ্ধিহেতোর্ভৌমো মুনেঃ স্থান-পরিগ্রহোঽয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—পেশল-মধ্যয়া অপি ত্বয়া ঘটাম্বু-সংবর্দ্ধিত বালচুতা উন্মুখ-কৃষ্ণ-সারা চিরাৎ দৃষ্টা এষা পঞ্চবটী মে মনঃ আনন্দয়তি ॥ ৩৪ ॥

অত্র (পঞ্চবট্যাম্) অনুগোদং (গোদাবরীসমীপে) মৃগয়া-নিবৃত্তঃ তরঙ্গবাতেন বিনীত-খেদঃ রহঃ ত্বদুৎসঙ্গ-নিষণ্ণ-মূর্দ্ধা (সন্ অহং) বানীরগৃহেষু সুপ্তঃ স্মরামি ॥ ৩৫ ॥

যঃ (মুনিঃ) ভ্রূ-ভেদ-মাত্রেণ নহুষং (রাজানং) মঘোনঃ পদাৎ প্রভ্রংশয়াঞ্চকার, আবিলাম্ভঃপরিশুদ্ধি-হেতোঃ তস্য মুনেঃ ভৌমঃ স্থান-পরিগ্রহঃ অয়ং (দৃশ্যতে) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজপুত্রি! এই পঞ্চবটী, একবার নিরীক্ষণ কর। আজ দীর্ঘকাল পরে উহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দধারায় আপ্লুত হইতেছে। কৃশোদরি! তুমি বনবাস-ক্লেশে একান্ত কাতর থাকিয়াও কলস কলস জল সেচনে যে সকল বাল-সহকার সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলে ও নবীন তৃণ-কবল দানে যে সমুদয় হরিণ-শিশুর জীবন-রক্ষা করিয়াছিলে, দেখ দেখ, ঐ সেই সহকার তরু সকল এক্ষণে প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, আর তাহাদের সুশীতল ছায়ায়, তোমার সেই হরিণ-শ্রেণী ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া আছে। যেন দূরে—আকাশে, কোন্ চিরপরিচিত ব্যক্তিকে তাহারা দেখিতে পাইয়াছে। প্রিয়তমে! একবার দর্শন কর ॥ ৩৪ ॥

সীতে! এই সেই পঞ্চবটী,—যেখানে, মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া আমি ঐ গোদাবরীর তীরস্থিত বেতস-কুঞ্জে তরঙ্গ-শীতল-বায়ু সেবন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতাম এবং তোমার উৎসঙ্গে মস্তক-স্থাপনপূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতাম। প্রিয়তমে! আজ সেই সুখের নিদ্রা মনে পড়িতেছে এবং সাধ হইতেছে,—আবার সেইরূপ নিদ্রা যাই ॥ ৩৫ ॥

যে অগস্ত্যমুনি শুধু ক্রোধচণ্ড ভ্রূ-কম্পনের প্রভাবে রাজা নহুষকে ইন্দ্রত্ব-পদ হইতে প্রভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, যাঁহার উদয়ে শরৎকালে সমস্ত জলের আবিলতা নষ্ট হয়, সীতে! এই সেই অগস্ত্যমুনির আশ্রম ॥ ৩৬ ॥

রামের যেমন অনেক সুখের স্মৃতি বিদ্যমান, তেমনি, সীতা-বিরহিত রামের দুঃখময় জীবনের অনন্ত দুঃখের স্মৃতিও জনস্থানের প্রতিপর্ব্বতে, প্রতিবৃক্ষে, প্রতিপল্লবে, প্রতিপত্রে, এমন কি,—প্রতিপশুতে, প্রতিপক্ষীতে বিরাজমান।

কোথায় অপহৃতা সীতার একখানা নূপুর রাম পাইয়া বক্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, (২৩) কোথায় কোন্ লতা তাঁহাকে সীতার অপহরণ-পথ দেখাইয়া দিয়াছিল (২৪), কোথায় কোন্ হরিণী সজল-নয়নে সীতাপহারী রাক্ষসের প্রস্থান-দিক্ ইঙ্গিতে বলিয়াছিল (২৫), আবার কোথায় কোন্ সরোবরের সুনীলজলে সারসমিথুনের প্রণয়ালাপ-দর্শনে সীতা-বিরহ-কাতর সীতাপতি চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন (৩১), আজ মিলনের দিনে, সেই বিরহদিনের ঘটনাবলী সীতাহৃদয়-সর্ব্বস্ব তাঁহার হৃদয়েশ্বরীকে একে একে দেখাইতে লাগিলেন। সীতাবিরহে উন্মত্ত হইয়া, সীতাময়জীবন রাম, কোথায় কোন্ কুসুমময়ী ফুল্ল লতিকাকে সীতাজ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন (৩২), কোথায় কোন্ বর্ষাস্পর্শে রোমাঞ্চিতকায় কদম্বতরুর তলে ময়ূরের পুচ্ছ-বিস্তারের তালে তালে কেকাধ্বনি শ্রবণে বিরহী রাম যাতনায় ছট্‌ফট্ করিয়াছিলেন (২৭), কোথায় জলসেচনের দ্বারা কোন্ বাল-সহকারতরুকে সীতা সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন (৩৪) আজ সে সমস্ত সীতানাথ তাঁহার আদরিণীকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে একে একে দেখাইলেন। সীতা দেখিলেন,—দেখিতে দেখিতে একেবারে বিগলিত হইলেন; এবং তাঁহার বশংবদ আর্য্যপুত্রের সেই পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া, সাশ্রুনয়নে মাঝে মাঝে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন ॥ ২২-৩৬ ॥

ত্রেতাগ্নিধূমাগ্রমনিন্দ্যকীর্ত্তেস্তস্যেদমাক্রান্তবিমানমার্গম্
ঘ্রাত্বা হবির্গন্ধি রজোবিমুক্তঃ সমশ্নুতে মে লঘিমানমাত্মা ॥ ৩৭ ॥
এতন্মুনের্মানিনি! শাতকর্ণেঃ পঞ্চাপ্সরো নাম বিহার-বারি।
আভাতি পর্য্যন্তবনং বিদূরান্মেঘান্তরালক্ষ্যমিবেন্দুবিম্বম্ ॥ ৩৮ ॥
পুরা স দর্ভাঙ্কুরমাত্রবৃত্তিশ্চরন্ মৃগৈঃ সার্দ্ধমৃষির্মঘোনা।
সমাধি-ভীতেন কিলোপনীতঃ পঞ্চাপ্সরোযৌবনকূটবন্ধম্ ॥ ৩৯ ॥
তস্যায়মন্তর্হিতসৌধভাজঃ প্রসক্তসঙ্গীত-মৃদঙ্গ-ঘোষঃ।
বিয়দ্‌গতঃ পুষ্পকচন্দ্র-শালাঃ ক্ষণং প্রতিশ্রুন্মুখরাঃ করোতি ॥ ৪০ ॥
হবির্ভুজামেধবতাং চতুর্ণাং মধ্যে ললাটন্তপ-সপ্ত-সপ্তিঃ।
অসৌ তপস্যত্যপরস্তপস্বী নাম্না সুতীক্ষ্ণশ্চরিতেন দান্তঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—অনিন্দ্য-কীর্ত্তেঃ তস্য (অগস্ত্যস্য) আক্রান্ত-বিমান-মার্গং হবির্গন্ধি ত্রেতাগ্নি-ধূমাগ্রম্ ইদং ঘ্রাত্বা রজো-বিমুক্তঃ মে আত্মা লঘিমানং সমশ্নুতে ॥ ৩৭ ॥

হে মানিনি! শাতকর্ণেঃ মুনেঃ পঞ্চাপ্সরঃ নাম (প্রসিদ্ধং) পর্য্যন্তবনম্ এতৎ বিহার-বারি (ক্রীড়াসরঃ) বিদূরাৎ মেঘান্তরা-লক্ষ্যম্ (ঈষদ্‌দৃশ্যম্) ইন্দুবিম্বম্ ইব আভাতি ॥ ৩৮ ॥

পুরা দর্ভাঙ্কুরমাত্রবৃত্তিঃ মৃগৈঃ সার্দ্ধং চরন্ সঃ ঋষিঃ (শাতকর্ণিঃ) সমাধিভীতেন মঘোনা পঞ্চাপ্সরোযৌবন-কূটবন্ধম্ উপনীতঃ—কিল ॥ ৩৯ ॥

অন্তর্হিত-সৌধভাজঃ তস্য (শাতকর্ণেঃ) অয়ং প্রসক্ত-সঙ্গীতমৃদঙ্গঘোষঃ বিয়দ্‌গতঃ (সন্) পুষ্পক-চন্দ্রশালাঃ (মম পুষ্পকরথস্য শিরোগৃহাণি) ক্ষণং প্রতিশ্রুন্-মুখরাঃ করোতি ॥ ৪০ ॥

নাম্না সুতীক্ষ্ণঃ চরিতেন দান্তঃ অসৌ অপরঃ তপস্বী এধবতাং চতুর্ণাং হবির্ভুজাং মধ্যে ললাটন্তপ-সপ্ত-সপ্তিঃ (সন্) তপস্যতি ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ।—সীতে! সেই অনিন্দ্যকীর্ত্তি অগস্ত্য ঋষির দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই ত্রিবিধ হোমাগ্নির ধূমশিখায়, দেখ, আকাশ-মার্গ আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং উহার আঘ্রাণে আমার হৃদয় রজোগুণ-বিমুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

অভিমানিনি! অপরের বিহার-স্থান দেখাইতেছি বলিয়া, আমার উপর বৃথা অভিমান করিও না। এই—অধোদেশে শাতকর্ণি মুনির "পঞ্চাপ্সরঃ" নামক উপবন-বেষ্টিত কেলি-সারোবর,—মেঘের অন্তরাল হইতে ঈষৎপরিদৃষ্ট চন্দ্রবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে,—একবার চাহিয়া দেখ ॥ ৩৮ ॥

পুরাকালে ঐ ঋষি শাতকর্ণি, মৃগকুলের সহিত বনে বনে বিচরণ-পূর্ব্বক শুধু কুশাঙ্কুর ভক্ষণের দ্বারা কোনমতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন; ঋষির সেই অটল সমাধি-দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রের অতিশয় আশঙ্কা জন্মে, তাই তিনি পাঁচটি অপ্সরা পাঠাইয়া,—তাহা-দের নবযৌবনের কপট বাগুরায় ঋষিকে আবদ্ধ করত—সে অতুল সমাধির সর্ব্বনাশ করেন ॥ ৩৯ ॥

প্রিয়তমে! আমাদের পুষ্পক-রথের শীর্ষস্থিত কক্ষসমূহে কিসের প্রতিধ্বনি হইতেছে—জান? সেই সমাধিচ্যুত শাতকর্ণি এখন ঐ কেলি-সরোবরের জলমধ্যবর্ত্তী এক সুরম্য প্রাসাদে বাস করিতেছেন। তাঁহারই নিরন্তর মৃদঙ্গ-ধ্বনির সহিত মিশ্রিত সঙ্গীতের ঐ প্রতিশব্দ ॥ ৪০ ॥

ঐ দেখ, ঐ আর এক জন ঋষি কি কঠোর তপস্যায় রত! উঁহার নাম "সুতীক্ষ্ণ"—কিন্তু চরিত্রমাহাত্ম্যে অমন দান্ত ব্যক্তি অতি বিরল। ঐ ঋষি চারিদিকে কাষ্ঠ-সহযোগে অগ্নিচতুষ্টয় প্রজ্বলিত করিয়া, তন্মধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত তপস্যা করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

অমূঃ সহাস-প্রহিতেক্ষণানি ব্যাজার্দ্ধসন্দর্শিত-মেখলানি।
নালং বিকর্ত্তুং জনিতেন্দ্রশঙ্কং সুরাঙ্গনাবিভ্রমচেষ্টিতানি॥ ৪২॥

এষোঽক্ষমালাবলয়ং মৃগাণাং কণ্ডূয়িতারং কুশ-সূচি-লাবম্।
সভাজনে মে ভুজমূর্দ্ধ্ববাহুঃ সব্যেতরং প্রাধ্বমিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে॥ ৪৩॥

বাচংযমত্বাৎ প্রণতিং মমৈষ কম্পেন কিঞ্চিৎ প্রতিগৃহ্য মূর্দ্ধ্নঃ।
দৃষ্টিং বিমানব্যবধানমুক্তাং পুনঃ সহস্রার্চ্চিষি সন্নিধত্তে॥ ৪৪॥

অদঃ শরণ্যং শরভঙ্গনাম্নস্তপোবনং পাবনমাহিতাগ্নেঃ।
চিরায় সন্তর্প্য সমিদ্ভিরগ্নিং যো মন্ত্রপূতাং তনুমপ্যহৌষীৎ॥ ৪৫॥

ছায়াবিনীতাধ্ব-পরিশ্রমেষু ভূয়িষ্ঠ-সম্ভাব্য-ফলেষ্বমীষু।
তস্যাতিথীনামধুনা সপর্য্যা স্থিতা সুপুত্রেষ্বিব পাদপেষু॥ ৪৬॥

অন্বয়।—জনিতেন্দ্র-শঙ্কম্ অমুং (সুতীক্ষ্ণং) সহাস-প্রহিতেক্ষণানি ব্যাজার্দ্ধ-সন্দর্শিত-মেখলানি সুরাঙ্গনাবিভ্রম-চেষ্টিতানি বিকর্ত্তুম্ অলং ন (বভূবুঃ)॥ ৪২॥

ঊর্দ্ধবাহুঃ এষঃ অক্ষমালাবলয়ং মৃগাণাং কণ্ডূয়িতারং কুশসূচিলাবং সব্যেতরং ভুজং মে সভাজনে ইতঃ প্রাধ্বং (অনুকূলং) প্রযুঙ্‌ক্তে॥ ৪৩॥

এষঃ (সুতীক্ষ্ণঃ) বাচংযমত্বাৎ মম প্রণতিং কিঞ্চিৎ মূর্দ্ধ্নঃ কম্পেন প্রতিগৃহ্য বিমানব্যবধান-মুক্তাং দৃষ্টিং পুনঃ সহস্রার্চ্চিষি সন্নিধত্তে॥ ৪৪॥

শরণ্যং পাবনম্ অদঃ (দৃশ্যমানম্) আহিতাগ্নেঃ শরভঙ্গ-নাম্নঃ (তাপসস্য) তপোবনম্। যঃ (ঋষিঃ) চিরায় অগ্নিং সমিদ্ভিঃ সন্তর্প্য মন্ত্রপূতাং তনুম্ অপি (তত্র) অহৌষীৎ॥ ৪৫॥

অধুনা তস্য (শরভঙ্গস্য) (সম্বন্ধিনী) অতিথীনাং সপর্য্যা ছায়াবিনীতাধ্বপরিশ্রমেষু ভূয়িষ্ঠ-সম্ভাব্য-ফলেষু অমীষু পাদ-পেষু সুপুত্রেষু ইব স্থিতা॥ ৪৬॥

বঙ্গার্থ।—এই সুতীক্ষ্ণের কঠোর তপস্যাদর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রের এতই ভয় হইয়াছিল যে, তিনি তাড়াতাড়ি কতকগুলি অপ্সরাকে ইঁহার তপোভঙ্গের জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহারাও আসিয়া সস্মিতবদনে কত প্রকার কটাক্ষবর্ষণ, ছলক্রমে নিতম্বস্থিত মেখলার স্খলন ও মনোহর কটি-প্রদেশের কিয়দংশের প্রদর্শন প্রভৃতি কত কি ছলনা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই এই নির্ব্বিকার ঋষির তপোভঙ্গ করিতে সমর্থ হইল না॥ ৪২॥

প্রিয়ে! ঐ ঊর্দ্ধবাহু সুতীক্ষ্ণ ঋষি যে হস্তের দ্বারা আশ্রমমৃগগণের গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়াছেন এবং সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণ কুশাগ্র-মুষ্টিচ্ছেদন করিয়া থাকেন,—ঐ দেখ, অক্ষমালা-সমন্বিত সেই দক্ষিণ হস্ত আমাদের দিকে, সম্মান-প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন॥ ৪৩॥

ঐ দেখ, ঋষি নিজে মৌনব্রতাবলম্বী, তাই শিরঃকম্পন-পূর্ব্বক মৎকৃত প্রণাম গ্রহণ করিলেন। আমাদের বিমান ঋষির নয়ন-পথ প্রায় অতিক্রম করিল বলিয়া, দেখ দেখ, আবার সৌরমণ্ডলে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল॥ ৪৪॥

জানকি! ঐ অদূরে শরভঙ্গ-নামক আহিতাগ্নি তপো-ধনের পরম পবিত্র ও রমণীয় আশ্রম। অনেক বিপন্নের উহা আশ্রয়স্থল। ঐ মহর্ষি বহুকাল সমিধাদির দ্বারা হুতাশনের আরাধনা-পূর্ব্বক, শেষে নিজের দেহ পর্য্যন্ত মন্ত্রপূত করিয়া সেই হোমানলে আহুতি দিয়াছিলেন॥ ৪৫॥

সীতে! আজ সেই পুণ্য-চরিত মহর্ষি নাই, আশ্রম শূন্য কিন্তু তবুও তাঁহার আশ্রমের অতিথি-সৎকার নিয়ত অব্যাহত-ভাবেই চলিতেছে। কেন না—ঋষির সুপুত্র-স্থানীয় আশ্রমপাদপগণ ক্লান্ত পথিকদিগকে স্নিগ্ধচ্ছায়া-দানে এবং প্রচুর সুফল-সমর্পণে এখনও সেবা করিয়া থাকে॥ ৪৬॥

ধারাস্বনোদ্‌গারিদরীমুখোঽসৌ শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কঃ ।
বধ্নাতি মে বন্ধুর-গাত্রি! চক্ষুর্দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ ॥ ৪৭।

এষা প্রসন্ন-স্তিমিত-প্রবাহা সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী ।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ ॥ ৪৮॥

অয়ং সুজাতোঽনুগিরং তমালঃ প্রবালমাদায় সুগন্ধি যস্য ।
যবাঙ্কুরাপাণ্ডুকপোলশোভী ময়াবতংসঃ পরিকল্পিতস্তে ॥ ৪৯ ॥

অনিগ্রহত্রাসবিনীতসত্ত্বমপুষ্পলিঙ্গাৎ ফলবন্ধি-বৃক্ষম্ ।
বনং তপঃসাধনমেতদত্রেরাবিষ্কৃতোদগ্রতর-প্রভাবম্ ॥ ৫০ ॥

অত্রাভিষেকায় তপোধনানাং সপ্তর্ষিহস্তোদ্ধৃতহেম-পদ্মাম্ ।
প্রবর্ত্তয়ামাস কিলানুসূয়া ত্রিস্রোতসং ত্র্যম্বকমৌলিমালাম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।—অয়ি বন্ধুর-গাত্রি! ধারাস্বনোদ্‌গারি-দরীমুখঃ শৃঙ্গাগ্র-লগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কঃ অসৌ চিত্রকূটঃ দৃপ্তঃ ককুদ্মান্ ইব মে চক্ষুঃ বধ্নাতি (আকৃষ্টং করোতি) ॥ ৪৭ ॥

প্রসন্ন-স্তিমিত-প্রবাহা বিদূরান্তরভাবতন্বী মন্দাকিনী (নাম) (চিত্রকূটপ্রান্তবাহিনী) এষা সরিৎ নগোপকণ্ঠে ভূমেঃ কণ্ঠগতা মুক্তাবলী ইব ভাতি ॥ ৪৮ ॥

অনুগিরং সুজাতঃ তমালঃ অয়ং (দৃশ্যতে), যস্য (তমালস্য) সুগন্ধি প্রবালম্ আদায় ময়া তে যবাঙ্কুরাপাণ্ডুকপোলশোভী অবতংসঃ (পুরা) পরিকল্পিতঃ ॥ ৪৯ ॥

অনিগ্রহত্রাসবিনীত-সত্ত্বম্ অপুষ্পলিঙ্গাৎ ফলবন্ধি-বৃক্ষম্ আবিষ্কৃতোদগ্রতরপ্রভাবম্ অত্রেঃ (মুনেঃ) তপঃসাধনম্ এতৎ বনম্ ॥ ৫০ ॥

অত্র (বনে) অনুসূয়া (অত্রিপত্নী) সপ্তর্ষি-হস্তোদ্ধৃত-হেম-পদ্মাং ত্র্যম্বকমৌলিমালাং ত্রিস্রোতসং (ভাগীরথীং) তপোধনানাম্ অভিষেকায় প্রবর্ত্তয়ামাস কিল (প্রবাহয়ামাস) ॥৫১॥

বঙ্গার্থ।—অয়ি বন্ধুর-গাত্রি! দেখ দেখ, ঐ চিত্রকূট পর্ব্বত যেন গর্ব্বোৎফুল্ল বৃষভের ন্যায় শোভা পাইতেছে। নির্ঝরধারা পতিত হওয়ায় উহার গুহামুখ সকল নিনাদিত হইতেছে এবং শৃঙ্গের উপর মেঘ সংলগ্ন হওয়ায়, মনে হইতেছে বুঝি, বপ্র-ক্রীড়ারত বৃষভরাজের শৃঙ্গে পঙ্ক-সংযুক্ত হইয়াছে। কি সুন্দর দৃশ্য! ॥ ৪৭ ॥

জানকি! দেখ, ঐ দূরে একগাছি হারের ন্যায় প্রতীয়মানা মন্দাকিনী-নাম্নী নদী—কেমন সুন্দর—চিত্রকূটের পাদদেশ বহিয়া চলিয়াছে। কি স্বচ্ছ এবং নিথর জল, কত ধীরে ধীরে বহিতেছে, মনে হইতেছে, পর্ব্বত-প্রান্তবর্ত্তিনী ভূমি যেন কণ্ঠদেশে এক ছড়া মুক্তার মালা পরিয়াছে। একবার নিরীক্ষণ কর ॥ ৪৮ ॥

সীতে! মনে পড়ে, চিত্রকূটের সমীপে ঐ সেই তমাল গাছ! এখন কত বড় হইয়াছে! এক দিন উহার সুরভি পল্লব দিয়া আমি তোমার অবতংস করিয়া দিয়াছিলাম, কানে পরাইয়াছিলাম। স্নিগ্ধ যবাঙ্কুরের ন্যায় ঈষৎ পাণ্ডু-বর্ণ-বিশিষ্ট তোমার স্বচ্ছ কপোলদেশে ঐ সুনীল তমাল-পল্লবে কি অপূর্ব্ব শোভাই না জন্মিয়াছিল! প্রিয়তমে! মনে পড়ে সে কথা? ॥ ৪৯ ॥

রাজ-পুত্রি! এই মহর্ষি অত্রির তপস্যার স্থান। দেখ দেখ, কোনরূপ শাসন না করিলেও এই তপোবনের পশুগণ কেমন অহিংসভাবে রহিয়াছে এবং ফুল না ফুটিলেও বৃক্ষ-সমূহে কি সুন্দর ফল ধরিতেছে। এ সমুদয় আশ্চর্য্য ব্যাপারে সহজেই অনুমিত হয় যে, ঋষির প্রভাব কি অতুলনীয়! ॥ ৫০ ॥

সীতে! এই মহর্ষি অত্রির সহধর্ম্মিণী অনুসূয়ার প্রভাব শুনিলে তুমি বিস্মিত হইবে। আকাশে সপ্তর্ষিগণ যে ত্রিপথগার স্বর্ণপদ্ম স্বহস্তে চয়ন করিয়া থাকেন, শঙ্করের জটিল মৌলিতে যিনি মালার ন্যায় বিরাজ করেন, সেই ভাগীরথীকে এই আশ্রমের ঋষিবৃন্দের স্নানাদি অভিষেকের উদ্দেশ্যে, অনুসূয়া এই স্থানে প্রবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

বীরাসনৈর্ধ্যানজুষামৃষীণামমী সমধ্যাসিত-বেদি-মধ্যাঃ ।
নিবাতনিষ্কম্পতয়া বিভান্তি যোগাধিরূঢ়া ইব শাখিনোঽপি ॥ ৫২ ॥
ত্বয়া পুরস্তাদুপযাচিতো যঃ সোঽয়ং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ
রাশির্মণীনামিব গারুড়ানাং সপদ্মরাগঃ ফলিতো বিভাতি ॥ ৫৩ ॥
ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা ।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব ॥ ৫৪ ॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্ব-সংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্ত-পত্রা ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব ॥ ৫৫ ॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিশ্ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব ।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্য-নভঃ-প্রদেশা ॥ ৫৬ ॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য ।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি ! বিভাতি গঙ্গা ভিন্ন-প্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—বীরাসনৈঃ ধ্যানজুষাম্ ঋষীণাং সমধ্যাসিত-বেদিমধ্যাঃ অমী শাখিনঃ অপি নিবাতনিষ্কম্পতয়া যোগাধিরূঢ়াঃ ইব (ধ্যানস্থাঃ ইব) বিভান্তি ॥ ৫২ ॥

ত্বয়া পুরস্তাৎ (পূর্ব্বং) যঃ উপযাচিতঃ, শ্যামঃ ইতি প্রতীতঃ সঃ বটঃ অয়ং ফলিতঃ (সন্) সপদ্মরাগঃ গারুড়ানাং মণীনাং (মরকতানাং) রাশিঃ ইব বিভাতি ॥ ৫৩ ॥

(অধুনা প্রয়াগস্থং গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমং শ্লোক-চতুষ্টয়েন বর্ণয়তি)। অয়ি অনবদ্যাঙ্গি! যমুনাতরঙ্গৈঃ ভিন্ন-প্রবাহা গঙ্গা বিভাতি, পশ্য। (কিন্তু তা সা ?)—ক্বচিৎ (প্রদেশে) প্রভালেপিভিঃ ইন্দ্রনীলৈঃ অনুবিদ্ধা মুক্তাময়ী যষ্টিঃ (হারাবলী) ইব (বিভাতি), অন্যত্র (প্রদেশে) ইন্দীবরৈঃ উৎখচিতান্তরা সিতপঙ্কজানাং মালা ইব (বিভাতি)। ক্বচিৎ কাদম্ব-সংসর্গবতী (নীল হংস-সংস্পৃষ্টা) প্রিয়-মানসানাং খগানাং (রাজহংসানাং) পঙ্‌ক্তিঃ ইব (বিভাতি), অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা ভুবঃ চন্দন-কল্পিতা ভক্তিঃ ইব (বিভাতি)। ক্বচিৎ (প্রদেশে) ছায়া-বিলীনৈঃ তমোভিঃ শবলীকৃতা চান্দ্রমসী প্রভা (চন্দ্রিকা) ইব (বিভাতি), অন্যত্র রন্ধ্রেষু আলক্ষ্য-নভঃপ্রদেশা—শুভ্রা শরদভ্রলেখা (শরন্মেঘ-পঙ্‌ক্তিঃ) ইব (বিভাতি)। ক্বচিৎ চ কৃষ্ণোরগভূষণা ভস্মাঙ্গরাগা ঈশ্বরস্য তনুঃ ইব (বিভাতি)। (কলাপকম্) ॥ ৫৪-৫৫-৫৬-৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—ঐ দেখ, জপাদি সাধন-কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বীরাসনে বসিয়া ঋষিগণ ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, আর তাঁহাদের বেদি-মধ্যজাত পাদপসমূহও ঐ বায়ুপ্রচার-শূন্যস্থানে কেমন নিশ্চল আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে; দেখিলে মনে হয়, তাহারাও যেন সমাধিমগ্ন হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছে ॥ ৫২ ॥

সীতে! মনে পড়ে?—পূর্ব্বে তুমি যে বটবৃক্ষের নিকট, নিরাপদে আমার বনবাস-ব্রত পালনের কামনায় প্রার্থনা করিয়াছিলে, এই সেই শ্যাম-নামে প্রসিদ্ধ বটতরু। দেখ দেখ, ঐ বৃক্ষে কি সুন্দর লাল লাল ফল ধরিয়াছে,—মনে হইতেছে, যেন পদ্মরাগ-মণির সহিত মিশিয়া রাশীকৃত নীলকান্ত-মণি শোভা পাইতেছে ॥ ৫৩ ॥

অয়ি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! ঐ দেখ,—শ্বেত-সলিলা গঙ্গার প্রবাহ নীল-সলিলা যমুনার তরঙ্গের সহিত মিশিয়া কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! কোথাও যেন একছড়া শুভ্র মুক্তার মালার মধ্যে মধ্যে নয়নমনোহর ইন্দ্রনীলমণি গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে, আবার কোথাও বা শ্বেত-পদ্মের মালায় নীল-পদ্ম গাঁথা রহিয়াছে। কোনো স্থানে মানস-সরোবর-গামী অমল-ধবল রাজহংসশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া যেন নীলহংস-শ্রেণী মিশিয়াছে, কোথাও বা বসুধা-দেবীর চন্দন-চর্চ্চিত কলেবরে কৃষ্ণাগুরুর দ্বারা পত্র-রচনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও যেন শুভ্র চন্দ্রিকা-জালের মধ্যে আসিয়া গুরুচ্ছায়া-নীল অন্ধকার মিশিয়াছে, আবার কোথাও বা শরতের বিচ্ছিন্ন ও শুভ্র মেঘের মধ্য দিয়া যেন সুনীল আকাশ দেখা যাইতেছে। ঐ দেখ, কোন কোন স্থানে, মনে হইতেছে যেন, শঙ্করের রজতগিরিনিভ কলেবরে ভস্মের অঙ্গরাগ করিয়া তাহাতে কৃষ্ণ-সর্পের বিভূষণ পরানো হইয়াছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! একবার দৃষ্টিপাত কর ॥ ৫৪-৫৫-৫৬-৫৭ ॥

তাৎপর্য্য।—আজ মিলনের দিনে, যত কিছু মিলিত হৃদয়ের অনুকূল, সেই সমস্ত চিত্রই রামের নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতেছে এবং তিনি অতি আদরের সহিত তাঁহার আদরিণীকে সেই সকল চিত্র দেখাইতেছেন। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলের

সমুদ্রপত্ন্যোর্জ্জল-সন্নিপাতে পূতাত্মনামত্র কিলাভিষেকাৎ।
তত্ত্বাববোধেন বিনাপি ভূয়স্তনুত্যজাং নাস্তি শরীরবন্ধঃ ॥ ৫৮ ॥

পুরং নিষাদাধিপতেরিদং তদ্ যস্মিন্ ময়া মৌলিমণিং বিহায়।
জটাসু বদ্ধাস্বরুদৎ সুমন্ত্রঃ কৈকেয়ি! কামাঃ ফলিতাস্তবেতি ॥ ৫৯ ॥

পয়োধরৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাং নির্বিষ্টহেমাম্বুজ-রেণু যস্যাঃ।
ব্রাহ্মং সরঃ কারণমাপ্তবাচো বুদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহরন্তি ॥ ৬০ ॥

জলানি যা তীর-নিখাত-যূপা বহত্যযোধ্যামনু রাজধানীম্।
তুরঙ্গমেধাবভৃথাবতীর্ণৈরিক্ষ্বাকুভিঃ পুণ্যতরীকৃতানি ॥ ৬১ ॥

অন্বয়।—অত্র সমুদ্রপত্ন্যোঃ (গঙ্গাযমুনয়োঃ) জল-সন্নিপাতে অভিষেকাৎ পূতাত্মনাং তনুত্যজাং তত্ত্বাববোধেন বিনা অপি ভূয়ঃ শরীরবন্ধঃ নাস্তি কিল। (অন্যত্র জ্ঞানাদেব মুক্তিঃ, অত্র তু স্নানাদেব মুক্তিঃ) ॥ ৫৮ ॥

(বৈদেহি!) ইদং তৎ নিষাদাধিপতেঃ পুরম্। যস্মিন্ (পুরে) ময়া মৌলিমণিং বিহায় জটাসু বদ্ধাসু (সতীষু), সুমন্ত্রঃ "রে কৈকেয়ি! তব কামাঃ ফলিতাঃ"—ইতি অরুদৎ ॥ ৫৯ ॥

পুণ্যজনাঙ্গনানাং পয়োধরৈঃ নির্বিষ্ট-হেমাম্বুজ-রেণু ব্রাহ্মং (মানসং সরঃ) যস্যাঃ (সরয্বাঃ), বুদ্ধেঃ (মহত্ত্বস্য) [illegible]ম্ (প্রধানম্) ইব, কারণম্ আপ্ত-বাচঃ (মুনয়ঃ) উদাহরন্তি ॥ ৬০ ॥

তীর-নিখাত-যূপা যা (সরযূঃ) তুরঙ্গমেধাবভৃথাবতীর্ণৈঃ ইক্ষ্বাকুভিঃ (অস্মাকং পূর্ব্বপুরুষৈঃ) পুণ্যতরীকৃতানি জলানি অযোধ্যাং রাজধানীম্ অনু বহতি (প্রাপয়তি) ॥ ৬১ ॥

বঙ্গার্থ।—সীতে! রত্নাকরের পত্নীরূপিণী এই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে যাঁহারা অবগাহনপূর্ব্বক একবার পাপবিমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যতই [illegible] হউন না কেন, দেহাবসানের পর আর তাঁহাদিগকে এই দুঃখকষ্টময় সংসারক্ষেত্রে আসিতে হয় না, তাঁহারা মোক্ষপ[illegible] প্রাপ্ত হন। এখানে জ্ঞানী, অজ্ঞান—[illegible]মান ॥ ৫৮ ॥

জানকি! এই সেই নিষাদ-পতি গুহকের পুরী। বনে আসিবার সময়ে,—যে স্থানে আমার মস্তকের রাজ-মুকুট পরিহার-পূর্ব্বক জটাবন্ধনের সময়ে,—"হা কৈকেয়ি! এতক্ষণে তোমার মনোরথ সফল হইল"—বলিয়া সুমন্ত্র সারথি তার-কণ্ঠে রোদন করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

সীতে! এই সেই সরযূ। বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের কারণ যেমন অব্যক্ত বা প্রধান, সেইরূপ ব্রহ্ম-সরোবর বা মানস-সরোবর এই সরযুর কারণ অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থল বলিয়া মুনিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সে মানস-সরোবরের বর্ণন আর কি করিব?—সেখানে কত সোনার পদ্ম ফুটিয়া থাকে এবং যক্ষ-যুবতীরা তাহাতে যখন জল-কেলি করিতে নামেন, তখন তাঁহাদের পীনস্তন সেই সকল স্বর্ণ-কমলের পরাগে বিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে ॥ ৬০ ॥

এই সরযুর জল অতি পবিত্র, আবার অশ্বমেধ-যজ্ঞান্তে ইক্ষ্বাকুবংশীয় আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ইহার জলে স্নান করিতেন বলিয়া এই জল আরও পবিত্রতর হইয়া আসিতেছে; দেখ দেখ, যজ্ঞিয় পশুবন্ধনের যূপকাষ্ঠে এই সরযুর তীরভূমি যেন খচিত। সরযূ এই পবিত্র জলরাশিকে আমাদের রাজধানী অযোধ্যার প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন ॥ ৬১ ॥

অনির্ব্বচনীয় সৌন্দ[illegible], প্রদর্শনকালে—কালিদাসের রামের কণ্ঠে বুঝি মূর্ত্তিমতী সরস্বতী আসিয়া ভর করিয়াছেন,—তাই রাম প্রসন্ন-হৃদয়ে তাঁহার প্রসন্নমুখী সীতাকে যেন কোন স্বপ্নময় রাজ্যের অপূর্ব্ব শ্রী প্রদর্শন করিতেছেন। এ বর্ণনা পাঠকালে—প[illegible]ঠক জগৎ ভুলিয়া যান, ভূতভবিষ্যৎ ভুলিয়া যান, আত্মবিস্মৃত হইয়া শুধু পুরোবর্ত্তমানা ত্রিবেণীর অপূর্ব্ব শোভায় নিমগ্ন হয়েন ॥ ৫৪-৫৭ ॥

যাং সৈকতোৎসঙ্গ-সুখোচিতানাং প্রাজ্যৈঃ পয়োভিঃ পরিবর্দ্ধিতানাম্
সামান্যধাত্রীমিব মানসং মে সম্ভাবয়ত্যুত্তরকোসলানাম্ ॥ ৬২
সেয়ং মদীয়া জননীব তেন মান্যেন রাজ্ঞা সরযূর্বিযুক্তা।
দূরে বসন্তং শিশিরানিলৈর্ম্মাং তরঙ্গহস্তৈরুপগূহতীব ॥ ৬৩ ॥
বিরক্ত-সন্ধ্যাকপিশং পুরস্তাদ্ যতো রজঃ পার্থিবমুজ্জিহীতে।
শঙ্কে হনূমৎ-কথিত-প্রবৃত্তিঃ প্রত্যুদ্গতো মাং ভরতঃ সসৈন্যঃ ॥ ৬৪ ॥
অদ্ধা শ্রিয়ং পালিত-সঙ্গরায় প্রত্যর্পয়িষ্যত্যনঘাং স সাধুঃ।
হত্বা নিবৃত্তায় মৃধে খরাদীন্ সংরক্ষিতাং ত্বামিব লক্ষ্মণো মে ॥ ৬৫ ॥
অসৌ পুরস্কৃত্য গুরুং পদাতিঃ পশ্চাদবস্থাপিত-বাহিনীকঃ।
বৃদ্ধৈরমাত্যৈঃ সহ চীরবাসা মামর্ঘ্যপাণির্ভরতোঽভ্যুপৈতি ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়।—যাং (সরযূং) মে মানসং (কর্ত্তৃ) সৈকতোৎসঙ্গ-সুখোচিতানাং প্রাজ্যৈঃ পয়োভিঃ পরিবর্দ্ধিতানাম্ উত্তরকোসলানাং সামান্য-ধাত্রীম্ (সাধারণমাতরম্) ইব সম্ভাবয়তি ॥৬২॥

মদীয়া জননী (কৌসল্যা) ইব মান্যেন তেন রাজ্ঞা (দশরথেন) বিযুক্তা সা ইয়ং সরযূঃ দূরে বসন্তং (প্রবাসাৎ প্রতিনিবৃত্তং) মাং (পুত্রভূতং) শিশিরানিলৈঃ তরঙ্গহস্তৈঃ উপগূহতি ইব ॥৬৩॥

বিরক্ত-সন্ধ্যা-কপিশং (বিশেষেণ রক্তা—বিরক্তা, অতি-রক্তা যা সন্ধ্যা, তদ্বৎ-কপিশং) পার্থিবং রজঃ পুরস্তাৎ (অগ্রে) যতঃ উজ্জিহীতে (উদ্গচ্ছতি), (তস্মাৎ) হনূমৎ-কথিত-প্রবৃত্তিঃ ভরতঃ সসৈন্যঃ (সন্) মাং প্রত্যুদ্গতঃ (ইতি) শঙ্কে ॥৬৪

সাধুঃ সঃ (ভরতঃ) পালিত সঙ্গরায় (মে) অনঘাং (ভোগাভাবাৎ অদোষাং) (কিন্তু) সংরক্ষিতাং শ্রিয়ং, মৃধে খরাদীন্ হত্বা নিবৃত্তায় মে—লক্ষ্মণঃ (সংরক্ষিতাম্ অনঘাং) ত্বাম্ ইব—প্রত্যর্পয়িষ্যতি—অদ্ধা (সত্যম্) ॥ ৬৫ ॥

অসৌ পদাতিঃ চীরবাসাঃ ভরতঃ পশ্চাৎ অবস্থাপিত-বাহিনীকঃ (সন্) গুরুং (বশিষ্ঠং) পুরস্কৃত্য বৃদ্ধৈঃ অমাত্যৈঃ সহ অর্ঘ্যপাণিঃ (সন) মাম্ অভ্যুপৈতি ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গার্থ।—এই সরযূকে দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনি যেন আমার পিতৃপুরুষগণের ধাত্রী অর্থাৎ উপমাতার মত। ইঁহার উদ্দেশে আমার মস্তক নত হইয়া আসিতেছে। ইঁহার সুকোমল সিকতাপূর্ণ উৎসঙ্গতলে শায়িত করিয়া স্তন্য-দুগ্ধের ন্যায় প্রচুর পয়োদানে এই সরযূ, আমার পূজনীয় উত্তরকোসলপতিদিগকে পরিপুষ্ট করিয়া আসিতেছেন। জানকি! তাই সত্যই ইঁহাকে ধাত্রী-জ্ঞানে আমার হৃদয় সসম্মানে অভিবাদন করিতেছে ॥ ৬২ ॥

প্রিয়তমে! দেখ দেখ, আমার জননী কৌসল্যার ন্যায়, দেখ, সরযূ সেই ত্রিলোকবিখ্যাত পরমপূজ্য দশরথকে হারাইয়া যেন কত বিষাদভরে বহিয়া যাইতেছেন। আজ বহুদিন পরে আমি প্রবাস হইতে ঘরে ফিরিতেছি, তাই যেন শীতল সমীরময় তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক আমার মাতৃতুল্যা সরযূ আমাকে কত স্নেহে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছেন ॥৬৩॥

সীতে! সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, কঠোর সন্ধ্যাকালের ন্যায় কি ঘোর তাম্রবর্ণ ধূলিজাল ধরাতল হইতে উত্থিত হইতেছে,—আমার ঠিক মনে হইতেছে যে, হনুমানের মুখে সংবাদ পাইয়া বিপুল সৈন্য-সমভিব্যাহারে ভরত আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিতেছে ॥ ৬৪ ॥

সাধ্বি! যথার্থ বলিতেছি,—নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র লক্ষ্মণ যেমন, যুদ্ধে খরদূষণ প্রভৃতির বিনাশপূর্ব্বক আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তাহার হস্তে গচ্ছিত আমার লক্ষ্মীরূপিণী তোমাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল, আজ পিতৃ-সত্য-পালনপূর্ব্বক আমি ফিরিয়া আসিতেছি. তাই অক্ষত-স্বভাব ভরতও তাহার হস্তে ন্যস্তা রাজলক্ষ্মীকে এতদিন সযত্নে রক্ষা করিয়া আজ আমাকে ফিরাইয়া দিতে আসিতেছে। সীতে! সাধু-প্রকৃতি ভরত রাজলক্ষ্মীর ছায়া পর্য্যন্ত এতকাল স্পর্শ করে নাই ॥ ৬৫ ॥

প্রিয়ে! দেখ দেখ, ঐ কুলগুরু বশিষ্ঠকে অগ্রে করিয়া ধীরে ধীরে কেমন ভরত আমার দিকে আসিতেছে। তাহার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছে, পরিধানে তার বল্কল, হস্তে অর্ঘ্য,—প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ অমাত্যগণ তাহার সঙ্গে। একবার চাহিয়া দেখ ॥ ৬৬ ॥

পিত্রা বিসৃষ্টাং মদপেক্ষয়া যঃ শ্রিয়ং যুবাপ্যঙ্কগতামভোক্তা।
ইয়ন্তি বর্ষাণি তয়া সহোগ্রমভ্যস্যতীব ব্রতমাসিধারম্ ॥ ৬৭ ॥

এতাবদুক্তবতি দাশরথৌ তদীয়ামিচ্ছাং বিমানমধিদেবতয়া বিদিত্বা।
জ্যোতিষ্পথাদবততার সবিস্ময়াভিরুদ্বীক্ষিতং প্রকৃতিভির্ভরতানুগাভিঃ ॥ ৬৮ ॥

তস্মাৎ পুরঃসরবিভীষণদর্শিতেন সেবাবিচক্ষণহরীশ্বরদত্তহস্তঃ।
যানাদবাতরদদূরমহীতলেন মার্গেণ ভঙ্গি-রচিত-স্ফটিকেন রামঃ ॥ ৬৯ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশগুরবে প্রযতঃ প্রণম্য স ভ্রাতরং ভরতমর্ঘ্যপরিগ্রহান্তে।
পর্য্যশ্রুরস্বজত মূর্দ্ধনি চোপজঘ্রৌ তদ্ভক্ত্যপোঢ়-পিতৃরাজ্য-মহাভিষেকে ॥ ৭০ ॥

অন্বয়।—যঃ (ভরতঃ) পিত্রা বিসৃষ্টাম্ অঙ্ক-গতাম্ অপি (যাং) শ্রিয়ং যুবা (অপি) মদপেক্ষয়া অভোক্তা (সন) ইয়ন্তি বর্ষাণি (ব্যাপ্য) তয়া (শ্রিয়া) সহ উগ্রম্ আসিধারং ব্রতম্ অভ্যস্যতি ইব। (অসৌ সঃ ভরতঃ অভ্যুপৈতি)—॥ ৬৭ ॥

দাশরথৌ (রামে) এতাবৎ উক্তবতি (সতি) বিমানং (কর্ত্তৃ) তদীয়াম্ (রাম-সম্বন্ধিনীম্) ইচ্ছাম্ অধিদেবতয়া (মিষেণ) বিদিত্বা সবিস্ময়াভিঃ ভরতানুগাভিঃ প্রকৃতিভিঃ উদ্বীক্ষিতং (সৎ) জ্যোতিষ্পথাৎ অবততার ॥ ৬৮ ॥

রামঃ সেবাবিচক্ষণ-হরীশ্বরদত্ত-হস্তঃ (সন্) পুরঃসরবিভীষণ-দর্শিতেন অদূরমহীতলেন ভঙ্গি-রচিত-স্ফটিকেন মার্গেণ তস্মাৎ যানাৎ অবাতরৎ ॥ ৬৯ ॥

প্রযতঃ সঃ (রামঃ) ইক্ষ্বাকুবংশগুরবে প্রণম্য অর্ঘ্য-পরিগ্রহান্তে পর্য্যশ্রুঃ (সন্) ভ্রাতরং ভরতম্ অস্বজত, তদ্ভক্ত্যপোঢ়-পিতৃ-রাজ্য-মহাভিষেকে মূর্দ্ধনি উপজঘ্রৌ চ ॥ ৭০ ॥

বঙ্গার্থ।—সীতে! তুমি কঠোর "আসিধার" ব্রতের নাম শুনিয়া থাকিবে। যদি কোনো যুবা পুরুষ, তাহার হৃদয়ের সমস্ত আসঙ্গ-লিপ্সা হৃদয়মধ্যেই চ'পিয়া রাখিয়া কোনো যুবতির সহিত নিষ্কামভাবে ও প্রসন্ন-মনে সহবাস করিতে পারে, তবে তাহার অতি কঠোরভাবে সেই যে একত্রবাস, তাহারই নাম "আসিধার-ব্রত। নিয়ত বিঘূর্ণিত ও শাণিত অসি-ধারার সহিত বাসের ন্যায় এই ব্রত অতি দুঃসাধ্য এবং ইহাতে প্রতিপদেই বিপদের সম্ভাবনা, তাই এই ব্রতের নাম "আসিধার।" ভরত, আমার মুখের দিকে চাহিয়া,—যুবা পুরুষ হইয়াও এতকালের মধ্যে আমার পিতৃ-দত্ত এবং হস্তগত রাজলক্ষ্মীকে এক দিনের জন্যও ভোগ করে নাই; এই দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল যেন ঐ পূর্ব্বোক্ত উগ্র আসিধার ব্রত অভ্যাস করিতেছে। ভরতের তুলনা নাই! ঐ সেই ভরত। আমাদের এখন অবতরণ করা উচিত ॥ ৬৭ ॥

দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের এইরূপ কথোপকথন-সময়ে, পুষ্পকরথ স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রভাববলে রামের অভিলাষ অবগত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় অন্তরীক্ষ-পথ হইতে ক্রমে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। ভরতের সহিত যে প্রজাপুঞ্জ রামের অভ্যর্থনার জন্য আসিয়াছিল, তাহারাও সবিস্ময়ে এবং ঊর্দ্ধ-নয়নে এই রথাবতরণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬৮ ॥

গুণাভিরাম রাম সেই পুষ্পক হইতে অবতরণ করিলেন। বিভীষণ অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন, সেবাব্রতে পরম নিপুণ বানর-রাজ সুগ্রীব হাত বাড়াইয়া দিলেন, রাম তাহাতে ভর দিয়া, স্ফটিক-নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী বাহিয়া নিকটবর্ত্তী ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৬৯ ॥

নির্ম্মল-স্বভাব রাম অবতরণ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের কুলগুরু বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর হস্ত হইতে অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সজল-নয়নে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং রামের প্রতি অচলা ভক্তি-নিবন্ধন পিতৃদত্ত রাজ্য ও রাজ-মুকুট যে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিল, ভরতের সেই মস্তক বার-বার স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

শ্মশ্রুপ্রবৃদ্ধিজনিতাননবিক্রিয়াংশ্চ প্লক্ষান্ প্ররোহজটিলানিব মন্ত্রিবৃদ্ধান্।
অন্বগ্রহীৎ প্রণমতঃ শুভদৃষ্টিপাতৈর্বার্ত্তানুযোগমধুরাক্ষরয়া চ বাচা ॥ ৭১ ॥
দুর্জাতবন্ধুরয়মৃক্ষহরীশ্বরো মে পৌলস্ত্য এষ সমরেষু পুরঃপ্রহর্ত্তা।
ইত্যাদৃতেন কথিতৌ রঘুনন্দনেন ব্যুৎক্রম্য লক্ষ্মণমুভৌ ভরতো ববন্দে ॥ ৭২ ॥
সৌমিত্রিণা তদনু সংসসৃজে স চৈনমুত্থাপ্য নম্রশিরসং ভৃশমালিলিঙ্গ।
রূঢ়েন্দ্রজিৎপ্রহরণব্রণকর্কশেন ক্লিশ্যন্নিবাস্য ভুজমধ্যমুরঃস্থলেন ॥ ৭৩ ॥
রামাজ্ঞয়া হরিচমূপতয়স্তদানীং কৃত্বা মনুষ্যবপুরারুরুহুর্গজেন্দ্রান্।
তেষু ক্ষরৎসু বহুধা মদবারিধারাঃ শৈলাধিরোহণসুখান্যুপলেভিরে তে ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়।—শ্মশ্রু-প্রবৃদ্ধি-জনিতানন-বিক্রিয়ান্ (অতঃ) প্ররোহ-জটিলান্ প্লক্ষান্ ইব (স্থিতান্) প্রণমতঃ (কৃত-প্রণামান্) মন্ত্রিবৃদ্ধান্ চ শুভ-দৃষ্টি-পাতৈঃ বার্ত্তানুযোগ-মধুরাক্ষরয়া বাচা চ অন্বগ্রহীৎ ॥ ৭১ ॥

অয়ং মে দুর্জাত-বন্ধুঃ ঋক্ষ হরীশ্বরঃ (সুগ্রীবঃ)। এষঃ সমরেষু পুরঃপ্রহর্ত্তা পৌলস্ত্যঃ—(বিভীষণঃ),—ইতি আদৃতেন রঘুনন্দনেন কথিতৌ উভৌ (বিভীষণ-সুগ্রীবৌ) লক্ষ্মণং (অপি) ব্যুৎক্রম্য (আলিঙ্গনাদিভিঃ অসম্ভাব্য) ভরতঃ ববন্দে ॥ ৭২ ॥

সঃ (ভরতঃ) তদনু সৌমিত্রিণা সংসসৃজে, নম্রশিরসম্ এনম্ (লক্ষ্মণম্) উত্থাপ্য ভৃশম্ আলিলিঙ্গ চ। (কিং কুর্ব্বন্?)—রূঢ়েন্দ্রজিৎ-প্রহরণব্রণ-কর্কশেন অস্য (লক্ষ্মণস্য) উরঃস্থলেন (স্বকীয়ং) ভুজমধ্যং ক্লিশ্নন্ ইব ॥ ৭৩ ॥

তদানীং হরিচমূ-পতয়ঃ রামাজ্ঞয়া মনুষ্যবপুঃ কৃত্বা গজেন্দ্রান্ আরুরুহুঃ। বহুধা মদ-বারি-ধারাঃ ক্ষরৎসু তেষু (গজেন্দ্রেষু) তে (কপিযূথনাথাঃ) শৈলাধিরোহণসুখানি উপলেভিরে ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রামের বনে গমন অবধি, অযোধ্যা-বাসিগণ সর্ব্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করিয়াছিল। শোকচিহ্নস্বরূপ মস্তক ও মুখের শ্মশ্রু সকলেই ধারণ করিতেছিল, উহা আর তাহারা বপন করিত না। বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রিগণের মুখ শ্মশ্রুরাশির অতিবৃদ্ধি হেতু একান্ত বিকৃত হইয়াছে,—নিজের গাত্রোৎপন্ন প্ররোহজালের দ্বারা আচ্ছন্ন বটবৃক্ষকে যেমন জটাজূট-মণ্ডিত দেখায়, তাঁহাদিগকেও তেমনই দেখাইতেছিল। সেই অবস্থায় মন্ত্রিবৃন্দ আসিয়া রামকে প্রণাম করিলেন, তিনিও প্রীতিপ্রফুল্ল-নয়নে নানাপ্রকার কুশল-প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৭১ ॥

"ঋক্ষ এবং বানরগণের অধিপতি এই সুগ্রীব আমার বিপৎকালের পরম বন্ধু, পৌলস্ত্য-কুলাবতংস এই বিভীষণ সকল যুদ্ধেই অগ্রে আক্রমণ ও আঘাত করিয়া অরিকুল বিধ্বস্ত করিতেন, আমাকে যুদ্ধ করিতে দিতেন না,—ইঁহারা দুই জন আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্,"—বলিয়া রামচন্দ্র ভরতকে সুগ্রীব ও বিভীষণের পরিচয় প্রদান করিলেন, ভরতও অমনি, প্রাণপ্রিয় লক্ষ্মণকে অতিক্রমপূর্ব্বক অগ্রে গিয়া তাঁহাদের দুই জনকে বন্দনা করিলেন ॥ ৭২ ॥

তার পর গিয়া ভরত লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইলেন, প্রণতি-নম্র লক্ষ্মণকে স্বহস্তে ধরিয়া তুলিলেন এবং প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিতের শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল,—অদ্যাপি সে বক্ষঃ কত বন্ধুর কর্কশ হইয়া রহিয়াছে, আঘাতের চিহ্নগুলি বিলুপ্ত হয় নাই, আলিঙ্গনকালে লক্ষ্মণের সেই উচ্চাবচ বক্ষঃপঞ্জরে লাগিয়া ভরতেরও ভুজদ্বয়ের মধ্যস্থল যেন কত ক্লেশ প্রাপ্ত হইল! ॥ ৭৩ ॥

রামের অনুমতি-অনুসারে, বানর-সেনাপতিগণ, তখন মায়াবলে মনুষ্যরূপ গ্রহণপূর্ব্বক বিশালকায় গজরাজ-সমূহে আরোহণ করিল। সেই সকল গজপতি যখন অজস্র মদ-বারিবর্ষণ আরম্ভ করিল, তখন কপিকুল, নির্ঝরোদ্গারী শৈলগাত্রে আরোহণের সুখ অনুভব করিয়া বড়ই প্রীতি প্রাপ্ত হইল ॥ ৭৪ ॥

সানুপ্লবঃ প্রভুরপি ক্ষণদাচরাণাং ভেজে রথান্ দশরথপ্রভবানুশিষ্টঃ।
মায়াবিকল্পরচিতৈরপি যে তদীয়ৈর্ন স্যন্দনৈস্তুলিতকৃত্রিম-ভক্তিশোভাঃ ॥ ৭৫ ॥
ভূয়স্ততো রঘুপতির্বিলসৎপতাকমধ্যাস্ত কামগতি সাবরজো বিমানম্।
দোষাতনং বুধবৃহস্পতিযোগ-দৃশ্যস্তারাপতিস্তরলবিদ্যুদিবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৭৬ ॥
তত্রেশ্বরেণ জগতাং প্রলয়াদিবোর্বীং বর্ষাত্যয়েন রুচমভ্রঘনাদিবেন্দোঃ।
রামেণ মৈথিলসুতাং দশকণ্ঠকৃচ্ছ্রাৎ প্রত্যুদ্ধৃতাং ধৃতিমতীং ভরতো ববন্দে ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়।—সানুপ্লবঃ (সানুচরঃ) ক্ষণদাচরাণাং প্রভুঃ অপি (বিভীষণঃ অপি) দশরথপ্রভবানুশিষ্টঃ (রামেণ আজ্ঞপ্তঃ) (সন্) রথান্ ভেজে। যে (রথাঃ) মায়াবিকল্প-রচিতৈঃ অপি তদীয়ৈঃ (বিভীষণীয়ৈঃ) স্যন্দনৈঃ তুলিত-কৃত্রিম-ভক্তি-শোভাঃ ন (ভবন্তি) ॥ ৭৫ ॥

ততঃ রঘুপতিঃ সাবরজঃ (ভরত-লক্ষ্মণ-সহিতঃ) (সন্) বিলসৎপতাকং কামগতি (তৎ) বিমানং ভূয়ঃ বুধ-বৃহস্পতি-যোগ-দৃশ্যঃ তারাপতিঃ দোষাতনং তরল-বিদ্যুৎ অভ্রবৃন্দম্ ইব অধ্যাস্ত ॥ ৭৬ ॥

তত্র (বিমানে) জগতাম্ ঈশ্বরেণ প্রলয়াৎ উর্ব্বীম্ ইব, বর্ষাত্যয়েন অভ্রঘনাৎ (মেঘ-সংঘাতাৎ) ইন্দোঃ রুচম্ ইব (চন্দ্রিকাম্ ইব), রামেণ দশকণ্ঠকৃচ্ছ্রাৎ প্রত্যুদ্ধৃতাং ধৃতিমতীং (সতত-প্রসন্নাং) মৈথিল-সুতাং ভরতঃ ববন্দে ॥ ৭৭ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর রামের আদেশক্রমে, রাক্ষস-নাথ বিভীষণও অনুচরগণের সহিত রথশ্রেণীতে রাম-রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বিভীষণের রথগুলি মায়া-প্রভাবে বিরচিত হইয়েও, সৌন্দর্য্যে বা রচনা-পারিপাট্যে রাম-রথের ত্রিসীমারও পৌঁছিতে পারিল না ॥ ৭৫ ॥

এই প্রকারে সকলের সহিত আলাপ-আপ্যায়ন শেষ করিয়া, রামচন্দ্র ভরত ও লক্ষ্মণকে লইয়া পুনরায় সেই পতাকা-শোভিত, যথেচ্ছগতি বিমানে আরোহণ করিলেন। তখন তাঁহাদের এক অপূর্ব্ব শোভা জন্মিল; মনে হইল, যেন সায়ংকালে তারানাথ শশাঙ্কদেব বুধ এবং বৃহস্পতির সহিত সম্মিলিত হইয়া চঞ্চল-চপলা-বিমণ্ডিত মেঘাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং তদীয় সৌন্দর্য্যে দশদিক্ উদ্ভাসিত হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

তখন বিমানে আরোহণ করিয়াই ভরত, বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রলয়-পয়োধি হইতে উদ্ধৃত ধরিত্রীদেবীর ন্যায়, বর্ষাঋতুর অপগমে মেঘপুঞ্জ হইতে বিনির্ম্মুক্ত শরৎ-জ্যোৎস্নার ন্যায়, দশাননরূপী ঘোর সঙ্কট হইতে রাম কর্ত্তৃক সমুদ্ধৃতা, চিরপ্রসন্ন-মুখী মিথিলেশ-নন্দিনী সীতাকে প্রণাম করিলেন। তখনকার সে দৃশ্য অতি চমৎকার ॥ ৭৭ ॥

তাৎপর্য্য।—মিথিলা-পতি রাজর্ষি জনকের প্রাণাধিক দুহিতা সীতা যেমন রামের হৃদয়ের অধিদেবতা, তেমন জগতেরও পরম আরাধ্য দেবতা। সীতার সংসর্গে কেবল রামের হৃদয় নহে, অযোধ্যার রাজ-সংসার নহে,—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও পবিত্র এবং আনন্দিত ছিল। সীতার বিরহেও কেবল রামের হৃদয়ে নহে, অযোধ্যা বা মিথিলার রাজ-সংসারে নহে, সমগ্র ভারতে, না না, সমগ্র জগতে দুঃখের, শোকের, বিষাদের প্রবল ঝটিকা বহিয়াছিল। সেই সীতার সহিত রামের পুনর্মিলন হইয়াছে; তাই আজ এই মিলনের দিনে, চেতনাচেতন-নির্ব্বিশেষে সকলেই আনন্দে উন্মত্ত-প্রায়। নারীকুলদেবতা অনলবিশুদ্ধা সীতা আজ ফিরিয়া আসিতেছেন, তাই অতিশয়িত আনন্দনির্ভরে চরাচরধরণী যেন রোমাঞ্চিতাঙ্গী হইয়াছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চৈতন্যের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আর কবির কবি কালিদাস, সেই চৈতন্যের সহিত, তাঁহার চির-চৈতন্যময়ী কল্পনাকে উন্মাদিনী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলিত হইলে জগৎ যে কত সুন্দর দেখায়, তাহা বর্ণে বর্ণে কবি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সমস্ত জগৎকে যেন একটা স্বপ্নময় আবেশময় ভাবে বিভোর করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতীর প্রিয় পুত্রের অনুগ্রহে, আমারও যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব আবেশময় ভাবে বিমুগ্ধ হইতেছি। রঘুর ত্রয়োদশ সর্গ কবিতা-জগতের চিরবসন্ত এবং কল্পনাত্মিকা দিব্যভূমির অক্ষয় মন্দাকিনী! ॥ ১-৭৬ ॥

কবি রামকে অযোধ্যার সমীপে আনিয়া ভরত-শত্রুঘ্ন,—কুলগুরু-বশিষ্ঠ এবং প্রজাপুঞ্জের সহিত সাক্ষাৎকার করাইলেন, মধ্যে মধ্যে লক্ষ্মণেরও কথা পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, কিন্তু সীতার সম্বন্ধে কোন কথাই কহিলেন না। ঠিক যেন দশভুজাকে বাদ দিয়া দুর্গাপূজা। সীতাকে একেবারে চিত্রের পশ্চাতে রাখিয়া দিলেন। শেষে জটিল-সমস্তক

লঙ্কেশ্বরপ্রণতিভঙ্গদৃঢ়ব্রতং তদ্ বন্দ্যং যুগং চরণয়োর্জনকাত্মজায়াঃ।
জ্যেষ্ঠানুবৃত্তিজটিলং চ শিরোঽস্য সাধোরন্যোন্যপাবনমভূদুভয়ং সমেত্য ॥ ৭৮॥
ক্রোশার্দ্ধং প্রকৃতিপুরঃসরেণ গত্বা কাকুৎস্থঃ স্তিমিতজবেন পুষ্পকেণ।
শত্রুঘ্নপ্রতিবিহিতোপকার্য্যমার্য্যঃ সাকেতোপবনমুদারমধ্যুবাস ॥ ৭৯

ইতি ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—লঙ্কেশ্বরপ্রণতিভঙ্গ-দৃঢ়ব্রতং বন্দ্যং জনকাত্মজায়াঃ চরণয়োঃ তৎ যুগং, জ্যেষ্ঠানুবৃত্তি-জটিলং সাধোঃ অস্য (ভরতস্য) শিরঃ চ—(ইতি) উভয়ং সমেত্য (মিলিত্বা) অন্যোন্য-পাবনম্ অভূৎ ॥ ৭৮ ॥

আর্য্যঃ কাকুৎস্থঃ (রামঃ) প্রকৃতি-পুরঃসরেণ স্তিমিত-জবেন পুষ্পকেন ক্রোশার্দ্ধং (কিয়দ্দূরং) গত্বা শত্রুঘ্ন-প্রতি-বিহিতোপকার্য্যম্ উদারং (মহৎ) সাকেতোপবনম্ অধ্যু-বাস ॥ ৭৯ ॥

বঙ্গার্থ।—জানকীর যে চরণযুগল লঙ্কেশ্বরের শত অভ্যর্থনা ভঙ্গ করিয়া, সুদৃঢ় পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছে এবং দান্ত ভরতের যে মস্তক প্রগাঢ় ভ্রাতৃভক্তির নিদর্শনস্বরূপ পূর্ব্বেই জটাভার ধারণ করিয়া আছে, সম্প্রতি সেই পবিত্র বস্তুদ্বয় মিলিত হইয়া যেন পরস্পর আরও পবিত্রতর হইল ॥ ৭৮ ॥

তদনন্তর অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জ অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল এবং মন্থর-গতি পুষ্পক-রথে রামচন্দ্র ধীরে ধীরে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। ক্রমে ক্রোশার্দ্ধ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক অযোধ্যার উপকণ্ঠবর্ত্তী এক সুরম্য উপবনে গিয়া রাম উপস্থিত হইলেন; শত্রুঘ্ন পূর্ব্ব হইতেই তথায় অযোধ্যাপতির বাসের উপযোগী মনোরম পটমণ্ডপাদি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাম তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন ॥ ৭৯ ॥

বিরাট্-হৃদয় ভরতকে দিয়া সীতাকে প্রণাম করিয়া পাঠকদিগের সঙ্গে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী নরদেবীকে আনিয়া একটা পবিত্রতার প্রবাহ বহাইয়া দিলেন! কি অপূর্ব্ব চিত্র! কালিদাস, তদীয় রঘুবংশের প্রধান নরনারী রামসীতার আকাশ-পথে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যপদেশে তাঁহাদের উভয়ের হৃদয় একেবারে খুলিয়া দর্শকের সমক্ষে ধরিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে রাম-সীতার দু'একটি বিশেষণের দ্বারা,—সে যুগ্মহৃদয়ের সৌন্দর্য্য-কক্ষ একেবারে চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অথচ বর্ণনার বাহুল্যে, অন্যান্য আড়ম্বরপ্রিয় সংস্কৃত কবিদিগের ন্যায় বর্ণিত বিষয় "একঘেয়ে" করিয়া তোলেন নাই। দেখিয়াছি, কাব্যের প্রধান নায়িকার রূপবর্ণনে কোন কোন কবি তাঁহার অভাগ্য পাঠকদিগকে লইয়া আকাশ-পাতাল ঘুরিয়াছেন, কত-কি করিয়াছেন, নায়কের বর্ণনে হয় ত একটা দীর্ঘ-সর্গই লিখিয়া বসিয়াছেন। বর্ণনার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করিতে বসিয়া বহু কবিই স্বীয় বর্ণিত বিষয় দর্শক ও পাঠকের বিরক্তিকর করিয়া তুলিয়াছেন। কল্পনারূপিণী স্বৈরচারিণীর গতি-সংযম করিতে পারেন নাই। কালিদাস কিন্তু ও পথও মাড়ান নাই, ও দিক্ দিয়াও যান নাই। কোথায় ধরিতে হয় এবং কোথায় ছাড়িতে হয়, ইহা তাঁহার মত আর কেহ জানিতেন না। তাই এই ত্রয়োদশ সর্গে দেখি,—সীতার সম্বন্ধে কবি একেবারেই যেন নীরব। শুধু মধ্যে মধ্যে রামের মুখ দিয়া দু'একটি বিশেষণ প্রকাশ করাইয়া—সীতামূর্ত্তির অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সে দেবীমূর্ত্তি, কি বহিঃসৌন্দর্য্যে, কি অন্তঃ-সৌন্দর্য্যে, সর্ব্বতোভাবে নিরবদ্য ও অপূর্ব্ব হইয়াছে। সমগ্র ত্রয়োদশ সর্গের মধ্যে নানাস্থানে দূরে দূরে, রাম, সীতার সম্বোধনকালে যে বিশেষণ দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা মোট ১২টি এবং কথা-প্রসঙ্গে রাম আর দুইটি বিশেষণ দিয়াছেন। এই মোট ১৪টি পদে, সীতারূপিণী স্বর্ণপ্রতিমার যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, শতাধিক-শ্লোক-ব্যাপিনী এবং সহস্রাধিক-বিশেষণ-পীড়িতা কোন কোন সংস্কৃত কাব্যের নায়িকার সৌন্দর্য্য তাহার শতাংশের একাংশও ফোটে নাই। এ অংশেও কালিদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অমিত-শক্তি ॥ ৭৭-৭৮ ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

ভর্ত্তুঃ প্রণাশাদথ শোচনীয়ং দশান্তরং তত্র সমং প্রপন্নে।
অপশ্যতাং দাশরথী জনন্যৌ ছেদাদিবোপঘ্নতরোর্ব্রততৌ ॥ ১ ॥
উভাবুভাভ্যাং প্রণতৌ হতারী যথাক্রমং বিক্রম-শোভিনৌ তৌ।
বিস্পষ্টমস্রান্ধতয়া ন দৃষ্টৌ জ্ঞাতৌ সুত-স্পর্শসুখোপলম্ভাৎ ॥ ২ ॥
আনন্দজঃ শোকজমশ্রু বাষ্পস্তয়োরশীতং শিশিরো বিভেদ।
গঙ্গাসরয্বোর্জলমুষ্ণতপ্তং হিমাদ্রি-নিস্যন্দ ইবাবতীর্ণঃ ॥ ৩ ॥
তে পুত্রয়োর্নৈর্ঋত-শস্ত্রমার্গানার্দ্রানিবাঙ্গে সদয়ং স্পৃশন্ত্যৌ।
অপীপ্সিতং ক্ষত্র-কুলাঙ্গনানাং ন বীরসূ-শব্দমকাময়েতাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—অথ (উপবনে অধিষ্ঠানাৎ পরং) দাশরথী (রামলক্ষ্মণৌ উপঘ্ন-তরোঃ (আশ্রয়বৃক্ষস্য) ছেদাৎ ব্রততৌ ইব ভর্ত্তুঃ (দশরথস্য) প্রণাশাৎ শোচনীয়ং দশান্তরং প্রপন্নে জনন্যৌ (কৌসল্যা-সুমিত্রে) তত্র সমং (যুগপদুপস্থিতৌ) অপশ্যতাম্ ॥ ১ ॥

যথাক্রমং (স্ব-স্ব-মাতৃপূর্ব্বকং) প্রণতৌ হতারী বিক্রম-শোভিনৌ তৌ উভৌ (রামলক্ষ্মণৌ) উভাভ্যাং (কৌসল্যা-সুমিত্রাভ্যাং) অস্রান্ধতয়া বিস্পষ্টং ন দৃষ্টৌ, (কিন্তু) সুত-স্পর্শসুখোপলম্ভাৎ জ্ঞাতৌ ॥ ২ ॥

তয়োঃ (মাত্রোঃ) আনন্দজঃ শিশিরঃ বাষ্পঃ শোকজম্ অশীতম্ অশ্রু উষ্ণতপ্তং (গ্রীষ্মতপ্তং) গঙ্গা-সরয্বোঃ জলং (কর্ম্ম) অবতীর্ণঃ হিমাদ্রিনিস্যন্দঃ (নির্ঝরঃ) ইব বিভেদ, (আনন্দেন শোকঃ দূরীকৃতঃ) ॥ ৩ ॥

তে (মাতরৌ) পুত্রয়োঃ (কৌসল্যা রামস্য সুমিত্রা লক্ষ্মণস্য) অঙ্গে নৈর্ঋত-শস্ত্রমার্গান্ আর্দ্রান্ ইব সদয়ং স্পৃশন্ত্যৌ (সত্যৌ) ক্ষত্র-কুলাঙ্গনানাম্ ঈপ্সিতম্ অপি বীরসূশব্দং (বীর-মাতা—ইতি গৌরবাত্মকং শব্দং) ন অকাময়েতাম্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—উপবনে প্রবেশ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ দেখিলেন,—আশ্রয়-তরু ছিন্ন হইলে তদাশ্রিতা লতিকার ন্যায়, জননী—কৌসল্যা এবং সুমিত্রা অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তথায় পড়িয়া আছেন ॥ ১ ॥

লঙ্কাসমরজয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিক্রম-গাথা চারিদিকে ইতিপূর্ব্বেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল। প্রবল শত্রু দলনপূর্ব্বক, আজ তাঁহারা মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু মহিষীদ্বয় তাঁহাদের বিজয়োৎফুল্ল মুখ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলেন না, কেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক পূর্ব্বেই কৌসল্যা এবং সুমিত্রা অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তবে—স্ব-স্ব পুত্রের স্পর্শজনিত অপার সুখ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা আপন আপন সন্তানকে চিনিতে পারিলেন ॥ ২ ॥

আজ এমন দিনে রাজ্যেশ্বর দশরথ কোথায় ? তাই এই শুভ মুহূর্ত্তেও তাঁহারা শোকাশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না। মাতৃদ্বয়ের নয়ন হইতে শীতল আনন্দাশ্রু বিগলিত হইয়া ঈষদুষ্ণ শোকাশ্রুর সহিত মিলিত হইল, যেন হিমালয়ের তুষার-শীতল নির্ঝর গঙ্গা এবং সরযূর নিদাঘ-তপ্ত বারির সহিত আসিয়া মিশিল ॥ ৩ ॥

রাক্ষসদিগের নিশিত শস্ত্রাঘাতে রাম-লক্ষ্মণের অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, ক্ষত শুকাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার চিহ্ন এখনও সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যমান। জননীদ্বয় তনয়দ্বয়ের অঙ্গে যখন হাত দিলেন, তাঁহাদের মনে লইল,—যেন ক্ষতগুলি এখনও রুধিরাক্ত রহিয়াছে, অন্ধ মাতৃযুগল ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে রাম-লক্ষ্মণের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বীরপ্রসবিনী-শব্দ ক্ষত্রিয়-ললনাদিগের একান্ত প্রার্থিত হইলেও, পুত্রদ্বয়ের অবস্থা বিদিত হইয়া স্নেহার্ত্ত-জননীদ্বয়ের আর ঐ স্পৃহণীয় শব্দে কোনো আকাঙ্ক্ষাই রহিল না ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনে গমন করা অবধি কৌসল্যা ও সুমিত্রা আর অন্তঃপুরকক্ষের বহির্ভাগে আসেন নাই। সীতা-শূন্য সংসারের মুখদর্শন করেন নাই, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের নয়ন অন্ধ হইয়া গিয়াছে। যখন রাম-লক্ষ্মণ

ক্লেশাবহা ভর্ত্তু রলক্ষণাহং সীতেতি নাম স্বমুদীরয়ন্তী।
স্বর্গ-প্রতিষ্ঠস্য গুরোর্মহিষ্যাবভক্তি-ভেদেন বধূর্ববন্দে ॥ ৫ ॥
উত্তিষ্ঠ বৎসে! নন্বু সানুজোঽসৌ বৃত্তেন ভর্ত্তা শুচিনা তবৈব।
কৃচ্ছ্রং মহত্তীর্ণ ইতি প্রিয়ার্হাং তামূচতুস্তে প্রিয়মপ্যমিথ্যা ॥ ৬ ॥
অথাভিষেকং রঘুবংশকেতোঃ প্রারব্ধমানন্দ-জলৈর্জননৌাঃ।
নিবর্ত্তয়ামাসুরমাত্যবৃদ্ধাস্তীর্থাহৃতৈঃ কাঞ্চন-কুম্ভ-তোয়ৈঃ ॥ ৭ ॥
সরিৎ-সমুদ্রান্ সরসীশ্চ গত্বা রক্ষঃকপীন্দ্রৈরুপপাদিতানি।
তস্যাপতন্ মূর্দ্ধ্নি জলানি জিষ্ণোর্বিন্ধ্যস্য মেঘ-প্রভবা ইবাপঃ ॥ ৮

অন্বয়।—"ভর্ত্তুঃ ক্লেশাবহা অলক্ষণা অহং সীতা"—ইতি স্বং নাম উদীরয়ন্তী বধূঃ (সীতা) স্বর্গ-প্রতিষ্ঠস্য গুরোঃ (শ্বশুরস্য) মহিষ্যৌ (শ্বশ্রৌ) অভক্তিভেদেন ববন্দে (প্রণতা) ॥ ৫ ॥

"নন্বু (অয়ি) বৎসে! উত্তিষ্ঠ, অসৌ সানুজঃ ভর্ত্তা তবৈব শুচিনা বৃত্তেন মহৎ কৃচ্ছ্রং (দুঃখং) তীর্ণঃ"—ইতি প্রিয়ার্হাং তাং (বধূং) প্রিয়ম্ অপি অমিথ্যা (সত্যং) তে (শ্বশ্রৌ) ঊচতুঃ ॥ ৬ ॥

অথ জনন্যোঃ আনন্দ-জলৈঃ প্রারব্ধং রঘুবংশকেতোঃ (রামস্য) অভিষেকম্ অমাত্য-বৃদ্ধাঃ তীর্থাহৃতৈঃ কাঞ্চন-কুম্ভ-তোয়ৈঃ নির্বর্ত্তয়ামাসুঃ ॥ ৭ ॥

রক্ষঃ-কপীন্দ্রৈঃ সরিৎ-সমুদ্রান্ সরসীঃ চ (মানস-সরোবরাদীন্ চ) গত্বা উপপাদিতানি জলানি জিষ্ণোঃ তস্য (রামস্য) মূর্দ্ধ্নি বিন্ধ্যস্য (মূর্দ্ধ্নি) মেঘ-প্রভবাঃ আপঃ ইব অপতন্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—"পতির অনন্ত-ক্লেশদায়িনী আমি অলক্ষণা সীতা"—বলিয়া নিজের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক জানকী স্বর্গারূঢ় পূজনীয় শ্বশুরের মহিষীদ্বয়কে তুল্য-ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিলেন ॥ ৫ ॥

"উঠ মা! কেন অমন বলিতেছ? তোমারই অকলঙ্ক চরিত্রের প্রভাবে তোমার স্বামী অনুজ লক্ষ্মণের সহিত অতবড় বিপদ্, অত ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন! মা! তোমার কি ওরূপ কথা সাজে?"—বলিয়া মহিষীদ্বয় সেই প্রীতিযোগ্যা পুত্রবধূকে প্রিয় অথচ সত্য বচনে সান্ত্বনাদান করিলেন ॥ ৬ ॥

বনবাস-প্রতিনিবৃত্ত রামচন্দ্রের অপার্থিব রাজ্যাভিষেক, এই ভাবে, প্রথমে জননীদিগের আনন্দস্রুত নয়ন-নির্ঝরে সম্পাদিত হইল। পরে, বয়োবৃদ্ধ অমাত্যবৃন্দ নানাতীর্থ হইতে আহৃত স্বর্ণ-কলস-পূর্ণ জলের দ্বারা রামের পার্থিব রাজ্যাভিষেক নিষ্পাদিত করিলেন ॥ ৭ ॥

সেই অভিষেক-কালে রাক্ষস এবং বানরগণের প্রযত্নে নানা নদ-নদী সমুদ্র হইতে, এমন কি, মানস-সরোবর পর্য্যন্ত হইতে আনীত তীর্থজল-ধারা বিজয়োদ্দীপ্ত রামচন্দ্রের শীর্ষদেশে, অদ্রি-রাজ বিন্ধ্যের শীর্ষদেশে জলদ-জলধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥

আসিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিলেন, তখন তাঁহারা পুত্রদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন না। বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহাদের এই চতুর্দ্দশ বৎসরের সমস্ত বেদনা—যন্ত্রণা যেন নিমেষে জুড়াইয়া গেল। এতক্ষণে তাঁহারা বুঝিলেন যে, এই আমার রাম, আর এই আমার লক্ষ্মণ। তাঁহারা ধীরে ধীরে পুত্রদ্বয়ের কলেবরে করচালনা করিতে লাগিলেন। পুত্রদ্বয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ স্পর্শ করিয়া জননীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। "বীরপ্রসবিনী" শব্দ ক্ষত্রিয়কামিনীগণের একান্ত অভিপ্রেত হইলেও, তাঁহাদের কিন্তু আর উহাতে স্পৃহা রহিল না। বীরপুত্রের জননীর যে কত জ্বালা, কত বেদনা, তাহা তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন। জানকী এতক্ষণ একপার্শ্বে চিত্রিতার ন্যায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন; এইক্ষণে, "আমি স্বামীর অনন্ত-ক্লেশকারিণী সীতা প্রণাম করিতেছি"—বলিয়া মহিষীদ্বয়ের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং কৌশল্যা ও সুমিত্রা উভয়েই যুগপৎ সীতাকে ধরিয়া উঠাইলেন ও কহিলেন—"মা! উঠ, তোমার পবিত্র চরিত্র-প্রভাবেই, রাম-লক্ষ্মণ এই দুস্তর বিপৎ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন, ভাগ্যবতি! রঘুকুল-রাজলক্ষ্মি! উঠ!"

কালিদাস অতি সংক্ষেপে, অল্প গুটিকতক কথায় মাতার সহিত পুত্রের ও পুত্রবধূর মিলনের কি অপূর্ব্ব চিত্রই না অঙ্কিত করিলেন। যত দেখি, এ চিত্র পুরাতন হয় না! ॥ ৫-৬ ॥

তপস্বিবেষক্রিয়য়াপি তাবদ্ যঃ প্রেক্ষণীয়ঃ সুতরাং বভূব।
রাজেন্দ্র-নেপথ্য-বিধান-শোভা তস্যোদিতাসীৎ পুনরুক্তদোষা ॥ ৯ ॥
স মৌল-রক্ষো-হরিভিঃ স-সৈন্যস্তূর্য্যস্বনানন্দিতপৌর-বর্গঃ।
বিবেশ সৌধোদ্‌গত-লাজ-বর্ষামুত্তোরণামন্বয়-রাজধানীম্ ॥ ১০ ॥
সৌমিত্রিণা সাবরজেন মন্দমাধূত-বাল-ব্যজনো রথস্থঃ।
ধৃতাতপত্রো ভরতেন সাক্ষাদুপায়-সংঘাত ইব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ১১ ॥
প্রাসাদ-কালাগুরুধূম-রাজিস্তস্যাঃ পুরো বায়ুবশেন ভিন্না।
বনান্নিবৃত্তেন রঘূত্তমেন মুক্তা স্বয়ং বেণিরিবাবভাসে ॥ ১২ ॥
শ্বশ্রূজনানুষ্ঠিতচারু-বেষাং কর্ণীরথস্থাং রঘুবীরপত্নীম্।
প্রাসাদ-বাতায়ন-দৃশ্য-বন্ধৈঃ সাকেত-নার্য্যোঽঞ্জলিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—যঃ (রামঃ) তপস্বি-বেষক্রিয়য়া অপি সুতরাং (অত্যন্তং) প্রেক্ষণীয়ঃ তাবৎ (এব) বভূব, তস্য রাজেন্দ্র-নেপথ্য-বিধান-শোভা উদিতা (সতী) পুনরুক্ত-দোষা আসীৎ ॥ ৯ ॥

সঃ (রামঃ) স-সৈন্যঃ তূর্য্যস্বনানন্দিত-পৌরবর্গঃ (সন্) মৌল-রক্ষো-হরিভিঃ (সহ) সৌধোদ্‌গত-লাজবর্ষাম্ উত্তোরণাম্ অন্বয়-রাজধানীং (কুলরাজধানীং) বিবেশ ॥ ১০ ॥

(কীদৃশঃ রামঃ অযোধ্যাং বিবেশ ?)—সাবরজেন (শত্রুঘ্ন-সহিতেন) সৌমিত্রিণা মন্দম্ আধূত-বাল-ব্যজনঃ (তাভ্যাং আধূত-চামরঃ) রথস্থঃ ভরতেন ধৃতাতপত্রঃ (রামঃ) প্রবৃদ্ধঃ সাক্ষাৎ উপায়-সঙ্ঘাতঃ (সামদানাদ্যুপায়াঃ) ইব (বিবেশ) ॥১১॥

বায়ুবশেন ভিন্না প্রাসাদ-কালাগুরু-রাজিঃ বনাৎ নিবৃত্তেন রঘূত্তমেন (রামেণ) স্বয়ং মুক্তা তস্যাঃ পুরঃ (অযোধ্যায়াঃ) বেণিঃ ইব আবভাসে ॥ ১২ ॥

শ্বশ্রূজনানুষ্ঠিত-চারুবেষাং কর্ণীরথস্থাং রঘু-বীরপত্নীং (সীতাং) সাকেত-নার্য্যঃ প্রাসাদ-বাতায়ন-দৃশ্য-বন্ধৈঃ অঞ্জলিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—বনবাসী তাপসের বেশে রামচন্দ্রের য অনির্বচনীয় শোভা জন্মিয়াছিল, আজ রাজ-রাজেশ্বরের হুমূল্য পরিচ্ছদে সেই শোভা আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। অথবা আজ এই রাজবেশের শোভা তাহার নিকট বেশী, তরাং অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল) ॥ ৯ ॥

অনন্তর রাম সেই স্বোপার্জ্জিত রথে কোসল-সম্রাটের পযুক্ত আড়ম্বরের সহিত রাজধানী অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রিগণ, লঙ্কাপুমর-সুহৃদ্ রাক্ষস এবং বানরগণ ও অযোধ্যারাজ্যের অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত—সঙ্গে সঙ্গে লইয়া রাম অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চারিদিকে তূর্য্যধ্বনি উত্থিত হইল, পুরবাসীদের আর আনন্দের অবধি রহিল না। সমুচ্চ তোরণরাজি-বিরাজিত রাজ পথের পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদসমূহের গবাক্ষপথ দিয়া পুররমণীরা লাজবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

রামানুরক্ত ভরত, রথোপরি উপবিষ্ট রামচন্দ্রের মস্তকে রাজচ্ছত্র ধারণ করিলেন, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন—দুই ভাই দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে মনে হইল, যেন তিনি, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—রাজনীতির এই প্রধান উপায়চতুষ্টয়ের সমষ্টি-রূপে সাফল্য-বিমণ্ডিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

প্রাসাদ-মধ্যে কৃষ্ণাগুরু প্রজ্বলিত ও তাহার ধূমপুঞ্জ সমীরবশে চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। তদ্দর্শনে মনে হইল, প্রবাসগত রঘুনাথ বনবাস হইতে দীর্ঘকাল পরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আজ, তাঁহার বিয়োগ-বিষণ্ণা রাজপুরীর বেণি-বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাই নগরীর রুক্ষ ও কৃষ্ণ কেশ-কলাপ বায়ুভরে উড়িতেছে ॥ ১২ ॥

শ্বশ্রূগণ রঘু-বীর-লক্ষ্মী সীতার মনোহর সাজ-সজ্জা করিয়া দিলেন। সীতা একখানি নারীজন-যোগ্য নাতিবৃহৎ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক রাজপুরীতে যখন প্রবেশ করিলেন—তখন, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদ-সমূহের গবাক্ষ পথে পরিদৃষ্ট হইল যে, অযোধ্যাবাসিনী পুর-ললনারা অঞ্জলিবদ্ধ করে জানকীকে প্রণাম করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমানুসূয়ং সা বিভ্রতী শাশ্বতমঙ্গরাগম্ ।
ররাজ শুদ্ধেতি পুনঃ স্বপুর্য্যৈ সন্দর্শিতা বহ্নি-গতেব ভর্ত্রা ॥ ১৪ ॥
বেশ্মানি রামঃ পরিবর্হবন্তি বিশ্রাণ্য সৌহার্দ্দনিধিঃ সুহৃদ্ভ্যঃ ।
বাষ্পায়মাণো বলিমন্নিকেতমালেখ্যশেষস্য পিতুর্বিবেশ ॥ ১৫ ॥
কৃতাঞ্জলিস্তত্র যদম্ব সত্যান্নাভ্রশ্যত স্বর্গফলাদ্ গুরুর্নঃ ।
তচ্চিন্ত্যমানং সুকৃতং তবেতি জহার লজ্জাং ভরতস্য মাতুঃ ॥ ১৬ ॥
তথৈব সুগ্রীববিভীষণাদীন্ উপাচরৎ কৃত্রিম-সংবিধাভিঃ ।
সঙ্কল্প-মাত্রোদিত-সিদ্ধয়স্তে ক্রান্তা যথা চেতসি বিস্ময়েন ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—স্ফুরৎ প্রভা-মণ্ডলম্ আনুসূয়ং (প্রাক্ অত্রি-পত্ন্যা অনুসূয়য়া দত্তং) শাশ্বতম্ অঙ্গরাগং বিভ্রতী সা (সীতা) ভর্ত্রা স্বপুর্য্যৈ শুদ্ধা ইতি সন্দর্শিতা পুনঃ বহ্নি-গতা ইব ররাজ ॥ ১৪ ॥

সৌহার্দ্দ-নিধিঃ রামঃ সুহৃদ্ভ্যঃ (সুগ্রীবাদিভ্যঃ) পরিবর্হবন্তি (উপকরণবন্তি) বেশ্মানি বিশ্রাণ্য অলেখ্য-শেষস্য পিতুঃ বলিমৎ নিকেতং বাষ্পায়মাণঃ (সন্) বিবেশ ॥ ১৫ ॥

তত্র (নিকেতনে) কৃতাঞ্জলিঃ (সন্ রামঃ)—"হে অম্ব ! নঃ গুরুঃ স্বর্গফলাৎ (স্বর্গাৎ) ন অভ্রশ্যত—ইতি যৎ, তৎ চিন্ত্যমানং (বিচার্য্যমাণং) তব সুকৃতম্—(ইতি)—ভরতস্য মাতুঃ (কৈকেয্যাঃ) লজ্জাং জহার ॥ ১৬ ॥

সুগ্রীব-বিভীষণাদীন্ কৃত্রিম-সংবিধাভিঃ তথা এব উপাচরৎ, যথা সঙ্কল্প-মাত্রোদিত-সিদ্ধয়ঃ তে (সুগ্রীবাদয়ঃ) চেতসি বিস্ময়েন ক্রান্তাঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—পূর্ব্বে বনগমনকালে অত্রিপত্নী দেবী অনুসূয়া সীতায় যে দিব্য অঙ্গরাগ করিয়া দিয়াছিলেন, (১২ শ-২৩ শ্লোক) সেই অক্ষয়-অঙ্গরাগের সমুজ্জ্বল প্রভায় জ্যোতির্ম্ময়ী সাধ্বী জানকীর দেহ-কান্তি হইতে এমনই একটা দিব্য রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল যে, তদ্দর্শনে মনে হইল, রামচন্দ্র বুঝি অযোধ্যাবাসীদিগকে, সীতা যে কত বড় পুণ্যশীলা ও পূত-প্রকৃতি, তাহাই পুনরায় অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন। তাই অনলমধ্যবর্ত্তিনী জনক-তনয়ার দেহের চতুর্দ্দিকে ঐরূপ আগ্নেয় দীপ্তি লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বন্ধু-বৎসল রাম সুগ্রীব-বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদ্-গণের অবস্থানের নিমিত্ত সুসজ্জিত হর্ম্ম্যাদির সুব্যবস্থা করিয়া, রাজা দশরথ যে কক্ষে বিরাজ করিতেন,—তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—এক দিন যার আড়ম্বরের অবধি ছিল না, আজ সে রাজ-কক্ষ একেবারে শূন্য, ভিত্তিগাত্রে কেবল একখানি আলেখ্যে দশরথের অতীত অস্তিত্ব খ্যাপন করিতেছে, আর সেই আলেখ্যের অধিষ্ঠাতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত পূজার চিহ্ন-স্বরূপ ইতস্ততঃ কুসুম-সম্ভার পতিত রহিয়াছে। রাম অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না ! ॥ ১৫ ॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে "মা ! আমার গুরু পিতৃদেব যে অক্ষয়-স্বর্গদায়ক সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই, যত ভাবিতেছি, দেখিতেছি, আপনারই অনুকম্পার ফল,"—বলিয়া রাম ভরত-জননী কৈকেয়ীর লজ্জা দূর করিলেন। রামের উক্তিতে কৈকেয়ী যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন ॥ ১৬ ॥

তার পর, সযত্ন-সংগৃহীত নানাবিধ উপভোগ্য বস্তুর দ্বারা সুগ্রীব-বিভীষণ প্রভৃতির এমনই পরিচর্য্যা করিলেন যে, যদিও সুগ্রীবাদি মায়াপ্রভাবে সঙ্কল্পমাত্রেই অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হইতেন,—তবুও রামের আয়োজনের অপূর্ব্বতায় তাঁহাদের যৎপরোনাস্তি বিস্ময় জন্মিল, মনে করিলেন, যেন দৈব-শক্তিতেও এত আড়ম্বর সহজ নহে ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—রামের রাজ্যাভিষেক হইয়া গিয়াছে। অভিষেকান্তে রাম আকুলহৃদয়ে, দশরথের আলেখ্যযুক্ত কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক, অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে পিতার প্রতিকৃতিকে প্রণাম করিলেন। এই কক্ষে দশরথ বাস করিতেন। এক দিন এই বিশাল কক্ষ ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল, আর এখন একেবারে শূন্য ! কেবল একপার্শ্বে দশরথের একখানি জীর্ণ প্রতিকৃতি দোদুল্যমান। পিতার ঐ প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া রাম উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন।

সভাজনায়োপগতান্ স দিব্যান্ মুনীন্ পুরস্কৃত্য হতস্য শত্রোঃ।
শুশ্রাব তেভ্যঃ প্রভবাদি বৃত্তং স্ববিক্রমে গৌরবমাদধানম্ ॥ ১৮ ॥
প্রতিপ্রয়াতেষু তপোধনেষু সুখাদবিজ্ঞাত-গতার্দ্ধমাসান্।
সীতা-স্বহস্তোপহৃতাগ্র্যপূজান্ রক্ষঃকপীন্দ্রান্ বিসসর্জ্জ রামঃ ॥ ১৯ ॥
তচ্চাত্মচিন্তা-সুলভং বিমানং হৃতং সুরারেঃ সহ জীবিতেন।
কৈলাস-নাথোদ্বহনায় ভূয়ঃ পুষ্পং দিবঃ পুষ্পকমন্বমংস্ত ॥ ২০ ॥
পিতুর্নিয়োগাদ্ বনবাসমেবং নিস্তীর্য্য রামঃ প্রতিপন্ন-রাজ্যঃ।
ধর্ম্মার্থকামেষু সমাং প্রপেদে যথা তথৈবাবরজেষু বৃত্তিম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—সঃ (রামঃ) সভাজনায় (অভিষেকে অভিনন্দনায়) উপগতান্ দিব্যান্ মুনীন্ (অগস্ত্যাদীন্) পুরস্কৃত্য, তেভ্যঃ স্ববিক্রমে গৌরবম্ আদধান্ (স্বগৌরবজনকং) হতস্য শত্রোঃ (রাবণস্য) প্রভবাদি (জন্মাদি-নানাশৌর্য্য-পূর্ণঃ) বৃত্তং শুশ্রাব ॥ ১৮ ॥

তপোধনেষু প্রতিপ্রয়াতেষু (সৎসু) সুখাৎ অবিজ্ঞাত-গতার্দ্ধমাসান্ সীতা-স্বহস্তোপহৃতাগ্র্য-পূজান্ রক্ষঃ-কপীন্দ্রান্ রামঃ বিসসর্জ ॥ ১৯ ॥

তৎ চ আত্ম-চিন্তা-সুলভং সুরারেঃ (রাবণস্য) জীবিতেন সহ হৃতং দিবঃ পুষ্পং (পুষ্পবদাভরণভূতং) পুষ্পকং বিমানং ভূয়ঃ কৈলাস-নাথোদ্বহনায় (কুবেরস্য উদ্বহনায়) অন্বমংস্ত। (প্রাক্ এতৎ কুবেরস্য এব আসীৎ, তস্মাৎ ভূয়ঃ) ॥ ২০ ॥

রামঃ এবং পিতুঃ নিয়োগাৎ বনবাসং নিস্তীর্য্য প্রতিপন্ন-রাজ্যঃ (সন্) ধর্ম্মার্থকামেষু যথা তথা অবরজেষু (অপি) সমাং বৃত্তিং প্রপেদে ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজ্যাভিষেকে রামকে অভিনন্দিত করিবার নিমিত্ত অগস্ত্যাদি যে সমুদয় মহর্ষি আসিয়াছিলেন, যথাযথভাবে অভ্যর্চ্চনার পর, তাঁহাদের নিকট হইতে, রাম নিহত শত্রু দশাননের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী—নানা অদ্ভুত অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিলেন। অতবড় বীরাগ্রগণ্য রাবণের নিধনকর্ত্তা রাম,—সুতরাং উহাতে রামের গৌরবই সূচিত হইল ॥ ১৮ ॥

তপোধনগণ চলিয়া যাওয়ার পর প্রায় অর্দ্ধমাস অতীত হইয়াছে, কিন্তু রামের আতিথ্যে এতই সুখে রাক্ষস এবং কপীন্দ্রগণ ছিলেন যে, তাঁহারা এ সময়টা বুঝিতেই পারিলেন না; সীতা স্বহস্তে সেই বিপদের বন্ধুদিগকে নানা উপচারে এমনই পরিচর্য্যা করিলেন যে, তাঁহারা ঐ সময়টা নিমেষবৎ কাটাইয়া দিলেন। অনন্তর রাম তাঁহাদিগকে বিদায়-প্রদান করিলেন ॥ ১৯ ॥

রাম শুধু রাবণের জীবন হরণ করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, ত্রিজগতের মধ্যে পরম লোভনীয়, স্বর্গেরও আভরণ-স্বরূপ, রাবণের পুষ্পক-নামক অনুপম বিমানখানিও হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব্ব বিমানের প্রধান ধর্ম্ম এই যে, স্মরণমাত্রেই সে সম্মুখে আসিয়া উদিত হইত। আজ, কৈলাসপতি কুবেরকে পুনরায় বহন করিয়া স্ব-রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য সেই বিমানকে আদেশ করিলেন। এক দিন এই পুষ্পক কুবেরেরই ছিল,—রাবণ ইহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

পিতৃনির্দেশে দুস্তর বনবাসের অপার দুঃখ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাম রাজ-সিংহাসনে আরোহণ-পূর্ব্বক, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বিষয়ে যেরূপ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিও সেইরূপ তুল্যব্যবহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

মহাকবি কালিদাস যেন বাগ দেবতাকে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া তাঁহারই নিদেশক্রমে রামচরিত্র ফুটাইয়া তুলিতেছেন। রাম-হৃদয় যে কি অনন্ত সম্পদে সম্পন্ন, তাহা ধীরে ধীরে, স্বীয় অক্ষয় কল্পনা-যন্ত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করিতেছেন। রামের মহৎ চরিত্র যত দেখিতেছি, তত ক্রমেই মহত্তর, মহত্তম বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বাসু মাতৃষ্বপি বৎসলত্বাৎ স নির্বিশেষ-প্রতিপত্তিরাসীৎ।
ষড়াননাপীত-পয়োধরাসু নেতা চমূনামিব কৃত্তিকাসু ॥ ২২ ॥
তেনার্থবাল্লোঁভ পরাঙ্মুখেন তেন ঘ্নতা বিঘ্নভয়ং ক্রিয়াবান্।
তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী ॥ ২৩ ॥
স পৌরকার্য্যাণি সমীক্ষ্য কালে রেমে বিদেহাধিপতের্দুহিত্রা।
উপস্থিতশ্চারু বপুস্তদীয়ং কৃত্বোপভোগোৎসুকয়েব লক্ষ্ম্যা ॥ ২৪ ॥
তয়োর্যথাপ্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থানাসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—সঃ (রামঃ) বৎসলত্বাৎ সর্ব্বাসু মাতৃষু অপি নির্ব্বিশেষ-প্রতিপত্তিঃ আসীৎ। (কথম্ ইব ?)—চমূনাং নেতা (ষন্মুখঃ স্কন্দঃ) ষড়াননাপীত-পয়োধরাসু কৃত্তিকাসু ইব ॥ ২২ ॥

লোকঃ লোভ-পরাঙ্মুখেন তেন (রামেণ) অর্থবান্ আস, বিঘ্নভয়ং ঘ্নতা তেন ক্রিয়াবান্ (আস), বিনেত্রা (শিক্ষকেণ) তেন পিতৃমান্ (আস), শোকাপনুদেন তেন এব পুত্রী (পুত্রবান্ ইব) (আস) (বভূব) ॥ ২৩ ॥

সঃ (রামঃ) কালে পৌরকার্য্যাণি সমীক্ষ্য বিদেহাধিপতেঃ দুহিত্রা (সীতয়া) উপভোগোৎসুকয়া তদীয়ং (সীতা-সম্বন্ধি) চারু বপুঃ কৃত্বা (আশ্রিত্য স্থিতয়া) লক্ষ্ম্যা ইব উপস্থিতঃ (সঙ্গতঃ) (সন্) রেমে ॥ ২৪ ॥

চিত্রবৎসু (বনবাস-বৃত্তান্তালেখ্যবৎসু) সদ্মসু যথা-প্রার্থিতম্ ইন্দ্রিয়ার্থান্ আসেদুষোঃ তয়োঃ (সীতারাময়োঃ) দণ্ডকেষু প্রাপ্তানি দুঃখানি অপি সঞ্চিন্ত্যমানানি (চিত্র-দর্শনাৎ) সুখানি (সুখকরাণি) অভূবন্ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—দেব-সেনাপতি ষড়ানন কার্ত্তিকেয় যেমন ষট্‌কৃত্তিকারূপিণী ছয় জন মাতারই ছয়মুখে স্তন্যপানপূর্ব্বক সকলের প্রতি সমভাব প্রদর্শন করিতেন, মাতৃবৎসল রামও তদ্রূপ সমব্যবহারের দ্বারা সব কয়জন মাতাকেই পরম পরিতুষ্ট রাখিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

লোভ-শূন্য রামের সুব্যবস্থা-গুণে, রাম-রাজ্যে দরিদ্রেরও ধনাগম হইতে লাগিল। তিনি পিতার ন্যায় প্রকৃতিপুঞ্জের শিক্ষা-দীক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শৌর্য্যে রাজ্যের সমস্ত আপদ্-উপদ্রব প্রশমিত হইল। এক কথায় রাম—পুত্রহীনের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা এবং অনাথের নাথ হইলেন ॥ ২৩ ॥

এই ভাবে অতি দক্ষতার সহিত রাজ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ-পূর্ব্বক, পত্নীময় জীবিত রামচন্দ্র বিদেহ-রাজ-নন্দিনীকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন, স্বয়ং উপভোগ বাসনায় সীতার দেহ আশ্রয়পূর্ব্বক অযোধ্যাপতির সহিত মিলিত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

রাম-সীতার বাসনার অনুরূপ কোনো ভোগ্য বস্তরই অভাব ছিল না। তাঁহারা আজ এই মিলনের দিনে, মনোহারিণী চিত্রশালায় আসিয়া দণ্ডকারণ্যের সেই অনন্ত দুঃখের ঘটনাবলীর আলেখ্য দর্শনপূর্ব্বক, সেই সেই দুঃখের দিনের ব্যাপারগুলি চিন্তা করিয়াও কত সুখ পাইতেন ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—রাম ধর্ম্মৈক-শরণ হইয়া পৌরকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, রাজ্যের সমস্ত অভাব অভিযোগ নিজে বিদিত হইয়া প্রতিকার ব্যবস্থা করেন, আর দিনান্তে কখনো বা রাজ্য-চিন্তাবসন্ন হৃদয়ের কথঞ্চিৎ বিনোদনের নিমিত্ত, বৈদেহীর সহিত চিত্র-শালিকায় প্রবেশ করিয়া নানাবিধ চিত্রদর্শন করেন। দণ্ডকারণ্যে সীতাকে হারাইয়া রাম যে সেই উন্মত্ত-হৃদয়ে কত বিলাপ করিয়াছিলেন, কুঞ্জে কুঞ্জে, লতায় লতায়, পত্রে পত্রে সীতার অন্বেষণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বিরহ-বিলাপ অন্বেষণের অবস্থাগুলি বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়া, সেই সেই সময়ের পৃথক্ পৃথক্ চিত্র রচিত হইয়াছে। দুঃখের দিনের সেই সমুদয় চিত্রে গৃহভিত্তি সজ্জিত। আজ সুখের দিনে, মিলনের দিনে রাম-সীতা সেই সকল চিত্র দেখিতেছেন, একপ্রাণ হইয়া দেখিতেছেন, আর দুই জনে তৎতৎকালের সেই সেই অবস্থাগুলি ভাবিতেছেন। পরস্পরের জন্য পরস্পরের সেই আকুলতার ছবি দেখিতে দেখিতে, পরস্পর পরস্পরের ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছেন; অতুল আনন্দ অনুভব করিতেছেন। সে এক সুখের

অথাধিক-স্নিগ্ধ-বিলোচনেন মুখেন সীতা শর-পাণ্ডুরেণ।
আনন্দয়িত্রী পরিণেতুরাসীদনক্ষরব্যঞ্জিত-দোহদেন ॥ ২৬ ॥
তামঙ্কমারোপ্য কৃশাঙ্গযষ্টিং বর্ণান্তরাক্রান্ত-পয়োধরাগ্রাম্।
বিলজ্জমানাং রহসি প্রতীতঃ পপ্রচ্ছ রামাং রমণোঽভিলাষম্॥ ২৭ ॥
সা দষ্ট-নীবারবলীনি হিংস্রৈঃ সংবদ্ধ-বৈখানস-কন্যকানি।
ইয়েষ ভূয়ঃ কুশবন্তি গন্তুং ভাগীরথীতীরতপোবনানি ॥ ২৮ ॥
তস্যৈ প্রতিশ্রুত্য রঘুপ্রবীরস্তদীপ্সিতং পার্শ্বচরানুযাতঃ।
আলোকয়িষ্যন্ মুদিতামযোধ্যাং প্রাসাদমভ্রংলিহমারুরোহ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—অথ সীতা অধিকস্নিগ্ধ-বিলোচনেন শর-পাণ্ডুরেণ অনক্ষর-ব্যঞ্জিত-দোহদেন মুখেন পরিণেতুঃ আনন্দয়িত্রী আসীৎ ॥ ২৬ ॥

প্রতীতঃ (গর্ভজ্ঞানবান্) রমণঃ (রামঃ) কৃশাঙ্গযষ্টিং বর্ণান্তরাক্রান্ত-পয়োধরাগ্রাং বিলজ্জমানাং তাং রামাং (প্রীতি-দায়িনীং সীতাং) রহসি অঙ্কম্ আরোপ্য অভিলাষং পপ্রচ্ছ ॥ ২৭ ॥

সা (সীতা) হিংস্রৈঃ দষ্ট-নীবারবলীনি সংবদ্ধ-বৈখানস-কন্যকানি কুশবন্তি ভাগীরথী-তীর-তপোবনানি ভূয়ঃ গন্তুম্ ইয়েষ ॥ ২৮ ॥

রঘু-প্রবীরঃ (রামঃ) তস্যৈ (সীতায়ৈ) তৎ ঈপ্সিতং প্রতিশ্রুত্য পার্শ্বচরানুযাতঃ (সন্) মুদিতাম্ অযোধ্যাম্ আলোকয়িষ্যন্ অভ্রংলিহং প্রাসাদম্ আরুরোহ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর সীতার নয়ন-যুগল অধিকতর স্নিগ্ধভাব ধারণ করিল এবং মুখমণ্ডল শরদণ্ডের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণে অলঙ্কৃত হইল। তাহাতে, স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও বুঝা গেল যে, তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। পত্নীর তদবস্থা দর্শনে রামচন্দ্রের অসীম আনন্দ জন্মিল ॥ ২৬ ॥

ক্রমে সীতার দেহ-যষ্টি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং পয়োধরের অগ্রভাগ ঈষৎ নীলাভ হইয়া উঠিল। সীতা যেন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। পত্নীবৎসল রাম অতি নির্জ্জনে এবং প্রসন্ন-মনে ব্রীড়ানতমুখী সীতাকে কোলে লইয়া "কিসে তাঁহার অভিলাষ যায়, কি খাইতে ইচ্ছা করে, কি করিতে সাধ হয়",—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেন ॥ ২৭ ॥

হৃদয়েশ্বর কর্ত্তৃক বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়া সীতা কহিলেন,—"প্রিয়তম! আবার আমার ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী কুশাচ্ছন্ন তপোবন-সমূহ দেখিতে সাধ হয়। তাহাতে কেমন,—ঋষিদিগের সঞ্চিত নীবারধান্যাদি বন্য-মহিষাদিতে আসিয়া খাইয়া যায়, বৈখানস-বালিকারা কেমন সখ্যস্থাপন-পূর্ব্বক দলে দলে ঘুরিয়া বেড়ায়, কত কি খেলা-ধূলা করে,—নাথ! সেই সব দৃশ্য আর একবার কি দেখা যায় না?॥ ২৮ ॥

রঘুকুল-প্রদীপ রাম "আচ্ছা" বলিয়া সীতার বাঞ্ছা-পূরণে প্রতিশ্রুত হইয়া জন-কোলাহল-মুখরা অযোধ্যার সজীব সৌন্দর্য্যদর্শনের জন্য অনুচরের সহিত গিয়া মেঘস্পর্শী সমুচ্চ প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করিলেন ॥ ২৯ ॥

মুহূর্ত্ত, আনন্দের স্বপ্ন! রামসীতার জীবনে এই চিত্রদর্শনকালের সুখের মুহূর্ত্তের মত মুহূর্ত্ত বুঝি আর আসে নাই, আসিবেও না! জীবনে এমন মুহূর্ত্ত দুইবার আসে না। রাম আজ অযোধ্যার অধীশ্বর, আর জনক-নন্দিনী অযোধ্যার অধীশ্বরী, আনন্দের পরিসীমা নাই। তাঁহারা সেই পূর্ব্বানুভূত ঘটনাবলীর ছবি, সেই নির্জ্জন-বনবাস-কালের মিলনের এবং বিরহের ছবি দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দুই জনেই যেন নিজের নিজের পৃথগস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া, সুখে, মোহে, বিস্ময়ে, জড়তায়—কেমন কেমন তন্ময় হইয়া পড়িতেছেন। গর্ভ-ভরালসা জনক-তনয়া ক্রমে আনন্দ-তন্দ্রাবেশে নিমীলিতাক্ষী হইতে লাগিলেন। তাঁহার নিদ্রার আবেশ আসিল। এইপ্রকার আনন্দালসভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, নিজের সত্তা যেন সীতার নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া, রাম আনন্দময়ী রাজধানীর আনন্দমুখরা বহিরবস্থা দর্শনের বাসনায় অভ্রংলিহ প্রাসাদে আরোহণ করিলেন, আর তাঁহার প্রাণ সেই চিত্র-শালিকা-শায়িনী রাক্ষস-কুল-নাশিনী সীতার নিকটে পড়িয়া রহিল! আর মুহূর্ত্তকাল পরেই স্বর্ণ-প্রতিমা সীতার বিসর্জ্জন হইবে, সীতা-শূন্য রাম, মাংস-পিণ্ডময় নিঃসার দেহমাত্র লইয়া সীতা-বিহীন সংসারে প্রাণাবশেষ

ঋদ্ধাপণং রাজপথং স পশ্যন্ বিগাহ্যমানাং সরযূং চ নৌভিঃ।
বিলাসিভিশ্চাধ্যুষিতানি পৌরৈঃ পুরোপকণ্ঠোপবনানি রেমে ॥ ৩০ ॥
স কিংবদন্তীং বদতাং পুরোগঃ স্ববৃত্তমুদ্দিশ্য বিশুদ্ধ-বৃত্তঃ।
সর্পাধিরাজোরুভুজোঽপসর্পং পপ্রচ্ছ ভদ্রং বিজিতারিভদ্রঃ ॥ ৩১ ॥
নির্ব্বন্ধ-পৃষ্টঃ স জগাদ সর্ব্বং স্তুবন্তি পৌরাশ্চরিতং ত্বদীয়ম্।
অন্যত্র রক্ষোভবনোষিতায়াঃ পরিগ্রহান্মানবদেব! দেব্যাঃ ॥ ৩২ ॥
কলত্র-নিন্দাগুরুণা কিলৈবমভ্যাহতং কীর্ত্তিবিপর্য্যয়েণ।
অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং বৈদেহিবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—সঃ (রামঃ) ঋদ্ধাপণং রাজপথং, নৌভিঃ বিগাহ্যমানাং সরযূং, বিলাসিভিঃ পৌরৈঃ অধ্যুষিতানি পুরোপকণ্ঠোপ-বনানি চ পশ্যন্ রেমে ॥ ৩০ ॥

বদতাং পুরোগঃ বিশুদ্ধ বৃত্তঃ সর্পাধিরাজোরুভুজঃ বিজিতারিভদ্রঃ সঃ (রামঃ) স্ববৃত্তম্ উদ্দিশ্য ভদ্রম্ (ভদ্র-নামকম্) অপসর্পং (চরং) কিংবদন্তীং পপ্রচ্ছ ॥ ৩১ ॥

নির্ব্বন্ধ-পৃষ্টঃ সঃ (অপসর্পঃ) জগাদ। (কিং জগাদ?) —হে মানব-দেব! রক্ষো-ভবনোষিতায়াঃ দেব্যাঃ (সীতায়াঃ) পরিগ্রহাৎ অন্যত্র (ইতরাংশে) ত্বদীয়ং সর্ব্বং চরিতং পৌরাঃ স্তুবন্তি ॥ ৩২ ॥

এবং কিল কলত্র-নিন্দা-গুরুণা কীর্ত্তিবিপর্য্যয়েণ অভ্যাহতং বৈদেহিবন্ধোঃ (সীতাগত-জীবিতস্য) হৃদয়ম্ অয়োঘনেন (অভ্যাহতম্) অভিতপ্তম্ অয়ঃ ইব বিদদ্রে (বিদীর্ণম্) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গার্থ।—আকাশচুম্বী অট্টালিকাশিখরে উঠিয়া রাম দেখিলেন, অধঃস্থিতা অযোধ্যা-নগরীর সুপ্রশস্ত রাজপথসমূহের উভয় পার্শ্বে বিপণিশ্রেণীতে সহস্র সহস্র লোক ক্রয়বিক্রয়ের জন্য সমবেত হইয়া রাজধানীকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে, নগরীর প্রান্তবাহিনী সরযূ শত-সহস্র নৌকায় যেন খচিত ও বিলাসী পুরবাসিগণ নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী উপবনে কতপ্রকার আমোদ-আহ্লাদে নিমগ্ন;—অযোধ্যার সজীব-ভাব দর্শনে রামের অপার আনন্দ জন্মিল ॥ ৩০ ॥

অনন্তর বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ, দশানন-বিজেতা, সর্পরাজ শেষের ন্যায় দীর্ঘবাহু ও নির্ম্মলস্বভাব রামচন্দ্র, সমীপবর্ত্তী অনুচরদিগের অন্যতম ভদ্রনামক ব্যক্তিকে,—"রামের সম্বন্ধে নগরবাসিগণের কিরূপ ধারণা"—জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩১ ॥

গুপ্তচর ভদ্র, রামকর্ত্তৃক নির্ব্বন্ধ-সহকারে বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল—"দেব! পৌরগণ সর্ব্বদাই আপনার সর্ব্ববিষয়ে প্রশংসা কীর্ত্তন করে বটে, কিন্তু রাক্ষসভবন-বাসিনী দেবী জানকীকে আপনি নির্ব্বিচার-হৃদয়ে গ্রহণ করায় তাহারা যেন একটু ক্ষুণ্ণ বলিয়াই মনে হয়" ॥ ৩২ ॥

অতি কঠিন লৌহমুদ্গরের প্রচণ্ড আঘাতে অনল-সন্তপ্ত লৌহ যেমন বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ প্রিয়তমা ভার্য্যার সম্বন্ধে এই ঘোর অকীর্ত্তিকর নিন্দাবাদে জানকী-নাথের হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইল ॥ ৩৩ ॥

রহিবেন, আর তাঁহার প্রকৃত রামত্ব, সীতাময় প্রাণ সীতায় বিলীন হইয়া সীতারই সহিত চলিয়া যাইবে। কবি অতি নৈপুণ্যের সহিত এই রহস্য চিত্রদর্শনে অনুস্যূত করিয়া পাঠকদিগের সমক্ষে ধরিয়াছেন। রসিক, সহৃদয় পাঠক কবির এই কলাকৌশল দর্শনে স্তম্ভিত, আত্মবিস্মৃত হইতেছেন, উদ্দেশে কবিকে প্রণাম করিতেছেন।

কালিদাসের এই চিত্রদর্শন উপজীব্য করিয়াই, ভবভূতি উত্তরচরিতের "ছায়া" নামক অঙ্ক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কালিদাসের "সারবৎ"-"বিশ্বতোমুখ" সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

প্রাসাদ-শীর্ষে দাঁড়াইয়া অধোবর্ত্তিনী অযোধ্যার অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-দর্শনে সীতাময় প্রাণ রাম একেবারে নিমগ্ন, আর—প্রাসাদ-মধ্যে জনশূন্য কক্ষে জনকতনয়া নিদ্রিত, এমনই সময়ে, "রক্ষোভবনোষিতা" সীতার চরিত্রে স্থূলদর্শী প্রজাগণ যে কলঙ্কারোপ করিতেছে, তাহা, "ভদ্র" নামক এক গুপ্তচর আসিয়া অতিগোপনে রামের নিকট প্রকাশ করিল। অনল-পরীক্ষিতা দেবীর চরিত্রে প্রজাগণের এই অলীক কলঙ্কারোপকথা চিন্তা করিয়া, বৈদেহীবল্লভের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল। রাম, অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, প্রজারঞ্জন যে বংশের চিরব্রত, রাম সেই বংশের অবতংস, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের

কিমাত্মনির্বাদকথামুপেক্ষে জায়ামদোষামুত সন্ত্যজামি।
ইত্যেকপক্ষাশ্রয়বিক্লবত্বাদাসীৎ স দোলাচল-চিত্ত-বৃত্তিঃ ॥ ৩৪ ॥
নিশ্চিত্য চানন্যনিবৃত্তি বাচ্যং ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমার্ষ্টুমৈচ্ছৎ।
অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
স সন্নিপাত্যাবরজান্ হতৌজাস্তদ্বিক্রিয়াদর্শন-লুপ্তহর্ষান্।
কৌলীনমাত্মাশ্রয়মাচচক্ষে তেভ্যঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাক্যম্ ॥ ৩৬ ॥
রাজর্ষি-বংশস্য রবিপ্রসূতেরুপস্থিতঃ পশ্যত কীদৃশোঽয়ম্।
মত্তঃ সদাচারশুচেঃ কলঙ্কঃ পয়োদ-বাতাদিব দর্পণস্য ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—আত্ম-নির্বাদ-কথাং কিম্ উপেক্ষে, উত অদোষাং জায়াং সন্ত্যজামি—ইতি একপক্ষাশ্রয়-বিক্লবত্বাৎ সঃ দোলাচল-চিত্ত-বৃত্তিঃ আসীৎ ॥ ৩৪ ॥

(ততঃ) বাচ্যম্ (অপবাদম্) অনন্য-নিবৃত্তি চ নিশ্চিত্য পত্ন্যাঃ ত্যাগেন পরিমার্ষ্টুম্ (পরিহর্তুম্) ঐচ্ছৎ। হি (তথাহি) —যশোধনানাং স্বদেহাৎ অপি যশঃ গরীয়ঃ, ইন্দ্রিয়ার্থাৎ (স্রক্-চন্দন-বনিতাদেঃ) (গরীয়ঃ—ইতি)—কিমুত (বক্তব্যম্) ?—(গরীয়ঃ এব) ॥ ৩৫ ॥

হতৌজাঃ (ভগ্নহৃদয়ঃ) সঃ (রামঃ) তদ্‌বিক্রিয়াদর্শন-লুপ্তহর্ষান্ অবরজান্ সন্নিপাত্য (সংগময্য) আত্মাশ্রয়ং কৌলীনং (নিন্দাং) তেভ্যঃ আচচক্ষে। পুনঃ ইদং বাক্যম্ উবাচ চ ॥ ৩৬ ॥

রবি-প্রসূতেঃ সদাচারশুচেঃ রাজর্ষিবংশস্য মত্তঃ (মৎ-সকাশাৎ) দর্পণস্য পয়োদবাতাৎ ইব কীদৃশঃ অয়ং কলঙ্কঃ উপস্থিতঃ—পশ্যত (যূয়ম্) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—"এখন কর্তব্য কি ? এই ঘোর কলঙ্ক কি উপেক্ষা ভরে উড়াইয়া দিব, না—কলঙ্ক-লেশ-শূন্যা সহধর্ম-চারিণীকে পরিত্যাগ করিব ?—কি করি ?"—ভাবিতে ভাবিতে রাম একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় সীতাপতির হৃদয় দোলার ন্যায় শুধু "এদিক্ ওদিক্" করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর উপায়ান্তর না দেখিয়া রাম পত্নীর পরিত্যাগের দ্বারা এই অপবাদ ক্ষালন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। যশই যাঁহাদের জীবনের প্রধান উপজীব্য, তাঁহারা যশের জন্য কি স্বদেহ কি ঐহিক ভোগ সুখ,—সমস্তই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া থাকেন ॥ ৩৫

রাম যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃবৃন্দকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিয়া রামের বিকৃতভাব দর্শনপূর্ব্বক একান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। রাম, প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত অপবাদের বিষয় বর্ণন করিয়া—দৃঢ়তার সহিত কহিলেন ॥ ৩৬ ॥

"অনুজগণ। জলসিক্ত সমীরণস্পর্শে যেমন নির্মল দর্পণ-তল সহসা মালিন্য প্রাপ্ত হয়, আজ সূর্য্য-সম্ভূত এই অযোধ্যার রাজর্ষি-বংশও তদ্রূপ, একবার ভাবিয়া দেখ, আমার ন্যায় নরাধমের সংসর্গে কি-প্রকার কলঙ্কভারে বলুষিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ৩৭ ॥

হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়াও প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় রঞ্জনে বদ্ধপরিকর হইলেন। যেমন প্রজাগণের সন্দেহবার্ত্তা শ্রবণ, অমনি সেই সন্দেহের মূলোচ্ছেদে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। সীতা যে কি প্রকার শুদ্ধশীলা, তাহা রাম জানিতেন, রাম যে কতদূর সীতাময়-প্রাণ, তাহাও সীতার অবিদিত ছিল না। কিন্তু রাজার কঠোর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া, রাম একপদে সে সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। একদিকে জীবনের সুখ, অন্যদিকে রাজার কর্তব্য, একদিকে শুদ্ধমতী জানকী, অন্যদিকে ত্রিলোক-বরেণ্য প্রাচীন এবং নিষ্কলঙ্ক অযোধ্যার রাজ-বংশের কীর্ত্তি প্রভৃতি তৌল করিয়া বজ্রহৃদয় রাম নিমেষমধ্যে কর্তব্য স্থির করিলেন। ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—'একদিন পিতার প্রীত্যর্থে সমুদ্র-মেখলা পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আর আজ প্রজার প্রীত্যর্থে বৈদেহীকে পরিত্যাগ করিতেছি, তোমরা আমার এ কার্য্যে বাধা দিও না।' আমি জানি যে, তোমরা নিরতিশয় করুণ-হৃদয়। যদি তোমরা আমার নিন্দা-বিমুক্ত প্রাণের আশা কর, তবে আমার এ কার্য্যেরও অনুমোদন কর।' সংক্ষোভিত সমুদ্রবৎ ক্ষুব্ধ-হৃদয় রামের জলদ-গম্ভীর উক্তি শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃত্রয়ের আর প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না,

পৌরেষু সোঽহং বহুলীভবন্তমপাং তরঙ্গেষ্বিব তৈলবিন্দুম্।
সোঢ়ুং ন তৎপূর্ব্বমবর্ণমীশ আলানিকং স্থাণুমিব দ্বিপেন্দ্রঃ॥ ৩৮॥
তস্যাপনোদায় ফলপ্রবৃত্তাবুপস্থিতায়ামপি নির্ব্যপেক্ষঃ।
ত্যক্ষ্যামি বৈদেহসুতাং পুরস্তাৎ সমুদ্র-নেমিং পিতুরাজ্ঞয়েব॥ ৩৯॥
অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ॥ ৪০॥
রক্ষোবধান্তো ন চ মে প্রয়াসো ব্যর্থঃ স বৈর-প্রতিমোচনায়।
অমর্ষণঃ শোণিত-কাঙ্ক্ষয়া কিং পদা স্পৃশন্তং দশতি দ্বিজিহ্বঃ॥ ৪১॥

অন্বয়।— সঃ অহম্ অপাং তরঙ্গেষু তৈলবিন্দুম্ ইব পৌরেষু বহুলীভবন্তং তৎ-পূর্ব্বম্ অবর্ণম্ (অপবাদং) দ্বিপেন্দ্রঃ আলানিকঃ স্থাণুম্ (স্তম্ভম্) ইব সোঢ়ুং ন ঈশে॥ ৩৮॥

তস্য (অপবাদস্য) অপনোদায় ফলপ্রবৃত্তৌ উপস্থিতায়াম্ (সত্যাম্) অপি নির্ব্যপেক্ষঃ (সন্) বৈদেহ-সুতাং পুরস্তাৎ (পূর্ব্বং) পিতুঃ আজ্ঞয়া সমুদ্র-নেমিম্ (সমুদ্র-বেষ্টিতাং পৃথ্বীম্) ইব ত্যক্ষ্যামি॥ ৩৯॥

এনাম্ (সীতাম্) অনঘা ইতি চ অবৈমি, কিন্তু মে লোকাপবাদঃ বলবান্ মতঃ। (কুতঃ?)—হি (যস্মাৎ) প্রজাভিঃ ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ছায়া (প্রতিবিম্বং) শুদ্ধিমতঃ (নির্ম্মলস্য) শশিনঃ মলত্বেন (কলঙ্কত্বেন) আরোপিতা॥ ৪০॥

(কিঞ্চ) মে রক্ষোবধান্তঃ প্রয়াসঃ চ ব্যর্থঃ ন। সঃ বৈর-প্রতিমোচনায় (অভূৎ)। (তথাহি) অমর্ষণঃ দ্বিজিহ্বঃ পদা স্পৃশন্তং (পুরুষং) শোণিতকাঙ্ক্ষয়া দশতি কিম্?॥ ৪১॥

বঙ্গার্থ।—এত বড় কলঙ্ক আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। হস্তীর পক্ষে তাহার বন্ধন-স্তম্ভের ন্যায়,—ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসহ্য। জলের তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর ন্যায়, এই অপবাদ, দেখিতে দেখিতে, সমগ্র পৌরজানপদে এতক্ষণে, ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এতবড় অপবাদ এ বংশে আর ঘটে নাই। আমি ইহার প্রতিবিধান করিব॥ ৩৮॥

তোমরা জানো,—একদিন পিতার আদেশে, আমি অনন্তরত্নপ্রসবিনী সসাগরা ধরণীকে তৃণের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলাম; আজও, তদ্রূপ, সীতা যতই আসন্ন-প্রসবা হউন না কেন, আমি তাহা বিচার করিব না, এই অপবাদের নিরসনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব॥ ৩৯॥

সীতা যে কলঙ্কিনী নহেন, তাহা আমি বিলক্ষণরূপেই জানি, কিন্তু নিরুপায়,—লোকাপবাদ সর্ব্বাপেক্ষা গুরু, কিছুতেই তাহা উপেক্ষণীয় নহে। অজ্ঞান প্রজাপুঞ্জের নিকট কোনরূপ যুক্তিজালের বিস্তার বৃথা, কেন না, ভাবিয়া দেখ, নির্ম্মল অপাপ-বিদ্ধ সুধাকরের উপর যখন পৃথিবীর ছায়া পতিত হয়, তখন জনমণ্ডলী তাঁহাকে মালিন্যযুক্ত বলিয়া, কলঙ্কিত বলিয়া,—নির্দ্দেশ করিতে দ্বিধা করে না॥ ৪০॥

তোমরা মনে করিও না যে, এই-ই যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে অত করিয়া রাক্ষস-যুদ্ধের কি প্রয়োজন ছিল?—সত্য বলিতে কি, দারাপহারীকে উপযুক্ত শাস্তিদানই আমার—সেই রাক্ষস-নাশের প্রধান কারণ। তাহা আমি করিয়াছি। নিয়ত-ক্রুদ্ধ বিষধরকে পদদ্বারা স্পর্শ করিলে সে তৎক্ষণাৎ দংশন করিয়া প্রতিশোধ লইয়া থাকে, শোণিত-স্পৃহায় দংশন করে না॥ ৪১॥

তাঁহারা নীরবে অধোবদন হইলেন। অযোধ্যার সমুচ্চ-সৌধ-তল-শায়িনী শান্তি-দেবতার বক্ষে যেন হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল। স্বর্গমর্ত্তরসাতলে এ পর্য্যন্ত কেহ যাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই, রাম তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। পৃথিবীতে পরের জন্য জীবন-দানের কথা ক্বচিৎ শুনা যায় বটে, কিন্তু এই প্রকার, পরের—জ্ঞানহীন জনসঙ্ঘের একটু সামান্য সন্তোষ-বিধানের জন্য জীবনাধিক বস্তুর বিসর্জ্জনের কথা কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।

কবিগুরু বাল্মীকি এই যে, একটা বিরাট্ চরিত্র গঠন করিয়াছেন, ইহার উপমা অন্যত্র নাই। ভারতের অমর কবি কালিদাস সেই বিরাট্ চরিত্রের, বাল্মীকি কর্ত্তৃক সবিস্তর বর্ণিত সেই মহত্তম চরিত্রের অতি সংক্ষেপে এমনই ছায়াময়ী মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছেন যে, সেই ছায়াময়ী তড়িন্ময়ী আবেশময়ী মূর্ত্তি যখনই দর্শন করি, যখনই সেই রাম-চরিত্রের আলোচনা

তদেষ সর্গঃ করুণার্দ্রচিত্তৈর্ন মে ভবদ্ভিঃ প্রতিষেধনীয়ঃ।
যদ্যর্থিতা নির্হৃত-বাচ্য-শল্যান্ প্রাণান্ ময়া ধারয়িতুং চিরং বঃ ॥ ৪২ ॥

ইত্যুক্তবন্তং জনকাত্মজায়াং নিতান্তরুক্ষাভিনিবেশমীশম্।
ন কশ্চন ভ্রাতৃষু তেষু শক্তো নিষেদ্ধুমাসীদনুমোদিতুং বা ॥ ৪৩ ॥

স লক্ষ্মণং লক্ষ্মণ-পূর্ব্বজন্মা বিলোক্য লোকত্রয়-গীত-কীর্ত্তিঃ।
সৌম্যেতি চাভাষ্য যথার্থভাষী স্থিতং নিদেশে পৃথগাদিদেশ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়।—তৎ (তস্মাৎ) এষঃ মে সর্গঃ (নিশ্চয়ঃ) করুণার্দ্র চিত্তৈঃ ভবদ্ভিঃ ন প্রতিষেধনীয়ঃ; নির্হৃতবাচ্য-শল্যান্ প্রাণান্ ময়া চিরং ধারয়িতুং (ধারণং কারয়িতুং) বঃ (যুষ্মাকং) অর্থিতা (ইচ্ছা) যদি (অস্তি) ॥ ৪২ ॥

ইতি উক্তবন্তং জনকাত্মজায়াং (বিষয়ে) নিতান্ত-রুক্ষাভিনিবেশম্ ঈশং (প্রভুং জ্যেষ্ঠং) তেষু ভ্রাতৃষু (মধ্যে) কশ্চন (অপি) নিষেদ্ধুম্ অনুমোদিতুং বা শক্তঃ ন আসীৎ ॥ ৪৩ ॥

লোকত্রয়-গীত-কীর্ত্তিঃ যথার্থভাষী লক্ষ্মণ-পূর্ব্বজন্মা সঃ (রামঃ) নিদেশে স্থিতং লক্ষ্মণং বিলোক্য "হে সৌম্য" ইতি আভাষ্য চ পৃথক্ (ভরতশত্রুঘ্নাভ্যাং বিনাকৃত্য) আদিদেশ ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।—অতএব তোমরা যদি অপবাদ-রূপ শল্য উন্মূলিত করিয়া, আমাকে জীবিত রাখিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে দয়া-পরবশ হইয়া, আমার এই সঙ্কল্পিত কার্য্যে বাধা দিও না ॥ ৪২ ॥

জানকীর প্রতি এইরূপ অত্যন্ত কঠোর উক্তি রামচন্দ্রের মুখে শ্রবণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রামের এই দুর্ব্যবহার যতই ভীষণ হউক না কেন, ভ্রাতৃগণের কেহই তাহার নিবারণ বা অনুমোদন করিতে পারিলেন না ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর ত্রিলোক-বিশ্রুত-কীর্ত্তি, লক্ষ্মণাগ্রজ, সত্যভাষী রামচন্দ্র, আজ্ঞাকারী লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া,—"প্রিয়দর্শন! শোন"—বলিয়া লক্ষ্মণকে নিভৃতে ডাকিলেন এবং আদেশ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

করি, তখনই স্তম্ভিত হই, বিস্মিত হই, কবির কবিত্বের মোহিনী শক্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। অযোধ্যার রাজবংশে, বরাবর, যেন একটা ত্যাগের, একটা বিরাট্ স্বার্থবিসর্জ্জনের ধারা অন্তঃসলিলা সরস্বতীর প্রবাহের ন্যায় বহিয়া আসিতেছে। দিলীপ হইতে সেই ধারার প্রথম ক্ষীণচ্ছবি ক্রমে ক্রমে রঘুর সময়ে পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া অজ-দশরথ সময়ে তাহা বিস্তারলাভ করিতে করিতে রামচন্দ্রের সময়ে আসিয়া বিশাল মহানদীতে পরিণত হইয়াছে।

সত্যনিষ্ঠ দশরথ, কনিষ্ঠা মহিষীর কথায় জ্যেষ্ঠপুত্রকে বনবাস দিয়াছিলেন, আর আজ, সেই দশরথ-তনয়, সে-ই জ্যেষ্ঠপুত্র রাম, প্রজার কথায় নিজের সংসারের শান্তি, জীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের তৃপ্তি, অরণ্যবাসের সহচরী পবিত্র-শীলা সহধর্ম্মিণীকে চিরনির্ব্বাসিত করিলেন।

দশরথ ইন্দুমতী-বিয়োগ-কাতর অজের শোকাশ্রু দিগ্ধ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, মহারাজ অজ কাঁদিতে কাঁদিতে দশরথের অভিষেক করিয়াছিলেন। দশরথও কাঁদিতে কাঁদিতে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। অজ জীবনের দুর্ব্বহভারে একান্ত কাতর হইয়া স্বেচ্ছায় ইন্দুমতী-বিহীন প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আর অজাত্মজ দশরথের পুত্রশোকে অপমৃত্যু ঘটিল। রাম বন-প্রত্যাগত হইয়া, পিতৃশোক-কাতর-মনে ও সজল-নয়নে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহার জীবনের সুখ, ইহকালের শান্তি স্বপ্নের মত কোথায় চলিয়া গেল! কেবল তাহার স্মৃতি পড়িয়া রহিল। সিংহাসনই রামের কাল হইল। একবার সিংহাসনে উঠিতে যাইয়া নিজে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার সেই সিংহাসনে উঠিয়াই জীবনের শান্তিপ্রতিমাকে স্বহস্তে নির্ব্বাসিত করিলেন। কুক্ষণে দশরথ রাজা হইয়াছিলেন, কুক্ষণে রাম সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ-সিংহাসন পিতৃ-পুত্র—উভয়েরই কাল হইল। দিলীপের সেই সুখময়, শান্তিময়, উৎসবময় রাজ-সংসার এত দিনে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন! বাণীর বরপুত্র কালিদাসের কবিতাদেবীর করুণ অশ্রুতে আপাদ-মস্তক অভিষিক্ত হইতে হইতে রঘুকুল-লক্ষ্মী লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বাসন-যাত্রা করিলেন ॥ ২৪ ৪৩ ॥

প্রজাবতী দোহদ-শংসিনী তে তপোবনেষু স্পৃহয়ালুরেব।
স ত্বং রথী তদ্ব্যপদেশনেয়াং প্রাপয্য বাল্মীকি-পদং ত্যজৈনাম্ ॥ ৪৫ ॥

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজ-শাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ৪৬ ॥

অথানুকূলশ্রবণপ্রতীতামত্রস্নুভির্যুক্তধুরং তুরঙ্গৈঃ।
রথং সুমন্ত্রপ্রতিপন্ন-রশ্মিমারোপ্য বৈদেহ-সুতাং প্রতস্থে ॥ ৪৭ ॥

সা নীয়মানা রুচিরান্ প্রদেশান্ প্রিয়ঙ্করো মে প্রিয় ইত্যনন্দৎ।
নাবুদ্ধ কল্পদ্রুমতাং বিহায় জাতং তমাত্মন্যসি-পত্র-বৃক্ষম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—দোহদ-শংসিনী তে প্রজাবতী (ভ্রাতৃজায়া) তপোবনেষু স্পৃহয়ালুঃ এব। সঃ ত্বং রথী (সন্) তদ্ব্যপদেশ-নেয়াম্ এনাং বাল্মীকি-পদং প্রাপয্য ত্যজ ॥ ৪৫ ॥

পিতুঃ নিয়োগাৎ (জমদগ্নেঃ শাসনাৎ) ভার্গবেণ (জমদগ্নি-পুত্রেণ) মাতরি দ্বিষদ্বৎ প্রহৃতং (প্রহারং) শুশ্রুবান্ সঃ (লক্ষ্মণঃ) তৎ অগ্রজ-শাসনং প্রত্যগ্রহীৎ। হি (যস্মাৎ) গুরূণাম্ আজ্ঞা অবিচারণীয়া (ভবতি) ॥ ৪৬ ॥

অথ (লক্ষ্মণঃ) অনুকূলশ্রবণ-প্রতীতাং বৈদেহ-সুতাং অত্রস্নুভিঃ তুরঙ্গৈঃ যুক্তধুরঃ সুমন্ত্র-প্রতিপন্ন-রশ্মিং রথম্ আরোপ্য প্রতস্থে ॥ ৪৭ ॥

সা (সীতা) রুচির-প্রদেশান্ নীয়মানা (সতী), মে প্রিয়ঃ প্রিয়ঙ্করঃ ইতি অনন্দৎ। (কিন্তু) তম্ (প্রিয়ম্) আত্মনি (বিষয়ে) কল্পদ্রুমতাং বিহায় অসি-পত্র-বৃক্ষং (আসন্নঘাতুকং বৃক্ষং) জাতং ন অবুদ্ধ ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—তোমার ভ্রাতৃজায়া গর্ভিণী, তপোবন দর্শনে তাঁহার বড়ই অভিলাষ জন্মিয়াছে, তুমি সেই উপলক্ষ্য করিয়া রথযোগে তাঁহাকে বাল্মীকির তপোবনে যাও এবং তথায় ত্যাগ করিয়া আইস ॥ ৪৫

ভৃগুনন্দন পরশুরাম পিতার আদেশে যেমন শত্রুর ন্যায় মাতার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণও তদ্রূপ অগ্রজ রামচন্দ্রের এই কঠোর আদেশ পালন করিতে অঙ্গীকার করিলেন, কেন না, গুরুজনের আদেশ যেমনই হউক না কেন, অবিচারিত-হৃদয়ে পালন করাই বিধেয় ॥ ৪৬ ॥

লক্ষ্মণের মুখে স্বীয় অভিপ্রেত-সিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া জানকী নিরতিশয় প্রীত হইলেন, এ দিকে সারথি সুমন্ত্রও অনুদ্ধত অশ্ব যুক্ত এবং গর্ভিণীবহনক্ষম রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন, লক্ষ্মণ জানকীকে লইয়া সেই রথে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৭ ॥

ক্রমে রথ নানা রমণীয় প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সীতার আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। "আমার প্রিয়তম সর্ব্বদাই আমার প্রীতি-সাধনে তৎপর"—ভাবিয়া সীতা যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার চিরপ্রিয় কল্পতরু আজ তাঁহারই ভাগ্যদোষে দুরন্ত অসিপত্র-বৃক্ষে পরিণত হইয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য।—সীতার আজ বড় আনন্দের দিন। তিনি আর একবার ভাগীরথীর "তীর-তপোবন"—দর্শনে আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছিলেন, সীতাপতি প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিয়াছেন, সেই সমুদয় "পূর্ব্বানুভূত রুচির প্রদেশ" সীতা আবার দেখিতে পাইবেন, তাই তাঁহার এত আনন্দ! কালিদাস এই কবিতার দ্বারা কমনীয় সীতা-হৃদয়ের মধুর ভাণ্ডার খুলিয়া দেখাইলেন যে, তাহা কত সুন্দর, কত অপূর্ব্ব, প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি-দর্শনের জন্য সে হৃদয় কত উন্মত্ত! সীতার প্রিয়কার্য্য-সাধনে রাম সর্ব্বদাই তৎপর—ভাবিয়া সীতার হৃদয়ে অতুল আনন্দ। কিন্তু সীতা বুঝিতে পারিলেন না যে, কল্পবৃক্ষ আজ তাঁহার কপাল-দোষে বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে! কবির করুণাময়ী কবিতাদেবীর এই স্থলে যে ক্রন্দন শুনিতে পাই, তাহাতে পাষাণও বিদীর্ণ হয়, বজ্রেরও হৃদয় বুঝি গলিয়া যায় ॥ ৪৮ ॥

জুগূহ তস্যাঃ পথি লক্ষ্মণো যৎ সব্যেতরেণ স্ফুরতা তদক্ষ্ণা।
আখ্যাতমস্তৈ গুরু ভাবি দুঃখমত্যন্ত-লুপ্ত-প্রিয়-দর্শনেন ॥ ৪৯ ॥
সা দুর্নিমিত্তোপগতাদ্ বিষাদাৎ সদ্যঃ পরিম্লান-মুখারবিন্দা।
রাজ্ঞঃ শিবং সাবরজস্য ভূয়াদিত্যাশশংসে করণৈরবাহ্যৈঃ ॥ ৫০ ॥
গুরোর্নিয়োগাদ্ বনিতাং বনান্তে সাধ্বীং সুমিত্রাতনয়ো বিহাস্যন্।
অবার্য্যতেবোত্থিত-বীচি-হস্তৈর্জহ্নোর্দুহিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ ॥ ৫১ ॥
রথাৎ স যন্ত্রা নিগৃহীত-বাহাৎ তাং ভ্রাতৃজায়াং পুলিনেঽবতার্য্য।
গঙ্গাং নিষাদাহৃত-নৌবিশেষস্ততার সন্ধামিব সত্য-সন্ধঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়।—পথি লক্ষ্মণঃ যৎ (দুঃখং) তস্যাঃ (সীতায়াঃ) জুগূহ, তৎ গুরু ভাবি দুঃখম্ অত্যন্ত-লুপ্ত-প্রিয়দর্শনেন স্ফুরতা সব্যেতরেণ (দক্ষিণেন) অক্ষ্ণা অস্যৈ আখ্যাতম্ ॥ ৪৯ ॥

সা (সীতা) দুর্নিমিত্তোপগতাৎ বিষাদাৎ সদ্যঃ পরিম্লান-মুখারবিন্দা (সতী), সাবরজস্য (সানুজস্য) রাজ্ঞঃ শিবং ভূয়াৎ ইতি অবাহ্যৈঃ করণৈঃ (অন্তঃকরণৈঃ) আশশংসে ॥ ৫০ ॥

গুরোঃ নিয়োগাৎ সাধ্বীং বনিতাং বনান্তে বিহাস্যন্ সুমিত্রাতনয়ঃ পুরস্তাৎ (অগ্রে) স্থিতয়া জহ্নোঃ দুহিত্রা (কলুষ-নাশিন্যা গঙ্গয়া) উত্থিত-বীচি-হস্তৈঃ অবার্য্যত ইব ॥ ৫১ ॥

সত্য-সন্ধঃ সঃ (লক্ষ্মণঃ) যন্ত্রা নিগৃহীত-বাহাৎ রথাৎ ভ্রাতৃজায়াং পুলিনে অবতার্য্য নিষাদাহৃত নৌ-বিশেষঃ (আনীত-দৃঢ়নৌকঃ) (সন্) গঙ্গাং সন্ধাম্ (প্রতিজ্ঞাম্) ইব ততার ॥ ৫২ ॥

বঙ্গার্থ।—পথিমধ্যে লক্ষ্মণ যদিও সমস্তই গোপন রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সীতার দক্ষিণ নয়ন বার বার স্ফুরিত হইয়া যেন সকল অমঙ্গলই প্রকাশ করিয়া দিল; হায়, সম্মুখে তাঁহার যে ঘোর দুঃখ, প্রিয়তম রামচন্দ্রের দর্শন যে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়াছে—নয়ন-কম্পন বুঝি তাহাই বিবৃত করিতেছিল! ॥ ৪৯ ॥

এইপ্রকার দুর্লক্ষণ-সম্ভূত বিষাদে জানকীর বদন-কমল তৎক্ষণাৎ অতিশয় ম্লান হইয়া পড়িল। তিনি বার বার, প্রিয়তম রামচন্দ্রের ও দেবরগণের, মনে মনে শুভানুধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

ক্রমে তাঁহারা বীচি-মালিনী ভাগীরথীর তীরে উপনীত হইলেন। জ্যেষ্ঠের আদেশে লক্ষ্মণ সাধ্বী জনকতনয়াকে চির-দিনের মত পরিত্যাগ করিতে যাইতেছেন, তাই বুঝি পুরোবর্ত্তিনী জহ্নু দুহিতা গঙ্গা তরঙ্গরূপ হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে ঐ ঘোর অকার্য্য হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

সারথি সুমন্ত্র রথবেগ মন্দীভূত করিলে, লক্ষ্মণ সীতাকে অতি সন্তর্পণে ধরিয়া গঙ্গাতীরে অবতরণ করাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ এক নিষাদের অচঞ্চল তরণী যোগে, কঠোর প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তরণের ন্যায়, গঙ্গার অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্য।—এই সীতা-নির্ব্বাসনের অনুকূলে যত যুক্তিতর্কই থাকুক না কেন, ইহা যে একটা ঘোর অবিচার,—প্রকাণ্ড ক্ষমতা-বজ্রের পতন, তাহা কালিদাস অস্বীকার করিতে পারেন নাই। প্রেমিক কবির কুসুমকোমল হৃদয়ে, এই ব্যাপারে যে কত বড় আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা কবিরই উক্তিতে বুঝিতে পারিতেছি। লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাস দিতে লইয়া চলিয়াছেন। সম্মুখেই বীচিমালিনী ভাগীরথী। গুরুর আদেশে, "সাধ্বী বনিতাকে" "সুমিত্রা-তনয়" আজ জন্মের মত বনবাস দিতে চলিয়াছেন, ঘোর অকার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাই যেন পুরোবর্ত্তিনী জাহ্নবী তদীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরূপ কর-পল্লব মুহুর্মুহুঃ কম্পিত করিয়া লক্ষ্মণকে প্রতিষেধ করিলেন। কালিদাস একটি কবিতার দ্বারা সীতা-নির্ব্বাসনে তাঁহার হৃদয়ের অবস্থার একটা ছায়া প্রদর্শন করিলেন এবং সেই সঙ্গে পাঠকগণের মনের অবস্থাও দেখাইয়া দিলেন ॥ ৫১ ॥

অথ ব্যবস্থাপিতবাক্ কথঞ্চিৎ সৌমিত্রিরন্তর্গত-বাষ্পকণ্ঠঃ।
ঔৎপাতিকং মেঘ ইবাশ্মবর্ষং মহীপতেঃ শাসনমুজ্জগার ॥ ৫৩ ॥
ততোঽভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।
স্বমূর্ত্তি-লাভ-প্রকৃতিং ধরিত্রীং লতেব সীতা সহসা জগাম ॥ ৫৪ ॥
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ কথং ত্বাং ত্যজেদকস্মাৎ পতিরার্য্যবৃত্তঃ।
ইতি ক্ষিতিঃ সংশয়িতেব তস্যৈ দদৌ প্রবেশং জননী ন তাবৎ ॥ ৫৫ ॥
সা লুপ্ত-সংজ্ঞা ন বিবেদ দুঃখং প্রত্যাগতাসুঃ সমতপ্যতান্তঃ।
তস্যাঃ সুমিত্রাত্মজ-যত্নলব্ধো মোহাদভূৎ কষ্টতরঃ প্রবোধঃ ॥ ৫৬ ॥
ন চাবদদ্ ভর্ত্তুরবর্ণমার্য্যা নিরাকরিষ্ণোর্বৃজিনাদৃতেঽপি।
আত্মানমেব স্থিরদুঃখভাজং পুনঃ পুনর্দুষ্কৃতিনং নিনিন্দ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—অথ কথঞ্চিৎ ব্যবস্থাপিত-বাক্ অন্তর্গত-বাষ্পকণ্ঠঃ (কণ্ঠস্তম্ভিতাশ্রুঃ) সৌমিত্রিঃ মহীপতেঃ শাসনং মেঘঃ ঔৎপাতিকম্ অশ্মবর্ষম্ ইব উজ্জগার (উদ্গীর্ণবান্) ॥ ৫৩ ॥

ততঃ অভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা প্রভ্রশ্যমানাভরণ প্রসূনা সীতা লতা ইব সহসা স্বমূর্ত্তিলাভ-প্রকৃতিং (স্বোৎপত্তেঃ কারণং জননীং) ধরিত্রীং জগাম (ভূমৌ পপাত) ॥ ৫৪ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ আর্য্যবৃত্তঃ পতিঃ (রামঃ) ত্বাম্ অকস্মাৎ (অকারণাৎ) কথং ত্যজেৎ—ইতি সংশয়িতা ইব (সন্দিহানা ইব) তাবৎ জননী ক্ষিতিঃ তস্যৈ (সীতায়ৈ) প্রবেশম্ (আত্মনি) ন দদৌ ॥ ৫৫ ॥

লুপ্ত-সংজ্ঞা সা দুঃখং ন বিবেদ। প্রত্যাগতাসুঃ (লব্ধ-সংজ্ঞা সতী) অন্তঃ সমতপ্যত। অস্যাঃ (সীতায়াঃ) সুমিত্রাত্মজ-যত্ন-লব্ধঃ প্রবোধঃ মোহাৎ কষ্টতরঃ অভূৎ ॥ ৫৬ ॥

আর্য্যা (সাধ্বী সা সীতা) বৃজিনাৎ (পাপাৎ) ঋতে অপি নিরাকরিষ্ণোঃ (পরিত্যক্তুঃ) ভর্ত্তুঃ অবর্ণম্ (অপবাদং) ন চ অবদৎ। (কিন্তু) স্থির-দুঃখ-ভাজম্ (অতএব) দুষ্কৃতিনম্ আত্মানং পুনঃ পুনঃ নিনিন্দ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—লক্ষ্মণের বাক্যনিঃসরণ হইতেছিল না। পরে, কোন প্রকারে চিত্ত স্থির করিয়া তিনি, শিলাবর্ষী মেঘ যেমন সৃষ্টি-ধ্বংসকারী শিলাবর্ষণ করে, তদ্রূপ পৃথিবী-পতির কঠোর আদেশ কোনমতে বিষোদ্গারের ন্যায়—সীতার নিকটে ব্যক্ত করিলেন ॥ ৫৩ ॥

সাধ্বী জনক-তনয়া এই ঘোর বিপদ্রূপ বাত্যায় একান্ত আহত হইয়া—তাঁহার জননী পৃথিবীর কোলে লতার ন্যায় ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার যত কিছু বেশভূষা, কুসুমের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৫৪ ॥

পবিত্র ইক্ষ্বাকুকুল-সম্ভূত পবিত্রতম রামচন্দ্র তোমার পতি। তাদৃশ নির্ম্মল-স্বভাব স্বামী তোমাকে কেন অকস্মাৎ অকারণে পরিত্যাগ করিলেন? এইরূপ সন্দিহান হইয়া যেন, ভূতল-শায়িনী—মূর্চ্ছিতা সীতাকে তদীয় জননী ধরিত্রী-দেবী স্বীয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিলেন না ॥ ৫৫ ॥

লক্ষ্মণের যত্ন ও শুশ্রূষায় সীতার মোহ-ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা তাঁহার মোহই ভালো ছিল; কেন না,—অজ্ঞান অবস্থায়, পতি কর্ত্তৃক চিরপরিত্যাগের দুঃখ তাঁহার অনুভূত হইতেছিল না, এক্ষণে সংজ্ঞালাভে সেই দুঃখানলে তদীয় হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

বিনা দোষে পতি পরিত্যাগ করিলেন—বলিয়া সাধ্বী জানকী স্বামীর প্রতি কোনই দুরুক্তি করিলেন না। কেবল স্বকীয় চিরদুঃখময় আত্মাকেই বার বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

তাৎপর্য্য।—এই কবিতায় কালিদাস, "উজ্জগার" এই একটি ক্রিয়াপদের ব্যবহার-কৌশলে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। রামকৃত বনবাসের সংবাদ সীতার পক্ষে সাক্ষাৎ কালকূটের তুল্য। কালসর্প যেমন বিষ উদ্গার করে, লক্ষ্মণও তদ্রূপ ঐ সংবাদ সীতাকে দিলেন এবং ঐ বিষের সংস্পর্শেই সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৩ ॥

আশ্বাস্য রামাবরজঃ সতীং তামাখ্যাত-বাল্মীকিনিকেতমার্গঃ।
নিঘ্নস্য মে ভর্ত্তৃনিদেশরৌক্ষ্যং দেবি! ক্ষমস্বেতি বভূব নম্রঃ ॥ ৫৮ ॥

সীতা তমুত্থাপ্য জগাদ বাক্যং প্রীতাস্মি তে সৌম্য! চিরায় জীব।
বিড়ৌজসা বিষ্ণুরিবাগ্রজেন ভ্রাত্রা যদিত্থং পরবানসি ত্বম্ ॥ ৫৯ ॥

শ্বশ্রূজনং সর্ব্বমনুক্রমেণ বিজ্ঞাপয় প্রাপিত-মৎ-প্রণামঃ।
প্রজানিষেকং ময়ি বর্ত্তমানং সূনোরনুধ্যায়ত চেতসেতি ॥ ৬০ ॥

বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য ॥ ৬১ ॥

অন্বয়।—রামাবরজঃ (লক্ষ্মণঃ) সতীং তাম্ (সীতাম্) আশ্বাস্য আখ্যাত-বাল্মীকিনিকেত-মার্গঃ (সন্) "নিঘ্নস্য (পরাধীনস্য) মে ভর্ত্তৃ-নিদেশ-রৌক্ষ্য', দেবি! ক্ষমস্ব"—ইতি নম্রঃ বভূব ॥ ৫৮ ॥

সীতা তম্ (লক্ষ্মণম্) উত্থাপ্য বাক্যং জগাদ—"হে সৌম্য! তে প্রীতা অস্মি, চিরায় জীব। যৎ (যস্মাৎ) বিড়ৌজসা (ইন্দ্রেণ) বিষ্ণুঃ ইব অগ্রজেণ ভ্রাত্রা (রামেণ) ত্বম্ ইত্থং পরবান্ অসি ॥ ৫৯ ॥"

সর্ব্বং শ্বশ্রূজনম্ অনুক্রমেণ প্রাপিত-মৎ প্রণামঃ (সন্) ময়ি বর্ত্তমানং সূনোঃ (ভবৎপুত্রস্য রামস্য) প্রজানিষেকং (গর্ভং) চেতসা অনুধ্যায়ত (শিবম্ অস্তু—ইতি চিন্তয়ত) ইতি বিজ্ঞাপয় ॥ ৬০ ॥

সঃ রাজা ত্বয়া মদ্বচনাৎ বাচ্যঃ,—(কিম্? ইতি "নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনম্"—ইত্যেতাবৎপর্য্যন্তম্) সমক্ষং (অক্ষোঃ সমক্ষং) বহ্নৌ বিশুদ্ধাম্ অপি মাং লোকবাদ-শ্রবণাৎ (হেতোঃ) অহাসীঃ (ইতি) যৎ, তৎ শ্রুতস্য (প্রখ্যাতস্য) কুলস্য সদৃশ কিম্? [যদ্বা শ্রুতস্য (তে জ্ঞানস্য) কুলস্য (বংশস্য চ) সদৃশং কিম্?] ॥ ৬১ ॥

বঙ্গার্থ।—লক্ষ্মণ নানা প্রকারে সীতাকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক—বাল্মীকির আশ্রমের পথ দেখাইয়া দিলেন এবং অবনতমস্তকে কহিলেন—"দেবি! আমি পরাধীন, রাজার আদেশ পালন করিতে যাইয়া যে ঘোর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলাম, তাহা মার্জ্জনা করুন।" ॥ ৫৮ ॥

সীতা নম্রশির লক্ষ্মণকে উঠাইয়া স্নেহগদ্‌গদস্বরে কহিলেন—"প্রিয়দর্শন! তোমার ব্যবহারে আমি প্রীত হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও। বিষ্ণু যেমন তাঁহার অগ্রজ তেজস্বী ইন্দ্রের অধীন, তুমিও তদ্রূপ তোমার জ্যেষ্ঠের অধীন, সুতরাং তোমার দোষ কি?" ॥ ৫৯ ॥

"যাও, শাশুড়ীদিগকে যথাক্রমে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিও—তাঁহাদেরই পুত্রের সন্তান আমাতে বিদ্যমান, তাঁহারা যেন ভ্রূণের মঙ্গল চিন্তা করিতে বিস্মৃত না হন।" ॥ ৬০ ॥

"আর,—লক্ষ্মণ! তোমাদের সেই নূতন রাজাকে আমার এই কথাগুলি বলিও। বলিও,—আর্য্যপুত্র স্বয়ং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই অগ্নিতে আমার সতীত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আর আজ অলীক লোকাপবাদ-শ্রবণমাত্রে সেই তিনি-ই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কি জগদ্-বিখ্যাত সূর্য্যবংশের কিংবা ত্রিজগদ্বন্দ্য আর্য্যপুত্রের অনুরূপ কার্য্য হইল?" ॥ ৬১ ॥

তাৎপর্য্য।—সীতা এ স্থলে রামচন্দ্রকে আর "আর্য্যপুত্র" "প্রিয়তম" প্রভৃতি সম্বোধন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। "তোমার সেই নূতন রাজাকে বলিও" বলিয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন। সীতাপতি রাম রাজ-সিংহাসনে বসিয়াই এই প্রথম রাজ-দণ্ড পরিচালন করিলেন এবং সে দণ্ড রাজ-নন্দিনী রাজমহিষী সীতার মস্তকেই পতিত হইল। প্রজারঞ্জনের জন্য স্বীয় হৃদয়-রঞ্জিনীকে, সাধ্বী প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিলেন, তাই সীতা রামকে "রাজা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

কল্যাণ-বুদ্ধেরথবা তবায়ং ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং বিপাকবিস্ফূর্জ্জথুরপ্রসহ্যঃ ॥ ৬২ ॥
উপস্থিতাং পূর্ব্বমপাস্য লক্ষ্মীং বনং ময়া সার্দ্ধমসি প্রপন্নঃ।
তদাস্পদং প্রাপ্য তয়াতিরোষাৎ সোঢ়াস্মি ন ত্বদ্ভবনে বসন্তী ॥ ৬৩ ॥
নিশাচরোপপ্লুতভর্ত্তৃকাণাং তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ।
ভূত্বা শরণ্যা শরণার্থমন্যং কথং প্রপৎস্যে ত্বয়ি দীপ্যমানে ॥ ৬৪ ॥
কিংবা তবাত্যন্ত-বিয়োগ-মোঘে কুর্য্যামুপেক্ষাং হতজীবিতেঽস্মিন্।
স্যাদ্রক্ষণীয়ং যদি মে ন তেজস্ত্বদীয়মন্তর্গতমন্তরায়ঃ ॥ ৬৫ ॥
সাহং তপঃ সূর্য্য-নিবিষ্টদৃষ্টিরূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়।—অথবা কল্যাণ-বুদ্ধেঃ তব (কর্ত্তুঃ) ময়ি (বিষয়ে) অয়ং (পরিত্যাগঃ) ন কামচারঃ শঙ্কনীয়ঃ। (কিন্তু) মম এব জন্মান্তর-পাতকানাম্ অপ্রসহ্যঃ বিপাক-বিস্ফূর্জ্জথুঃ (পরিপাক-বজ্র-নির্ঘোষঃ) ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বম্ উপস্থিতাং লক্ষ্মীম্ (রাজলক্ষ্মীম্) অপাস্য ময়া সার্দ্ধং (ত্বং) বনং প্রপন্নঃ অসি, তৎ (তস্মাৎ) তয়া (রাজলক্ষ্ম্যা) অতিরোষাৎ তদ্ ভবনে আস্পদং প্রাপ্য বসন্তী (অহং) সোঢ়া ন অস্মি ॥ ৬৩ ॥

নিশাচরোপপ্লুতভর্ত্তৃকাণাং তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ (অহং) শরণ্যা ভূত্বা (অদ্য) ত্বয়ি দীপ্যমানে (সতি) শরণার্থম্ অন্যং (তপস্বিনং) কথম্ প্রপৎস্যে? ॥ ৬৪ ॥

কিংবা তব অত্যন্ত-বিয়োগ-মোঘে অস্মিন্ হত-জীবিতে (তুচ্ছজীবনে) উপেক্ষাং কুর্য্যাম্ (এব) রক্ষণীয়ম্ অন্তর্গতং ত্বদীয়ং তেজঃ (গর্ভরূপং) যদি মে অন্তরায়ঃ ন স্যাৎ ॥ ৬৫ ॥

সা অহং প্রসূতেঃ ঊর্দ্ধং সূর্য্য-নিবিষ্ট- দৃষ্টিঃ (সতী) (তথাবিধং তপঃ চরিতুং যতিষ্যে, যথা ভূয়ঃ (তেন তপসা) মে জননান্তরে অপি ত্বম্ এব ভর্ত্তা (স্যাঃ); বিপ্রয়োগঃ চ ন (স্যাৎ) ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গার্থ।—"বলিও—জ্ঞানবান্ তুমি, তোমার দোষ কি? তুমি যে ইচ্ছা করিয়া আমার প্রতি এই ব্যবহার করিলে,—ইহা আমি ভ্রমেও মনে করিতে পারি না। জন্মান্তরে আমি, না জানি, কত পাপই করিয়াছিলাম, এ সমুদয় তাহাদেরই দুঃসহ বিষময় পরিণাম" ॥ ৬২ ॥

"তুমি পূর্ব্বে—উপস্থিত রাজ-লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া বনবাসী হইয়াছিলে, তাই ঈর্ষ্যা-পরতন্ত্রা রাজলক্ষ্মী আজ তোমার সেই উপেক্ষার প্রতিশোধ লইলেন, আমি তোমার সংসারে বাস করিব, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না" ॥ ৬৩ ॥

"বলিও—যখন তোমার সহিত বনবাসিনী হইয়াছিলাম, তখন তপস্বিগণ নিশাচর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তাপস-কামিনীরা আসিয়া আমার শরণাগত হইতেন, আর তুমি, আমার অনুরোধে তাঁহাদের বিপদ্ নিবারণ করিতে। আর আজ, অযোধ্যার অধীশ্বর তুমি বিদ্যমান থাকিতে, সে-ই আমি গহনবনে কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিব, কে আমায় রক্ষা করিবে?" ॥ ৬৪ ॥

"অথবা, আমার এই দুর্ভাগ্য জীবনে আর তোমার দর্শন পাইব না,—ইহা জানিয়াও, আমি এই ছার প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিতেছি না; কেন না, তোমারই তেজঃ আমার অভ্যন্তরে গর্ভরূপে বিদ্যমান, ইহা ত সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করিতেই হইবে। নতুবা এতক্ষণ এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতাম" ॥ ৬৫ ॥

"সুতরাং যতদিন সন্তান প্রসূত না হয়, ততদিন আমি সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কঠোর তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করিব; তুমি ত্যাগ করিয়াছ, কর, কিন্তু আমি অনন্যহৃদয়ে একমাত্র তোমারই ধ্যান করিব। জন্মান্তরে যেন তোমাকেই স্বামী পাই, তোমার সহিত আর যেন বিচ্ছেদ না ঘটে" ॥ ৬৬ ॥

তাৎপর্য্য।—"তুমি ত্যাগ করিয়াছ কর। আমি কিন্তু অনন্য-হৃদয়ে একমাত্র তোমারই ধ্যান করিব, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই স্বামী পাই।" এত বড় কথা, ইতিপূর্ব্বে আর শুনি নাই। কবি, সীতার দ্বারা এই একটি উক্তি করাইয়া সীতা-চরিত্রের বিরাট্ মহিমার কিয়দংশ প্রদর্শন করিলেন। সহৃদয় পাঠক, ইহার অন্যান্য অংশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন ॥ ৬৬ ॥

নৃপস্য বর্ণাশ্রম-পালনং যৎ স এব ধর্মো মনুনা প্রণীতঃ।
নির্ব্বাসিতাপ্যেবমতস্ত্বয়াহং তপস্বি-সামান্যমবেক্ষণীয়া ॥ ৬৭ ॥
তথেতি তস্যাঃ প্রতিগৃহ্য বাচং রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে।
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবমত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি ॥ ৬৯ ॥
তামভ্যগচ্ছদ্রুদিতানুসারী কবিঃ কুশেধ্মাহরণায় যাতঃ।
নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়।—বর্ণাশ্রমপালনং যৎ, স এব নৃপস্য ধর্ম্মঃ মনুনা প্রণীতঃ (উক্তঃ)। অতঃ এবং ত্বয়া নির্বাসিতা অপি অহং তপস্বি-সামান্যং (যথা তথা তব) অবেক্ষণীয়া ॥ ৬৭ ॥

"তথা"—ইতি তস্যাঃ বাচং প্রতিগৃহ্য রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে (সতি) সা (সীতা) ব্যসনাতিভারাৎ মুক্তকণ্ঠং (যথা তথা) বিগ্না (ভীতা) কুররী (উৎক্রোশী পক্ষিণী) ইব ভূয়ঃ (অত্যর্থং) চক্রন্দ ॥ ৬৮ ॥

ময়ূরাঃ নৃত্যং বিজহুঃ, বৃক্ষাঃ কুসুমানি (বিজহুঃ), হরিণ্যঃ উপাত্তান্ দর্ভান্ (বিজহুঃ),—(ইত্থং) তস্যাঃ সমদুঃখভাবং প্রপন্নে বনে অপি অত্যন্তং রুদিতম্ আসীৎ ॥ ৬৯ ॥

কুশেধ্মাহরণায় যাতঃ কবিঃ (বাল্মীকিঃ) রুদিতানুসারী (সন্) তাম্ (সীতাম্) অভ্যগচ্ছৎ। নিষাদ-বিদ্ধাণ্ডজ-দর্শনোত্থঃ যস্য শোকঃ শ্লোকত্বম্ আপদ্যত ॥ ৭০ ॥

বঙ্গার্থ।—"লক্ষ্মণ! আর বলিও,—'বর্ণাশ্রম পালনই রাজার ধর্ম্ম, সুতরাং আমি এখন, অযোধ্যাবাসিনী বলিয়া না হই, বনবাসিনী বলিয়া যেন তোমার কৃপা-দৃষ্টি প্রাপ্ত হই। পতির চক্ষে আমাকে না দেখিলে, কিন্তু রাজার চক্ষে দেখিতে ভুলিও না'॥" ৬৭ ॥

এই বলিয়া সীতা বিরত হইলে, "যে আজ্ঞা" বলিয়া লক্ষ্মণ বিদায় গ্রহণ করিয়া শূন্য মনে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। অবসন্ন দেহা সীতা অনিমেষনেত্রে লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যতদূর পর্য্যন্ত দেখা গেল, চাহিয়া, চাহিয়া পরিশেষে বাণবিদ্ধা কুররী ("কাঠঠোক্‌রা") পক্ষিণীর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

করুণ-বিলাপিনী জানকীর দুঃখে বনস্থলীও যেন কাঁদিয়া ময়ূরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া সীতার দিকে চাহিয়া রহিল; বনতরু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া কুসুমরাশি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; হরিণী-সমূহের মুখ হইতে অর্দ্ধ চর্ব্বিত কুশ-কবল খসিয়া পড়িল। সারা বনটাই যেন দুঃখিনী সীতার সমবেদনায় আকুল হইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল ॥ ৬৯ ॥

নির্দ্দয় নিষাদ কর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনকে (কুঁচে বক) দর্শন করিয়া যাঁহার শোক "মা নিষাদ"—প্রভৃতি কবিতার ধারায় বিগলিত হইয়া জগতে শ্লোকরূপে পরিণত হইয়াছিল, সেই আদি-কবি বাল্মীকি কুশ ও ইন্ধন সংগ্রহের মানসে অরণ্যের ঐ অঞ্চলে গিয়াছিলেন; অকস্মাৎ করুণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক, তিনি সেই দিকে গিয়া অশ্রুপ্লুত-মুখী সীতার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭০ ॥

তাৎপর্য্য।—কবি, এ যাবৎ সীতার কোন বিশেষ কথাবার্ত্তার উল্লেখ করেন নাই, কদাচিৎ রামচরিত্রের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ প্রদর্শন কালে, সীতা-রূপিণী স্থির-সৌদামিনীর সাহায্য-গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। এইক্ষণে, নারী-জীবনের এই ভয়ঙ্কর দুঃখের সময়ে, রাজ-কন্যা সীতার করুণ-রোদনে কবি, সমস্ত জগৎ, চেতনাচেতন-নির্ব্বিশেষে যেন দুঃখের অতল-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। "আবার যেন তোমাকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হই, আর যেন এবারের মত বিচ্ছেদ না ঘটে, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা"—বলিয়া পবিত্র-শীলা সীতা যখন সজল-নয়নে, শোকাকুল লক্ষ্মণকে, বিলাপ করিতে করিতে বক্তব্য বিবৃত করিতেছিলেন, তখন সীতা-হৃদয়ের সেই অনুপম সৌন্দর্য্য,—সুখে, দুঃখে, সম্পদে, রামের প্রতি তাঁহার যে অটল অনুরাগ, অসীম নির্ভর, তাহা চিন্তা করিয়া সেই সাধ্বীর চরণোদ্দেশে কাহার মস্তক না অবনত হয়? কালিদাসের অক্ষয় তুলিকার দৈবশক্তিতে আমরা সীতা ও সীতা-পতির যে চিত্র দেখিলাম, তাহাতে নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি। ৬৭ ॥

তমশ্রু নেত্রাবরণং প্রমৃজ্য সীতা বিলাপাদ্ বিরতা ববন্দে।
তস্যৈ মুনির্দোহদ-লিঙ্গ-দর্শী দাশ্বান্ সুপুত্রাশিষমিত্যুবাচ ॥ ৭১ ॥
জানে বিসৃষ্টাং প্রণিধানতস্ত্বাং মিথ্যাপবাদ-ক্ষুভিতেন ভর্ত্রা।
তন্মা ব্যথিষ্ঠা বিষয়ান্তরস্থং প্রাপ্তাসি বৈদেহি! পিতুর্নিকেতম্ ॥ ৭২ ॥
উৎখাতলোকত্রয়কণ্টকেঽপি সত্য-প্রতিজ্ঞেঽপ্যবিকত্থনেঽপি।
ত্বাং প্রত্যকস্মাৎ কলুষপ্রবৃত্তাবস্ত্যেব মন্যুর্ভরতাগ্রজে মে ॥ ৭৩ ॥
তবোরুকীর্ত্তিঃ শ্বশুরঃ সখা মে সতাং ভবোচ্ছেদকরঃ পিতা তে।
ধুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতানাং কিং তন্ন যেনাসি মমানুকম্প্যা ॥ ৭৪

অন্বয়।—সীতা বিলাপাৎ বিরতা (সতী) নেত্রাবরণম্ অশ্রু প্রমৃজ্য তং ববন্দে। দোহদ-লিঙ্গ-দর্শী মুনিঃ তস্যৈ সুপুত্রাশিষং (সুপুত্র-প্রাপ্তি-হেতুভূতাম্ আশিষং) দাশ্বান্ (দত্তবান্ সন্) ইতি উবাচ ॥ ৭১ ॥

ত্বাং মিথ্যাপবাদ-ক্ষুভিতেন ভর্ত্রা বিসৃষ্টাং প্রণিধানতঃ (সমাধিদৃষ্ট্যা) জানে। অয়ি বৈদেহি! বিষয়ান্তরস্থং পিতুঃ নিকেতং প্রাপ্তা অসি, তৎ (তস্মাৎ) মা ব্যথিষ্ঠা ॥ ৭২ ।

উৎখাত-লোকত্রয়কণ্টকে অপি সত্যপ্রতিজ্ঞে অপি অবিকত্থনে অপি ত্বাং প্রতি অকস্মাৎ (অকারণাৎ) কলুষ-প্রবৃত্তৌ ভরতাগ্রজে (রামে) মে মন্যুঃ অস্তি এব ॥ ৭৩ ॥

উরুকীর্ত্তিঃ তব শ্বশুরঃ (দশরথঃ) মে সখা (আসীৎ), তে পিতা (জনকঃ সতাং ভবোচ্ছেদকরঃ (ভবতি), ত্বং (স্বয়ং) পতিদেবতানাং ধুরি স্থিতা, (এবং স্থিতে সতি) যেন (নিমিত্তেন) মম অনুকম্প্যা ন অসি, তৎ কিং? (কিমপি ন) ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—সীতা দৃষ্টিরোধকারী নয়নজল মার্জ্জনা করিয়া ঋষিকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বিলাপ হইতে বিরত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ঋষিও, সীতাকে অন্তর্বত্নী অনুমান করিয়া "সুপুত্রের জননী হও"—বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং এই কথাগুলি বলিলেন ॥ ৭১ ॥

"মা! আমি ধ্যানবলে জানিয়াছি যে, অলীক অপবাদে আন্দোলিত হইয়া তোমার ভর্ত্তা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তুমি ব্যথিত হইও না। আমার এই স্থান তপোবন হইলেও, তোমার পিতৃগৃহ বলিয়া মনে করিও" ॥৭২॥

"মা, জানি, তোমার স্বামী সত্যপ্রতিজ্ঞ, তোমার স্বামী ত্রিজগতের পরম শত্রুর উচ্ছেদ-কর্ত্তা, আরও জানি এততেও তোমার স্বামীর বিন্দুমাত্র আত্মশ্লাঘা নাই। কিন্তু জানকি! এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তোমার প্রতি এই অন্যায় আচরণ করায়, তাঁহার উপর আমার বড়ই বিরাগ জন্মিতেছে, বিষম ক্রোধ হইতেছে" ॥ ৭৩ ॥

"মা! তোমার প্রখ্যাত-কীর্ত্তি শ্বশুর দশরথ আমার পরম বন্ধু ছিলেন, তোমার পিতা রাজর্ষি জনকও তত্ত্বজ্ঞান বিতরণের দ্বারা সাধুদিগের সংসারনিবৃত্তি করিয়া থাকেন, আর তুমি স্বয়ং পতিব্রতা কামিনীগণের শীর্ষস্থানীয়া, সুতরাং ভাবিয়া দেখ, সর্ব্বতোভাবেই তুমি আমার দয়ার পাত্র" ॥ ৭৪ ॥

তাৎপর্য্য।—এই দুইটি কবিতার তাৎপর্য্য পরস্পর-বিরোধী হইয়া এতই মনোহর হইয়াছে যে, যত দেখি তত আরও দেখিতে ইচ্ছা করে। ৫৫ কবিতায় দেখিতেছি, স্বামি-কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা বসুন্ধরার বক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ স্থলে, কন্যার যত দোষই থাকুক না কেন, মা সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সন্তানকে আঁকড়াইয়া ধরেন, বুকের মধ্যে যে বুক, তথায় টানিয়া লয়েন। পতি-কুল-বিড়ম্বিত কন্যার মার বুক ছাড়া জুড়াইবার দ্বিতীয় স্থান নাই। কিন্তু এ স্থলে দেখিতেছি—তাহার বিপরীত। মাতা ধরিত্রী, রামের ন্যায় পতি পরিত্যাগ করিলেন কেন—এই চিন্তায় যেন সংশয়িত হইয়া দুহিতা সীতাকে বক্ষে স্থান দিলেন না। আর ৭২ কবিতায় আদি-কবি বাল্মীকি রোরুদ্যমানা সীতাকে পিতার চক্ষে দেখিয়া কহিলেন,—"চল মা আমার আশ্রমে, সে তোমার পিতৃগৃহের তুল্য।" ভর্ত্তা কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা রমণীর পিতৃগৃহে বাসই প্রশস্ত। সীতা তাহাই স্বীকার করিলেন। এক জন—যিনি মাতা, তিনি হইলেন পুরুষের চেয়েও কঠিন, আর এক জন—পুরুষ হইয়াও কোমলপ্রাণা নারী অপেক্ষা কোমলতর হইলেন ॥ ৫৫—৭২ ॥

তপস্বিসংসর্গবিনীতসত্ত্বে তপোবনে বীতভয়া বসাস্মিন্।
ইতো ভবিষ্যত্যনঘপ্রসূতেরপত্য-সংস্কারময়ো বিধিস্তে॥ ৭৫ ॥
অশূন্যতীরাং মুনি-সন্নিবেশৈস্তমোপহন্ত্রীং তমসাং বগাহ্য।
তৎসৈকতোৎসঙ্গবলিক্রিয়াভিঃ সম্পৎস্যতে তে মনসঃ প্রসাদঃ ॥ ৭৬ ॥
পুষ্পং ফলং চার্ত্তবমাহরন্ত্যো বীজঞ্চ বালেয়মকৃষ্টরোহি।
বিনোদয়িষ্যন্তি নবাভিষঙ্গামুদারবাচো মুনিকন্যকাস্ত্বাম্ ॥ ৭৭ ॥
পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্ সংবর্দ্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ স্তনন্ধয়-প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্ ॥ ৭৮ ॥
অনুগ্রহ-প্রত্যভিনন্দিনীং তাং বাল্মীকিরাদায় দয়ার্দ্রচেতাঃ।
সায়ং মৃগাধ্যাসিত-বেদিপার্শ্বং স্বমাশ্রমং শান্তমৃগং নিনায় ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়।—তপস্বি-সংসর্গ-বিনীত-সত্ত্বে অস্মিন্ তপোবনে বীতভয়া (সতী) বস। ইতঃ (অস্মিন্ বনে) অনঘপ্রসূতেঃ তে অপত্য-সংস্কারময়ঃ বিধিঃ ভবিষ্যতি ॥ ৭৫ ॥

মুনি-সন্নিবেশৈঃ (মুনীনাম্ পর্ণশালাভিঃ) অশূন্য-তীরাং তমোপহন্ত্রীং তমসাং (শোকস্য পাপস্য বা) অপহন্ত্রীং তমসাং (নদীং) বগাহ্য (তত্র স্নাত্বা) তৎসৈকতোৎসঙ্গবলিক্রিয়াভিঃ (ইষ্টদেবতাপূজাবিধিভিঃ) তে মনসঃ প্রসাদঃ সম্পৎস্যতে ॥ ৭৬ ॥

আর্ত্তবং পুষ্পং ফলং চ অকৃষ্টরোহি বালেয়ং (বলি-যোগ্যং, পূজাযোগ্যং,) বীজং (নীবারাদি ধান্যং) চ আহরন্ত্যঃ উদার-বাচঃ মুনিকন্যকাঃ নবাভিষঙ্গাং (নূতন-দুঃখাং) ত্বাং বিনোদয়িষ্যন্তি ॥ ৭৭ ॥

স্ববলানুরূপৈঃ পয়োঘটৈঃ আশ্রমবালবৃক্ষান্, সং... ত্বং তনয়োপপত্তেঃ প্রাক্ অসংশয়ং (যথা তথা) স্তনন্ধয়-প্রীতিম্ অবাপ্স্যসি ॥ ৭৮ ॥

দয়ার্দ্রচেতাঃ বাল্মীকিঃ অনুগ্রহ-প্রত্যভিনন্দিনীং তাম্ (সীতাম্) আদায় সায়ং মৃগাধ্যাসিতবেদিপার্শ্বং শান্তমৃগং স্বম্ আশ্রমং নিনায় ॥ ৭৯ ॥

বঙ্গার্থ।—"মা! আমার এই তপোবনেই তোমা নিরাপদে সন্তান প্রসূত হইবে এবং তাহার যত কিছু জাত কর্ম্মাদি সংস্কার, তাহাও এই স্থানে আমিই সম্পাদন করিব অতএব তুমি নির্ভয়ে এই আশ্রমে বাস কর। হিংসাবিরত তপস্বিবৃন্দের সংসর্গে তোমার কোনো ভয় নাই" ॥ ৭৫ ॥

"মা! ঐ তমসা নদী, উহার তীরভূমি মুনিগণের আশ্রমে আকীর্ণ, তুমি উহাতেই অবগাহনপূর্ব্বক উহারই সিকতা-কোমল উৎসঙ্গদেশে নানারূপ পূজাপার্ব্বণাদি করিয়া কত আনন্দ উপভোগ করিবে, তোমার হৃদয়ের সমস্ত অবসাদ দূর হইবে" ॥ ৭৬ ॥

"মা! এই দুঃখ তোমার পক্ষে একেবারে নূতন, সুতরাং ইহার যাতনা বড়ই তীব্র; কিন্তু মুনি-কন্যাদের সংসর্গে তোমার সে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট অপসারিত হইবে। তাহারা প্রত্যেক ঋতুর নূতন নূতন কুসুম, ফল মূল এবং পূজার উপযুক্ত—নীবারাদি ধান্য, যাহা কর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন নহে,—আহরণ করিয়া আনিয়া, নানাপ্রকার সৎপ্রসঙ্গে ও স্নেহ-পূর্ণ কথাবার্ত্তায়, তোমার চিত্তবিনোদন করিব। তুমি সব ভুলিয়া যাইবে" ॥ ৭৭ ॥

"তুমিও, আপনার শক্তির অনুরূপ জলপূর্ণ ঘটদ্বারা আশ্রমের ছোট ছোট বৃক্ষগুলিকে সংবর্দ্ধিত করিয়া, সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই শিশুকে স্তন্য পান করাইবার যে অপূর্ব্ব প্রীতি, তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে" ॥ ৭৮

সীতা অবনত মস্তকে মুনিবরের সেই অনুগ্রহ স্বীকার করিলেন, দয়ার্দ্র-হৃদয় বাল্মীকিও তাঁহাকে নিজের আশ্রমে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। তখন সায়ংকাল। শান্ত-প্রকৃতি মৃগকুলে আশ্রম পরিপূর্ণ। কোথাও বা বেদির আশে-পাশে নিশ্চিন্ত-মনে হরিণগণ শুইয়া শুইয়া রোমন্থন করিতেছে। তখনকার সে দৃশ্য অতি চমৎকার ॥ ৭৯ ॥

বিবরণ।—**তমসা।**—অযোধ্যাপ্রদেশ-বাহিনী প্রসিদ্ধ সরযূ-তটিনীর শাখানদী। ইহারও তীরে বাল্মীকি আশ্রম ছিল। (রামায়ণ, বাল, অ ২) ॥ ৭৬ ॥

তামর্পয়ামাস চ শোকদীনাং তদাগমপ্রীতিষু তাপসীষু।
নির্বিষ্ট-সারাং পিতৃভির্হিমাংশোরন্ত্যাং কলাং দর্শ ইবৌষধীষু ॥ ৮০ ॥
তা ইঙ্গুদী-স্নেহ-কৃতপ্রদীপমাস্তীর্ণমেধ্যাজিনতল্পমন্তঃ।
তস্যৈ সপর্য্যানুপদং দিনান্তে নিবাসহেতোরুটজং বিতেরুঃ ॥ ৮১ ॥
তত্রাভিষেক-প্রযতা বসন্তী প্রযুক্তপূজা বিধিনাতিথিভ্যঃ।
বন্যেন সা বল্কলিনী শরীরং পত্যুঃ প্রজা-সন্ততয়ে বভার ॥ ৮২ ॥
অপি প্রভুঃ সানুশয়োঽধুনা স্যাৎ কিমুৎসুকঃ শক্রজিতোঽপি হন্তা।
শশংস সীতা-পরিদেবনান্তমনুষ্ঠিতং শাসনমগ্রজায় ॥ ৮৩ ॥

অন্বয়।—শোক-দীনাং তাং (সীতাং) তদাগমপ্রীতিষু তাপসীষু, পিতৃভিঃ নির্বিষ্টসারাং হিমাংশোঃ অন্ত্যাং কলাং দর্শঃ (অমাবস্যাকালঃ) ওষধীষু ইব অর্পয়ামাস চ ॥ ৮০ ॥

তাঃ (তাপস্যঃ) তস্যৈ (সীতায়ৈ) সপর্য্যানুপদং দিনান্তে নিবাস-হেতোঃ ইঙ্গুদীস্নেহ-কৃত-প্রদীপম্ অন্তঃ (মধ্যে) আস্তীর্ণমেধ্যাজিন-তল্পম উটজং বিতেরুঃ ॥ ৮১ ॥

তত্র (আশ্রমে) অভিষেক-প্রযতা বিধিনা অতিথিভ্যঃ প্রযুক্তপূজা বল্কলিনী সা (সীতা) পত্যুঃ প্রজা-সন্ততয়ে (সন্তানা-বিচ্ছেদায়) বন্যেন (কন্দমূলাদিনা) শরীরং বভার (পুপোষ) ॥ ৮২ ॥

প্রভুঃ (রাজা) অধুনা অপি সানুশয়ঃ স্যাৎ কিম্? (ইতি কাকুঃ)। উৎসুকঃ শক্রজিতঃ হন্তা (লক্ষ্মণঃ) অপি সীতা-পরিদেবনান্তম্ অনুষ্ঠিতং শাসনম্ অগ্রজায় শশংস ॥ ৮৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সীতার আগমনে আশ্রম-বাসিনী তাপসীরা অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তখন, পিতৃগণ কর্ত্তৃক নিঃশেষে সারাংশ পীত হইবার পর অমাবস্যা যেমন সুধাকরের অবশিষ্ট কলা বা অংশ জ্যোতিষ্মতী-লতিকাসমূহে অর্পণ করেন, তদ্রূপ বাল্মীকিও শোকাতুরা জানকীকে তাপসীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৮০ ॥

তাপস-কামিনীরাও যথাবিধি আতিথ্য-সৎকারান্তে আশ্রমাভ্যন্তরস্থিত একখানি পর্ণশালা সীতাকে রাত্রিবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সেই পর্ণশালার একপ্রান্তে ইঙ্গুদী ফলের তৈলের দ্বারা একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত ও তাহার মধ্যে পবিত্র অজিনাসন বিস্তীর্ণ ॥ ৮১ ॥

জানকী তথায় প্রতিদিন, তমসায় স্নান করিয়া, বল্কল-বাস পরিধানপূর্ব্বক একান্ত সংযত-হৃদয়ে যথানিয়মে আশ্রমা-গত অতিথিগণের সৎকার করিতে লাগিলেন এবং পতি রামচন্দ্রের সন্তানরক্ষণের জন্য বনজাত কন্দমূলাদি ভক্ষণ দ্বারা কোনো মতে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ৮২ ॥

সীতাকে বনবাস দিয়া, ইন্দ্রজিতের নিধনকর্ত্তা লক্ষ্মণ, এতক্ষণে প্রভু রামচন্দ্র এই দুষ্কর কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া-ছেন কি না—ভাবিতে ভাবিতে একান্ত উৎসুক-হৃদয়ে আসিয়া সীতার বনবাস-দাতা রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন—এবং তিনি যে রাজাজ্ঞা পালন করিয়াছেন, তাহা এবং নির্ব্বাসিতা সীতার সেই বিলাপোক্তিগুলি কোনো মতে বিবৃত করিলেন ॥ ৮৩ ॥

তাৎপর্য্য।—সীতাকে বনবাস দিয়া, লক্ষ্মণ নিতান্ত দীনহৃদয়ে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে রামচন্দ্রের সীতা-শূন্য প্রাসাদে প্রবেশ-পূর্ব্বক চিন্তানত-বদনে ও কৃতাঞ্জলিপুটে রামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গলদশ্রু-লোচনে কহিলেন—'আর্য্য! লক্ষ্মণ আপনার আদেশ পালন করিয়া আসিল।' লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণমাত্রেই রাম, পৌষ মাসের তুষারবর্ষী হিমাংশুর ন্যায় বাষ্পভারাপ্লুত হইলেন। দেবযজন-সম্ভবা সীতাকে তিনি অপবাদ ভয়েই গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, নতুবা, ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার হৃদয় হইতে সীতার ধ্যান বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। সংসার তাঁহার নিকট যেন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতে লাগিল। তবুও তিনি দৃঢ়-হৃদয়ে রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যখন একটু অবসর পান, তখন সেই হিরণ্ময়ী সীতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার বাষ্প দিগ্ধ চক্ষুর কথঞ্চিৎ বিনোদন করেন। এই ভাবে সীতাপতি রামচন্দ্র শূন্য-হৃদয়ে "রত্নাকরমেখলা পৃথিবীর" পালন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কোন বিষয়েই আর তাঁহার আসক্তি রহিল না।

এই স্থলে বাল্মীকির রামের সহিত, কালিদাসের বিলক্ষণ বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বাল্মীকির রাম "সীতাকে

বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্য-চন্দ্রঃ।
কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ॥ ৮৪॥
নিগৃহ্য শোকং স্বয়মেব ধীমান্ বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ।
স ভ্রাতৃ-সাধারণভোগমৃদ্ধং রাজ্যং রজোরিক্তমনাঃ শশাস॥ ৮৫॥
তামেক-ভার্য্যাং পরিবাদভীরোঃ সাধ্বীমপি ত্যক্তবতো নৃপস্য।
বক্ষস্যসংঘট্টসুখং বসন্তী রেজে সপত্নীরহিতেব লক্ষ্মীঃ॥ ৮৬॥
সীতাং হিত্বা দশমুখরিপুর্নোপযেমে যদন্যাং তস্যা এব প্রতিকৃতি-সখো যৎ ক্রতূনাজহার।
বৃত্তান্তেন শ্রবণবিষয়-প্রাপিণা তেন ভর্ত্তুঃ সা দুর্বারং কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে॥ ৮৭॥

ইতি চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

অন্বয়।—সহসা (লক্ষ্মণ-নিবেদনানন্তরং) সবাষ্পঃ রামঃ তুষারবর্ষী সহস্যচন্দ্রঃ (পৌষমাসীয়-চন্দ্রঃ) ইব বভূব। (যুক্তং চ এতৎ, কুতঃ)—কৌলীন-ভীতেন তেন (রামেণ) বৈদেহসুতা গৃহাৎ নিরস্তা। ন মনস্তঃ (হৃদয়াৎ) নিরস্তা॥ ৮৪॥

ধীমান্ বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ রজো-রিক্ত-মনাঃ সঃ (রামঃ) স্বয়ম্ এব শোকং নিগৃহ্য ভ্রাতৃ-সাধারণভোগম্ ঋদ্ধং রাজ্যং শশাস॥ ৮৫॥

পরিবাদ-ভীরোঃ (অতঃ) একভার্য্যাম্ অপি সাধ্বীম্ (অপি) তাং (সীতাং) ত্যক্তবতঃ নৃপস্য বক্ষসি অসংঘট্ট-সুখং (যথা তথা) বসন্তী লক্ষ্মীঃ সপত্নী-রহিতা ইব রেজে॥ ৮৬

দশমুখ-রিপুঃ (রামঃ) সীতাং হিত্বা অন্যাং (স্ত্রিয়ং) ন উপযেমে—(ইতি) যৎ, তস্যাঃ এব (সীতায়াঃ এব) প্রতিকৃতি-সখঃ (সন্) ক্রতূন্ আজহার—(ইতি) যৎ, তেন শ্রবণবিষয়-প্রাপিণা ভর্ত্তুঃ বৃত্তান্তেন (হেতুনা) সা (সীতা) দুর্বারং পরিত্যাগদুঃখং কথম্ অপি বিষেহে॥ ৮৭॥

বঙ্গার্থ।—তখন, তুষারবর্ষী, পৌষ মাসের চন্দ্রের ন্যায় সীতানাথের আকৃতি ঈষৎ বিবর্ণ হইল ও চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। হায়! নৃপতি রাম যদিও লোকাপবাদভয়েই জানকীকে গৃহ-ত্যাগিনী করিয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু সীতাপতির হৃদয় হইতে সীতা পরিত্যক্ত হন নাই॥ ৮৪॥

বিচক্ষণ অযোধ্যাপতি হৃদয়ের বলে এই দুঃসহ শোক কথঞ্চিত প্রশমিত করিয়া বর্ণাশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণে অধিকতর মনোনিবেশ-পূর্ব্বক কতকটা "আন্‌মনা" হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অপ্রমত্ত-চিত্তে ও সাত্ত্বিক-ভাবে, ভ্রাতৃগণের সহিত একযোগে সমৃদ্ধিশালী কোসলরাজ্য শাসনে অভিনিবিষ্ট হইলেন॥ ৮৫॥

নরপতি রামচন্দ্র কেবল পরীবাদভয়েই সীতাকে অদ্বিতীয় শুদ্ধচারিণী জানিয়াও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই আজ রামের গৃহলক্ষ্মী-সীতাশূন্য হৃদয়ে রাজলক্ষ্মী সপত্নী-বিরহিত হইয়া অনন্ত সুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন॥ ৮৬॥

সীতাপহারী দশাননের নিহন্তা রাম সীতাকে ত্যাগ করিয়া আর দারান্তর গ্রহণ করিলেন না। সেই নির্ব্বাসিতা সীতার সোনার প্রতিকৃতিকে সহধর্ম্মিণীর আসনে অধিষ্ঠাপিত করিয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।—এই সংবাদ যখন বনবাসিনী জানকীর কর্ণগোচর হইল, তখন দুঃখিনীর অসহ্য পরিত্যাগ-দুঃখ অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিল। সেই একান্ত দুঃখ যন্ত্রণাও সীতা হর্ষমিশ্রিত বেদনার সহিত কোনো মতে সহ্য করিতে লাগিলেন॥ ৮৭॥

বনবাস দিয়া যার-পর-নাই অধৈর্য্য ও শোকাভিভূত হইলেন এবং আহার-বিহার, রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, অন্যের প্রবেশ-প্রতিষেধ পূর্ব্বক একাকী আপন বাস-ভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (১)। আর কালিদাসের রাম আসক্তি শূন্য-হৃদয়ে, রাজার কর্ত্তব্য-বোধে, অধিকতর অভিনিবেশের সহিত প্রজাপালন ও রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কালিদাস তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ গঠন করিয়াছেন। কর্ত্তব্যের নিকট মহাপুরুষের সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। ত্রিজগতের এমন কোনো পদার্থ বা বন্ধনই নাই, যাহা মহাপুরুষকে কর্ত্তব্য-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে পারে। এই উদার উপদেশ প্রদান-বাসনায় কবি কালিদাস, বিরাট্ পুরুষ রামচন্দ্রের বিরাট্ চরিত্রের যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে সংস্কৃত ও সাহিত্য ধন্য হইয়াছে॥ ৮৩—৮৪॥

(১) বিদ্যাসাগরকৃত "সীতার বনবাস।"

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

কৃত-সীতা-পরিত্যাগঃ স রত্নাকর-মেখলাম্। বুভুজে পৃথিবী-পালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্ ॥ ১
লবণেন বিলুপ্তেজ্যাস্তামিস্রেণ তমভ্যযুঃ। মুনয়ো যমুনাভাজঃ শরণ্যং শরণার্থিনঃ ॥ ২ ॥
অবেক্ষ্য রামং তে তস্মিন্ ন প্রজহ্রুঃ স্বতেজসা। ত্রাণাভাবে হি শাপাস্ত্রাঃ কুর্ব্বন্তি তপসো ব্যয়ম্ ॥৩॥
প্রতিশুশ্রাব কাকুৎস্থস্তেভ্যো বিঘ্নপ্রতিক্রিয়াম্। ধর্ম্মসংরক্ষণার্থৈব প্রবৃত্তির্ভুবি শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৪ ॥
তে রামায় বধোপায়মাচখ্যুর্বিবুধদ্বিষঃ। দুর্জয়ো লবণঃ শূলী বিশূলঃ প্রার্থ্যতামিতি ॥ ৫ ॥
আদিদেশাথ শত্রুঘ্নং তেষাং ক্ষেমায় রাঘবঃ। করিষ্যন্নিব নামাস্য যথার্থমরিনিগ্রহাৎ ॥ ৬ ॥
যঃ কশ্চন রঘূণাং হি পরমেকঃ পরন্তপঃ। অপবাদ ইবোৎসর্গং ব্যাবর্ত্তয়িতুমীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—কৃতসীতাপরিত্যাগঃ সঃ পৃথিবীপালঃ রত্নাকর-মেখলাং কেবলাং পৃথিবীম্ এব বুভুজে ॥ ॥

লবণেন তামিস্রেণ (তমিস্রাচারিণা রক্ষসা) বিলুপ্তেজ্যাঃ শরণার্থিনঃ যমুনাভাজঃ (যমুনাতীরবাসিনঃ) মুনয়ঃ শরণ্যং তম্ (রামং) অভ্যযুঃ ॥ ২ ॥

তে (মুনয়ঃ) রামম্ অবেক্ষ্য তস্মিন্ (লবণে) স্বতেজসা ন প্রজহ্রুঃ। হি (তথাহি) (তে) ত্রাণাভাবে (রক্ষকাভাবে সতি) শাপাস্ত্রাঃ (সন্তঃ) তপসঃ ব্যয়ং কুর্ব্বন্তি ॥ ৩ ॥

কাকুৎস্থঃ (রামঃ) তেভ্যঃ বিঘ্ন-প্রতিক্রিয়াং প্রতিশুশ্রাব। (তথাহি)—ভুবি শার্ঙ্গিণঃ (বিষ্ণোঃ) প্রবৃত্তিঃ (রামরূপেণ অবতরণং) ধর্ম্মসংরক্ষণার্থা এব (ভবতি) ॥ ৪ ॥

তে (মুনয়ঃ) রামায় বিবুধদ্বিষঃ বধোপায়ম্ আচখ্যুঃ। (কিং তৎ ?)—লবণঃ শূলী (সন্) দুর্জ্জয়ঃ, (কিন্তু) বিশূলঃ প্রার্থ্যতাম্—ইতি ॥ ৫ ॥

অথ তেষাং ক্ষেমায় রাঘবঃ (রামঃ) শত্রুঘ্নম্ আদিদেশ, অস্য নাম অরিনিগ্রহাৎ যথার্থং করিষ্যন্—ইব ॥ ৬ ॥

হি (যস্মাৎ) পরন্তপঃ রঘূণাং (মধ্যে) যঃ কশ্চন একঃ অপবাদঃ (বিশেষশাস্ত্রম্) উৎসর্গম্ (সামান্যশাস্ত্রম) ইব পরং (শত্রুং) ব্যাবর্ত্তয়িতুং ঈশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ।—সীতাপতি রাম রত্ন-মেখলা সীতাকে বনবাস দিয়া পৃথিবী পতিরূপে রত্নাকর-মেখলা শুধু পৃথিবীকেই ভোগ অর্থাৎ পালন করিতে লাগিলেন, (দারান্তর গ্রহণ করিলেন না)। সীতাহীন রামের আর কিছুতেই আসক্তি না ॥ ১ ॥

পাপাচারী লবণ-রাক্ষস যমুনাতীরবাসী ঋষিদিগের যাগ-যজ্ঞ বিলুপ্ত করিতেছিল বলিয়া, তাঁহারা আসিয়া রামচন্দ্রের শরণাগত হইলেন ॥ ২ ॥

ঋষিগণ স্বীয় তপোবলেই রাক্ষসকে ধ্বংস করিতে পারিতেন,—কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা আসিয়া রামেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কেন না—রক্ষাকর্ত্তার অভাবেই ঋষিরা অভিশাপ-রূপ অস্ত্রের প্রয়োগপূর্ব্বক তপঃক্ষয় করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

কাকুৎস্থ রাম শরণার্থী ঋষিদিগকে লবণাসুরের নিধন-সাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন। কেন না, ভগবান্ বিষ্ণু ধর্ম্ম-সংরক্ষণের ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

তখন ঋষিবৃন্দ সেই সুরবিদ্বেষী লবণ রাক্ষসের বধের উপায় বলিয়া দিলেন ;—কহিলেন, যতক্ষণ লবণের হস্তে শূল থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে জয় করা অসম্ভব ; সে যখন বিশূল অর্থাৎ শূলশূন্য রহিবে, তখনই তাহাকে আক্রমণ করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

রাম, ঋষিগণের উপদ্রব-নিবারণরূপ প্রিয়-কার্য্য সাধনের নিমিত্ত, যেন শত্রুবিনাশের দ্বারা নামের সার্থকতা করিবার উদ্দেশ্যেই শত্রুঘ্নকে আদেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

একটি বিশেষ বিধি যেমন বহুবিষয়ব্যাপী সামান্য বিধিকে বাধিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ রঘুকুলের যে কেহ একাকী, শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে যথেষ্ট ভাবেই সমর্থ। সুতরাং শত্রুঘ্ন একাই পর্য্যাপ্ত ॥ ৭ ॥

অগ্রজেন প্রযুক্তাশীস্ততো দাশরথী রথী। যযৌ বনস্থলীঃ পশ্যন্ পুষ্পিতাঃ সুরভীরভীঃ ॥ ৮ ॥
রামাদেশাদনুগতা সেনা তস্যার্থসিদ্ধয়ে। পশ্চাদধ্যয়নার্থস্য ধাতোরধিরিবাভবৎ ॥ ৯ ॥
আদিষ্টবর্ত্মা মুনিভিঃ স গচ্ছংস্তপতাং বরঃ। বিররাজ রথ-প্রষ্ঠৈর্বালখিল্যৈরিবাংশুমান্ ॥ ১০ ॥
তস্য মার্গবশাদেকা বভূব বসতির্যতঃ। রথ-স্বনোৎকণ্ঠমৃগে বাল্মীকীয়ে তপোবনে ॥ ১১ ॥
তমৃষিঃ পূজয়ামাস কুমারং ক্লান্তবাহনম্। তপঃপ্রভাব-সিদ্ধাভির্বিশেষপ্রতিপত্তিভিঃ ॥ ১২ ॥
তস্যামেবাস্য যামিন্যামন্তর্বত্নী প্রজাবতী। সুতাবসূত সম্পন্নৌ কোশদণ্ডাবিব ক্ষিতিঃ ॥ ১৩ ॥
সন্তান-শ্রবণাদ্ ভ্রাতুঃ সৌমিত্রিঃ সৌমনস্যবান্। প্রাঞ্জলির্মুনিমামন্ত্র্য প্রাতর্যুক্তরথো যযৌ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—ততঃ অগ্রজেন প্রযুক্তাশীঃ রথী অভীঃ (নির্ভীক) দাশরথিঃ পুষ্পিতাঃ সুরভীঃ বনস্থলীঃ পশ্যন্ যযৌ ॥ ৮ ॥

রামাদেশাৎ অনুগতা সেনা তস্য, অধ্যয়নার্থস্য ধাতোঃ পশ্চাৎ—অধিঃ—(উপসর্গঃ) ইব, অর্থসিদ্ধয়ে অভবৎ ॥ ৯ ॥

রথ-প্রষ্ঠৈঃ (রথাগ্রগামিভিঃ) মুনিভিঃ আদিষ্ট-বর্ত্মা গচ্ছন্ তপতাং বরঃ সঃ (শত্রুঘ্ন) বালখিল্যৈঃ অংশুমান ইব বিররাজ ॥ ১০ ॥

যতঃ (গচ্ছতঃ, ইন্ ধাতোঃ শতৃ প্রত্যয়ঃ তস্য) শত্রুঘ্নস্য) মার্গবশাৎ রথ-স্বনোৎকণ্ঠ-মৃগে বাল্মীকীয়ে তপোবনে একা বসতিঃ (রাত্রিঃ) বভূব ॥ ১১ ॥

ক্লান্ত-বাহনং তং কুমারম্ (শত্রুঘ্নম্) ঋষিঃ (বাল্মীকিঃ) তপঃপ্রভাব-সিদ্ধাভিঃ বিশেষপ্রতিপত্তিভিঃ পূজয়ামাস ॥ ১২ ॥

তস্যাম্ এব যামিন্যাম্ অস্য (শত্রুঘ্নস্য) অন্তর্বত্নী (গর্ভিণী) প্রজাবতী (ভ্রাতৃজায়া সীতা) ক্ষিতিঃ সম্পন্নৌ (সমগ্রৌ) কোশদণ্ডৌ ইব সুতৌ অসূত ॥ ১৩ ॥

ভ্রাতুঃ (রামস্য) সন্তান-শ্রবণাৎ (হেতোঃ) সৌমনস্যবান্ সৌমিত্রিঃ (শত্রুঘ্ন) প্রাতঃ যুক্তরথঃ (সন্) প্রাঞ্জলিঃ মুনিম্ আমন্ত্র্য যযৌ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ-পূর্ব্বক দশরথাত্মজ নির্ভীক শত্রুঘ্ন রথারোহণে, কুসুমাকীর্ণা সৌরভময়ী বনভূমির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে লবণবধে চলিলেন ॥ ৮ ॥

অধ্যয়নার্থক ধাতুর (ইঙ্ ধাতু) সন্নিধানে থাকিয়া অধি-উপসর্গ যেমন ধাত্বর্থ প্রকাশের নামতঃ সাহায্য করে, তদ্রূপ রামের আদেশে সৈন্য-সামন্ত স্বয়ং-দক্ষ শত্রুঘ্নের অনুসরণপূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধির নামতঃ সহায়তা করিল মাত্র ॥ ৯ ॥

রথারোহী মুনিগণ অগ্রে অগ্রে, তেজোদীপ্ত শত্রুঘ্নকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। তখন বালখিল্য মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত-মার্গ অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় শত্রুঘ্নের শোভা হইল ॥ ১০ ॥

পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে বাল্মীকির তপোবন পড়িল। রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনিতে আশ্রমের মৃগকুল উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। শত্রুঘ্ন সেই আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিলেন ॥ ১১ ॥

শত্রুঘ্নের রথবাহী অশ্বসমূহও ক্লান্ত হইয়াছিল। ঋষি বাল্মীকি, তপঃপ্রভাবে নানারূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্য-সম্ভার উৎপন্ন করিয়া, তদ্দ্বারা এই বিশিষ্ট অতিথিকে অর্চ্চনা করিলেন ॥ ১২ ॥

সেই রাত্রিতেই বাল্মীকির আশ্রমে শত্রুঘ্নের অন্তঃসত্ত্বা ভ্রাতৃজায়া সীতা দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। মনে হইল, বসুন্ধরা কর্ত্তৃক যেন সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন কোশ এবং দণ্ড প্রসূত হইল ॥ ১৩ ॥

ভ্রাতার পুত্র জন্মিয়াছে—সংবাদে সুমিত্রা তনয় শত্রুঘ্নের নিরতিশয় আনন্দ জন্মিল। তিনি প্রভাতে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শত্রুঘ্ন যে দিন বাল্মীকির আশ্রমে পৌঁছিলেন, সেই রাত্রিতেই সীতার দুইটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। এই কাকতালীয় ব্যাপারের সহিত, রামের সীতা-নির্ব্বাসন ও বাল্মীকির আশ্রমে সীতাকে রাখিয়া যাইবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি উপদেশ প্রভৃতির কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা উপসংহারে আলোচিত হইবে ॥ ১২-১৩ ॥

স চ প্রাপ মধুপঘ্নং কুম্ভীনস্যাশ্চ কুক্ষিজঃ। বনাৎ করমিবাদায় সত্ত্বরাশিমুপস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
ধূমধূম্রো বসাগন্ধী জ্বালাবভ্রুশিরোরুহঃ। ক্রব্যাদ্‌গণ-পরীবারশ্চিতাগ্নিরিব জঙ্গমঃ ॥ ১৬ ॥
অপশূলং তমাসাদ্য লবণং লক্ষ্মণানুজঃ। রুরোধ সম্মুখীনো হি জয়ো রন্ধ্রপ্রহারিণাম্॥ ১৭ ॥
নাতিপর্য্যাপ্তমালক্ষ্য মৎকুক্ষেরদ্য ভোজনম্। দিষ্ট্যা ত্বমসি মে ধাত্রা ভীতেনেবোপপাদিতঃ ॥ ১৮ ॥
ইতি সন্তর্জ্য শত্রুঘ্নং রাক্ষসস্তজ্জিঘাংসয়া। প্রাংশুমুৎপাটয়ামাস মুস্তাস্তম্বমিব দ্রুমম্ ॥ ১৯ ॥
সৌমিত্রের্নিশিতৈর্বাণৈরন্তরা শকলীকৃতঃ। গাত্রং পুষ্পরজঃ প্রাপ ন শাখী নৈর্ঋতেরিতঃ ॥ ২০ ॥
বিনাশাত্তস্য বৃক্ষস্য রক্ষস্তস্মৈ মহোপলম্। প্রজিঘায় কৃতান্তস্য মুষ্টিং পৃথগিব স্থিতম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—সঃ (শত্রুঘ্নঃ) চ মধুপঘ্নং (নাম লবণপুরং) প্রাপ। কুম্ভীনস্যাঃ কুক্ষিজঃ (পুত্রঃ লবণঃ) চ বনাৎ করম্ ইব সত্ত্ব-রাশিম্ আদায় উপস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

(কিম্ভূতঃ লবণঃ)—ধূমধূম্রঃ বসাগন্ধী জ্বালাবভ্রু-শিরোরুহঃ ক্রব্যাদ্‌গণ-পরীবারঃ (অতএব) জঙ্গমঃ চিতাগ্নিঃ ইব (স্থিতঃ) ॥ ১৬ ॥

লক্ষ্মণানুজঃ অপশূলং তং লবণম্ আসাদ্য রুরোধ! (তথাহি)—রন্ধ্র-প্রহারিণাং জয়ঃ সম্মুখীনঃ হি (ভবতি) ॥ ১৭ ॥

(যুগ্মকম্) রাক্ষসঃ (লবণঃ) "অদ্য মৎকুক্ষেঃ ভোজনং নাতিপর্য্যাপ্তম্ আলক্ষ্য ভীতেন ইব ধাত্রা দিষ্ট্যা (মমৈব ভাগ্যেন) ত্বং মে (মহ্যম্) উপপাদিতঃ (কল্পিতঃ অসি)"—ইতি শত্রুঘ্নং সন্তর্জ্য তজ্জিঘাংসয়া প্রাংশুং দ্রুমং মুস্তাস্তম্বম্ ইব উৎপাটয়ামাস ॥ ১৮-১৯ ॥

নৈর্ঋতেরিতঃ শাখী অন্তরা নিশিতৈঃ বাণৈঃ শকলী-কৃতঃ (সন্) সৌমিত্রেঃ গাত্রং ন প্রাপ, (কিন্তু) পুষ্প-রজঃ (প্রাপ) ॥ ২০ ॥

রক্ষঃ তস্য বৃক্ষস্য বিনাশাৎ (হেতোঃ) মহোপলং (মহান্তং পাষাণং) পৃথক্‌স্থিতং কৃতান্তস্য মুষ্টিম্ ইব তস্মৈ (শত্রুঘ্নায়) প্রজিঘায় ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর তিনি রাবণ-সোদরা কুম্ভীনসীর পুত্র লবণের মধুপঘ্ন-নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। লবণও সেই সময়ে অরণ্য হইতে কতকগুলি প্রাণী সংহার করিয়া লইয়া ফিরিতেছিল। দেখিয়া মনে হইল, অত্যাচারী রাক্ষস যেন বনভূমির নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া আসিল ॥ ১৫ ॥

লবণের আকৃতি কি ভীষণ! রং তাহার ধূমের ন্যায় ধূম্র অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং লোহিত বর্ণের সংমিশ্রণে যেমন হয়, তেমন; দেহময় বসার গন্ধ, কেশরাশি অগ্নিশিখার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ। পিশিতাশী রাক্ষসগণ তাহার আত্মীয়স্বজন। দেখিলে মনে হয়, যেন একটা গতিশীল প্রজ্বলিত চিতার অগ্নি। দেখিলে আতঙ্ক জন্মে ॥ ১৬ ॥

তখন তাহার হস্তে শূল ছিল না, সুতরাং লক্ষ্মণানুজ আর কালহরণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার গতিরোধ করিলেন। কেন না—কোনরূপ রন্ধ্র পাইবামাত্রই যাহারা শত্রুকে আঘাত করিতে পারে, সুযোগ নষ্ট করে না, বিজয়-লক্ষ্মী তাহাদিগেরই অঙ্কগতা হন ॥ ১৭ ॥

লবণের কিন্তু শত্রুঘ্নকে দেখিয়া আনন্দের সীমা রহিল না। সে নানা প্রকারে শত্রুঘ্নকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। কহিল, "আজ আমি যে সকল প্রাণী সংহার করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার উদরের পর্য্যাপ্ত পূরণ হইবে না—দেখিয়া বিধাতা ভয়ে ভয়ে পূর্ব্ব হইতেই আজ তোকে হাজির করিয়া দিয়াছেন।" বলিয়াই দুরন্ত রাক্ষস, শত্রুঘ্নের বিনাশের নিমিত্ত এক বিশাল বনস্পতিকে মুথা-গুচ্ছের মত অনায়াসে উৎপাটন করিল ॥ ১৮-১৯ ॥

রাক্ষস-প্রক্ষিপ্ত সেই বিরাট্ বনস্পতিকে শত্রুঘ্ন আকাশেই বাণাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐ বৃক্ষের একটি সামান্য পত্রও শত্রুঘ্নের শরীরে লাগিতে পারিল না। শুধু তাহার কুসুম-পরাগরাশি আসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিলিপ্ত হইল ॥ ২০ ॥

সেই মহাবৃক্ষ বিনষ্ট হইল দেখিয়া, রাক্ষস লবণ যমরাজের পৃথক্ স্থিত মুষ্টির তুল্য এক অতি বৃহৎ প্রস্তর উঠাইয়া শত্রুঘ্নের প্রতি নিক্ষেপ করিল ॥ ২১ ॥

ঐন্দ্রমস্ত্রমুপাদায় শত্রুঘ্নেন স তাড়িতঃ। সিকতাত্বাদপি পরাং প্রপেদে পরমাণুতাম্ ॥ ২২॥
তমুপাদ্রবদুদ্যম্য দক্ষিণং দোর্নিশাচরঃ। একতাল ইবোৎপাত-পবন-প্রেরিতো গিরিঃ ॥২৩॥
কার্ষ্ণেন পত্রিণা শত্রুঃ স ভিন্ন-হৃদয়ঃ পতন্। আনিনায় ভুবঃ কম্পং জহারাশ্রমবাসিনাম্ ॥ ২৪ ॥
বয়সাং পঙ্‌ক্তয়ঃ পেতুর্হতস্যোপরি বিদ্বিষঃ। তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিনো মূর্দ্ধ্নি দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৫ ॥
স হত্বা লবণং বীরস্তদা মেনে মহৌজসঃ। ভ্রাতুঃ সোদর্য্যমাত্মানমিন্দ্রজিদ্‌বধশোভিনঃ ॥ ২৬ ॥
তস্য সংস্তূয়মানস্য চরিতার্থৈস্তপস্বিভিঃ। শুশুভে বিক্রমোদগ্রং ব্রীড়য়াবনতং শিরঃ ॥ ২৭ ॥
উপকূলং স কালিন্দ্যাঃ পুরীং পৌরুষভূষণঃ। নির্ম্মমে নির্ম্মমোঽর্থেষু মধুরাং মধুরাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥
যা সৌরাজ্য-প্রকাশাভির্বভৌ পৌরবিভূতিভিঃ। স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—সঃ (মহোৎপলঃ) শত্রুঘ্নেন ঐন্দ্রম্ অস্ত্রম্ উপাদায় তাড়িতঃ (সন) সিকতাত্বাৎ অপি পরাং পরমাণুতাং প্রপেদে ॥ ২২ ॥

নিশাচরঃ দক্ষিণং দোঃ (ভাষ্যমতেন গ্রীবম্—বাহুম্) উদ্যম্য উৎপাতপবন-প্রেরিতঃ একতালঃ গিরিঃ ইব তং (শত্রুঘ্নম্) উপাদ্রবৎ ॥ ২৩ ॥

সঃ শত্রুঃ (লবণঃ) কার্ষ্ণেন (বৈষ্ণবেন) পত্রিণা ভিন্ন-হৃদয়ঃ (সন) পতন্ ভুবঃ কম্পম্ আনিনায়, আশ্রমবাসিনাং (কম্পং) জহার ॥ ২৪ ॥

হতস্য বিদ্বিষঃ উপরি বয়সাং পঙক্তয়ঃ পেতুঃ, তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিনঃ (শত্রুঘ্নস্য) মূর্দ্ধ্নি (তু) দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ (পেতুঃ) ॥ ২৫ ॥

সঃ বীরঃ (শত্রুঘ্নঃ) লবণং হত্বা তদা আত্মানং মহৌজসঃ ইন্দ্রজিদ্‌বধশোভিনঃ ভ্রাতুঃ (লক্ষ্মণস্য) সোদর্য্যং মেনে ॥ ২৬ ॥

চরিতার্থৈঃ তপস্বিভিঃ সংস্তূয়মানস্য তস্য (শত্রুঘ্নস্য) বিক্রমোদগ্রং শিরঃ ব্রীড়য়া অবনতং (নম্রং সৎ) শুশুভে ॥২৭॥

পৌরুষভূষণঃ অর্থেষু নির্ম্মমঃ মধুরাকৃতিঃ সঃ (শত্রুঘ্নঃ) কালিন্দ্যাঃ উপকূলং (কূলে) মধুরাং (নাম) পুরীং নির্ম্মমে ॥২৮॥

যা (পুরী) সৌরাজ্য-প্রকাশাভিঃ পৌরবিভূতিভিঃ স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বা উপনিবেশিতা ইব বভৌ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।—শত্রুঘ্নও তখন অব্যর্থ ঐন্দ্র অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঐ প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা বালুকা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতম অংশে পরিণত হইয়া কোথায় ধূলির ন্যায় উড়িয়া গেল ॥ ২২ ॥

এইভাবে প্রতিহত হইয়া রাক্ষস দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া শত্রুঘ্নের দিকে ধাবমান হইল, তদ্দর্শনে মনে হইতে লাগিল, যেন একমাত্র মেঘস্পর্শী তালবৃক্ষবিশিষ্ট কোনো পর্ব্বত প্রবল বাত্যায় সঞ্চালিত হইয়া অগ্রসর হইতেছে ॥ ২৩ ॥

অনন্তর শত্রুঘ্ন বিষ্ণু-প্রভাব-সমন্বিত অব্যর্থ এক ভীষণ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং তাহার আঘাতেই লবণরাক্ষস ভূতলে পতিত হইল। সেই বিশাল-কায় রাক্ষসের পতনে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু প্রপীড়িত ঋষিদিগের কম্পন চিরদিনের মত তিরোহিত হইল ॥ ২৪ ॥

ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি গৃধিনী আসিয়া নিহত রাক্ষসের উপর পতিত হইল, আর আকাশ হইতে স্বর্গীয় কুসুমরাশি শত্রুঘ্নের মস্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

বীরবর শত্রুঘ্ন লবণকে নিহত করিয়া, আপনাকে এতদিনে ইন্দ্রজিতের নিহন্তা মহাতেজা লক্ষ্মণের যথার্থ সহোদর বলিয়া মনে মনে শ্লাঘা বোধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

রাক্ষস-বধে নিতান্ত কৃত-কৃত্য হইয়া ঋষিগণ শত্রুঘ্নকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিক্রমকেশরীর বিক্রমোন্নত মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া কতই না শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

অনন্তর মহাপরাক্রান্ত সৌম্যদর্শন লবণান্তক শত্রুঘ্ন অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া যমুনার উপকূলে মধুরা নামে অতি মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

শত্রুঘ্নের সুশাসনগুণে নবনির্ম্মিত মধুরা নগরীর অধিবাসিগণের আনন্দ-মুখরা মধুরা-পুরীর তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে মনে হইল যেন, স্বর্গধামের অতিরিক্ত অধিবাসীদিগকে আনিয়া ঐ নূতন উপনিবেশে স্থাপিত করা হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

তত্র সৌধগতঃ পশ্যন্ যমুনাং চক্রবাকিনীম্। হেমভক্তিমতীং ভূমেঃ প্রবেণীমিব পিপ্রিয়ে ॥ ৩০ ॥
সখা দশরথস্যাপি জনকস্য চ মন্ত্রকৃৎ। সঞ্চস্কারোভয়প্রীত্যা মৈথিলেয়ৌ যথাবিধি ॥ ৩১ ॥
স তৌ কুশ-লবোন্মৃষ্ট-গর্ভক্লেদৌ তদাখ্যয়া। কবিঃ কুশলবাবেব চকার কিল নামতঃ ॥ ৩২ ॥
সাঙ্গং চ বেদমধ্যাপ্য কিঞ্চিদুৎক্রান্ত-শৈশবৌ। স্বকৃতিং গাপয়ামাস কবি-প্রথম-পদ্ধতিম্ ॥ ৩৩ ॥
রামস্য মধুরং বৃত্তং গায়ন্তৌ মাতুরগ্রতঃ। তদ্‌বিয়োগ-ব্যথাং কিঞ্চিচ্ছিথিলীচক্রতুঃ সুতৌ ॥৩৪॥
ইতরেঽপি রঘোর্বংশ্যাস্ত্রয়স্ত্রেতাগ্নিতেজসঃ। তদ্‌যোগাৎ পতিবত্নীষু পত্নীষ্বাসন্ দ্বিসূনবঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—তত্র (মধুরায়াং) সৌধগতঃ (সঃ শত্রুঘ্নঃ) চক্রবাকিনীং যমুনাং—হেমভক্তিমতীং (সুবর্ণরচনাবতীং) ভূমেঃ প্রবেণীম ইব পশ্যন্ পিপ্রিয়ে ॥ ৩০ ॥

দশরথস্য জনকস্য চ সখা মন্ত্রকৃৎ (বাল্মীকিঃ) অপি উভয়-প্রীত্যা মৈথিলেয়ৌ (মৈথিলীপুত্রৌ) যথাবিধি সঞ্চস্কার ॥ ৩১ ॥

সঃ কবিঃ (বাল্মীকিঃ) কুশ-লবোন্মৃষ্ট-গর্ভ-ক্লেদৌ তৌ (মৈথিলী-পুত্রৌ) তদাখ্যয়া (তেষাং কুশানাং চ লবানাং চ আখ্যয়া—তদাখ্যয়া) নামতঃ কুশ-লবৌ এব চকার কিল ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চিদুৎক্রান্ত-শৈশবৌ (তৌ) সাঙ্গং চ বেদম্ অধ্যাপ্য, (ঋষিঃ) কবি-প্রথমপদ্ধতিং স্বকৃতিং (রামায়ণং) গাপয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

(তৌ) সুতৌ রামস্য বৃত্তং মাতুঃ অগ্রতঃ মধুরং গায়ন্তৌ তদ্বিয়োগব্যথাং কিঞ্চিৎ শিথিলীচক্রতুঃ ॥ ৩৪ ॥

রঘোঃ বংশ্যাঃ ত্রেতাগ্নি তেজসঃ ইতরে (রামাৎ অন্যে) ত্রয়ঃ (ভরতাদয়ঃ) অপি তদ্‌যোগাৎ পতিবত্নীষু পত্নীষু দ্বিসূনবঃ আসন্ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই মনোহারিণী পুরীর সমুচ্চ প্রাসাদ-শীর্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক শত্রুঘ্ন যখন চক্রবাক-পরিশোভিত, নগরীর প্রান্তবাহিনী যমুনার শোভা সন্দর্শন করিতেন, তখন তাঁহার মনে হইত, পৃথিবীর সুবর্ণরচনাসুন্দর বেণী শোভা পাইতেছে ॥ ৩০ ॥

ওদিকে—তপোবনে সীতার যে দুই যমজ পুত্র জন্মিয়াছিল, মহর্ষি বাল্মীকি শাস্ত্রানুসারে, সেই কুমারদ্বয়ের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিলেন। বাল্মীকি দশরথ এবং জনক উভয়েরই সখা ছিলেন। সুতরাং বহু প্রীতি বশতঃ তাঁহার হৃদয়, সীতা ও সীতা-কুমারদিগের উপর যথেষ্ট আকৃষ্ট হইবারই কথা ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি, কুশের ও লবের অর্থাৎ গোপুচ্ছ-রোমগুচ্ছের দ্বারা কুমারদ্বয়ের গর্ভ-ক্লেদাবৃত গাত্রের ক্লেদ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন বলিয়া পর্য্যায়ক্রমে একজনের নাম কুশ ও অপরের নাম লব রাখিলেন ॥ ৩২ ॥

কুমার-যুগল ধীরে ধীরে বড় হইতে লাগিলেন। ঋষিও তাঁহাদিগকে সাঙ্গ-বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। দেখিতে দেখিতে কৈশোর পরিপূর্ণ হইল। তখন বাল্মীকি পরবর্ত্তী কালের সকল কবির কবিতার প্রথম ও প্রধান উপজীব্যস্বরূপ স্বরচিত রামায়ণ-গান-কুমারদ্বয়কে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

লব-কুশ যখন সুললিত কণ্ঠে জননীর সম্মুখে রামচন্দ্রের সুমধুর চরিত্র-কথা গান করিতেন, তখন দুঃখিনীর পতিবিয়োগ-বেদনার যেন কথঞ্চিৎ লাঘব হইত ॥ ৩৪ ॥

এই সময়ে অযোধ্যাতেও ত্রেতাগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই তিন ভ্রাতা স্ব-স্ব পত্নীতে দুই করিয়া পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৩৫

তাৎপর্য্য।—বাল্মীকির তপোবনে সীতার দুইটি কুমার প্রসূত হইয়াছে। সত্যপ্রিয় দশরথ বাল্মীকির পরম সুহৃদ্ ছিলেন। সীতা যে পতিভক্তাদিগের শিরোমণি, ইহাও মহর্ষি বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন। মুনি সেই সাধ্বী দশরথবধূর সন্তানদ্বয়কে অতি যত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কুমারযুগল কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, করুণাময় মহর্ষি তাহাদিগের দ্বারা স্বরচিত রাম-চরিত গান করাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই কোমলকণ্ঠ বালকদ্বয় যখন তাহাদের আজন্ম-দুঃখিনী জননীর সমক্ষে, শৈশব-সুলভ নৃত্য-করতালিকাদি-সহযোগে ও অস্ফুট ভাবে রাম-চরিত গান করিত, তখন তাহা-দের বনবাসিনী জননী, সজল-নয়নে এবং নিবিষ্টমনে সেই গান শুনিতে শুনিতে, হৃদয়ের অহর্নিশ প্রজ্বলিত রামবিরহানলের কথঞ্চিৎ শান্তি করিতেন। তখন তপোবনের চঞ্চল নয়ন হরিণগণও নিস্পন্দ হইয়া কুমারদিগের দিকে চাহিয়া সেই সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিত। কালিদাস দুইটি কবিতার দ্বারা লব-কুশের, বিয়োগ-ব্যথিতা নির্ব্বাসিতা সীতার, ও কবিগুরু বাল্মীকির

শত্রুঘাতিনি শত্রুঘ্নঃ সুবাহৌ চ বহুশ্রুতে। মথুরা-বিদিশে সূন্বোর্নিদধে পূর্বজোৎসুকঃ ॥ ৩৬ ॥
ভূয়স্তপোব্যয়ো মা ভূদ্বাল্মীকেরিতি সোঽত্যগাৎ। মৈথিলীতনয়োদ্গীত-নিঃস্পন্দমৃগমাশ্রমম্ ॥ ৩৭ ॥
বশী বিবেশ চাযোধ্যাং রথ্যাসংস্কারশোভিনীম্। লবণস্য বধাৎ পৌরৈরীক্ষিতোঽত্যন্তগৌরবম্ ॥ ৩৮ ॥
স দদর্শ সভামধ্যে সভাসদ্ভিরুপস্থিতম্। রামং সীতা-পরিত্যাগাদসামান্য-পতিং ভুবঃ ॥ ৩৯ ॥
তমভ্যনন্দৎ প্রণতং লবণান্তকমগ্রজঃ। কালনেমি-বধাৎ প্রীতস্তুরাষাড়িব শার্ঙ্গিণম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।—পূর্বজোৎসুকঃ (জ্যেষ্ঠপ্রিয়ঃ) শত্রুঘ্নঃ বহুশ্রুতে শত্রুঘাতিনি সুবাহৌ চ সূন্বোঃ মথুরা বিদিশে নিদধে (নিধায় গতঃ) ॥ ৩৬ ॥

সঃ (শত্রুঘ্নঃ) মৈথিলী-তনয়োদ্গীতনিঃস্পন্দ-মৃগং বাল্মীকেঃ আশ্রমং ভূয়ঃ তপোব্যয়ঃ মা ভূৎ—ইতি অত্যগাৎ (অতিক্রম্য গতঃ) ॥ ৩৭ ॥

বশী (সঃ শত্রুঘ্নঃ) লবণস্য বধাৎ পৌরৈঃ অত্যন্তগৌরবম্ (যথা তথা) ঈক্ষিতঃ (সন্) রথ্যা-সংস্কারশোভিনীম্ অযোধ্যাং বিবেশ চ ॥ ৩৮ ॥

সঃ (শত্রুঘ্নঃ) সভামধ্যে সভাসদ্ভিঃ উপস্থিতং সীতা-পরিত্যাগাৎ ভুবঃ অসামান্য-পতিং রামং দদর্শ ॥ ৩৯ ॥

অগ্রজঃ (রামঃ) লবণান্তকং প্রণতং তং (শত্রুঘ্নং) কালনেমি-বধাৎ প্রীতঃ তুরাষাট্ (ইন্দ্রঃ) শার্ঙ্গিণম্ (উপেন্দ্রম্) ইব অভ্যনন্দৎ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থ।—তন্মধ্যে, অগ্রজ-প্রিয় শত্রুঘ্ন, নানা-জ্ঞান-সম্পন্ন শত্রুঘাতী ও সুবাহু-নামক আপন পুত্রদ্বয়কে যথাক্রমে মথুরা ও বিদিশা-নাম্নী নগরীতে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

মথুরা হইতে ফিরিবার কালে—আবার বাল্মীকির আশ্রম শত্রুঘ্নের পথে পড়িল। তখন তাহার অন্য অবস্থা। সীতা-কুমারদ্বয়ের সুমধুর রামায়ণ-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সেই আশ্রমের মৃগকুল একেবারে আলেখ্যবৎ নিস্পন্দ, আশ্রমের যেন বাহ্য আকার বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। পুনরায় আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষির নানাপ্রকারে তপোহানি ঘটিতে পারে—ভাবিয়া, শত্রুঘ্ন উক্ত তপোবন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৩৭ ॥

লবণবধ করিয়া বীরবর শত্রুঘ্ন ফিরিতেছেন,—তাই নগরের পথ-ঘাট সংস্কার করা হইয়াছে, নানাপ্রকারে সাজান হইয়াছে। পুরবাসিগণ অত্যন্ত গৌরবের সহিত জিতেন্দ্রিয় শূর শত্রুঘ্নকে দেখিবার জন্য সমুৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছে, দুর্জ্জয় লবণরাক্ষসের নিহন্তা প্রসন্নমনে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

প্রবেশ করিয়াই শত্রুঘ্ন—রাজ-সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—বিশিষ্ট বিশিষ্ট সভাসদ্‌গণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র আসীন। সীতার ন্যায় পত্নীকে যিনি লোকরঞ্জনের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, পৃথিবীর সেই অসাধারণ অধিপতিকে, শত্রুঘ্ন অনিমেষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

দুরন্ত কালনেমি রাক্ষসকে নিহত করিয়া অনুজ উপেন্দ্র উপস্থিত হইলে,—অগ্রজ ইন্দ্র যেরূপ প্রীতি-সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, রঘুকুলপতি অগ্রজ রামও তদ্রূপ, লবণান্তক অনুজ শত্রুঘ্ন আসিয়া প্রণাম করার পর, তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন ॥ ৪০ ॥

এবং সেই সঙ্গে রামায়ণ-শ্রবণ-বিমোহিত তপোবন-প্রাণিগণের এক একখানি নিরবদ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলেন। সীতা-নির্ব্বাসন-কাতর পাঠকদিগের চিত্তে আবার রাম-সীতার মিলনের দুরাশা ধীরে ধীরে জাগিতে লাগিল। কিন্তু পাঠকদিগকে—রসজ্ঞ সামাজিকদিগকে এইপ্রকার সন্দেহের কণ্টক-শয্যায় অধিকক্ষণ রাখা প্রেমিক কবির কদাচ মনঃপূত হইতে পারে না, হওয়া উচিতও নহে, তাই কবি, একচত্বারিংশ কবিতায় স্পষ্টতঃ বলিয়াই দিলেন যে, কালে—অর্থাৎ সময় হইলে বাল্মীকি নিজেই এই কুমারযুগলকে অযোধ্যাপতির হস্তে "প্রত্যর্পণ" করিবেন। অর্পণ—নহে, "প্রত্যর্পণ," যেন বাল্মীকির নিকটে গচ্ছিত ছিল যথাসময়ে তিনি ফিরাইয়া দিবেন। কে গচ্ছিত রাখিয়াছিল? রাম না লক্ষ্মণ? দেখা যাউক—কতদূর কি দাঁড়ায়? ॥ ৩৪-৩৭ ॥

স পৃষ্টঃ সর্ব্বতো বার্ত্তমাখ্যদ্রাজ্ঞে ন সন্ততিম্ । প্রত্যর্পয়িষ্যতঃ কালে কবেরাদ্যস্য শাসনাৎ ॥ ৪১ ॥
অথ জানপদো বিপ্রঃ শিশুমপ্রাপ্তযৌবনম্ । অবতার্য্যাঙ্ক-শয্যাস্থং দ্বারি চক্রন্দ ভূপতেঃ ৪২ ॥
শোচনীয়াসি বসুধে যা ত্বং দশরথাচ্চ্যুতা । রাম-হস্তমনুপ্রাপ্য কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা ॥ ৪৩ ॥
শ্রুত্বা তস্য শুচো হেতুং গোপ্তা জিহ্রায় রাঘবঃ । ন হ্যকালভবো মৃত্যুরিক্ষ্বাকু-পদমস্পৃশৎ ॥ ৪৪ ॥
স মুহূর্ত্তং ক্ষমস্বেতি দ্বিজমাশ্বাস্য দুঃখিতম্ । যানং সস্মার কৌবেরং বৈবস্বতজিগীষয়া ॥ ৪৫ ॥
আত্ত-শস্ত্রস্তদধ্যাস্য প্রস্থিতঃ স রঘূদ্বহঃ । উচ্চচার পুরস্তস্য গূঢ়-রূপা সরস্বতী ॥ ৪৬ ॥
রাজন্ প্রজাসু তে কশ্চিদপচারঃ প্রবর্ত্ততে । তমন্বিষ্য প্রশময়ের্ভবিতাসি ততঃ কৃতী ॥ ৪৭ ॥
ইত্যাপ্তবচনাদ্রামো বিনেষ্যন্ বর্ণবিক্রিয়াম্ । দিশঃ পপাত পত্রেণ বেগনিষ্কম্পকেতুনা ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—সঃ (শত্রুঘ্নঃ) পৃষ্টঃ (সন্) সর্ব্বতঃ বার্ত্তং (কুশলং) রাজ্ঞে আখ্যৎ, কালে প্রত্যর্পয়িষ্যতঃ আদ্যস্য কবেঃ শাসনাৎ সন্ততিং ন (আখ্যৎ) ॥ ৪১ ॥

অথ (কশ্চিৎ) জানপদঃ বিপ্রঃ অপ্রাপ্ত-যৌবনম্ অঙ্ক-শয্যাস্থং শিশুং ভূপতেঃ দ্বারি অবতার্য্য চক্রন্দ—॥ ৪২ ॥

"হে বসুধে, দশরথাৎ চ্যুতা যা ত্বম্ রামহস্তম্ অনুপ্রাপ্য কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা (সতী) শোচনীয়া অসি ॥" ॥ ৪৩ ॥

গোপ্তা (রাঘবঃ) তস্য শুচঃ হেতুং শ্রুত্বা জিহ্রায়, (কুতঃ ?)—হি (যস্মাৎ) অকালভবঃ মৃত্যুঃ ইক্ষ্বাকু-পদং ন অস্পৃশৎ ॥ ৪৪ ॥

সঃ (রামঃ) দুঃখিতং দ্বিজং, মুহূর্ত্তং ক্ষমস্ব—ইতি আশ্বাস্য বৈবস্বত-জিগীষয়া কৌবেরং যানং সস্মার ॥ ৪৫ ॥

সঃ রঘূদ্বহঃ (রামঃ) আত্ত-শস্ত্রঃ (সন্) তৎ (পুষ্পকম) অধ্যাস্য প্রস্থিতঃ। (অথ) তস্য পুরঃ গূঢ়রূপা সরস্বতী উচ্চচার ॥ ৪৬ ॥

হে রাজন্ ! তে প্রজাসু কশ্চিৎ অপচারঃ প্রবর্ত্ততে, তম্ অন্বিষ্য প্রশময়েঃ, ততঃ কৃতী ভবিতাসি (ভবিষ্যসি) ॥ ৪৭ ॥

ইতি আপ্ত-বচনাৎ রামঃ বর্ণবিক্রিয়াং বিনেষ্যন্ বেগ-নিষ্কম্প-কেতুনা পত্রেণ (রথেন) দিশঃ পপাত ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, শত্রুঘ্ন সকল সংবাদই তাঁহার গোচরীভূত করিলেন, কেবল সীতার পুত্রজন্মের কথাটা চাপিয়া গেলেন। কেন না, সময় উপস্থিত হইলে, আদি-কবি নিজেই কুমারযুগলকে রামের করে প্রত্যর্পণ করিবেন—বলিয়া, পূর্ব্ব হইতেই শত্রুঘ্নকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

সীতা-শূন্য-সংসারে রামের দিন কাটিতেছে। তিনি রাজার আসনে বসিয়া রাজ-কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। এমন সময়ে একদিন দূর-জনপদবাসী এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ আসিয়া রামের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং এক কিশোর সন্তানকে কোল হইতে নামাইয়া তারস্বরে কহিতে লাগিলেন ;—॥ ৪২ ॥

"হা পৃথিবি ! তোমার কি দুরবস্থাই না ঘটিয়াছে, ভাবিলেও দুঃখ সংবরণ করা যায় না। পুণ্যশ্লোক দশরথের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া কুক্ষণে রামের করগত হইয়াছিলে, তাই আজ এই চরম দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছ ॥" ৪৩ ॥

অকালে পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত সেই ব্রাহ্মণের মুখে, তাঁহার শোকের কারণ বিদিত হইয়া, লোকরক্ষক রঘুকুলপতি নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। কেন না—ইক্ষ্বাকুদিগের রাজ্যে ইতিপূর্ব্বে কখনো অকালমৃত্যু দেখা যায় নাই ॥ ৪৪ ॥

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রামচন্দ্র তখন—"আপনি ক্ষণকাল ক্ষমা করুন" বলিয়া সেই পুত্রশোক-কাতর ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করিয়া, তৎক্ষণাৎ জীবের প্রাণাপহারী যমরাজকে জয় করিবার বাসনায়, কুবেরের পুষ্পক-রথ স্মরণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

কালবিলম্ব না করিয়া, শস্ত্রপাণি রাম সেই পুষ্পকে আরোহণ-পূর্ব্বক যাত্রা করেন আর কি, ঠিক এমনই সময়ে তাঁহার সম্মুখে এক দৈববাণী হইল ;—॥ ৪৬ ॥

"হে রাজন্ ! আপনার প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কোথায় যেন কি ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহারই প্রতিবিধান করুন, তাহা হইলেই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" ৪৭ ॥

আকাশ সম্ভবা ভারতীর এই বিশ্বস্ত উপদেশে রামচন্দ্র, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কোথায় কি ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত, পুষ্পকারোহণে দিঙ্মণ্ডল পরিভ্রমণে নির্গত হইলেন, পুষ্পক এতই ত্বরিত-গতিতে ছুটিতেছিল যে, তাহার শিখরস্থিত ধ্বজের পতাকা একেবারে নিশ্চল হইয়া রহিয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

অথ ধূমাভিতাম্রাক্ষং বৃক্ষশাখাবলম্বিনম্ । দদর্শ কঞ্চিদৈক্ষ্বাকস্তপস্যন্তমধোমুখম্ ॥ ৪৯ ॥
পৃষ্টনামান্বয়ো রাজ্ঞা স কিলাচষ্ট ধূমপঃ। আত্মানং শম্বুকং নাম শূদ্রং সুরপদার্থিনম্ ॥ ৫০ ॥
তপস্যনধিকারিত্বাৎ প্রজানাং তমঘাবহম্। শীর্ষচ্ছেদ্যং পরিচ্ছিদ্য নিয়ন্তা শস্ত্রমাদদে ॥ ৫১ ॥
স তদ্বক্ত্রং হিমক্লিষ্ট-কিঞ্জল্কমিব পঙ্কজম্। জ্যোতিষ্কণাহতশ্মশ্রু কণ্ঠনালাদপাতয়ৎ ॥ ৫২ ॥
কৃতদণ্ডঃ স্বয়ং রাজ্ঞা লেভে শূদ্রঃ সতাং গতিম্ তপসা দুশ্চরেণাপি ন স্বমার্গবিলঙ্ঘিনা ॥ ৫৩ ॥
রঘুনাথোঽপ্যগস্ত্যেন মার্গসন্দর্শিতাত্মনা মহৌজসা সংযুযুজে শরৎকাল ইবেন্দুনা ॥ ৫৪ ॥
কুম্ভযোনিরলঙ্কারং তস্মৈ দিব্য-পরিগ্রহম্ দদৌ দত্তং সমুদ্রেণ পীতেনেবাত্মনিষ্ক্রয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়।—অথ ঐক্ষ্বাকঃ (রামঃ) ধূমাভিতাম্রাক্ষং বৃক্ষ-শাখাবলম্বিনম্ অধোমুখং অপস্যন্তং কংচিৎ (পুরুষং) দদর্শ ॥ ৪৯ ॥

রাজ্ঞা পৃষ্ট-নামান্বয়ঃ ধূমপঃ সঃ (পুরুষঃ) আত্মানং সুরপদার্থিনং শম্বুকং নাম শূদ্রম্ আচষ্ট কিল ॥ ৫০ ॥

তপসি অনধিকারিত্বাৎ প্রজানাম্ অঘাবহং তং (শূদ্রং) শীর্ষচ্ছেদ্যং পরিচ্ছিদ্য (নিশ্চিত্য) নিয়ন্তা (রামঃ) শস্ত্রম্ আদদে ॥ ৫১ ॥

সঃ রামঃ জ্যোতিষ্কণাহতশ্মশ্রু তদ্বক্ত্রং হিমক্লিষ্ট-কিঞ্জল্কং পঙ্কজম্ ইব কণ্ঠ-নালাৎ অপাতয়ৎ ॥ ৫২ ॥

শূদ্রঃ (শম্বুকঃ) রাজ্ঞা স্বয়ং কৃত-দণ্ডঃ (সন্) সতাং গতিং লেভে। দুশ্চরেণ অপি স্বমার্গলঙ্ঘিনা তপসা ন (লেভে) ॥ ৫৩ ॥

রঘুনাথঃ অপি মার্গ-সন্দর্শিতাত্মনা মহৌজসা অগস্ত্যেন ইন্দুনা শরৎকালঃ ইব সংযুযুজে ॥ ৫৪ ॥

কুম্ভযোনিঃ (অগস্ত্যঃ) পীতেন সমুদ্রেণ আত্ম-নিষ্ক্রয়ম্ ইব দত্তং দিব্য-পরিগ্রহং (দিব্য-পরিগ্রাহ্যম্) অলঙ্কারং তস্মৈ (রামায়) দদৌ ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গার্থ।—ভ্রমণ করিতে করিতে রাম এক অদ্ভুততপা ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—নিরন্তর উর্দ্ধোত্থিত ধূমপানে তাহার নয়নদ্বয় তাম্রবৎ কপিলবর্ণ হইয়াছে এবং সে বৃক্ষশাখায় অধোমুখে দোদুল্যমান হইয়া প্রগাঢ় তপস্যায় মগ্ন রহিয়াছে ॥ ৪৯ ॥

নরপতি রামচন্দ্র সেই কঠোরতপাঃ ব্যক্তির নাম এবং বংশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল যে,জাতিতে সে শূদ্র এবং নাম তাহার শম্বুক, ইন্দ্র-পদলাভের বাসনায় এই দুষ্কর তপস্যায় সে নিরত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

শূদ্র শম্বুকের তপস্যায় অধিকার নাই, তাদৃশ অনধিকারীর তপস্যার ফল কেবল প্রজাপুঞ্জের মধ্যে দুঃখ-কষ্টের অতিপ্রভাব, সুতরাং তাহার অচিরাৎ শিরশ্ছেদ কর্ত্তব্য—স্থির করিয়া প্রজারঞ্জন শাসন-কর্ত্তা রঘু-কুলরাজ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৫১ ॥

ধূমপায়ী তপস্বী শূদ্রকের মুখের শ্মশ্রুসমূহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা দগ্ধীভূত হওয়ায়, তুষারপাতে কেশরগুলি আক্লিষ্ট হইলে পদ্মের যে দশা হয়, তাহার অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল। রাম অস্ত্রাঘাতে শূদ্রকের তাদৃশ বদন কণ্ঠনাল হইতে বিচ্যুত করিলেন ॥ ৫২ ॥

রাজা স্বয়ং উপযুক্ত দণ্ডবিধান করায় দণ্ডিত শম্বুক পরম সদ্গতি লাভ করিল। সে যে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা যতই কেন দুশ্চর হউক না,—তাহা অনধিকার-দোষে দূষিত, সুতরাং তদ্দ্বারা কখনও সে এতাদৃশী সদ্গতি লাভ করিতে সমর্থ হইত না ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র পথিমধ্যে অগস্ত্যের সহিত সংমিলিত হইলেন, মনে হইল যেন সুধাকরের সহিত নির্ম্মল শরৎ-কালের মিলন-সংঘটন হইল ॥ ৫৪ ॥

কুম্ভযোনি মহর্ষি অগস্ত্য যখন এক গণ্ডূষে সমুদ্র-সলিল পান করিয়া পরে আবার তাহা পরিত্যাগ করেন, তখন, যেন আত্ম-মোচনের মূল্যস্বরূপ, সরিৎপতি অগস্ত্যকে অনেক অনর্ঘ অলঙ্কার দিয়াছিলেন, আজ সেই অমরস্পৃহণীয় অলঙ্কারসমূহ ঋষি রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন ॥ ৫৫ ॥

তং দধন্মৈথিলীকণ্ঠনির্ব্যাপারেণ বাহুনা। পশ্চান্নিববৃতে রামঃ প্রাক্ পরাসুর্দ্বিজাত্মজঃ ॥ ৫৬ ॥
তস্য পূর্ব্বোদিতাং নিন্দাং দ্বিজঃ পুত্র-সমাগতঃ। স্তুত্যা নিবর্ত্তয়ামাস ত্রাতুর্বৈবস্বতাদপি ॥ ৫৭ ॥
তমধ্বরায় মুক্তাশ্বং রক্ষঃ-কপি-নরেশ্বরাঃ। মেঘাঃ শস্যমিবাম্ভোভিরভ্যবর্ষন্নুপায়নৈঃ ॥ ৫৮ ॥
দিগ্‌ভ্যো নিমন্ত্রিতাশ্চৈনমভিজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ। ন ভৌমান্যেব ধিষ্ণ্যানি হিত্বা জ্যোতির্ম্ময়ান্যপি ॥৫৯॥
উপশল্য-নিবিষ্টৈস্তৈশ্চতুর্দ্বারমুখী বভৌ। অযোধ্যা সৃষ্টলোকেব সদ্যঃ পৈতামহী তনুঃ ॥ ৬০ ॥
শ্লাঘ্যস্ত্যাগোঽপি বৈদেহ্যাঃ পত্যুঃ প্রাগ্বংশবাসিনঃ। অনন্যজানেঃ সৈবাসীদ্ যস্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী ॥ ৬১ ॥
বিধেরধিক-সম্ভারস্ততঃ প্রববৃতে মখঃ। আসন্ যত্র ক্রিয়া-বিঘ্না রাক্ষসা এব রক্ষিণঃ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়।—মৈথিলীকণ্ঠ-নির্ব্যাপারেণ বাহুনা তম্ (অলঙ্কারং) দধৎ রামঃ পশ্চাৎ নিববৃতে, পরাসুঃ দ্বিজাত্মজঃ প্রাক্ (রামাৎ পূর্ব্বং) (নিববৃতে) ॥ ৫৬ ॥

পুত্র-সমাগতঃ দ্বিজঃ বৈবস্বতাৎ অপি ত্রাতুঃ তস্য (রামস্য) পূর্ব্বোদিতাং নিন্দাং স্তুত্যা নিবর্ত্তয়ামাস ॥ ৫৭ ॥

অধ্বরায় মুক্তাশ্বং তং (রামং) রক্ষঃ-কপি নরেশ্বরাঃ মেঘাঃ অম্ভোভিঃ শস্যম্ ইব উপায়নৈঃ অভ্যবর্ষন্ ॥ ৫৮ ॥

নিমন্ত্রিতাঃ মহর্ষয়ঃ চ ভৌমানি ধিষ্ণ্যানি এব ন, (কিন্তু) জ্যোতির্ম্ময়ানি (নক্ষত্ররূপাণি) (ধিষ্ণ্যানি) অপি হিত্বা দিগ্‌ভ্যঃ এনম্ অভিজগ্মুঃ ॥ ৫৯ ॥

চতুর্দ্বারমুখী অযোধ্যা উপশল্য-নিবিষ্টৈঃ তৈঃ (মহর্ষিভিঃ) সদ্যঃ সৃষ্টলোকা পৈতামহী তনুঃ ইব বভৌ ॥ ৬০ ॥

বৈদেহ্যাঃ ত্যাগঃ অপি শ্লাঘ্যঃ, যস্মাৎ প্রাগ্‌বংশবাসিনঃ (প্রাগ্বংশঃ—প্রাচীনস্থূণঃ যজ্ঞশালাবিশেষঃ) অনন্যজানেঃ পত্যুঃ (রামস্য) হিরণ্ময়ী সা এব (নিজৈব) জায়া (পত্নী) আসীৎ ॥ ৬১ ॥

ততঃ বিধেঃ অধিক-সম্ভারঃ মখঃ প্রববৃতে। যত্র ক্রিয়া-বিঘ্নাঃ রাক্ষসাঃ এব রক্ষিণঃ আসন্ ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ।—মৈথিলী-বল্লভ রামচন্দ্রের যে বাহু এতদিন মৈথিলীর কণ্ঠগ্রহণে বঞ্চিত, তিনি সেই বাহুতে ঐ অলঙ্কার ধারণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রামের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই সেই মৃত ব্রাহ্মণ-কুমার যমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

পুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া সেই জনপদবাসী ব্রাহ্মণ যমের গ্রাস হইতে পুত্রের রক্ষা-কর্ত্তা রামকে, যত কিছু নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, তাহা একণে ভূয়োভূয়ঃ স্তব-স্তুতির দ্বারা সংশোধন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

তার পর—রাম অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব মোচন করিলেন। তাঁহার এই যজ্ঞ, জলধর যদ্রূপ শস্য-রাশিকে প্রচুর জল-দানে পরিপুষ্ট করে, তদ্রূপ নর, বানর ও রাক্ষসগণের অধিপতিবৃন্দ অপরিমিত উপঢৌকন-প্রদানে সংবর্দ্ধিত করিলেন ॥ ৫৮ ॥

অতঃপর কি নক্ষত্রলোক, কি ভূলোক—সকল স্থান এবং সকল দিক্ হইতেই নিমন্ত্রিত মহর্ষিগণ আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

সমাগত মহর্ষিদিগকে গ্রামের কোলাহলশূন্য উপান্তভাগে অবস্থাপিত করা হইল। ইহাতে তোরণচতুষ্টয়-সমন্বিত অযোধ্যানগরীর অপূর্ব্ব শোভা জন্মিল। মনে হইল,—যেন চতুর্ম্মুখ পিতামহের দেহ সদ্যঃ লোক-সৃষ্টি-পূর্ব্বক, সশরীরে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬০ ॥

এতদিনে বুঝা গেল যে, সীতানাথ যে সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে গৌরবের বিষয়; কেন না,—রাম দারান্তর গ্রহণ না করিয়া, যখন যজ্ঞ-শালায় যাজ্ঞিক-বেশে বাস করিতেছিলেন, তখন—নির্ব্বাসিতা সীতারই হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি তাঁহার সহধর্ম্মচারিণী হইয়াছিল ॥ ৬১ ॥

মহাসমারোহে অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে সমস্ত দ্রব্যই ত সংগৃহীত হইয়াছে, তদতিরিক্ত নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভারে যজ্ঞভূমি পরিপূর্ণ। জগতে এত কাল যাহারা এবংবিধ যজ্ঞাদির কত প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া আসিতেছে, আজ সেই রাক্ষসগণই রাম-যজ্ঞের রক্ষক নিযুক্ত হইল ॥ ৬২ ॥

অথ প্রাচেতসোপজ্ঞং রামায়ণমিতস্ততঃ। মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ জগতুর্গুরুচোদিতৌ ॥ ৬৩ ॥
বৃত্তং রামস্য বাল্মীকেঃ কৃতিস্তৌ কিন্নর-স্বনৌ। কিং তদ্ যেন মনো হর্ত্তুমলং স্যাতাং ন শৃণ্বতাম্ ॥ ৬৪ ॥
রূপে গীতে চ মাধুর্য্যং তয়োস্তজ্‌জ্ঞৈর্নিবেদিতম্। দদর্শ সানুজো রামঃ শুশ্রাব চ কুতূহলী ॥ ৬৫ ॥
তদ্‌গীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্রুমুখী বভৌ। হিমনিস্যন্দিনী প্রাতর্নির্ব্বাতেব বনস্থলী ॥ ৬৬ ॥
বয়োবেষ-বিসংবাদি রামস্য চ তয়োস্তদা। জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যং নাক্ষিকম্পং ব্যতিষ্ঠত ॥ ৬৭ ॥
উভয়োর্ন তথা লোকঃ প্রাবীণ্যেন বিসিস্মিয়ে। নৃপতেঃ প্রীতিদানেষু বীতস্পৃহতয়া যথা ॥ ৬৮ ॥
গেয়ে কো নু বিনেতা বাং কস্য চেয়ং কৃতিঃ কবেঃ। ইতি রাজ্ঞা স্বয়ং পৃষ্টৌ তৌ বাল্মীকিমশংসতাম্ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়।—অথ মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ গুরুচোদিতৌ (সন্তৌ) প্রাচেতসোপজ্ঞং রামায়ণম্ ইতস্ততঃ জগতুঃ ॥ ৬৩ ॥

রামস্য বৃত্তং বাল্মীকেঃ কৃতিঃ, তৌ (কুশলবৌ) কিন্নর-স্বনৌ, (অতএব) তৎ কিং, যেন (নিমিত্তেন) তৌ শৃণ্বতাং মনঃ হর্ত্তুম্ অলং (শক্তৌ) ন স্যাতাম্ ॥ ৬৪ ॥

তজ্‌জ্ঞৈঃ (অভিজ্ঞৈঃ) নিবেদিতং তয়োঃ রূপে গীতে চ মাধুর্য্যং সানুজঃ রামঃ কুতূহলী (সন্) (যথাসংখ্যং) দদর্শ শুশ্রাব চ ॥ ৬৫ ॥

তদ্‌গীতশ্রবণৈকাগ্রা অশ্রুমুখী সংসৎ প্রাতঃ হিমনিস্যন্দিনী নির্বাতা বনস্থলী ইব বভৌ ॥ ৬৬ ॥

জনতা (জনানাং সমূহঃ) বয়োবেষবিসংবাদি তয়োঃ রামস্য চ সাদৃশ্যং প্রেক্ষ্য নাক্ষি-কম্পং (যথা তথা) ব্যতিষ্ঠত (বিস্ময়াৎ অনিমেষম্ অদ্রাক্ষীৎ) ॥ ৬৭ ॥

লোকঃ উভয়োঃ (কুমারয়োঃ) প্রাবীণ্যেন তথা ন বিসিস্মিয়ে, যথা নৃপতেঃ প্রীতিদানেষু বীতস্পৃহতয়া (বিসিস্মিয়ে) ॥ ৬৮ ॥

গেয়ে (গীতে) কঃ নু বাং (যুবয়োঃ) বিনেতা, ইয়ং চ কস্য কবেঃ কৃতিঃ—ইতি রাজ্ঞা স্বয়ং পৃষ্টৌ তৌ (কুশ-লবৌ) বাল্মীকিম্ অশংসতাম্ ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ।—সর্ব্বপ্রথম মহর্ষি বাল্মীকি রাম-চরিত অবগত হইয়া যে অপূর্ব্ব রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারই আদেশক্রমে সীতার পুত্রদ্বয়—কুশ ও লব, সেই রামায়ণ সর্ব্বত্র গান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

সে গানের তুলনা নাই। কেন না, একে ত রামের চরিত-কথা, তাহাতে আবার বাল্মীকি স্বয়ং তাহার রচনা-কর্ত্তা, আর সর্ব্বোপরি কিন্নরকণ্ঠ সীতাকুমারদ্বয়ের দ্বারা তাহা সঙ্গীত; সুতরাং সেই গান যাহারা শ্রবণ করিবে, তাহাদের হৃদয় বিগলিত না হইবার কোনই হেতু নাই ॥ ৬৪ ॥

কোমল-কণ্ঠ শিশুদ্বয়ের মধুর রামায়ণ-সঙ্গীতে চারিদিকে যেন সুধাবৃষ্টি হইতে লাগিল! রূপ এবং সঙ্গীতের নিকষ-স্বরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আসিয়া রামের নিকট বালকযুগলের আকৃতি এবং গীত-নৈপুণ্যের শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাম তখন ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত, অতীব কৌতূহল-সহকারে, সেই অজ্ঞাতনামা বালকদ্বয়কে দর্শন এবং তাহাদের গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

শিশুদ্বয়ের করুণ-মধুর সঙ্গীত শ্রবণ-পূর্ব্বক, সমগ্র রাজ-সভা একেবারে স্পন্দন-রহিত হইল। সকলের চক্ষেই জল আসিল। তদ্দর্শনে শিশির-কালের প্রভাতে নিবাত-নিষ্কম্প ও হিমবিন্দুবর্ষিণী বনস্থলীর চিত্র মনে জাগিতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥

কেবল বয়ঃক্রম ও বেশ ব্যতিরেকে আর সমস্ত বিষয়েই সেই বালকযুগলের রামের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দর্শন করিয়া সমাগত জনমণ্ডলী অনিমেষ-নেত্রে অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল ॥ ৬৭ ॥

সুশীল কুশ-লবের সর্ব্ববিষয়ে আশ্চর্য্যজনক প্রাবীণ্য দর্শন করিয়া লোক-সমূহ যত না বিস্মিত হইয়াছিল, গীত-শ্রবণ-মুগ্ধ নৃপতি রামচন্দ্রের প্রীতি-প্রদত্ত ধনরত্ন-সম্ভারে দুই ভ্রাতার স্পৃহাহীনতা দেখিয়া তাহাদের ততোধিক বিস্ময় ও আনন্দ জন্মিয়াছিল ॥ ৬৮ ॥

কে তোমাদিগকে এই গান শিক্ষা দিয়াছেন এবং কে-ই বা এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের কবি?—এই কথা অযোধ্যাপতি স্বয়ং শিশুদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলে—তাহারা বাল্মীকির নাম করিল ॥ ৬৯ ॥

অথ সাবরজো রামঃ প্রাচেতসমুপেয়িবান্। ঊরীকৃত্যাত্মনো দেহং রাজ্যমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭০ ॥
স তাবাখ্যায় রামায় মৈথিলেয়ৌ তদাত্মজৌ। কবিঃ কারুণিকো বব্রে সীতায়াঃ সংপরিগ্রহম্ ॥ ৭১ ॥
তাত শুদ্ধা সমক্ষং নঃ স্নুষা তে জাতবেদসি। দৌরাত্ম্যাদ্রক্ষসস্তাং তু নাত্রত্যাঃ শ্রদ্দধুঃ প্রজাঃ ॥ ৭২ ॥
তাং স্বচারিত্রমুদ্দিশ্য প্রত্যায়য়তু মৈথিলী। ততঃ পুত্রবতীমেনাং প্রতিপৎস্যে ত্বদাজ্ঞয়া ॥ ৭৩ ॥
ইতি প্রতিশ্রুতে রাজ্ঞা জানকীমাশ্রমান্মুনিঃ। শিষ্যৈরানায়য়ামাস স্বসিদ্ধিং নিয়মৈরিব ॥ ৭৪ ॥
অন্যেদ্যুরথ কাকুৎস্থঃ সন্নিপাত্য পুরৌকসঃ। কবিমাহ্বায়য়ামাস প্রস্তুত-প্রতিপত্তয়ে ॥ ৭৫ ॥
স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া। ঋচেবোদর্চ্চিষং সূর্য্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥
কাষায়-পরিবীতেন স্বপদার্পিত-চক্ষুষা। অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়।—অথ সাবরজঃ রামঃ প্রাচেতসম্ উপেয়িবান্ (সন্) আত্মনঃ দেহম্ ঊরীকৃত্য (আত্মানং স্থাপয়িত্বা) রাজ্যম্ অস্মৈ (ঋষয়ে) ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭০ ॥

কারুণিকঃ সঃ কবিঃ রামায় তৌ মৈথিলেয়ৌ তদাত্মজৌ আখ্যায় সীতায়াঃ সংপরিগ্রহং বব্রে ॥ ৭১ ॥

হে তাত! তে স্নুষা নঃ (অস্মাকং) সমক্ষং জাতবেদসি শুদ্ধা, তু (কিন্তু) রক্ষসঃ (রাবণস্য) দৌরাত্ম্যাৎ অত্রত্যাঃ প্রজাঃ তাং ন শ্রদ্দধুঃ ॥ ৭২ ॥

মৈথিলী স্বচারিত্রম্ উদ্দিশ্য তাঃ (প্রজাঃ) প্রত্যায়য়তু, ততঃ (অনন্তরং) পুত্রবতীম্ এনাং ত্বদাজ্ঞয়া প্রতিপৎস্যে (স্বীকরিষ্যে) ॥ ৭৩ ॥

রাজ্ঞা ইতি প্রতিশ্রুতে (সতি) মুনিঃ আশ্রমাৎ জানকীং শিষ্যৈঃ স্বসিদ্ধিং নিয়মৈঃ ইব আনায়য়ামাস ॥ ৭৪ ॥

অথ কাকুৎস্থঃ (রামঃ) অন্যেদ্যুঃ প্রস্তুত-প্রতিপত্তয়ে পুরৌকসঃ (পৌরান্) সন্নিপাত্য (মেলয়িত্বা) কবিং (বাল্মীকিম্) আহ্বায়য়ামাস ॥ ৭৫ ॥

অথ স্বর-সংস্কারবত্যা ঋচা উদর্চ্চিষং সূর্য্যম্ ইব পুত্রাভ্যাম্ (উপলক্ষিতয়া) সীতয়া (করণেন) (উদর্চ্চিষং রামম্ অসৌ মুনিঃ) উপস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥

কাষায়-পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা শান্তেন বপুষা এব (সীতা) শুদ্ধা ইতি অন্বমীয়ত ॥ ৭৭ ॥

বঙ্গার্থ।—এই কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অনুজগণের সহিত গিয়া বাল্মীকির সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং নিজের দেহমাত্র বাদ রাখিয়া অপর সমস্ত রাজ্য-ঐশ্বর্য্য বাল্মীকিকে অর্পণ করিলেন ॥ ৭০ ॥

তখন সেই করুণহৃদয় কবি কহিলেন,—"রাম! এই দুই শিশু সীতারই গর্ভজাত এবং তোমার আত্মজ"—বলিয়াই ঋষি নির্ব্বাসিতা সীতার পুনরায় গ্রহণের জন্য রামকে অনুরোধ করিলেন ॥ ৭১ ॥

প্রত্যুত্তরে রাম বলিলেন—"পূজ্যতম! আপনার এই বধূ আমাদের সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা স্বীয় শুদ্ধি প্রতিপন্ন করিলেও, এতদ্দেশবাসী প্রজাপুঞ্জ তাঁহার অত্যাচারী রাক্ষস-গৃহে বাস নিঃসন্দিগ্ধভাবে বিশ্বাস করিতে চায় না ॥ ৭২ ॥

"সুতরাং মিথিলারাজ-পুত্রী সীতা স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা বিষয়ে প্রজাকুলের বিশ্বাস উৎপাদন করুন, তাহা হইলেই আমি পুত্রবতী জানকীকে আপনার আদেশে গ্রহণ করিতে পারি।" ৭৩ ॥

নৃপতি রামের এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহর্ষি বাল্মীকি—শিষ্যগণের দ্বারা আশ্রম হইতে জানকীকে আনয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে মনে হইল, যেন তপস্যাপ্রভাবে সিদ্ধি আপনিই আসিয়া মহর্ষির সমীপে উপনীত হইল ॥ ৭৪ ॥

তার পরদিন রাম প্রতিশ্রুতি-পালনের উদ্দেশ্যে পৌরজন-পদবাসীদিগকে একত্র সম্মিলিত করিয়া, বাল্মীকিকে আহ্বান করিলেন ॥ ৭৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি তখন পুত্রদ্বয়ের সহিত সীতাকে লইয়া রামের সকাশে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে মনে হইল, যেন ঋষি উদাত্তাদি-স্বরশুদ্ধিযুক্তা সাবিত্রীর সহিত উদীয়মান সূর্য্যের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৬ ॥

সভাস্থলে সীতা আসিলেন; তাঁহার পরিধানে রক্তবর্ণ বসন ও নয়নদ্বয়েব দৃষ্টি স্বীয় চরণপ্রান্তে নিহিতা; সীতার সেই শান্তোজ্জ্বল কলেবর দর্শনে, তিনি যে কীদৃশী শুদ্ধশীলা, তাহা সহজেই অনুমিত হইল ॥ ৭৭ ॥

জনাস্তদালোক-পথাৎ প্রতি-সংহৃতচক্ষুষঃ। তস্থুস্তেঽবাঙ্মুখাঃ সর্ব্বে ফলিতা ইব শালয়ঃ ॥ ৭৮ ॥
তাং দৃষ্টি-বিষয়ে ভর্ত্তু র্মুনিরাস্থিতবিষ্টরঃ। কুরু নিঃসংশয়ং বৎসে! স্ববৃত্তে লোকমিত্যশাৎ ॥ ৭৯ ॥
অথ বাল্মীকিশিষ্যেণ পুণ্যমাবর্জ্জিতং পয়ঃ। আচম্যোদীরয়ামাস সীতা সত্যাং সরস্বতীম্ ॥ ৮০ ॥
বাঙ্মনঃ-কর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে। তথা বিশ্বম্ভরে দেবি! মামন্তর্দ্ধাতুমর্হসি ॥ ৮১ ॥
এবমুক্তে তয়া সাধ্ব্যা রন্ধ্রাৎ সদ্যোভবাদ্ ভুবঃ। শাতহ্রদমিব জ্যোতিঃ প্রভামণ্ডলমুদ্যযৌ ॥ ৮২ ॥
তত্র নাগফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসন-নিষেদুষী। সমুদ্ররশনা সাক্ষাৎ প্রাদুরাসীদ্বসুন্ধরা ॥ ৮৩ ॥
সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্ত্তৃ-প্রণিহিতেক্ষণাম্। মা মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ ॥ ৮৪ ॥

অন্বয়।—তদালোক-পথাৎ প্রতিসংহৃতচক্ষুষঃ তে সর্ব্বে জনাঃ ফলিতাঃ শালয়ঃ ইব অবাঙ্মুখাঃ (সন্তঃ) তস্থুঃ ॥ ৭৮ ॥

আস্থিতবিষ্টরঃ (গৃহীতাসনঃ) মুনিঃ—হে বৎসে! ভর্ত্তুঃ দৃষ্টি-বিষয়ে (সমক্ষং) স্ববৃত্তে (স্বচরিতে বিষয়ে) লোকং নিঃসংশয়ং কুরু—ইতি তাং সীতাম্ অশাৎ ॥ ৭৯ ॥

অথ বাল্মীকিশিষ্যেণ আবর্জ্জিতং পুণ্যং পয়ঃ আচম্য সীতা সত্যাং সরস্বতীম্ উদীরয়ামাস ॥ ৮০

বাঙ্-মনঃ-কর্ম্মভিঃ পত্যৌ (বিষয়ে) মে ব্যভিচারঃ ন যথা (নাস্তি যদি), তথা (তর্হি) হে বিশ্বম্ভরে দেবি! মাম্ অন্তর্দ্ধাতুং (গর্ভে বাসয়িতুম্) অর্হসি ॥ ৮১ ॥

সাধ্ব্যা তয়া (সীতয়া) এবম্ উক্তে (সতি) সদ্যো-ভবাৎ ভুবঃ রন্ধ্রাৎ শাতহ্রদং জ্যোতিঃ ইব প্রভামণ্ডলম্ উদ্যযৌ ॥ ৮২ ॥

তত্র (প্রভামণ্ডলে) নাগফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসন-নিষেদুষী সমুদ্র-রশনা সাক্ষাৎ বসুন্ধরা প্রাদুরাসীৎ ॥ ৮৩ ॥

সা (বসুন্ধরা) ভর্ত্তৃ-প্রণিহিতেক্ষণাং সীতাম্ অঙ্কম্ আরোপ্য তস্মিন্ ভর্ত্তরি) মা মা—ইতি ব্যাহরতি এব (ব্যাহরন্তং তম্ অনাদৃত্য) পাতালম্ অভ্যগাৎ ॥ ৮৪ ॥

বঙ্গার্থ।—জানকী সভামধ্যে উপস্থিত হইলে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব নয়ন তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ফলভারানত শস্যের ন্যায় অধোবদন হইয়া রহিল ॥ ৭৮ ॥

বাল্মীকি পূর্ব্বেই আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। সীতাকে দেখিয়া তিনি সস্নেহ-কণ্ঠে কহিলেন, "মা! তোমার পতি-সমক্ষে স্বদীয় চরিত্রশুদ্ধি বিষয়ে প্রজাপুঞ্জের সংশয় অপনোদন কর ॥ ৭৯ ॥

সীতা আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ বাল্মীকির শিষ্যপ্রদত্ত পবিত্র বারি দ্বারা আচমনপূর্ব্বক নিম্নোক্ত অবিতথ উক্তি করিলেন;—॥ ৮০ ॥

"মা ভূতধাত্রি পৃথিবি! যদি আমি বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, কিংবা কর্ম্মের দ্বারা, জীবনে কখনও আমার পতির চরণে কোনপ্রকার অপরাধ করিয়া না থাকি, আমার চরিত্র যদি নিষ্কলঙ্ক হয়, তবে মা! তোমার অঙ্কে আমায় স্থান দাও। এ চিরদুঃখিনীর দগ্ধ হৃদয় নির্ব্বাপিত কর।" ৮১ ॥

পতিদেবতা সীতার কথা শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ সভার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় একটা অত্যুজ্জ্বল রশ্মিমণ্ডল উদ্গত হইল। সেই অত্যদ্ভুত জ্যোতি-র্ম্মণ্ডলমধ্যে সর্পের ফণাবলী দ্বারা উৎক্ষিপ্ত সিংহাসনে উপবিষ্টা, সমুদ্র-মেখলা মূর্ত্তিমতী বসুন্ধরা আবির্ভূত হইলেন। ফণি-মালার উজ্জ্বল শিরোমণি-সমূহের বিমলালোকে ভূত-ধাত্রীর স্নিগ্ধ দেব-দেহ সমুদ্ভাসিত; অমৃতবর্ষী চন্দ্রবৎ স্নেহবর্ষী নয়নে তিনি সীতার দিকে চাহিয়া আছেন ॥ ৮২-৮৩ ॥

জ্যোতির্ম্ময়ী পৃথিবী আবির্ভূত হইয়াই দুহিতা সীতাকে স্বকীয় অঙ্কে ধারণ করিলেন। আজন্ম-দুঃখিনী পতিদেবতা সীতা অনিমেষ-নয়নে একবার জন্মের মত রামকে দেখিয়া লইলেন! দেখিতে দেখিতে, "না" "না" এই কথা রামের মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই, বসুন্ধরা সীতাকে লইয়া সেই আলোক-পথে পাতালে প্রবেশ করিলেন। রামেরও চিরবিষাদপূর্ণ জীবনাভিনয়ের শেষ যবনিকার পতন হইল ॥ ৮৪ ॥

তাৎপর্য্য।—সতীত্বের জয় হইল। রামের প্রজারঞ্জন-যজ্ঞের এতদিনে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল। রাম-সীতার চরিত্রোদাহরণে সমাজের একটা অশেষ মঙ্গল সাধিত হইল। চরিত্রমাহাত্ম্যে সীতা জগদ্বাসীর হৃদয়ের চিরারাধ্য দেবতা হইয়া রহিলেন। চরিত্রপ্রভাবে রামচন্দ্র জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হইলেন। রাম-সীতার পূজায় ব্যপদেশে রাম-সীতার

ধরায়াঃ তস্য সংরম্ভং সীতাপ্রত্যর্পণৈষিণঃ। গুরুর্বিধিবলাপেক্ষী শময়ামাস ধন্বিনঃ ॥ ৮৫ ॥

ঋষীন্ বিসৃজ্য যজ্ঞান্তে সুহৃদশ্চ পুরস্কৃতান্। রামঃ সীতাগতং স্নেহং নিদধে তদপত্যয়োঃ ॥ ৮৬ ॥

যুধাজিতশ্চ সংদেশাৎ স দেশং সিন্ধু-নামকম্। দদৌ দত্ত-প্রভাবায় ভরতায় ভৃত-প্রজঃ ॥ ৮৭ ॥

ভরতস্তত্র গন্ধর্ব্বান্ যুধি নির্জ্জিত্য কেবলম্। আতোদ্যং গ্রাহয়ামাস সমত্যাজয়দায়ুধম্ ॥ ৮৮ ॥

অন্বয়।—সীতাপ্রত্যর্পণৈষিণঃ ধন্বিনঃ তস্য (রামস্য) ধরায়াং (বিষয়ে) সংরম্ভং বিধিবলাপেক্ষী গুরুঃ (ব্রহ্মা) শময়ামাস ॥ ৮৫ ॥

রামঃ যজ্ঞান্তে পুরস্কৃতান্ ঋষীন্ সুহৃদঃ চ বিসৃজ্য সীতা-গতং স্নেহং তদপত্যয়োঃ (কুশলবয়োঃ) নিদধে ॥ ৮৬ ॥

ভৃত-প্রজঃ সঃ (রামঃ) যুধাজিতঃ চ সন্দেশাৎ সিন্ধুনামকং দেশং দত্ত-প্রভাবায় ভরতায় দদৌ ॥ ৮৭ ॥

তত্র (সিন্ধুদেশে) ভরতঃ (অপি) যুধি গন্ধর্ব্বান্ নির্জ্জিত্য কেবলম্ আতোদ্যং (বীণাং) গ্রাহয়ামাস, আয়ুধং সমত্যাজয়ৎ ॥ ৮৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সীতার এই সহসা অন্তর্দ্ধানে রামের বাহ্যজ্ঞান একপ্রকার লুপ্ত হইল। তিনি পৃথিবীর নিকট হইতে সীতাকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য ক্রোধোদ্দীপ্ত হৃদয়ে শরাসন গ্রহণ করিলেন। তখন জগদ্গুরু ব্রহ্মা দৈবশক্তির অব্যর্থ প্রভাবের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনাদি সদুপদেশের দ্বারা রামের ক্রোধ-শান্তি করিলেন ॥ ৮৫ ॥

অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষ হইল। রাম যথাবিধি অর্চ্চনাপুরঃসর নিমন্ত্রিত ঋষিদিগকে ও সুহৃদ্গণকে বিদায় দিলেন এবং তাঁহার সীতাময় হৃদয়ের সমগ্র সীতাগত স্নেহ, সীতাকুমার-যুগলের উপর ন্যস্ত করিলেন ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর প্রজাপালক রাম ভরতমাতুল যুধাজিতের পরামর্শক্রমে, ভরতকে রাজক্ষমতা অর্পণ পূর্ব্বক, সিন্ধু-নামক দেশ প্রদান করিলেন ॥ ৮৭ ॥

ভরত সিন্ধুদেশের আধিপত্য পাইয়া তদ্দেশবাসী গন্ধর্ব্ব-দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন এবং তাহাদিগকে অস্ত্র-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বীণা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র গ্রহণ করাইলেন। তাহারা শুধু তাহা লইয়াই রহিল ॥ ৮৮ ॥

চরিত্রের পূজা হইতে লাগিল। বহু বৎসর, সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ, রাম-সীতার পবিত্র-চরিত পূজিত হইতেছে। ভারতের প্রতি নগরে, প্রতি জনপদে, প্রতি হৃদয়ে রাম-সীতা পূজিত হইতেছেন। যতদিন বিধাতার সৃষ্টি বিদ্যমান থাকিবে, সংস্কৃত-সাহিত্যের তথা ভারতের প্রাদেশিক কথা-সাহিত্যের অস্তিত্ব থাকিবে, ভারতবাসীর দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন রাম-সীতার অমর্ত্ত্য চরিত্র সর্ব্বত্র ভক্তিভরে অর্চ্চিত হইবে। ভারতবাসী উদার হৃদয়ের পূজা করিতে চিরদিনই উৎসুক। কবিগুরু বাল্মীকি, সবিস্তরভাবে, রাম-সীতার যে বিরাট্ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মহাকবি কালিদাস কবিগুরুর সেই চিরসুন্দরী সৃষ্টি হইতে, রসজ্ঞ ভাবুক পাঠকের উপযোগী করিয়া, সংক্ষেপে রামসীতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কালিদাসের চিত্রিত এই সংক্ষিপ্ত মূর্ত্তি সর্ব্বাংশে নিরবদ্য হইয়াছে। তিনি রাম-চরিত্রে যে অলোক-সামান্য আত্মত্যাগের এবং সীতা-চরিত্রে যে অনন্য-নারী সুলভ সতীত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা, নিঃস্বার্থ মহাপুরুষের এবং সতী ললনার জন্মভূমি ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকি এবং মহাকবি কালিদাস, সমগ্র জগতে, সীতার জন্য, চিরকালের মত, যেন পবিত্রতার এবং সমবেদনার ধারাদ্বয়বতী একটি চিরস্থায়িনী নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে সীতার নামোচ্চারণ করিলেই, তাঁহার অন্তঃকরণে যুগপৎ পবিত্রতার এবং সমবেদনার—উৎস উত্থিত হয়। "সীতা"—এই কতিপয় বর্ণের স্মরণমাত্রেই হৃদয়ে পবিত্রতার এক অতি সুশীতল ছায়া পতিত হয়; পতি-দেবতা সীতার উদ্দেশে মস্তক নত হইয়া আসে ॥ ৮৪ ॥

বিবরণ।—সিন্ধুদেশ।—পূর্ব্বসিন্ধুনদের (Upper Indus) উপকূলবর্ত্তী বিশাল ভূভাগ (A Baruya's Dictionary Vol III, preface, pp. 20-25. Vide N. L. D.) ॥ ৮৭ ॥

স তক্ষ-পুষ্কলৌ পুত্রৌ রাজধান্যোস্তদাখ্যয়োঃ। অভিষিচ্যাভিষেকার্হৌ রামান্তিকমগাৎ পুনঃ ॥ ৮৯ ॥
অঙ্গদং চন্দ্রকেতুং চ লক্ষ্মণোঽপ্যাত্মসম্ভবৌ। শাসনাদ্রঘুনাথস্য চক্রে কারাপথেশ্বরৌ ॥ ৯০ ॥
ইত্যারোপিত-পুত্রাস্তে জননীনাং জনেশ্বরাঃ। ভর্তৃলোক-প্রপন্নানাং নিবাপান্ বিদধুঃ ক্রমাৎ ॥ ৯১ ॥
উপেত্য মুনিবেষোঽথ কালঃ প্রোবাচ রাঘবম্। রহঃসংবাদিনৌ পশ্যেদাবাং যস্তং ত্যজেরিতি ॥ ৯২ ॥
তথেতি প্রতিপন্নায় বিবৃতাত্মা নৃপায় সঃ। আচখ্যৌ দিবমধ্যাস্ব শাসনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৯৩ ॥

অন্বয়।—সঃ (ভরতঃ) অভিষেকার্হৌ তক্ষপুষ্কলৌ (তন্নামকৌ) পুত্রৌ তদাখ্যয়োঃ রাজধান্যোঃ (তক্ষং তক্ষশিলায়াং, পুষ্কলং পুষ্কলাবত্যাম্) অভিষিচ্য পুনঃ রামান্তিকম্ অগাৎ ॥ ৮৯ ॥

লক্ষ্মণঃ অপি রঘুনাথস্য শাসনাৎ অঙ্গদং চন্দ্রকেতুং চ আত্মসম্ভবৌ (পুত্রৌ) কারাপথেশ্বরৌ চক্রে ॥ ৯০ ॥

ইতি আরোপিত-পুত্রাঃ তে জনেশ্বরাঃ (রামাদয়ঃ) ভর্তৃলোক-প্রপন্নানাং জননীনাং ক্রমাৎ নিবাপান্ বিদধুঃ (শ্রাদ্ধাদীন্ চক্রুঃ) ॥ ৯১ ॥

অথ কালঃ (অন্তকঃ) মুনিবেষঃ (সন্) উপেত্য রাঘবং প্রোবাচ, (কিং ?)—রহঃ-সংবাদিনৌ আবাং যঃ পশ্যেৎ তং ত্যজেঃ—ইতি ॥ ৯২ ॥

সঃ (কালঃ)—"তথা" ইতি প্রতিপন্নায় নৃপায় (রামায়) বিবৃতাত্মা (প্রকাশিতস্বরূপঃ) (সন্) "পরমেষ্ঠিনঃ (ব্রহ্মণঃ) শাসনাৎ দিবম্ অধ্যাস্ব" (ইতি) আচখ্যৌ ॥ ৯৩ ॥

বঙ্গার্থ।—কিয়ৎকাল পরে ভরত রাজ্যাভিষেকযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত তক্ষ এবং পুষ্কল-নামক পুত্রদ্বয়কে যথাক্রমে তাঁহাদেরই নামানুসারিণী তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী-নামিকা রাজধানীতে অভিষিক্ত করিয়া পুনরায় রামের সকাশে চলিয়া আসিলেন ॥ ৮৯ ॥

লক্ষ্মণও রামের আদেশক্রমে, অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু-নামক স্বীয় পুত্রদ্বয়কে কারাপথ-নামা দেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন ॥ ৯০ ॥

এইরূপে, নরনাথ রাম ভরত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, পুত্রদিগকে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পতি-লোক-প্রস্থিত জননীগণের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ॥ ৯১ ॥

এমন সময়ে, মুনিবেশধারী কালপুরুষ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"আপনি এবং আমি নির্জ্জনে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, যিনিই আমাদিগকে দর্শন করিবেন, আপনার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে—এই প্রতিজ্ঞা করুন। আমার বিশেষ কথা আছে ॥" ৯২ ॥

রাম উক্তবাক্যে প্রতিশ্রুতি দিবার পর, সেই মুনিবেশী কৃতান্ত আপনার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন.—"ব্রহ্মার অনুজ্ঞা এই যে, আপনি ভূলোক ত্যাগ করিয়া এখন স্বর্গলোকে চলুন, আপনার মর্ত্তের লীলা শেষ হইয়াছে ॥" ৯৩ ॥

বিবরণ।—পুষ্করাবতী নামেও ইহা প্রথিত। প্রাচীন গান্ধার-রাজ্যের প্রাচীনতম রাজধানী। এক সময়ে হস্তী নামক এক পরাক্রান্ত বীর ইহার রাজা ছিলেন। দিগ্বিজয়ী আলেকজেন্দর তাঁহাকে উচ্ছিন্ন করিয়া সঞ্জয় নামক রাজাকে এই নগরীর নায়ক করেন। এই পুষ্করাবতী বা পুষ্কলাবতীর অতি প্রাচীনতম নাম ছিল "উৎপলাবতী" দিব্যাবদানমালা নামক বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়,—ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার পূর্ব্বতম কোন এক জন্মে যখন ব্রহ্মপ্রভা নামক এক সন্ন্যাসী ছিলেন, তখন, একটি ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রীকে স্বীয় দুইটি সদ্যোজাত শাবককে আহার করিতে উদ্যত দেখিয়া ভগবান্—সেই ক্ষুধাপ্রায় ব্যাঘ্রীর মুখে, এই স্থানে নিজের দেহ দান করিয়া ঐ শাবকদ্বয়ের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। (Raja R. Mitra's Buddhist Literrature of Napal N. L. D. p. 163) ॥ ৮৯ ॥

তক্ষশিলা।—পঞ্চনদের রাওলপিণ্ডী জেলার অন্তর্গত। বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বংশ ও ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য N. L. D. দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

কারাপথ।—বান্নু জেলার অন্তঃপাতী নীলি নামক নাতিবৃহৎ পর্ব্বতপুঞ্জের পাদবর্ত্তী, সিন্ধুনদের পশ্চিমতটস্থিত অত্যুর্ব্বর ভূভাগ। "কারাবাগ," "কলাবাগ" "কারাবাট্" প্রভৃতি কতিপয় নামেও ইহা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (N. L. D.) ॥ ৯০ ॥

বিদ্বানপি তয়োর্দ্বাঃস্থঃ সময়ং লক্ষ্মণোঽভিনৎ ভীতো দুর্বাসসঃ শাপাদ্রামসংদর্শনার্থিনঃ ॥ ৯৪ ॥
স গত্বা সরযূতীরং দেহত্যাগেন যোগবিৎ । চকারাবিতথাং ভ্রাতুঃ প্রতিজ্ঞাং পূর্ব্বজন্মনঃ ॥ ৯৫ ॥
তস্মিন্নাত্মচতুর্ভাগে প্রাঙ্ নাকমধিতস্থুষি । রাঘবঃ শিথিলং তস্থৌ ভুবি ধর্ম্মস্ত্রিপাদিব ॥ ৯৬ ॥
স নিবেশ্য কুশাবত্যাং রিপুনাগাঙ্কুশং কুশম্ । শরাবত্যাং সতাং সূক্তৈর্জনিতাশ্রুলবং লবম্ ॥ ৯৭ ॥
উদক্ প্রতস্থে স্থিরধীঃ সানুজোঽগ্নি-পুরঃসরঃ । অন্বিতঃ পতিবাৎসল্যাৎ গৃহবর্জ্জমযোধ্যয়া ॥ ৯৮ ॥

অন্বয়।—দ্বাঃস্থঃ (দ্বারি নিযুক্তঃ) লক্ষ্মণঃ বিদ্বান্ অপি (পূর্ব্ব-শ্লোকোক্তং জানন্নপি) রাম-সন্দর্শার্থিনঃ দুর্বাসসঃ (মুনেঃ) শাপাৎ ভীতঃ (সন্) তয়োঃ (কালরাময়োঃ) সময়ম্ অভিনৎ ॥ ৯৪ ॥

যোগবিৎ (যোগমার্গবিৎ) সঃ (লক্ষ্মণঃ) সরযূতীরং গত্বা দেহত্যাগেন পূর্ব্বজন্মনঃ (অগ্রজস্য) ভ্রাতুঃ (রামস্য) প্রতিজ্ঞাম অবিতথাং চকার ॥ ৯৫

আত্ম-চতুর্ভাগে (আত্মনঃ চতুর্থাংশে) তস্মিন্ (লক্ষ্মণে) প্রাক্ নাকং অধিতস্থুষি (সতি) রাঘবঃ ভুবি ত্রিপাদ্ ধর্ম্মঃ ইব শিথিলং তস্থৌ ॥ ৯৬ ॥

স্থিরধীঃ সঃ রামঃ রিপুনাগাঙ্কুশং কুশং কুশাবত্যাং (পুর্য্যাং) নিবেশ্য, সূক্তৈঃ সতাং জনিতাশ্রুলবং লবং (লবাখ্যং পুত্রং) শরাবত্যাং (নিবেশ্য) সানুজঃ অগ্নিপুরঃসরঃ (সন্), পতি-বাৎসল্যাৎ গৃহবর্জ্জম্ অযোধ্যয়া অন্বিতঃ (সন্) উদক্ (উত্তরাং দিশং) প্রতস্থে ॥ ৯৭-৯৮ ॥

বঙ্গার্থ।—লক্ষ্মণ ইঁহাদের কথোপকথন-কালে দ্বারে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি রামের কালপুরুষের নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিশ্রুতির বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিদিতও ছিলেন। কিন্তু রামের দর্শনার্থী হইয়া সুলভক্রোধ দুর্বাসা ঋষি উপস্থিত হইলে, জানিয়া শুনিয়াও, তাঁহার অভিশাপভয়ে,—লক্ষ্মণ রাম ও কালপুরুষের নির্জ্জনালাপে গিয়া বাধা প্রদান করিলেন ॥ ৯৪ ॥

পরে যোগমার্গবেদী লক্ষ্মণ সরযূর তীরে গিয়া যোগ-বলে দেহত্যাগ-পূর্ব্বক অগ্রজ রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলেন ॥ ৯৫ ॥

আপনার চতুর্থ অংশরূপ লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে স্বর্গ-গমন করিলে, রাম ত্রিপাদ্ ধর্ম্মের ন্যায় কোনমতে মর্ত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণকে হারাইয়া বিকল হইয়া পড়িলেন ॥ ৯৬ ॥

তার পর তিনি, শত্রুরূপ দুর্ম্মদ গজ-কুলের অঙ্কুশপ্রতিম বীরবর কুশকে কুশাবতী-নগরীতে এবং সদুক্তি-কর্ণামৃতবর্ষণে যিনি সজ্জনগণের নয়নে প্রেমাশ্রু সম্পাত করাইয়া থাকেন, সেই সুকুমার লবকে শরাবতী-নগরীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে দৃঢ়মতি রামচন্দ্র অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অনুজত্রয়ের সহিত উত্তর দিকে (মহাপ্রস্থানে) যাত্রা করিলেন। অযোধ্যা-পতির প্রতি প্রগাঢ় বাৎসল্য বশতঃ সমগ্র অযোধ্যানগরী গৃহত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ৯৭-৯৮ ॥

তাৎপর্য্য।—সত্য-প্রতিজ্ঞ দশরথ সত্যের পালনার্থে পুত্রকে বনে দিয়াছিলেন ও পুত্রবিরহে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সত্যপ্রতিজ্ঞ দশরথাত্মজ রামও সত্য-পালনার্থে পুত্রাধিক এবং প্রাণাধিক লক্ষ্মণের মত ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিলেন। রামের মত অগ্রজকে ছাড়িয়া তিলার্দ্ধকাল থাকাও লক্ষ্মণের পক্ষে শুধু অসম্ভব নহে, কল্পনারও অতীত, তাই যে মুহূর্ত্তে রাম-সঙ্গ-পরিহার, সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মণের যোগবলে দেহত্যাগ।

নিয়তির কি কঠোর পরিহাস। কি অপ্রতিবিধেয় প্রতিশোধ! রাম যে লক্ষ্মণের দ্বারা সাধ্বী সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, অথবা লক্ষ্মণ যে রামের আদেশে সীতাকে বনে লইয়া বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, আজ সেই রাম কর্ত্তৃকই সেই লক্ষ্মণ-বর্জ্জন ঘটিল।—সীতাকে হারাইয়া রাম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন, আজ লক্ষ্মণকে হারাইয়া রামের যেটুকু বা রামত্ব ছিল, তাহা ধূলায় "শিথিল" হইয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সোনার অযোধ্যায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শ্মশানের মত তীব্র ও ভীষণ অবস্থা আসিয়া অযোধ্যাকে গ্রাস করিল।

আর কেন? এবারের মত সংসারের সকল খেলা সাঙ্গ হইয়াছে। এখন গাঁঠরি বাঁধিবার সময় উপস্থিত। রাম অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত মহাযাত্রা করিলেন। পুরবাসীরা সকলেই সঙ্গে চলিল। সৌধকিরীটিনী অযোধ্যা নগরী,—দিলীপ-রঘু-অজ-দশরথের অযোধ্যা-নগরী—জনমানবশূন্য হইয়া কেবল কতকগুলি ভগ্নস্তূপের ন্যায় অট্টালিকার কঙ্কাল বক্ষে ধারণ করিয়া পড়িয়া রহিল। লক্ষ্মীরূপিণী সীতার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সূর্য্যবংশের সমস্ত গৌরব অন্তর্হিত হইল। রাম-রাজ্য অন্ধকার হইল। ৯৫-৯৬-৯৭-৯৮ ॥

অনুগুস্তস্য চিত্তজ্ঞাঃ পদবীং হরিরাক্ষসাঃ । কদম্বমুকুলৈঃ স্থূলৈরভিবৃষ্টাং প্রজাশ্রুভিঃ ॥ ৯৯ ।
উপস্থিত-বিমানেন তেন ভক্তানুকম্পিনা । চক্রে ত্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ সরযূরনুযায়িনাম্ ॥ ১০০ ॥
যদ্‌গোপ্রতরকল্পোঽভূৎ সংমর্দ্দস্তত্র মজ্জতাম্ । অতস্তদাখ্যয়া তীর্থং পাবনং ভুবি পপ্রথে ॥ ১০১ ॥
স বিভুর্বিবুধাংশেষু প্রতিপন্নাত্মমূর্ত্তিষু । ত্রিদশীভূতপৌরাণাং স্বর্গান্তরমকল্পয়ৎ ॥ ১০২ ॥
নির্বর্ত্ত্যৈবং দশমুখশিরশ্ছেদকার্য্যং সুরাণাং বিষ্বক্‌সেনঃ স্বতনুমবিশৎ সর্ব্বলোক-প্রতিষ্ঠাম্ ।
লঙ্কানাথং পবনতনয়ং চোভয়ং স্থাপয়িত্বা কীর্ত্তিস্তম্ভদ্বয়মিব গিরৌ দক্ষিণে চোত্তরে চ ॥ ১০৩ ॥

ইতি পঞ্চদশঃ সর্গঃ

অন্বয়।—চিত্তজ্ঞাঃ হরিরাক্ষসাঃ কদম্বমুকুলস্থূলৈঃ প্রজাশ্রুভিঃ অভিবৃষ্টাং তস্য (রামস্য) পদবীং জগৃহুঃ ॥ ৯৯ ॥

উপস্থিত-বিমানেন ভক্তানুকম্পিনা তেন (রামেণ) সরযূঃ অনুযায়িনাং ত্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ স্বর্গগমন-সোপান-পঙ্‌ক্তিঃ) চক্রে ॥ ১০০ ॥

যৎ (যস্মাৎ) তত্র সরয্বাং মজ্জতাং সংমর্দ্দঃ গো-প্রতর-কল্পঃ অভূৎ, অতঃ তদাখ্যয়া পাবনং তীর্থং ভুবি পপ্রথে ॥ ১০১ ॥

বিভুঃ সঃ (রামঃ) বিবুধাংশেষু প্রতিপন্নাত্মমূর্ত্তিষু (সৎসু) ত্রিদশীভূতপৌরাণাং স্বর্গান্তরম্ অকল্পয়ৎ ॥ ১০২ ॥

বিষ্বক্‌সেনঃ (বিষ্ণুঃ) এবং সুরাণাং দশমুখশিরশ্ছেদ-কার্য্যং নির্বর্ত্ত্য লঙ্কানাথং (বিভীষণং) পবনতনয়ং চ উভয়ং কীর্ত্তিস্তম্ভদ্বয়ম্ ইব দক্ষিণে গিরৌ (চিত্রকূটে) চ উত্তরে গিরৌ (হিমবতি) চ স্থাপয়িত্বা সর্ব্বলোক-প্রতিষ্ঠাং (সর্ব্বলোকাশ্রয়ভূতাং) স্বতনুম্ অবিশৎ ॥ ১০৩ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রজাবৃন্দ প্রজারঞ্জন রামের বিরহে কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের কদম্বমুকুলতুল্য স্থূল স্থূল অশ্রু-বিন্দুতে রামের গমন-পথ সিক্ত হইয়া উঠিল। রামের ভক্ত কপি-রাক্ষসগণ সেই প্রজাশ্রুসিক্ত পথে রামের অনুগমন করিল ॥ ৯৯ ॥

দিব্য বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তবৎসল গুণাভিরাম রাম স্বীয় অনুগামী জনগণের স্বর্গে যাইবার জন্য সরযুকেই সোপানস্থানীয় করিয়া দিলেন ॥ ১০০ ॥

তখন সেই রামানুগামী অসংখ্য জনমণ্ডলীর মধ্যে, অগ্রে সরযূগর্ভে নিমগ্ন হইবার নিমিত্ত একটা বিষম সংমর্দ্দ উত্থিত হইল! অজস্র গোর নদী-প্রতরণ-কালে যেমনটা হয়, সেই স্থানেও তদ্রূপ হইয়াছিল বলিয়া, তদবধি তাহা পবিত্র "গোপ্রতর" নামে ধরাতলে প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে পরিগণিত ॥ ১০১ ॥

সুগ্রীব প্রভৃতি দেবাংশসমূহ স্ব-স্ব দেবমূর্ত্তিতে বিলীন হইবার পর, দয়াময় রাম দেবত্বপ্রাপ্ত পুরবাসিগণের নিমিত্ত একটি পৃথক্ স্বর্গ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন ॥ ১০২ ॥

লোক-পাবন ভগবান্ বিষ্ণু এই প্রকারে রামরূপে, রাবণ-বধরূপ দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া এবং লঙ্কানাথ বিভীষণকে ও পবনাত্মজ হনুমান্‌কে—দুইটি কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় যথাক্রমে দক্ষিণে চিত্রকূট পর্ব্বতে এবং উত্তরে হিমাচলে স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় মূর্ত্তিতে মিশিয়া গেলেন ॥ ১০৩ ॥

তাৎপর্য্য।—যে প্রজাপুঞ্জের হৃদয়রঞ্জনের নিমিত্ত রাম স্বহৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাহার রামের প্রাণাধিক প্রিয়তম প্রজাকুল রামের সহগমন করিল। শক্তিধর পুরুষোত্তম সেই প্রজাদিগের নিমিত্ত এক নূতন মনোরম স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া তথায় তাহাদিগকে অধিষ্ঠাপিত করিলেন। যিনি বিরাট্, তাঁহার কর্ম্মাবলীও বিরাট্। রামের পিতৃ-নিদেশে বনগমন, সমুদ্রবন্ধন, রাবণ-নিধন, সীতা-নির্ব্বাসন ও লক্ষ্মণ-বর্জ্জন—ইহাদের প্রত্যেকটিই বিরাট্, প্রকাণ্ডতম। রাম ছাড়া অন্য কাহারও ইহার কোনটিই সম্ভাবিত নহে। আবার সর্ব্বশেষে—এই প্রজাকুলের সহিত মহাপ্রস্থান ও তাহাদের জন্য নূতন স্বর্গরাজ্যের নির্ম্মাণও বিরাট। ইহার তুলনা নাই। অযোধ্যার সমুন্নত, নানারত্ন-খচিত, অপূর্ব্ব, বিশ্ববিমোহন সৌধের শির আজ ভাঙ্গিয়া পড়িল।—অচিরেই অন্যান্য অংশ ধূলিসাৎ হইবে। একবার ভাঙ্গন ধরিলে আর তাহার রক্ষা হয় না ॥ ১০০-১০১ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ

অথেতরে সপ্ত রঘুপ্রবীরাঃ জ্যেষ্ঠং পুরোজন্মতয়া গুণৈশ্চ।
চক্রুঃ কুশং রত্ন-বিশেষ-ভাজং সৌভ্রাত্রমেষাং হি কুলানুসারি ॥ ১ ॥
তে সেতু-বার্ত্তা-গজ-বন্ধমুখ্যৈরভ্যুচ্ছ্রিতাঃ কর্ম্মভিরপ্যবন্ধ্যৈঃ।
অন্যোন্য-দেশ-প্রবিভাগ-সীমাং বেলাং সমুদ্রা ইব ন ব্যতীয়ুঃ ॥ ২ ॥
চতুর্ভুজাংশপ্রভবঃ স তেষাং দান-প্রবৃত্তেরনুপারতানাম্।
সুরদ্বিপানামিব সামযোনির্ভিন্নোঽষ্টধা বিপ্রসসার বংশঃ ॥ ৩ ॥
অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেষামদৃষ্ট-পূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—অথ (রামনির্ব্বাণাৎ পরম্) ইতরে (লবাদয়ঃ) সপ্ত রঘু-প্রবীরাঃ পুরোজন্মতয়া গুণৈঃ চ জ্যেষ্ঠং কুশং রত্নবিশেষভাজং চক্রুঃ। হি (তথাহি) সৌভ্রাত্রম্ এষাং (কুশলবাদীনাং) কুলানুসারি ॥ ১ ॥

সেতু-বার্ত্তা-গজ-বন্ধ-মুখ্যৈঃ অবন্ধ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ অভ্যুচ্ছ্রিতাঃ অপি তে (কুশাদয়ঃ) অন্যোন্যদেশ-প্রবিভাগ-সীমাং বেলাং সমুদ্রাঃ ইব ন ব্যতীয়ুঃ ॥ ২ ॥

চতুর্ভুজাংশ-প্রভবঃ দান-প্রবৃত্তেঃ অনুপারতানাং তেষাং সঃ বংশঃ সাম-যোনিঃ (দান-প্রবৃত্তেঃ অনুপারতানাং) সুরদ্বিপানাং (বংশঃ) ইব অষ্টধা ভিন্নঃ (সন্) বিপ্রসসার ॥ ৩ ॥

অথ অর্দ্ধরাত্রে (নিশীথে) স্তিমিত-প্রদীপে সুপ্ত-জনে শয্যাগৃহে প্রবুদ্ধঃ কুশঃ প্রবাসস্থ-কলত্র-বেষাম্ অদৃষ্ট-পূর্ব্বাং বনিতাম্ অপশ্যৎ ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যার্থ।—রামের তিরোধানের পর লব, তক্ষ-পুষ্কল, অঙ্গদ-চন্দ্রকেতু এবং শত্রুঘাতী-সুবাহু—এই সাত জন রঘুকুল-কেতু, রাজ-সংসারের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু ছিল, তৎসমস্তই, বয়ঃক্রমে এবং গুণগরিমায় সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ কুশকে অর্পণ করিলেন। ইহাতে বৈচিত্র্য কিছুই নাই, কেন না, ভ্রাতৃবাৎসল্য সূর্য্যবংশীয়দিগের কুলাগত ধর্ম্ম ॥ ১ ॥

তাঁহারা সকলে স্ব স্ব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে তৎপর হইলেন। সেতু-বন্ধন, গজ-সংগ্রহ, বাণিজ্যাদির উন্নতিবিধান ও গবাদি-সংরক্ষণ প্রভৃতি লোকহিতকর সুফলপ্রসূ কার্য্যের দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে অপরাজেয় রাজশক্তির অধিকারী হইলেও, যতই উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল হউক না কেন, সাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তাঁহারাও পরস্পরের অধিকার-সীমা কোনক্রমেই লঙ্ঘন করিলেন না ॥ ২ ॥

চতুর্ভুজ বিষ্ণুর অংশ রামাদিভ্রাতৃ-চতুষ্টয় হইতে কুশাদি অষ্ট ভ্রাতা উদ্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই দান-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন। সুতরাং সামবেদ হইতে সমুদ্ভূত, নিয়ত-দান-বর্ষী দিগ্‌গজগণের বংশের ন্যায়, তাঁহাদের বংশ অষ্টভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে বিস্তার লাভ করিল ॥ ৩ ॥

রাম কুশাবতী-নগরে কুশকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ কুশ তথায় পরম সুখে আছেন। এমনই সময়ে এক দিন গভীর রাত্রিতে, যখন রাজপ্রাসাদের সকলেই নিদ্রিত, আলোকমালা নির্ব্বাপিত, কেবল, মহারাজ কুশ যে কক্ষে শায়িত, তথায় একটি প্রদীপ অতি স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল, এমনই সময়ে, হঠাৎ কুশের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার শয়নকক্ষের এক পার্শ্বে চিত্রার্পিতার ন্যায় এক ললনা দণ্ডায়মানা। ইতিপূর্ব্বে কুশ সে ললনাকে আর কখনও দেখেন নাই, ললনার মূর্ত্তি বিষাদময়ী, পরিচ্ছদাদি প্রোষিতভর্তৃকা কামিনীর অনুরূপ। দেখিলেই মনে হয়, যেন বিষণ্ণতা শরীর পরিগ্রহ-পূর্ব্বক, মহারাজ কুশের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

সা সাধু-সাধারণ-পার্থিবর্দ্ধেঃ স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহূতভাসঃ।
জেতুঃ পরেষাং জয়শব্দপূর্ব্বং তস্যাঞ্জলিং বন্ধুমতো ববন্ধ ॥ ৫ ॥

অথানপোঢ়ার্গলমপ্যগারং ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্।
সবিস্ময়ো দাশরথেস্তনূজঃ প্রোবাচ পূর্ব্বার্দ্ধ-বিসৃষ্টতল্পঃ ॥ ৬ ॥

লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥ ৭ ॥

কা ত্বং শুভে! কস্য পরিগ্রহো বা কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে।
আচক্ষ্ব মত্বা বশিনাং রঘূণাং মনঃ পরস্ত্রী-বিমুখ-প্রবৃত্তি ॥ ৮ ॥

তমব্রবীৎ সা গুরুণানবদ্যা যা নীত-পৌরা স্বপদোন্মুখেন।
তস্যাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীতনাথাং জানীহি রাজন্নধিদেবতাং মাম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—সা (বনিতা) সাধু-সাধারণপার্থিবর্দ্ধেঃ পুরুহূতভাসঃ পরেষাং জেতুঃ বন্ধুমতঃ তস্য (কুশস্য) পুরস্তাৎ স্থিত্বা জয়শব্দ-পূর্ব্বং যথা তথা অঞ্জলিং ববন্ধঃ ॥ ৫ ॥

অথ সবিস্ময়ঃ পূর্ব্বার্দ্ধবিসৃষ্টতল্পঃ দাশরথেঃ তনূজঃ (রামাত্মজঃ) অনপোঢ়ার্গলম্ অপি অগারম্, আদর্শতলং ছায়াম্ ইব প্রবিষ্টাং (তাং বনিতাং) প্রোবাচ ॥ ৬ ॥

সাবরণে অপি গেহে লব্ধান্তরা (ত্বং), যোগ-প্রভাবঃ চ তে ন লক্ষ্যতে। মৃণালিনী হৈমম্ উপরাগম্ ইব অনির্বৃতানাম্ আকারং বিভর্ষি চ। অয়ি শুভে! ত্বং কা? কস্য বা পরিগ্রহঃ (পত্নী)? তে মদভ্যাগম-কারণং বা কিম্? বশিনাং রঘূণাং মনঃ পরস্ত্রীবিমুখ-প্রবৃত্তি—মত্বা আচক্ষ্ব ॥ ৭-৮ ॥

সা (বনিতা) তং (কুশম্) অব্রবীৎ। অনবদ্যা যা (পুঃ) স্বপদোন্মুখেন (বিষ্ণুপদোন্মুখেন) গুরুণা (তে পিত্রা রামেণ) নীতপৌরা, হে রাজন্! মাং সম্প্রতি বীতনাথাং তস্যাঃ পুরঃ (অযোধ্যায়াঃ) অধিদেবতাং জানীহি ॥ ৯ ॥

[illegible]ার্থ।—মহারাজ কুশ ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী ও শত্রু কুলবিমর্দ্দন ছিলেন। সাধুসজ্জনগণের সহিত সমানভাবে রাজ্য-সমৃদ্ধি ভোগ করিতেন। ঐ অপরিচিতা ললনা সেই পরম বন্ধু-বৎসল নরপতির সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৫ ॥

দর্পণের মধ্যে যেমন প্রতিবিম্ব প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে গভীর রজনীতে অকস্মাৎ ললনা-সমাগমে একান্ত বিস্মিত হইয়া, শয়ান নরপতি শয্যা হইতে দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ ঈষদুন্নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অর্গলবদ্ধ প্রকোষ্ঠে কি উপায়ে তুমি প্রবেশ করিলে?" ॥ ৬ ॥

কৈ? তোমার ত এমন কোন যোগপ্রভাব লক্ষিত হইতেছে না, যদ্দ্বারা তোমার এরূপ স্থানে প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে। শিশিরমথিতা মৃণালিনীর ন্যায় তোমার আকৃতি বিষাদময়ী কেন? তুমি কি শরীরিণী করুণা? ভদ্রে! কে তুমি? কাহার ভার্য্যা? এত রাত্রিতে আমার নিকটেই বা তোমার কি প্রয়োজন? 'জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দিগের হৃদয় নিয়ত পরস্ত্রী-পরাঙ্মুখ'—এইটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া, তোমার যাহা বক্তব্য, বলিতে পার।" ৭-৮ ॥

তখন সেই বিষাদিনী ললনা সজল-নয়নে ও কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "রাজন্! আপনার পিতা তাঁহার স্বধাম বৈকুণ্ঠে গমনকালে যে নগরীর সমস্ত পুরবাসীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, এই হতভাগিনী সেই জনমানবহীন অযোধ্যা-নগরীর অনাথা অধিদেবতা" ॥ ৯ ॥

বস্বৌকসারামভিভূয় সাহং সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা ।
সমগ্র-শক্তৌ ত্বয়ি সূর্য্যবংশ্যে সতি প্রপন্না করুণামবস্থাম্ ॥ ১০ ॥
বিশীর্ণতল্পাট্টশতো নিবেশঃ পর্য্যস্ত-শালঃ প্রভুণা বিনা মে ।
বিড়ম্বয়ত্যস্তনিমগ্নসূর্য্যং দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্ ॥ ১১ ॥
নিশাসু ভাস্বৎ-কলনূপুরাণাং যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্ ।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ স বাহ্যতে রাজ-পথঃ শিবাভিঃ ॥ ১২ ॥
আস্ফালিতং যৎ প্রমদা-করাগ্রৈর্মৃদঙ্গ-ধীর-ধ্বনিমন্বগচ্ছৎ ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্ ॥ ১৩ ॥
বৃক্ষেশয়া যষ্টি-নিবাস-ভঙ্গান্মৃদঙ্গ-শব্দাপগমাদলাস্যাঃ ।
প্রাপ্তা দবোল্কাহতশেষবর্হাঃ ক্রীড়াময়ূরা বনবর্হিণত্বম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—সা অহং সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা বস্বৌকসারাম্ (অলকাপুরীম্) অভিভূয়, সমগ্র-শক্তৌ ত্বয়ি সূর্য্যবংশ্যে সতি করুণাম্ অবস্থাং প্রপন্না ১০

বিশীর্ণ-তল্পাট্ট-শতঃ পর্য্যস্ত-শালঃ প্রভুণা (স্বামিনা) বিনা মে নিবেশঃ অস্তনিমগ্ন-সূর্য্যম্ উগ্রানিলভিন্নমেঘং দিনান্তং বিড়ম্বয়তি ॥ ১১ ॥

নিশাসু ভাস্বৎ-কল-নূপুরাণাম্ অভিসারিকাণাং যঃ (রাজ-পথঃ) সঞ্চরঃ অভূৎ, নদন্-মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ শিবাভিঃ সঃ রাজ-পথঃ বাহ্যতে (গম্যতে) ॥ ১২ ॥

যৎ অম্ভঃ প্রমদা-করাগ্রৈঃ আস্ফালিতং (সৎ) মৃদঙ্গ-ধীর-ধ্বনিম্ অন্বগচ্ছৎ, তৎ দীর্ঘিকাণাম্ (অম্ভঃ) ইদানীং বন্যৈঃ মহিষৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) শৃঙ্গাহতং (শৃঙ্গৈঃআহতং)(সৎ) ক্রোশতি ॥১৩॥

যষ্টি-নিবাস-ভঙ্গাৎ বৃক্ষে-শয়াঃ মৃদঙ্গ শব্দাপগমাৎ অলাস্যাঃ দবোল্কাহতশেষবর্হাঃ (তে) ক্রীড়াময়ূরাঃ বনবর্হিণত্বং প্রাপ্তাঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—"নরনাথ! সম্পদ্ এবং সৌভাগ্য-গরিমায় ইন্দ্রের অমরাবতী বা ধনপতি কুবেরের অলকানগরীকেও এক দিন আমি সগর্ব্বে উপহাস করিতাম। আর আজ সেই আমি—অতীত গৌরব-সাক্ষিণী হতভাগিনী আমি, আপনার ন্যায় সমগ্র-শক্তিসম্পন্ন অধীশ্বর বিরাজমান থাকিতেও এই-প্রকার শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি!" ॥ ১০ ॥

"রাজন্! ঐ নগরীতে যে অসংখ্য হর্ম্ম্যমালা ছিল, হায়, আমার প্রভুর অভাবে আজ সে সমস্ত ভগ্ন, জীর্ণ ও পতিত হইয়াছে, তাহাদের প্রাচীরগুলি পড়িয়া গিয়াছে! প্রচণ্ড সমীরণে মেঘসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও দিবাকর অস্তমিত হইলে, দিবাবসান-কালের যে প্রকার হৃদয়-বিদারিণী অবস্থা ঘটে, আমার এত গৌরবের আবাস-স্থলীর আজ এক জনকে হারাইয়া সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে" ॥ ১১ ॥

"পূর্ব্বে আমার যে নগরীতে, দীপ্তি-কলোজ্জ্বল নূপুর-ধারিণী সীমন্তিনীরা রজনী-যোগে নির্ভয়ে রাজপথে বিচরণ করিতেন, আর তাঁহাদের রত্নখচিত নূপুরালোকে রাজ-বর্ত্ম আলোকিত হইত, এখন সেই নগরীর সেই সকল রাজ-পথে আমিষলোলুপ উল্কামুখ শৃগালশ্রেণী বিকট শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে" ॥ ১২ ॥

"মহারাজ! পূর্ব্বে আমার যে সকল বাপীদীর্ঘিকায় প্রমদাগণ সুখে সন্তরণ করিতেন, আর তাঁহাদের বাহুবল্লী-প্রহত হইয়া নীল-জল-রাশি মৃদঙ্গবৎ ধীর-ধ্বনি করিত, এখন বন্যমহিষাদি অবতরণপূর্ব্বক, কঠিন শৃঙ্গের দ্বারা সেই সকল দীর্ঘিকার জল নিয়ত আহত করিতেছে, এখন আর তাহাদের সে স্নিগ্ধ-গম্ভীর-নির্ঘোষ নাই, যেন কতই মর্ম্মান্তিক যাতনায় অস্থির হইয়া দীর্ঘিকাগুলি একটা কঠোর চীৎকার করিতেছে" ॥ ১৩ ॥

"নরপতে! পূর্ব্বে প্রতি অট্টালিকার সম্মুখে ময়ূরের উপবেশনের নিমিত্ত 'বাস-যষ্টি' (দাঁড়) প্রোথিত থাকিত। যখন ঐ সকল প্রাসাদে নাগরিকগণ মৃদঙ্গবাদন করিতেন, তখন মৃদঙ্গধ্বনিকে মেঘধ্বনি মনে করিয়া, ময়ূরগণ বাস-যষ্টির উপরে উঠিয়া কত নৃত্য করিত, কত আনন্দ করিত! এখন তাহার কিছুই নাই, আছে শুধু সেই শূন্য অট্টালিকা-সমূহ! নগর এখন গহনবনে পারিণত! আর সেই গহন-কানন-জাত দাবানল-স্ফুলিঙ্গে আমার সেই রমণীয় কলাপি-নিচয়ের কলাপগুচ্ছও বিদগ্ধ! হায়! আমার এত সাধের সেই সুন্দর ক্রীড়াময়ূর-সমূহ এখন 'বন-বর্হীর' ন্যায় হতশ্রী হইয়াছে" ॥ ১৪ ॥

সোপানমার্গেষু চ যেষু রামা নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্ ।
সদ্যো হতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে ॥ ১৫ ॥
চিত্রদ্বিপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্ন-কুম্ভাঃ সংরব্ধ-সিংহপ্রহৃতং বহন্তি ॥ ১৬ ॥
স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাতনানামুৎক্রান্ত বর্ণক্রম-ধূসরাণাম্ ।
স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি সঙ্গান্নির্মোক-পট্টাঃ ফণিভির্বিমুক্তাঃ ॥ ১৭ ॥
কালান্তরশ্যামসুধেষু নক্তমিতস্ততো রূঢ়-তৃণাঙ্কুরেষু ।
ত এব মুক্তাগুণশুদ্ধয়োঽপি হর্ম্ম্যেষু মূর্চ্ছন্তি ন চন্দ্রপাদাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—যেষু সোপান-মার্গেষু রামাঃ সরাগান্ চরণান্ নিক্ষিপ্তবত্যঃ (আসন্), তেষু মে (মার্গেষু) সদ্যোহতন্যঙ্কুভিঃ ব্যাঘ্রৈঃ অস্রদিগ্ধং পদং নিধীয়তে ॥ ১৫ ॥

পদ্মবনাবতীর্ণাঃ করেণুভিঃ দত্তমৃণাল-ভঙ্গাঃ চিত্রদ্বিপাঃ (আলেখ্যমাতঙ্গাঃ) নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্ন-কুম্ভাঃ (সন্তঃ) সংরব্ধ-সিংহ-প্রহৃতং বহন্তি ॥ ১৬ ॥

উৎক্রান্ত-বর্ণক্রমধূসরাণাং স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাত-নানাং ফণিভিঃ বিমুক্তাঃ নির্মোক-পট্টাঃ সঙ্গাৎ (সক্তত্বাৎ) স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি ॥ ১৭

কালান্তর-শ্যাম-সুধেষু ইতস্ততঃ রূঢ়-তৃণাঙ্কুরেষু হর্ম্ম্যেষু নক্তং মুক্তাগুণ-শুদ্ধয়ঃ অপি তে এব চন্দ্রপাদাঃ ন মূর্চ্ছন্তি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ।—"পূর্ব্বে বিলাসিনীগণ, হর্ম্ম্যমালার যে সকল সোপান অলক্তক-সিক্ত চরণবিন্যাসে সুরঞ্জিত করিতেন, সেই সকল সোপান, এক্ষণে মৃগঘাতী ভীষণ ব্যাঘ্র-সমূহের শোণিত-দিগ্ধ চরণাঘাতে আহত হইতেছে। প্রভো! প্রাসাদ-ভিত্তি-গাত্রে পূর্ব্বে নানাবিধ পদ্মবন চিত্রিত ছিল, আর সেই সকল পদ্মবনে বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ অঙ্কিত ছিল এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রিয়তমা করেণুরা প্রীতিভরে মৃণালভঙ্গ অর্পণ করিতেছে—অঙ্কিত ছিল। সেই চিত্রাবলী-দর্শনে মনে হইত, সত্যই বুঝি কমলবনে অবতীর্ণ হইয়া করীর সহিত করিবধূগণ ক্রীড়া করিতেছে। সে অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! হায়, এক্ষণে, সেই সমুদয় চিত্রিত মাতঙ্গকে বাস্তবমাতঙ্গভ্রমে, কুপিত মৃগেন্দ্রগণ, সগর্জ্জনে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক, তাহাকের কুম্ভের উপর পড়িতেছে, ও প্রখর নখাঘাতে সেই চিত্রাবলী ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছে" ॥ ১৫-১৬ ॥

"রাজন্! সৌধস্তম্ভে যে সকল দারুময়ী রম[illegible] সংযোজিতা ছিল, যত্নাভাবে তাহাদের বর্ণবিন্যাস বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চিত্রাবলীও ধূসর হইয়াছে। আর সেই সমুদয় মূর্ত্তির গাত্রে সর্প ল নির্ম্মোক মোচন করিয়া সেগুলিকে হতশ্রী করিয়াছে। ঐ সর্প-কঞ্চুক এখন তাহাদের স্তনাবরণ-বস্ত্র-স্বরূপ হইয়াছে" ॥ ১৭ ॥

"নরনাথ! আমার অযোধ্যার হর্ম্ম্যমালার এখন আর সে অমল-ধবল কান্তি নাই। সংস্কারের অভাবে তাহাদের সমুচ্চ শ্বেতকায় এখন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে আবৃত হইয়াছে ও তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে তৃণাবলী জন্মিয়াছে। চন্দ্রকিরণ এখনও পূর্ব্বের মত মুক্তাগুণ-ধবল আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল প্রাসাদে উহা আর পূর্ব্ববৎ প্রতিফলিত হয় না" ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—রাম কুশাবতী নগরে স্বীয় পুত্র কুশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কুশ তথায় পরম উৎসাহে রাজত্ব করিতেছেন। অন্যান্য কুমারগণও স্ব স্ব রাজ্যে শাসন-পালনে ব্যাপৃত। এ দিকে কিন্তু অযোধ্যানগরী গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আদর্শদেবী সীতার স্মৃতি বক্ষে লইয়া আদর্শদেব রাম লীলা সংহার করিয়াছেন, রামের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যারও সকল সম্পদ্ বিলুপ্ত হইয়াছে। দুরন্ত কাল অযোধ্যাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। যেন তথায় একটা মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যবংশের রাজধানী, ভারতবর্ষের স্পর্দ্ধার স্থল, পুণ্যতোয়া সরযূর তীরশোভিনী অযোধ্যার দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিয়াছে, অথবা যে রাজ্যে সীতার ন্যায় সতী-দেবতার প্রতি ঐরূপ বিচার, তাহার পরিণামও বুঝি এইপ্রকারই হয়। অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জ তাহাদের সাধ্বী রাজলক্ষ্মীর অর্চ্চনা করে নাই, পরন্ত অবমাননা করিয়াছে, তাই বুঝি তথায় এখন দেবতার মন্দিরে অপদেবতার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। অযোধ্যার সকল সৌন্দর্য্যই বিনষ্ট হইয়াছে। অযোধ্যার রাজ-পথ বনাকীর্ণ, সৌধাবলী

আবর্জ্জ্য শাখাঃ সদয়ং চ যাসাং পুষ্পাণ্যুপাত্তানি বিলাসিনীভিঃ।
বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ ক্লিশ্যন্ত উদ্যান-লতা মদীয়াঃ ॥ ১৯ ॥
রাত্রাবনাবিষ্কৃত-দীপভাসঃ কান্তামুখশ্রীবিযুতা দিবাপি।
তিরস্ক্রিয়ন্তে কৃমিতন্তুজালৈর্বিচ্ছিন্ন-ধূম-প্রসরা গবাক্ষাঃ ॥ ২০ ॥
বলিক্রিয়াবর্জ্জিতসৈকতানি স্নানীয়সংসর্গমনাপ্নুবন্তি।
উপান্তবানীরগৃহাণি দৃষ্ট্বা শূন্যানি দূয়ে সরযূজলানি ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—বিলাসিনীভিঃ সদয়ং শাখাঃ আবর্জ্জ্য যাসাং (লতানাং) পুষ্পাণি উপাত্তানি, তাঃ মদীয়াঃ উদ্যান-লতাঃ চ বন্যৈঃ পুলিন্দৈঃ ইব বানরৈঃ (উভয়ৈরপি) ক্লিশ্যন্তে ॥ ১৯ ॥

রাত্রৌ অনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ দিবা অপি কান্তামুখশ্রী-বিযুতাঃ বিচ্ছিন্ন-ধূম-প্রসরাঃ গবাক্ষাঃ কৃমিতন্তু-জালৈঃ তিরস্ক্রিয়ন্তে (ছাদ্যন্তে) ॥ ২০ ॥

বলিক্রিয়াবর্জ্জিতসৈকতানি স্নানীয়সংসর্গম্ অনাপ্নুবন্তি সরযূজলানি শূন্যানি উপান্তবানীরগৃহাণি (চ) দৃষ্ট্বা দূয়ে (অহং পরিতপ্যে) ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—"রাজন্! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, আমার যে সকল কোমল উদ্যান-লতিকা কুসুমগুচ্ছে অলঙ্কৃত হইলে, পূর্ব্বে বিলাসিনীগণ সদয়হৃদয়ে ধীরে ধীরে তাহাদের শাখা আনত করিয়া কুসুম চয়ন করিতেন, এক্ষণে বানর এবং বানরকল্প নির্দ্দয় নিষাদ-সমূহ সেই সকল কুসুমাভরণা ললিত-লতিকা-শ্রেণীকে যথেচ্ছ ছিন্নভিন্ন করিতেছে" ॥ ১৯ ॥

"ক্ষিতীশ! এখন আর অযোধ্যার গবাক্ষসমূহ নিশাগমে দীপালোকে সমুদ্ভাসিত হয় না, বা দিবাভাগেও কামিনীগণের কমনীয়-মুখ-কমলের শোভায় অপূর্ব্বশ্রী কারণ করে না। তাহাদের ধূম- নির্গম-পথও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং লূতাসমূহ তন্তুজাল-বিস্তারপূর্ব্বক গবাক্ষগুলি আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে" ॥ ২০ ॥

"রাজন্! আমার সেই পুণ্যপ্রবাহিণী সরযূর আর এখন সে অবস্থা নাই। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায়, তাহার তটে নিয়ত নানাবিধ পুজোপহার সজ্জিত থাকে না, বা স্নানীয় সুগন্ধি-দ্রব্যে এখন আর তাহার জল সুবাসিত হয় না। তাহার সকল সৌভাগ্যই একে একে বিলুপ্ত হইয়াছে। আছে কেবল সেই সরযূতটবর্ত্তী স্নিগ্ধ বেতসলতামণ্ডপগুলি, কিন্তু প্রভো! সেগুলিও শূন্য, জন-প্রচার-বর্জ্জিত! সরযূর দশাদর্শনে বুক ফাটিয়া যায়!" ॥ ২১ ॥

অন্ধকার, উদ্যানশ্রেণী হৃত-শ্রী, বাপীতড়াগাদি বিশুষ্ক, কচিৎবা ঘন-পঙ্কিল জল-পূর্ণ। রাম-সীতার সহিত অযোধ্যার সকল সম্পদ, সকল সৌভাগ্যই যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। জন-সঞ্চার শূন্য গহন-অরণ্য-পূর্ণ হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল অযোধ্যায় প্রবেশ করে—কাহার সাধ্য? অযোধ্যার এই শোচনীয় অবস্থা, প্রাচীন অযোধ্যার সেই সমৃদ্ধিমতী মূর্ত্তি এবং বর্ত্তমান অযোধ্যার এই বিষাদিনী মূর্ত্তি, কল্পনারাজ্যের সম্রাট্ কালিদাস পাঠকগণের নয়নের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া ছবির মত দেখাইলেন। মহাকবি কালিদাস এ যাবৎ অযোধ্যার কোন বিশেষ বর্ণন করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ এমনই ভাবে বর্ণিত হওয়া সঙ্গত, যাহাতে পাঠকগণ বুঝিতে না পারেন যে, কবির অভিপ্রায় এখন অমুক পদার্থের বর্ণন। কবির অভিপ্রায় কাব্যের সর্ব্বত্রই একান্ত নিগূঢ় থাকা উচিত। নতুবা কোন বিষয় বর্ণন করিবার পূর্ব্বেই কবি যদি মুখবন্ধ করিয়া বলেন যে, আমি এখন অমুক বিষয় বর্ণন করিব,—তবে তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হয়। তাই কবি এমন কৌশলে তাঁহার প্রতিপাদ্য বস্তুর বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকবৃন্দ কবির সে কৌশল হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেই, তদীয় বর্ণিত বিষয়ের মনোরমতায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই কবির উদ্দেশ্য অতি রহস্য রাখিতে হইবে। অন্যথা কাব্যের চমৎকারিতার সর্ব্বনাশ ঘটে। কালিদাস সর্ব্বদাই মনে রাখিতেন যে, তিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে বসিয়াছেন, সৌন্দর্য্য ধ্বংস তাঁহার প্রতিপাদ্য নহে। তাই যাহা কিছু সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী, সঙ্কীর্ণ কিংবা নীচ, তাহা উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায়, তিনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কালিদাস এই স্থলে কবি-সৃষ্টির আর একটি বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। অযোধ্যার সম্পদের দিনে,—যখন দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রাম প্রভৃতি রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যখন অযোধ্যা ইন্দ্রের অমরাবতী অপেক্ষাও সর্ব্বাংশে

তদর্হসীমাং বসতিং বিসৃজ্য মামভ্যুপৈতুং কুল-রাজধানীম্।
হিত্বা তনুং কারণমানুষীং তাং যথা গুরুস্তে পরমাত্মমূর্ত্তিম্ ॥ ২২ ॥
তথেতি তস্যাঃ প্রণয়ং প্রতীতঃ প্রত্যগ্রহীৎ প্রাগ্রহরো রঘূণাম্।
পূরপ্যভিব্যক্তমুখপ্রসাদা শরীরবন্ধেন তিরোবভূব ॥ ২৩ ॥
তদদ্ভুতং সংসদি রাত্রিবৃত্তং প্রাতর্দ্বিজেভ্যো নৃপতিঃ শশংস।
শ্রুত্বা ত এনং কুলরাজধান্যাঃ সাক্ষাৎ পতিত্বে বৃতমভ্যনন্দন্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—তৎ ইমাং বসতিং বিসৃজ্য কুলরাজধানীম্ (অযোধ্যাং) মাম্ অভ্যুপৈতুম্ অর্হসি। (কথমিব?)—তে গুরুঃ (পিতা রামঃ) তাং (প্রসিদ্ধাং) কারণমানুষীং তনুং হিত্বা যথা পরমাত্মমূর্ত্তিম্ (অভ্যুপৈতি স্ম) ॥ ২২ ॥

রঘূণাং প্রাগ্রহরঃ তস্যাঃ প্রতীতঃ (সন্) তথা ইতি প্রত্যগ্রহীৎ। পূঃ অপি অভিব্যক্তমুখ-প্রসাদা (সতী) শরীর-বন্ধেন তিরোবভূব ২৩ ॥

নৃপতিঃ (কুশঃ) তৎ রাত্রিবৃত্তং প্রাতঃ সংসদি দ্বিজেভ্যঃ শশংস। তে (গাঃ) শ্রুত্বা এনং (কুশং) কুল-রাজধান্যাঃ সাক্ষাৎ পতিত্বে বৃতম্ অভ্যনন্দন্ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গার্থ—"তাই প্রার্থনা ;—নরনাথ! আপনার পিতা রামচন্দ্র যেমন তাঁহার নৈমিত্তিক নরদেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, স্বকীয় ঐশী তনু পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনিও তদ্রূপ, আপনার এই নৈমিত্তিক নিকেতন পরিহার করিয়া, ত্বদীয় কুলরাজধানীর অধিদেবতা—আমাকে অনুগ্রহ করুন। অযোধ্যায় ফিরিয়া চলুন" ॥ ২২ ॥

কুলরাজধানী অযোধ্যার বাক্যাবসানে রঘুকুলকেতু কুশ অত্যন্ত প্রীতি-সহকারে, তাঁহার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ-পালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। পুরদেবতাও অমনি আর দ্বিতীয় বাঙ নিষ্পত্তি না করিয়া প্রসন্নবদনে সেই আলোকময় শরীর-সহ তিরোহিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

নিশাবসানে, নরপতি কুশ সভামধ্যে ব্রাহ্মণদিগের নিকট রজনীর এই অদ্ভুত স্বপ্নের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। তচ্ছ্রবণে, সকলেই ভাবিলেন যে, কুলরাজধানী যথার্থই কুশকে পতি-রূপে বরণ করিয়াছেন, অন্যথা এরূপ স্বপ্ন কদাচ সম্ভাবিত হইতে পারে না। তাঁহারা সকলেই কুশের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

অধিকতর গৌরবশালিনী ছিল, তখন কিন্তু কবি অযোধ্যার কোন বিশেষ বর্ণন করেন নাই। কদাচিৎ একটি বিশেষণ দিয়া, কখনো বা প্রসঙ্গতঃ একটু ইঙ্গিত করিয়া, কবি অযোধ্যার অপার্থিব সম্পদের আভাস দিয়াছেন মাত্র। আর এখন সেই সোনার অযোধ্যা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, অমনি কবিও, তাঁহার অবাধ কল্পনা প্রভাবে, অযোধ্যার সেই লুপ্ত-সম্পদের পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক, জগতের সমক্ষে এক অতি নিরুপম চিত্র উত্তোলন করিয়া ধরিয়াছেন। সম্পদের দিনে সম্পদ্ যতদূর হৃদয়াকর্ষিণী; বিপদের দিনে, দুঃখের দিনে ঐ সম্পদের স্মারিতমূর্ত্তি তদপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শিনী। আবার যদি দুঃখের দিনের অবস্থার সহিত, সেই অতীত সুখের অবস্থার তুলনা করা যায়, তবে তাহা যে কতদূর মর্ম্মস্পর্শিনী ও হৃদয়োন্মাদিনী হয়, তাহা সহৃদয়গণের অনুভব-গম্য। ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। তাই মহাকবি অযোধ্যার বিষাদিনী পরমদুঃখিনী অধিদেবতাকে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, তাঁহারই মুখ দিয়া, তাঁহার সেই অতীত সুখের অবস্থা এবং বর্ত্তমান দুঃখের অবস্থা—উভয়ই কীর্ত্তিত করাইতেছেন। রাজমহিষী যেন অনাথা ভিখারিণী হইয়া পূর্ব্বাবস্থা স্মরণে কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইতেছেন। আর করুণ কবি কালিদাস সেই রাজমহিষীর সহিত নিজে ত কাঁদিতেছেনই, সেই সঙ্গে আমাদিগকেও কাঁদাইতেছেন। কবি-সৃষ্টির এই চরম উৎকর্ষ দেখিতে দেখিতে পাঠক তন্ময় হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহার হৃদয় হইতে নশ্বর সম্পদের গর্ব্ব, বিত্তবের মাৎসর্য্য দূরীভূত হইতেছে। সে হৃদয়ে রজঃ এবং তমোগুণের প্রভাব মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে এবং সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইতেছে। তখন পাঠক তাঁহার সেই সত্ত্ব-প্রধান চিত্তে ভঙ্গুর সম্পদের নশ্বরতা উপলব্ধি করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন—

—"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥"

কুশাবতীং শ্রোত্রিয়সাৎ স কৃত্বা যাত্রানুকূলেঽহনি সাবরোধঃ।
অনুদ্রুতো বায়ুরিবাভ্রবৃন্দৈঃ সৈন্যৈরযোধ্যাভিমুখঃ প্রতস্থে ॥ ২৫ ॥
সা কেতুমালোপবনা বৃহদ্ভির্বিহার-শৈলানুগতেব নাগৈঃ।
সেনা রথোদারগৃহা প্রয়াণে তস্যাভবজ্জঙ্গমরাজধানী ॥ ২৬ ॥
তেনাতপত্রামলমণ্ডলেন প্রস্থাপিতঃ পূর্ব্বনিবাসভূমিম্।
বভৌ বলৌঘঃ শশিনোদিতেন বেলামুদন্বানিব নীয়মানঃ ॥ ২৭ ॥
তস্য প্রযাতস্য বরূথিনীনাং পীড়ামপর্য্যাপ্তবতীব সোঢ়ুম্।
বসুন্ধরা বিষ্ণুপদং দ্বিতীয়মধ্যারুরোহেব রজশ্ছলেন ॥ ২৮ ॥
উদ্যচ্ছমানা গমনায় পশ্চাৎ পুরো নিবেশে পথি চ ব্রজন্তী।
সা যত্র সেনা দদৃশে নৃপস্য তত্রৈব সামগ্র্যমতিং চকার ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—সঃ (কুশঃ) কুশাবতীং শ্রোত্রিয়সাৎ কৃত্বা যাত্রানুকূলে অহনি সাবরোধঃ (সন্) বায়ুঃ অভ্রবৃন্দৈঃ ইব সৈন্যৈঃ অনুদ্রুতঃ (সন্) অযোধ্যাভিমুখঃ প্রতস্থে ॥ ২৫ ॥

কেতুমালোপবনা বৃহদ্ভিঃ নাগৈঃ বিহারশৈলৈঃ অনুগতা ইব (স্থিতা) রথোদার-গৃহা সা সেনা তস্য (কুশস্য) প্রয়াণে জঙ্গমরাজধানী অভবৎ ॥ ২৬ ॥

আতপত্রামলমণ্ডলেন তেন (কুশেন) পূর্ব্বনিবাসভূমিং প্রস্থাপিতঃ বলৌঘঃ (আতপত্রামলমণ্ডলেন) উদিতেন শশিনা বেলাং নীয়মানঃ উদন্বান্ ইব বভৌ ॥ ২৭ ॥

প্রযাতস্য তস্য (কুশস্য) বরূথিনীনাং পীড়াং সোঢ়ুম্ অপর্য্যাপ্তবতী ইব বসুন্ধরা রজশ্ছলেন দ্বিতীয়ং বিষ্ণুপদম্ অধ্যারুরোহ ইব ॥ ২৮ ॥

পশ্চাৎ গমনায় (তথা) পুরঃ নিবেশে (নিবেষ্টুং) উদ্যচ্ছমানা (উদ্যোগং কুর্ব্বতী) পথি চ ব্রজন্তী নৃপস্য সা সেনা যত্র (পশ্চাৎ পুরো মধ্যে বা) দদৃশে. তত্র এব সামগ্র্যমতিং চকার ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর নৃপতি কুশ শুভদিনে পরিজন-বর্গের সহিত অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে, বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে কুশাবতীনগরী দান করিয়া গেলেন। মেঘমালা যেমন বায়ুর অনুগমন করে, তদ্রূপ, সেনাগণ তাঁহার অনুসরণ করিল ॥ ২৫ ॥

মহারাজ কুশ বিপুল সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে যখন অযোধ্যাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন, তখন মনে হইল—একটা বিশাল রাজধানীই যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। পতাকাশ্রেণী যেন সেই সঞ্চারিণী রাজধানীর উপবন এবং মাতঙ্গরাজ যেন তাহার ক্রীড়াশৈল, আর রথসমূহ যেন সুসজ্জিত প্রাসাদাবলী ॥ ২৬ ॥

সমুদিত শশাঙ্ক যেমন জ্যোৎস্না-চঞ্চল জলধিকে বেলা-সমীপে আনয়ন করেন, তদ্রূপ অমল ধবল বিশাল রাজচ্ছত্র-পরিশোভিত মহারাজ কুশ সেই বিপুল জন-তরঙ্গবহুল বাহিনীকে পূর্ব্ববাসভূমি অযোধ্যার দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। চন্দ্রের ন্যায় তাঁহারও অপূর্ব্ব শোভা জন্মিল ॥ ২৭ ॥

তাঁহার সেই অযোধ্যাযাত্রায়, তদীয় সৈন্যসামন্তের গতি-বিক্রম ধরিত্রী যেন সহিতে না পারিয়াই, সমুত্থিত ধূলিরাশি-চ্ছলে দ্বিতীয় বিষ্ণুপদে (আকাশে) আরোহণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

কুশের সেনাসমূহের কিয়দংশ অগ্রে যাত্রা করিয়া অনেক দূরে শিবিরসন্নিবেশের চেষ্টা করিতেছে, কতক বা পথে চলিতেছে, কতক আবার কুশাবতী হইতে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে,—এই প্রকারে—দীর্ঘস্থানব্যাপী তদীয় সৈন্যের যে অংশে দৃষ্টি করা যায়, মনে হয়, সেই অংশই যেন একটা সম্পূর্ণ বিরাট্ বাহিনী ॥ ২৯ ॥

তস্য দ্বিপানাং মদবারিসেকাৎ খুরাভিঘাতাচ্চ তুরঙ্গমাণাম্।
রেণুঃ প্রপেদে পথি পঙ্কভাবং পঙ্কোঽপি রেণুত্বমিয়ায় নেতুঃ ॥ ৩০ ॥
মার্গৈষিণী সা কটকান্তরেষু বৈন্ধ্যেষু সেনা বহুধা বিভিন্না।
চকার রেবেব মহাবিরাবা বদ্ধ-প্রতিশ্রুন্তি গুহামুখানি ॥ ৩১ ॥
স ধাতুভেদারুণ-যান-নেমিঃ প্রভুঃ প্রয়াণধ্বনিমিশ্রতূর্য্যঃ।
ব্যলঙ্ঘয়দ্ বিন্ধ্যমুপায়নানি পশ্যন্ পুলিন্দৈরুপপাদিতানি ॥ ৩২ ॥
তীর্থে তদীয়ে গজ-সেতুবন্ধাৎ প্রতীপগামুত্তরতোঽস্য গঙ্গাম্।
অযত্নবালব্যজনীবভূবুর্হংসা নভোলঙ্ঘনলোল-পক্ষাঃ ॥ ৩৩ ॥
স পূর্ব্বজানাং কপিলেন রোষাৎ ভস্মাবশেষীকৃতবিগ্রহাণাম্।
সুরালয়প্রাপ্তি-নিমিত্তমম্ভস্ত্রৈস্রোতসং নৌলুলিতং ববন্দে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—নেতুঃ তস্য দ্বিপানাং মদবারিসেকাৎ তুরঙ্গমাণাং খুরাভিঘাতাৎ চ পথি (যথাসঙ্খ্যং) রেণুঃ পঙ্কভাবং প্রপেদে, পঙ্কঃ অপি রেণুত্বং ইয়ায় ॥ ৩০ ॥

বৈন্ধ্যেষু কটকান্তরেষু মার্গৈষিণী বহুধা বিভিন্না মহাবিরাবা সা সেনা রেবা ইব গুহামুখানি বদ্ধপ্রতিশ্রুন্তি চকার ॥ ৩১ ॥

ধাতুভেদারুণযাননেমিঃ প্রয়াণধ্বনিমিশ্রতূর্য্যঃ সঃ প্রভুঃ পুলিন্দৈঃ উপপাদিতানি উপায়নানি পশ্যন্ বিন্ধ্যং ব্যলঙ্ঘয়ৎ ॥ ৩২ ॥

তদীয়ে (বৈন্ধ্যে) তীর্থে (অবতারে) গজ-সেতুবন্ধাৎ (হেতোঃ) প্রতীপগাং (পশ্চিমবাহিনীং) গঙ্গাম্ উত্তরতঃ অস্য (কুশস্য) নভোলঙ্ঘনলোলপক্ষাঃ হংসাঃ অযত্নবালব্যজনীবভূবুঃ ॥ ৩৩ ॥

সঃ (কুশঃ) কপিলেন রোষাৎ ভস্মাবশেষীকৃতবিগ্রহাণাং পূর্ব্বজানাং সুরালয়প্রাপ্তিনিমিত্তং নৌলুলিতং ত্রৈস্রোতসম্ অম্ভঃ ববন্দে ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গার্থ।—নরনাথ কুশের মদস্রাবী মাতঙ্গগণের মদবারিবর্ষণে পথিমধ্যে রেণুসমূহ যেমন কর্দ্দমবৎ হইল, তেমন তদীয় তুরঙ্গসমূহের খুরাঘাতে কর্দ্দমরাশিও একেবারে রেণুবৎ হইয়া পড়িল ॥ ৩০ ॥

বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিতম্বদেশে—পথ অন্বেষণ করিতে করিতে তদীয় সৈন্য নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িল ও তুমুল কলকলধ্বনিদ্বারা, নর্ম্মদার ন্যায়, গুহামুখ-সমূহ প্রতিধ্বনি-মুখর করিয়া তুলিল ॥ ৩১ ॥

মহারাজ কুশের রথচক্রাবলী বিন্ধ্যবিগলিত গৈরিক-ধাতুস্রাবে অরুণ হইল এবং তদীয় অনুগামী তুরঙ্গনিকরের হ্রেষাধ্বনির সহিত সৈন্যসমভিব্যাহারী তূর্য্যধ্বনি মিশ্রিত হইল। কিরাতগণ নানা-প্রকার উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইল এবং তিনিও সেই সমস্ত দর্শন করিতে করিতে বিন্ধ্য-গিরি অতিক্রম করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিন্ধ্যগিরির অবতরণপ্রদেশে অর্থাৎ গিরিপাদ-বাহিনী ভাগীরথীতে গজ-শ্রেণীর দ্বারা সেতুবন্ধনপূর্ব্বক কুশ যখন গঙ্গা পার হইলেন, তখন সেই সেতুগাত্রে প্রহত হইয়া গঙ্গা পশ্চিমবাহিনী হইলেন এবং আকাশগামী চঞ্চল-পক্ষ হংসমালা যেন সেই রাজধানীগামী নৃপতির অযত্ন লব্ধ চামরব্যজনের কার্য্য করিল ॥ ৩৩ ॥

তখন কুশ সেই পবিত্র-নীরা তরণী-চঞ্চলা ভাগীরথীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। রোষ না—রোষ-চণ্ড মহর্ষি কপিল কর্ত্তৃক ভস্মীকৃত, কুশের পূর্ব্বপুরুষগণ এই ত্রিপথগারই বারিবিন্দু-স্পর্শে মুক্তিলাভ-পূর্ব্বক স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

ইত্যধ্বনঃ কৈশ্চিদহোভিরন্তে কূলং সমাসাদ্য কুশঃ সরয্বাঃ।
বেদি-প্রতিষ্ঠান্ বিততাধ্বরাণাং যূপানপশ্যচ্ছতশো রঘূণাম্ ॥ ৩৫ ॥
আধূয় শাখাঃ কুসুমদ্রুমাণাং স্পৃষ্ট্বা চ শীতান্ সরযূতরঙ্গান্।
তং ক্লান্ত-সৈন্যং কুলরাজ-ধান্যাঃ প্রত্যুজ্জগামোপবনান্তবায়ুঃ ॥ ৩৬ ॥
অথোপশল্যে রিপুমগ্নশল্যস্তস্যাঃ পুরঃ পৌরসখঃ স রাজা।
কুলধ্বজস্তানি চলধ্বজানি নিবেশয়ামাস বলী বলানি ॥ ৩৭ ॥
তাং শিল্পিসঙ্ঘাঃ প্রভুণা নিযুক্তাস্তথাগতাং সম্ভৃত-সাধনত্বাৎ।
পুরং নবীচক্রুরপাং বিসর্গাৎ মেঘা নিদাঘগ্লপিতামিবোর্ব্বীম্ ॥ ৩৮ ॥
ততঃ সপর্য্যাং সপশূপহারাং পুরঃ পরার্দ্ধ্যপ্রতিমাগৃহায়াঃ।
উপোষিতৈর্বাস্তুবিধানবিদ্ভির্নির্ব্বর্ত্তয়ামাস রঘুপ্রবীরঃ ॥ ৩৯
তস্যাঃ স রাজোপপদং নিশান্তং কামীব কান্তা-হৃদয়ং প্রবিশ্য।
যথার্হমন্যৈরনুজীবিলোকং সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।—ইতি কৈশ্চিৎ অহোভিঃ অধ্বনঃ অন্তে কুশঃ সরয্বাঃ কূলং সমাসাদ্য বিততাধ্বরাণাং রঘূণাং বেদিপ্রতিষ্ঠান্ শতশঃ যূপান্ অপশ্যৎ ॥ ৩৫ ॥

কুল-রাজধান্যাঃ উপবনান্তবায়ুঃ কুসুমদ্রুমাণাং শাখাঃ আধূয় শীতান্ সরযূ-তরঙ্গান্ স্পৃষ্ট্বা চ ক্লান্তসৈন্যং তং (কুশং) প্রত্যুজ্জগাম (ইব) ॥ ৩৬ ॥

অথ রিপুমগ্নশল্যঃ পৌরসখঃ কুলধ্বজঃ বলী সঃ রাজা তানি চল-ধ্বজানি বলানি তস্যাঃ পুরঃ উপশল্যে নিবেশয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

প্রভুণা নিযুক্তাঃ শিল্পি-সঙ্ঘাঃ সম্ভৃত-সাধনত্বাৎ তথাগতাং তাং (শূন্যাং) পুরং মেঘাঃ অপাং বিসর্গাৎ নিদাঘ-গ্লপিতাম্ উর্ব্বীম্ ইব নবীচক্রুঃ ॥ ৩৮ ॥

ততঃ রঘু-প্রবীরঃ পরার্দ্ধ্য-গৃহায়াঃ পুরঃ উপোষিতৈঃ বাস্তুবিধান-বিদ্ভিঃ সপশূপহারাং সপর্য্যাং নির্বর্ত্তয়ামাস ॥ ৩৯ ॥

সঃ কুশঃ তস্যাঃ (পুরঃ) রাজোপপদং নিশান্তং (রাজভবনং) কামী কান্তা-হৃদয়ম্ ইব প্রবিশ্য, অন্যৈঃ (নিশান্তৈঃ) অনুজীবিলোকং যথা-প্রধানং যথার্হং সম্ভাবয়ামাস ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থ।—এই ভাবে কয়েক দিন চলিতে চলিতে ক্রমে পথের শেষ হইয়া আসিল, কুশ অযোধ্যার প্রান্তবাহিনী সরযূর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন—যজ্ঞানুষ্ঠানকারী রঘুবংশীয়গণের বেদিপ্রতিষ্ঠিত শত শত যূপকাষ্ঠে সরযূতীর একেবারে খচিত রহিয়াছে ॥ ৩৫ ॥

অদূরে কুলরাজধানী অযোধ্যা-পুরী। তাহার উপবন সমূহের সুখ-স্পর্শ সমীরণ আসিয়া পথশ্রমক্লান্ত-সৈন্য মহারাজ কুশকে সংবর্দ্ধনা করিয়া লইল; কুসুমাকীর্ণ তরুলতার সংস্পর্শে এবং সুশীতল-জলা সরযূর তরঙ্গ-সম্পর্কে সে সমীরণ একান্ত সুখসেব্য ॥ ৩৬ ॥

নরপতি কুশ মহাপ্রতাপসম্পন্ন। শত্রুকুল তাঁহার শরাঘাতে উৎসন্নপ্রায়, সৌরকুলের তিনি অবতংসস্বরূপ এবং পুরবাসিগণের তিনি একান্ত অনুরাগের পাত্র। অনেক দিন পরে স্বীয় রাজধানীতে ফিরিয়া কুশ চঞ্চল-পতাকা-শোভিত স্বকীয় বিপুল বাহিনী অযোধ্যার প্রান্তপ্রদেশে সন্নিবিষ্ট করিলেন ॥ ৩৭ ॥

কালক্ষয় না করিয়া, কারু-কার্য্য-কুশল শিল্পিসমূহ নিযুক্ত করিলেন এবং তাহারাও অতি অল্পকাল মধ্যে, নানাবিধ উপকরণ দ্বারা সেই জনহীন অযোধ্যাকে একেবারে নূতন করিয়া তুলিল। যেন গ্রীষ্মের প্রখরতাপদগ্ধ ধরিত্রীকে জলদাবলী অজস্রবর্ষণে স্নিগ্ধ ও নবীন করিয়া ফেলিল ॥ ৩৮ ॥

তার পর মহারাজ কুশ, উপবাসী, বাস্তু-যজ্ঞাদি-নিপুণ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ দেবমূর্ত্তিপূর্ণ দেবালয়যুক্ত অযোধ্যার যথাশাস্ত্র অর্চ্চনা করিলেন। বৈধ পশু-উপহার প্রদত্ত হইল ॥৩৯॥

এইভাবে উপেক্ষিত অযোধ্যার যথাবিধি পূজা করিয়া কুশ, কামী ব্যক্তি যেমন কান্তার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অযোধ্যার রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং পদানুসারে যথাযোগ্য সম্মান-প্রদর্শন-পূর্ব্বক, অমাত্য ও অনুজীবিদিগকেও পৃথক্ পৃথক্ প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৪০ ॥

সা মন্দুরাসংশ্রয়িভিস্তুরঙ্গৈঃ শালাবিধিস্তম্ভ-গতৈশ্চ নাগৈঃ।
পুরাবভাসে বিপণিস্থপণ্যা সর্ব্বাঙ্গ-নদ্ধাভরণেব নারী ॥ ৪১ ॥

বসন্ স তস্যাং বসতৌ রঘূণাং পুরাণশোভামধিরোপিতায়াম্।
ন মৈথিলেয়ঃ স্পৃহয়াম্বভূব ভর্ত্রে দিবো নাপ্যলকেশ্বরায় ॥ ৪২ ॥

অথাস্য রত্নগ্রথিতোত্তরীয়মেকান্তপাণ্ডুস্তন-লম্বি-হারম্।
নিশ্বাসহার্য্যাংশুকমাজগাম ঘর্ম্মঃ প্রিয়াবেশমিবোপদেষ্টুম্ ॥ ৪৩ ॥

অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ সমীপং দিগুত্তরা ভাস্বতি সন্নিবৃত্তে।
আনন্দ-শীতামিব বাষ্পবৃষ্টিং হিমস্রুতিং হৈমবতীং সসর্জ্জ ॥ ৪৪ ॥

প্রবৃদ্ধ-তাপো দিবসোঽতিমাত্রমত্যর্থমেব ক্ষণদা চ তন্বী।
উভৌ বিরোধ-ক্রিয়য়া বিভিন্নৌ জায়াপতী সানুশয়াবিবাস্তাম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়।—বিপণিস্থ-পণ্যা সা পূঃ (অযোধ্যা) মন্দুরাসংশ্রয়িভিঃ তুরঙ্গৈঃ শালাবিধি-স্তম্ভ-গতৈঃ নাগৈঃ চ সর্ব্বাঙ্গনদ্ধাভরণা নারী ইব আবভাসে ॥ ৪১ ॥

সঃ মৈথিলেয়ঃ পুরাণশোভাম্ অধিরোপিতায়াং রঘূণাং বসতৌ (অযোধ্যায়াং) বসন্ দিবঃ ভর্ত্রে ন, (তথা) অলকেশ্বরায় ন স্পৃহয়াম্বভূব ॥ ৪২ ॥

অথ অস্য (কুশস্য) রত্ন-গ্রথিতোত্তরীয়ম্ একান্তপাণ্ডু-স্তন-লম্বি-হারং নিশ্বাস-হার্য্যাংশুকং প্রিয়াবেশম্ উপদেষ্টুম্ ইব ঘর্ম্মঃ (গ্রীষ্মঃ) আজগাম ॥ ৪৩ ॥

অগস্ত্যচিহ্নাৎ অয়নাৎ (দক্ষিণায়নাৎ) ভাস্বতি সমীপং সন্নিবৃত্তে (সতি) উত্তরা দিক্ আনন্দ-শীতাং বাষ্পবৃষ্টিম্ ইব হৈমবতীং হিমস্রুতিং সসর্জ্জ ॥ ৪৪ ॥

অতিমাত্রং প্রবৃদ্ধ-তাপঃ দিবসঃ অত্যর্থম্ এব তন্বী ক্ষণদা চ—উভৌ বিরোধক্রিয়য়া বিভিন্নৌ সানুশয়ৌ জায়াপতী ইব আস্তাম্ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ।—দেখিতে দেখিতে, অযোধ্যা আবার হাসিয়া উঠিল। তাহার অশ্বশালায় অশ্বরাজি এবং গজশালায় নিয়ম-সন্নিবিষ্ট স্তম্ভসমূহে শৃঙ্খলিত গজরাজি শোভা পাইল। বিপণি-মালা নানাবিধ পণ্য-সম্ভারে সুসজ্জিত হইল। অযোধ্যানগরী সর্ব্বাঙ্গভূষিতা রমণীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

এই প্রকারে আপনার পূর্ব্ব-শোভায় শোভাময়ী, রঘুরাজ-গণের কুলরাজধানী অযোধ্যায় এতই সুখে মহারাজ কুশ বাস করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার আর স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বে বা অলকাপতি কুবেরের কুবেরত্বেও স্পৃহা রহিল না ॥ ৪২ ॥

দেখিতে দেখিতে প্রখরতাপ গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল যেন, আনন্দমগ্ন তরুণ নৃপতি কুশের প্রিয়তমার নিদাঘকালোচিত বেশাদি উপদেশ করিবার জন্যই এই গ্রীষ্মের আগমন। কেন না, গ্রীষ্ম-সমাগমে কামিনী-গণের উত্তরীয়-বসনে নানাবিধ রত্ন খচিত ও পাণ্ডুবর্ণ পীনস্তন-সমূহে হারগুচ্ছ বিলম্বিত এবং অতীব সূক্ষ্ম বসনে দেহ রমণীয়তম হইল ॥ ৪৩ ॥

ঐ সময়ে দিনপতি সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন হইতে উত্তর দিকে প্রস্থিত হইলে—চিরতুষারাচ্ছন্ন হিমালয় হইতে হিমনিষ্যন্দ বর্ষিত হইল, তাহাতে মনে হইল যেন, দীর্ঘকাল পরে প্রিয়তমের সন্দর্শন পাইয়া উত্তর দিক্, আনন্দাতিশয়ে বাষ্পবর্ষণ করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

পরিণত গ্রীষ্মে দিনের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, রাত্রিও নিতান্ত তন্বী অর্থাৎ ক্ষীণ হইয়া আসিল। যেন পরস্পরের বিরুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা অভিমান-ভরে পৃথক্‌ভূত স্বামী ও স্ত্রী আর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া অনুতাপে কষ্ট পাইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

দিনে দিনে শৈবলবন্ত্যধস্তাৎ সোপান-পর্ব্বাণি বিমুঞ্চদম্ভঃ।
উদ্দণ্ডপদ্মং গৃহদীর্ঘিকাণাং নারীনিতম্ব-দ্বয়সং বভূব ॥ ৪৬ ॥

বনেষু সায়ন্তনমল্লিকানাং বিজৃম্ভণোদগন্ধিষু কুট্‌মলেষু।
প্রত্যেকনিক্ষিপ্তপদঃ সশব্দং সংখ্যামিবৈষাং ভ্রমরশ্চকার ॥ ৪৭ ॥

স্বেদাম্বুবিদ্ধার্দ্র-নখক্ষতাঙ্কে ভূয়িষ্ঠ-সন্দষ্ট-শিখং কপোলে।
চ্যুতং ন কর্ণাদপি কামিনীনাং শিরীষপুষ্পং সহসা পপাত ॥ ৪৮ ॥

যন্ত্রপ্রবাহৈঃ শিশিরৈঃ পরীতান্ রসেন ধৌতান্ মলয়োদ্ভবস্য।
শিলাবিশেষানধিশয্য নিন্যুর্ধারাগৃহেষ্বাতপমৃদ্ধিমন্তঃ ॥ ৪৯ ॥

স্নানার্দ্রমুক্তেষ্বনুধূপবাসং বিন্যস্ত-সায়ন্তন-মল্লিকেষু।
কামো বসন্তাত্যয়মন্দবীর্য্যঃ কেশেষু লেভে বলমঙ্গনানাম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়।—দিনে দিনে শৈবলবন্তি অধস্তাৎ সোপান-পর্ব্বাণি বিমুঞ্চৎ (অতএব) উদ্দণ্ডপদ্মং গৃহদীর্ঘিকাণাম্ অম্ভঃ নারী-নিতম্বদ্বয়সং বভূব ॥ ৪৬ ॥

বনেষু বিজৃম্ভণোদ্‌গন্ধিষু সায়ন্তন-মল্লিকানাং কুট্মলেষু সশব্দং (যথা তথা) প্রত্যেক-নিক্ষিপ্তপদং ভ্রমরঃ এষাং (কুড্মলানাং) সংখ্যাং চকার ইব ॥ ৪৭ ॥

স্বেদাম্বুবিদ্ধার্দ্রনখক্ষতাঙ্কে কামিনীনাং কপোলে ভূয়িষ্ঠ-সন্দষ্ট-শিখম্ (অতএব) কর্ণাৎ চ্যুতম্ অপি শিরীষপুষ্পং সহসা ন পপাত ॥ ৪৮ ॥

ঋদ্ধিমন্তঃ ধারাগৃহেষু শিশিরৈঃ যন্ত্রপ্রবাহৈঃ পরীতান্ মলয়োদ্ভবস্য রসেন ধৌতান্ শিলাবিশেষান্ অধিশয্য আতপং নিন্যুঃ ॥ ৪৯ ॥

বসন্তাত্যয়মন্দবীর্য্যঃ কামঃ স্নানার্দ্রমুক্তেষু অনুধূপ-বাসং বিন্যস্ত-সায়ন্তনমল্লিকেষু অঙ্গনানাং কেশেষু বলং লেভে ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ।—গৃহদীর্ঘিকাসমূহের জলরাশি, দিন দিন নিম্নস্থিত সোপান ছাড়িয়া নামিয়া গেল এবং তদুপরি শৈবাল-দল জাগিয়া উঠিল। পদ্মদলের মৃণালগুলি ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিল। জল ক্রমে রমণীগণের নিতম্ব-প্রমাণ হইল ॥ ৪৬ ॥

বনে সান্ধ্যমল্লিকাসমূহের কোরকগুলি ফুটিয়া উঠিয়া সৌরভ-প্রাচুর্য্যে চারিদিক্ ভরিয়া ফেলিল। প্রতি কোরকেই গুন্-গুন্ রবে ভ্রমর গমনাগমন করিতে লাগিল, মনে হইল, তাহারা যেন, কোরকনিচয়ের গণনায় রত হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

শিরীষ-কুসুমের অবতংস কামিনীগণের কর্ণ হইতে বিচ্যুত হইয়াও সহসা পতিত হইল না। কেন না,—তাঁহাদের কপোলদেশ ঘর্ম্মজলে সংসিক্ত এবং সরস নখক্ষতচিহ্নে লাঞ্ছিত হওয়াতে, সেই ক্ষতস্থানেই শিরীষের শিখা অতিমাত্র সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিল ॥ ৪৮ ॥

ধনবান্ পুরুষগণ ধারা-গৃহ-সমূহের মধ্যে যন্ত্র-সঞ্চালিত সুশীতল জলরাশিতে পরিপূর্ণ ও চন্দনবারিতে বিধৌত চন্দ্র-কান্ত শিলাতলে শয়নপূর্ব্বক গ্রীষ্মের তাপ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

মদনের সখা ঋতুরাজ বসন্তের অবসানে মদন বড়ই বলহীন হইয়া পড়িয়াছিল, কেন না,—তাহার ভুবনজয়ের প্রধান প্রধান অস্ত্রশস্ত্র কোকিল, মলয়সমীর, চূতমঞ্জরী প্রভৃতি সমস্তই বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছিল। এক্ষণে, নিদাঘ-তাপার্ত্ত সুন্দরীগণ স্নানার্দ্র কেশপাশ মুক্ত ও ধূপ-বাসিত করিয়া যখন তাহাতে—সন্ধ্যাকাল-প্রফুল্ল-মল্লিকা-কুসুম খচিত করিলেন, তখন সেই কেশ-কলাপ দর্শনে কামের নূতন শক্তি আবির্ভূত হইল ॥ ৫০ ॥

আপিঞ্জরা বদ্ধ-রজঃকণত্বাৎ মঞ্জর্য্যুদারা শুশুভেহর্জ্জুনস্য।
দগ্ধাপি দেহং গিরিশেন রোষাৎ খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোভবস্য ॥ ৫১
মনোজ্ঞ-গন্ধং সহকারভঙ্গং পুরাণশীধুং নবপাটলং চ।
সংবধ্নতা কামিজনেষু দোষাঃ সর্ব্বে নিদাঘাবধিনা প্রমৃষ্টাঃ ॥ ৫২॥
জনস্য তস্মিন্ সময়ে বিগাঢ়ে বভূবতুর্দ্বৌ সবিশেষকান্তৌ।
তাপাপনোদক্ষমপাদসেবৌ স চোদয়স্থৌ নৃপতিঃ শশী চ ॥ ৫৩॥
অথোর্ম্মিলোলোন্মদরাজহংসে রোধোলতাপুষ্পবহে সরয্বাঃ।
বিহর্ত্তুমিচ্ছা বনিতা-সখস্য তস্যাম্ভসি গ্রীষ্মসুখে বভূব ॥ ৫৪ ॥
স তীরভূমৌ বিহিতোপকার্য্যামানায়িভিস্তামপকৃষ্টনক্রাম্।
বিগাহিতুং শ্রীমহিমানুরূপং প্রচক্রমে চক্রধর-প্রভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়।—বদ্ধ-রজঃকণত্বাৎ আপিঞ্জরা উদারা অর্জ্জুনস্য মঞ্জরী, দেহং দগ্ধাঅপি রোষাৎ গিরিশেন খণ্ডীকৃতা মনোভবস্য জ্যা ইব, শুশুভে ॥ ৫১ ॥

মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং, (মনোজ্ঞগন্ধং) পুরাণশীধুং, (মনোজ্ঞগন্ধং) নবপাটলং চ সংবধ্নতা (সংঘটয়তা) নিদাঘাবধিনা কামিজনেষু (বিষয়ে) সর্ব্বে দোষাঃ (তাপাদয়ঃ) [illegible]াঃ ॥ ৫২ ॥

তস্মিন্ সময়ে (গ্রীষ্মে) বিগাঢ়ে (কঠোরীভূতে সতি) [illegible] দ্বৌ সবিশেষকান্তৌ বভূবতুঃ। (কৌ দ্বৌ?)—তাপাপনোদ-ক্ষম-পাদ-সেবৌ উদয়স্থৌ সঃ নৃপতিঃ চ শশী চ ॥ ৫৩॥

অথ উর্ম্মিলোলোন্মদ-রাজ-হংসে রোধোলতাপুষ্পবহে গ্রীষ্মসুখে সরয্বাঃ অম্ভসি তস্য (কুশস্য) বনিতা-সখস্য (সতঃ) বিহর্ত্তুম্ ইচ্ছা বভূব ॥ ৫৪ ॥

চক্রধরপ্রভাবঃ সঃ (কুশঃ) তীরভূমৌ বিহিতোপকার্য্যাম্ আনায়িভিঃ (জালিকৈঃ) অপকৃষ্ট-নক্রাং তাং (সরযূং) শ্রী-মহিমানুরূপং (যথা তথা) বিগাহিতুং প্রচক্রমে ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গার্থ।—অর্জ্জুন-বৃক্ষের মঞ্জরীসমূহ পরাগ-চূর্ণের সম্পর্কে পিঞ্জরবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল, তদ্দর্শনে মনে হইল, ত্রিলোচন তৃতীয় নয়নের অনলে কন্দর্পের দেহ ভস্মীভূত করিয়াও রোষ বশতঃ তাহার যে ধনুর্গুণ খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছিলেন, তাহাই যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ৫১ ॥

কামী ব্যক্তিরা গ্রীষ্মের অসহ্য তাপ প্রভৃতি যে সমুদয় কষ্ট অনুভব করিতেছিল, গ্রীষ্মকাল স্বয়ং আম্র-বৃক্ষের পল্লব-ভঙ্গ, ইক্ষুরসের পুরাণ আসব ও নূতন পাটলপুষ্প প্রভৃতি হৃদয়হারী গন্ধপূর্ণ পদার্থের সমাবেশপূর্ব্বক, সেই সমুদয় কষ্টের নিবারণ করিল ॥ ৫২ ॥

এইভাবে গ্রীষ্ম যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, তখন অভ্যুদয়শালী নৃপতি ও সুধাকর—এই দুইটিই লোকের অতিশয় প্রীতিকর হইয়া উঠিল। কেন না,—নৃপতি-পাদ-সেবায় অনেক দুঃখ-কষ্টের লাঘব হয় এবং সুধাকরের পাদ—অর্থাৎ কিরণমালার সেবায় শারীরিক তাপের তিরোধান ঘটে ॥ ৫৩ ॥

এইরূপ প্রবল গ্রীষ্মে প্রসন্ন-সলিলা সরযূ বড়ই উপভোগ-ক্ষম। এই সময়ে মদোন্মত্ত রাজহংসমালা সরযূতরঙ্গের তালে-তালে নৃত্য করিতে করিতে উহাতে ভাসিয়া বেড়ায় ও উহার তীর-বনের লতামণ্ডলী কুসুমভারে আনত হইয়া কতই না শোভা পায়! মহারাজ কুশ বনিতাগণ-বেষ্টিত হইয়া এই সরযূর বক্ষে বিহার করিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ৫৪ ॥

তৎক্ষণাৎ সরযূর তীরভূমিতে সুরম্য পটমণ্ডপাদি নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইল, সুদক্ষ জালিকগণের দ্বারা সরযূ-গর্ভ হইতে হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু-সমূহ দূর করিয়া দেওয়া হইল। পরে বিষ্ণুর ন্যায় অখণ্ড-প্রভাব কুশ স্বকীয় সম্পদ্ ও মহিমার অনুরূপ সমারোহের সহিত জলবিহারের উপক্রম করিলেন ॥৫৫॥

তাৎপর্য্য।—নিরন্তর রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনায় ও অযোধ্যার সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিসাধনে কুশ সর্ব্বদা অবহিত রহিলেন। যদি কখনও কোনরূপ ক্লান্তি বা হৃদয়ে অবসাদ আসিত, তখন সঙ্গীতাদির চর্চ্চায়, মৃগয়ায়, কখনো বা সরযূর সৌন্দর্য্য-দর্শনে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন।—নৌকারোহণে জল-বিহারিণী যুবতীদিগের বিহার-ক্রীড়া দর্শন করিতে করিতে তাঁহার নিজেরও

সা তীরসোপান-পথাবতারাদন্যোন্যকেয়ূরবিঘট্টিনীভিঃ ।
সনূপুরক্ষোভ-পদাভিরাসীদুদ্বিগ্নহংসা সরিদঙ্গনাভিঃ ॥ ৫৬ ॥
পরস্পরাভ্যুক্ষণতৎপরাণাং তাসাং নৃপো মজ্জন-রাগদর্শী ।
নৌসংশ্রয়ঃ পার্শ্বগতাং কিরাতীমুপাত্তবালব্যজনং বভাষে ॥ ৫৭ ॥
পশ্যাবরোধৈঃ শতশো মদীয়ৈর্বিগাহ্যমানো গলিতাঙ্গরাগৈঃ ।
সন্ধ্যোদয়ঃ সাভ্র ইবৈষ বর্ণং পুষ্যত্যনেকং সরযূ-প্রবাহঃ ॥ ৫৮ ॥
বিলুপ্তমন্তঃপুরসুন্দরীণাং যদঞ্জনং নৌ-লুলিতাভিরদ্ভিঃ ।
তদ্বধ্নতীভির্মদরাগশোভাং বিলোচনেষু প্রতিমুক্তমাসাম্ ॥ ৫৯ ॥
এতা গুরুশ্রোণিপয়োধরত্বাদাত্মানমুদ্বোঢ়ুমশক্নুবত্যঃ ।
গাঢ়াঙ্গদৈর্বাহুভিরপ্সু বালাঃ ক্লেশোত্তরং রাগবশাৎ প্লবন্তে ॥ ৬০ ॥

অন্বয়।—সা সরিৎ (সরযূঃ) তীরসোপানপথাবতারাৎ অন্যোন্য-কেয়ূর-বিঘট্টিনীভিঃ সনূপুরক্ষোভ-পদাভিঃ অঙ্গনাভিঃ (হেতুভিঃ) উদ্বিগ্নহংসা আসীৎ ॥ ৫৬ ॥

নৌ-সংশ্রয়ঃ পরস্পরাভ্যুক্ষণতৎপরাণাং তাসাং (স্ত্রীণাং) মজ্জনরাগ-দর্শী নৃপঃ পার্শ্বগতাম্ উপাত্তবালব্যজনাং কিরাতীং বভাষে ॥ ৫৭ ॥

গলিতাঙ্গরাগৈঃ মদীয়ৈঃ শতশঃ অবরোধৈঃ বিগাহ্যমানঃ এষঃ সরযূ-প্রবাহঃ সাভ্রঃ সন্ধ্যোদয়ঃ ইব অনেকং বর্ণং পুষ্যতি, (অয়ি কিরাতি !) (ত্বং) পশ্য ॥ ৫৮ ॥

নৌ-লুলিতাভিঃ অদ্ভিঃ অন্তঃপুর-সুন্দরীণাং যৎ অঞ্জনং বিলুপ্তং, তৎ (অঞ্জনং) বিলোচনেষু মদ-রাগ-শোভাং বধ্নতীভিঃ (অদ্ভিঃ) আসাং প্রতিমুক্তম্ ॥ ৫৯ ॥

গুরুশ্রোণি-পয়োধরত্বাৎ আত্মানম্ উদ্বোঢ়ুম্ অশক্নুবত্যঃ এতাঃ বালাঃ গাঢ়াঙ্গদৈঃ বাহুভিঃ ক্লেশোত্তরং (যথা তথা) রাগবশাৎ প্লবন্তে ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ।—সরযূ-তীরের সোপান-পথে দলে দলে বিলাসিনীগণ অবতরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের কেয়ূরসংঘর্ষণের ও পদসঞ্চলিত নূপুর-সমূহের শব্দে জল-বিহারী হংসবৃন্দ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ॥ ৫৬ ॥

পুর-সুন্দরীগণ জলে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি নানা-বিলাসভঙ্গিতে জল-সেচন করিতে করিতে একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। তখন অযোধ্যাপতি কুশ নৌকারোহণে সেই ললনা-জল-বিহার দর্শন করিতে করিতে পার্শ্বচারিণী চামর-ধারিণী কিরাতবালাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

"দেখ দেখ, আমার শত শত শুদ্ধান্তবাসিনী কামিনীরা সরযুর জলে কি সুন্দর অবগাহন করিতেছে, তাহাদের অঙ্গরাগ বিগলিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায়, সরযূপ্রবাহ জলদজালমণ্ডিত সায়ংকালের ন্যায় নানা বর্ণ বিস্তার করিতেছে ॥ ৫৮ ॥

ঐ দেখ, নৌকাবিলোড়িত বারি সুন্দরীদিগের নিয়নের যে অঞ্জনশোভা লোপ করিয়াছিল, জলবিহার করিতে করিতে ইহাদের নয়নে যে মদ-রাগ-শোভা জন্মিয়াছে, তদ্দর্শনে মনে হইতেছে, বারিরাশিই যেন সেই লুপ্ত সৌন্দর্য্য পুনরর্পণ করিতেছে ॥ ৫৯ ॥

গুরু নিতম্ব ও পীন পয়োধরের ভারে, দেখ দেখ, যুবতিরা নিজেদের দেহ যেন আর বহন করিতে পারিতেছে না, তবুও জলক্রীড়ায় এতই মাতিয়া গিয়াছে যে, ঐ প্রকার দুর্বহ দেহ লইয়াও কেয়ূর-বিশিষ্ট স্থূল বাহু দ্বারা কত ক্লেশের সহিত সন্তরণ করিতেছে ॥ ৬০ ॥

...ণে জলকেলির বাসনা জাগিত। অমনি সেই বিলাসিনীগণের দলের মধ্যে নামিয়া পড়িতেন। তাহারাও তাঁহাকে পাইয়া, ...র রবে ভুজঙ্গিনীদের মত নৃত্য করিয়া উঠিত, সোনার পিচকারী দ্বারা জলবর্ষণ করিয়া রাজাকে ত্রিভুবন দেখাইয়া দিত। ...র্ণ, যখন নৌকার উপরে থাকিয়া কুশ বিলাসিনীদের জলক্রীড়া দেখিতে, এবং দেখিতে দেখিতে ত্র যে, তাহাদের ...ন-কুসুমোৎফুল্ল অঙ্গ-লতিকার নয়নমনোহারিণী সুষমার দর্শনে একেবারে আত্মহারা হইতেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া যাইতেন,

অমী শিরীষ-প্রসবাবতংসাঃ প্রভ্রংশিনো বারি-বিহারিণীনাম্ ।
পারিপ্লবাঃ স্রোতসি নিম্নগায়াঃ শৈবাল-লোলাংশ্ছলয়ন্তি মীনান্ ॥ ৬১ ॥
আসাং জলাস্ফালন-তৎপরাণাং মুক্তা-ফল-স্পর্দ্ধিষু শীকরেষু ।
পয়োধরোৎসর্পিষু শীর্য্যমাণঃ সংলক্ষ্যতে ন চ্ছিদুরোঽপি হারঃ ॥ ৬২ ॥
আবর্ত্তশোভা নত-নাভিকান্তের্ভঙ্গো ভ্রুবাং দ্বন্দ্বচরাঃ স্তনানাম্ ।
জাতানি রূপাবয়বোপমানান্যদূরবর্ত্তীনি বিলাসিনীনাম্ ॥ ৬৩ ॥
তীরস্থলীবর্হিভিরুৎকলাপৈঃ প্রস্নিগ্ধ-কেকৈরভিনন্দ্যমানম্ ।
শ্রোত্রেষু সংমূর্চ্ছতি রক্তমাসাং গীতানুগং বারিমৃদঙ্গবাদ্যম্ ॥ ৬৪ ॥
সন্দষ্টবস্ত্রেষ্ববলানিতম্বেষ্বিন্দুপ্রকাশান্তরিতোড়ুতুল্যাঃ ।
অমী জলাপূরিত-সূত্রমার্গা মৌনং ভজন্তে রশনাকলাপাঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়।—বারি-বিহারিণীনাম্ (আসাং বালানাং) প্রভ্রংশিনঃ নিম্নগায়াঃ স্রোতসি পারিপ্লবাঃ অমী শিরীষ-প্রসবাবতংসাঃ শৈবাল-লোলান্ মীনান্ ছলয়ন্তি ॥ ৬১ ॥

জলাস্ফালন-তৎপরাণাম্ আসাং (বালানাং) মুক্তাফল-স্পর্দ্ধিষু পয়োধরোৎসর্পিষু শীকরেষু (মধ্যে) শীর্য্যমাণঃ হারঃ ছিদুরঃ (স্বয়ং ছিন্নঃ) অপি ন সংলক্ষ্যতে ॥ ৬২ ॥

বিলাসিনীনাং রূপাবয়বোপমানানি অদূরবর্ত্তীনি জাতানি, (পশ্য)। (কস্য কিম্ উপমানম্ ?)—নত-নাভি-কান্তেঃ আবর্ত্ত-শোভা, ভ্রুবাং ভঙ্গঃ (তরঙ্গঃ), স্তনানাং দ্বন্দ্বচরাঃ ॥ ৬৩ ॥

উৎকলাপৈঃ প্রস্নিগ্ধ-কেকৈঃ তীরস্থলী-বর্হিভিঃ অভিনন্দ্য-মানং রক্তং (শ্রব্যং) গীতানুগং (গীতানুসারি) আসাং (স্ত্রীণাং সম্বন্ধি) বারিমৃদঙ্গবাদ্যং শ্রোত্রেষু সংমূর্চ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

সন্দষ্ট-বস্ত্রেষু অবলা-নিতম্বেষু (অধিকরণেষু) (ইন্দু-প্রকাশান্তরিতোড়ুতুল্যাঃ অমী জলাপূরিত-সূত্রমার্গাঃ (নিশ্চলাঃ) রশনাকলাপাঃ মৌনং ভজন্তে ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গার্থ।—জল-বিহারিণীগণের কর্ণের অবতংসীকৃত শিরীষ-কুসুম, দেখ দেখ, কর্ণচ্যুত হইয়া, কেমন সুন্দর জলে ভাসিতেছে! আবার ঐ তরঙ্গ-চঞ্চল শিরীষকে শৈবাল মনে করিয়া—শৈবাল-প্রিয় মৎস্যসকল কেমন প্রতারিত হইতেছে!॥ ৬১ ॥

সলিলে নিয়ত আস্ফালন হেতু, ঐ দেখ, কামিনীগণের মুক্তাহার তাহাদের মুক্তাস্বচ্ছ ও স্থূল পয়োধরে পতিত জল-ধারার মধ্যে আপনিই ছিন্ন হইতেছে এবং মুক্তাগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে, কিন্তু জলশীকরের সহিত মিশিয়া যাওয়ায় তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না॥ ৬২ ॥

বিলাসিনীগণের রূপ এবং অবয়ব—ইহাদের সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উপমান বস্তুগুলি আজ যেন, দেখ দেখ, উহাদের সন্নিহিত হইয়াছে, কেন না, ঐ দেখ, ঐ জলের আবর্ত্ত উহাদের নাভি-সৌন্দর্য্যের উপমান, আর ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি উহাদের ভ্রূভঙ্গিমার উপমান এবং ঐ চক্রবাক-মিথুন উহাদের পীন-স্তনশোভার উপমান॥ ৬৩ ॥

ক্রীড়ারত রমণীগণ কর-পল্লবের দ্বারা জলে আঘাত করায় কেমন মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় সুখ-শ্রব্য মধুর-ধ্বনি কর্ণকুহরে সুধাধ্বনি করিতেছে, আর সেই ধ্বনির সহিত তালে তালে উহারা কেমন সঙ্গীত করিতেছে। আবার ঐ দেখ, তীরবিহারী শিখণ্ডিসমূহ বর্হভার উন্নমিত করিয়া—মধুরতর কেকাধ্বনি দ্বারা ঐ অবলা-সঙ্গীতের অভিনন্দন করিতেছে॥ ৬৪ ॥

ঐ দেখ, জলের শীকর-সিক্ত হইয়া কামিনীবৃন্দের নিতম্বের বসন নিতম্বদেশে একেবারে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। জল লাগিয়া নিতম্ব-লম্বিনী রশনার মধ্যগত সূত্র স্থূল হওয়ায়, রশনাদাম আর মধুর রুণু রুণু ধ্বনি করিতেছে না এবং জ্যোৎস্না দ্বারা ঈষদাবৃত নক্ষত্রমালার ন্যায় কেমন শোভা পাইতেছে॥ ৬৫॥

তখন অযোধ্যাপতি কুশ, সীতাকুমার কুশ, রামের পুত্র কুশ পার্শ্ববর্ত্তিনী চামরধারিণী কিরাতবালাকে, জলকেলিরতা বিস্রস্ত-বসনা পীনোন্নত-পয়োধরা কামিনীদিগের অঙ্গ-শোভা, নিপুণ চিত্রকরের চক্ষে দেখিয়া দেখিয়া বুঝাইয়া দিতেন। সরলা কিরাতবালা, মুগ্ধ-নয়নে তরঙ্গিণী সরযূর বক্ষে নৃপতি-প্রদর্শিত সেই তরঙ্গচঞ্চল-রাজহংসীবৎ তরঙ্গিত-কলেবরা রমণীদিগের জলবিহার দর্শন করিত॥ ৬৩-৬৮ ॥

এতাঃ করোৎপীড়িত-বারিধারা দর্পাৎ সখীভির্বদনেষু সিক্তাঃ।
বক্রেতরাগ্রৈরলকৈস্তরুণ্যশ্চূর্ণারুণান্ বারি-লবান্ বমন্তি ॥ ৬৬ ॥
উদ্বদ্ধকেশশ্চ্যুতপত্রলেখো বিশ্লেষি-মুক্তাফল-পত্রবেষ্টঃ।
মনোজ্ঞ এব প্রমদামুখানামম্ভোবিহারাকুলিতোঽপি বেষঃ ॥ ৬৭ ॥
স নৌ-বিমানাদবতীর্য্য রেমে বিলোল-হারঃ সহ তাভিরপ্সু।
স্কন্ধাবলগ্নোদ্ধৃতপদ্মিনীকঃ করেণুভির্বন্য ইব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ৬৮ ॥
ততো নৃপেণানুগতাঃ স্ত্রিয়স্তা ভ্রাজিষ্ণুনা সাতিশয়ং বিরেজুঃ।
প্রাগেব মুক্তা নয়নাভিরামাঃ প্রাপ্যেন্দ্রনীলং কিমুতোন্ময়ূখম্ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়।—দর্পাৎ (সখীজনং প্রতি) করোৎপীড়িত-বারি-ধারাঃ, সখীভিঃ (তথৈব পুনঃ) বদনেষু সিক্তাঃ এতাঃ তরুণ্যঃ বক্রেতরাগ্রৈঃ অলকৈঃ (করণৈঃ) চূর্ণারুণান্ বারিলবান্ বমন্তি ॥ ৬৬ ॥

উদ্বদ্ধ-কেশঃ চ্যুতপত্রলেখঃ বিশ্লেষি-মুক্তা-ফল-পত্র-বেষ্টঃ অম্ভো-বিহারাকুলিতঃ অপি প্রমদা-মুখানাং বেষঃ মনোজ্ঞঃ এব ॥ ৬৭ ॥

সঃ (কুশঃ) নৌবিমানাৎ অবতীর্য্য বিলোল-হারঃ (সন্) তাভিঃ সহ, করেণুভিঃ (সহ) স্কন্ধাবলগ্নোদ্ধৃত-পদ্মিনীকঃ বন্যঃ দ্বিপেন্দ্রঃ ইব, অপ্সু রেমে ॥ ৬৮ ॥

ততঃ ভ্রাজিষ্ণুনা (বিলাসোৎফুল্লেন) নৃপেণ অনুগতাঃ তাঃ স্ত্রিয়ঃ সাতিশয়ং বিরেজুঃ। প্রাক্ এব মুক্তাঃ নয়নাভিরামাঃ, উন্ময়ূখম্ ইন্দ্রনীলং প্রাপ্য কিমুত? (নিতরাম্ অভিরামাঃ—ইতি ভাবঃ) ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ।—ঐ দেখ, এক দল তরুণী অপর এক দলের দিকে হাত দিয়া কত তাড়াতাড়ি জল ছিটাইয়া দিতেছে। আবার উহারাও ঐ জল-সেককারিণীদের মুখে কেমন জল ছিটাইতেছে। জলে ভিজিয়া ভিজিয়া ভারি হওয়ায়—ইহাদের কুঞ্চিত-কেশাগ্রভাগ সোজা—সরল হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে কুঙ্কুমাদি মিশ্রিত হওয়ায় কেমন রক্তাভ জল-রাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে ॥ ৬৬ ॥

দেখ দেখ, জল-বিহারের আপেক্ষ-বিক্ষেপে প্রমদাগণের কেশদাম আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে, পত্ররচনা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং মুক্তা-খচিত তাড়ঙ্ক কোথায় খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। সলিল-বিহারশ্রমে কামিনীদিগের মুখচ্ছবি—কান্তি ঈষদাকুলিত হইয়াছে, তবুও, চাহিয়া দেখ, তাহাতে যেন মুখের শোভা বাড়িয়াই গিয়াছে ॥ ৬৭ ॥

চামর-ধারিণী কিরাতীকে এই ভাবে জলবিহারিণী সুন্দরী-দিগের সৌন্দর্য্য দেখাইতে দেখাইতে তন্ময় হইয়া গিয়া, সীতা-কুমার কুশ, নৌকারূপ বিমান হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক, নিজেই তাহাদের সহিত জলবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠ-লম্বিত হারলতা দুলিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মনে হইল, যেন কোন বনমাতঙ্গ স্কন্ধদেশে উৎপাটিত পদ্মিনী ধারণ-পূর্ব্বক করিণীগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥

একেই ত ললনারা জলবিহারে একেবারে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আবার সুন্দরোজ্জ্বল-বপুঃ কুশ গিয়া তাঁহাদের দলে মিশিলেন, ইহাতে বিলাসিনীগণের সৌন্দর্য্য যেন আরও বর্দ্ধিত হইল। কেন না, মুক্তা স্বতই নয়ন-রঞ্জিনী; তাহাতে যদি আবার প্রভাজাল-সমুজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণির সম্পর্ক প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার সৌন্দর্য্যের কি আর অবধি থাকে? ॥ ৬৯ ॥

ইতিপূর্ব্বে, সূর্য্যবংশীয় অন্য কোন নৃপতির এবংবিধ ক্রীড়াদর্শন বা জল-বিহারাদির কোনরূপ উল্লেখ নাই। তরুণ কুশ, যিনি সেই কুশাবতীতে, নিশীথ-সময়ে, অকস্মাৎ নির্জ্জন-শয়ন-কক্ষে উপনতা অযোধ্যার অধি-দেবতাকে দৃঢ়-হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—"জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দিগের মন নিয়ত পরকলত্রবিমুখ,—এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া, যাহা তোমার বক্তব্য বলিতে পার।"—সেই কুশ,—শুদ্ধ-শীলা পতিদেবতা সীতার অগ্নি-পরীক্ষাতে যে রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ এক সময়ে আস্থাস্থাপন করিতে পারিয়াছিল না,—বলিয়া, সীতাবদ্ধ-প্রাণ রামচন্দ্র, যে রাজ্যের সাক্ষাৎ রাজ-লক্ষ্মীকে বনবাস দিয়াছিলেন, তাদৃশ রাজ্যের প্রজানাথ, অযোধ্যাপতি কুশ, সেই রাম-সীতার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্র কুশ,—তাঁহার পক্ষে এবংবিধ আমোদ যে কদাচ অভিপ্রেত এবং

বর্ণোদকৈঃ কাঞ্চন-শৃঙ্গমুক্তৈস্তমায়তাক্ষ্যঃ প্রণয়াদসিঞ্চন্ ।
তথাগতঃ সোঽতিতরাং বভাসে সধাতু-নিষ্যন্দ ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৭০ ॥
তেনাবরোধ-প্রমদা-সখেন বিগাহমানেন সরিদ্বরাং তাম্ ।
আকাশগঙ্গারতিরপ্সরোভির্বৃতো মরুত্বাননুযাতলীলঃ ॥ ৭১ ॥
যৎ কুম্ভযোনেরধিগম্য রামঃ কুশায় রাজ্যেন সমং দিদেশ ।
তদস্য জৈত্রাভরণং বিহর্ত্তুরজ্ঞাতপাতং সলিলে মমজ্জ ॥ ৭২ ॥
স্নাত্বা যথাকামমসৌ সদারস্তীরোপকার্য্যাং গতমাত্র এব ।
দিব্যেন শূন্যং বলয়েন বাহুমপোঢ়-নেপথ্যবিধির্দদর্শ ॥ ৭৩ ॥
জয়শ্রিয়ঃ সংবননং যতস্তদামুক্তপূর্ব্বং গুরুণা চ যস্মাৎ ।
সেহেঽস্য ন ভ্রংশমতো ন লোভাৎ স তুল্যপুষ্পাভরণো হি ধীরঃ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়।—তং (কুশম্) আয়তাক্ষ্যঃ কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুক্তৈঃ বর্ণোদকৈঃ প্রণয়াৎ অসিঞ্চন্। তথাগতঃ (সন্) সঃ (কুশঃ) সধাতুনিষ্যন্দঃ অদ্রিরাজঃ ইব অতিতরাং বভাসে ॥ ৭০ ॥

অবরোধ-প্রমদা-সখেন তাং সরিদ্বরাং বিগাহমানেন তেন (কুশেন) আকাশগঙ্গারতিঃ অপ্সরোভিঃ বৃতঃ মরুত্বান্ অনুযাতলীলঃ (অভূৎ) ॥ ৭১ ॥

যৎ (আভরণং) রামঃ কুম্ভযোনেঃ (অগস্ত্যাৎ) অধিগম্য কুশায় রাজ্যেন সমং দিদেশ, সলিলে বিহর্ত্তুঃ অস্য (কুশস্য) তৎ জৈত্রাভরণম্ অজ্ঞাতপাতং (সৎ) মমজ্জ ॥ ৭২ ॥

অসৌ (কুশঃ) সদারঃ (সন্) যথাকামং স্নাত্বা তীরোপকার্য্যাং গতমাত্রঃ অপোঢ়-নেপথ্য-বিধিঃ এব দিব্যেন বলয়েন শূন্যং বাহুং দদর্শ ॥ ৭৩ ॥

যতঃ তৎ (আভরণং) জয়শ্রিয়ঃ সংবননং (বশীকরণং), যস্মাৎ চ গুরুণা (পিত্রা রামেণ) আমুক্তপূর্ব্বং (ধৃতং), অতঃ অস্য ভ্রংশং সঃ ন সেহে। ন (তু) লোভাৎ হি (যস্মাৎ) ধীরঃ সঃ (কুশঃ) তুল্যপুষ্পাভরণঃ (ভবতি) ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—মহারাজ কুশকে পাইয়া আয়ত-নয়ন বিলাসিনীবৃন্দ কাঞ্চন-নির্ম্মিত শৃঙ্গের (পিচকারি) দ্বারা, প্রণয়াদ্ধ-হৃদয়ে, কুশের উপর কুঙ্কুমাদিরাগ-মিশ্রিত রঙ্গিন জল সেচন করিতে লাগিল। গৈরিকাঙ্গ ধাতুদ্রবস্রাবী হিমালয়ের ন্যায়, তখন কুশের নিরতিশয় শোভা জন্মিল ॥ ৭০ ॥

এই ভাবে অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত তটিনী-শ্রেষ্ঠ সরযুতে কুশ যখন বিহার করিতেছিলেন, তখন স্বর্গে মন্দাকিনীর জলে অপ্সরঃপরিবেষ্টিত বিহার-রত দেবরাজ ইন্দ্রের শোভা কুশ কর্ত্তৃক হেন অনুকৃত হইতেছিল ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি অগস্ত্য রামকে যে জয়দায়ী অলঙ্কার দান করিয়াছিলেন, রাজ্যের সহিত সেই অলঙ্কারও রামচন্দ্র কুশকে দিয়াছিলেন, আজ হঠাৎ সেই সর্ব্বত্র জয়প্রদ আভরণ, এই জল-বিহার-কালে, কুশের অজ্ঞাতসারে কোথায় পড়িয়া গেল ॥ ৭২ ॥

মনের সাধ পুরাইয়া সপত্নীক কুশ জলবিহার করিয়াছেন। তীরে পটমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাজ তাহাতে উঠিয়া বেশবিন্যাসাদির পূর্ব্বেই দেখিলেন যে, তাঁহার বাহুতে সেই দিব্য আভরণ নাই ॥ ৭৩ ॥

একে ত সেই অগস্ত্য-দত্ত আভরণ বিজয়-লক্ষ্মীর বশীকরণের মোহন-মন্ত্রস্বরূপ, তাহাতে আবার কুশের পরমারাধ্য পিতৃদেব এক সময়ে তাহা স্বয়ং ধারণ করিতেন, সুতরাং তাদৃশ আভরণের বিনাশ কুশের পক্ষে অসহ্য, নতুবা লোভবশতঃ তাহাতে তাঁহার তত আসক্তি নহে। কেন না, কুসুম ও আভরণ—দুই-ই তাঁহার নিকট তুল্যমূল্য ছিল ॥ ৭৪ ॥

প্রশংসনীয় নহে, ইহা মহাকবি অতি কৌশলে ইঙ্গিত করিলেন। তার পর—জলবিহারের পরিণাম-ফল হইল—কুমুদ্বতী-নাম্নিকা একটি পরম সুন্দরী নাগকন্যার কুশ কর্ত্তৃক পাণিপীড়ন! ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতির,—মগধ-বিদর্ভ-মিথিলা প্রভৃতি পরম সম্মানিত প্রাচীন রাজ্য-কন্যারা যে রাজ্যের রাজ-মহিষী হইতেন, রাজ্যের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী জ্ঞান করিয়া, প্রজামণ্ডলী সভক্তিভরে যাঁহাদের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিত, দেবীর দেবী সীতা, সুদক্ষিণা, ইন্দুমতী প্রভৃতি যে বংশের কুলবধূ, সেই বংশের

ততঃ সমাজ্ঞাপয়দাশু সর্ব্বানানায়িনস্তদ্বিচয়ে নদীষ্ণান্ ।
বন্ধ্য-শ্রমাস্তে সরযূং বিগাহ্য তমূচুরম্লানমুখ-প্রসাদাঃ ॥ ৭৫ ॥

কৃতঃ প্রযত্নো ন চ দেব ! লব্ধং মগ্নং পয়স্যাভরণোত্তমং তে ।
নাগেন লৌল্যাং কুমুদেন নূনমুপাত্তমন্তর্হ্রদবাসিনা তৎ ॥ ৭৬ ॥

ততঃ স কৃত্বা ধনুরাততজ্যং ধনুর্দ্ধরঃ কোপবিলোহিতাক্ষঃ ।
গারুত্মতং তীরগতস্তরস্বী ভুজঙ্গ-নাশায় সমাদদেঽস্ত্রম্ ॥ ৭৭ ॥

তস্মিন্ হ্রদঃ সংহিতমাত্র এব ক্ষোভাৎ সমাবিদ্ধ-তরঙ্গ-হস্তঃ ।
রোধাংসি নিঘ্নন্নবপাত-মগ্নঃ করীব বন্যঃ পরুষং ররাস ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়।—ততঃ নদীষ্ণান্ সর্ব্বান্ আনায়িনঃ (জালিকান্) তদ্বিচয়ে আশু সমাজ্ঞাপয়ৎ। তে (আনায়িনঃ) সরযূং বিগাহ্য বন্ধ্যশ্রমাঃ (অপি) অম্লানমুখ-প্রসাদাঃ (সন্তঃ) তং (কুশম্) ঊচুঃ ॥ ৭৫ ॥

হে দেব ! প্রযত্নঃ কৃতঃ, পয়সি মগ্নং তে আভরণোত্তমং ন চ লব্ধম। (কিন্তু) তৎ (আভরণম্) অন্তর্হ্রদবাসিনা কুমুদেন নাগেন লৌল্যাৎ উপাত্তং—নূনম্ ॥ ৭৬ ॥

ততঃ ধনুর্দ্ধরঃ কোপবিলোহিতাক্ষঃ তরস্বী সঃ (কুশঃ) তীরগতঃ (সন্) ধনুঃ আততজ্যং কৃত্বা ভুজঙ্গ-নাশায় গারুত্মতম্ অস্ত্রং সমাদদে ॥ ৭৭ ॥

তস্মিন্ (অস্ত্রে) সংহিতমাত্রে এব হ্রদঃ ক্ষোভাৎ সমাবিদ্ধ-তরঙ্গ-হস্তঃ রোধাংসি নিঘ্নন্ (নিপাতয়ন্) অবপাতমগ্নঃ (গর্ত্তমগ্নঃ) বন্যঃ করী ইব পরুষং ররাস ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গার্থ।—কালবিলম্ব না করিয়া—কুশ নিমজ্জন-নিপুণ (ডুবুরি) বহু জালিককে আনাইয়া আভরণের অন্বেষণে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা জাল ফেলিয়া সমগ্র সরযূ খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও কোনরূপ সন্ধান পাইল না। তখন তাহারা প্রসন্নবদনে আসিয়া কুশকে কহিল ;—॥ ৭৫ ॥

"দেব ! আমরা ত প্রাণপণে খুঁজিলাম, কোথাও আপনার আভরণ পাইলাম না। উহা সলিলেই নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। আমাদের মনে হয়, হ্রদের মধ্যে কুমুদ-নামক যে নাগ বাস করে, সে-ই লোভবশতঃ ঐ উৎকৃষ্ট আভরণ হরণ করিয়াছে" ॥ ৭৬ ॥

তখন প্রবলপ্রতাপ কুশ শরাসনে গুণ সংযুক্ত করিয়া, তীরে গমনপূর্ব্বক, উক্ত নাগের বিনাশার্থ গারুড়াস্ত্র যোজন করিলেন ॥ ৭৭ ॥

গারুড়াস্ত্র যোজনামাত্রেই তরঙ্গরূপ হস্ত সংঘট্টনপূর্ব্বক হ্রদ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ঘোর শব্দ করিয়া জল-সংঘাতে তীরভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। মনে হইল যেন, কোনো বন্যকরী করিগ্রহণ-গর্ত্তে পতিত হইয়া শুণ্ডাদণ্ডের আক্ষেপপূর্ব্বক মহা শব্দ করিতেছে ॥ ৭৮ ॥

অবতংস, রাম-সীতার জ্যেষ্ঠতনয়, মহারাজ কুশ নাগনন্দিনী কুমুদ্বতীর পাণিগ্রহণ করিলেন, অযোধ্যার রাজার পক্ষে, বৈবস্বত-মনুর বংশধরের পক্ষে তাহা যে কতদূর কল্যাণকর হইবে, অচিরেই তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। কবিকেশরী কালিদাস, চলচ্চিত্রের ছবির মত, পাঠকদিগকে—অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইতেছেন যে, রাম-রাজত্বের পর হইতেই অযোধ্যার সুখ-স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মহারাজ দিলীপ হইতে রাম পর্য্যন্ত নৃপতিগণের মধ্যে, যে সমুদয় গুণ, যে সমুদয় হৃদয়-সম্পদ্ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেই সেই গুণাবলী রামের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটি একটি করিয়া ক্রমে তিরোহিত হইতে বসিয়াছে। অযোধ্যাপতিগণের আকাশচুম্বী বিরাট্ গৌরবস্তম্ভের গ্রন্থি শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাহার গাত্র হইতে এক একখানি ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছে ! অচিরেই অযোধ্যাপতি অগ্নিবর্ণের সহিত সে স্তম্ভ ধূলিসাৎ হইবে। মহাকবি কালিদাস অতি সন্তর্পণে এই উত্থান-পতনের জলন্ত মূর্ত্তি পাঠকগণের নয়নের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পাঠকবৃন্দ দেখিতেছেন, মজিতেছেন, কান্দিতেছেন, আর কবির উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন ॥ ৫৪-৭৮ ॥

তস্মাৎ সমুদ্রাদিব মথ্যমানাদুদ্বৃত্ত-নক্রাৎ সহসোন্মমজ্জ ।
লক্ষ্মোব সার্দ্ধং সুররাজ-বৃক্ষঃ কন্যাং পুরস্কৃত্য ভুজঙ্গরাজঃ ॥ ৭৯ ॥
বিভূষণ-প্রত্যুপহারহস্তমুপস্থিতং বীক্ষ্য বিশাম্পতিস্তম্ ।
সৌপর্ণমস্ত্রং প্রতিসঞ্জহার প্রহ্বেম্বনির্বন্ধ-রুষো হি সন্তঃ ॥ ৮০ ॥
ত্রৈলোক্য-নাথ-প্রভবং প্রভাবাৎ কুশং দ্বিষামঙ্কুশমস্ত্রবিদ্বান্ ।
মানোন্নতেনাপ্যভিবন্দ্য মূর্দ্ধ্না মূর্দ্ধাভিষিক্তং কুমুদো বভাষে ॥ ৮১ ॥
অবৈমি কার্য্যান্তরমানুষস্য বিষ্ণোঃ সুতাখ্যামপরাং তনুং ত্বাম্ ।
সোঽহং কথং নাম তবাচরেয়মারাধনীয়স্য ধৃতের্বিঘাতম্ ॥ ৮২ ॥
করাভিঘাতোত্থিতকন্দুকেয়মালোক্য বালাতি-কুতূহলেন ।
হ্রদাৎ পতজ্জ্যোতিরিবান্তরিক্ষাদাদত্ত জৈত্রাভরণং ত্বদীয়ম্ ॥ ৮৩ ॥

অন্বয়।—মথ্যমানাৎ সমুদ্রাৎ ইব উদ্বৃত্ত-নক্রাৎ তস্মাৎ (হ্রদাৎ), লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সুর-রাজ-বৃক্ষঃ (পারিজাততরুঃ) ইব কন্যাং পুরস্কৃত্য ভুজঙ্গরাজঃ সহসা উন্মমজ্জ ॥ ৭৯ ॥

বিশাং পতিঃ (কুশঃ) বিভূষণ-প্রত্যুপহার-হস্তম্ উপস্থিতং তং (কুমুদং) বীক্ষ্য সৌপর্ণম্ অস্ত্রং প্রতিসংজহার ! (তথাহি)— সন্তঃ প্রহ্বেষু অনির্বন্ধরুষঃ হি (ভবন্তি) ॥ ৮০ ॥

অস্ত্রবিদ্বান্ (গারুড়াস্ত্রমহিমাভিজ্ঞঃ) কুমুদঃ ত্রৈলোক্য-নাথ-প্রভবং প্রভাবাৎ দ্বিষাম্ অঙ্কুশং মূর্দ্ধাভিষিক্তং (রাজানং) কুশং মানোন্নতেন অপি মূর্দ্ধ্না অভিবন্দ্য বভাষে ॥ ৮১ ॥

ত্বাং কার্য্যান্তরমানুষস্য বিষ্ণোঃ (রামস্য) সুতাখ্যাম্ অপরাং তনুম্ অবৈমি, সঃ (জানন্) অহম্ আরাধনীয়স্য তব ধৃতেঃ (প্রীতেঃ) বিঘাতং কথং নাম আচরেয়ম্ ॥ ৮২ ॥

করাভিঘাতোত্থিত-কন্দুকা ইয়ং বালা অতিকুতূহলেন অন্তরিক্ষাৎ জ্যোতিঃ (নক্ষত্রং) ইব হ্রদাৎ পতৎ ত্বদীয়ং জৈত্রাভরণম্ আলোক্য আদত্ত ॥ ৮৩ ॥

বঙ্গার্থ।—হ্রদমধ্যবর্ত্তিনী কুম্ভীরশ্রেণি অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া পড়িল। মন্থনকালে সমুদ্রের যেমন শোভা হইয়াছিল, হ্রদের ঠিক তেমনই শোভা জন্মিল এবং তৎক্ষণাৎ জলমধ্যবাসী কুমুদ নাগ স্বীয় ভগিনী কুমুদ্বতীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া, লক্ষ্মীর সহিত সমাগত পারিজাততরুর ন্যায় হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া কুশের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৯ ॥

কুমুদের হস্তে সেই মহার্ঘ আভরণ, তিনি প্রত্যর্পণের জন্য সবিনয়ে সমাগত দেখিয়া, কুশও গারুড়াস্ত্রের প্রতিসংহার করিলেন। কেন না, ক্রটি স্বীকার করিলে প্রকৃত বীরের আর ক্রোধ থাকে না ॥ ৮০ ॥

নাগরাজ কুমুদ ঐ অমোঘ গারুড়াস্ত্রের প্রভাব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, তাই তিনি আপন গর্ব্বোন্নত মস্তক অবনত করিয়া, ত্রিলোকপতি রামের আত্মজ, অরি-কুলের অঙ্কুশস্বরূপ কুশকে বন্দনাপূর্ব্বক কহিলেন,—॥ ৮১ ॥

"দেব! সুরগণের কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণু নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আপনি সেই বিষ্ণুর পুত্র্রূপ অন্যতর মূর্ত্তি। সুতরাং আপনি সর্ব্বজন-পূজ্য। আপনার সন্তোষের প্রতিকূল কার্য্য আমার দ্বারা কদাচ সম্ভবপর নহে ॥ ৮২ ॥

এই বালিকা কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। একবার উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যেমন উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি দেখিতে পাইল যে, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় হ্রদ হইতে আপনার বিজয়প্রদ আভরণ পতিত হইতেছে, বালিকা অমনিই উহা কৌতু-হলাক্রান্ত-হৃদয়ে গ্রহণ করিল ॥ ৮৩ ॥

তদেতদাজানুবিলম্বিনা তে জ্যাঘাত-রেখাকিণ-লাঞ্ছনেন।
ভুজেন রক্ষা-পরিঘেণ ভূমেরুপৈতু যোগং পুনরংসলেন ॥ ৮৪ ॥
ইমাং স্বসারং চ যবীয়সীং মে কুমুদ্বতীং নার্হসি নানুমন্তুম্।
আত্মাপরাধং নুদতীং চিরায় শুশ্রূষয়া পার্থিব! পাদয়োস্তে ॥ ৮৫ ॥
ইত্যুচিবানুপহৃতাভরণঃ ক্ষিতীশং শ্লাঘ্যো ভবান্ স্বজন ইত্যনুভাষিতারম্।
সংযোজয়াং বিধিবদাস সমেতবন্ধুঃ কন্যাময়েন কুমুদঃ কুলভূষণেন ॥ ৮৬ ॥
তস্যাঃ স্পৃষ্টে মনুজ-পতিনা সাহচর্য্যায় হস্তে মাঙ্গল্যোর্ণাবলয়িনি পুরঃ পাবকস্যোচ্ছিখস্য।
দিব্যস্তূর্য্যধ্বনিরুদচরদ্ ব্যশ্নুবানো দিগন্তান্ গন্ধোদগ্রং তদনু ববৃষুঃ পুষ্পমাশ্চর্য্যমেঘাঃ ॥ ৮৭ ॥
ইত্থং নাগস্ত্রিভুবন-গুরোরৌরসং মৈথিলেয়ং লব্ধ্বা বন্ধুং তমপি চ কুশঃ পঞ্চমং তক্ষকস্য।
একঃ শঙ্কাং পিতৃবধরিপোরত্যজদ্ বৈনতেয়াৎ শান্তব্যালামবনিমপরঃ পৌরকান্তঃ শশাস ॥ ৮৮ ॥

ইতি ষোড়শঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—তৎ (তস্মাৎ) এতৎ (আভরণম্) আজানু-বিলম্বিনা জ্যাঘাত-রেখাকিণলাঞ্ছনেন ভূমেঃ রক্ষা-পরিঘেণ অংসলেন তে ভুজেন পুনঃ যোগম্ উপৈতু ॥ ৮৪ ॥

(এবঞ্চ) হে পার্থিব! তে পাদয়োঃ চিরায় শুশ্রূষয়া আত্মাপরাধং নুদতী (পরিহর্ত্তুম্ ইচ্ছন্তীম্) ইমাং মে যবীয়সীং স্বসারং কুমুদ্বতীম্ চ অনুমন্তুং ন অর্হসি ইতি ন (অর্হসি এব) ॥ ৮৫ ॥

ইতি উচিবান্ উপহৃতাভরণঃ কুমুদঃ, "হে কুমুদ! ভবান্ শ্লাঘ্যঃ স্বজনঃ" ইতি অনুভাষিতারং ক্ষিতীশং, সমেতবন্ধুঃ (সন্) কন্যাময়েন কুলভূষণেন বিধিবৎ সংযোজয়াম্ আস ॥ ৮৬ ॥

মনুজ-পতিনা (কুশেন) সাহচর্য্যায় মাঙ্গল্যোর্ণাবলয়িনি তস্যাঃ (কুমুদ্বত্যাঃ) হস্তে উচ্ছিখস্য পাবকস্য পুরঃ স্পৃষ্টে (সতি) দিগন্তান্ ব্যশ্নুবানঃ দিব্যঃ তূর্য্যধ্বনিঃ উদচরৎ। তৎ অনু আশ্চর্য্য-মেঘাঃ গন্ধোদগ্রং পুষ্পং ববৃষুঃ ॥ ৮৭ ॥

ইত্থং নাগঃ ত্রিভুবন-গুরোঃ (রামস্য) ঔরসং মৈথিলেয়ং (কুশং) বন্ধুং লব্ধ্বা, কুশঃ অপি চ তক্ষকস্য পঞ্চমম্ ঔরসং তং বন্ধুং লব্ধ্বা—একঃ (কুমুদঃ) পিতৃবধ-রিপোঃ বৈনতেয়াৎ শঙ্কাম্ অত্যজৎ, অপরঃ (কুশঃ) শান্তব্যালাম্ অবনিম্ (অতএব) পৌরকান্তঃ (সন্) শশাস ॥ ৮৮ ॥

বঙ্গার্থ।—নরনাথ! আপনি বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার বাহু আজানু-লম্বিত ও নিয়ত শত্রুদলনে ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করিতে করিতে কিণাঙ্কিত, অধিক কি, বসুন্ধরার রক্ষাকল্পে আপনার বাহু অর্গলপ্রতিম, এই আভরণ ঐ বাহুতেই পুনর্ব্বার পরিহিত হউক ॥ ৮৪ ॥

আর রাজন্! আমার কনিষ্ঠা এই কুমুদ্বতী আপনার সমীপে ঘোর অপরাধিনী হইয়াছে। চিরকাল আপনার চরণসেবাপূর্ব্বক সেই অপরাধ ক্ষালন করিতে এই বালিকা উদ্যত। আপনি ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না ॥ ৮৫ ॥

এই বলিয়া কুমুদ সেই অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন নৃপতিও কহিলেন—"তোমার ন্যায় কুটুম্ব আমার শ্লাঘার ভাজন।" তৎপরে আত্মীয়স্বজনগণের সহিত সংমিলিত হইয়া, কুমুদ, নাগকুলের অলঙ্কারস্বরূপ সেই কন্যাকে, মহাসমারোহে নৃপতি কুশের হস্তে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর নাগ-কন্যা কুমুদ্বতীর ঊর্ণাবলয়বিভূষিত হস্ত, সহধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত মহারাজ কুশ যখন স্পর্শ করিলেন, তখন দশদিক্ পরিপূরিত করিয়া স্বর্গীয় বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল। বিস্ময়জনক মেঘ-সমূহ পরম সৌরভময় কুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৮৭ ॥

এইভাবে, ত্রিলোক-গুরু রামের ঔরসে সীতার গর্ভে সমুৎপন্ন মহারাজ কুশকে আত্মীয়রূপে লাভ করিয়া নাগ কুমুদ যেমন স্বীয় পিতৃহন্তা দুর্জ্জয় শত্রু গরুড়ের ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, মহারাজ কুশও তদ্রূপ নাগকুলপতি তক্ষকের পঞ্চম পুত্র কুমুদকে বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া বসুন্ধরা নাগভয়-রহিত হইল এবং তজ্জন্য পুরবাসিগণের অধিকতর প্রীতিভাজন হইয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ

অতিথিং নাম কাকুৎস্থাৎ পুত্রং প্রাপ কুমুদ্বতী। পশ্চিমাদ্ যামিনীযামাৎ প্রসাদমিব চেতনা ॥ ১ ॥
স পিতুঃ পিতৃমান্ বংশং মাতুশ্চানুপমদ্যুতিঃ। অপুনাৎ সবিতেবোভৌ মার্গাবুত্তরদক্ষিণৌ ॥ ২ ॥
তমাদৌ কুলবিদ্যানামর্থমর্থবিদাংবরঃ। পশ্চাৎ পার্থিবকন্যানাং পাণিমগ্রাহয়ৎ পিতা ॥৩ ॥
জাত্যস্তেনাভিজাতেন শূরঃ শৌর্য্যবতা কুশঃ অমন্যতৈকমাত্মানমনেকং বশিনা বশী ॥ ৪ ॥
স কুলোচিতমিন্দ্রস্য সাহায়কমুপেয়িবান্ জঘান সমরে দৈত্যং দুর্জয়ং তেন চাবধি ॥ ৫ ॥
তং স্বসা নাগ-রাজস্য কুমুদস্য কুমুদ্বতী। অন্বগাৎ কুমুদানন্দং শশাঙ্কমিব কৌমুদী ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—কুমুদ্বতী কাকুৎস্থাৎ অতিথিং নাম পুত্রং, চেতনা পশ্চিমাৎ যামিনী-যামাৎ প্রসাদম্ ইব, প্রাপ ॥ ১ ॥

পিতৃমান্—(সুশিক্ষিতঃ)—অনুপমদ্যুতিঃ সঃ (অতিথিঃ) পিতুঃ মাতুঃ চ বংশং সবিতা উত্তরদক্ষিণৌ উভৌ মার্গৌ ইব অপুনাৎ ॥ ২ ॥

অর্থবিদাং বরঃ পিতা (কুশঃ) তম্ আদৌ কুলবিদ্যানাম্ অর্থম্ অগ্রাহয়ৎ, পশ্চাৎ পার্থিবকন্যানাং পাণিম্ (অগ্রাহয়ৎ) ॥ ৩ ॥

জাত্যঃ শূরঃ বশী কুশঃ অভিজাতেন শৌর্য্যবতা বশিনা তেন (অতিথিনা করণেন) একম্ আত্মানম্ অনেকম্ অমন্যত ॥ ৪ ॥

সঃ (কুশঃ) কুলোচিতম্ ইন্দ্রস্য সাহায়কম্ উপেয়িবান্ (সন্) সমরে দুর্জ্জয়ং (নাম) দৈত্যং জঘান, তেন (দৈত্যেন) অবধি (হতঃ) চ ॥ ৫ ॥

নাগরাজস্য কুমুদস্য স্বসা কুমুদ্বতী (কুশপত্নী) কুমুদানন্দং শশাঙ্কং কৌমুদী ইব তং (কুশম্) অন্বগাৎ ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ—রজনীর শেষযাম অর্থাৎ শেষ-প্রহর হইতে জীবের বুদ্ধি যেমন প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়, কুমুদ্বতীও তদ্রূপ মহারাজ কুশ হইতে অতিথি-নামক পুত্র প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১ ॥

সবিতা যেমন উত্তর দক্ষিণ—উভয় পথই পবিত্র করেন, তদ্রূপ অপ্রতিমকান্তি সুশিক্ষিত অতিথি পিতা মাতা—উভয়েরই বংশ পরিপূত করিলেন ॥ ২ ॥

অর্থশাস্ত্রবিশারদগণের অগ্রগণ্য পিতা কুশ প্রথমতঃ পুত্র অতিথিকে আন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি প্রভৃতি রাজনীতিমূলক কুলবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া পরে, রাজ-কুমারীগণের পাণি-পীড়ন করাইলেন ॥ ৩ ॥

সমুন্নতবংশ-সম্পন্ন, বীর্য্যবান্ ও জিতেন্দ্রিয় কুশ, সদ্বংশজ, মহাবীর এবং সংযতেন্দ্রিয় পুত্র অতিথিকে পাইয়া, একাকী হইয়াও আপনাকে অনেক—বহু বলিয়া মনে করিলেন ॥ ৪ ॥

সূর্য্যকুলের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে নৃপতি কুশ দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য করিতে যাইয়া নামতঃ এবং কার্য্যতঃ দুর্জ্জয়-নামক দৈত্যকে বধ করিলেন বটে, কিন্তু নিজেও তাহার হস্তে নিহত হইলেন ॥ ৫ ॥

জ্যোৎস্না যেমন কুমুদ-কুলের আনন্দ-দায়ক শশাঙ্কের অনুগমন করে, তদ্রূপ নাগরাজ কুমুদের ভগিনী কুমুদ্বতীও তাঁহার হৃদয়ানন্দ কুশের অনুগমন করিলেন ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—মহারাজ কুশ শৌর্য্যবীর্য্যের অদ্বিতীয় আধার হইয়াও, "দুর্জ্জয়" নামক এক দানবের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া স্বয়ং নিহত হইলেন, তাহাকেও নিহত করিলেন। সীতার পুত্রবধূ সাধ্বী কুমুদ্বতী পতির অনুগমন করিলেন। বীরের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হইলে, অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, অনন্ত কীর্ত্তি জন্মে, যশোজ্যোতিতে উভয়লোক আলোকিত হয়, কুশেরও তাহাই হইল; সব সত্য, কিন্তু আহবক্ষেত্রে শত্রুসায়কে প্রাণ-পরিহার সৌরকুলের ইদানীন্তন নৃপতিগণের পক্ষে এই একপ্রকার প্রথম। কেন না—বহু পূর্ব্বে, দিলীপের ঊর্দ্ধতন বহুপুরুষে—এক আধ জন রাজা ছাড়া এরূপ দুর্দ্দৈব আর কাহারও ঘটে নাই। রামের আত্মজ, জনকের দৌহিত্র, বাল্মীকি কর্ত্তৃক কৃত-সংস্কার কুশের এবংবিধ পরিণাম অযোধ্যার রাজ-বংশের কিঞ্চিৎ অগৌরবের পরিচায়ক। এই ব্যাপার যে, অযোধ্যার রাজ-বংশের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের একটা প্রধান দ্যোতক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অযোধ্যার অভ্রভেদী গৌরবস্তম্ভের সমুন্নত শির যে কি প্রকারে, ক্রমশঃ, লবণ জর্জ্জর, প্লক্ষপ্ররোহবিভিন্ন সৌধশিরের ন্যায় ক্ষীণ ও স্খলিত হইতেছিল, তাহা মহাকবি অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

তয়োর্দিবস্পতেরাসীদেকঃ সিংহাসনার্দ্ধভাক্ । দ্বিতীয়াপি সখী শচ্যাঃ পারিজাতাংশভাগিনী ॥ ৭॥
তদাত্ম-সম্ভবং রাজ্যে মন্ত্রিবৃদ্ধাঃ সমাদধুঃ । স্মরন্তঃ পশ্চিমামাজ্ঞাং ভর্ত্তুঃ সংগ্রামযায়িনঃ ॥ ৮ ॥
তে তস্য কল্পয়ামাসুরভিষেকায় শিল্পিভিঃ । বিমানং নবমুদ্‌বেদি চতুঃস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৯ ॥
তত্রৈনং হেমকুম্ভেষু সংভৃতৈস্তীর্থ-বারিভিঃ । উপতস্থুঃ প্রকৃতয়ো ভদ্রপীঠোপবেশিতম্ ॥ ১০ ॥
নদদ্ভিঃ স্নিগ্ধ-গম্ভীরং তূর্য্যৈরাহতপুষ্করৈঃ । অন্বমীয়ত কল্যাণং তস্যাবিচ্ছিন্ন-সন্ততি ॥ ১১ ॥
দূর্ব্বাযবাঙ্কুরপ্লক্ষত্বগভিন্নপুটোত্তরান্ । জ্ঞাতিবৃদ্ধৈঃ প্রযুক্তান্ স ভেজে নীরাজনা-বিধীন্ ॥১২॥
পুরোহিত-পুরোগাস্তং জিষ্ণুং জৈত্রৈরথর্ব্বভিঃ । উপচক্রমিরে পূর্ব্বমভিষেক্তুং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৩ ॥
তস্যৌঘমহতী মূর্দ্ধ্নি নিপতন্তী ব্যরোচত । স-শব্দমভিষেক-শ্রীর্গঙ্গেব ত্রিপুরদ্বিষঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—তয়োঃ (কুশকুমুদ্বত্যোঃ) (মধ্যে) একঃ (কুশঃ) দিবস্পতেঃ সিংহাসনার্দ্ধভাক্ আসীৎ। দ্বিতীয়া (কুমুদ্বতী) অপি শচ্যাঃ পারিজাতাংশভাগিনী সখী (আসীৎ) ॥৭॥

সংগ্রামযায়িনঃ ভর্ত্তুঃ (কুশস্য) পশ্চিমাম্ (অন্তিমাম্) আজ্ঞাং স্মরন্তঃ মন্ত্রিবৃদ্ধাঃ তদাত্মসম্ভবম্ (অতিথিং) রাজ্যে সমাদধুঃ ॥ ৮ ॥

তে (মন্ত্রিণঃ) তস্য অভিষেকায় শিল্পিভিঃ উদ্‌বেদি চতুঃস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠিতং নবং বিমানং (মণ্ডপং) কল্পয়ামাসুঃ ॥ ৯ ॥

তত্র (বিমানে) ভদ্রপীঠোপবেশিতম্ এনম্ (অতিথিং) হেমকুম্ভেষু সম্ভৃতৈঃ তীর্থবারিভিঃ প্রকৃতয়ঃ (মন্ত্রিণঃ) উপতস্থুঃ ॥ ১০ ॥

আহত-পুষ্করৈঃ স্নিগ্ধ-গম্ভীরং নদদ্ভিঃ তূর্য্যৈঃ তস্য (অতিথেঃ) অবিচ্ছিন্ন-সন্ততি কল্যাণম্ অন্বমীয়ত ॥ ১১ ॥

সঃ (অতিথিঃ) দূর্ব্বাযবাঙ্কুরপ্লক্ষত্বগভিন্নপুটোত্তরান্ জ্ঞাতি-বৃদ্ধৈঃ প্রযুক্তান্ নীরাজনাবিধীন্ ভেজে ॥ ১২ ॥

পুরোহিতপুরোগাঃ দ্বিজাতয়ঃ জিষ্ণুং তং (অতিথিং) জৈত্রৈঃ অথর্ব্বভিঃ (অথর্ব্ববেদোক্তৈঃ মন্ত্রৈঃ) পূর্ব্বম্ অভিষেক্তুং উপচক্রমিরে ॥ ১৩ ॥

তস্য (অতিথেঃ) মূর্দ্ধ্নি সশব্দং নিপতন্তী ওঘমহতী (মহা-প্রবাহা) অভিষেকশ্রীঃ (অভিষেকজল-শোভা) ত্রিপুরদ্বিষঃ (মূর্দ্ধ্নি নিপতন্তী) গঙ্গা ইব ব্যরোচত ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—দেহত্যাগের পর, সেই রাজ-দম্পতীর একজন—মহারাজ কুশ স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, অন্যজন—মহিষী কুমুদ্বতী ইন্দ্র-প্রিয়া শচীর সহচরী হইয়া দিব্য পারিজাত-কুসুমের উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

দৈত্য-যুদ্ধে যাইবার সময়ে, মহারাজ কুশ মন্ত্রিবৃদ্ধদিগকে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন যে, যদি আর না ফিরিয়া আসেন, তবে যেন পুত্র অতিথিকে অভিষিক্ত করা হয়। তদনুসারে, তাঁহারা অতিথিকে রাজ-সিংহাসনে অধিরোহিত করিলেন ॥ ৮ ॥

তখন, বিশিষ্ট বিশিষ্ট কারুকার্য্য-নিপুণ শিল্পিগণ মন্ত্রি-বৃদ্ধের আজ্ঞানুসারে কুমার অতিথির রাজ্যাভিষেকার্থে, সমুচ্চ-বেদি সংযুক্ত ও স্তম্ভচতুষ্টয়াশ্রিত নূতন মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিল ॥৯॥

মহারাজ অতিথি গিয়া সেই মণ্ডপ-মধ্যগত "ভদ্রপীঠ"-নামক রাজ্যাভিষেকযোগ্য পীঠোপরি উপবেশন করিলেন এবং প্রবীণ প্রবীণ অমাত্যবর্গ নানা তীর্থ হইতে স্বর্ণকুম্ভের দ্বারা আহৃত পবিত্র বারি তাঁহার অভিষেকার্থ স্থাপন করিলেন ॥ ১০ ॥

বাদ্যযন্ত্রাদি আহত হইয়া স্নিগ্ধগম্ভীর ধ্বনি দ্বারা নবীন ভূপতি অতিথির চিরন্তন ও অব্যাহত কল্যাণ সূচনা করিল ॥ ১১ ॥

রাজ পরিবারের বৃদ্ধ জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ দূর্ব্বা, যবাঙ্কুর, প্লক্ষত্বক্ ও অসম্যগ্ বিকসিত পল্লবাদি দ্বারা নবভূপতির আরাত্রিক সম্পাদন করিলেন। মহারাজ অতিথিও প্রসন্নহৃদয়ে সেই নীরাজনা গ্রহণ করিলেন ॥ ১২ ॥

পুরোহিতাদি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তখন সেই জয়শীল অতিথিকে প্রথমতঃ বিজয়দায়ী অথর্ব্বমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অভিষেক করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন সেই প্রবাহ-শালিনী অভিষেক-জল-সন্ততি কল-কল শব্দে অতিথির মস্তকে পড়িতে লাগিল, তাহাতে ত্রিপুরান্তকারী গঙ্গাধরের মস্তকে পতন-শীলা গঙ্গার ন্যায় শোভা জন্মিল ॥ ১৪ ॥

স্তূয়মানঃ ক্ষণে তস্মিন্নলক্ষ্যত স বন্দিভিঃ। প্রবৃদ্ধ ইব পর্জ্জন্যঃ সারঙ্গৈরভিনন্দিতঃ ॥ ১৫ ॥
তস্য সম্মন্ত্রপূতাভিঃ স্নানমদ্ভিঃ প্রতীচ্ছতঃ। ববৃধে বৈদ্যুতস্যাগ্নের্বৃষ্টিসেকাদিব দ্যুতিঃ ॥ ১৬ ॥
স তাবদভিষেকান্তে স্নাতকেভ্যো দদৌ বসু। যাবত্তৈষাং সমাপ্যেরন্ যজ্ঞাঃ পর্য্যাপ্তদক্ষিণাঃ ॥ ১৭ ॥
তে প্রীতমনসস্তস্মৈ যামাশিষমুদৈরয়ন্। সা তস্য কর্ম্মনির্বৃত্তৈর্দূরং পশ্চাৎকৃতা ফলৈঃ ॥ ১৮ ॥
বন্ধচ্ছেদং স বদ্ধানাং বধার্হাণামবধ্যতাম্। ধুর্য্যাণাঞ্চ ধুরো মোক্ষমদোহঞ্চাদিশৎ গবাম্ ॥ ১৯ ॥
ক্রীড়াপতত্রিণোঽপ্যস্য পঞ্জরস্থাঃ শুকাদয়ঃ। লব্ধ-মোক্ষাস্তদাদেশাদ্ যথেষ্টগতয়োঽভবন্ ॥ ২০ ॥
ততঃ কক্ষান্তরন্যস্তং গজদন্তাসনং শুচি। সোত্তরচ্ছদমধ্যাস্ত নেপথ্যগ্রহণায় সঃ ॥ ২১ ॥
তং ধূপাশ্যান-কেশান্তং তোয়নির্ণিক্তপাণয়ঃ। আকল্পসাধনৈস্তৈস্তৈরুপসেদুঃ প্রসাধকাঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—তস্মিন্ ক্ষণে বন্দিভিঃ স্তূয়মানঃ সঃ (অতিথিঃ) সারঙ্গৈঃ (চাতকৈঃ) অভিনন্দিতঃ প্রবৃদ্ধঃ পর্জ্জন্যঃ ইব অলক্ষ্যত ॥ ১৫ ॥

সম্মন্ত্রপূতাভিঃ অদ্ভিঃ স্নানং প্রতীচ্ছতঃ তস্য বৃষ্টিসেকাৎ বৈদ্যুতস্য অগ্নেঃ ইব দ্যুতিঃ ববৃধে ॥ ১৬ ॥

সঃ (অতিথিঃ) অভিষেকান্তে স্নাতকেভ্যঃ (গৃহস্থেভ্যঃ) তাবৎ বসু দদৌ, যাবতা এষাং পর্য্যাপ্তদক্ষিণাঃ যজ্ঞাঃ সমাপ্যেরন্ ॥ ১৭ ॥

প্রীতমনসঃ তে (স্নাতকাঃ) তস্মৈ (অতিথয়ে) যাম্ আশিষম্ উদৈরয়ন, তস্য (অতিথেঃ) কর্ম্মনির্বৃত্তৈঃ ফলৈঃ সা (আশীঃ) দূরং পশ্চাৎ কৃতা ॥ ১৮ ॥

সঃ (অতিথিঃ) বদ্ধানাং বন্ধচ্ছেদং, বধার্হাণাম্ অবধ্যতাং, ধুর্য্যাণাং (বলীবর্দ্দাদীনাং) চ ধুরঃ মোক্ষং, গবাম্ অদোহং চ আদিশৎ ॥ ১৯ ॥

পঞ্জরস্থাঃ শুকাদয়ঃ অস্য (অতিথেঃ) ক্রীড়া-পতত্রিণঃ অপি তদাদেশাৎ লব্ধমোক্ষাঃ (সন্তঃ) যথেষ্ট-গতয়ঃ অভবন্ ॥ ২০ ॥

ততঃ সঃ (অতিথিঃ) নেপথ্য গ্রহণায় কক্ষান্তর-ন্যস্তং শুচি সোত্তরচ্ছদং গজদন্তাসনম্ অধ্যাস্ত ॥ ২১ ॥

তোয়নির্ণিক্ত-পাণয়ঃ প্রসাধকাঃ ধূপাশ্যানকেশান্তং তম্ (অতিথিং) তৈঃ তৈঃ আকল্প-সাধনৈঃ উপসেদুঃ (অলঞ্চক্রুঃ) ॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—স্তুতিপাঠক বন্দিগণ সেই সময়ে তাঁহাকে বন্দনা করিতে লাগিল। যেন চাতকগণ কর্ত্তৃক ধারাবর্ষোন্মুখ, বজ্রজল-সম্ভৃত মেঘ অভিনন্দিত হইল ॥ ১৫ ॥

বর্ষণ-সিক্ত হইলে যেমন বিদ্যুতের অগ্নির প্রভাজাল বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ, প্রশস্ত-মন্ত্র-পরিপূত অভিষেক-সলিলে স্নাত হওয়ায় রাজা অতিথির কান্তি নিরতিশয় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল ॥ ১৬ ॥

অভিষেকান্তে রাজা অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে এত অধিক ধনরত্ন দান করিলেন যে, তদ্দ্বারা, ঐ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণবৃন্দ সম্পূর্ণ দক্ষিণা দিয়া বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ সমাপন করিতে সমর্থ হন ॥ ১৭ ॥

দক্ষিণার প্রাচুর্য্যে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া, তখন ব্রাহ্মণবৃন্দ অতিথিকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। জন্মান্তরীয় পুণ্য-প্রভাবে, অতিথি সাম্রাজ্যাদি যে ফল-লাভ করিয়াছিলেন, সেই ফলের দ্বারা ঐ আশীর্ব্বাদ দূর হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল ॥ ১৮ ॥

নবীন নৃপতির অভিষেক-মহোৎসব হইয়া গিয়াছে, তাই চারিদিকেই আনন্দের প্রবাহ ছুটিল। যে সমুদয় অপরাধী কারাদণ্ডে দণ্ডিত, তাহাদের কারামোচন, প্রাণদণ্ডের আদেশ-প্রাপ্তদিগের বধ-নিবারণ, ভারবাহী পশুগণের ভারমোচন ও বৎসগণের পানার্থ দুগ্ধবতী ধেনুদিগের দোহন নিষেধ—অতিথি আদেশ করিলেন ॥ ১৯ ॥

অধিক কি, শুক প্রভৃতি যে সমুদয় ক্রীড়া-বিহঙ্গম পক্ষিশালায়—পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল, তাহাদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইল, এবং যাহার যে দিকে ইচ্ছা, তাহারা চলিয়া গেল ॥ ২০ ॥

তার পর অতিথি রাজভূষণে বিভূষিত হইবার নিমিত্ত প্রাসাদ-মধ্যস্থিত একটি সুরম্য কক্ষে সংস্থাপিত, আস্তরণ-বিমণ্ডিত অমল-ধবল গজদন্তনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ২১ ॥

তৎপরে প্রসাধকগণ জলে হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক, ধূপ-ধূমের দ্বারা রাজার কেশকলাপের অগ্রভাগ বিশুষ্ক করিয়া, মনোহর গন্ধমাল্যাদি রাজ-ভূষণ-যোগ্য বস্তু দ্বারা তাঁহাকে উত্তমরূপে সাজাইয়া দিল ॥ ২২ ॥

তেহস্য মুক্তাগুণোন্নদ্ধং মৌলিমন্তর্গতস্রজম্। প্রত্যুপুঃ পদ্মরাগেণ প্রভামণ্ডলশোভিনা ॥ ২৩ ॥
চন্দনেনাঙ্গরাগঞ্চ মৃগনাভি-সুগন্ধিনা। সমাপয্য ততশ্চক্রুঃ পত্রং বিন্যস্ত-রোচনম্ ॥ ২৪ ॥
আমুক্তাভরণঃ স্রগ্বী হংস-চিহ্ন-দুকূলবান্। আসীদতিশয়-প্রেক্ষ্যঃ স রাজ্য-শ্রী-বধূ-বরঃ ॥২৫॥
নেপথ্যদর্শিনশ্ছায়া তস্যাদর্শে হিরণ্ময়ে। বিররাজোদিতে সূর্য্যে মেরৌ কল্পতরোরিব ॥২৬॥
স রাজককুদ-ব্যগ্র-পাণিভিঃ পার্শ্ববর্ত্তিভিঃ। যযাবুদীরিতালোকঃ সুধর্ম্মানবমাং সভাম্ ॥ ২৭ ॥
বিতান-সহিতং তত্র ভেজে পৈতৃকমাসনম্। চূড়ামণিভিরুদ্ঘৃষ্টপাদপীঠং মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৮ ॥
শুশুভে তেন চাক্রান্তং মঙ্গলায়তনং মহৎ। শ্রীবৎস-লক্ষণং বক্ষঃ কৌস্তুভেনেব কৈশবম্ ॥২৯॥
বভৌ ভূয়ঃ কুমারত্বাদাধিরাজ্যমবাপ্য সঃ। রেখাভাবাদুপারূঢ়ঃ সামগ্র্যমিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—তে(প্রসাধকাঃ) মুক্তাগুণোন্নদ্ধম্ অন্তর্গত-স্রজম্ অস্য (অতিথেঃ) মৌলিং প্রভামণ্ডলশোভিনা পদ্মরাগেণ প্রত্যুপুঃ ॥ ২৩ ॥

মৃগ-নাভি-সুগন্ধিনা চন্দনেন অঙ্গরাগং সমাপয্য ততঃ বিন্যস্তরোচনং পত্রং চক্রুঃ চ ॥ ২৪ ॥

আমুক্তাভরণঃ স্রগ্বী হংসচিহ্ন-দুকূলবান্ রাজ্য-শ্রী-বধূ-বরঃ সঃ (অতিথিঃ) অতিশয়-প্রেক্ষ্যঃ আসীৎ ॥ ২৫ ॥

হিরণ্ময়ে আদর্শে নেপথ্যদর্শিনঃ তস্য ছায়া উদিতে সূর্য্যে মেরৌ কল্পতরোঃ (ছায়া) ইব বিররাজ ॥ ২৬ ॥

(সঃ) রাজ-ককুদ-ব্যগ্র-পাণিভিঃ পার্শ্ববর্ত্তিভিঃ উদীরিতালোকঃ (সন্) সুধর্ম্মানবমাং (দেব-সভাসদৃশীং) সভাং যযৌ ॥ ২৭ ॥

(সঃ) তত্র বিতান-সহিতং মহীক্ষিতাং চূড়ামণিভিঃ উদ্ঘৃষ্ট-পাদপীঠং পৈতৃকম্ আসনং ভেজে ॥ ২৮ ॥

তেন চ আক্রান্তং শ্রীবৎসলক্ষণং মহৎ মঙ্গলায়তনং, কৌস্তুভেন (আক্রান্তং শ্রীবৎসলক্ষণং) কৈশবং বক্ষঃ ইব, শুশুভে ॥ ২৯ ॥

সঃ (অতিথিঃ) কুমারত্বাৎ আধিরাজ্যম্ অবাপ্য রেখা-ভাবাৎ সামগ্র্যম্ উপারূঢ়ঃ চন্দ্রমাঃ ইব ভূয়ঃ বভৌ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—তার পর তাহারা মুক্তাগুণের দ্বারা তাঁহার কেশদাম ঈষদুন্নত করিয়া বাঁধিয়া দিল এবং তাহার মধ্যে মাল্য-সন্নিবেশপূর্ব্বক রশ্মিজাল-মণ্ডিত পদ্মরাগমণির দ্বারা তাহা খচিত করিল ॥ ২৩ ॥

পরে মৃগনাভি মিশ্রিত সুরভি চন্দন-রসে তদীয় অঙ্গরাগ প্রদান করিয়া গোরোচনা প্রভৃতির সহযোগে পত্ররচনা করিয়া দিল ॥ ২৪ ॥

সেই সময়ে অচিরলব্ধা রাজ-লক্ষ্মীরূপিণী বধূর বররূপী মহারাজ অতিথি উক্তরূপ কুসুম-স্রক্ ও আভরণাদি ধারণ এবং কলহংস-চিহ্নিত বসন পরিধান করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রিয়দর্শন হইলেন ॥ ২৫ ॥

কিরূপ বেশভূষা হইল—দেখিবার নিমিত্ত হিরণ্ময় দর্পণের সান্নিধ্যে যখন তিনি উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্পণ-গাত্রে পতিত হওয়ায়, উদীয়মান ভাস্করে প্রতি-বিম্বিত মেরুস্থিত কল্পতরুর ন্যায় তাহা শোভমান হইল ॥ ২৬ ॥

অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষগণ ছত্র-চামরাদি রাজ-চিহ্নসমূহ ধারণপূর্ব্বক জয়-জয়-শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং মহারাজ অতিথি—সর্ব্বতোভাবে দেব-সভার অনুরূপিণী রাজ-সভায় গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

সভাস্থলে চন্দ্রাতপ-বিমণ্ডিত পৈতৃক সিংহাসনে অতিথি অধিরূঢ় হইলেন। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের ঐ সিংহাসনের পাদপীঠ অপরাপর রাজন্য-গণের কিরীটখচিত রত্নরাজির দ্বারা কত না ঘর্ষিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

শ্রীবৎস নামক বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ দ্বারা অলঙ্কৃত সেই উৎসব-সভা-রূপ বিশাল মণ্ডল-মণ্ডপে যখন মহারাজ অতিথি প্রবেশ করিলেন, ঐ মণ্ডপ, কেশবের কৌস্তুভ মণিভূষিত শ্রীবৎস-চিহ্নিত বক্ষঃস্থলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

অতিথি কুমার-(রাজকুমার) ভাব হইতে ক্রমে যৌবরাজ্য এবং তার পর—আধিরাজ্য অর্থাৎ পূর্ণ নৃপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, রেখা-ভাব হইতে ক্রমে অর্দ্ধেন্দুত্ব ও পরে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

প্রসন্ন-মুখরাগং তং স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণম্। মূর্ত্তিমন্তমমন্যন্ত বিশ্বাসমনুজীবিনঃ ॥ ৩১ ॥
স পুরং পুরুহূতশ্রীঃ কল্পদ্রুমনিভধ্বজাম্। ক্রমমাণশ্চকার দ্যাং নাগেনৈরাবতৌজসা ॥ ৩২ ॥
তস্যৈকস্যোচ্ছ্রিতং ছত্রং মূর্দ্ধ্নি তেনামলত্বিষা। পূর্ব্বরাজবিয়োগৌষ্ণ্যং কৃৎস্নস্য জগতো হৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
ধূমাদগ্নেঃ শিখাঃ পশ্চাদুদয়াদংশবো রবেঃ। সোঽতীত্য তেজসাং বৃত্তিং সমমেবোত্থিতো গুণৈঃ ॥৩৪॥
তং প্রীতিবিশদৈর্নেত্রৈরন্বযুঃ পৌরযোষিতঃ। শরৎপ্রসন্নৈর্জ্যোতির্ভির্বিভাবর্য্য ইব ধ্রুবম্ ॥ ৩৫ ॥
অযোধ্যাদেবতাশ্চৈনং প্রশস্তায়তনার্চ্চিতাঃ। অনুদধ্যুরনুধ্যেয়ং সান্নিধ্যৈঃ প্রতিমাগতৈঃ ॥ ৩৬ ॥
যাবন্নাশ্যায়তে বেদিরভিষেক-জলাপ্লুতা। তাবদেবাস্য বেলান্তং প্রতাপঃ প্রাপ দুঃসহঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—প্রসন্ন-মুখরাগং স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণং তম্ (অতিথিম্) অনুজীবিনঃ মূর্ত্তিমন্তং বিশ্বাসম্ অমন্যন্ত ॥ ৩১ ॥

পুরুহূত-শ্রীঃ সঃ (অতিথিঃ) কল্পদ্রুম-নিভধ্বজাং পুরম্ (অযোধ্যাম্) ঐরাবতৌজসা নাগেন ক্রমমাণঃ (সন্) দ্যাং চকার ॥ ৩২ ॥

তস্য একস্য (অতিথেঃ) মূর্দ্ধ্নি ছত্রম উচ্ছ্রিতম্। (কিন্তু) অমলত্বিষা তেন (ছত্রেণ) কৃৎস্নস্য জগতঃ পূর্ব্বরাজ-বিয়োগৌষ্ণ্যং (কুশবিরহতাপঃ) হৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

অগ্নেঃ ধূমাৎ পশ্চাৎ শিখাঃ, রবেঃ উদয়াৎ (পশ্চাৎ) অংশবঃ (উত্তিষ্ঠন্তে)। সঃ (অতিথিঃ) তেজসাং বৃত্তিং (স্বভাবম্) অতীত্য গুণৈঃ সমম্ এব উত্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

পৌর-যোষিতঃ প্রীতি-বিশদৈঃ নেত্রৈঃ তম্ (অতিথিং) শরৎপ্রসন্নৈঃ জ্যোতির্ভিঃ বিভাবর্য্যঃ ধ্রুবম্ ইব অন্বযুঃ (অনুজগ্মুঃ) ॥ ৩৫ ॥

প্রশস্তায়তনার্চ্চিতাঃ অযোধ্যাদেবতাঃ চ অনুধ্যেয়ম্ এনম্ (অতিথিং) প্রতিমাগতৈঃ সান্নিধ্যৈঃ অনুদধ্যুঃ (অনুজগৃহুঃ) ॥৩৬॥

অভিষেক-জলাপ্লুতা বেদিঃ যাবৎ ন আশ্যায়তে (ন শুষ্যতি), তাবৎ এব অস্য (রাজ্ঞঃ) দুঃসহঃ প্রতাপঃ বেলান্তং প্রাপ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—তিনি নিয়ত প্রসন্নবদন ছিলেন ও সতত সস্মিতমুখে, উচ্চ নীচ সকলের সহিত কথা কহিতেন বলিয়া, অনুজীবিবৃন্দ তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ বিশ্বাস বলিয়া মনে করিত ॥৩১॥

সমৃদ্ধিতে তিনি ইন্দ্রের সমকক্ষ, রাজ-পুরী তাঁহার কল্পতরুর ন্যায় ধ্বজ-বিশিষ্ট, এবং হস্তী তাঁহার ইন্দ্রের ঐরাবতের তুল্য বলশালী, সুতরাং সেই মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক তিনি যখন বিচরণ করিতেন, তখন অযোধ্যা নগরী ইন্দ্রের অমরাবতীর সমতুল্য বলিয়া মনে হইত ॥ ৩২ ॥

তাঁহার পূর্ব্বতন নৃপতি কুশের বিয়োগে জগদ্বাসীর শোক-সন্তাপ জন্মিয়াছিল, তাঁহার মস্তকোপরি ধৃত বিশাল রাজচ্ছত্রের অমল-শীতল প্রভায় সেই সন্তাপ বিদূরিত হইল ॥ ৩৩ ॥

অগ্নি হইতে প্রথমে ধূম, পরে শিখা সমুদ্গত হয় এবং সূর্য্য প্রথমে উদিত হইয়া পরে কিরণমালায় জগৎ আলোকিত করেন। ইহাই হইল তেজঃপদার্থের প্রকৃতি-সিদ্ধ নিয়ম। কিন্তু অতিথির পক্ষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। তিনি একেবারে সমুদয় গুণ-গরিমায় বিভূষিত হইয়া অভ্যুদিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

পুরকামিনীগণ প্রীতি-প্রসন্ন নয়নে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিল, মনে হইল, নিশীথিনী যেন শরতের নির্ম্মল নক্ষত্রাবলীর সহযোগে জ্যোতিষ্মান্ ধ্রুবকে নিরীক্ষণ করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

রাজধানীর প্রশস্ত প্রশস্ত আয়তন সমূহে যে সকল দেব-দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে, তাঁহারা স্ব স্ব প্রতিমায় আবির্ভূত হইয়া অনুগ্রহাস্পদ মহারাজ অতিথিকে অনুগৃহীত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

অতিথির অভিষেক-জলে আপ্লুত অভিষেক-বেদি ভালো করিয়া শুষ্ক হইতে না হইতেই তদীয় দুঃসহ প্রতাপ সমুদ্রের বেলাভূমি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য।—কুশের পর তদাত্মজ অতিথি রাজা হইয়াছেন। এই স্থলে কবি কালিদাস, রাজা-রাজড়াদের রাজ্যাভিষেকের ব্যাপারটা একটু সবিস্তরভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। কোন্ উৎসবের পরে কোন্ উৎসব, কোন্ কার্য্যের পরে কোন্ কার্য্য,—ইত্যাদি বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। এখনও ভারতের তথাকথিত "স্বাধীন" নৃপতিবৃন্দের—"করোনেশনে"

বশিষ্ঠস্ত গুরোর্ম্মন্ত্রাঃ সায়কাস্তস্য ধন্বিনঃ
কিং তৎ সাধ্যং যদুভয়ে সাধয়েয়ুর্ন সঙ্গতাঃ ॥ ৩৮ ॥
স ধর্ম্মস্থ-সখঃ শশ্বদর্থিপ্রত্যর্থিনাং স্বয়ম্
দদর্শ সংশয়চ্ছেদ্যান্ ব্যবহারানতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৯ ॥
ততঃ পরমভিব্যক্ত-সৌমনস্য-নিবেদিতৈঃ
যুযোজ পাকাভিমুখৈর্ভৃত্যান্ বিজ্ঞাপনাফলৈঃ ॥৪০॥
প্রজাস্তদ্গুরুণা নদ্যো নভসেব বিবর্দ্ধিতাঃ
তস্মিংস্তু ভূয়সীং বৃদ্ধিং নভস্যে তা ইবাযযুঃ ॥ ৪১ ॥
যদুবাচ ন তন্মিথ্যা যদ্দদৌ ন জহার তৎ
সোঽভূদ্ ভগ্নব্রতঃ শত্রূনুদ্ধৃত্য প্রতিরোপয়ন্ ॥ ৪২ ॥
বয়োরূপবিভূতীনামেকৈকং মদকারণম্
তানি তস্মিন্ সমস্তানি ন তস্যোৎসিষিচে মনঃ ॥৪৩॥

অন্বয়।—গুরোঃ বশিষ্ঠস্য মন্ত্রাঃ, ধন্বিনঃ তস্য (অতিথেঃ) সায়কাঃ (ইতি) উভয়ে সঙ্গতাঃ (সন্তঃ) যৎ সাধ্যং ন সাধয়েয়ুঃ, তৎ (সাধ্যং) কিম্ (অস্তি?) ॥ ৩৮ ॥

ধর্ম্মস্থসখঃ অতন্দ্রিতঃ সঃ (নৃপঃ) শশ্বৎ অর্থিপ্রত্যর্থিনাং সংশয়চ্ছেদ্যান্ ব্যবহারান্ স্বয়ং দদর্শ ॥ ৩৯ ॥

ততঃ পরং ভৃত্যান্ অভিব্যক্ত-সৌমনস্য-নিবেদিতৈঃ পাকাভিমুখৈঃ বিজ্ঞাপনাফলৈঃ যুযোজ ॥ ৪০ ॥

প্রজাঃ তদ্গুরুণা (কুশেন) নভসা (শ্রাবণমাসেন) নদ্যঃ ইব বিবর্দ্ধিতাঃ, তস্মিন্ তু নভস্যে (ভাদ্রমাসে) তাঃ (নদ্যঃ) ইব ভূয়সীং বৃদ্ধিম্ আযযুঃ ॥ ৪১ ॥

সঃ (অতিথিঃ) যৎ উবাচ, তৎ ন মিথ্যা (অভূৎ)। যৎ দদৌ, তৎ ন জহার। (কিন্তু) শত্রূন্ উদ্ধৃত্য প্রতিরোপয়ন্ (পুনঃ স্থাপয়ন্) ভগ্ন-ব্রতঃ অভূৎ ॥ ৪২ ॥

বয়ো-রূপ-বিভূতীনাং (মধ্যে) একৈকং মদ-কারণং (ভবতি); তানি তস্মিন্ (অতিথৌ) সমস্তানি, (তথাপি) তস্য মনঃ ন উৎসিষিচে ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—ত্রিকালদর্শী গুরুদেব বশিষ্ঠের অমোঘ মন্ত্রশক্তি এবং সেই অপ্রতিরথ ধনুর্দ্ধর অতিথির বাণ—এতদুভয় মিলিত হইয়া সাধন করিতে না পারে, এমন কার্য্যই নাই ॥ ৩৮ ॥

বাদী ও প্রতিবাদীদিগের যে সমুদয় ব্যবহার অর্থাৎ মামলা-মোকর্দ্দমা—একটু জটিল সুতরাং অবশ্য নির্ণেয়, অতিথি সচিব-বেষ্টিত হইয়া আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক, সেই সমুদয় নিজে স্বয়ং বিচার করিতেন। ৩৯ ॥

এই প্রকারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যবহার নির্ণয়পূর্ব্বক, নরনাথ অতিথি, তাঁহার সিদ্ধান্তের ফল, শুশ্রূষু অনুজীবীদিগকে বিজ্ঞাপিত করিতেন। অনুজীবিগণও স্ব স্ব অভিপ্রায়-অনুরূপ ন্যায়সঙ্গত ফলশ্রবণে পরম প্রীত হইত। ব্যবহারশাস্ত্র-সম্মত সেই ফল যে সর্ব্ববাদি সুখকর হইবে, তাহা রাজার মুখপ্রসাদ প্রভৃতি বহিশ্চিহ্নের দ্বারা পূর্ব্বেই অনেকটা বুঝা যাইত ॥ ৪০ ॥

প্রজাপুঞ্জ অতিথির পিতা কুশের সময়ে শ্রাবণমাসের পূর্ণতোয়া তটিনীর ন্যায় শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল, সত্য; কিন্তু অতিথির রাজত্বে তাহারাই ভাদ্রমাসের কূলপ্লাবিনী প্রবাহিণীর ন্যায় অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করিল ॥ ৪১ ॥

অতিথি যাহা বলিতেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইত না বা যাহা দান করিতেন, তাহা আর গ্রহণ করিতেন না। সর্ব্ববিষয়ে এই নিয়ম রক্ষিত হইলেও—শত্রুগণের বেলায় ইহার বৈপরীত্য ঘটিত। কেন না,—তিনি শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া আবার স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেন ॥ ৪২ ॥

নবীন বয়ঃক্রম, অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ এবং অপরিমিত সম্পৎ, ইহার প্রত্যেকটিই মত্ততার প্রধান কারণ সত্য, এবং এই সমস্তই অতিথিতে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এততেও তাঁহার উদার হৃদয়ে কখনও কোনরূপ গর্ব্ব বা মত্ততা পরিলক্ষিত হয় নাই ॥ ৪৩ ॥

প্রায় এই সমস্ত ব্যাপারই অনুষ্ঠিত হয়। উজ্জয়িনী-তিলক কালিদাসের সময়ে, ভারতে প্রকৃত স্বাধীন নৃপতি অনেক ছিলেন, কালিদাসের ভাগ্যে, অনেকের অভিষেক প্রত্যক্ষীকৃত করিবার সুযোগও ঘটিয়াছিল, তাই ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের ন্যায় এই ব্যাপারটাও কবি চাক্ষুষ বৃত্তান্তবৎ বর্ণন করিতে পারিয়াছেন ॥ ৮-৩৮ ॥

মহারাজ অতিথি যখন ব্যবহার-দর্শনে ধর্ম্মাধিকরণে বসিতেন, তখন কতিপয় নিরপেক্ষ, ধর্ম্মভীরু সভ্য লইয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন ও নিষ্পত্তি করিতেন। বর্ত্তমান কালের জুরিপ্রথা অপেক্ষা, উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি অনুসারে তখনও রাজকার্য্য—বিচারকার্য্য—নির্ব্বাহিত হইত ॥ ৩৯ ॥

ইত্থং জনিতরাগাসু প্রকৃতিষ্বনুবাসরম্। অক্ষোভ্যঃ স নবোঽপ্যাসীদ্দৃঢ়-মূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৪৪ ॥
অনিত্যাঃ শত্রবো বাহ্যা বিপ্রকৃষ্টাশ্চ তে যতঃ। অতঃ সোঽভ্যন্তরান্ নিত্যান্ ষট্ পূর্ব্বমজয়দ্রিপূন্ ॥৪৫॥
প্রসাদাভিমুখে তস্মিংশ্চপলাপি স্বভাবতঃ। নিকষে হেমরেখেব শ্রীরাসীদনপায়িনী ॥ ৪৬ ॥
কাতর্য্যং কেবলা নীতিঃ শৌর্য্যং শ্বাপদ-চেষ্টিতম্। অতঃ সিদ্ধিং সমেতাভ্যামুভাভ্যামন্বিয়েষ সঃ ॥ ৪৭ ॥
ন তস্য মণ্ডলে রাজ্ঞো ন্যস্তপ্রণিধি-দীধিতেঃ। অদৃষ্টমভবৎ কিঞ্চিদ্ ব্যভ্রস্যেব বিবস্বতঃ ॥ ৪৮ ॥
রাত্রিন্দিব-বিভাগেষু যদাদিষ্টং মহীক্ষিতাম্। তৎ সিষেবে নিয়োগেন স বিকল্প-পরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৯ ॥
মন্ত্রঃ প্রতিদিনং তস্য বভূব সহ মন্ত্রিভিঃ। স জাতু সেব্যমানোঽপি গুপ্তদ্বারো ন সূচ্যতে ॥৫০॥

অন্বয়।—ইত্থম্ অনুবাসরং প্রকৃতিষু জনিতরাগাসু (সতীষু) সঃ নবঃ (রাজা) অপি দৃঢ়মূলং দ্রুমঃ ইব অক্ষোভ্যঃ (অপ্রধৃষ্যঃ) আসীৎ ॥ ৪৪ ॥

যতঃ বাহ্যাঃ শত্রবঃ অনিত্যাঃ, তে বিপ্রকৃষ্টাঃ চ, অতঃ সঃ (অতিথিঃ) অভ্যন্তরান্ নিত্যান্ ষট্ রিপূন্ পূর্ব্বম্ অজয়ৎ ॥৪৫॥

স্বভাবতঃ চপলা অপি শ্রীঃ প্রসাদাভিমুখে তস্মিন্ (নৃপে) নিকষে হেম-রেখা ইব অনপায়িনী আসীৎ ॥ ৪৬ ॥

কেবলা নীতিঃ কাতর্য্যং, (কেবলং) শৌর্য্যং শ্বাপদ-চেষ্টিতম্। অতঃ সঃ (অতিথিঃ) সমেতাভ্যাম্ উভাভ্যাং সিদ্ধিম্ অন্বিয়েষ ॥ ৪৭ ॥

ন্যস্ত-প্রণিধি-দীধিতেঃ তস্য রাজ্ঞঃ ব্যভ্রস্য বিবস্বতঃ ইব মণ্ডলে কিঞ্চিৎ (অপি) অদৃষ্টং ন অভবৎ ॥ ৪৮ ॥

রাত্রিন্দিববিভাগেষু মহীক্ষিতাং যৎ আদিষ্টং (মন্বাদিভিঃ), তৎ সঃ (রাজা) বিকল্পপরাঙ্মুখঃ (সন্) নিয়োগেন (নিয়মেন) সিষেবে ॥ ৪৯ ॥

তস্য (রাজ্ঞঃ) প্রতিদিনং মন্ত্রিভিঃ সহ মন্ত্রঃ (বিচারঃ) বভূব। সেব্যমানঃ অপি সঃ (মন্ত্রঃ) গুপ্তদ্বারঃ (সন্) জাতু ন সূচ্যতে (প্রকাশ্যতে) ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ।—মহারাজ অতিথি যদিও নূতন রাজা, তথাপি পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহারের দ্বারা দিন দিন প্রজাপুঞ্জের এতই অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন যে, অচিরকালমধ্যেই বদ্ধমূল বৃক্ষের ন্যায় একেবারে অপ্রধৃষ্য হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৪ ॥

বহিঃস্থিত অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নৃপতিগণ অনিত্য ও দূরবর্ত্তী শত্রু, এই কারণে তিনি সর্ব্বাগ্রে আপন অন্তরস্থিত নিত্য শত্রু কামক্রোধাদিকে জয় করিলেন ॥ ৪৫ ॥

লক্ষ্মীর প্রকৃতিই হইল চঞ্চলা, কদাচ এক স্থানে স্থির হইয়া তিনি থাকিতে পারেন না, তবুও কিন্তু নিকষ-পাষাণে স্বর্ণ-রেখার ন্যায় তিনি সেই সদাপ্রসন্নবদন নৃপতিতে স্থির হইয়া রহিলেন ॥ ৪৬ ॥

শৌর্য্যবর্জ্জিত নীতির আশ্রয়ে নিয়ত রাজ্যশাসন ভীরুতার নামান্তরমাত্র, আবার নীতিবর্জ্জিত কেবল শৌর্য্যের দ্বারা লোক-পীড়নের চেষ্টাও হিংস্র শ্বাপদাদির ধর্ম্ম। এই কারণে অতিথি, নীতি ও শৌর্য্য—উভয়ের সামঞ্জস্য-বিধান-পুরঃসর সিদ্ধিলাভে যত্নবান্ হইতেন ॥ ৪৭ ॥

গুপ্তচররূপ রশ্মিজালে তাঁহার সমগ্র রাজ্য এমনই পরিব্যাপ্ত ছিল যে, মেঘাবরণ-বিমুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তদীয় রাষ্ট্রমণ্ডলে কোন বিষয়ই কখনো অবিজ্ঞাত রহিত না ॥ ৪৮ ॥

দিবারাত্র সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া, যে সময়ে রাজার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট, অতিথি, নিঃসংশয়ে এবং দৃঢ়তার সহিত তাহার অনুষ্ঠান করিতেন ॥ ৪৯ ॥

মহারাজ অতিথি প্রত্যহ অতিসংগোপনে মন্ত্রীদিগের সহিত রাজকার্য্যের মন্ত্রণা করিতেন। আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা তাহা কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। তাই মন্ত্রণানুসারে রাজ-কার্য্য সম্পন্ন হইলেও, কখনও তাহা প্রকাশ পাইত না ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য।—মহারাজ অতিথি বিমলপ্রতিভাবলে স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, নিয়ত কূটনীতির আশ্রয়-পূর্ব্বক রাজ্য-শাসন কাতর্য্যের লক্ষণ, ভীরুত্বের চিহ্ন এবং একেবারে নীতিবিরহিত পাশব-বলে রাজ্য-শাসনও হিংস্র-ব্যাঘ্রাদির বলহীন-মৃগ-পীড়ন-তুল্য। রাজ্যের সুশাসন করিতে হইলে—নীতি এবং শৌর্য্য উভয়ই আবশ্যক। পাশব-বলে কিয়ৎকালের জন্য রাজ্য-জয় হয় বটে, কিন্তু রাজ্য-বাসীর হৃদয়-জয় হয় না। পাশববলে পার্থিব-সিংহাসন-লাভ হইলেও, প্রজাবৃন্দের অপার্থিব হৃদয়-সিংহাসন-লাভের সৌভাগ্য অত্যাচারী রাজার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর নয় ॥ ৪৭ ॥

পরেষু স্বেষু চ ক্ষিপ্তৈরবিজ্ঞাত-পরস্পরৈঃ। সোঽপসর্পৈর্জজাগার যথাকালং স্বপন্নপি ॥ ৫১ ॥
দুর্গাণি দুর্গ্রহাণ্যাসন্ তস্য রোদ্ধুরপি দ্বিষাম্। ন হি সিংহো গজাস্কন্দী ভয়াদ্ গিরিগুহাশয়ঃ ॥৫২॥
ভব্যমুখ্যাঃ সমারম্ভাঃ প্রত্যবেক্ষ্যা নিরত্যয়াঃ। গর্ভ-শালি-সধর্ম্মাণস্তস্য গূঢ়ং বিপেচিরে ॥ ৫৩ ॥
অপথেন প্রববৃতে ন জাতূপচিতোঽপি সঃ। বৃদ্ধৌ নদীমুখেনৈব প্রস্থানং লবণাম্ভসঃ ॥ ৫৪ ॥
কামং প্রকৃতিবৈরাগ্যং সদ্যঃ শময়িতুং ক্ষমঃ। যস্য কার্য্যঃ প্রতীকারঃ স তন্নৈবোদপাদয়ৎ ॥ ৫৫ ॥
শক্যেষ্বেবাভবদ্ যাত্রা তস্য শক্তিমতঃ সতঃ। সমীরণ সহায়োঽপি নাম্ভঃপ্রার্থী দবানলঃ ॥ ৫৬ ॥
ন ধর্ম্মমর্থকামাভ্যাং ববাধে ন চ তেন তৌ। নার্থং কামেন কামং বা সোঽর্থেন সদৃশস্ত্রিষু ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—যথাকালং স্বপন্ অপি সঃ (অতিথিঃ) পরেষু স্বেষু চ ক্ষিপ্তৈঃ অবিজ্ঞাত-পরস্পরৈঃ অপসর্পৈঃ জজাগার ॥ ৫১ ॥

দ্বিষাং রোদ্ধুঃ তস্য (রাজ্ঞঃ) দুর্গাণি দুর্গ্রহাণি আসন্। গজাস্কন্দী সিংহঃ ভয়াৎ গিরিগুহাশয়ঃ ন হি (ভবতি, কিন্তু স্বভাবতঃ এব) ॥ ৫২ ॥

ভব্যমুখ্যাঃ প্রত্যবেক্ষ্যাঃ নিরত্যয়াঃ গর্ভশালি-সধর্ম্মাণঃ, তস্য (রাজ্ঞঃ) সমারম্ভাঃ গূঢ়ং বিপেচিরে ॥ ৫৩ ॥

সঃ (অতিথিঃ) উপচিতঃ অপি জাতু অপথেন ন প্রববৃতে। (তথাহি),—লবণাম্ভসঃ (লবণসমুদ্রস্য) বৃদ্ধৌ (সত্যাং) নদীমুখেনৈব প্রস্থানম্ (ভবতি) ॥ ৫৪ ॥

প্রকৃতিবৈরাগ্যং সদ্যঃ কামং শময়িতুং ক্ষমঃ সঃ (রাজা), যস্য প্রতীকারঃ কার্য্যঃ, তৎ বৈরাগ্যং ন এব উদপাদয়ৎ ॥ ৫৫ ॥

শক্তিমতঃ সতঃ তস্য (রাজ্ঞঃ) শক্যেষু এব যাত্রা অভবৎ। (তথাহি);—সমীরণ-সহায়ঃ অপি দবানলঃ অম্ভঃ-প্রার্থী ন (ভবতি) ॥ ৫৬ ॥

সঃ (রাজা) অর্থকামাভ্যাং ধর্ম্মং ন ববাধে, তেন (ধর্ম্মেণ) তৌ (অর্থকামৌ) চ ন (ববাধে), অর্থং কামেন, কামং বা অর্থেন ন (ববাধে), (কিন্তু) ত্রিষু (ধর্ম্মার্থকামেষু) সদৃশঃ (অভূৎ) ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—মহারাজ অতিথি যদিও যথাসময়ে নিদ্রিত হইতেন, কিন্তু কি শত্রু কি মিত্র—সর্ব্বত্র পরস্পরের অজ্ঞাতসারে চর নিযুক্ত থাকায় মনে হইত, তিনি যেন সর্ব্বদা জাগিয়াই আছেন ॥ ৫১ ॥

অতিথি স্বয়ং শত্রুগণের অবরোধক ছিলেন, সত্য, কিন্তু তাঁহার দুর্গসমূহ শত্রু কর্ত্তৃক অবরোধের অতীত ছিল। রাজধর্ম্মানুসারে, ঐ প্রকার দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাই তিনি করিয়াছিলেন। নতুবা ভয় হেতু উহা নির্ম্মিত হয় নাই। কেন না, মাতঙ্গগণের পরাজয়কারী সিংহের প্রকৃতিই হইল—পর্ব্বতকন্দরে শয়ন করা, তাহারা ভয়ে তথায় গমন করে না ॥ ৫২ ॥

অতিথি একমাত্র রাজ্যের হিতোদ্দেশেই কৃত্যাকৃত্য বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া যাইতেন। তাই তাঁহার সকল কার্য্যই সাফল্যে মণ্ডিত হইত। যে সমুদয় শালিধান্য, নিজের কাণ্ডমধ্যেই পাকিয়া থাকে, তাঁহার কর্ম্মও তদ্রূপ তিনিই জানিতেন,—অপরে জানিতে পাইত না। তাই সম্পূর্ণ অপ্রকাশভাবে তদীয় কর্ম্ম সুফল প্রসব করিত ॥ ৫৩ ॥

তাঁহার সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না। কিন্তু কখনও তিনি অপথে-কুপথে যাইতেন না। লবণ-সাগর উদ্বেল হইলে—নদীর মুখেই তাহার গতি অর্থাৎ শান্তি হয়, অন্যপথে নহে ॥ ৫৪ ॥

তাঁহার এমন ক্ষমতা যথেষ্টই ছিল, যদ্দ্বারা প্রজাবৃন্দের বিরাগের প্রশমন তিনি অবাধে করিতে পারিতেন। তবুও কিন্তু যাহার প্রতীকার করিতে হইবে, এমন প্রজা-বিরাগ তিনি আদৌ জন্মিতে দিতেন না ॥ ৫৫ ॥

অতিথি অসীম বলশালী হইলেও তাঁহা হইতে হীনবল শত্রুর বিরুদ্ধেই তিনি অভিযান করিতেন। কেন না, সমীরণ যতই সহায় থাকুক না, দাবানল কিন্তু দহন করিবার জন্য কাষ্ঠাদিই অন্বেষণ করে, জলের অন্বেষণ করে না ॥ ৫৬ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিই তাঁহার দ্বারা সমানভাবে সেবিত হইত। কদাচ তিনি অর্থ ও কামের দ্বারা ধর্ম্মের, ধর্ম্মদ্বারা অর্থ ও কামের এবং কামদ্বারা অর্থের বা অর্থদ্বারা কামের বাধা জন্মাইতেন না ॥ ৫৭ ॥

হীনান্যনুপকর্ত্তৄণি প্রবৃদ্ধানি বিকুর্ব্বতে ।
তেন মধ্যম-শক্তীনি মিত্রাণি স্থাপিতান্যতঃ ॥ ৫৮ ॥
পরাত্মনোঃ পরিচ্ছিদ্য শক্ত্যাদীনাং বলাবলম্ ।
যযাবেভির্বলিষ্ঠশ্চেৎ পরস্মাদাস্ত সোঽন্যথা ॥ ৫৯ ॥
কোশেনাশ্রয়ণীয়ত্বমিতি তস্যার্থসংগ্রহঃ ।
অম্বুগর্ভো হি জীমূতশ্চাতকৈরভিনন্দ্যতে ॥ ৬০ ॥
পরকর্ম্মাপহঃ সোঽভূদুদ্যতঃ স্বেষু কর্ম্মসু ।
আবৃণোদাত্মনো রন্ধ্রং রন্ধ্রেষু প্রহরন্ রিপূন্ ॥ ৬১ ॥
পিত্রা সংবর্দ্ধিতো নিত্যং কৃতাস্ত্রঃ সাম্পরায়িকঃ ।
তস্য দণ্ডবতো দণ্ডঃ স্বদেহান্ন ব্যশিষ্যত ॥ ৬২ ॥
সর্পস্যেব শিরোরত্নং নাস্য শক্তিত্রয়ং পরঃ ।
ন চকর্ষ পরস্মাৎ তদয়স্কান্ত ইবায়সম্ ॥ ৬৩ ॥
বাপীষ্বিব স্রবন্তীষু বনেষূপবনেষ্বিব ।
সার্থাঃ স্বৈরং স্বকীয়েষু চেরুর্বেশ্মস্বিবাদ্রিষু ॥ ৬৪ ॥
তপো রক্ষন্ স বিঘ্নেভ্যস্তস্করেভ্যশ্চ সম্পদঃ ।
যথাস্বমাশ্রমৈশ্চক্রে বর্ণৈরপি ষড়ংশভাক্ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়।—মিত্রাণি হীনানি (সন্তি) অনুপকর্ত্তৄণি (ভবন্তি), প্রবৃদ্ধানি (সন্তি) বিকুর্ব্বতে। অতঃ তেন (রাজ্ঞা) মিত্রাণি মধ্যম-শক্তীনি (যথা, তথা) স্থাপিতানি ॥ ৫৮ ॥

সঃ (অতিথিঃ) পরাত্মনোঃ শক্ত্যাদীনাং বলাবলং পরিচ্ছিদ্য এভিঃ পরস্মাৎ বলিষ্ঠঃ চেৎ, যযৌ, অন্যথা (দুর্ব্বলঃ চেৎ) আস্ত (অতিষ্ঠৎ) ॥ ৫৯ ॥

কোশেন আশ্রয়ণীয়ত্বং (ভবতি), ইতি (হেতোঃ) তস্য (রাজ্ঞঃ) অর্থসংগ্রহঃ। (তথাহি),—অম্বুগর্ভঃ জীমূতঃ হি চাতকৈঃ অভিনন্দ্যতে ॥ ৬০ ॥

সঃ (রাজা) পরকর্ম্মাপহঃ (সন্) স্বেষু কর্ম্মসু উদ্যতঃ অভূৎ। রিপূন্ রন্ধ্রেষু প্রহরন্ আত্মনঃ রন্ধ্রম্ আবৃণোৎ ॥ ৬১ ॥

দণ্ডবতঃ তস্য (রাজ্ঞঃ) পিত্রা (কুশেন) নিত্যং সংবর্দ্ধিতঃ কৃতাস্ত্রঃ সাম্পরায়িকঃ দণ্ডঃ (সৈন্যং) স্বদেহাৎ ন ব্যশিষ্যত ॥ ৬২ ॥

সর্পস্য শিরোরত্নম্ ইব অস্য (রাজ্ঞঃ) শক্তিত্রয়ং পরঃ ন চকর্ষ। (সঃ) (তু) পরস্মাৎ তৎ (শক্তিত্রয়ম্) অয়স্কান্তঃ আয়সম্ ইব (চকর্ষ) ॥ ৬৩ ॥

স্রবন্তীষু (নদীষু) বাপীষু ইব, বনেষু উপবনেষু ইব, অদ্রিষু স্বকীয়েষু বেশ্মসু ইব সার্থাঃ (বণিক্প্রভৃতয়ঃ) স্বৈরং চেরুঃ ॥ ৬৪ ॥

বিঘ্নেভ্যঃ তপঃ রক্ষন্, তস্করেভ্যঃ সম্পদঃ চ (রক্ষন্) সঃ (রাজা) আশ্রমৈঃ বর্ণৈঃ অপি যথাস্বং ষড়ংশভাক্ চক্রে ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গার্থ।—মিত্রপক্ষ একান্ত হীনদশাগ্রস্ত হইলে কোন উপকার হয় না, আবার অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইলেও আর মিত্র থাকে না,—কর্ত্তৃত্ব করিতে চায়, তাই বিজ্ঞ অতিথি, মিত্রগণ যাহাতে অতিক্ষীণ বা অতিপ্রবল হইয়া না দাঁড়ায়, তাহারই ব্যবস্থা করিতেন ॥ ৫৮ ॥

অভিযান করিবার পূর্ব্বে, আত্ম-বল ও পর-বলের ন্যূনাধিকতা সর্ব্বাগ্রে তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতেন ; যদি আপনাকে শত্রু অপেক্ষা সর্ব্বাংশে বলবত্তর বলিয়া মনে করিতেন, তবেই যুদ্ধযাত্রা করিতেন, নতুবা যেমন আছেন, তেমনই থাকিতেন ॥ ৫৯ ॥

ধনাগারে ধন সঞ্চিত থাকিলে—সকলকেই আশ্রয় দেওয়া চলে, তাই তিনি ধনসঞ্চয়ে তৎপর ছিলেন, লোভ বশতঃ সঞ্চয় করিতেন না। যে মেঘের জল থাকে, চাতকগণ তাহাকেই স্তবস্তুতি করে, জলহীন মেঘের ত্রিসীমায়ও চাতক যায় না ॥৬০॥

অতিথি সর্ব্বদাই আপনার কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহিত থাকিয়া শত্রুর কার্য্য পণ্ড করিতেন এবং আপনার সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির সমাধান করিয়া, রন্ধ্র পাইলেই শত্রুকে আঘাত করিতেন ॥ ৬১ ॥

মহারাজ কুশ সর্ব্বপ্রযত্নে যে সমুদয় যুদ্ধবিশারদ, সুশিক্ষিত সৈন্যের পোষণ করিতেন, অতিথি সেই সৈন্যদিগকে স্বীয় দেহ হইতে পৃথক্ মনে করিতেন না ॥ ৬২ ॥

ফণীর শিরোমণির ন্যায় তদীয় শক্তি শত্রুপক্ষের ধর্ষণাযোগ্য ছিল বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং, অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ শত্রুপক্ষীয় শক্তি আকর্ষণ করিয়া লইতেন ॥৬৩॥

তাঁহার অধিকারে বণিক্প্রভৃতিরা নদীসমূহে গৃহদীর্ঘিকার ন্যায়, বন-সমূহে উপবনের ন্যায় এবং পর্ব্বতসমূহে স্ব স্ব গৃহের ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করিত। কোথাও কোন বাধা ছিল না ॥ ৬৪ ॥

রাক্ষসাদির উপদ্রব হইতে আশ্রমবাসী মুনিদিগের তপোরক্ষা এবং তস্কর হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সম্পদ্‌রক্ষা করায়, তিনি রাজস্বের ন্যায় বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মেরও ষড়ংশভাগী ছিলেন ॥ ৬৫ ॥

খনিভিঃ সুষুবে রত্নং ক্ষেত্রৈঃ শস্যং বনৈর্গজান্। দিদেশ বেতনং তস্মৈ রক্ষা-সদৃশমেব ভূঃ ॥ ৬৬ ॥
স গুণানাং বলানাং চ ষণ্ণাং ষণ্মুখ-বিক্রমঃ। বভূব বিনিয়োগজ্ঞঃ সাধনীয়েষু বস্তুষু ॥ ৬৭ ॥
ইতি ক্রমাৎ প্রযুঞ্জানো রাজনীতিং চতুর্বিধাম্। আ তীর্থাদপ্রতীঘাতং স তস্যাঃ ফলমানশে ॥ ৬৮ ॥
কূট-যুদ্ধ-বিধিজ্ঞেঽপি তস্মিন্ সম্মার্গযোধিনি। ভেজেঽভিসারিকাবৃত্তিং জয়শ্রীর্বীরগামিনী ॥ ৬৯ ॥
প্রায়ঃ প্রতাপভগ্নত্বাদরীণাং তস্য দুর্লভঃ। রণো গন্ধদ্বিপস্যেব গন্ধভিন্নান্য-দন্তিনঃ ॥ ৭০ ॥
প্রবৃদ্ধৌ হীয়তে চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি তথাবিধঃ। স তু তৎ-সমবৃদ্ধিশ্চ ন চাভূত্তাবিব ক্ষয়ী ॥ ৭১ ॥
সন্তস্তস্যাভিগমনাদত্যর্থং মহতঃ কৃশাঃ। উদধেরিব জীমূতাঃ প্রাপুর্দাতৃত্বমর্থিনঃ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়ঃ।—ভূঃ তস্মৈ (রাজ্ঞে) রক্ষা-সদৃশম্ এব বেতনং দদেশ। (কথম্) ?—(সা ভূঃ) খনিভিঃ রত্নং সুষুবে, ক্ষেত্রৈঃ শস্যং। (সুষুবে), বনৈঃ গজান্ (সুষুবে) ॥ ৬৬ ॥

ষণ্মুখ-বিক্রমঃ সঃ (রাজা) ষণ্ণাং গুণানাং বলানাং চ সাধনীয়েষু বস্তুষু বিনিয়োগজ্ঞঃ বভূব ॥ ৬৭ ॥

ইতি চতুর্ব্বিধাং রাজ-নীতিং ক্রমাৎ প্রযুঞ্জানঃ সঃ (রাজা) আ তীর্থাৎ তস্যাঃ (নীতেঃ) ফলম্ অপ্রতীঘাতং (যথা তথা) আনশে ॥ ৬৮ ॥

কূট-যুদ্ধ-বিধিজ্ঞে অপি সম্মার্গযোধিনি তস্মিন্ (অতিথৌ) বীরগামিনী জয়শ্রীঃ অভিসারিকাবৃত্তিং ভেজে ॥ ৬৯ ॥

অরীণাং প্রতাপভগ্নত্বাৎ তস্য (রাজ্ঞঃ) গন্ধভিন্নান্যদন্তিনঃ গন্ধদ্বিপস্য ইব প্রায়ঃ রণঃ দুর্লভঃ (আসীৎ) ॥ ৭০ ॥

প্রবৃদ্ধৌ (সত্যাং) চন্দ্রঃ হীয়তে, সমুদ্রঃ অপি তথাবিধঃ, সঃ (রাজা) তু তৎ-সম-বৃদ্ধিঃ চ অভূৎ, তৌ ইব ক্ষয়ী ন (অভূৎ) ॥ ৭১ ॥

অত্যর্থং কৃশাঃ অর্থিনঃ সন্তঃ (বিদ্বাংসঃ) মহতঃ তস্য (রাজ্ঞঃ) অভিগমনাৎ উদধেঃ (অভিগমনাৎ) জীমূতাঃ ইব দাতৃত্বং প্রাপুঃ ॥ ৭২ ॥

... ... হইতে রত্নরাজি, ক্ষেত্র হইতে শস্যরাশি ও অরণ্য হইতে মাতঙ্গসমূহের অর্পণ করিয়া, রক্ষাকর্ত্তা অধিরাজ অতিথিকে, রক্ষার অনুরূপ বেতন-প্রতিদান করিত ॥ ৬৬ ॥

মহারাজ অতিথি স্বয়ং দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় অতুল্য-বিক্রম ছিলেন। রাজ্যের শাসনে ও পরিরক্ষণে এবং পরিবর্দ্ধনে,—সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি ও সৈন্য, ভৃত্য প্রভৃতি—ষড়্‌বিধ গুণ রাজার পক্ষে জ্ঞাত থাকা এবং কোথায় কোন্ সময়ে কোন্‌টির প্রয়োগ করিতে হইবে,—তাহা বিশেষরূপে বিদিত থাকা, প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য; অতিথি সে সমস্তই জানিতেন এবং তদ্দ্বারা রাজনীতি-বিশারদ রাজার কর্ত্তব্য অতি উত্তমরূপে সম্পাদন করিতেন ॥ ৬৭ ॥

এইপ্রকারে পর্য্যায়ক্রমে চতুর্ব্বিধ রাজনীতির প্রয়োগপূর্ব্বক, অতিথি মন্ত্রাদি অষ্টাদশ বিষয় পর্য্যন্ত, সেই রাজনীতির সম্পূর্ণ ফললাভ করিতেন ॥ ৬৮ ॥

তাঁহার রাজনীতি-সম্মত কূটযুদ্ধের এবং তদনুসারে কূটাদি নৈপুণ্যের অভাব ছিল না। তবুও কিন্তু তিনি কখনো ধর্ম্ম-বিগর্হিত-প্রথায় যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন না; এই কারণেই বীরানুরাগিণী বিজয়-লক্ষ্মী, অভিসারিকার ন্যায় স্বয়ং গিয়া তাঁহার ভজনা করিতেন ॥ ৬৯ ॥

তাঁহার অখণ্ড-প্রতাপ-প্রভাবে প্রায় সমস্ত শত্রুই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাই, যুদ্ধাদি তেমন বড় একটা তাঁহাকে আর করিতেই হইত না। গন্ধপ্রধান গজরাজের প্রস্রুত মদগন্ধে যেমন দূর হইতেই অন্যান্য করী পলায়ন করে, তাঁহার প্রতাপের সম্মুখে শত্রুরাও তদ্রূপ করিত ॥ ৭০ ॥

চন্দ্র এবং সমুদ্র উভয়েরই সম্পূর্ণ বৃদ্ধিলাভের পর ক্রমে আবার ক্ষীণতা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু অতিথির সর্ব্বাংশে সমভাবে বৃদ্ধিই হইতেছিল, অথচ চন্দ্র ও সাগরের মত, কোন দিন তিনি ক্ষয় প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৭১ ॥

জলহীন মেঘ সাগরের নিকটে গিয়া জল-গ্রহণপূর্ব্বক অজস্র বর্ষণে ধরণীকে শীতল করে,মহারাজ অতিথির নিকটেও দীনদরিদ্র সরস্বতীর সেবকগণ উপস্থিত হইয়া এতই ধন লাভ করিতেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহারা প্রচুর দান-ধ্যান করিতে পারিতেন ॥ ৭২ ॥

হ্রিয়মানঃ স জিহ্রায় স্তুত্যমেব সমাচরন্ । তথাপি ববৃধে তস্য তৎকারিদ্বেষিণো যশঃ ॥ ৭৩ ॥
দুরিতং দর্শনেন ঘ্নংস্তত্ত্বার্থেন নুদংস্তমঃ । প্রজাঃ স্বতন্ত্রয়াঞ্চক্রে শশ্বৎ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৭৪ ॥
ইন্দোরগতয়ঃ পদ্মে সূর্য্যস্য কুমুদেঽংশবঃ । গুণাস্তস্য বিপক্ষেঽপি গুণিনো লেভিরেঽন্তরম্ ॥৭৫॥
পরাভিসন্ধানপরং যদ্যপ্যস্য বিচেষ্টিতম্ । জিগীষোরশ্বমেধায় ধর্ম্ম্যমেব বভূব তৎ ॥ ৭৬ ॥
এবমুদ্যন্ প্রভাবেণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টবর্ত্মনা । বৃষেব দেবো দেবানাং রাজ্ঞাং রাজা বভূব সঃ ॥৭৭॥
পঞ্চমং লোকপালানামূচুঃ সাধর্ম্ম্যযোগতঃ । ভূতানাং মহতাং ষষ্ঠমষ্টমং কুলভূভৃতাম্ ॥ ৭৮ ॥
দূরাপবর্জ্জিতচ্ছত্রৈস্তস্যাজ্ঞাং শাসনার্পিতাম্ । দধুঃ শিরোভির্ভূপালা দেবাঃ পৌরন্দরীমিব ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়ঃ।—সঃ (রাজা) স্তুত্যম্ এব সমাচরন্ হ্রিয়মানঃ (সন্) জিহ্রায়; তথাপি তৎ-কারি-দ্বেষিণঃ তস্য যশঃ ববৃধে ॥ ৭৩ ॥

(সঃ রাজা) উদিতঃ সূর্য্যঃ ইব দর্শনেন দুরিতং ঘ্নন্ (দূরীকুর্ব্বন্) তত্ত্বার্থেন তমঃ নুদন্ শশ্বৎ প্রজাঃ স্বতন্ত্রয়াঞ্চক্রে ॥ ৭৪ ॥

ইন্দোঃ অংশবঃ পদ্মে অগতয়ঃ, সূর্য্যস্য (অংশবঃ) কুমুদে (অগতয়ঃ), গুণিনঃ তস্য গুণাঃ (তু) বিপক্ষে অপি অন্তরং লেভিরে ॥ ৭৫ ॥

অশ্বমেধায় জিগীষোঃ অস্য বিচেষ্টিতং যদ্যপি পরাভি-সন্ধান-পরং, (তথাপি) তৎ ধর্ম্ম্যম্ এব বভূব ॥ ৭৬ ॥

এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টবর্ত্মনা প্রভাবেণ উদ্যন সঃ (রাজা), বৃষা দেবানাং দেবঃ ইব (দেব-দেবঃ ইব) রাজ্ঞাং রাজা (রাজ-রাজঃ) বভূব ॥ ৭৭ ॥

(তং রাজানং) সাধর্ম্ম্য-যোগতঃ লোকপালানাং পঞ্চমং, মহতাং ভূতানাং ষষ্ঠং কুলভূভৃতাম্ অষ্টমম্ ঊচুঃ (জনাঃ) ॥ ৭৮ ॥

ভূপালাঃ শাসনার্পিতাং তস্য আজ্ঞাং, দেবাঃ পৌরন্দরীম্ (আজ্ঞাম্) ইব, দূরাপবর্জ্জিতচ্ছত্রৈঃ শিরোভিঃ দধুঃ ॥ ৭৯ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রশংসার যোগ্য সমস্ত কার্য্যই তিনি করিতেন বটে, অথচ কেহ তাঁহার প্রশংসা করিলে তিনি লজ্জায় মরিয়া যাইতেন ও সেই স্তাবকদিগের প্রতি অতিশয় রোষ প্রকাশ করিতেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই সকলের দ্বারা উত্তরোত্তর তাঁহার যশ বর্দ্ধিতই হইত ॥ ৭৩ ॥

আকাশে সমুদিত সবিতৃদেবের যেমন দর্শনে পাপক্ষয় ও অংশুজালে নিখিল তিমির দূরীভূত হয়, তদ্রূপ সেই অভ্যুদয়-শালী মহারাজ অতিথির দর্শনেই প্রজাকুলের সকল দুঃখদৈন্য দূর হইত এবং তাঁহার সুব্যবস্থাগুণে সকলের সকল দোষ, ত্রুটি চলিয়া যাইত। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বীয় প্রজাপুঞ্জকে সর্ব্বাংশে এক নূতনভাবে, নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

কমলদলে ইন্দুর কৌমুদী যাইতে পারে না বা কুমুদদলে সূর্য্যাংশু স্থান পায় না। কিন্তু অশেষ-গুণশালী অতিথির গুণ-গরিমার এমনই মহিমা ছিল যে, অতিবড় শত্রুও তাঁহাতে আকৃষ্ট হইত ॥ ৭৫ ॥

যদিও যুদ্ধবিগ্রহাদির দ্বারা সেই বিজয়লিপ্সু নৃপতি শত্রু-পক্ষ রাজন্যগণের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেন, কিন্তু সে সমস্তই তাঁহার অশ্বমেধ প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক কার্য্যের জন্য, বিলাসের জন্য আদৌ নহে ॥ ৭৬ ॥

এইপ্রকারে শাস্ত্রানুগত পথে চলিয়া অতিথি অশেষ শ্রীবৃদ্ধির ভাজন হইলেন এবং ক্রমে, ইন্দ্র যেমন স্বর্গে দেবরাজ, তিনিও তদ্রূপ মর্ত্তে রাজ-রাজ অধিরাজ হইয়া উঠিলেন ॥ ৭৭ ॥

লোকরক্ষা, পরোপকার ও পৃথিবী-পালন—এই ত্রিবিধ কর্ম্মে অতিথির নৈপুণ্যাতিশয় দর্শনে, জন-সাধারণ, তাঁহাকে, যথাক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপাল চতুষ্টয়ের পঞ্চম, পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতের ষষ্ঠ ও মহেন্দ্রাদি কুল-পর্ব্বত-গণের অষ্টম বলিত ॥ ৭৮ ॥

দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের শাসন নত-মস্তকে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ অতিথি পত্রযোগে কোনো আদেশ প্রেরণ করিলে, ভূপালগণ দূর হইতেই, রাজছত্র অবনমিত করিয়া অবনতশিরে সেই আদেশলিপি মস্তকে ধারণ করিতেন ॥ ৭৯ ॥

ঋত্বিজঃ স তথানর্চ্চ দক্ষিণাভির্মহাক্রতৌ। যথা সাধারণীভূতং নামাস্য ধনদস্য চ ॥ ৮০ ॥
ইন্দ্রাদ্বৃষ্টির্নিয়মিতগদোদ্রেকবৃত্তির্যমোঽভূদ্ যাদোনাথঃ শিবজল-পথঃ কর্ম্মণে নৌচরাণাম্।
পূর্ব্বাপেক্ষী তদনু বিদধে কোষবৃদ্ধিং কুবেরস্তস্মিন্ দণ্ডোপনতচরিতং ভেজিরে লোকপালাঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি সপ্তদশঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—সঃ (রাজা) মহাক্রতৌ ঋত্বিজঃ দক্ষিণাভিঃ তথা আনর্চ্চ, যথা অস্য (রাজ্ঞঃ) ধনদস্য চ নাম সাধারণীভূতম্ (আসীৎ) ॥ ৮০ ॥

ইন্দ্রাৎ বৃষ্টিঃ অভূৎ, যমঃ নিয়মিত-গদোদ্রেকবৃত্তিঃ (অভূৎ), যাদোনাথঃ (বরুণঃ) নৌচরাণাং কর্ম্মণে শিবজলপথঃ (অভূৎ), তদনু পূর্ব্বাপেক্ষী (রঘুরামাদি-মহিমাভিজ্ঞঃ) কুবেরঃ কোষবৃদ্ধিং বিদধে। (ইত্থং) লোকপালাঃ তস্মিন্ (রাজ্ঞি বিষয়ে) দণ্ডোপনত চরিতং ভেজিরে ॥ ৮১ ॥

বঙ্গার্থ।—অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক, মহারাজ অতিথি, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে এত প্রচুর অর্থ দক্ষিণাদানাদি-ব্যপদেশে অর্পণ করিয়াছিলেন যে,—স্বর্গের ধনপতি কুবেরের সমকক্ষ বলিয়া মর্ত্তের নরপতি অতিথির নাম লোকমুখে কীর্ত্তিত হইত ॥ ৮০ ॥

তাঁহার রাজত্বকালে কোনদিকে কোনরূপ অভাব, অভিযোগ বা বিশৃঙ্খলা ছিল না। পর্জ্জন্যদেব প্রচুর বারিবর্ষণ করিতেন, কৃতান্ত স্বয়ং মহামারী প্রভৃতি লোকনাশক রোগ জন্মিতে দিতেন না, নৌকাবাহীদিগের গমনাগমনের সুবিধার জন্য সরিৎপতি সমস্ত সরিতেই প্রচুর জল প্রবাহিত করিতেন, আর রাম, দশরথ, অজ, রঘু প্রভৃতি পূর্ব্বরাজগণের মাহাত্ম্য জানিতেন বলিয়া কুবের অতিথির ধনাগার—নানা ধনরত্নে পরিপূর্ণ করিতেন। এই প্রকারে সর্ব্বাংশে সর্ব্বতোভাবে পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া তিনি অপ্রতিম-প্রভাবে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপরাপর লোক-পালগণ সতত আশ্রিতের ন্যায় সেই আশ্রয়দাতা অতিথির সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥

তাৎপর্য্য।—এই সর্গে কালিদাস অতিথির গুণগরিমাদির বর্ণনায় একটু অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। দিলীপ হইতে কুশ পর্য্যন্ত কাহারও সম্বন্ধে এত কথা কবি বলেন নাই। কুশের চিত্রের পর, পাঠকদিগকে কবি বোধ হয়, উচ্চতর-আর একখানি আলেখ্য দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন ॥ ৮১ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

স নৈষধস্যার্থপতেঃ সুতায়ামুৎপাদয়ামাস নিষিদ্ধশত্রুঃ।
অনূনসারং নিষধান্নগেন্দ্রাৎ পুত্রং যমাহুর্নিষধাখ্যমেব ॥ ১ ॥

তেনোরুবীর্য্যেণ পিতা প্রজায়ৈ কল্পিষ্যমাণেন ননন্দ যূনা।
সুবৃষ্টিযোগাদিব জীবলোকঃ শস্যেন সম্পত্তি-ফলোন্মুখেন ॥ ২ ॥

শব্দাদি নির্বিশ্য সুখং চিরায় তস্মিন্ প্রতিষ্ঠাপিত-রাজশব্দঃ।
কৌমুদ্বতেয়ঃ কুমুদাবদাতৈর্দ্যামর্জ্জিতাং কর্ম্মভিরারুরোহ ॥ ৩ ॥

পৌত্রঃ কুশস্যাপি কুশেশয়াক্ষঃ সসাগরাং সাগরধীরচেতাঃ।
একাতপত্রাং ভুবমেকবীরঃ পুরার্গলাদীর্ঘভুজো বুভোজ ॥ ৪ ॥

তস্যানলৌজাস্তনয়স্তদন্তে বংশশ্রিয়ং প্রাপ নলাভিধানঃ।
যো নড্বলানীব গজঃ পরেষাং বলান্যমৃদ্নান্নলিনাভবক্ত্রঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—নিষিদ্ধ-শত্রুঃ সঃ (অতিথিঃ) নৈষধস্য অর্থপতেঃ সুতায়াং নিষধাৎ নগেন্দ্রাৎ (তন্নামক-পর্ব্বতাৎ) অনূনসারং পুত্রম্ উৎপাদয়ামাস, যং (পুত্রং) নিষধাখ্যম্ এব আহুঃ ॥ ১ ॥

উরুবীর্য্যেণ প্রজায়ৈ কল্পিষ্যমাণেন তেন যূনা পিতা (অতিথিঃ) সুবৃষ্টিযোগাৎ সম্পত্তিফলোন্মুখেন শস্যেন জীবলোকঃ ইব ননন্দ ॥ ২ ॥

কৌমুদ্বতেয়ঃ (অতিথিঃ) শব্দাদি সুখং নির্বিশ্য চিরায় তস্মিন্ (নিষধাখ্যে পুত্রে) প্রতিষ্ঠাপিত-রাজ-শব্দঃ (সন্) কুমুদাবদাতৈঃ কর্ম্মভিঃ অর্জ্জিতাং দ্যাম্ আরুরোহ ॥ ৩ ॥

কুশেশয়াক্ষঃ সাগরধীর-চেতাঃ একবীরঃ পুরার্গলাদীর্ঘভুজঃ কুশস্য পৌত্রঃ (নিষধঃ) অপি সসাগরাম্ একাতপত্রাং ভুবং বুভোজ ॥ ৪ ॥

অনলৌজাঃ নলাভিধানঃ তস্য (নিষধস্য) তনয়ঃ তদন্তে বংশশ্রিয়ং প্রাপ। নলিনাভবক্ত্রঃ যঃ (নলঃ) গজঃ নড্বলানি ইব পরেষাং বলানি অমৃদ্নাৎ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—শত্রুদমন মহারাজ অতিথি নিষধদেশাধিপতি রাজা অর্থপতির কন্যা স্বীয় মহিষীর গর্ভে নিষধ-নামক পর্ব্বততুল্য দৃঢ়কায়, নিষধনামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১ ॥

পরম্পরাক্রান্ত পুত্র নিষধ যৌবনে পদার্পণ করিলে, তাদৃশ উপযুক্ত পুত্রের দ্বারা উত্তরকালে প্রজাপুঞ্জের অশেষ মঙ্গল হইবে ভাবিয়া, পিতা অতিথি, যথাকালে বর্ষণদ্বারা শস্যরাজি ফলোন্মুখ হইলে জীবলোক যেমন আনন্দিত হয়, তদ্রূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২ ॥

শব্দস্পর্শরূপরসাদি সর্ব্বপ্রকার বিষয়সুখ সম্ভোগপূর্ব্বক, কুমুদ্বতী-তনয় অতিথি, পুত্র নিষধকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, কুমুদের ন্যায় নির্ম্মল অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, তদর্জ্জিত স্বর্গলোকে আরোহণ করিলেন ॥ ৩ ॥

কমলাক্ষ, সাগরবৎ প্রশান্ত-প্রকৃতি, নগরতোরণদ্বারের অর্গলের ন্যায় বিশাল-বাহু, অপ্রতিরথ বীর, কুশের পৌত্র নিষধ, সসাগরা একাতপত্রা পৃথিবীর পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

অনলের ন্যায় তেজস্বী, কমল-বদন, নিষধাত্মজ নল, মাতঙ্গ যেমন নলবহুল স্থান বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ শত্রুবল বিমর্দ্দিত করিতেন। পিতা নিষধের দেহান্তে তিনিই রাজ-লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫ ॥

নভশ্চরৈর্গীতযশাঃ স লেভে নভস্তল-শ্যামতনুং তনূজম্ ।
খ্যাতং নভঃশব্দময়েন নাম্না কান্তং নভোমাসমিব প্রজানাম্ ॥ ৬ ॥
তস্মৈ বিসৃজ্যোত্তরকোসলানাং ধর্ম্মোত্তরস্তৎ প্রভবে প্রভুত্বম্ ।
মৃগৈরজর্য্যং জরসোপদিষ্টমদেহবন্ধায় পুনর্ব্ববন্ধ ॥ ৭ ॥
তেন দ্বিপানামিব পুণ্ডরীকো রাজ্ঞামজয্যোঽজনি পুণ্ডরীকঃ ।
শান্তে পিতর্য্যাহৃতপুণ্ডরীকা যং পুণ্ডরীকাক্ষমিব শ্রিতা শ্রীঃ ॥ ৮ ॥
স ক্ষেমধন্বানমমোঘধন্বা পুত্রং প্রজাক্ষেম-বিধানদক্ষম্ ।
ক্ষ্মাং লম্ভয়িত্বা ক্ষময়োপপন্নং বনে তপঃ ক্ষান্ততরশ্চচার ॥ ৯ ॥
অনীকিনীনাং সমরেঽগ্রযায়ী তস্যাপি দেব-প্রতিমঃ সুতোঽভূৎ ।
ব্যশ্রূয়তানীকপদাবসানং দেবাদি নাম ত্রিদিবেঽপি যস্য ॥ ১০ ॥
পিতা সমারাধন-তৎপরেণ পুত্রেণ পুত্রী স যথৈব তেন ।
পুত্রস্তথৈবাত্মজবৎসলেন স তেন পিত্রা পিতৃমান্ বভূব ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—নভশ্চরৈঃ গীতযশাঃ সঃ (নলঃ) নভস্তল-শ্যামতনুং নভঃশব্দময়েন নাম্না খ্যাতং নভোমাসম্ ইব প্রজানাং কান্তং তনূজং লেভে ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মোত্তরঃ (সঃ নলঃ) প্রভবে তস্মৈ (নভসে) উত্তর-কোসলানাং তৎ প্রভুত্বং বিসৃজ্য জরসা উপদিষ্টং মৃগৈঃ অজর্য্যং (সঙ্গতং) পুনঃ অদেহবন্ধায় ববন্ধ ॥ ৭ ॥

তেন দ্বিপানাং পুণ্ডরীকঃ ইব রাজ্ঞাং অজয্যঃ পুণ্ডরীকঃ (তদাখ্যঃ পুত্রঃ) অজনি। পিতরি শান্তে (সতি) আহৃত-পুণ্ডরীকা শ্রীঃ যং (পুণ্ডরীকং) পুণ্ডরীকাক্ষম্ ইব শ্রিতা ॥ ৮ ॥

অমোঘধন্বা সঃ (পুণ্ডরীকঃ) প্রজাক্ষেমবিধানদক্ষং ক্ষময়া উপপন্নং ক্ষেমধন্বানং নাম পুত্রং ক্ষ্মাং লম্ভয়িত্বা ক্ষান্ততরঃ (সন্) বনে তপঃ চচার ॥ ৯ ॥

তস্য (ক্ষেমধন্বনঃ) অপি সমরে অনীকিনীনাম্ অগ্রযায়ী দেবপ্রতিমঃ সুতঃ অভূৎ। অনীকপদাবসানং দেবাদি যস্য নাম (দেবানীকঃ ইতি) ত্রিদিবে অপি ব্যশ্রূয়ত ॥ ১০ ॥

সঃ পিতা সমারাধন-তৎপরেণ তেন পুত্রেণ যথা এব পুত্রী বভূব, তথা এব সঃ পুত্রঃ (দেবানীকঃ) আত্মজবৎসলেন তেন পিত্রা পিতৃমান্ (বভূব) ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—মহারাজ নল "নভঃ" নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। নভোবর্ত্তী সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বগণ সেই যশস্বী নভের যশোগান করিতেন। তাঁহার দেহ নভঃস্থলের ন্যায় নয়নতর্পণ নীলবর্ণ ছিল। জীবলোকের কমনীয় শ্রাবণমাসের ন্যায় সেই নভোনামা রাজ-পুত্র প্রকৃতিপুঞ্জের নিতান্ত প্রীতির পাত্র ছিলেন ॥ ৬ ॥

পরমধার্ম্মিক মহারাজ নল, জরা আগতপ্রায় দেখিয়া, সেই প্রভাবশালী পুত্রকে অযোধ্যারাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দুঃখময় সংসারে আর যাহাতে আসিতে না হয়,—তজ্জন্য, বনগমনপূর্ব্বক মৃগকুলের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৭ ॥

গজ-কুলের মধ্যে পুণ্ডরীক-নামক দিগ্‌গজ প্রধান। নরপতি নভঃ সেই পুণ্ডরীকবৎ সামর্থ্যশালী—পুণ্ডরীকনামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। অতঃপর নৃপতিদিগের অজেয় সেই যুবরাজ পুণ্ডরীককে, পিতার দেহমুক্তির পর, শ্বেতকমল-ধারিণী লক্ষ্মী, পুণ্ডরীকাক্ষের ন্যায় বরণ করিলেন ॥ ৮ ॥

সেই অব্যর্থসন্ধান পুণ্ডরীক, প্রজাবৃন্দের সর্ব্ববিধ মঙ্গল-বিধানে সমর্থ, ক্ষমাভূষণে বিভূষিত, ক্ষেমধন্বা-নামক আত্মজকে ধরণীর আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়া, নিতান্ত ক্ষমা-পূর্ণহৃদয়ে অরণ্যে গিয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন ॥ ৯ ॥

রাজা ক্ষেমধন্বার পুত্রের নাম দেবানীক। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বাহিনীর সতত অগ্রগামী ছিলেন, আকারও তাঁহার সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ছিল। সেই মহাপ্রভাব রাজপুত্র দেবানীকের খ্যাতি দেবলোকে পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইত ॥ ১০ ॥

সেই পিতৃসেবাপরায়ণ পুত্র দেবানীকের দ্বারা পিতা ক্ষেম-ধন্বা যেমন প্রকৃত পুত্রবান্ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই পরম পুত্রবৎসল পিতার দ্বারা দেবানীকও প্রকৃত পিতৃমান্ হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বস্তয়োরাত্মসমে চিরোঢ়ামাত্মোদ্ভবে বর্ণচতুষ্টয়স্য।
ধুরং নিধায়ৈকনিধির্গুণানাং জগাম যজ্বা যজমানলোকম্ ॥ ১২ ॥
বশী সুতস্তস্য বশংবদত্বাৎ স্বেষামিবাসীদ্ দ্বিষতামপীষ্টঃ।
সকৃদ্বিবিগ্নানপি হি প্রযুক্তং মাধুর্য্যমীষ্টে হরিণান গ্রহীতুম্ ॥ ১৩ ॥
অহীনগুর্নাম স গাং সমগ্রামহীনবাহু-দ্রবিণঃ শশাস।
যো হীন-সংসর্গপরাঙ্মুখত্বাদ্ যুবাপ্যনর্থৈর্ব্যসনৈর্বিহীনঃ ॥ ১৪ ॥
গুরোঃ স চানন্তরমন্তরজ্ঞঃ পুংসাং পুমানাদ্য ইবাবতীর্ণঃ।
উপক্রমৈরস্খলিতৈশ্চতুর্ভিশ্চতুর্দিগীশশ্চতুরো বভূব ॥ ১৫ ॥
তস্মিন্ প্রযাতে পরলোক-যাত্রাং জেতর্য্যরীণাং তনয়ং তদীয়ম্।
উচ্চৈঃ-শিরস্ত্বাজ্জিত-পারিযাত্রং লক্ষ্মীঃ সিষেবে কিল পারিযাত্রম্ ॥ ১৬ ॥
তস্যাভবৎ সূনুরুদারশীলঃ শিলঃ শিলাপট্ট-বিশাল-বক্ষাঃ।
জিতারিপক্ষোঽপি শিলীমুখৈর্যঃ শালীনতামব্রজদীড্যমানঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—গুণানাং একনিধিঃ যজ্বা তয়োঃ পূর্ব্বঃ (পিতা) আত্মসমে আত্মোদ্ভবে (দেবানীকে) চিরোঢ়াং বর্ণচতুষ্টয়স্য ধুরং নিধায় যজমানলোকং (স্বর্গং) জগাম ॥ ১২ ॥

তস্য (দেবানীকস্য) বশী সুতঃ বশংবদত্বাৎ স্বেষাম্ ইব দ্বিষতাম্ অপি ইষ্টঃ আসীৎ। (তথাহি)—প্রযুক্তং মাধুর্য্যং সকৃদ্ বিবিগ্নান্ অপি হরিণান্ গ্রহীতুম্ ঈষ্টে ॥ ১৩ ॥

অহীনবাহুদ্রবিণঃ হীনসংসর্গপরাঙ্মুখত্বাৎ যুবা অপি অনর্থৈঃ ব্যসনৈঃ বিহীনঃ যঃ অহীনগুঃ নাম (পূর্ব্বোক্তঃ দেবানীকসুতঃ) সমগ্রাং গাং শশাস ॥ ১৪ ॥

পুংসাম্ অন্তরজ্ঞঃ চতুরঃ সঃ (অহীনগুঃ) চ গুরোঃ (পিতুঃ) অনন্তরম্ অবতীর্ণঃ আদ্যঃ পুমান্ (বিষ্ণুঃ) ইব অস্খলিতৈঃ চতুর্ভিঃ উপক্রমৈঃ (সামাদ্যুপায়ৈঃ) চতুর্দ্দিগীশঃ বভূব ॥ ১৫ ॥

অরীণাং জেতরি তস্মিন্ (অহীনগৌ) পরলোকযাত্রাং প্রয়াতে (সতি), উচ্চৈঃশিরস্ত্বাৎ জিত-পারিযাত্রং পারিযাত্রং (নাম) তদীয়ং তনয়ং লক্ষ্মীঃ সিষেবে কিল ॥ ১৬ ॥

তস্য (পারিযাত্রস্য) উদারশীলঃ, শিলাপট্টবিশাল-বক্ষাঃ শিলঃ (নাম) সূনুঃ অভবৎ। যঃ শিলীমুখৈঃ জিতারিপক্ষঃ অপি ঈড্যমানঃ (সন্) শালীনতাম্ অব্রজৎ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই পিতাপুত্রের মধ্যে পরমযাজ্ঞিক পিতা ক্ষেমধন্বা বহুকাল যাবৎ অক্লান্তভাবে বর্ণচতুষ্টয়ের প্রতিপালন ও সংরক্ষণ করিয়া, এক্ষণে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক অক্ষয় লোকে প্রস্থান করিলেন ॥ ১২ ॥

অহীনগু নামে দেবানীকের পুত্র পরম জিতেন্দ্রিয় ছিলেন বিনয়াদিগুণের মাহাত্ম্যে তিনি স্বপক্ষ-বিপক্ষ উভয়েরই একান্ত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মাধুর্য্যের এমনই গুণ যে, তাহার প্রয়োগে, একবার যে ভয় পাইয়াছে, এমন হরিণকেও বশীভূত করা যায় ॥ ১৩ ॥

অহীনগু—কর্ম্মের দ্বারাও যথার্থই অহীনগু অর্থাৎ অহীন-প্রকাশ ছিলেন। কি বাহুবল, কি হৃদয়ের বল—দুই-ই তাঁহার অহীন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। হীন-সংসর্গের ত্রিসীমাতেও তিনি যাইতেন না। এই সব কারণে যুবা পুরুষ হইলেও তিনি সর্ব্ববিধ অনর্থ ও ব্যসনের অতীত থাকিয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানবান্ অহীনগু—লোকের হৃদয়বৃত্তি সহজেই জানিতে ও বুঝিতে পারিতেন। ভূতলে অবতীর্ণ আদিপুরুষ বিষ্ণুর ন্যায় তিনি, পিতা দেবানীকের তিরোধানের পর, সামদান-ভেদ-দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের সাহায্যে চতুর্দ্দিকের আধিপত্য লাভ করিলেন ॥ ১৫ ॥

তার পর শত্রুকুলজেতা অহীনগু স্বর্গযাত্রা করিলে, স্বীয় সমুন্নত অর্থাৎ সম্মান-সমুন্নত মস্তক দ্বারা যিনি পারিযাত্র-নামক কুলপর্ব্বতকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই পারিযাত্র নামধেয় অহীনগু-তনয়কে রাজ-লক্ষ্মী বরণ করিলেন ॥ ১৬ ॥

পারিযাত্রের পুত্রের নাম ছিল শিল। তাঁহার অত্যন্ত সৎস্বভাব ও বক্ষঃস্থল শিলাপট্টের ন্যায় বিশাল ছিল। তিনি বাণ দ্বারা অখিল অরিকুল বিজয় করিতেন, কিন্তু কেহ প্রশংসা করিলে যার-পর-নাই লজ্জিত হইতেন ॥ ১৭ ॥

তমাত্ম-সম্পন্নমনিন্দিতাত্মা কৃত্বা যুবানং যুবরাজমেব।
সুখানি সোঽভুঙ্‌ক্ত সুখোপরোধি বৃত্তং হি রাজ্ঞামুপরুদ্ধবৃত্তম্॥ ১৮ ॥
তং রাগবন্ধিষ্বিতৃপ্তমেব ভোগেষু সৌভাগ্য-বিশেষ-ভোগ্যম্।
বিলাসিনীনামরতিক্ষমাপি জরা বৃথা মৎসরিণী জহার॥ ১৯ ॥
উন্নাভ ইত্যুদগতনামধেয়স্তস্যাযথার্থোন্নতনাভিরন্ধ্রঃ।
সুতোঽভবৎ পঙ্কজনাভকল্পঃ কৃৎস্নস্য নাভির্নৃপমণ্ডলস্য ॥ ২০ ॥
ততঃ পরং বজ্রধরপ্রভাবস্তদাত্মজঃ সংযতি বজ্রঘোষঃ।
বভূব বজ্রাকরভূষণায়াঃ পতিঃ পৃথিব্যাঃ কিল বজ্রণাভঃ॥ ২১ ॥
তস্মিন্ গতে দ্যাং সুকৃতোপলব্ধাং তৎ-সম্ভবং শঙ্খণমর্ণবান্তা।
উৎখাতশত্রুং বসুধোপতস্থে রত্নোপহারৈরুদিতৈঃ খনিভ্যঃ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—অনিন্দিতাত্মা সঃ (পারিযাত্রঃ) আত্ম-সম্পন্নং যুবানং তং (শিলং) যুবরাজং কৃত্বা এব সুখানি অভুঙ্‌ক্ত। হি (যস্মাৎ) রাজ্ঞাং বৃত্তং সুখোপরোধি উপরুদ্ধ-বৃত্তং (চ)॥ ১৮ ॥

রাগবন্ধিষু ভোগেষু অবিতৃপ্তম্ এব বিলাসিনীনাং সৌভাগ্যবিশেষভোগ্যং তং (পরিযাত্রং) অরতিক্ষমা অপি বৃথা মৎসরিণী জরা জহার (বশীচকার)॥ ১৯ ॥

তস্য (শিলস্য) উন্নাভঃ—ইতি উদ্‌গতনামধেয়ঃ অযথা-র্থোন্নতনাভিরন্ধ্রঃ কৃৎস্নস্য নৃপমণ্ডলস্য নাভিঃ (প্রধানং) পঙ্কজ-নাভকল্পঃ সুতঃ অভবৎ॥ ২০ ॥

ততঃ পরং বজ্রধরপ্রভাবঃ সংযতি বজ্রঘোষঃ বজ্রণাভঃ (নাম) তদাত্মজঃ বজ্রাকরভূষণায়াঃ পৃথিব্যাঃ পতিঃ বভূব কিল॥ ২১ ॥

তস্মিন্ (বজ্রণাভে) সুকৃতোপলব্ধাং দ্যাং গতে (সতি) উৎখাতশত্রুং শঙ্খণং (নাম) তৎ-সম্ভবম্ অর্ণবান্তা বসুধা খনিভ্যঃ উদিতৈঃ রত্নোপহারৈঃ উপতস্থে॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রশংসিত-হৃদয় মহারাজ পারিযাত্র, স্বীয় পুত্র সেই সংযত-চিত্ত যুবা শিলকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নানাবিধ সুখ-সম্ভোগে মনোনিবেশ করিলেন। কেন না, এতদিন তিনি সর্ব্ববিধ সুখ-শান্তির পরিপন্থী দুষ্কর প্রজা-পালনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই কার্য্য ও কারাবদ্ধ জীবন—দুই-ই তুল্য॥ ১৮ ॥

তাঁহার বিধাতৃদত্ত অতিশয়িত রূপরাশি বিলাসিনীদিগের অত্যন্ত হৃদয়াকর্ষক হইলেও, চিত্তের অনুরাগবৃদ্ধিকর বিষয়-সুখ ভোগ করিয়া এতদিন তিনি কোনরূপ তৃপ্তি পান নাই। রাজ-কার্য্যের আবিল স্রোতে তিনি এতকাল নিমগ্ন ছিলেন। জরা সম্ভোগের যদিও অনুকূল নহে, তবুও যেন রতি-নিপুণা বিলাসিনীদিগের উপর দ্বেষবশতঃই পারিযাত্রকে অধিকার করিয়া বসিল। বিলাসিনীরা আর তাঁহাকে পাইল না॥ ১৯ ॥

শিলের পুত্রের নাম উন্নাভ। অথচ তাঁহার নাভিরন্ধ্র নিরতিশয় নিম্ন ছিল। তিনি সর্ব্ববিষয়ে পদ্মনাভ বিষ্ণুর সমকক্ষ ও অপরাপর নৃপতিদিগের নাভি অর্থাৎ প্রধান ছিলেন॥ ২০ ॥

তার পর হীরকাকরবিভূষিতা এই বসুন্ধরা, উন্নাভের তনয় বজ্রণাভের করগত হইল। বজ্রণাভ যুদ্ধক্ষেত্রে বজ্রের ন্যায় নির্ঘোষ করিতেন এবং স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্রের তুল্য প্রভাবশালী ছিলেন॥ ২১ ॥

পরে বজ্রণাভ আপন পুণ্যফলে স্বর্গগত হইলে, শঙ্খণ নামে তদীয় পরন্তপ আত্মজকে, আকরজাত নানাবিধ রত্ন উপহার প্রদানপূর্ব্বক বসুন্ধরা সেবা করিতে লাগিলেন॥ ২২ ॥

তস্যাবসানে হরিদশ্বধামা পিত্র্যং প্রপেদে পদমশ্বিরূপঃ।
বেলাতটেষূষিত-সৈনিকাশ্বং পুরাবিদো যং ব্যুষিতাশ্বমাহুঃ ॥ ২৩ ॥
আরাধ্য বিশ্বেশ্বরমীশ্বরেণ তেন ক্ষিতেবিশ্বসহো বিজজ্ঞে।
পাতুং সহো বিশ্বসখঃ সমগ্রাং বিশ্বম্ভরামাত্মজমূর্ত্তিরাত্মা ॥ ২৪ ॥
অংশে হিরণ্যাক্ষরিপোঃ স জাতে হিরণ্যনাভে তনয়ে নয়জ্ঞঃ।
দ্বিষামসহ্যঃ সুতরাং তরূণাং হিরণ্য-রেতা ইব সানিলোঽভূৎ ॥ ২৫ ॥
পিতা পিতৃণামনৃণস্তমন্তে বয়স্যনন্তানি সুখানি লিপ্সুঃ।
রাজানমাজানুবিলম্বি-বাহুং কৃত্বা কৃতী বল্কলবান্ বভূব ॥ ২৬ ॥
কৌসল্য ইত্যুত্তরকোসলানাং পত্যুঃ পতঙ্গান্বয়ভূষণস্য।
তস্যৌরসঃ সোমসুতঃ সুতোঽভূন্নেত্রোৎসবঃ সোম ইব দ্বিতীয়ঃ ॥ ২৭ ॥
যশোভিরাব্রহ্মসভং প্রকাশঃ স ব্রহ্মভূয়ং গতিমাজগাম।
ব্রহ্মিষ্ঠমাধায় নিজেঽধিকারে ব্রহ্মিষ্ঠমেব স্বতনুপ্রসূতম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—তস্য (শঙ্খণস্য) অবসানে হরিদশ্ব-ধামা অশ্বিরূপঃ (তৎপুত্রঃ) পিত্র্যং পদং প্রপেদে। বেলাতটেষু উষিত-সৈনিকাশ্বং যং পুরাবিদঃ ব্যুষিতাশ্বম আহুঃ ॥ ২৩ ॥

তেন ক্ষিতেঃ ঈশ্বরেণ (ব্যুষিতাশ্বেন) বিশ্বেশ্বরম্ আরাধ্য বিশ্বসহঃ (নাম) বিশ্বসখঃ সমগ্রাং বিশ্বম্ভরাং পাতুং সহঃ (ক্ষমঃ) আত্মজমূর্ত্তিঃ আত্মা বিজজ্ঞে (উদপাদি) ॥ ২৪

নয়জ্ঞঃ সঃ (বিশ্বসহঃ), হিরণ্যাক্ষরিপোঃ অংশে হিরণ্যনাভে তনয়ে জাতে (সতি), তরূণাং সানিলঃ (স-বায়ু) হিরণ্যরেতাঃ ইব, দ্বিষাং সুতরাম্ অসহ্যঃ অভূৎ ॥ ২৫

পিতৃণাম্ অনৃণঃ কৃতী পিতা (বিশ্বসহঃ) অন্তে বয়সি অনন্তানি সুখানি লিপ্সুঃ আজানু-বিলম্বিবাহুং তং (হিরণ্যনাভং) রাজানং কৃত্বা বল্কলবান্ বভূব ॥ ২৬ ॥

উত্তরকোসলানাং পত্যুঃ পতঙ্গান্বয়ভূষণস্য সোমসুতঃ (সোমং সুতবতঃ) তস্য (হিরণ্যনাভস্য) দ্বিতীয়ঃ সোমঃ ইব নেত্রোৎসবঃ কৌসল্যঃ ইতি ঔরসঃ সুতঃ অভূৎ ॥ ২৭ ॥

আব্রহ্মসভং (ব্রহ্মসদনপর্য্যন্তং) যশোভিঃ প্রকাশঃ সঃ (কৌসল্যঃ) ব্রহ্মিষ্ঠং (অতিশয়েন ব্রহ্মবন্তং, ব্রহ্মবিদং) ব্রহ্মিষ্ঠং (নাম) স্বতনু-প্রসূতং এব নিজে অধিকারে (রাজ্যে) আধায় ব্রহ্মভূয়ং গতিম্ আজগাম ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—শঙ্খণের স্বর্গপ্রাপ্তির পর, সূর্য্যতুল্য প্রতাপশালী, অশ্বিনীকুমার-তুল্য সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন শঙ্খণাত্মজ পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। সমুদ্রের বেলাভূমিতে আপন সৈন্য ও অশ্ব উষিত অর্থাৎ সন্নিবিষ্ট করিতেন বলিয়া পুরাতত্ত্বজ্ঞবৃন্দ তাঁহাকে ব্যুষিতাশ্ব আখ্যা দিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

ক্ষিতিপতি ব্যুষিতাশ্ব, কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের আরাধনা-পূর্ব্বক, পরে বিশাল বিশ্বম্ভরার পালনক্ষম ও বিশ্বের পরম মিত্র, বিশ্বসহ নামে আপনার মূর্ত্তিমান্ আত্মার ন্যায় এক আত্মজের জন্মদান করিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর সেই নীতিজ্ঞ বিশ্বসহের হিরণ্যকশিপুর শত্রু বিষ্ণুর অংশে হিরণ্যনাভ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই অমিত-তেজাঃ পুত্রকে পাইয়া বিশ্বসহ, তরুগণের পক্ষে সমীরণের সহিত মিলিত অগ্নির ন্যায়, শত্রুগণের অসহ্য হইয়া উঠিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বসহ তাদৃশ পুত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পিতৃপুরুষের ঋণমুক্ত হইলেন; এবং অনন্ত সুখের অভিলাষী হইয়া অন্তিম বয়সে সেই আজানুবিলম্বিত-বাহু পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া জীবনের সাফল্যে বিমণ্ডিত হইয়া বল্কল ধারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

উত্তরকোসলরাজ্যের অধীশ্বর এবং সূর্য্যকুলের অবতংস-স্বরূপ মহারাজ হিরণ্যনাভ যজ্ঞাদিতে সোমরস বিতরণ করিতেন; তদীয় সহধর্ম্মচারিণী মহিষীর গর্ভে দ্বিতীয় সোমের (চন্দ্রের) ন্যায় জগতের নয়নানন্দ কৌসল্য নামে এক তনয় জন্মপরিগ্রহ করিল ॥ ২৭ ॥

মহারাজ কৌসল্য অশেষ-কীর্ত্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ব্রহ্মার সভা পর্য্যন্ত তাঁহার যশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। যথাকালে তিনি ব্রহ্মিষ্ঠ-নামক স্বীয় আত্মতনুজ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

তস্মিন্ কুলাপীড়নিভে বিপীড়ং সম্যঙ্মহীং শাসতি শাসনাঙ্কাম্।
প্রজাশ্চিরং সুপ্রজসি প্রজেশে ননন্দুরানন্দ-জলাবিলাক্ষ্যঃ॥ ২৯॥
পাত্রীকৃতাত্মা গুরুসেবনেন স্পষ্টাকৃতিঃ পত্ররথেন্দ্রকেতোঃ।
তং পুত্রিণাং পুষ্করপত্রনেত্রঃ পুত্রঃ সমারোপয়দগ্রসঙ্খ্যাম্॥ ৩০॥
বংশস্থিতিং বংশকরেণ তেন সম্ভাব্য ভাবী স সখা মঘোনঃ।
উপস্পৃশন্ স্পর্শনিবৃত্তলৌল্যস্ত্রিপুষ্করেষু ত্রিদশত্বমাপ ॥ ৩১॥
তস্য প্রভানিজ্জিতপুষ্পরাগং পৌষ্যান্তিথৌ পুষ্যমসূত পত্নী।
তস্মিন্নপুষ্যন্নুদিতে সমগ্রাং পুষ্টিং জনাঃ পুষ্য ইব দ্বিতীয়ে॥ ৩২॥
মহীং মহেচ্ছঃ পরিকীর্য্য সূনৌ মনীষিণে জৈমিনয়েঽর্পিতাত্মা।
তস্মাৎ স যোগাদধিগম্য যোগমজন্মনেঽকল্পত জন্মভীরুঃ॥ ৩৩॥
ততঃ পরং তৎপ্রভবঃ প্রপেদে ধ্রুবোপমেয়ো ধ্রুব-সন্ধিরুর্ব্বীম্।
যস্মিন্নভূজ্জ্যায়সি সত্যসন্ধে সন্ধির্ধ্রুবঃ সন্নমতামরীণাম্॥ ৩৪॥

অন্বয়।—কুলাপীড়-নিভে সুপ্রজসি তস্মিন্ প্রজেশে (ব্রহ্মিষ্ঠে) শাসনাঙ্কাং মহীং নিপীড়ং (যথা তথা) সম্যক্ শাসতি (সতি) আনন্দ-জলাবিলাক্ষ্যঃ প্রজাঃ চিরং ননন্দুঃ॥ ২৯॥

গুরু-সেবনেন পাত্রীকৃতাত্মা পত্ররথেন্দ্রকেতোঃ স্পষ্টাকৃতিঃ (বিষ্ণু-সদৃশঃ) পুষ্করপত্র-নেত্রঃ পুত্রঃ (পুত্রাখ্যঃ পুত্রঃ) তং (ব্রহ্মিষ্ঠং) পুত্রিণাম্ অগ্রসঙ্খ্যাং সমারোপয়ৎ॥ ৩০॥

স্পর্শ-নিবৃত্ত-লৌল্যঃ মঘোনঃ সখা ভাবী সঃ (ব্রহ্মিষ্ঠঃ) বংশকরেণ তেন (পুত্রেণ রাজ্ঞা) বংশস্থিতিং সম্ভাব্য ত্রিপুষ্করেষু উপস্পৃশন্ ত্রিদশত্বম্ আপ॥ ৩১॥

তস্য (পুত্রাখ্যস্য রাজ্ঞঃ) পত্নী পৌষ্যাং তিথৌ প্রভানির্জ্জিত-পুষ্পরাগং পুষ্যং (নাম পুত্রং) অসূত। দ্বিতীয়ে পুষ্যে ইব তস্মিন্ উদিতে (সতি) জনাঃ সমগ্রাং পুষ্টিম্ অপুষ্যন্॥ ৩২॥

মহেচ্ছঃ জন্মভীরুঃ (সঃ পুত্রঃ) সূনৌ মহীং পরিকীর্য্য মনীষিণে জৈমিনয়ে অর্পিতাত্মা (সন্) স যোগাৎ তস্মাৎ যোগম্ অধিগম্য অজন্মনে অকল্পত॥ ৩৩॥

ততঃ পরং তৎপ্রভবঃ (পুষ্যাত্মজঃ) ধ্রুবোপমেয়ঃ ধ্রুবসন্ধিঃ উর্ব্বীং প্রপেদে। জ্যায়সি সত্য-সন্ধে যস্মিন্ সন্নমতাম্ অরীণাং সন্ধিঃ ধ্রুবঃ অভূৎ॥ ৩৪॥

বঙ্গার্থ।—বংশের অবতংস-স্বরূপ, সৎপুত্রের পিতা নরনাথ ব্রহ্মিষ্ঠ অনন্তশাসনাঙ্কিতা ধরণী অপ্রতিহতপ্রভাবে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রজাপুঞ্জ আনন্দাশ্রুপূর্ণ-নেত্রে রাজার প্রতি নিতান্ত প্রীতিমান্ হইল॥ ২৯॥

রাজা ব্রহ্মিষ্ঠের পুত্রের নাম পুত্র। তিনি যেমন পদ্মপলাশ-লোচন ছিলেন, তেমনই পদ্মপলাশলোচনবৎ মনোজ্ঞ আকার-বিশিষ্টও ছিলেন। পিতা প্রভৃতি পূজ্য-ব্যক্তিগণের সেবাশুশ্রূষার দ্বারা তিনি নানা গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তাদৃশ অশেষ গুণের আকর পুত্রের পিতা হইয়া ব্রহ্মিষ্ঠ পুত্রবান্ ব্যক্তিগণের অগ্রণীরূপে বিরাজ করিতেন॥ ৩০॥

অনন্তর নশ্বর বিষয়সুখে বীতস্পৃহ হইয়া নৃপতি ব্রহ্মিষ্ঠ স্বর্গে ইন্দ্রের সখা হইবার বাসনায় সেই কুল-রক্ষাদক্ষ আত্মজ "পুত্র"কে বংশধারা রক্ষার ভার দিয়া, ত্রিপুষ্কর-তীর্থে স্নানপূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিলেন॥ ৩১॥

পবিত্র পুষ্যনক্ষত্র-যুক্ত পূর্ণিমায় মহারাজ পুত্রের মহিষী পুষ্য-নামধেয় এক সন্তান প্রসব করিলেন। রাজ-পুত্র পুষ্যের দেহকান্তিতে পুষ্পরাগমণিও তিরস্কৃত হইত। দ্বিতীয় পুষ্যনক্ষত্রবৎ তিনি যখন অভ্যুদিত হইলেন, তখন জীবলোক অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইল॥ ৩২॥

উদারমতি মহারাজ পুষ্য জটিল সংসারভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মবিৎ জৈমিনির শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক সেই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট যোগাভ্যাস করিয়া যোগাবলম্বনে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৩৩॥

তদনন্তর পুষ্যের পুত্র, ধ্রুব-প্রতিম ধ্রুব-সন্ধি বসুধার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি চরিত্রবলে সর্ব্বজন-বরেণ্য ও অতীব সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। শত্রুসমূহ নতশিরে তাঁহার সহিত ধ্রুব অর্থাৎ চিরস্থায়ী সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল॥ ৩৪॥

সুতে শিশাবেব সুদর্শনাখ্যে দর্শাত্যয়েন্দু-প্রিয়-দর্শনে সঃ।
মৃগায়তাক্ষো মৃগয়াবিহারী সিংহাদবাপদ্বিপদং নৃসিংহঃ ॥ ৩৫
স্বর্গামিনস্তস্য তমৈকমত্যাদমাত্যবর্গঃ কুলতন্তুমেকম্।
অনাথদীনাঃ প্রকৃতীরবেক্ষ্য সাকেতনাথং বিধিবচ্চকার ॥ ৩৬ ॥
নবেন্দুনা তন্নভসোপমেয়ং শাবৈকসিংহেন চ কাননেন।
রঘোঃ কুলং কুটমল-পুষ্করেণ তোয়েন চাপ্রৌঢ়নরেন্দ্রমাসীৎ ॥ ৩৭ ॥
লোকেন ভাবী পিতুরেব তুল্যঃ সম্ভাবিতো মৌলিপরিগ্রহাৎ সঃ।
দৃষ্টো হি বৃণ্বন্ কলভপ্রমাণোঽপ্যাশাঃ পুরোবাতমবাপ্য মেঘঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—মৃগায়তাক্ষঃ নৃসিংহঃ সঃ (ধ্রুব-সন্ধিঃ) দর্শাত্যয়েন্দু-প্রিয়দর্শনে সুদর্শনাখ্যে সুতে শিশৌ (সতি) এব মৃগয়াবিহারী (সন) সিংহাৎ বিপদম্ অবাপৎ ॥ ৩৫ ॥

স্বর্গামিনঃ তস্য অমাত্যবর্গঃ অনাথ-দীনাঃ প্রকৃতীঃ অবেক্ষ্য কুলতন্তুং একং তং (সুদর্শনম্) ঐকমত্যাৎ বিধিবৎ সাকেতনাথং চকার ॥ ৩৬ ॥

অপ্রৌঢ়নরেন্দ্রং তৎ রঘোঃ কুলং নবেন্দুনা নভসা, শাবৈকসিংহেন কাননেন চ কুট্‌মলপুষ্করেণ তোয়েন চ উপমেয়ম্ আসীৎ ॥ ৩৭ ॥

সঃ (বালঃ) মৌলিপরিগ্রহাৎ পিতুঃ তুল্যঃ এব ভাবী লোকেন সম্ভাবিতঃ। (তথাহি)—কলভপ্রমাণঃ অপি মেঘঃ পুরোবাতম্ অবাপ্য আশাঃ বৃণ্বন্ (গচ্ছন্) দৃষ্টঃ হি (ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সুদর্শন নামে মহারাজ ধ্রুব-সন্ধির এক পুত্র ছিলেন। প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়-দর্শন সেই সুদর্শনের নয়ন মৃগনয়নবৎ আকর্ণাবিশ্রান্ত ছিল। নরকুলে সিংহবিক্রম ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শনের অতি বাল্যাবস্থাতেই মৃগয়া করিতে গিয়া সিংহের মুখে প্রাণবিসর্জ্জন দিলেন ॥ ৩৫ ॥

রাজার দেহাবসানে প্রজাপুঞ্জ একান্ত অনাথ হইয়া পড়িল, চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল। তাহাদের সেই ঘোর দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া অমাত্যগণ পরামর্শপূর্ব্বক, সর্ব্বসম্মতিক্রমে, সূর্য্যবংশের একমাত্র কুলতন্তু কুমার সুদর্শনকেই অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তখন সেই রঘুবংশ—শিশুনৃপতি সুদর্শনকে পাইয়া নবেন্দু-বিভাসিত নভস্তল, একমাত্র সিংহ-শিশু-বিরাজিত অরণ্য এবং মুকুলাবস্থ-কমল-শোভিত জলের সৌসাদৃশ্য ধারণ করিল ॥ ৩৭ ॥

বালক সুদর্শনের শীর্ষে রাজ-কিরীট দর্শনপূর্ব্বক, প্রজাবৃন্দ ভাবিল, কালে তিনি তদীয় পিতা প্রজারঞ্জন ধ্রুবসন্ধির ন্যায়ই হইবেন। কেন না, অনুকূল বায়ু কর্ত্তৃক যদি পরিচালিত হয়, তবে অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য।—মহারাজ অতিথির পুত্র নিষধ হইতে সুদর্শনের পিতা ধ্রুব-সন্ধি পর্য্যন্ত অনেকগুলি রাজার উৎপত্তি এবং নিবৃত্তি, কালিদাস—চাকতের মত বলিয়া ফেলিলেন। পৃথিবীতে অন্যান্য জীবের ন্যায়, তাঁহারাও, যেহেতু জন্মিয়াছিলেন, সুতরাং মরিলেন। জগদ্ব্যাপী সূর্য্যবংশের সৌরমণ্ডলচুম্বী গৌরবমণ্ডিত প্রাসাদ যে কত ক্ষিপ্রভাবে ধসিয়া পড়িতেছে,—তাহা কবি অতি দক্ষতার সহিত দেখাইলেন। একবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে, কালের করাল করের স্পর্শ একবার লাগিলে, তাহার আর রক্ষা নাই,—রামসীতার বংশে, দিলীপ-রঘুর বংশে কালের ছায়া পড়িয়াছে, সেই অক্ষয় "পিরামিড" খসিতে ও ভুগিতে বসিতে সুরু করিয়াছে, কে তাহাকে আর রাখিবে? রঘুকুলের চিরমিত্র নিঃস্বার্থ ও প্রভুভক্ত সচিববৃন্দ এখনও নিরাশ হন নাই, নৌকার হা'ল ছাড়েন নাই, যদিই বা কোন মতে নিমগ্ন প্রায় রঘুকুলতরণীখানিকে রক্ষা করিতে পারেন, তাই "অন্ধের হারা যষ্টির মত তাঁহারা সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। কিন্তু রাখিতে পারিতেছেন না, স্খলিত হইয়া পড়িতেছে মহাকবি কালিদাস এই সর্গে—পতনোন্মুখ রঘুবংশের আগতপ্রায় ঘোর বিপৎপাতের ভবিষ্যৎ চিত্র চলচ্চিত্রের মত জল্-জলে ভাবে পাঠকগণের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন ॥ ১-৩৮ ॥

তং রাজ-বীথ্যামধিহস্তি যান্তমাধোরণালম্বিতমগ্র্যবেশম্।
ষড়্‌বর্ষদেশীয়মপি প্রভুত্বাৎ প্রৈক্ষন্ত পৌরাঃ পিতৃগৌরবেণ ॥ ৩৯ ॥
কামং ন সোঽকল্পত পৈতৃকস্য সিংহাসনস্য প্রতিপূরণায়।
তেজোমহিম্না পুনরাবৃতাত্মা তদ্ ব্যাপ চামীকর-পিঞ্জরেণ ॥ ৪০ ॥
তস্মাদধঃ কিঞ্চিদিবাবতীর্ণাবসংস্পৃশন্তৌ তপনীয়পীঠম্।
সালক্তকৌ ভূপতয়ঃ প্রসিদ্ধৈর্ববন্দিরে মৌলিভিরস্য পাদৌ ॥ ৪১ ॥
মণৌ মহানীল ইতি প্রভাবাদল্পপ্রমাণেঽপি যথা ন মিথ্যা।
শব্দো মহারাজ ইতি প্রতীতস্তথৈব তস্মিন্ যুযুজেঽর্ভকেঽপি ॥ ৪২ ॥
পর্য্যন্তসঞ্চারিতচামরস্য কপোল-লোলোভয়কাকপক্ষাৎ
তস্যাননাদুচ্চরিতো বিবাদশ্চস্খাল বেলাস্বপি নার্ণবানাম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—রাজ-বীথ্যাম্ অধিহস্তি যান্তম্ আধোরণালম্বিতম্ অগ্র্যবেশং ষড়্ বর্ষ-দেশীয়ম্ অপি তং (সুদর্শনং) পৌরাঃ প্রভুত্বাৎ পিতৃ-গৌরবেণ প্রৈক্ষন্ত ॥ ৩৯ ॥

সঃ (সুদর্শনঃ) পৈতৃকস্য সিংহাসনস্য কামং প্রতিপূরণায় ন অকল্পত। চামীকরপিঞ্জরেণ তেজোমহিম্না পুনঃ আবৃতাত্মা (সন্) তৎ (সিংহাসনং) ব্যাপ ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ (সিংহাসনাৎ) অধঃ কিঞ্চিৎ ইব অবতীর্ণৌ তপনীয়-পীঠং অসংস্পৃশন্তৌ সালক্তকৌ অস্য (সুদর্শনস্য) পাদৌ ভূপতয়ঃ প্রসিদ্ধৈঃ মৌলিভিঃ ববন্দিরে ॥ ৪১ ॥

অল্পপ্রমাণে অপি মণৌ প্রভাবাৎ মহানীলঃ ইতি শব্দঃ যথা মিথ্যা ন (ভবতি), তথা এব অর্ভকে অপি তস্মিন্ (সুদর্শনে) প্রতীতঃ মহারাজঃ ইতি (শব্দঃ) ন (মিথ্যা) যুযুজে ॥ ৪২ ॥

পর্য্যন্তসঞ্চারিতচামরস্য তস্য (বালস্য) কপোল-লোলোভয়-কাকপক্ষাৎ আননাৎ উচ্চরিতঃ বিবাদঃ (বচনং) অর্ণবানাং বেলাসু অপি ন চস্খাল ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—শিশু রাজা সুদর্শন যখন মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক রাজমার্গে বাহির হইতেন, তখন, মাহুৎ—তাঁহার রাজ-পরিচ্ছদ ধরিয়া থাকিত। তিনি যদিও সবে ছয়বৎসরের বালক, তবুও নগরবাসীরা সেই বালককে তাহাদের ভবিষ্যৎ প্রভু মনে করিয়া, তাঁহার পিতার সমান গৌরবের সহিত নিরীক্ষণ করিত ॥ ৩৯ ॥

অযোধ্যাপতি ধ্রুবসন্ধির বৃহদায়তন সিংহাসন শিশু সুদর্শন জুড়িয়া বসিতে পারিতেন না। হয় ত, এক পার্শ্বে অধিষ্ঠিত হইতেন। তবুও কিন্তু তাঁহার কাঞ্চন-কান্তি কলেবরের প্রভামণ্ডলে তিনি যেন আয়ত-দেহ হইয়া তাহা জুড়িয়াই রহিতেন ॥ ৪০ ॥

সেই সিংহাসনের তলদেশে একখানি সুবর্ণনির্ম্মিত পাদপীঠ ছিল। বালক সুদর্শনের নাতিদীর্ঘ চরণ ততদূর পৌঁছিত না বলিয়া, তিনি সেই সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট পা দুইখানি একটু লম্বিতভাবে ঝুলাইয়া তাহা স্পর্শ করিতে প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু স্পর্শ আর করিতে পারিতেন না। তবুও বাল-নৃপতির সেই অলক্তকরঞ্জিত চরণে, অন্যান্য নরপতিরা স্ব স্ব গর্ব্বোন্নত মস্তক আনত করিয়া প্রণাম করিতেন ॥ ৪১ ॥

অতিশয় স্বল্পাকার ইন্দ্রনীলমণি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহার অত্যুজ্জ্বল প্রভা-গুণে, তাহাকে মহানীল বলিলে যেমন অত্যুক্তি হয় না, তদ্রূপ সুদর্শন যতই শিশু হউন না কেন, তাঁহাকে মহারাজ-আখ্যাদান কোন অংশেই অত্যুক্তি বা মিথ্যা হইত না ॥ ৪২ ॥

যখন তিনি সিংহাসনে বসিতেন, তখন উভয়পার্শ্ব হইতে চামর ব্যজনের সমীরণে তদীয় কপোলবিলম্বিত কাকপক্ষযুগল চঞ্চল হইত, কিন্তু তাঁহার মুখের আদেশ সুদূর সমুদ্রের বেলা পর্য্যন্ত—সর্ব্বত্র অচঞ্চল দৃঢ়ভাবে পালিত হইত ॥ ৪৩ ॥

নির্বৃত্তজাম্বুনদ-পট্ট-শোভে ন্যস্তং ললাটে . তিলকং দধানঃ।
তেনৈব শূন্যান্যরিসুন্দরীণাং মুখানি স স্মেরমুখশ্চকার ॥ ৪৪ ॥

শিরীষপুষ্পাধিকসৌকুমার্য্যাঃ খেদং স যায়াদপি ভূষণেন।
নিতান্তগুর্ব্বীমপি সোঽনুভাবাদ্ধুরং ধরিত্র্যা বিভরাম্বভূব ॥ ৪৫ ॥

ন্যস্তাক্ষরামক্ষরভূমিকায়াং কার্ৎস্ন্যেন গৃহ্ণাতি লিপিং ন যাবৎ।
সর্ব্বাণি তাবচ্ছ্রুতবৃদ্ধযোগাৎ ফলান্যুপাযুঙ্‌ক্ত স দণ্ডনীতেঃ ॥ ৪৬ ॥

উরস্যপর্য্যাপ্ত-নিবেশভাগা প্রৌঢ়ীভবিষ্যন্তমুদীক্ষমাণা ।
সঞ্জাতলজ্জেব তমাতপত্রচ্ছায়াচ্ছলেনোপজুগূহ লক্ষ্মীঃ ॥ ৪৭ ॥

অনশ্নুবানেন যুগোপমানমবদ্ধমৌর্ব্বীকিণ-লাঞ্ছনেন ।
অস্পৃষ্ট-খড়্গৎসরুণাপি চাসীদ্রক্ষাবতী তস্য ভুজেন ভূমিঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—নির্বৃত্তজাম্বুনদ-পট্টশোভে ললাটে ন্যস্তং তিলকং দধানঃ স্মেরমুখঃ সঃ অরি-সুন্দরীণাং মুখানি তেন এব শূন্যানি চকার ॥ ৪৪ ॥

শিরীষপুষ্পাধিকসৌকুমার্য্যঃ সঃ ভূষণেন অপি খেদং যায়াৎ। (এবম্ভূতঃ) সঃ নিতান্তগুর্ব্বীম্ অপি ধরিত্র্যাঃ ধুরম্ অনুভাবাৎ বিভরাম্বভূব ॥ ৪৫

অক্ষরভূমিকায়াং ন্যস্তাক্ষরাং লিপিং সঃ কার্ৎস্ন্যেন যাবৎ ন গৃহ্ণাতি, তাবৎ শ্রুতবৃদ্ধযোগাৎ দণ্ডনীতেঃ সর্ব্বাণি ফলানি উপাযুঙ্‌ক্ত ॥ ৪৬ ॥

উরসি অপর্য্যাপ্ত-নিবেশভাগা (অতএব) প্রৌঢ়ীভবিষ্যন্তম্ (তম্) উদীক্ষমাণা লক্ষ্মীঃ সঞ্জাত-লজ্জা ইব তম্ (সুদর্শনম্) আতপত্রচ্ছায়াচ্ছলেন উপজুগূহ ॥ ৪৭ ॥

যুগোপমানম্ অনশ্নুবানেন অবদ্ধমৌর্ব্বীকিণ-লাঞ্ছনেন অস্পৃষ্টখড়্গৎসরুণা অপি চ তস্য ভুজেন ভূমিঃ রক্ষাবতী আসীৎ ॥ ৪৮ ॥

বাক্যার্থ।—স্বর্ণময় উষ্ণীষ-শোভিত ললাটপট্টে তিনি স্বয়ং তিলকধারণ করিতেন বটে, কিন্তু সদা সস্মিতবদন নবীন নৃপতি ক-র্তৃক প্রতিপক্ষীয় রাজমহিষীদিগের মুখ তিলকবিহীন হইত। অর্থাৎ শত্রুকুল তিনি নির্ম্মূল করিতেন ॥ ৪৪ ॥

সুদর্শনের ললিত কলেবর শিরীষকুসুম অপেক্ষাও সুকুমার ছিল, তাই সামান্য সাজ-সজ্জায়ও তাঁহার ক্লান্তি-বোধ হইত। অথচ তাঁহার হৃদয়ের বল এতই দৃঢ় ছিল যে, এই বিশাল পৃথিবীর গুরুভার সুদর্শন প্রসন্নমুখে বহন করিতেন ॥ ৪৫ ॥

"অক্ষরভূমিকা" অর্থাৎ শ্লেট প্রভৃতির ন্যায় লিখন-পট্টে ভালো করিয়া বর্ণবিন্যাস শিখিতে না শিখিতেই তিনি, জ্ঞানবৃদ্ধ রাজনীতিবিৎদিগের নিকটে সমগ্র দণ্ডনীতির ফলাফল শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

বালক রাজা সুদর্শনের নাতিপ্রশস্ত বক্ষঃস্থলে বিশাল কোশলরাজ্যের রাজ-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান-স্থানের সংকুলন হইত না বলিয়া, তিনি সানুরাগহৃদয়ে সুদর্শনের যৌবনাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সেই অবস্থাতেই সলজ্জভাবে, রাজচ্ছত্রের ছায়ার ছলে সুদর্শনকে কোন প্রকারে আলিঙ্গন করিতেন। প্রৌঢ়া কামিনী অপ্রৌঢ় পুরুষ লাভে স্বতঃই লজ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

মহারাজ সুদর্শনের বাহুদ্বয় যদিও যুগবৎ সুদীর্ঘ ছিল না, বা ধনুকের ছিলার নিয়ত আকর্ষণে তাহাতে কোনরূপ চিহ্ন বা "ঘাটা" পড়ে নাই এবং খড়্গাদির মুষ্টি স্পর্শ করে নাই, তবুও কিন্তু সেই নাতিদীর্ঘ বাহুবলেই বসুন্ধরা নিয়ত সুরক্ষিত হইত ॥ ৪৮ ॥

ন কেবলং গচ্ছতি তস্য কালে যযুঃ শরীরাবয়বা বিবৃদ্ধিম্।
বংশ্যা গুণাঃ খল্বপি লোক-কান্তাঃ প্রারম্ভ-সূক্ষ্মাঃ প্রথিমানমাপুঃ ॥ ৪৯ ॥
স পূর্ব্বজন্মান্তরদৃষ্টপারাঃ স্মরন্নিবাক্লেশকরো গুরূণাম্ ।
তিস্রস্ত্রিবর্গাধিগমস্য মূলং জগ্রাহ বিদ্যাঃ প্রকৃতীশ্চ পিত্র্যাঃ ॥ ৫০ ॥
ব্যূহ্য স্থিতঃ কিঞ্চিদিবোত্তরার্দ্ধমুন্নদ্ধচূড়োঽঞ্চিতসব্যজানুঃ।
আকর্ণমাকৃষ্টসবাণধন্বা ব্যরোচতাস্ত্রেষু বিনীয়মানঃ ॥ ৫১ ॥
অথ মধু বনিতানাং নেত্র-নির্বেশনীয়ং মনসিজতরুপুষ্পং রাগ-বন্ধপ্রবালম্।
অকৃতকবিধি সর্ব্বাঙ্গীণমাকল্পজাতং বিলসিতপদমাদ্যং যৌবনং স প্রপেদে ॥ ৫২ ॥
প্রতিকৃতিরচনাভ্যো দূত-সন্দর্শিতাভ্যঃ সমধিকতররূপাঃ শুদ্ধ-সন্তান-কামৈঃ।
অধিবিবিদুরমাত্যৈরাহৃতাস্তস্য যূনঃ প্রথমপরিগৃহীতে শ্রীভুবৌ রাজকন্যাঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—কালে গচ্ছতি (সতি) তস্য কেবলং শরীরাবয়বাঃ বিবৃদ্ধিং ন যযুঃ। (কিন্তু) বংশ্যাঃ লোককান্তাঃ প্রারম্ভসূক্ষ্মাঃ (তস্য) গুণাঃ অপি প্রথিমানম্ আপুঃ খলু ॥৪৯॥

সঃ (সুদর্শনঃ) পূর্ব্বজন্মান্তরদৃষ্টপারাঃ বিদ্যাঃ স্মরন্ ইব গুরূণাম্ অক্লেশকরঃ (সন্) ত্রিবর্গাধিগমস্য মূলং তিস্রঃ বিদ্যাঃ পিত্র্যাঃ প্রকৃতীঃ চ জগ্রাহ ॥ ৫০ ॥

অস্ত্রেষু বিনীয়মানঃ উত্তরার্দ্ধং কিঞ্চিৎ ইব ব্যূহ্য স্থিতঃ উন্নদ্ধচূড়ঃ অঞ্চিত-সব্যজানুঃ আকর্ণম্ আকৃষ্টসবাণধন্বা (সন্) (সঃ) ব্যরোচত ॥ ৫১ ॥

অথ সঃ (সুদর্শনঃ) বনিতানাং নেত্র-নির্বেশনীয়ং মধু রাগ-বন্ধ-প্রবালং মনসিজতরুপুষ্পম্ অকৃতকবিধি সর্ব্বাঙ্গীণম্ আকল্পজাতম্ আদ্যং বিলসিতপদং যৌবনং প্রপেদে ॥ ৫২ ॥

দূতিসন্দর্শিতাভ্যঃ প্রতিকৃতিরচনাভ্যঃ সমধিকতররূপাঃ শুদ্ধ-সন্তানকামৈঃ অমাত্যৈঃ আহৃতাঃ রাজ-কন্যাঃ যূনঃ তস্য (সুদর্শনস্য) প্রথম-পরিগৃহীতে শ্রীভুবৌ অধিবিবিদুঃ (অধিবিন্নে চক্রুঃ) ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গার্থ।—কালাতিক্রমের সহিত শুধু যে সুদর্শনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে, তদীয় কুলক্রমানুগত, সর্ব্বজন-প্রিয় শৌর্য্যাদি গুণ-গরিমাও নিরতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

সুদর্শন পূর্ব্বতন অন্য কোন জন্মে যেন ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি-নামক রাজার অবশ্যজ্ঞেয় বিদ্যাসমূহে পারদর্শী ছিলেন, তাই এজন্মে তাঁহার রাজনীতি-শিক্ষকগণের কোনরূপ ক্লেশ উৎপাদন না করিয়া তত্তৎ বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন ও অচির-কালমধ্যেই প্রজাবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইলেন ॥ ৫০ ॥

ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস-কালে, যখন তিনি, দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ ঈষৎ প্রসারিত, কেশকলাপ ঊর্দ্ধদিকে উন্নমিত করিয়া আবদ্ধ ও দক্ষিণ জানু আকুঞ্চিত করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিতেন, তখন তাঁহার কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই হইত ॥৫১॥

দেখিতে দেখিতে তাঁহার যৌবনকাল উপস্থিত হইল। রাজ-কুমারের সে যৌবন যেন বিলাসিনীগণের পিপাসিত নয়নের তৃষ্ণাহর মধুস্বরূপ, মদনরূপ মনোহর তরুর ঘন-সন্নিবদ্ধ অনুরাগ-ময় প্রবালযুক্ত কুসুমস্বরূপ, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী স্বভাবদত্ত অপূর্ব্ব ভূষণস্বরূপ ও বিলাসাদির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থানস্বরূপ ॥ ৫২ ॥

যৌবনপ্রাপ্ত সুদর্শনের বিশুদ্ধ-অপত্য-কামনার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রবীণ অমাত্যবর্গ যে সমুদয় রাজ-কুমারী সংগ্রহ করি-লেন, তাঁহারাই, সুদর্শনের প্রথম-পরিগৃহীত পত্নী—রাজলক্ষ্মীও বসুধার সপত্নী হইলেন। কন্যাগণের পরীক্ষার নিমিত্ত নানাদিকে বহু দূতী প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা যে সকল রাজকন্যার চিত্রলিখিত প্রতিমূর্ত্তি আনিয়া দেখাইয়াছিল,—পূর্ব্ববর্ত্তী রাজনন্দিনীগণ তদপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যশালী ছিলেন ॥ ৫৩

একোনবিংশঃ সর্গঃ

অগ্নিবর্ণমভিষিচ্য রাঘবঃ স্বে পদে তনয়মগ্নিতেজসম্।
শিশ্রিয়ে শ্রুতবতামপশ্চিমঃ পশ্চিমে বয়সি নৈমিষং বশী ॥ ১ ॥
তত্র তীর্থ-সলিলেন দীর্ঘিকাস্তল্পমন্তরিতভূমিভিঃ কুশৈঃ।
সৌধবাসমুটজেন বিস্মৃতঃ সঞ্চিকায় ফলনিঃস্পৃহস্তপঃ ॥ ২ ॥
লব্ধ-পালনবিধৌ ন তৎসুতঃ খেদমাপ গুরুণা হি মেদিনী।
ভোক্তুমেব ভুজনির্জিতদ্বিষা ন প্রসাধয়িতুমস্য কল্পিতা ॥ ৩ ॥
সোঽধিকারমভিকঃ কুলোচিতং কাশ্চন স্বয়মবর্ত্তয়ৎ সমাঃ।
সন্নিবেশ্য সচিবেষ্বতঃ পরং স্ত্রীবিধেয়-নব-যৌবনোঽভবৎ ॥ ৪ ॥
কামিনী-সহচরস্য কামিনস্তস্য বেশ্মসু মৃদঙ্গ-নাদিষু।
ঋদ্ধিমন্তমধিকর্দ্ধিরুত্তরঃ পূর্ব্বমুৎসবমপোহদুৎসবঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—শ্রুতবতাম্ অপশ্চিমঃ (প্রথমঃ) বশী রাঘবঃ (সুদর্শনঃ) পশ্চিমে বয়সি স্বে পদে অগ্নিতেজসং তনয়ম্ অগ্নিবর্ণম্ অভিষিচ্য নৈমিষং (নৈমিষারণ্যং) শিশ্রিয়ে ॥ ১ ॥

তত্র (নৈমিষে) তীর্থ-সলিলেন দীর্ঘিকাঃ, অন্তরিতভূমিভিঃ কুশৈঃ তল্পম্, উটজেন সৌধবাসং বিস্মৃতঃ (সন্ সঃ সুদর্শনঃ) ফলনিঃস্পৃহঃ (সন্) তপঃ সঞ্চিকায় ॥ ২ ॥

তৎসুতঃ (সুদর্শন-পুত্রঃ অগ্নিবর্ণঃ) লব্ধপালন-বিধৌ খেদং ন আপ। (কুতঃ?) হি (যতঃ) ভুজনির্জিত-দ্বিষা গুরুণা (সুদর্শনেন) মেদিনী অস্য (অগ্নিবর্ণস্য) ভোক্তুম্ এব কল্পিতা, প্রসাধয়িতুং (নিষ্কণ্টকাং কর্ত্তুং) ন (কল্পিতা) ॥ ৩ ॥

অভিকঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) কুলোচিতম্ অধিকারং কাশ্চন সমাঃ স্বয়ম্ অবর্ত্তয়ৎ। অতঃ পরং সচিবেষু সন্নিবেশ্য স্ত্রীবিধেয়-নব-যৌবনঃ অভবৎ ॥ ৪ ॥

কামিনী-সহচরস্য কামিনঃ তস্য মৃদঙ্গনাদিষু বেশ্মসু অধিকর্দ্ধিঃ উত্তরঃ উৎসবঃ ঋদ্ধিমন্তং পূর্ব্বম্ উৎসবম্ অপোহৎ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, বিদ্বদ্গণ-শ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, রঘুকুলকেতু সুদর্শন, অগ্নিপ্রতিম তেজস্বী আত্মজ অগ্নিবর্ণকে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥

দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা, মণিমুক্তামণ্ডিত প্রাসাদ ও মর্ম্মরসোপানবদ্ধ দীর্ঘিকা প্রভৃতি যাঁহার ভোগের সাধন ছিল, নৈমিষারণ্যের কুশময় শয়নে, পর্ণশালায় এবং তীর্থ-সলিলে, তিনি সে সমস্ত বিস্মৃত হইলেন এবং ফলস্পৃহাশূন্য হইয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন ॥ ২ ॥

অগ্নিবর্ণের পিতা মহারাজ সুদর্শন স্বীয় বাহুবলে শত্রুগণের দমনপূর্ব্বক পৃথিবীকে নিষ্কণ্টক করিয়া পুত্রের নিরবচ্ছিন্ন ভোগের জন্যই যেন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাই অগ্নিবর্ণকে নবীন রাজ্যভার লইয়া কোনপ্রকার বিব্রত হইতে হইল না। তিনি অক্লেশে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

নবীন মহারাজ অগ্নিবর্ণ জিতেন্দ্রিয় ছিলেন না। কয়েক বৎসর—তিনি পৈতৃক রাজ্যভার স্বহস্তে বহন করিয়াই,—পরে, সচিববৃন্দের হস্তে সেই ভার ন্যস্ত করিলেন এবং কামিনী-কুলের অধীন হইয়া পড়িলেন ও নবীন যৌবন—ভোগের দ্বারা সার্থক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

কামুক অগ্নিবর্ণ একেবারে প্রমদাবৃন্দের সদাসহচর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অসীম সম্পদের অনুরূপ উৎসব উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে নিষ্পন্ন হইয়া মৃদঙ্গাদির ধ্বনি-মুখরিত রাজভবন আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া তুলিল ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থপরিশূন্যমক্ষমঃ সোঢ়মেকমপি স ক্ষণান্তরম্।
অন্তরেব বিহরন্ দিবানিশং ন ব্যপৈক্ষত সমুৎসুকাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥
গৌরবাদ্ যদপি জাতু মন্ত্রিণাং দর্শনং প্রকৃতি-কাঙ্ক্ষিতং দদৌ।
তদ্গবাক্ষবিবরাবলম্বিনা কেবলেন চরণেন কল্পিতম্ ॥ ৭ ॥
তং কৃত-প্রণতয়োঽনুজীবিনঃ কোমলাত্ম-নখ-রাগরূষিতম্।
ভেজিরে নবদিবাকরাতপ-স্পৃষ্টপঙ্কজতুলাধিরোহণম্ ॥ ৮ ॥
যৌবনোন্নতবিলাসিনীস্তন-ক্ষোভলোলকমলাশ্চ দীর্ঘিকাঃ।
গূঢ়মোহনগৃহাস্তদম্বুভিঃ স ব্যগাহত বিগাঢ়মন্মথ ॥ ৯ ॥
তত্র সেক-হৃত-লোচনাঞ্জনৈর্ধৌতরাগপরিপাটলাধরৈঃ।
অঙ্গনাস্তমধিকং ব্যলোভয়ন্নর্পিতপ্রকৃত-কান্তিভির্মুখৈঃ ॥ ১০ ॥
ঘ্রাণকান্তমধুগন্ধকর্ষিণীঃ পানভূমিরচনাঃ প্রিয়াসখঃ।
অভ্যপদ্যত স বাসিতাসখঃ পুষ্পিতাঃ কমলিনীরিব দ্বিপঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—ইন্দ্রিয়ার্থ-পরিশূন্যম্ একম্ অপি ক্ষণান্তরং সোঢ়ুম্ অক্ষমঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) দিবানিশম্ অন্তঃ এব বিহরন্ সমুৎসুকাঃ প্রজাঃ ন ব্যপৈক্ষত ॥ ৬ ॥

জাতু মন্ত্রিণাং গৌরবাৎ প্রকৃতিকাঙ্ক্ষিতং যৎ অপি দর্শনং দদৌ, তৎ (অপি) গবাক্ষবিবরাবলম্বিনা কেবলেন চরণেন কল্পিতম্ ॥ ৭ ॥

কোমলাত্ম-নখ-রাগ-রূষিতম্ (অতএব) নব-দিবাকরাতপ-স্পৃষ্ট-পঙ্কজতুলাধিরোহণং তং (চরণং) অনুজীবিনঃ কৃত-প্রণতয়ঃ (সন্তঃ) ভেজিরে ॥ ৮ ॥

বিগাঢ়-মন্মথঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) যৌবনোন্নত-বিলাসিনী স্তন-ক্ষোভ-লোল-কমলাঃ তদম্বুভিঃ গূঢ়মোহন-গৃহাঃ চ দীর্ঘিকাঃ ব্যগাহত ॥ ৯ ॥

তত্র (দীর্ঘিকাসু) সেক-হৃত-লোচনাঞ্জনৈঃ ধৌত-রাগ-পরিপাটলাধরৈঃ অর্পিত-প্রকৃত-কান্তিভিঃ মুখৈঃ অঙ্গনাঃ তম্ অধিকং ব্যলোভয়ন্ ॥ ১০ ॥

প্রিয়াসখঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) ঘ্রাণকান্ত-মধুগন্ধ-কর্ষিণীঃ পান-ভূমি-রচনাঃ, বাসিতাসখঃ দ্বিপঃ পুষ্পিতাঃ কমলিনীঃ ইব, অভ্যপদ্যত ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—অবস্থা ক্রমে এমনই হইয়া দাঁড়াইল যে, এক নিমেষও আর তিনি ললিত-ললনাজন-বিনোদন আমোদ-প্রমোদ ছাড়া থাকিতে পারিতেন না। দিন-রাত্রি অন্তঃপুরেই কাল-যাপন করিতেন। অনুরক্ত প্রজাপুঞ্জ শত প্রয়াস করিয়াও তাহাদের রাজার সাক্ষাৎকার পাইত না ॥ ৬ ॥

মন্ত্রিবৃন্দগণের একান্ত অনুরোধে যদিও কখন উৎসুক প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে দর্শন দিতেন, তাহাও এক বিচিত্র প্রকারের। বিলাসিনী-গণাকৃষ্ট মুখ তাঁহার কেহ দেখিতে পাইত না, তিনি গবাক্ষ-পথে একখানি চরণ বাহির করিয়া দিয়াই রাজার কর্ত্তব্য পালন করিতেন ॥ ৭ ॥

অতি কোমল নখরাগে সমুদ্ভাসিত ঐ চরণ অরুণরাগ-রঞ্জিত পদ্মের ন্যায় নয়ন-রঞ্জন। প্রজাবৃন্দ অবনত মস্তকে সেই চরণেই প্রণাম করিত ॥ ৮ ॥

অগ্নিবর্ণ বিলাসের তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিলেন। উৎকট-যৌবনা বিলাসিনীরা দীর্ঘিকায় পড়িয়া জলকেলি করিত, তাহাদের পানোন্নত পয়োধরের আঘাত-আস্ফালন প্রভৃতিতে কমলদল আলোড়িত হইয়া দীর্ঘিকাকে অলঙ্কৃত করিত,—অগ্নিবর্ণ সেই দলে গিয়া বিহার করিতেন, কখনো বা দীর্ঘিকার অভ্যন্তরে যে অদৃশ্য রতিমন্দির ছিল, তাহার মধ্যে গিয়া কামিনী-কুলের সহিত ইন্দ্রিয়মদিরা-পানে বিভোর হইতেন ॥ ৯ ॥

সেই জলমধ্যস্থ কক্ষে পরস্পর জল ছিটাছিটি করিতে করিতে কেলি-চতুরা কামিনীদের নয়নের অঞ্জন ও বদনের লাক্ষাদি-কৃত রাগ বিধৌত হওয়ায়, তাহাদের মনোরম মুখ-কমলের স্বাভাবিক কান্তি ফুটিয়া বাহির হইত এবং তদ্দর্শনে অগ্নিবর্ণ আরও বিহ্বল হইয়া পড়িতেন ॥ ১০ ॥

করিণীকে লইয়া করী যেমন মকরন্দ-সৌরভাকুল কমল-বনে অবতীর্ণ হয়, মহারাজ অগ্নিবর্ণও তদ্রূপ, প্রিয়তমাদিগকে লইয়া সৌরভময়ী পানভূমিতে গমন করিতেন ॥ ১১ ॥

নাতিরেকমদকারণং রহস্তেন দত্তমভিলেষুরঙ্গনাঃ ।
তাভিরপ্যুপহৃতং মুখাসবং সোঽপিবদ্বকুলতুল্যদোহদঃ ॥ ১২ ॥
অঙ্কমঙ্ক পরিবর্ত্তনোচিতে তস্য নিন্যতুরশূন্যতামুভে ।
বল্লকী চ হৃদয়ঙ্গম-স্বনা বল্গুবাগপি চ বামলোচনা ॥ ১৩ ॥
স স্বয়ং প্রহৃতপুষ্করঃ কৃতী লোলমাল্যবলয়ো হরন্মনঃ ।
নর্ত্তকীরভিনয়াতিলঙ্ঘিনীঃ পার্শ্ববর্ত্তিষু গুরুষ্বলজ্জয়ৎ ॥ ১৪ ॥
চারু নৃত্যবিগমে চ তন্মুখং স্বেদভিন্নতিলকং পরিশ্রমাৎ ।
প্রেমদত্তবদনানিলঃ পিবন্নত্যজীবদমরালকেশ্বরৌ ॥ ১৫ ॥
তস্য সাবরণদৃষ্টসন্ধয়ঃ কাম্যবস্তুষু নবেষু সাঙ্গিনঃ ।
বল্লভাভিরুপসৃত্য চক্রিরে সামি-ভুক্তবিষয়াঃ সমাগমাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—অঙ্গনাঃ রহঃ সাতিরেক-মদ-কারণং তেন দত্তং মুখাসবম্ অভিলেষুঃ। বকুল-তুল্য-দোহদঃ সঃ অপি তাভিঃ উপহৃতং (মুখাসবম্) অপিবৎ ॥ ১২ ॥

অঙ্ক-পরিবর্ত্তনোচিতে উভে তস্য অঙ্কম্ অশূন্যতাং নিন্যতুঃ। (কে তে উভে?) হৃদয়ঙ্গম-স্বনা বল্লকী (বীণা) চ বল্গুবাক্ বামলোচনা অপি চ ॥ ১৩ ॥

কৃতী স্বয়ং প্রহৃতপুষ্কর লোলমাল্যবলয়ঃ মনঃ হরন্ সঃ অভিনয়াতিলঙ্ঘিনীঃ নর্ত্তকীঃ গুরুষু নাট্যাচার্য্যেষু পার্শ্ববর্ত্তিষু (সৎসু অপি) অলজ্জয়ৎ ॥ ১৪ ॥

নৃত্যবিগমে পরিশ্রমাৎ স্বেদ-ভিন্নতিলকং চারু তন্মুখং (নর্ত্তকীমুখং) প্রেম-দত্তবদনানিলঃ (সন্) পিবন্ (সঃ) অমরালকেশ্বরৌ (ইন্দ্রকুবেরৌ) চ অত্যজীবৎ (অতিক্রম্য জীবতি স্ম) ॥ ১৫ ॥

উপসৃত্য নবেষু কাম্যবস্তুষু সঙ্গিনঃ তস্য (অগ্নিবর্ণস্য) সাবরণ-দৃষ্ট-সন্ধয়ঃ সমাগমাঃ বল্লভাভিঃ সামি-ভুক্তবিষয়াঃ (অর্দ্ধোপভুক্ত-সুখাঃ) চক্রিরে ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ—কামিনীর মুখনিঃসৃত শীধু-গণ্ডূষ-সেকে বকুলের বড়ই আমোদ জন্মে, তাহার অকালে ফুল ফোটে। মহারাজ অগ্নিবর্ণও কামিনীদের মুখোচ্ছিষ্ট মদ্যপানের জন্য লালায়িত ছিলেন। বকুলতুল্য অগ্নিবর্ণকে কামিনীরা সেই নিজনে যেমন মদজনক উচ্ছিষ্ট আসব দান করিত, তিনিও তদ্রূপ তাহাদিগকে মুখাসবদানে আপ্যায়িত [ক]রিতেন ॥ ১২ ॥

হয় মনোমোহিনী মধুর-ভাষিণী রমণী, না হয় মনোহরধ্বনি বীণা—একটি না একটি তাঁহার কোলে সর্ব্বদাই থাকিত। সে কোল কখনো উপবাসী রহিত না ॥ ১৩ ॥

তাঁহার জোড়া ছিল না। তিনি নিজে কখনো হয় ত, বাদ্যযন্ত্র স্বহস্তে বাজাইতেন, তাহাতে কণ্ঠের মালা ও হাতের বলয় তরঙ্গিত হইত এবং তদ্দর্শনে নর্ত্তকীরা আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। তাহারা নাচিতেছে,—এমন সময়ে হয় ত আবার হঠাৎ এমন একটা বেখাপ বেয়াড়া ব্যাপার করিয়া বসিলেন যে, নর্ত্তকীরা নৃত্যের তাল-মান সব গোলমাল করিয়া ফেলিত এবং পার্শ্ববর্ত্তী নাট্যাচার্য্যদিগের নিকট লজ্জায় মরিয়া যাইত ॥ ১৪ ॥

নাচিতে নাচিতে নর্ত্তকীরা যখন একান্ত পরিশ্রান্ত হইত, তাহাদের ললাটোদ্গত ঘর্ম্মজলে তিলক বিশীর্ণ হইয়া পড়িত, তখন কামুক রাজা, সেই সুন্দর সুন্দর মুখে, কত আদরে নিজের মুখ দিয়া "ফু" দিতেন, যেন হাওয়া করিতেছেন, এইরূপে "ফু" দিতে দিতে হঠাৎ সেই শ্রান্তি-কাতর মুখেন্দু সুধা পান করিয়া বসিতেন। তখন তাঁহার মনে হইত,—স্বর্গের ইন্দ্র বা অলকার কুবেরও তাঁহার তুল্য সৌভাগ্যশালী নহেন, "অন্যে পরে কা কথা" ॥ ১৫ ॥

রাজা অগ্নিবর্ণ নিত্য নূতন নূতন ভোগ্যবস্তুর অনুসন্ধা[ন] করিতেন এবং নানাস্থানে গিয়া ধরা দিতেন। তা[ই] তাঁহার উপর কোন কামিনীরই তেমন আস্থা ছিল না। সেই কারণে উপভোগের সময়ে রত-কোবিদা রমণী[রা] তাঁহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি জন্মিতে দিত না। তাঁহাকে অ[তৃপ্ত] কামের অচ্ছেদ্য রজ্জুতে ঝুলাইয়া রাখিত, কেন না, আ[শা] মিটিলে, হয় ত তিনি আর আসিবেন না ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুলীকিসলয়াগ্রতর্জ্জনং ভ্রূবিভঙ্গকুটিলং চ বীক্ষিতম্ ।
মেখলাভিরসকৃচ্চ বন্ধনং বঞ্চয়ন্ প্রণয়িনীরবাপ সঃ ॥ ১৭ ॥
তেন দূতিবিদিতং নিষেদুষা পৃষ্ঠতঃ স্মরত-বাররাত্রিষু ।
শুশ্রুবে প্রিয়জনস্য কাতরং বিপ্রলম্ভ-পরিশঙ্কিনো বচঃ ॥ ১৮ ॥
লৌল্যমেত্য গৃহিণীপরিগ্রহান্নর্ত্তকীষ্বসুলভাসু তদ্বপুঃ ।
বর্ত্ততে স্ম স কথঞ্চিদালিখন্নঙ্গুলীক্ষরণ-সন্নবর্ত্তিকঃ ॥ ১৯ ॥
প্রেমগর্ব্বিত-বিপক্ষমৎসরাদায়তাচ্চ মদনান্মহীক্ষিতম্ ।
নিন্যুরুৎসববিধিচ্ছলেন তং দেব্য উজ্ঝিতরুষঃ কৃতার্থতাম্ ॥ ২০ ॥
প্রাতরেত্য পরিভোগ-শোভিনা দর্শনেন কৃত-খণ্ডন-ব্যথাঃ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণয়িনীঃ প্রসাদয়ন্ সোঽদুনোৎ প্রণয়-মন্থরঃ পুনঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) প্রণয়িনীঃ বঞ্চয়ন্ (অন্যত্র গচ্ছন্) অঙ্গুলীকিসলয়াগ্রতর্জ্জনং ভ্রূবিভঙ্গ-কুটিলং বীক্ষিতং চ অসকৃৎ মেখলাভিঃ বন্ধনং চ অবাপ ॥ ১৭ ॥

স্মরত-বাররাত্রিষু দূতি-বিদিতং (যথা তথা) পৃষ্ঠতঃ নিষেদুষা তেন বিপ্রলম্ভ-পরিশঙ্কিনঃ প্রিয়জনস্য কাতরং বচঃ শুশ্রুবে ॥ ১৮ ॥

গৃহিণী-পরিগ্রহাৎ নর্ত্তকীষু অসুলভাসু (সতীষু) লৌল্যম্ এত্য অঙ্গুলীক্ষরণসন্নবর্ত্তিকঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) তদ্বপুঃ আলিখন্ কথঞ্চিৎ বর্ত্ততে স্ম ॥ ১৯ ॥

প্রেম-গর্ব্বিত-বিপক্ষ-মৎসরাৎ আয়তাৎ মদনাৎ চ দেব্যঃ উজ্ঝিতরুষঃ (সত্যঃ) তং মহীক্ষিতম্ উৎসববিধিচ্ছলেন কৃতার্থতাং নিন্যুঃ ॥ ২০ ॥

সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) প্রাতঃ এত্য পরিভোগশোভিনা দর্শনেন কৃতখণ্ডনব্যথাঃ প্রণয়িনীঃ প্রাঞ্জলিঃ (সন্) প্রসাদয়ন্ (তথাপি) প্রণয়মন্থরঃ (সন্) পুনঃ অদুনোৎ ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—এততেও রাজার আক্কেল হইত না। তিনি তবুও অনুরাগবতী প্রেয়সীদিগের চক্ষুতে ধূলি দিয়া অন্যত্র যাইতেন। তাই সেই ভোগ-বঞ্চিতা প্রণয়িনীরা তাঁহার শাস্তির চরম করিয়া ছাড়িত,—কখনো চম্পক-কলিকানিভ অঙ্গুলী-তর্জ্জনপূর্ব্বক শাসাইত, কখনো ভ্রূ-দ্বয় কুঞ্চিত করিয়া কুটিল নয়নে তাকাইত, কখনো বা মেখলা-দামে রাজাকে বাঁধিয়া রাখিত ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শিক্ষা হইত না ॥ ১৭ ॥

বহু-কামিনী-বল্লভ অগ্নিবর্ণের যে রাত্রিতে যে কামিনীর নিকট উপগত হইবার প্রতিশ্রুতি পূর্ব্ব হইতেই স্থির থাকিত, তিনি দূতীদিগের জ্ঞাতসারে অলক্ষিতে গিয়া সেই অপ্রত্যাশ-হৃদয়া বিরহিণীর পশ্চাদ্দেশে সেই রাত্রিতে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহারই বিরহ-শঙ্কায় কাতরা সেই রমণীর দূতীর নিকটে "সত্বর যাও, যে ভাবে পার, তাঁহাকে আনিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও"—প্রভৃতি বিলাপ-লহরী শ্রবণপূর্ব্বক প্রচুর আমোদ পাইতেন ॥ ১৮ ॥

রাজ-মহিষীরা সময়ে সময়ে আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিতেন। তখন নৃত্যকুশলা বারবনিতাদের আর আসিবার উপায় থাকিত না ; অসংযত অগ্নিবর্ণ তখন উৎকণ্ঠিত-চিত্তে নর্ত্তকীদের সুরক্ষিত অঙ্গলতিকা আলেখ্য-পটে অঙ্কিত করিয়া মনোবিনোদন করিতেন। তাঁহার অঙ্গুলী হইতে স্বেদ-বিন্দু ক্ষরিত হইয়া করস্থিত তুলিকা সিক্ত করিয়া ফেলিত ॥ ১৯ ॥

রাজ্ঞীগণ, তাঁহাদের প্রণয়প্রতিদ্বন্দ্বিনী মদ-গর্ব্বিতা ললনাদিগের উপযুক্ত প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত এবং আপনারাও কতকটা মদন-বেদনায় আতুরা হইয়া, সমস্ত ক্রোধ অভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক, কোনো একটা উৎসবের ছল করিয়া রাজাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইতেন ও পিপাসিত প্রাণে তাঁহার সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন ॥ ২০ ॥

ভোর হইতে না হইতেই অগ্নিবর্ণ অন্তঃপুর হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঐ উপেক্ষিতা প্রণয়িনীদের নিকট হাজির হইতেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে,—সর্ব্বপরিচ্ছদে রাজমহিষীদিগের সহিত পরিভোগের চিহ্ন তখনও বিদ্যমান থাকিত ; ঐ সকল রমণীরা তদ্দর্শনে বড়ই ব্যথা পাইত, উপেক্ষাকারী প্রিয়তমের নির্দ্দয় ব্যবহারে তাহাদের বুক ভাঙ্গিয়া যাইত ; অপরাধী রাজা যুক্ত-করে তাহাদের প্রসন্নতা-বিধান করিতেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অন্যত্র আসক্তি-হেতু যথেষ্ট প্রণয়-প্রদর্শনে তৎপর হইতেন না বলিয়া, কামিনীরা একান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িত ॥ ২১

স্বপ্নকীর্ত্তিত-বিপক্ষমঙ্গনাঃ প্রত্যভৈৎসুরবদন্ত্য এব তম্ ।
প্রচ্ছদান্ত-গলিতাশ্রুবিন্দুভিঃ ক্রোধভিন্ন-বলয়ৈর্বিবর্ত্তনৈঃ ॥ ২২ ॥
ক্লৃপ্তপুষ্পশয়নাঁল্লতাগৃহানেত্য দূতিকৃতমার্গদর্শনঃ ।
অন্বভূৎ পরিজনাঙ্গনারতং সোঽবরোধভয়বেপথূত্তরম্ ॥ ২৩ ॥
নাম বল্লভ-জনস্য তে ময়া প্রাপ্য ভাগ্যমপি তস্য কাঙ্ক্ষ্যতে ।
লোলুপং ননু মনো মমেতি তং গোত্রবিস্খলিতমূচুরঙ্গনাঃ ॥ ২৪ ॥
চূর্ণবভ্রু লুলিতস্রগাকুলং ছিন্নমেখলমলক্তকাঙ্কিতম্ ।
উত্থিতস্য শয়নং বিলাসিনস্তস্য বিভ্রম-রতান্যপাবৃণোৎ ॥ ২৫ ॥
স স্বয়ং চরণরাগমাদধে যোষিতাং ন চ তথা সমাহিতঃ ।
লোভ্যমান-নয়নঃ শ্লথাংশুকৈর্মেখলাগুণপদৈর্নিতম্বিভিঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—স্বপ্নকীর্ত্তিতবিপক্ষং তম্ (অগ্নিবর্ণম্) অবদন্ত্যঃ এব (মহিষ্যঃ) প্রচ্ছদান্ত-গলিতাশ্রুবিন্দুভিঃ ক্রোধভিন্নবলয়ৈঃ বিবর্ত্তনৈঃ প্রত্যভৈৎসুঃ (প্রতিচক্রুঃ) ॥ ২২ ॥

সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) দূতিকৃত-মার্গদর্শনঃ (সন্) ক্লৃপ্তপুষ্পশয়নান্ লতাগৃহান্ এত্য অবরোধভয়বেপথূত্তরং (যথা তথা) পরিজনাঙ্গনারতম্ (দাসীরতম্) অন্বভূৎ ॥ ২৩ ॥

ময়া তে বল্লভ-জনস্য নাম প্রাপ্য (তৎ) ভাগ্যম্ অপি কাঙ্ক্ষ্যতে, ননু মম মনঃ লোলুপং (গৃধ্নু)—ইতি গোত্রবিস্খলিতং তম্ অঙ্গনাঃ ঊচুঃ ॥ ২৪ ॥

চূর্ণবভ্রু লুলিতস্রগাকুলং ছিন্নমেখলম্ অলক্তকাঙ্কিতং শয়নম্ (কর্ত্তৃ) উত্থিতস্য বিলাসিনঃ তস্য (অগ্নিবর্ণস্য) বিভ্রম-রতানি অপাবৃণোৎ ॥ ২৫ ॥

সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) স্বয়ম্ (এব) যোষিতাং চরণরাগম্ আদধে, (কিন্তু) শ্লথাংশুকৈঃ নিতম্বিভিঃ মেখলাগুণপদৈঃ (জঘনৈঃ) লোভ্যমান-নয়নঃ (সন্) তথা সমাহিতঃ চ ন (আদধে) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে, অগ্নিবর্ণ পূর্ব্বোপভুক্ত অন্য কোনো প্রমদার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বসিতেন, আর তাঁহার অঙ্ক-শায়িনী প্রণয়িনীরা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, তাঁহাদের কাঁচলীর প্রান্ত নয়নজলে ভিজিয়া যাইত। রাজাকে কিছুই বলিতেন না, ক্রোধে গর্ গর্ করিতে করিতে তাঁহারা এত বেগে পাশ ফিরিয়া শুইতেন যে, করধৃত জড়োয়ার বালা চুরমার হইয়া যাইত ॥ ২২ ॥

রাজার গুণের সীমা ছিল না। শুদ্ধান্ত-বাসিনী মহিষীদের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি দূতীগণ-প্রদর্শিত গোপনীয় পথে গিয়া, পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত কুসুমশয্যাময় লতাগৃহে উপনীত হইতেন ও অভিলষিত পরিচারিকার সহিত প্রমোদ-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেন ॥ ২৩ ॥

অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ যখন অন্য কোন প্রিয়তমা ললনার নাম ধরিয়া ডাকিতেন, তখন অগ্নিবর্ণের পার্শ্ববর্ত্তিনী কামিনীরা কহিতেন,—"প্রিয়তম! যাহার নাম ধরিয়া আমাকে ডাকিলে, সেই কামিনীর সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত প্রাণ আকুল হইয়াছে" ॥ ২৪ ॥

কামশাস্ত্রে উপভোগের নানাবিধ প্রকারভেদ আছে। কামুক অগ্নিবর্ণ সেই ভিন্নভিন্ন-প্রকার উপভোগের অনেকগুলিই জানিতেন। কেন না, তিনি গাত্রোত্থান করিলে তদীয় শয্যা দর্শনেই বুঝা যাইত যে, তিনি কত-রকম লীলা-বিহার করিয়াছেন। সেই শয্যার কোন অংশ অঙ্ক-শায়িনীগণের কেশস্রস্ত কুঙ্কুমাদি-রাগে পিঙ্গলবর্ণ, কোথাও বা কণ্ঠধৃত মাল্যচ্ছেদে আকীর্ণ, কোন স্থল আবার নিতম্বিনীদের ছিন্ন-ভিন্ন মেখলাখণ্ডে পরিপূর্ণ, অন্য কোথাও বা ভামিনীদিগের চরণের অলক্তকরাগে উজ্জ্বল। ঐ চারিপ্রকার চিহ্ন দ্বারা যথাক্রমে "ব্যানত", "করিপদ", "হরিবিক্রম" এবং "ধেনুক"-সংজ্ঞক চতুর্ব্বিধ বিহার-প্রকার সূচিত হইত ॥ ২৫ ॥

অযোধ্যাপতি মহারাজ অগ্নিবর্ণ স্বহস্তেই বিলাসিনীদের চরণ লাক্ষারাগে রঞ্জিত করিয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার কর-স্পর্শে ভামিনীগণের দেহ এলাইয়া পড়িত, নীবীবন্ধ হইতে সূক্ষ্ম পরিধেয় বসন অনেকটা খসিয়া যাইত, তখন কামুক রাজার শ্যেন-দৃষ্টি গিয়া সেই নিতম্বিনীদিগের মাংসল, রশনা-লাঞ্ছিত জঘনের উপর নিবদ্ধ হইত, তাই তিনি আর অলক্তক-প্রসাধনে ততটা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিতেন না ॥ ২৬ ॥

চুম্বনে বিপরিবর্ত্তিতাধরং হস্তরোধি রশনা-বিঘট্টনে।
বিঘ্নিতেচ্ছমপি তস্য সর্ব্বতো মন্মথেন্ধনমভূদ্বধূরতম্ ॥ ২৭ ॥
দর্পণেষু পরিভোগ-দর্শিনীর্নর্ম্মপূর্ব্বমনুপৃষ্ঠসংস্থিতঃ।
ছায়য়া স্মিতমনোজ্ঞয়া বধূর্হ্রীনিমীলিতমুখীশ্চকার সঃ ॥ ২৮ ॥
কণ্ঠ-সক্তমৃদুবাহুবন্ধনং ন্যস্তপাদতলমগ্রপাদয়োঃ।
প্রার্থয়ন্ত শয়নোত্থিতং প্রিয়াস্তং নিশাত্যয়বিসর্গচুম্বনম্ ॥ ২৯ ॥
প্রেক্ষ্য দর্পণতলস্থমাত্মনো রাজ-বেশমতিশক্র-শোভিনম্।
পিপ্রিয়ে ন স তথা যথা যুবা ব্যক্তলক্ষ্ম পরিভোগমণ্ডনম্ ॥ ৩০ ॥
মিত্রকৃত্যমপদিশ্য পার্শ্বতঃ প্রস্থিতং তমনবস্থিতং প্রিয়াঃ।
বিদ্ম হে শঠ! পলায়নচ্ছলান্যঞ্জসেতি রুরুধুঃ কচগ্রহৈঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—চুম্বনে বিপরিবর্ত্তিতাধরং রশনা-বিঘট্টনে হস্তরোধি (ইত্থং) সর্ব্বতঃ বিঘ্নিতেচ্ছম্ অপি বধূরতং তস্য (অগ্নিবর্ণস্য) মন্মথেন্ধনম্ অভূৎ ॥ ২৭ ॥

সঃ দর্পণেষু পরিভোগ-দর্শিনীঃ বধূঃ নর্ম্মপূর্ব্বম্ অনুপৃষ্ঠ-সংস্থিতঃ (সন্) স্মিতমনোজ্ঞয়া ছায়য়া হ্রীনিমীলিত-মুখীঃ চকার ॥ ২৮ ॥

প্রিয়াঃ শয়নোত্থিতং তং কণ্ঠসক্তমৃদুবাহুবন্ধনম্ অগ্র-পাদয়োঃ ন্যস্তপাদতলং নিশাত্যয়বিসর্গচুম্বনং প্রার্থয়ন্ত ॥ ২৯ ॥

যুবা সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) অতিশক্রশোভিনং দর্পণতলস্থম্ আত্মনঃ রাজবেশং প্রেক্ষ্য তথা ন পিপ্রিয়ে, যথা ব্যক্ত-লক্ষ্ম পরিভোগ-মণ্ডনং (প্রেক্ষ্য পিপ্রিয়ে) ॥ ৩০ ॥

মিত্রকৃত্যম্ অপদিশ্য পার্শ্বতঃ প্রস্থিতম্ অনবস্থিতম্ (চঞ্চলং) তম্ (অগ্নিবর্ণং) প্রিয়াঃ—হে শঠ! (তব) পলায়ন-চ্ছলানি অঞ্জসা বিদ্ম—ইতি কচগ্রহৈঃ রুরুধুঃ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—চঞ্চল রাজা বধূদিগের সহিত প্রমোদে মাতিয়া গিয়া চুম্বনে উদ্যত হইলে, তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া লইতেন, জঘনাশ্রিত মেখলা-গ্রন্থি ছিন্ন করিতে গেলে—তাঁহারা হাত চাপিয়া ধরিতেন। এইরূপে প্রতিপদে যতই বাধা পাইতেন, রাজার কামাগ্নি ততই প্রবলতর বেগে জ্বলিয়া উঠিত ॥ ২৭ ॥

রাজার চাঞ্চল্যে কোনো ললনা বিব্রত হইয়া গিয়া মুকুরে স্বীয় অঙ্গের পরিভোগ-চিহ্নগুলি একান্তে বসিয়া যখন দেখিতেন, তখন ক্ষিতীশ্বর মার্জ্জারবৎ নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে গিয়া সেই উপভোগবিধুরা বামিনীর পশ্চাদ্দেশে দাঁড়াইতেন,—আর রাজার মিটিমিটি হাসি-ভরা মুখের ছায়া সেই মুকুরতলে নিপতিত হইত। তখন গলিত-পরিধেয়া বধূ লজ্জায় নয়ন-মুদ্রণ করিয়া রহিতেন ॥ ২৮ ॥

রজনী-শেষে শয্যাত্যাগ-পূর্ব্বক রাজা যখন বাহিরে আসিতে উপক্রম করিতেন, তখন, তদীয় নিশা-সহচরী প্রিয়তমা ললিতভুজলতিকায় তাঁহার কণ্ঠদেশ আবদ্ধ করিত, চরণের অগ্রভাগ দিয়া তাঁহার পদ চাপিয়া ধরিত এবং আকুল-হৃদয়ে প্রভাতের বিদায় চুম্বন ভিক্ষা করিত ॥ ২৯ ॥

নবীন যুবক অগ্নিবর্ণ দর্পণতলে, স্বীয় ইন্দ্র-বিনিন্দী রাজ-বেশ নিরীক্ষণ করিয়া ততটা তৃপ্তি পাইতেন না, যতটা, রমণীগণের দশনক্ষতাদি পরিভোগচিহ্ন স্বগাত্রে দেখিলে প্রীত হইতেন ॥ ৩০ ॥

চঞ্চল নরনাথ, কোনো বন্ধুর বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের ছল করিয়া, ললনান্তরের নিকট প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে,—পার্শ্ববর্ত্তিনী বিলাসিনীরা—"লম্পট! ছল করিয়া পলাইতেছ, সব—বুঝি"—বলিয়া, চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে ফিরাইত ॥ ৩১ ॥

তস্য নির্দ্দয়রতিশ্রমালসাঃ কণ্ঠসূত্রমপদিশ্য যোষিতঃ ।
অধ্যশেরত বৃহদ্ভুজান্তরং পীবরস্তন-বিলুপ্ত-চন্দনম্ ॥ ৩২ ॥

সঙ্গমায় নিশি গূঢ়চারিণং চারদূতিকথিতং পুরোগতাঃ ।
বঞ্চয়িষ্যসি কুতস্তমোবৃতঃ কামুকেতি চকৃষুস্তমঙ্গনাঃ ॥ ৩৩ ॥

যোষিতামুডুপতেরিবার্চিষাং স্পর্শনির্বৃতিমসাববাপ্নুবন্ ।
আরুরোহ কুমুদাকরোপমাং রাত্রিজাগরপরো দিবাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বেণুনা দশনপীড়িতাধরা বীণয়া নখপদাঙ্কিতোরবঃ ।
শিল্পকার্য্য উভয়েন বেজিতাস্তং বিজিহ্ম-নয়না ব্যলোভয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

অঙ্গসত্ত্ব-বচনাশ্রয়ং মিথঃ স্ত্রীষু নৃত্যমুপধায় দর্শয়ন্ ।
স প্রযোগনিপুণৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ সঞ্জঘর্ষ সহ মিত্র-সন্নিধৌ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—নির্দয়রতিশ্রমালসাঃ যোষিতঃ কণ্ঠসূত্রম্ (আলিঙ্গন-বিশেষম্) অপদিশ্য পীবরস্তন-বিলুপ্ত-চন্দনং তস্য (অগ্নিবর্ণস্য) বৃহদ্ভুজান্তরম্ অধ্যশেরত ॥ ৩২ ॥

সঙ্গমায় নিশি গূঢ়চারিণং চার-দূতি-কথিতং তম্ (অগ্নিবর্ণং) পুরোগতাঃ (সত্যঃ) অঙ্গনাঃ—হে কামুক! তমোবৃতঃ (সন্) কুতঃ বঞ্চয়িষ্যসি—ইতি চকৃষুঃ (স্বগৃহং নিন্যুঃ) ॥ ৩৩ ॥

উড়ুপতেঃ অর্চিষাম্ ইব যোষিতাং স্পর্শনির্বৃতিম্ অবাপ্নুবন্ রাত্রিজাগরপরঃ দিবাশয়ঃ অসৌ (অগ্নিবর্ণঃ) কুমুদাকরোপমাম্ আরুরোহ ॥ ৩৪ ॥

দশন-পীড়িতাধরাঃ নখপদাঙ্কিতোরবঃ বেণুনা বীণয়া (চ) (ইতি) উভয়েন বেজিতাঃ শিল্পকার্য্যঃ (গায়িকাঃ) তং বিজিহ্ম-নয়নাঃ (সত্যঃ) ব্যলোভয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

অঙ্গ-সত্ত্ব-বচনাশ্রয়ং নৃত্যং মিথঃ স্ত্রীষু উপধায় দর্শয়ন্ সঃ মিত্র-সন্নিধৌ প্রয়োগনিপুণৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ সহ সঞ্জঘর্ষ (সংঘর্ষং কৃতবান্)। ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—বলিষ্ঠ অগ্নিবর্ণের নির্দ্দয় উপভোগের অতিশ্রমে শিথিলকায়া বিলাসিনীরা "কণ্ঠসূত্র"-নামক মনোজ্ঞ আলিঙ্গনের ছল করিয়া তাঁহার বিশাল ভুজদ্বয়ের মধ্যস্থ বক্ষঃস্থলে যখন বিশ্রামার্থ শয়ন করিত, তখন তাহাদের পীবরস্তন-সংমর্দ্দনে রাজার অঙ্গরাগ কোথায় চলিয়া যাইত ॥ ৩২ ॥

কুট্টনীগণের নির্দ্দেশক্রমে, গভীর রজনীতে যখন তিনি অতি সংগোপনে গুটিগুটি করিয়া ললনান্তরের উদ্দেশে সকাম-হৃদয়ে বিচরণ করিতেন, তখন "কামুক! অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে চাও?"—বলিয়া কামিনীরা তাঁহাকে ঠানিয়া আনিত ॥ ৩৩ ॥

কুমুদাকর (কুমুদপূর্ণ সরোবর) যেমন কুমুদ-বল্লভ শশাঙ্কের প্রভাজালের স্পর্শসুখ লাভের আশায় সারারাত্রি বিকসিত-কুমুদে জাগিয়া জাগিয়া দিনে নিমীলিত হইয়া যেন ঘুমাইয়া থাকে, তদ্রূপ অযোধ্যানাথ ললনারঞ্জন অগ্নিবর্ণও, সমগ্র রজনী ললনাদিগের সংস্পর্শসুখলাভের নিমিত্ত জাগিয়া কাটাইতেন ও সারাদিন ঘুমাইতেন ॥ ৩৪ ॥

তাঁহার অতি নির্দ্দয় সম্ভোগে গায়িকাদিগের অধর ক্ষতবিক্ষত ও উরুদেশ নখাদিচিহ্নিত হওয়ায়, বাঁশী ও বীণা বাজাইতে যখন তাহাদের ক্লেশ হইত, তখন তাহারা নির্দ্দয় অগ্নিবর্ণের দিকে কুটিল-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিত এবং তাহাতে রাজা আরও আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ হইতেন ॥ ৩৫ ॥

অগ্নিবর্ণ অতিনির্জ্জনে, প্রথমে, নর্ত্তকীদিগকে আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক এই তিনপ্রকার অভিনয় স্বয়ং শিক্ষা দিতেন ও কেমন শিখিল, তাহা অভিনয় দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতেন এবং পার্শ্বচর বন্ধু-বান্ধবদিগের সমক্ষে ঐ সকল নর্ত্তকী দ্বারা, অভিনয়নিপুণ নাট্যাচার্য্যগণের সহিত কলহ বাধাইয়া দিতেন ॥ ৩৬ ॥

অংসলম্বিকুটজার্জ্জুনস্রজস্তস্য নীপরজসাঙ্গরাগিণঃ ।
প্রাবৃষি প্রমদবর্হিণেষ্বভূৎ কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥

বিগ্রহাচ্চ শয়নে পরাঙ্মুখীর্নানুনেতুমবলাঃ স তত্বরে ।
আচকাঙ্ক্ষ ঘন-শব্দবিক্লবাস্তা বিবৃত্য বিশতীর্ভুজান্তরম্ ॥ ৩৮ ॥

কার্ত্তিকীষু সবিতানহর্ম্ম্যভাগ্ যামিনীষু ললিতাঙ্গনাসখঃ ।
অন্বভুঙ্ক্ত সুরতশ্রমাপহাং মেঘমুক্তবিশদাং স চন্দ্রিকাম্ ॥ ৩৯ ॥

সৈকতং চ সরযুং বিবৃণ্বতীং শ্রোণিবিম্বমিব হংসমেখলম্ ।
স্বপ্রিয়া-বিলসিতানুকারিণীং সৌধজাল-বিবরৈর্ব্যলোকয়ৎ ॥ ৪০ ॥

মর্ম্মরৈরগুরুধূপগন্ধিভির্ব্যক্তহেমরশনৈস্তমেকতঃ ।
জহ্রুরাগ্রথনমোক্ষলোলুপং হৈমনৈর্নিবসনৈঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—প্রাবৃষি অংস-লম্বি-কুটজার্জ্জুনস্রজঃ নীপরজসা অঙ্গরাগিণঃ তস্য প্রমদ-বর্হিণেষু কৃত্রিমাদ্রিষু বিহার-বিভ্রমঃ অভূৎ ॥ ৩৭ ॥

(প্রাবৃষি) সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) বিগ্রহাৎ শয়নে পরাঙ্মুখীঃ অবলাঃ অনুনেতুং চ ন তত্বরে। (কিন্তু) ঘন-শব্দ-বিক্লবাঃ (সত্যঃ) বিবৃত্য ভুজান্তরং বিশতীঃ তাঃ আচকাঙ্ক্ষ ॥ ৩৮ ॥

কার্ত্তিকীষু যামিনীষু সবিতানহর্ম্ম্যভাক্ ললিতাঙ্গনাসখঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) সুরতশ্রমাপহাং মেঘমুক্তবিশদাং চন্দ্রিকাম্ অন্বভুঙ্ক্ত ॥ ৩৯ ॥

হংস-মেখলং সৈকতং শ্রোণিবিম্বম্ ইব বিবৃণ্বতীং স্বপ্রিয়া-বিলসিতানুকারিণীং সরযুং চ সৌধজালবিবরৈঃ (সঃ অগ্নিবর্ণঃ) ব্যলোকয়ৎ ॥ ৪০ ॥

মর্ম্মরৈঃ অগুরুধূপ-গন্ধিভিঃ ব্যক্তহেমরশনৈঃ হৈমনৈঃ (হেমন্তে ভবৈঃ) নিবসনৈঃ একতঃ আগ্রথনমোক্ষ-লোলুপং তং সুমধ্যমাঃ জহ্রুঃ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ।—বর্ষাকালে কৃত্রিম ক্রীড়াপর্ব্বতে তিনি বিহার করিতেন, তখন প্রাবৃট্ ঋতুর কুটজ ও অর্জ্জুন কুসুমের মাল্য তাঁহার স্কন্ধদেশে বিলম্বিত হইত ও কদম্ব-কুসুমের পরাগে কলেবর আরক্ত আভা ধারণ করিত। ক্রীড়াপর্ব্বতের চারিদিক্ মদমত্ত ময়ূরগণে পরিপূর্ণ হইত ॥ ৩৭ ॥

শয্যাগত অগ্নিবর্ণ, কলহনিবন্ধন অভিমানভরে পরাঙ্মুখ-শয়না শয়ন-সঙ্গিনীকে অনুনয়-বিনয়ের দ্বারা সম্মুখবর্ত্তিনী করিবার প্রয়াস করিতেন না; তাঁহার বাসনা হইত, প্রাবৃট্-রজনীর গম্ভীর জলদ-গর্জ্জনে চকিত হইয়া অভিমানিনী আপনিই পার্শ্বপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার ভুজদ্বয়ের অভ্যন্তরে আশ্রয় লউক ॥ ৩৮ ॥

তুষারবর্ষী কার্ত্তিকমাসের রাত্রিতে অগ্নিবর্ণ চন্দ্রাতপ-বিমণ্ডিত প্রাসাদে ললিত-কলেবরা বিলাসিনীদিগকে লইয়া সম্ভোগ-শ্রান্তিহরা মেঘমুক্তা বিমল চন্দ্রিকা উপভোগ করিতেন ॥ ৩৯ ॥

শরতে শীর্ণকায়া সরযুর নিতম্বের ন্যায় পুলিন জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে চন্দ্রহারের ন্যায় হংসশ্রেণি বিরাজ করিতেছে, রাজা অগ্নিবর্ণ প্রাসাদ হইতে বাতায়ন-পথে সেই শোভা দর্শন করিতেন আর তাঁহার স্খলিত-বসনা নিতম্ববতী প্রিয়তমাদিগের কথা মনে পড়িত ॥ ৪০ ॥

রাজা অগ্নিবর্ণ স্বহস্তে ক্ষীণোদরী সুন্দরীদের নিতম্বের কোন এক স্থানে পরিধেয় বসনের গ্রন্থিবন্ধন করিতে উৎসুক হইতেন—মতলব, নীবীবন্ধন করিতে গিয়া কাপড়খানি খুলিয়া ফেলিবেন, কিন্তু লীলা-চতুরা বিলাসিনীরা, অগুরু-ধূপ-বাসিত মর্ম্মর-শব্দ-বিশিষ্ট তাহাদের হেমন্তকালোচিত মনোহর বসন নানা ভঙ্গিতে কখনো বিস্রস্ত, কখনো নিবদ্ধ করিয়া, লোলুপ নৃপতির মন ভুলাইত ॥ ৪১ ॥

অর্পিতস্তিমিতদীপদৃষ্টয়ো গর্ভবেশ্মসু নিবাতকুক্ষিষু।
তস্য সর্ব্বসুরতান্তরক্ষমাঃ সাক্ষিতাং শিশির-রাত্রয়ো যযুঃ ॥ ৪২ ॥
দক্ষিণেন পবনেন সম্ভৃতং প্রেক্ষ্য চূত-কুসুমং সপল্লবম্।
অন্বনৈষুরবধূত-বিগ্রহাস্তং দুরুৎসহবিয়োগমঙ্গনাঃ ॥ ৪৩ ॥
তাঃ স্বমঙ্কমধিরোপ্য দোলয়া প্রেঙ্খয়ন্ পরিজনাপবিদ্ধয়া।
মুক্তরজ্জু নিবিড়ং ভয়চ্ছলাৎ কণ্ঠবন্ধনমবাপ বাহুভিঃ ॥ ৪৪ ॥
তং পয়োধরনিষিক্ত-চন্দনৈর্মৌক্তিক-গ্রথিত-চারু-ভূষণৈঃ
গ্রীষ্মবেশবিধিভিঃ সিষেবিরে শ্রোণি-লম্বি-মণিমেখলৈঃ প্রিয়াঃ ॥ ৪৫ ॥
যৎ স লগ্নসহকারমাসবং রক্ত-পাটল-সমাগমং পপৌ।
তেন তস্য মধুনির্গমাৎ কৃশশ্চিত্তযোনিরভবৎ পুনর্নবঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—নিবাত-কুক্ষিষু গর্ভবেশ্মসু (গৃহাভ্যন্তরেষু) অর্পিত-স্তিমিতদীপদৃষ্টয়ঃ সর্ব্বসুরতান্তরক্ষমাঃ শিশিররাত্রয়ঃ (তস্য অগ্নিবর্ণস্য) সাক্ষিতাং যযুঃ ॥ ৪২ ॥

অঙ্গনাঃ দক্ষিণেন পবনেন সম্ভৃতং সপল্লবং চূতকুসুমং প্রেক্ষ্য অবধূত-বিগ্রহাঃ (সত্যঃ) দুরুৎসহবিয়োগং তম্ অন্বনৈষুঃ (অনুনীতবত্যঃ) ॥ ৪৩ ॥

তাঃ (অঙ্গনাঃ) স্বম্ অঙ্কম্ অধিরোপ্য পরিজনাপবিদ্ধয়া দোলয়া মুক্তরজ্জু (যথা তথা) প্রেঙ্খয়ন্ ভয়চ্ছলাৎ বাহুভিঃ (অঙ্গনাভুজৈঃ) নিবিড়ং কণ্ঠবন্ধনম্ অবাপ ॥ ৪৪ ॥

প্রিয়াঃ পয়োধরনিষিক্তচন্দনৈঃ মৌক্তিকগ্রথিতচারুভূষণৈঃ শ্রোণিলম্বি-মণিমেখলৈঃ গ্রীষ্মবেশবিধিভিঃ তম্ (অগ্নিবর্ণং) সিষেবিরে ॥ ৪৫ ॥

সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) লগ্ন-সহকারং রক্ত-পাটল-সমাগমম্ আসবং পপৌ (ইতি) যৎ, তেন (আসবপানেন) মধুনির্গমাৎ কৃশঃ তস্য (অগ্নিবর্ণস্য) চিত্তযোনিঃ পুনঃ নবঃ অভবৎ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রাসাদ-মধ্যবর্ত্তী সমীরণ-বিহীন অন্তঃ-প্রকোষ্ঠ সমূহে নিষ্কম্পভাবে যে সমুজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিত, তাহাদের সাহায্যে শিশিরমাসের রাত্রিসমূহ, বিলাসপ্রিয় অগ্নিবর্ণের সর্ব্বপ্রকার বিহার প্রত্যক্ষ করিত। তখন আর গ্রীষ্মের প্রখর তাপ এবং তজ্জনিত ঘর্ম্মক্ষরণ—কিছুই ছিল না, রাত্রিও পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতরা, সুতরাং নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বিহারেও তাঁহার কোনো ক্লেশ জন্মিত না ॥ ৪২ ॥

মলয়সমীরণসংস্পর্শে রোমাঞ্চিত ও পল্লবমধ্য-বিকসিত চূতকুসুম দর্শন করিয়া প্রমদারা একান্ত উন্মনা হইয়া উঠিত—সকল জেদ্ সব অভিমান ছাড়িয়া তাহারা অসহ্য বিরহে অগ্নিবর্ণের শরণ লইত এবং বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া কত অনুনয়-বিনয় করিত ॥ ৪৩ ॥

রসময় রাজা কামিনীদিগকে প্রথমতঃ আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়া দোলায় উঠিতেন, পরিজনবর্গ দোল দিত, আর তিনি দোলার রশ্মি ছাড়িয়া দিয়া সুন্দরীদিগকে যেন ঈষৎ ঠেলিয়া দিতেন। তাহারাও অমনি যেন কত ভয় পাইয়া, মৃণালভুজলতায় রাজার কণ্ঠ নির্দ্দয়ভাবে জড়াইয়া ধরিত ॥ ৪৪ ॥

গ্রীষ্মকালোচিত মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিতম্বিনীগণ রাজার সেবা করিত। তাহাদের পীবরস্তন-মণ্ডল চন্দনচর্চ্চিত, ভূষণ সুশীতল মুক্তাখচিত এবং নিতম্ব মণিময় মেখলায় সুশোভিত, রাজা তাদৃশী সেবিকাদের পরিচর্য্যায় পরম প্রীতিলাভ করিতেন ॥ ৪৫ ॥

দুরন্ত বসন্তের তিরোধানে রাজার কামানল কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি, পল্লব-ভঙ্গ-মিশ্রিত ও পাটল-কুসুম-রাগ-রঞ্জিত মদ্যপানের সাহায্যে সেই মন্দীভূত অগ্নি আবার দ্বিগুণ জ্বালাইয়া লইতেন ॥ ৪৬ ॥

এবমিন্দ্রিয়সুখানি নির্বিশন্নন্য-কার্য্য-বিমুখঃ স পার্থিবঃ।
আত্মলক্ষণনিবেদিতানৃতূনত্যবাহয়দনঙ্গবাহিতঃ ॥ ৪৭ ॥

তং প্রমত্তমপি ন প্রভাবতঃ শেকুরাক্রমিতুমন্যপার্থিবাঃ।
আময়স্তু রতি-রাগ-সম্ভবো দক্ষ-শাপ ইব চন্দ্রমক্ষিণোৎ ॥ ৪৮ ॥

দৃষ্টদোষমপি তন্ন সোঽত্যজৎ সঙ্গ-বস্তু ভিষজামনাশ্রবঃ।
স্বাদুভিস্তু বিষয়ৈর্হৃতস্ততো দুঃখমিন্দ্রিয়গণো নিবার্য্যতে ॥ ৪৯ ॥

তস্য পাণ্ডুবদনাল্পভূষণা সাবলম্বগমনা মৃদুস্বনা।
রাজযক্ষ্ম-পরিহানিরাযযৌ কামযান-সমবস্থয়া তুলাম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যোম পশ্চিমকলাস্থিতেন্দু বা পঙ্কশেষমিব ঘর্ম্মপল্বলম্।
রাজ্ঞি তৎকুলমভূৎ ক্ষয়াতুরে বামনার্চ্চিরিব দীপ-ভাজনম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।—এবম্ অনঙ্গ-বাহিতঃ অন্যকার্য্যবিমুখঃ সঃ পার্থিবঃ ইন্দ্রিয়-সুখানি নির্বিশন্ আত্মলক্ষণ-নিবেদিতান্ ঋতূন অত্যবাহয়ৎ ॥ ৪৭ ॥

প্রমত্তম্ অপি তং (নৃপং) প্রভাবতঃ অন্যপার্থিবাঃ আক্রমিতুম্ ন শেকুঃ, তু (কিন্তু) রতি-রাগ-সম্ভবঃ আময়ঃ (ক্ষয়রোগঃ) দক্ষশাপঃ চন্দ্রম্ ইব (তম্) অক্ষিণোৎ ॥ ৪৮ ॥

ভিষজাম্ অনাশ্রবঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) দৃষ্টদোষম্ অপি তৎ সঙ্গ-বস্তু (স্ত্রীমদ্যাদিকং) ন অত্যজৎ। (তথাহি)—ইন্দ্রিয়গণঃ স্বাদুভিঃ বিষয়ৈঃ হৃতঃ তু (চেৎ) ততঃ (তেভ্যঃ) দুঃখং নিবার্য্যতে ॥ ৪৯ ॥

তস্য (রাজ্ঞঃ) পাণ্ডু-বদনা অল্পভূষণা সাবলম্বগমনা মৃদুস্বনা রাজ-যক্ষ্ম-পরিহানিঃ কামযান-সমবস্থয়া তুলাম্ আযযৌ ॥ ৫০ ॥

রাজ্ঞি (তস্মিন্ অগ্নিবর্ণে) ক্ষয়াতুরে (সতি) তৎকুলং পশ্চিমকলাস্থিতেন্দু ব্যোম বা ইব, পঙ্ক-শেষং ঘর্ম্মপল্বলম্ (ইব), বামনার্চ্চিঃ দীপভাজনম্ ইব অভূৎ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—যে যে ঋতুর যে যে বস্তু উপভোগযোগ্য, সেই সেই ঋতুতে তৎ তৎ সমস্ত বস্তু সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া, প্রজানাথ অগ্নিবর্ণ, অন্যান্য সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক,—ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির অতুল সুখে নিমগ্ন থাকিতেন ॥ ৪৭ ॥

অগ্নিবর্ণ যতই কামপরতন্ত্র, প্রমদাগণবেষ্টিত এবং আত্মবিস্মৃত হউন্ না কেন,—তাঁহার অপরাজেয় রাজ-শক্তির অখণ্ড প্রভাবে অন্য কোনো রাজা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সাহস করিতেন না বটে, কিন্তু, প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ যেমন চন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ অত্যধিক অঙ্গনা-সম্ভোগের বিষময় পরিণাম অসাধ্য ক্ষয়রোগ ক্রমে তাঁহাকে অতিশয় ক্ষীণ করিয়া ফেলিল ॥ ৪৮ ॥

দুর্বিনীত অগ্নিবর্ণ চিকিৎসকগণের অত্যন্ত অবাধ্য ছিলেন। স্বচক্ষে দেখিয়াও তিনি অশেষদোষের আকর—স্ত্রী-মদ্য-প্রভৃতি সদাসহচর বিষয় সকল ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিরূপেই বা পারিবেন?—আপাতরম্য কামিনী প্রভৃতিতে যাহার চিত্ত একবার মজিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনা বড়ই কঠিন ॥ ৪৯ ॥

অসাধ্য রাজ-যক্ষ্মা ব্যাধির আক্রমণে তিনি একেবারে অন্যরূপ হইয়া গেলেন। অতিকামুকের ঠিক যেমন দশা ঘটে, তাঁহারও তাহাই ঘটিল। সেই সুন্দর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, কণ্ঠস্বর বসিয়া গেল, স্বরভঙ্গ হইল। যষ্টি ব্যতিরেকে তিনি আর এক পদও চলিতে পারেন না। সর্ব্বাঙ্গে কত বহুমূল্য রাজভূষণ ছিল, দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন সে সমস্তই পরিহৃত হইল ॥ ৫০ ॥

ক্ষয়রোগে যখন তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন ত্রিজগদ্বিদিত রঘুবংশের কি শোচনীয় দশাই না ঘটিল। এক কলামাত্রে অবশিষ্ট চন্দ্রে আকাশের ন্যায়, কেবল পঙ্কে পর্য্যবসিত গ্রীষ্মের নাতিবৃহৎ জলাশয়ের ন্যায়, এবং ক্ষীণ-শিখ দীপাধারের ন্যায়, রঘুকুল নিতান্ত দুঃখকরী অবস্থা প্রাপ্ত হইল ॥ ৫১ ॥

বাঢ়মেষ দিবসেষু পার্থিবঃ কর্ম্ম সাধয়তি পুত্রজন্মনে।
ইত্যদর্শিতরুজোঽস্য মন্ত্রিণঃ শশ্বদূচুরঘ-শঙ্কিনীঃ প্রজাঃ ॥ ৫২ ॥
স ত্বনেকবনিতাসখোঽপি সন্ পাবনীমনবলোক্য সন্ততিম্।
বৈদ্য যত্নপরিভাবিনং গদং ন প্রদীপ ইব বায়ুমত্যগাৎ ॥ ৫৩ ॥
তং গৃহোপবন এব সঙ্গতাঃ পশ্চিমক্রতুবিদা পুরোধসা।
রোগশান্তিমপদিশ্য মন্ত্রিণঃ সংভৃতে শিখিনি গূঢ়মাদধুঃ ॥ ৫৪ ॥
তৈঃ কৃতপ্রকৃতিমুখ্যসংগ্রহৈরাশু তস্য সহধর্ম্মচারিণী।
সাধু-দৃষ্ট-শুভ-গর্ভ-লক্ষণা প্রত্যপদ্যত নরাধিপশ্রিয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্যাস্তথাবিধ-নরেন্দ্রবিপত্তিশোকাদুষ্ণৈর্বিলোচনজলৈঃ প্রথমাভিতপ্তঃ।
নির্ব্বাপিতঃ কনক-কুম্ভমুখোজ্ঝিতেন বংশাভিষেকবিধিনা শিশিরেণ গর্ভঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়।—বাঢ়ং (সত্যম্) এষঃ পার্থিবঃ দিবসেষু পুত্র-জন্মনে কর্ম্ম সাধয়তি ইতি—অদর্শিতরুজঃ (নিগূহিত-রোগাঃ) (সন্তঃ) অস্য মন্ত্রিণঃ অঘশঙ্কিনীঃ প্রজাঃ শশ্বৎ ॥ ৫২ ॥

সঃ তু (অগ্নিবর্ণঃ) অনেক-বনিতা-সখঃ সন্ অপি পাবনীং সন্ততিম্ অনবলোক্য বৈদ্যযত্নপরিভাবিনং গদং প্রদীপঃ বায়ুম্ ইব ন অত্যগাৎ (নাতিচক্রাম—মমার) ॥ ৫৩ ॥

পশ্চিমক্রতুবিদা পুরোধসা সঙ্গতাঃ মন্ত্রিণঃ গৃহোপবনে এব রোগ-শান্তিম্ অপদিশ্য তম্ (অগ্নিবর্ণং) সম্ভৃতে শিখিনি গূঢ়ম্ আদধুঃ ॥ ৫৪ ॥

আশু কৃত-প্রকৃতি-মুখ্য-সংগ্রহৈঃ তৈঃ (মন্ত্রিভিঃ) সাধু-দৃষ্ট-শুভ-গর্ভ-লক্ষণা তস্য সহধর্ম্মচারিণী নরাধিপশ্রিয়ম্ প্রত্যপদ্যত ॥ ৫৫ ॥

তথাবিধনরেন্দ্রবিপত্তিশোকাৎ উষ্ণৈঃ বিলোচন-জলৈঃ প্রথমাভিতপ্তঃ তস্যাঃ (রাজ্ঞ্যাঃ) গর্ভঃ কনক-কুম্ভ-মুখোজ্ঝিতেন শিশিরেণ বংশাভিষেকবিধিনা (অভিষেক-জলেন) নির্ব্বাপিতঃ ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গার্থ।—ক্রমে দুঃসংবাদটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজানুরক্ত প্রজাপুঞ্জ নানারূপ বিপদের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। তখন রাজার রোগ গোপনপূর্ব্বক, মন্ত্রিবৃন্দ, "দিবাভাগে নরনাথ, যথার্থই সন্তানোৎপত্তি-সঙ্কল্প জপাদিতে নিরত থাকেন" বলিয়া প্রজাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

ক্রমে সব ফুরাইল! দীপ যেমন বায়ুকে এড়াইতে না পারিয়া নিবিয়া যায়, তদ্রূপ দুরারোগ্য ক্ষয়রোগের হাত রাজা আর এড়াইতে পারিলেন না। বৈদ্যগণের সব চেষ্টা, সব প্রয়াস ব্যর্থ হইল। বহু পত্নী সত্ত্বেও কুল-পাবন পুত্র-সন্দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না, জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইল ॥ ৫৩ ॥

রাজার এই অকাল-মরণের সংবাদ আপাততঃ গোপন রাখা হইল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-কুশল পুরোহিতকে লইয়া রোগ-শান্তির ছলে প্রাসাদের অন্তর্বর্ত্তী উপবনেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে অগ্নিবর্ণের দেহ বিসর্জ্জিত হইল! ॥ ৫৪ ॥

অনাথ অযোধ্যা-রাজ্যের হিতৈষী মন্ত্রীর দল প্রধান প্রধান পৌরজনের সহিত সংমিলিত হইয়া, যখন বিশেষরূপে জানিতে পারিলেন যে, পাটরাণী অন্তঃস্বত্বা, তখন তিনিই রাজ-লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন ॥ ৫৫ ॥

রাজা অগ্নিবর্ণের সেই ঘোর অত্যাচার-ফলে অকালে তিরোধান হওয়ায় মহিষীর যে গর্ভ তপ্ত নয়ন-জলে প্রথম অতিশয় প্রতপ্ত হইয়াছিল, কাঞ্চন-কলসমুখ-নিঃসৃত, সুশীতল অভিষেক-সলিলে তাহার সে তাপ এক্ষণে নির্ব্বাপিত হইল ॥ ৫৬ ॥

তং ভাবার্থং প্রসব-সময়াকাঙ্ক্ষিণীনাং প্রজানা-মন্তর্গূঢ়ং ক্ষিতিরিব নভোবীজমুষ্টিং দধানা।
মৌলৈঃ সার্দ্ধং স্থবির-সচিবৈর্হেমসিংহাসনস্থা রাজ্ঞী রাজ্যং বিধিবদশিষদ্ ভর্ত্তুরব্যাহতাজ্ঞা ॥ ৫৭

ইতি একোনবিংশঃ সর্গঃ।

সমাপ্তমিদং রঘুবংশম্ ॥

অন্বয়।—প্রসব-সময়াকাঙ্ক্ষিণীনাং প্রজানাং ভাবার্থং (মঙ্গলায়), ক্ষিতিঃ অন্তর্গূঢ়ং নভোবীজমুষ্টিম্ ইব, (অন্তর্গূঢ়ং) তং (গর্ভং) দধানা রাজ্ঞী হেমসিংহাসনস্থা অব্যাহতাজ্ঞা (চ সতী) মৌলৈঃ স্থবিরসচিবৈঃ সার্দ্ধং ভর্ত্তুঃ (অগ্নিবর্ণস্য) রাজ্যং বিধিবৎ অশিষৎ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রজাপুঞ্জ সপ্রত্যাশ-হৃদয়ে রাজ্ঞীর প্রসব-কালের শুভ মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শ্রাবণমাসে রোপিত বীজমুষ্টিকে যেমন ধরিত্রী অতিগূঢ়ভাবে অন্তরে বহন করে, মহিষীও তদ্রূপ, প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণময় গর্ভ-ধারণ-পূর্ব্বক বিশ্বস্ত ও প্রবীণ সচিববৃন্দের সহিত একযোগে পতির রাজ্য যথাবিধি শাসন করিতে লাগিলেন।—তাঁহার আদেশ সর্ব্বত্রই অব্যাহত থাকিত, সকলেই নতমস্তকে মানিয়া লইত ॥৫৭॥

তাৎপর্য্য।—তেজস্বী নবীন নরপতি অগ্নিবর্ণ অযোধ্যার পরম পবিত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে. কিন্তু তিনি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যাকে তাঁহার ভোগের সামগ্রী মনে করিলেন। রাজা এবং রাজ্য উভয়ের পক্ষেই ইহা যে কত বড় সর্ব্বনাশের কারণ, ভোগোন্মত্ত রাজা তাহা বুঝিলেন না। বিলাসী অগ্নিবর্ণ, কর্ম্মক্লান্ত মন্ত্রিবৃদ্ধদিগের উপর রাজ্যের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া একেবারে অন্তঃপুরবাসী হইয়া পড়িলেন। সভামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী রাজ-সিংহাসন, অযোধ্যাপতির ধর্ম্মাসন,—যাহাতে দিলীপ, রঘু, রাম প্রভৃতি উপবেশন করিতেন, যে আসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্পে সীতাময়-প্রাণ রামচন্দ্র তাঁহার সীতাকে নির্ব্বাসিতা করিয়াছিলেন,—সেই সিংহাসন—শূন্য পড়িয়া থাকিত! তাঁহার অস্বাভাবিক অত্যাচারের ফলে ক্ষয়রোগে অকালে পতন হইল। দিলীপের রাজ-সিংহাসন এতদিনে শূন্য হইল! অযোধ্যার রাজ-সূর্য্য অস্তমিত হইলেন! সোনার অযোধ্যায় শ্মশানের ক্রন্দন উঠিল! রামরাজ্য অন্ধকার হইল! ভরতের জন্য কৈকেয়ীর চিরকাঙ্ক্ষিত সেই সিংহাসন নিবিড় অরণ্য-মধ্যগত শিলা-খণ্ডবৎ শূন্য পড়িয়া রহিল!

কালিদাস অনন্ত শব্দরত্নের অগাধ পারাবারতুল্য ছিলেন। এই সর্গে তিনি যেপ্রকার অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত অগ্নিবর্ণের সম্ভোগ ও তাহার অব্যভিচারী পরিণতি—অগ্নিবর্ণের অকালমৃত্যুর বিষয় বর্ণন করিয়াছেন,—তাহার সামান্য এক অংশাংশও ভাষান্তরিত করিয়া লোক-সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিবার মত সামর্থ্য আমার নাই। যদি থাকিত, তবে দেখাইতাম যে,—সম্ভোগবস্তুটাকেও, নিপুণ কবি, কত-সুন্দর, কত মনোহর করিয়া দেখাইতেছেন ও সেই সঙ্গে, তাহার বিষময় ফল কেমনই সুকৌশলে—পাশাপাশি ধরিয়া পাঠকের হৃদয়ে ভোগতৃষ্ণার ভয়ঙ্করত্ব অঙ্কিত করিয়া দিতেছেন।

বাৎস্যায়ন-গোনর্দ্দীয় প্রভৃতির সম্ভোগ-প্রকার-চাতুর্য্যপূর্ণ প্রাচীন কামশাস্ত্রাদির মন্থন করিয়া দুই তিনটি কবিতার দ্বারা তিনি পাঠকদিগের চমক লাগাইয়া দিয়াছেন। রঘুর শেষ সর্গ কালিদাসের অক্ষয় কীর্ত্তি। অনুপম কল্পনা। অবিমৃষ্যকারী রাজন্যবর্গের অপূর্ব্ব ও চিরস্থায়ী দর্পণ। ইহা কোন দিন মলিন হইবে না, ইহার পারদ-প্রলেপ কোন কালে খসিয়া পড়িবে না ॥ ৪-৫৭ ॥

রঘুবংশ সমাপ্ত

উপসংহার

এতক্ষণে সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ শ্রব্যকাব্য রঘুবংশ সমাপ্ত হইল। যে সমাজ-হিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া, মহাকবি, রঘুবংশের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ইহার প্রতি সর্গে, প্রতি চরিত্রে, এমন কি, প্রতি বাক্যে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে।

কালিদাস, দিলীপ-রঘু-অজ-দশরথ প্রভৃতির বর্ণনকালে দেখাইয়াছেন যে, জগতে স্থায়ী যশঃ রাখিয়া যাইতে হইলে, ত্যাগ-স্বীকার চাই; বংশ উন্নত করিতে হইলে, বিদ্যালাভ, জ্ঞান-লাভ করা চাই; পর হৃদয় জয় করিতে হইলে হৃদয়বান্ হওয়া চাই, বিনীত হওয়া চাই। গুরুজনের প্রতি,—পূজ্যের প্রতি অনুরাগ থাকিলে অশেষ মঙ্গল হয়। পূজ্যের পূজা-বাধে ঘোর অমঙ্গল জন্মে। রাজার কর্ত্তব্য প্রজার শিক্ষা-দীক্ষা-বিধান, দুঃখ-দারিদ্র্য-মোচন, আর প্রজার কর্ত্তব্য রাজার প্রতি অটল বিশ্বাস ও অচলা অনুরক্তি। রাজা এবং প্রজা—উভয়েরই উভয়ের জন্য ব্যাকুলতা ও পরস্পরের মঙ্গলেচ্ছা উভয়েরই সুখ ও অভ্যুদয়ের কারণ।

কবি দেখাইয়াছেন যে, "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"—প্রকৃতিপুঞ্জের যিনি হৃদয়-রঞ্জন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজ-পদ-বাচ্য। ক্ষমার অধিক সম্পদ্ নাই, সত্যের অধিক ধর্ম্ম নাই। সত্যের জন্য মহাত্মা প্রাণ এবং প্রাণাধিক পুত্রকেও ত্যাগ করিতে পারেন। অতিথিপূজা গৃহাশ্রমের সর্ব্বপ্রধান ব্রত। দেবতাব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি, গুণবানের গুণের সমাদর—রাজা এবং রাজ্য উভয়েরই মঙ্গলের নিদান। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনি স্বাধীন-হৃদয়, পরমুখানপেক্ষী ও কর্ত্তব্যপ্রিয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্রই নিঃসঙ্কোচ, উদার-হৃদয়, ক্ষমাশীল ও নির্লোভ। প্রাসাদ-বিলাসী রাজা ও কুটীরবাসী ভিক্ষুক—প্রকৃত ব্রাহ্মণের চক্ষে উভয়েই তুল্য। প্রকৃত ব্রাহ্মণ চাটুকারবৃত্তি নহেন বা ছদ্মবেশে কপটাচারে নিরীহ আস্তিক গৃহীকে প্রতারিত করেন না।—এইরূপে যে যে বিষয়ের আলোচনায় সমাজের মঙ্গল-সম্ভাবনা, সে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া সংগ্রহপূর্ব্বক অপূর্ব্ব কবিতামাল্যে কালিদাস তদীয় রঘুবংশ সজ্জিত করিয়াছেন। আবার সেই সকলের বিপরীত অর্থাৎ যে যে কারণে অতি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যও উৎসন্ন হয়, সোনার সংসারও শ্মশান হইয়া দাঁড়ায়, দেবমঞ্চেও পিশাচের তাণ্ডবনৃত্য হয়, তাহাও তিনি অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। সর্ব্বোপরি দেখাইয়াছেন যে, ভোগের নিবৃত্তিই কল্যাণদায়িনী, প্রবৃত্তি সংহারিণী। তাঁহার প্রিয় পাঠকবর্গের সমক্ষে তিনি সুস্পষ্ট চিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মানব,—মর্ত্ত্যের জীব, কত উচ্চ, কত অনুপম, কত সুন্দর এবং কত প্রশস্ত-হৃদয় হইতে পারেন, সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, মানবদেবতা কি প্রকার দৃঢ়চিত্তে কর্ত্তব্যের সেবা করিতে পারেন, কর্ত্তব্যের চরণে আত্মবলি দিতে পারেন। মানব-হৃদয়ের বল যে কত অসীম, কত অপরাজেয়, কত দুরধিগম, তাহা কবি অতি নৈপুণ্যের সহিত খ্যাপন করিয়াছেন। হৃদয়ে বল থাকিলে মানুষ যে কত কঠোর—কত অসাধ্য কর্ম্মও সাধন করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তে তিনি জগদ্বাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। অথবা একটি একটি করিয়া কত বলিব,—পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, নির্ম্মল, দেবত্বময়, সে সমস্ত মহাকবি, তাঁহার প্রিয় রঘুবংশে অতি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত—অষ্টাবিংশতি নরপতি ক্রমে কোশল-সাম্রাজ্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও রাম—এই পাঁচ জন রাজার রাজত্বকালেই অযোধ্যার যত কিছু শ্রীবৃদ্ধি। নানাবিধ ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইঁহাদের রাজত্বকাল পরিপূর্ণ।

কেশের মত সূক্ষ্ম আকারে, যে ভুজঙ্গ-শিশু ইন্দুমতীর বিয়োগকালে রাজ-সংসারে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, দশরথের অপমৃত্যু, রামের নির্ব্বাসন প্রভৃতি যে শিশুর বিষোদ্গারী নিশ্বাসের ফল, সাধ্বী জানকীর নির্ব্বাসন যে শিশুর প্রথম আঘাতের পরিণাম, সেই শিশু, রামের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই কাল অজগরের আকার পরিগ্রহ-পূর্ব্বক অযোধ্যা-রাজ্য গ্রাস করিতে উঠিল! রামের তিরোধানের পর হইতেই অযোধ্যার আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল! দেখিতে দেখিতে সমৃদ্ধিশালিনী রাজধানী হিংস্রশ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্যে পরিণত হইল। তার পর, অনেক প্রয়াসে, রামাত্মজ কুশ, অযোধ্যার সেই লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাও মুমূর্ষুর শ্লেষ্মজ স্থূলতার ন্যায় অযোধ্যার একেবারে ধ্বংসেরই পূর্ব্বাভাসস্বরূপ হইল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ একবার শেষ জ্বলিয়া উঠিল মাত্র। পরে, কুশের পুত্র অতিথি হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত, যে ২২ জন নৃপতি অযোধ্যায় প্রভুত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজত্বকাল কেবল একটা বিশাল রাজ্য, বিপুল সংসার,—সেই বৈবস্বত মনুর রাজত্ব ভাঙ্গিয়া পড়িতে পড়িতেও যে কত দিন থাকিতে পারে, কতটা সময়ের প্রয়োজন, শুধু তাহারই নিদর্শন। কোন বিশাল সাম্রাজ্য যখন ক্ষয়-দশায় উপনীত হয়, উৎসন্ন হইতে বসে, তখন তাহাতে যেমন—একের পর অন্য, তাঁহার পর অন্য, তাঁহার পর অন্য আর এক জন সিংহাসনে আরোহণ করেন মাত্র, রাজ্যের সামান্য একটি তৃণও তাহা জানিতে পায় না,—অতি দ্রুতভাবে উত্তরাধিকারীদের একটা

নাবশতঃ অভিষেক হইয়া যায়, তদ্রূপ অযোধ্যায় অতিথি হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত ২২ জন নরপতি অতি দ্রুতভাবে, পর পর, রাজ-সিংহাসন দখল করিয়া গেলেন। কেহ যুদ্ধে নিহত হইলেন, কেহ বিতৃষ্ণ-হৃদয়ে, শিশু কুমারকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যোগাবলম্বন করিলেন, কেহ শিকার করিতে গিয়া সিংহের মুখে প্রাণ দিলেন, কেহ বা আত্মকৃত অত্যাচারের বিষময় ফলে, অকালে, ক্ষয়রোগে প্রাণ হারাইলেন। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা যেমন এক দিনে ভূমিসাৎ হয় না, অনেক দিন লাগে, তদ্রূপ প্রকাণ্ড অযোধ্যা রাজ্যটাও ভাঙ্গিয়া পড়িতে অনেক সময় লাগিল। সীতার বনবাসে অযোধ্যায় যে ভঙ্গের সূত্রপাত হইয়াছিল, অতিথি হইতে অগ্নিবর্ণের সময় পর্য্যন্ত সেই ভঙ্গ-ব্যাপারই চলিতেছিল। ক্রমে জীর্ণ, শীর্ণ, শিথিল হইতে হইতে বিরাট্ সৌধ ভূমিসাৎ হইল। অযোধ্যারাজ্য রাজ-শূন্য বা "অরাজক" হইল।—কালিদাসের অক্ষয় তুলিকার মাহাত্ম্যে আমরা—এই অনুপম চিত্র ও নিয়তির বিলাস এবং সেই সঙ্গে রাজ-সংসারের আভ্যন্তরীণ অনেক ব্যাপার যেন দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইলাম ; সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব-সংসারে,—বড় বড় ঘরে—যাহা ঘটিয়া থাকে, উত্তরকালেও ঘটিবে,—তাহার জলন্ত চিত্র দেখিয়া ধন্য হইলাম।

কুমার-সম্ভব বা মেঘদূতে, কালিদাস, তাঁহার যে গূঢ় উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করিতে পারেন নাই, রঘুবংশে তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কুমার-সম্ভবে—শুধু আঠারোটি কবিতায় পূর্ব্বাপর তোয়নিধিব্যাপী প্রকাণ্ড হিমালয়ের যে প্রকাণ্ডতম বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ, আর কোনো কবিই করিতে পারেন নাই। মহাকবি মাঘ, তদীয় শিশুপালবধকাব্যে, একটি সুদীর্ঘসর্গে রৈবতক পর্ব্বতের যে বর্ণন করিয়াছেন, কালিদাসের অষ্টাদশ-শ্লোক-মাত্র-ব্যাপিনী হিমালয়-বর্ণনার নিকট তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে। হিমালয়ের বর্ণন, কবি, কুমারে করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতে অন্যান্য যে সমুদয় নয়নমনোহর স্থল আছে, মনোমোহন দৃশ্য-পটের ন্যায় যাহাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কালিদাস নিজে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের বর্ণন করা হয় নাই। তাই তিনি কুমারের পর, প্রথমে মেঘদূতে, রাম-গিরি হইতে অলকা-পর্য্যন্ত মেঘের পথ নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে, বিরহী যক্ষের মুখ দিয়া উত্তর-ভারতের সম্পূর্ণ বর্ণন করিয়াছেন। তার পর আবার রঘুবংশে, অযোধ্যা হইতে দক্ষিণে—অনেক দক্ষিণে, ভারতবর্ষের বাহির্ভাগে, দক্ষিণ-সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তিনী লঙ্কা-নগরী হইতে সীতাকে লইয়া রাম যখন আকাশ-পথে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসেন,—তখন আর একবার ভারতের অপরাংশের, মেঘদূতে যাহা বর্ণিত হয় নাই, সেই অংশের অর্থাৎ দক্ষিণ-ভারতের বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ একবার মেঘদূতে বর্ত্তমান মধ্যভারতের অন্তঃপাতী সরগুজা নামক দেশীয় রাজ্যের অধিকারবর্ত্তী অমরকণ্টক (প্রাচীন রামগিরি) হইতে ভারতের উত্তরসীমান্তবর্ত্তী কৈলাস-পর্ব্বত পর্য্যন্ত, আর একবার রঘুবংশে দক্ষিণসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপ হইতে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশের অন্তঃপাতী অযোধ্যা পর্য্যন্ত ভূভাগের বর্ণন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই, কবি মেঘদূত এবং রঘুবংশে সমগ্র ভারতের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। মনে হয়, ভারতের উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী কৈলাস হইতে দক্ষিণসাগর-মধ্যবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত যেন কবির কল্পনারূপ একগাছি আকল্পস্থায়ী সূত্র লম্বমান করিয়া, সেই সূত্রে, ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ এই উভয় দিকের মধ্য স্থিত প্রদেশ-সমূহের মানচিত্র, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আলেখ্যনিচয়, নয়ন-মনোহর দৃশ্যবস্তুনিবহ, মালার ন্যায় কালিদাস গ্রথিত করিয়াছেন এবং সেই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক স্রক, মধ্যে মধ্যে শিপ্রা, উজ্জয়িনী, যমুনা, গোদাবরী, শ্যাম-বিটপ-ঘন-তট-বিপ্রা বত ভাগীরথী, জনস্থান, অযোধ্যা, মথুরা, প্রাগ্জ্যোতিষপুর প্রভৃতি এবং অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি—নানা মনোরঞ্জনী মণিমুক্তায় খচিত করিয়া চিরদিনের মত টানাইয়া রাখিয়াছেন। সে অম্লানস্রজের অমল আভায় বাগ্দেবতার কণ্ঠ আপ্রলয় সুশোভিত থাকিবে। এক কথায় মেঘদূত এবং রঘুবংশরূপ বিরাট্ দর্পণে ভারতের উত্তর-সীমা হইতে দক্ষিণ-সীমা পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগের সুনির্ম্মল প্রতিকৃতি দেদীপ্যমান।

কালিদাস রঘুবংশে যদি লঙ্কা হইতে ঠিক ঋজুভাবে রাম-সীতাকে আকাশ-পথে উত্তর-কোশল-রাজ্যে লইয়া আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। ভারতের মধ্যবর্ত্তী নয়ন-মনোহর সমৃদ্ধি-সম্পন্ন প্রদেশসমূহ তাঁহার প্রিয় পাঠকদিগকে দেখাইতে পারিতেন না ; এবং বনবাসকালে প্রথমতঃ মিলিতভাবে রাম-সীতা যে সকল স্থানে কালাতিপাত করিয়াছেন ও সীতা হরণের পর একা একা, উন্মত্ত-হৃদয়ে রাম যে সকল স্থানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন, রামের সীতাকেও রামকর্ত্তৃক সে সকল স্থান আর দেখানো হইত না। তাই কবি লঙ্কা হইতে রাম-সীতার প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তাঁহাদিগকে সোজা পথে অযোধ্যায় না লইয়া—একটু পশ্চিম দিক দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। যখন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, অমনি, কখনো তাঁহাদিগকে, একটু উত্তরে মহেন্দ্র-পর্ব্বতের নিকটে, আবার পরক্ষণেই তথা হইতে একটু পশ্চিমোত্তরে—কিষ্কিন্ধ্যায়, কখনো তাহার একটু পশ্চিম দিক্ দিয়া ক্রমে পম্পায়, তাহার উত্তর দিক দিয়া আবার পঞ্চবটী-বনে, তথা হইতে উত্তর-পূর্ব্ববর্ত্তী প্রয়াগে,—এই ভাবে, ক্রমে, শেষে অযোধ্যায় লইয়া গিয়াছেন। রাম-সীতার সহিত পাঠকদিগকেও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শস্য-শ্যামলা সমুদ্র-মেখলা ভারতভূমির চিরসুন্দরী নয়ন-তর্পিণী মূর্ত্তি প্রদর্শন

করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন নাম-চিহ্নিত মানচিত্রের সহিত যদি মেঘদূত এবং রঘুবংশের ভৌগোলিক অংশ মিলাইয়া পড়া যায়, তবে, কালিদাসের অসামান্য ধী-শক্তির ও অনুপম কল্পনার সামর্থ্য কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কালিদাস রাম-সীতার আকাশ-পথে অযোধ্যা-প্রত্যাগমনের যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার আর একটা রহস্য এই যে, রাম-সীতা যখন অযোধ্যা হইতে বন-বাসে যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা যে যে পথে বনে গিয়াছিলেন, যেখানে যেখানে দুই এক দিন বাস করিয়াছিলেন, কবিগুরু বাল্মীকি, সে সমুদয় অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সেই জন্যই কালিদাস রাম-সীতার বনগমন-কালের কোন স্থানের বা কোন পথের বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। আদিকবি কবিগুরু বাল্মীকির বর্ণিত বিষয়ের পুনর্ব্বর্ণন করিতে যান নাই। কিন্তু স্বভাবের সেবক কালিদাস, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ কালিদাস, বাল্মীকি-বর্ণিত সেই সেই প্রিয়-দর্শন স্থান-সমূহ একেবারে উপেক্ষা করিতেও প্রস্তুত নহেন। তাই বাল্মীকি যে যে পথে রাম-সীতাকে অযোধ্যা হইতে লঙ্কায় লইয়া গিয়াছিলেন, কালিদাস যথাসম্ভব, সেই সেই পথে, রাম-সীতাকে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

ইহার মধ্যে আরও বৈচিত্র্যের বিষয় এই যে, বাল্মীকি যে যে পথে রাম-সীতাকে পদব্রজে বনে লইয়া গিয়াছিলেন, কালিদাস লঙ্কা হইতে সেই সেই স্থানের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া, আকাশ-পথে পুষ্পকরথে তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া গেলেন। সেই "পূর্ব্বানুভূত" স্থানসমূহ—সুখ-দুঃখের সাক্ষিরূপে নিম্নে বিরাজমান, আর ঊর্দ্ধদেশে—ঠিক তৎতৎ স্থানের উপর দিয়া, রাম-সীতা নিম্নের সেই সেই স্থান দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন। ঊর্দ্ধে অবস্থান-প্রযুক্ত তাঁহারা নিম্নস্থিত তাবৎ পদার্থের সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ আকৃতি সম্যক্-প্রকারে দেখিতে পাইতেছেন। বিশাল ভারতবর্ষরূপ, প্রকৃ তসুন্দরীর বিন্ধ্য-হিমাদ্রি-প্রভৃতি ক্রীড়াপর্ব্বতশো ভত, জাহ্নবী-যমুনাদি স্রোতঃ-সিক্ত ও সুসজ্জিত মনোহর উদ্যান যেন গগন-বিহারী সীতা-রামের নয়নের তলে—তাহার হৃদয় খুলিয়া শোভার ভাণ্ডার, সৌন্দর্য্যের মনোরম আকর তুলিয়া ধরিয়াছে, আর রাম সীতা ঊর্দ্ধ হইতে আনত-নেত্রে, সেই স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে বিমোহিত হইতেছেন। যাঁহার জন্য প্রাণ কাঁদে, কোনো ভাল বস্তু উপভোগের সময়ে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কথা মনে পড়ে। তাঁহাকে লইয়া সুন্দর পদার্থ ভোগ করিতে সাধ হয়। তাহাতে যে তৃপ্তি, যে সুখ, একাকীর ভোগে তাহা হয় না, হইতে পারেও না। প্রেমিক কবিরা যথার্থই বলিয়াছেন—

"তদা রম্যাণ্যরণ্যাণি তদা শৈল্যং প্রিয়ানবঃ।
তদেকাকী সবন্ধুঃ সন ইষ্টেন রহিতো যদা॥" (১)

"But one thing want these banks of Rhine,—
Thy gentle hand to clasp in mind!!" (২)

সীতা-সর্ব্বস্ব রাম-সীতাকে হারাইয়া একা একা যে যে স্থানের সৌন্দর্য্যদর্শনে কাঁদিয়াছিলেন, আজ সীতাকে লইয়া সেই সেই স্থানের সৌন্দর্য্য-দর্শনে আত্মবিহ্বল হইতেছেন। মহাকবি কালিদাস এ অংশেও বাল্মীকির সহিত একপথে না গিয়া রঘুবংশের উপাদেয়তা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

রঘুবংশের চতুর্থে, কবি, পূর্ব্বে কামরূপ, পশ্চিমে ও পশ্চিমোত্তরপ্রান্তে সিন্ধু এবং কাম্বোজ, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে মলয়—এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তিনী ভূমির বর্ণন করিয়াছেন। এই বিস্তৃত ভূভাগের মধ্যে যত উল্লেখযোগ্য রাজ্য, নদ-নদী, পর্ব্বত আছে, সে সমস্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার এমনই তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল যে, যখন যে দেশের কথা বলিয়াছেন, তখন সেই দেশের যাহা যাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যাহা সেই দেশ ছাড়া অন্যত্র দুর্ঘট, তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি বঙ্গদেশের বর্ণনকালে, বঙ্গের প্রধান শস্য যে "উৎখাত-প্রতিরোপিত"—অর্থাৎ প্রথমে ধান্যের চারা তৈরী করিয়া, পরে ঐ চারা তুলিয়া যে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পুনরায় রোপণ করা হয়, ইহা বলিতে ভোলেন নাই। এইপ্রকার সর্ব্বত্র।

এইভাবে, রঘুর চতুর্থ সর্গে, প্রথমে বিশাল ভারতবর্ষের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের বর্ণন-পূর্ব্বক, পরে রঘুর ষষ্ঠে, ভারতের মধ্যস্থান-বর্ত্তী রাজ্য-নিবহের যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, তাহার বর্ণন করিয়াছেন। রঘুর চতুর্থে, যে যে রাজ্যের কোন কোন উল্লেখার্হ বিষয় দিগ্বিজয়-বর্ণনার অনুকূল নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ষষ্ঠে সেই সেই পরিত্যক্ত বস্তুর উল্লেখ-পূর্ব্বক, তৎতৎ রাজ্যের বর্ণন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। এক কথায়, মেঘদূতে এবং রঘুবংশের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ সর্গে—কালিদাস, সমগ্র ভারতের সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, মনোহর, সে সকলেরই উল্লেখপূর্ব্বক, মহাকবি তদীয় ভারত-ব্যাপিনী কল্পনার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তরঙ্গিণী-নির্ঝরিণীর ন্যায়, নৃত্য করিতে করিতে, তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা কখনো ভারতের চতুষ্প্রান্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কখনো বা ভারতের মধ্যবর্ত্তী সমৃদ্ধশালী রাজ্যে—শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন জনপদে উপস্থিত হইয়া, তৎতৎ দেশের প্রতিকৃতি অঙ্কনপূর্ব্বক, পাঠকের নয়নের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছে। কল্পনার এমন বৈচিত্র্যময়ী তরঙ্গলহরী অন্যত্র পরিদৃষ্ট হয় না।

---

(১) ভারবি—১১শ। (২) Childe Harolde

রঘুবংশ সমাপ্ত

মালবিকাগ্নিমিত্র

(নাটক)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

মালবিকাগ্নিমিত্রম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

একৈশ্বর্য্যে স্থিতোঽপি প্রণতবহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তা-সংমিশ্রদেহোঽপ্যবিষয়মনসাং যঃ পরস্তাদ্ যতীনাম্।
অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভির্বিভ্রতো নাভিমানঃ
সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ॥ ॥ ১ ॥

সূত্রধারঃ।— অলমতিবিস্তরেণ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) মারিষ! ইতস্তাবৎ। ॥ ২ ॥

(প্রবিশ্য) পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব! অয়মস্মি। ॥ ৩ ॥

সূত্র।— অভিহিতোঽস্মি পরিষদা শ্রীকালিদাসগ্রথিতবস্তু মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকমস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রযোক্তব্যমিতি, তদারভ্যতাং সঙ্গীতকম্। ॥ ৪ ॥

পারিপার্শ্বিকঃ।—মা তাবৎ। প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কথং বহুমানঃ? ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—যঃ (ঈশঃ) প্রণত-বহু-ফলে একৈশ্বর্য্যে স্থিতঃ অপি স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ (ভবতি), যঃ (ঈশঃ) কান্তাসংমিশ্র-দেহঃ অপি অবিষয়-মনসাং যতীনাং পরস্তাৎ (ভবতি), অষ্টাভিঃ তনুভিঃ কৃৎস্নং জগৎ বিভ্রতঃ অপি যস্য (ঈশস্য) অভিমানঃ ন (অস্তি), সঃ ঈশঃ সন্মার্গালোকনায় বঃ (যুস্মাকং) তামসীং বৃত্তিং ব্যপনয়তু ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—যে পরমেশ্বর শঙ্কর প্রণতি-পরায়ণ ভক্তগণের স্বর্গমোক্ষাদি নানা-ফলদায়ক অদ্বিতীয় মাহাত্ম্য-সম্পন্ন হইয়াও নিজে ব্যাঘ্রচর্ম্মমাত্র পরিধান করিয়া কাটান, যিনি সতত কান্তার দেহের সহিত একেবারে মিশিয়া থাকিয়াও, অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি সম্পন্ন হইয়াও, স্বয়ং জিতেন্দ্রিয়তম, এবং আসক্তি-শূন্য যতিদিগেরও শীর্ষস্থানীয় ও পূজ্য, যিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য এবং যজমান—এই অষ্টবিধ মূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিলেও, অভিমানের লেশমাত্রও যাহাতে নাই, সেই মঙ্গলময় নটগুরু মহাদেব, আপনাদিগকে, পদার্থের সদ্গুণ দর্শনের নিমিত্ত, মনের যত কিছু কুবুদ্ধি—যত কিছু অজ্ঞান, তাহা দূর করুন ॥ ১ ॥

সূত্রধার।—আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। (সাজঘরের দিকে চাহিয়া) মারিষ! এই দিকে ॥ ২ ॥

(প্রবেশ করিয়া) পারিপার্শ্বিক।—ভাব! এই ত আমি ॥ ৩ ॥

সূত্রধার।—আজ এই বসন্তোৎসবে, মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটক অভিনয় করিবার নিমিত্ত এই সভা কর্ত্তৃক আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। কালিদাস সেই নাটকের অভিনেয় বৃত্তান্তসমূহ গ্রথিত করিয়াছেন, অর্থাৎ মালার ন্যায় বিরচিত করিয়াছেন। অতএব সঙ্গীত আরম্ভ করা হউক ॥ ৪ ॥

পারিপার্শ্বিক।—কখনই না। ধাবক-সৌমিল্ল-কবিপুত্র প্রভৃতি কীর্ত্তিমান্ কবিদিগের অভিনয়যোগ্য নাটকাদি পরিত্যাগ করিয়া, একান্ত আধুনিক নবীন কবি কালিদাসের রচিত গ্রন্থে এত আদরের কারণ কি? ॥ ৫ ॥

সূত্র।— অয়ে! বিবেকবিশ্রান্তমভিহিতম্। পশ্য—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥ ॥ ৬ ॥

পারি।— আর্য্যমিশ্রাঃ প্রমাণম্। ॥ ৭ ॥

সূত্র।— তেন হি ত্বরতাং ভবান্।

শিরসা প্রথমগৃহীতামাজ্ঞামিচ্ছামি পরিষদঃ কর্ত্তুম্।
দেব্যা ইব ধারিণ্যাঃ সেবাদক্ষঃ পরিজনোঽয়ম্ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তৌ। ॥ ৮ ॥

প্রস্তাবনা।

(ততঃ প্রবিশতি বকুলাবলিকা।)

বকুলা।— আণত্তম্হি দেবীএ ধারিণীএ অচিরোবণীদা ছলিঅণামণট্ট-অন্তরে উবদেসগ্গহণে কীরিসী মালবিএ ত্তি ণট্টাআরিয়ং অজ্জগণদাসং পুচ্ছিদুং, তা জাব সঙ্গীদসালং গচ্ছম্হি। [ইতি পরিক্রামতি ॥ ৯ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যাভরণহস্তা দ্বিতীয়া চেটী।)

প্রথমা।— (দ্বিতীয়াং দৃষ্ট্বা) হলা কোমুদিএ! কুদো দাণিং ইয়ং দে ধীরদা, জং সমীএ বি অদিকমন্তী ইদো দিট্ঠিং ণ দেসি। ॥ ৯-ক ॥

অন্বয়।—পুরাণম্ (ইদম্) ইতি এব সর্ব্বং কাব্যং সাধু ন (ভবতি), (ইদং কাব্যং) নবম্ ইতি ন অবদ্যং (ভবতি)। সন্তঃ পরীক্ষ্য অন্যতরৎ (তয়োঃ) ভজন্তে। মূঢ়ঃ (এব) পর প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধিঃ (ভবতি) ॥ ৬ ॥

অয়ং সেবাদক্ষঃ পরিজনঃ দেব্যাঃ ধারিণ্যাঃ ইব, অহং পরিষদঃ আজ্ঞাং শিরসা প্রথম-পরিগৃহীতাং কর্ত্তুম্ ইচ্ছামি ॥ ৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আজ্ঞপ্তাস্মি দেব্যা ধারিণ্যা অচিরোপনীতা ছলিকনাম নাট্যান্তরে উপদেশগ্রহণে কীদৃশী মালবিকেতি নাট্যাচার্য্যং গণদাসং প্রষ্টুম্, তদ্ যাবৎ সঙ্গীতশালাং গচ্ছামি ॥ ৯ ॥

হলা কৌমুদিকে! কুতস্তে ইয়ং ধীরতা, যৎ সমীপে-হপ্যতিক্রামন্তী ইতো দৃষ্টিং ন দদাসি ॥ ৯-ক ॥

বঙ্গার্থ।—সূত্রধার।—ছিঃ! নির্ব্বোধের মত কথা কহিতেছ কেন? ভাবিয়া দেখ—যাহা কিছু পুরাতন, সেই সবই ভালো আর যাহা কিছু নূতন, তাহাই নিন্দার্হ,—এমন একটা সাধারণ নিয়ম হইতেই পারে না। যাহারা পণ্ডিত, তাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া, দেখিয়া-শুনিয়া ভালোমন্দ ঠিক করেন, যাহারা মূঢ় অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত, তাহারাই পরের মুখে ঝাল খাইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

পারি।—আমি আর কি বলিব? পুরোবর্ত্তী মাননীয় শ্রোতৃবর্গই ইহার বিচারকর্ত্তা ॥ ৭ ॥

সূত্র।—তাহা হইলে একটু তাড়াতাড়ি কর ॥ ৮ ॥

রঙ্গমঞ্চে উপনীত এই পরিজনটি যেমন আনন্দমুখে পাটরাণী ধারিণীর আদেশ পালন করিতেছে, ভাই! আমিও তদ্রূপ এই সভার আদেশ, সর্ব্বাগ্রে নত-শিরে পালন করিতে চাই। (এই বলিয়াই উঁহারা দুই জন প্রস্থান করিল। ইতি প্রস্তাবনা)

(পাটরাণীর পরিচারিকা বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলাবলিকা।—দেবী ধারিণী আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, মালবিকা, এই সবে কয়েক দিন যাবৎ ছলিক-নামক নৃত্য-গীতময় নাট্য-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে সে কেমন,—এই কথা নাট্যাচার্য্য আর্য্য গণদাসকে জিজ্ঞাসা করিতে। তাই চলিয়াছি। সঙ্গীতশালার দিকে যাই। (বলিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল।) ॥ ৯ ॥

(আভরণ হস্তে লইয়া আর একটি পরিচারিকা, ধীরগামিনী বকুলাবলিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল।)

প্রথম পরি।—(দ্বিতীয়াকে দেখিয়া) ওলো কৌমুদিকে! হঠাৎ তোর এত ধীরতা হইল কেন? আমার ধার দিয়া যাচ্ছিস্ অথচ এদিকে একটু তাকালিও না! ব্যাপার কি? ॥ ৯-ক ॥

দ্বিতীয়া।—	অম্মো! বউলাবলিআ! সহি! দেবীএ এদং সিপ্পিসআসাদো আণীদণাগ-মুদ্দাসণাহং অঙ্গুলীঅঅং সিণিদ্ধং নিভালঅন্তী তুহ উবালম্ভে পড়িদম্মি	॥ ১০ ॥
প্রথমা।—	(বিলোক্য) ঠাণে সজ্জদি দে দিট্‌টী। ইমিণা অঙ্গুলীঅএণ উব্‌ভিন্ন-কিরণকেসরেণ কুসুমিদো বিঅ দে অগ্‌গহত্থো।	॥ ১১ ॥
দ্বিতীয়া।—	হলা কহিং পথ্থিদাসি ?	॥ ১২ ॥
প্রথমা। —	দেবীএ বঅণেণ ণট্টাআরিঅং অজ্জগণদাসং পুচ্ছিদুং উপদেসগ্‌গহণে কীরিসী মালবিএত্তি।	॥ ১৩ ॥
দ্বিতীয়া।—	সহি! ঈরিসেণ বাবারেণ অসণ্ণিহিদাবি সা ভট্টিণা কহং দিট্টা ?	॥ ১৪ ॥
প্রথমা।—	আং, সো জণো দেবীএ পাস্‌সগদো চিত্তে দিট্টো।	॥ ১৫ ॥
দ্বিতীয়া।—	কহং বিঅ ?	॥ ১৬ ॥
প্রথমা।—	সুণাহি। চিত্তসালং গদা দেবী পচ্চগ্‌গবণ্ণরাঅং চিত্তলেহং আআরি-অস্‌স পলোঅন্তী চিট্ঠদি, তহিং অন্তরে ভট্টা অ উবট্‌ঠিদো	॥ ১৭ ॥
দ্বিতীয়া।—	তদো তদো ?	॥ ১৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অহো বকুলাবলিকা! সখি! দেব্যা ইদং শিল্পিসকাশাদানীতং নাগমুদ্রাসনাথমঙ্গুরীয়কং স্নিগ্ধং নিভালয়ন্তী তবোপালম্ভে পতিতাস্মি॥ ১০॥

স্থানে সজ্জতি তে দৃষ্টিঃ, অনেনাঙ্গুলীয়কেনোদ্ভিন্নকিরণ-কেসরেণ কুসুমিত ইব তে অগ্রহস্তঃ॥ ১১॥

হলা! কুত্র প্রস্থিতাসি ?॥ ১২॥

দেব্যা বচনেন নাট্যাচার্য্যং আর্য্যগণদাসং প্রষ্টুম্ উপদেশ-গ্রহণে কীদৃশী মালবিকেতি॥ ১৩॥

সখি! ঈদৃশেন ব্যাপারেণ অসন্নিহিতাপি সা ভর্ত্রা কথং দৃষ্টা ?॥ ১৪॥

আং! স জনো দেব্যাঃ পার্শ্বগতশ্চিত্রে দৃষ্টঃ॥ ১৫॥

কথমিব ?॥ ১৬॥

শৃণু। চিত্রশালাং গতা দেবী প্রত্যগ্রবর্ণরাগাং চিত্রলেখাম্ আচার্য্যস্য প্রলোকয়ন্তী তিষ্ঠতি, অস্মিন্নন্তরে ভর্ত্তা চ উপস্থিতঃ॥ ১৭॥

ততস্ততঃ ?॥ ১৮॥

বঙ্গার্থ।—২য়া পরি—বাঃ! বকুলাবলিকা! সখি! আমাদের পাটরাণী শিল্পীর নিকট হইতে নাগমুদ্রা-চিহ্নিত এই অঙ্গুরীয়টি পাইয়াছেন। একদৃষ্টে এইটিকে দেখিতেছি, তাই তোর এই বিদ্রূপ প্রাপ্ত হইলাম॥ ১০॥

১মা পরি।—(দেখিয়া) দেখার জিনিস বটে! সাধে কি আর তুই একধ্যানে দেখ্‌ছিস্ ? এই অঙ্গুরীয়টিতে, মনে হইতেছে, তোর হাতের পাতাখানায় যেন, কিরণ-ময় কেসরযুক্ত ফুল ফুটিয়াছে॥ ১১॥

২য়া পরি।—ওলো, কোথায় যাচ্ছিস্ ?॥ ১২॥

১মা পরি।—দেবীর আদেশানুসারে, আর্য্যগণদাসকে জিজ্ঞাসা করিতে যে,—নৃত্য-গীতাদির উপদেশ মালবিকা ঠিক মত গ্রহণ করিতেছে ত ?॥ ১৩॥

২য়া পরি।—আচ্ছা ভাই, নাচ-গান শিখিবার জন্য মালবিকা ত আচার্য্যের বাড়ীতেই থাকে, তবুও রাজা তাহাকে দেখিলেন কি প্রকারে ?॥ ১৪॥

১মা পরি।—ঠিক! কিন্তু একখানি চিত্রে দেবীর পাশে মালবিকা অঙ্কিত ছিল, সেই ছবিখানি ভর্ত্তার নজরে পড়িয়াছে॥ ১৫॥

২য়া পরি।—কি রকম ?॥ ১৬॥

১মা পরি।—শোন্ তবে। চিত্র-শালায় গিয়া রাণী যখন নূতন বর্ণ-রাগরঞ্জিত চিত্রখানি দেখিতেছিলেন, তখন ভর্ত্তা হঠাৎ গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন॥ ১৭॥

২য়া পরি।—তার পর ? তার পর ?—১৮॥

প্রথমা ।— উবআরাণন্তরং একাসণোববিট্ঠেণ ভট্টিণা চিত্তগদাএ দেবীএ পরিঅণমজ্ঝগদং আসন্নদারিঅং পেক্খিঅ দেবী পুচ্ছিদা। ॥ ১৯ ॥

দ্বিতীয়া ।— কিং ত্তি ? ॥ ২০ ॥

প্রথমা ।— অপুব্বা ইঅং দারিআ দেবীএ আসন্না লিহিদা, কিং ণামহেঅ ত্তি। ॥ ২১ ॥

দ্বিতীয়া ।— আকিদিবিসেসে আঅরো পদং করেদি। তদো তদো ? ॥ ২২ ॥

প্রথমা ।— তদো অবহীরিঅবঅণো ভট্টা সঙ্কিদো দেবীং পুণোবি অনুবন্ধিদুং পউত্তো। তদো কুমারীএ বসুলচ্ছীএ আঅক্খিদং, অজ্জ! এসা মালবিএত্তি। ॥ ২৩ ॥

দ্বিতীয়া ।— (সস্মিতম্) সরিসং কখু বালভাঅস্স। তদো অবরঙ্কহেহি। ॥ ২৪ ॥

প্রথমা ।— কিং অন্নং। সম্পদং মালবিআ সবিসেসং ভট্টিণো দংসণপহাদো রক্খীঅদি ॥ ২৫ ॥

দ্বিতীয়া । হলা অণুচিট্ঠ অত্তণো ণিওঅং। অহং বি এদং অঙ্গুলীঅং দেবীএ উবণইস্সং। [ইতি নিষ্ক্রান্তা। ॥ ২৬ ॥

প্রথমা ।— (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসো ণট্টাআরিও সঙ্গীদসালাদো নিগ্গচ্ছদি। দাব সে অত্তাণং দংসেমি। [ইতি পরিক্রামতি। ॥ ২৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—উপচারানন্তরং একাসনোপবিষ্টেন ভর্ত্রা চিত্রগতায়া দেব্যাঃ পরিজনমধ্যগতাম্ আসন্নদারিকাং দৃষ্ট্বা দেবী পৃষ্টা ॥ ১৯ ॥

কিমিতি ? ॥ ২০ ॥

অপূর্ব্বেয়ং দারিকা দেব্যা আসন্না লিখিতা, কিং-নামধেয়েতি ॥ ২০ ॥

আকৃতিবিশেষে আদরঃ পদং করোতি। ততস্ততঃ ? ॥২২॥

ততঃ অবধীরিতবচনো ভর্ত্তা শঙ্কিতো, দেবীং পুনরপ্যনুবন্ধুং প্রবৃত্তঃ। ততঃ কুমার্য্যা বসুলক্ষ্ম্যা আখ্যাতং, আর্য্য! এষা মালবিকেতি ॥ ২৩ ॥

সদৃশং খলু বালভাবস্য। ততোঽপরং কথয় ॥ ২৪ ॥

কিমন্যৎ। সাম্প্রতং মালবিকা সবিশেষং ভর্তুর্দর্শনপথাৎ রক্ষ্যতে ॥ ২৫ ॥

হলা অনুতিষ্ঠ আত্মনো নিয়োগম্। অহমপ্যেতদঙ্গুলীয়কং দেব্যৈ উপনেষ্যামি ॥ ২৬ ॥

এষ নাট্যাচার্য্যঃ সঙ্গীতশালাতো নির্গচ্ছতি, যাবদস্মা আত্মানং দর্শয়ামি ॥ ২৭ ॥

বঙ্গার্থ।—১ম-পরি।—মহারাণী যথোচিত আদর-যত্ন করার পর, তাঁহার সহিত একই আসনে বসিয়া,—চিত্র-লিখিত দেবীর পরিজনগণের মধ্যবর্ত্তিনী ঐ আসন্ন-বালিকাটিকে দেখিয়া দেবীকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯ ॥

২য়া-পরি।—কি জিজ্ঞাসা করিলেন ? ॥ ২০ ॥

১মা-পরি।—"বাঃ! চমৎকার মেয়েটি ত! দেখ্‌ছি—দেবীর খুব কাছে ইহার স্থান হইয়াছে, এর নাম কি ?" ॥ ২১ ॥

২য়া-পরি।—আকৃতি সুন্দর হইলে তার আদর সর্ব্বত্র। তার পর ? তার পর ? ॥ ২২ ॥

১মা-পরি।—তার পর রাণী রাজার কথায় যেন তত কান দিলেন না, দেখিয়া আবার উহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে রাজার আর সাহসে কুলাইল না। তখন রাজকুমারী বসুলক্ষ্মী বলিলেন,—"আর্য্য! উহার নাম মালবিকা" ॥ ২৩ ॥

২য়া-পরি।—(সহাস্যে) ছেলেমানুষের উপযুক্তই হইয়াছে। পরে কি হইল—বল্‌ ॥ ২৪ ॥

২য়া-পরি।—আর হবে কি ছাই ? এখন মালবিকা যাহাতে রাজার দৃষ্টিপথে না পড়ে, সে পক্ষে খুব বাড়াকাড়ি করা হইতেছে ॥ ২৫ ॥

২য়া-পরি।—ওলো, এখন নিজের কাজ কর্ত্তে যা। আমিও এই আংটীটি পাটরাণীকে দেই গিয়া। (চলিয়া গেল।) ॥২৬॥

১মা-পরি।—(একটু এগিয়ে সমুখের দিকে চেয়ে) এই যে নাট্যাচার্য্য মহাশয় সঙ্গীত-গৃহ হইতে বাহির হইতেছেন। যাই, দেখা দেই গিয়া। (চলিয়া গেল) ॥ ২৭

(প্রবিশ্য) গণদাসঃ।—কামং খলু সর্ব্বস্যাপি কুলবিদ্যা বহুমতা, ন পুনরস্মাকং নাট্যং প্রতি মিথ্যাগৌরবম্। তথাহি—

দেবানামিদম্ মনন্তি মুনয়ঃ কান্তং ক্রতুং চাক্ষুষং,
রুদ্রেণেদমুমাকৃতব্যতিকরে স্বাঙ্গে বিভক্তং দ্বিধা।
ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে,
নাট্যং ভিন্নরুচের্জ্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধকম্॥ ॥ ২৮ ॥

বকুলা।— (উপেত্য)। অজ্জ! বন্দামি। ॥ ২৯ ॥

গণ।— ভদ্রে! চিরং জীব। ॥ ২৯-ক ॥

বকুলা।— অজ্জং দেবী পুচ্ছদি। অবি উবদেসগ্গহণে ণ অদিকিলিস্সদি বো সিস্সা মালবিএত্তি। ॥ ৩০ ॥

গণ— ভদ্রে! বিজ্ঞাপ্যতাং দেবী, পরমনিপুণা মেধাবিনী চেতি. কিং বহুনা—
যদ্যদ্ প্রয়োগবিষয়ে ভাবিকমুপদিশ্যতে ময়া তস্যৈ।
তত্তদ্বিশেষকরণাৎ প্রত্যুপদিশতীব মে বালা॥ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—মুনয়ঃ ইদং নাট্যং দেবানাং কান্তং চাক্ষুষং ক্রতুম্ আমনন্তি। রুদ্রেণ উমাকৃতব্যতিকরে স্বাঙ্গে ইদং (নাট্যং) দ্বিধা বিভক্তম্। তত্র (নাট্যে) ত্রৈগুণ্যোদ্ভবং নানারসং লোকচরিতং দৃশ্যতে। নাট্যং (হি) একং (সৎ) অপি, ভিন্নরুচেঃ জনস্য বহুধা সমারাধকম্॥ ২৮॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্য! বন্দে॥ ২৯॥

আর্য্যং দেবী পৃচ্ছতি, অপ্যুপদেশগ্রহণে নাতিক্লিশ্যতি বঃ শিষ্যা মালবিকেতি॥ ৩০॥

বঙ্গার্থ।—গণদাস—(রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া) সকলেরই নিজের নিজের কুলবিদ্যা অতীব সম্মানের বস্তু। সুতরাং নাট্যের উপর আমাদের যে একটা বিশেষ গৌরব প্রকাশ করা হয়, তাহা বৃথা নহে। কেন না,—

ভরত-মতঙ্গ প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রকার মুনিগণ কহিয়াছেন, আমাদের এই নাট্য দেবতাদিগের একান্ত অভিপ্রেত এবং নয়নমনোরঞ্জন যজ্ঞস্বরূপ, অন্যান্য যজ্ঞের ফল অদৃশ্য, ইহার ফল—চক্ষুর্গ্রাহ্য। নটরাজ ত্রিলোচন, অর্দ্ধনারীশ্বর হইতে উমার সহিত একাত্মা হইয়া নিজের দেহে এই নাট্যের দুই বিভাগ ধারণ করিয়া আছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক, ও নানারসাত্মক লোক-চরিত্র এই নাট্যেই একমাত্র পরিদৃষ্ট হয়। এই সব কারণে ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোকের নানা প্রকারে তুষ্টিবিধান করিতে এই নাট্যই একমাত্র সমর্থ॥ ২৮॥

বকুলাবলিকা।—(কাছে গিয়া) আর্য্য! অভিবাদন করি॥ ২৯॥

গণদাস।—ভদ্রে! চিরজীবিনী হও॥ ২৯ ক॥

বকুলা।—আর্য্য! দেবী জানিতে চাহিয়াছেন যে, আপনার উপদেশ-গ্রহণে মালবিকা আপনাকে কোন ক্লেশ দিচ্ছে না ত?॥ ৩০॥

গণদাস।—ভদ্রে! দেবীকে বলিও,—উপদেশ-গ্রহণে মালবিকা যেমনই পরমনিপুণা, তেমনই আবার সে অতিশয় বুদ্ধিমতী ও মেধাবিনী। অথবা অধিক আর কি বলিব?—অভিনয়াদি-বিষয়ে, তাহাকে আমি যে সকল ভাবপ্রধান নৃত্য, গীত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিন্যাস-কৌশল উপদেশ করিয়া থাকি, সেই বালিকা এমনই নিপুণতার সহিত সে সমুদয় আমাকে অভিনীত করিয়া দেখায়, আমার মনে হয়, যেন, আমাকে সে তৎতৎ বিষয়ে প্রত্যুপদেশ দান করিতেছে॥ ৩১॥

বকুলা।— (আত্মগতম্) অদিক্কন্তং বিঅ ইরাবদীং পেক্খামি। (প্রকাশম্) কিদত্থা বো সিস্সা, জাএ গুরুঅণো এব্বং তুস্সদি। ॥ ৩২ ॥

গণ।— ভদ্রে! তদ্বিধানামসুলভত্বাৎ পৃচ্ছামি, কুতো দেব্যা তৎ পাত্রমানীতম্ ॥ ৩৩ ॥

বকুলা।— অত্থি দেবীএ বণ্ণাবরো ভাদা বীরসেণো ণাম। সো ভট্টিণা অন্তবালদুগ্গে ণম্মদাতীরে ঠাবিদো। তেণ সিপ্পাহিআরে জোগ্গা ইঅং দারিএত্তি বহিণীএ দেবীএ উবাঅণং পেসিদা। ॥ ৩৪ ॥

গণ (স্বগতম্) আকৃতিবিশেষপ্রত্যয়াদেনামনূনবস্তুকাং সম্ভাবয়ামি। (প্রকাশম্) ভদ্রে। ময়াপি যশস্বিনা ভবিতব্যম্। যতঃ,—

পাত্রবিশেষে ন্যস্তং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ।
জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাফলতাং পয়োদস্য ॥

বকুলা।- অহ ইম্। অজ্জ। কহিং দাণিং বো সিস্সা। ॥ ৩৬ ॥

গণ।— ইদানীমেব পঞ্চাঙ্গাভিনয়মুপদিশ্য ময়া বিশ্রম্যতামিত্যভিহিতা দীর্ঘিকাবলোকন-গবাক্ষগতা প্রবাতমাসেবমানা তিষ্ঠতি। ॥ ৩৭ ॥

বকুলা।- তেণ হি অণুজাণাদু মং অজ্জো। জাব সে অজ্জস্স পরিতোসণিবেদণেণ উস্সাহং বড্ঢেমি। ॥ ৩৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অতিক্রান্তামিবেরাবতীং প্রেক্ষে। কৃতার্থা ইদানীং বঃ শিষ্যা, যস্যাং গুরুজন এবং তুষ্যতি ॥ ৩২ ॥

অস্তি দেব্যা বর্ণাবরো ভ্রাতা বীরসেনো নাম। স ভর্ত্রা অন্তপালদুর্গে নর্ম্মদাতীরে স্থাপিতঃ। তেন শিল্পাধিকারে যোগ্যেয়ং দারিকেতি ভগিন্যা দেব্যা উপায়নং প্রেষিতা ॥ ৩৪ ॥

আর্য্য! কুত্র ইদানীং বঃ শিষ্যা ॥ ৩৬ ॥

তেন হি অনুজানাতু মামার্য্য। যাবদস্যা আর্য্যস্য পরিতোষনিবেদনেন উৎসাহং বর্দ্ধয়ামি ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—বকুলা।— নিজে নিজে কহিল) তাই ত, ইরাবতীকেও যে ছাড়াইয়া উঠিল—দেখিতেছি। (প্রকাশ্যে) আপনার শিষ্যা মালবিকা কৃতকৃতার্থ হইল, যাহার উপর গুরুজন এত পরিতুষ্ট ॥ ৩২ ॥

গণদাস।—ভদ্রে! অমনধারা মেয়ে, সচরাচর, যেখানে সেখানে দুর্ঘট, তাই জিজ্ঞাস্য যে, দেবী কোথা হইতে উহাকে পাইলেন? ॥ ৩৩ ॥

বকুলাবলিকা।—বীরাসন নামে দেবীর এক জন অসবর্ণ-মাতার গর্ভজাত ভ্রাতাকে রাজা নর্ম্মদাতীরের অন্তপাল দুর্গে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই বালিকাটিকে, সেই দুর্গরক্ষক, শিল্পাধিকারে অতিশয় যোগ্যা বিবেচনা করিয়া, তদীয় ভগিনী পাটরাণীকে উপঢৌকন-স্বরূপ পাঠাইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

গণদাস।—(মনে মনে) যেরূপ আকৃতি, তাহাতে মনে হয়, মেয়েটি সর্ব্বগুণ-সম্পন্না। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! এই মেয়েটি দ্বারা আমারও যশোবৃদ্ধি হইবে। কেন না,—শিক্ষকের শিক্ষাদান সৎপাত্রে ন্যস্ত হইলে, একগুণ শিক্ষা শতগুণ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, সামান্য জলদের জলবিন্দু যদি শুক্তিমধ্যে পতিত হয়, তবে তাহা মুক্তা হইয়া যায় ॥ ৩৫ ॥

বকুলা।—আর্য্য! আপনার শিষ্যা এখন কোথায়? ॥ ৩৬ ॥

গণদাস।—এইমাত্র আমি, পঞ্চাঙ্গাদি অভিনয়ব্যপার উপদেশ দিয়া, বিশ্রামের আদেশ করায়, দীর্ঘিকা-দর্শন-যোগ্য বাতায়নে বসিয়া মালবিকা স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

বকুলা।—তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমি গিয়া আপনার সন্তোষজ্ঞাপনে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করি ॥ ৩৮ ॥

গণ ।— দৃশ্যতাং সখী। অহমপি লব্ধক্ষণঃ স্বগৃহং গচ্ছামি। [ইতি নিষ্ক্রান্তৌ ॥ ৩৯ ॥

মিশ্র-বিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশত্যেকান্তস্থিতপরিজনো মন্ত্রিণা লেখহস্তেনাম্বাস্যমানো রাজা।)

রাজা ।— (অনুবাচিতলেখমমাত্যং বিলোক্য) বাহতক! কিং প্রতিপদ্যতে বৈদর্ভঃ? ॥ ৪০ ॥

অমাত্যঃ ।— দেব! আত্মবিনাশম্। ॥ ৪১ ॥

রাজা ।— সন্দেশমিদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি। ॥ ৪২ ॥

অমাত্যঃ ।— ইদমিদানীমনেন প্রতিলিখিতম্। পূজ্যেনাহমাদিষ্টঃ। পিতৃব্যপুত্রো ভবতঃ কুমারো মাধবসেনঃ প্রতিশ্রুতসম্বন্ধো মমোপান্তিকমুপসর্পন্নন্তরা ত্বদীয়েনান্তপালেনাবস্কন্দ্য গৃহীতঃ; স ত্বয়া মদপেক্ষয়া সকলত্রসোদর্য্যো মোচয়িতব্য ইতি। এতন্নমু বো বিদিতং, যত্ত ল্যাভিজনেষু রাজ্ঞাং বৃত্তিঃ। অতোঽত্র মধ্যস্থঃ পূজ্যো ভবিতুমর্হতি। সোদর্য্যা পুনরস্য গ্রহণবিপ্লবে বিনষ্টা। তদন্বেষণায় যতিষ্যে। অথবা, অবশ্যমেব মাধবসেনো ময়া পূজ্যেন মোচয়িতব্যঃ। শ্রূয়তামভিসন্ধিঃ।

মৌর্য্য-সচিবং বিমুঞ্চতি যদি পূজ্যঃ সংযতং মম শ্যালম্।
মোক্তা মাধবসেনং ততোঽহমপি বন্ধনাৎ সদ্যঃ॥ —ইতি। ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—গণদাস।—যাও, সখীর সহিত দেখা কর গিয়া। আমিও, যখন বিশ্রাম পাইয়াছি, তখন একবার স্বগৃহে যাই॥ ৩৯ ॥

(উভয়েই চলিয়া গেলেন) মিশ্রবিষ্কম্ভক সমাপ্ত।

(রাজার প্রবেশ। পত্রিকা-হস্তে মন্ত্রী পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট ও পরিজনবর্গ একান্তে অবস্থিত।)

রাজা।—(পত্রিকা-পাঠ-রত—মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া) বাহতক! বিদর্ভ-পতির কি অভিপ্রায়? ॥ ৪০ ॥

অমাত্য।—দেব! আত্মবিনাশ। অর্থাৎ নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ কামনা করিতেছেন॥ ৪১ ॥

রাজা।—ও সব থাক্। সে ঠিক কি চায়, আমি জানিতে ইচ্ছা করি॥ ৪২ ॥

অমাত্য।—সম্প্রতি প্রত্যুত্তরে বৈদর্ভ লিখিয়াছেন, পূজনীয় মহারাজ কর্ত্তৃক আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, তোমার পিতৃব্যপুত্র কুমার মাধবসেন, আমার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ অঙ্গীকারপূর্ব্বক আমার নিকটে আসিবার সময়ে, তোমার সীমান্ত-রক্ষক কর্ত্তৃক নানা অত্যাচার সহকারে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, আমার অনুরোধ, তদীয় সহোদরা ও কলত্রের সহিত তুমি তাঁহাকে মুক্তিদান করিবে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তুল্য-বংশোদ্ভব নৃপতিদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সুতরাং মহাশয় কোনো পক্ষ অবলম্বন না করিয়া একেবারে নিরপেক্ষ থাকিবেন। উঁহার ভগিনী অবরোধ-সময়ের গোলযোগে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। তাহার অন্বেষণের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আর আমার দ্বারা মাধবসেনকে যদি পূজ্য আপনি নিতান্তই মুক্ত করাইতে চান, তবে আমার অভিপ্রায় শ্রবণ করুন;—পূজনীয় আপনি ইতিপূর্ব্বে মৌর্য্য-সচিব নামক আমার শ্যালককে নিগড়-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যদি তাহাকে আপনি মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে আমিও মাধবসেনকে তৎক্ষণাৎ বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিব॥ ৪৩ ॥

রাজা।— (সরোষম্) কথং কার্য্যবিনিময়েন ময়ি ব্যবহরত্যনাত্মজ্ঞঃ। বাহতক। প্রকৃত্যমিত্রঃ প্রতিকূলকারী চ মে বৈদর্ভঃ। তদ্ যাতব্যপক্ষে স্থিতস্য পূর্ব্বসঙ্কল্পিত-সমুন্মূলনায় বীরসেন-মুখং দণ্ডচক্রমাজ্ঞাপয়। ॥ ৪৪ ॥

অমাত্যঃ।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। ॥ ৪৫ ॥

রাজা।— অথবা কিং ভবান্মন্যতে? ॥ ৪৬ ॥

অমাত্যঃ।— শাস্ত্রদৃষ্টমাহ দেবঃ।

অচিরাধিষ্ঠিতরাজ্যঃ শত্রুঃ প্রকৃতিষ্বরূঢ়মূলত্বাৎ।
নবসংরোপণশিথিলস্তরুরিব সুকরঃ সমুদ্ধর্ত্তুম্॥ ॥ ৪৭ ॥

রাজা।— তেন হ্যবিতথং তন্ত্রকারবচনম্। ইদমেব নিমিত্তমাদায় সমুদ্‌যোজ্যতাং সেনাপতিঃ ॥ ৪৮ ॥

অমাত্যঃ।— তথা— [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ৪৮ ॥

(পরিজনো যথাব্যাপারং রাজানমভিতঃ স্থিতঃ। প্রবিশ্য বিদূষক।)

বিদূ।— আণত্তোহ্মি তত্তভবদা রণ্ণা। গোদম! চিন্তেহি দাব উবাঅং, জহ মে জদিচ্ছাদিট্ঠপড়িকিদী মালবিআ পচ্চক্‌খদংসণা হোদিত্তি। মএ অ তং তহা কিদং। দাব সে ণিবেদেমি। [ইতি পরিক্রামতি। ॥ ৫০ ॥

রাজা।— (বিদূষকং দৃষ্ট্বা) অয়মপরঃ কার্য্যান্তরসচিবোঽস্মাকমুপস্থিতঃ। ॥ ৫১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আজ্ঞপ্তোঽস্মি তত্রভবতা রাজ্ঞা। গৌতম! চিন্তয় তাবদুপায়ং, যথা মে যদৃচ্ছাদৃষ্ট-প্রতিকৃতির্মালবিকা প্রত্যক্ষদর্শনা ভবতীতি। ময়া চ তত্তথাকৃতম্। তাবদস্য নিবেদয়ামি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ।—রাজা।—(সক্রোধে) কি? নির্ব্বোধ নিজের ওজন জানে না? আমার সহিত কার্য্য-বিনিময়ের দ্বারা ব্যবহার করিতে চায়? বাহতক! বৈদর্ভ আমার স্বভাবতঃই শত্রু এবং ঘোর প্রতিকূলকারী। অতএব আর কালবিলম্ব অনুচিত। বৈদর্ভের সমূলে উৎপাটনের নিমিত্ত তাহার বিরুদ্ধে অভিযানের সঙ্কল্প ত আমাদের পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এক্ষণে তজ্জন্য বীরসেন প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে আদেশ প্রদান করুন॥ ৪৪ ॥

অমাত্য।—আপনার যেমন আদেশ, তাহাই হইবে॥ ৪৫ ॥

রাজা।—আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন? ॥ ৪৬ ॥

অমাত্য।—আপনি ত শাস্ত্রানুসারেই বলিয়াছেন।—শাস্ত্র বলে,—অল্পদিনমাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া নিবন্ধন যে প্রতিকূল নবীন রাজা প্রজাপুঞ্জের প্রকৃত অনুরাগের ভাজন হইতে পারেন নাই, রাজ-শক্তি রাজ্যের অন্তরে বাহিরে দৃঢ়মূল হইয়া বসে নাই, অচির-রোপিত, সুতরাং শিথিলমূল তরুর ন্যায়, তাঁহার উচ্ছেদ-সাধন অতীব সহজ॥ ৪৭ ॥

রাজা।—তা হ'লে দেখিতেছি, শাস্ত্রকারদিগের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বেশ! এই ব্যাপারটাকেই নিমিত্তস্বরূপ ধরিয়া সেনাপতিকে সমরের উদ্যোগ করিতে বলুন॥৪৮॥

অমাত্য।—আচ্ছা॥ ৪৯॥

(পরিজনেরা যথাপূর্ব্ব রাজার চারিদিকে বিদ্যমান,—এমন সময়ে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক।—রাজা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, গৌতম, হঠাৎ যাহাকে ছবিতে দেখিয়াছি, সেই মালবিকাকে যাহাতে একবার সত্য সত্য চক্ষে দেখিতে পাই, তার একটা ফিকির করিতেই হইবে। তা—আমিও একটা করিয়াছি। যাই—এখন রাজাকে গিয়া বলিয়া দেখি। (ধীরে পাদ চারণ)॥ ৫০॥

রাজা।—(বিদূষককে দেখিয়া) এই যে আমার অন্যকার্য্যের মন্ত্রী উপস্থিত—দেখিতেছি॥ ৫১॥

বিদূ ।— (উপগম্য) বড্ঢদু ভবং। ॥ ৫২ ॥
রাজা ।— (সশিরঃকম্পম্) ইত আস্যতাম্। ॥ ৫৩ ॥

(বিদূষকঃ উপবিষ্টঃ)

রাজা ।— অপি কিঞ্চিদুপেয়োপায়দর্শনে ব্যাপৃতং তে প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ? ॥ ৫৪ ॥
বিদূ ।— পওঅসিদ্ধিং পুচ্ছ। ॥ ৫৫ ॥
রাজা ।— কথমিব ? ॥ ৫৬ ॥
বিদূ ।— (কর্ণে) এব্বং বিঅ (ইত্যাবেদয়তি)। ॥ ৫৭ ॥
রাজা ।— সাধু বয়স্য ! নিপুণমুপক্রান্তম্, ইদানীং দুরধিগমসিদ্ধাবপ্যস্মিন্নারম্ভে বয়ং আশংসামহে। কুতঃ,—অর্থং সপ্রতিবন্ধং প্রভুরধিগন্তুং সহায়বানেব।
দৃশ্যং তমসি ন পশ্যতি দীপেন বিনা সচক্ষুরপি॥ ॥ ৫৮ ॥

(নেপথ্যে) অলমলং বহু বিকথ্য। রাজ্ঞঃ সমক্ষমেবাবয়োরধরোত্তরয়োর্ব্যক্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

রাজা ।— (আকর্ণ্য)। সখে ! ত্বৎসুনীতিপাদপস্য পুষ্পমুদ্ভিন্নম্। ॥ ৬০ ॥
বিদূ ।— ফলং বি অইরেণ দেক্‌খিস্‌সসি। ॥ ৬১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী

।— দেব ! অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি অনুষ্ঠিতা প্রভোরাজ্ঞেতি। এতৌ পুনর্হরদত্তগণদাসৌ—উভাবভিনয়াচার্য্যৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ। ত্বাং দ্রষ্টুমুদ্যতৌ সাক্ষাদ্ভাবাবিব শরীরিণৌ ॥ ৬২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—বর্দ্ধতাং ভবান্ ॥ ৫২ ॥
প্রয়োগসিদ্ধিং পৃচ্ছ ॥ ৫৫ ॥
এবমিব ॥ ৫৭ ॥
ফলমপ্যচিরেণ দ্রক্ষ্যসি ॥ ৬১ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—(কাছে গিয়া) তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক ॥ ৫২ ॥

রাজা।—(মাথা নাড়িয়া) এইখানে বোসো। (বিদূষক বসিল) ॥ ৫৩ ॥

রাজা।—বলি, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরূপ চক্ষু সেই দুর্লভ বস্তু লাভের কোনো পথ দেখিতে পাইয়াছে কি ? ॥ ৫৪ ॥

বিদূষক।—শুধু পথ দেখা ? কাজ একেবারে হাসিল করিয়াছি—কি না, তাই জিজ্ঞাসা কর ! ॥ ৫৫ ॥

রাজা।—কেমন ? ॥ ৫৬ ॥

বিদূষক।—(কানে কানে) এই রকম, বুঝ্‌লে ? (বলিয়া কৌশল বলিল) ॥ ৫৭ ॥

রাজা। বেশ, বয়স্য ! বেশ ! যেমনটি হওয়া দরকার, ঠিক তেমনই ভাবে তুমি কাজ সুরু করিয়াছ। এখন,—এ কাজ যতই দুষ্কর হউক না কেন, আমরা—ইহার সাফল্য-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। কেন না,—কাজ যতই বাধা-বিপত্তি সঙ্কুল হোক্ না,—যদি উপযুক্ত সহায় থাকে, তবে প্রভু তাহা অনায়াসেই সাধন করিতে পারেন। ভাবিয়া দেখ,—হাজার চোখ থাকিলেও গাঢ় অন্ধকারে, প্রদীপ ছাড়া কোনো দ্রষ্টব্য বস্তুই দেখা যায় না ॥ ৫৮ ॥

(এমন সময়ে নেপথ্যে) থাক্ না, আর আত্মশ্লাঘা করিতে হইবে না। চল, রাজার সমক্ষেই আমাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট,—তার নির্ণয় হইবে ॥ ৫৯ ॥

রাজা।—(শুনিতে পাইয়া)—সখে ! তোমার সুপ্রযুক্ত নীতি-পাদপের বুঝি ফুল ফুটিল ! ॥ ৬০ ॥

বিদূষক।—শুধু কি ফুল ? অচিরাৎ ফলও দেখ্‌লে ব'লে ॥ ৬১ ॥

(এমন সময়ে কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—দেব ! অমাত্য বল্লেন যে, আপনার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। এ দিকে আবার এই হরদত্ত এবং গণদাস—দুই নাট্যাচার্য্য পরস্পর বিজিগীষু হইয়া সাক্ষাৎ শরীরধারী ভাবের ন্যায়—উভয়ে আপনাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥

রাজা। প্রবেশয় তৌ। ॥ ৬৩ ॥

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ ॥ ৬৪ ॥

(ইতি নিষ্ক্রম্য তাভ্যাং সহ প্রবিষ্টঃ)

কঞ্চু। ইত ইতো ভবন্তৌ। ॥ ৬৫

গণ। (রাজানং বিলোক্য)। অহো ! দুরাসদো রাজমহিমা।
ন চ ন পরিচিতো ন চাপ্যরম্যশ্চকিতমুপৈমি তথাপি পার্শ্বমস্য।
সলিলনিধিরিব প্রতিক্ষণং মে ভবতি স এব নবো নবোঽয়মক্ষ্ণোঃ ॥ ॥ ৬৬ ॥

হরদত্তঃ। মহৎ খলু পুরুষাকারমিদং জ্যোতিঃ। তথাহি,
দ্বারে নিযুক্তপুরুষানুমতপ্রবেশঃ সিংহাসনান্তিকচরেণ সহোপসর্পন্।
তেজোভিরস্য বিনিবর্ত্তিতদৃষ্টিপাতৈর্বাক্যাদৃতে পুনরিব প্রতিবারিতোঽস্মি ॥ ॥ ৬৭ ॥

কঞ্চু। এষ দেবঃ, উপসর্পতাং ভবন্তৌ। ॥ ৬৮ ॥

উভৌ। (উপেত্য) বিজয়তাং দেবঃ। ॥ ৬৯ ॥

রাজা। স্বাগতং ভবদ্ভ্যাম্। (পরিজনং বিলোক্য) আসনে তাবদত্রভবতোঃ। ॥ ৬৯-ক ॥

(উভৌ পরিজনোপনীতয়োরাসনয়োরুপবিষ্টৌ)

রাজা। কিমিদং শিষ্যোপদেশকালে যুগপাচদার্য্যাভ্যামত্রোপস্থানম্ ? ॥ ৭০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সে দুজনকে নিয়ে এসো ॥ ৬৩ ॥

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা ॥ ৬৪ ॥

(বলিয়াই কঞ্চুকী বাহিরে গিয়া তাঁদের দু'জনের সহিত পুনরায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন)

এই দিকে আসুন আপনারা ॥ ৬৫ ॥

গণদাস।—(রাজাকে দেখিয়া) আহা! রাজ-মহিমা কি অপূর্ব্ব! কি দুরধিগম! রাজা আমার যে পরিচিত নন, তাহা নহে, সম্পূর্ণ পরিচিত। আবার, দেখিতেও খারাপ নন, বরঞ্চ দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। তবুও ইঁহার কাছে উপস্থিত হইতে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিতেছে। সুনীল সমুদ্রকে যখন দেখা যায়, তখনই যেমন সে নূতন, কোনো দিন আর তাহা পুরাতন হয় না, তদ্রূপ, ইঁহাকে যতই দেখি না কেন, আমার চক্ষে ইনি যেন নিত্যই নূতন ॥ ৬৬ ॥

হরদত্ত।—আশ্চর্য্য! ইনি যেন পুরুষরূপে অবতীর্ণ কোনো মহামহিমময় জ্যোতিঃ। কেন না—দ্বাররক্ষকের আদেশ লইয়া, সিংহাসনের সমীপ-গমনে সমর্থ কঞ্চুকীর সহিত আমি রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়াও ইঁহার দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে পারিতেছি না। ইঁহার দেহের এমনই তেজ যে, আমার চক্ষু সে দিকে কিছুতেই দিতে সমর্থ হইতেছি না। যেন বিনা বাক্য-ব্যয়ে রাজ-প্রভাব কর্ত্তৃক আমি নিবারিত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! ! ॥ ৬৭ ॥

কঞ্চুকী।—এই মহারাজ। আপনারা নিকটে গমন করুন্ ॥ ৬৮ ॥

(উভয়ে নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হউক ॥ ৬৯ ॥

রাজা।—আসুন। আপনাদের মঙ্গল ত ? (পরিচারকদের দিকে চাহিয়া) ইঁহাদের উভয়কে আসন প্রদান কর ॥ ৬৯-ক ॥

(পরিজন-প্রদত্ত আসনে উভয়ে উপবেশন করিলেন)

রাজা।—এখন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় ; এ সময়ে হঠাৎ আপনাদের উভয়েরই এখানে আগমন কেন ? ॥ ৭০ ॥

গণ — দেব ! শ্রূয়তাম্ ! ময়া সুতীর্থাদভিনয়বিদ্যা সুশিক্ষিতা । দত্তপ্রয়োগশ্চাস্মি দেবেন, দেব্যা চ পরিগৃহীতঃ ॥ ॥ ৭১ ॥

রাজা ।— বাঢ়ং জানে । ততঃ কিম্ ? ॥ ৭২ ॥

গণ ।— সোঽহমমুনা হরদত্তেন প্রধানপুরুষসমক্ষম্ "অয়ং ন মে পাদরজসাপি তুল্য" ইত্যধিক্ষিপ্তঃ । ॥ ৭৩ ॥

হর ।— দেব ! অয়মেব প্রথমং পরিবাদকরঃ—অত্রভবতঃ কিল মম চ সমুদ্রপল্বলয়োরিবান্তরমিতি । তদত্রভবানিমং মাং চ শাস্ত্রে প্রয়োগে চ বিমৃশতু । দেব এব নৌ বিশেষজ্ঞঃ প্রাশ্নিকশ্চ । ॥ ৭৪ ॥

বিদূ ।— সমত্থং পড়িণ্ণাদম্ । ॥ ৭৫ ॥

গণ ।— প্রথমঃ কল্পঃ । অবহিতো দেবঃ শ্রোতুমর্হতি । ॥ ৭৬ ॥

রাজা ।— তিষ্ঠ তাবৎ । পক্ষপাতমত্র দেবী মন্যতে । তদস্যাঃ পণ্ডিতকৌশিকীসহিতায়াঃ সমক্ষমেব ন্যায্যো ব্যবহারঃ । ॥ ৭৭ ॥

বিদূ ।— সুট্‌ঠু ভবং ভণাদি । ॥ ৭৮ ॥

আচার্য্যৌ ।- যদ্দেবায় রোচতে । ॥ ৭৯ ॥

রাজা ।— মৌদগল্য ! অমুং প্রস্তাবং নিবেদ্য পণ্ডিত-কৌশিক্যা সার্দ্ধমাহুয়তাং দেবী ॥ ৮০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—সমর্থং প্রতিজ্ঞাতম ॥ ৭৫ ॥

সুষ্ঠু ভবান্ ভণতি ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গার্থ —গণদাস —মহারাজ ! শুনুন । আমি সদ্‌গুরুর সন্নিধানে, রীতিমতভাবে অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি । মহারাজও আমার নিয়ন্ত্রিত অভিনয় দর্শন করিয়াছেন এবং মহারাণীও আমাকে, নাট্যাচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ॥ ৭১ ॥

রাজা ।—তা'ত জানি-ই । তার পর ? ॥ ৭২ ॥

গণদাস ।—সেই আমি কি-না, অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির সমক্ষে ঐ হরদত্ত কর্ত্তৃক, "এই গণদাস আমার পায়ের ধূলিরও তুল্য নহে" বলিয়া অপমানিত হইয়াছি ॥ ৭৩ ॥

হরদত্ত ।—দেব ! এই গণদাসই প্রথমে আমার নিন্দামন্দ করিয়াছে । বলিয়াছে কি না, "সমুদ্রে আর ক্ষুদ্র একটা ডোবায় যতটা তফাৎ, আমার সহিত হরদত্তের ততটা ইতরবিশেষ ।" সুতরাং আপনিই আমাদের উভয়ের শাস্ত্রজ্ঞান এবং অভিনয় বিষয়ে পরীক্ষা করুন । আমাদের এই বিবাদে—আপনিই আমাদের বিশেষজ্ঞ (Expert) অর্থাৎ অভিজ্ঞ এবং আপনিই প্রশ্নকর্ত্তা ॥ ৭৪ ॥

বিদূ ।—সঙ্গত প্রতিজ্ঞাই করা হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

গণ ।—উত্তম কল্প । এইরূপ হওয়াই যুক্তিযুক্ত । বেশ কথা । তা' হ'লে মহারাজ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন ॥ ৭৬ ॥

রাজা ।—একটু দেরী করুন । আমি একা মধ্যস্থ হইলে, দেবী হয় ত, পক্ষপাত করিয়াছি,—মনে করিতে পারেন, অতএব পণ্ডিতকৌশিকীর সহিত দেবীর সমক্ষে বিবাদ মীমাংসা হওয়াই ন্যায়-সঙ্গত ॥ ৭৭ ॥

বিদূ ।—আপনি ঠিক-ই বলিয়াছেন ॥ ৭৮ ॥

আচার্য্যদ্বয় ।—যেমন মহারাজের অভিরুচি ॥ ৭৯ ॥

রাজা ।—মৌদ্গল্য ! আচার্য্যদ্বয়ের এই বৃত্তান্ত বর্ণনাপূর্ব্বক, তুমি, পণ্ডিতকৌশিকীর সহিত মহারাণীকে ডাকিয়া আনো ॥ ৮০ ॥

কঞ্চু।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। ॥ ৮১ ॥

(ইতি নিষ্ক্রম্য সপরিব্রাজিকয়া দেব্যা সহ প্রবিষ্টঃ)

।— ইত ইতো ভবতী। ॥ ৮২ ॥

ধারি।— (পরিব্রাজিকাং বিলোক্য)। ভঅবদি! হরদত্তস্স গণদাসস্স অ সংরম্ভং কহং পেক্‌খসি। ॥ ৮৩ ॥

পরিব্রাজিকা। অলং স্বপক্ষাবসাদশঙ্কয়া। ন পরিহীয়তে প্রতিবাদিনো গণদাসঃ। ॥ ৮৪ ॥

ধারি।— জইবি এব্বং তহবি রাঅপরিগ্গহো সে পহাণত্তণং উবহরদি। ॥ ৮৫ ॥

পরি।— অয়ি! রাজ্ঞীশব্দভাজনমাত্মানমপি চিন্তয়তু ভবতী। পশ্য,—

অতিমাত্রভাস্বরত্বং পুষ্যতি ভানোঃ পরিগ্রহাদনলঃ।
অধিগচ্ছতি মহিমানং চন্দ্রোঽপি নিশাপরিগৃহীতঃ॥ ॥ ৮৬ ॥

বিদূ।— অবিহা অবিহা! উবট্ঠিদা দেবী পীঠমদ্দিঅং পণ্ডিদকোসিঈং পুরোকরিঅ তত্তভোদী ধারিণী। ॥ ৮৭ ॥

রাজা।— পশ্যাম্যেনাং, যৈষা—

মঙ্গলালঙ্কৃতা ভাতি কৌশিক্যা যতিবেষয়া।
ত্রয়ী বিগ্রহবত্যেব সমমধ্যাত্মবিদ্যয়া॥ ॥ ৮৮ ॥

পরি।— (উপেত্য) বিজয়তাং দেবঃ। ॥ ৮৯ ॥

রাজা।— ভগবতি! অভিবাদয়ে। ॥ ৯০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ—ভগবতি! হরদত্তস্য গণদাসস্য চ সংরম্ভং কথং প্রেক্ষসে॥ ৮৩॥

যদ্যেবং তথাপি রাজপরিগ্রহোঽস্য প্রধানত্বমুপহরতি॥৮৫॥

অপিহা অপিহা, উপস্থিতা দেবী পীঠমর্দ্দিকাং পণ্ডিত-কৌশিকীং পুরস্কৃত্য তত্রভবতী ধারিণী॥ ৮৭॥

বঙ্গার্থ।—কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা॥ ৮১॥

(বলিয়াই কঞ্চুকী গিয়া দেবী ও পণ্ডিতকৌশিকীকে লইয়া আসিল।)

কঞ্চু।—দেবি! এই দিকে। এই দিকে॥ ৮২॥

ধারিণী।—(পরিব্রাজিকার দিকে চাহিয়া) ভগবতি! হরদত্ত-গণদাসের এই বিবাদটা আপনার কি রকম লাগ্‌ছে? ৮৩॥

পরি।—স্বপক্ষের পরাভব-শঙ্কা আপনার নাই। গণদাস তাহার প্রতিপক্ষ হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহেন॥৮৪॥

ধারিণী।—তাহা হইলেও, হরদত্ত রাজার লোক, এইটাই তা'র প্রধানতার যথেষ্ট কারণ॥ ৮৫॥

পরি। দেবি! তা' হোক্ না। আপনিও মহারাণী, এ কথাটা ভুলিবেন না। এই দেখুন না কেন,—সূর্য্যদেব অনলে প্রবেশ করেন বলিয়াই অনলের অত দীপ্তি। আবার রজনীর সংসর্গ বশতঃই চন্দ্রের অত প্রভা, অত জ্যোৎস্না॥ ৮৬॥

বিদূষক।—বাঃ! বাঃ! এই যে, রাজ্ঞীর সু-কু-সকল কার্য্যের সহচরী পণ্ডিতকৌশিকীকে লইয়া রাজ্ঞী ধারিণীও উপস্থিত॥ ৮৭॥

রাজা।—রাজ্ঞীকে দেখিতেছি! কি শোভাই আজ হইয়াছে। যতি-বেশ-ধারিণী কৌশিকীর সহিত, মঙ্গল-জ্ঞাপক সাজ-সজ্জায় সজ্জীভূতা হইয়া দেবী উপস্থিত হইয়াছেন। যেন অধ্যাত্ম-বিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া বেদ-বিদ্যা শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন॥ ৮৮॥

পরি।—(কাছে যাইয়া) মহারাজের জয় হোক্॥ ৮৯॥

রাজা।—ভগবতি! অভিবাদন করি॥ ৯০॥

পরি।—	মহাসারপ্রসবয়োঃ সদৃশক্ষময়োর্দ্বয়োঃ। ধারিণীভূতধারিণ্যোর্ভব ভর্ত্তা শরচ্ছতম্॥	॥ ৯১ ॥
ধারি।—	জেদু অজ্জউত্তো।	॥ ৯২ ॥
রাজা।—	স্বাগতং দেব্যৈ ? (পরিব্রাজিকাং বিলোক্য) ভগবতি ক্রিয়তামাসনপরিগ্রহঃ	॥ ৯৩ ॥
	(সর্ব্বে উপবিশন্তি)	
রাজা।—	ভগবতি! অত্রভবতোর্হরদত্তগণদাসয়োঃ পরস্পরং বিজ্ঞান-সংঘর্ষিণোর্ভবত্যা প্রাশ্নিক-পদমধ্যাসনীয়ম্।	॥ ৯৪ ॥
পরি।—	(সস্মিতম্)। অলমুপালম্ভেন। পত্তনে সতি গ্রামে রত্নপরীক্ষা ?	॥ ৯৫ ॥
রাজা।—	নৈতদেবম্। পণ্ডিত-কৌশিকী খলু ভগবতী। পক্ষপাতিনাবহং দেবী চ।	॥ ৯৬ ॥
আচা।—	সম্যগাহ দেবঃ। মধ্যস্থা ভগবতী নৌ গুণ-দোষতঃ পরিচ্ছেত্তুমর্হতি।	॥ ৯৭ ॥
রাজা।—	তেন হি প্রস্তূয়তাং বিবাদঃ।	॥ ৯৮ ॥
পরি।—	দেব! প্রয়োগপ্রধানং হি নাট্যশাস্ত্রম্। কিমত্র বাগ্ব্যবহারেণ? কথং বা দেবী মন্যতে?	॥ ৯৯ ॥
দেবী।—	জই মং পুচ্ছসি, তদা এদাণং বিবাদো এব্ব ণ মে রোঅদি।	॥ ১০০ ॥
গণ।—	দেবি! ন মাং সমানবিদ্যতয়া পরিভবনীয়মবগন্তুমর্হসি।	॥ ১০১ ॥
বিদূ।—	ভোদি! পেক্খামো উরব্ভসংবাদং। কিং মুহা বেঅণদাণেণ এদাণং ?	॥ ১০২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জয়ত্বার্য্যপুত্রঃ॥ ৯২॥

যদি মাং পৃচ্ছসি, তদা এতয়োর্বিবাদ এব ন মে রোচতে॥ ১০০॥

ভগবতি! প্রেক্ষামহে উরভ্রসংবাদম্। কিং মুধা বেতন-দানেন এতয়োঃ॥ ১০২॥

ব্যঙ্গার্থ।—পরি।—রাজন্! ভূতধাত্রী বসুন্ধরা যেমন অমূল্য রত্ন-প্রসবিনী এবং সর্ব্বসংহা, রাজ্ঞ ধারিণীও তদ্রূপ অজেয় শক্তিধর সন্তানের জননী ও অনন্ত ক্ষমা-শালিনী, আপনি শত শত বৎসর এই উভয়ের ভর্ত্তা থাকিয়া সুখে জীবন যাপন করুন,—এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি॥ ৯১॥

ধারিণী।—আর্য্যপুত্র বিজয়ী হউন॥ ৯২॥

রাজা।—এসো দেবি! মঙ্গল ত? (পরিব্রাজিকার দিকে চাহিয়া) ভগবতি! আসন গ্রহণ করুন॥ ৯৩॥

(সকলেই বসিলেন)

রাজা।—ভগবতি! হরদত্ত ও গণদাস এই উভয় নাট্যাচার্য্যই বিশেষ সম্মানের পাত্র। সম্প্রতি ইঁহাদের মধ্যে, বিদ্যায় কে বড়,—লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে, তাহার পরীক্ষায় আপনাকে পরীক্ষকপদ লইতে হইবে॥ ৯৪॥

পরি।—(হাসিয়া) বিদ্রূপ করেন কেন? রত্নপুরীর নগর থাকিতে গ্রামে কি কেহ রত্ন পরীক্ষা করে?॥ ৯৫॥

রাজা।—না, না, এটা ঠিক তাহা নহে। আপনি হইলেন পণ্ডিতকৌশিকী। আমি এবং দেবী,—আমাদের পক্ষপাত ঘটিবার সম্ভাবনা॥ ৯৬॥

আচার্য্যদ্বয়।—মহারাজ ঠিকই বলিয়াছেন। ভগবতী মধ্যস্থা হইয়া আমাদের গুণদোষের গুরু-লাঘব নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন॥ ৯৭॥

রাজা।—তাহা হইলে—"বিবাদ" অর্থাৎ মামলা আরম্ভ করা হউক॥ ৯৮॥

পরি।—মহারাজ! নাট্যশাস্ত্র বস্তুটাই হইল অভিনয়-মূলক। বিনা অভিনয়ে ইহার কিছুই স্থির হয় না। সুতরাং বৃথা বাগ্-বিতণ্ডায় লাভ কি? রাজ্ঞী কি বলেন?॥ ৯৯॥

দেবী।—যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে এঁদের এই বিবাদটাই আমার আদৌ ভাল লাগছে না॥ ১০০॥

গণ।—দেবি! আমাদের দুই জনের বিদ্যাই সমান বলিয়া যে আমি পরাভবযোগ্য, এটা মনে করিবেন না॥ ১০১॥

বিদূ।—দেবি! আজ আমরা মেড়ার লড়াই দেখিব। নিরর্থক বেতন দেওয়ায় লাভ কি?॥ ১০২॥

দেবী।— ণং কলহপ্পিআসি। ॥ ১০৩ ॥

বিদূ. মা এব্‌ থং চণ্ডি। অণ্ণোণ্ণকলহপ্পিআণং মত্তহত্থিণং এক্কদরস্মিং অণিজ্জিদে কুদো উবসমো। ॥ ১০৪ ॥

রাজা।— নম্বু স্বাঙ্গসৌষ্ঠবাতিশয়মুভয়োর্দৃষ্টবতী ভগবতী। ॥ ১০৫ ॥

পরি।— অথ কিম্‌। ॥ ১০৬ ॥

রাজা।— তদিদানীমতঃ পরং কিমাভ্যাং প্রত্যায়য়িতব্যম্‌। ॥ ১০৭ ॥

পরি।— তদেব বক্তু কামাস্মি।

শিষ্টা ক্রিয়া কস্যচিদাত্মসংস্থা, সংক্রান্তিরন্যস্য বিশেষযুক্তা।
যস্যোভয়ং সাধু স শিক্ষকাণাং ধুরি প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য এব ॥ ॥ ১০৮ ॥

বিদূ।— সুদং অজ্জেহিং ভঅবদীএ বঅণং। এস পিণ্ডিতত্থো উবদেসদংসণাদো ণিণ্ণআত্তি। ॥ ১০৯ ॥

হর।— পরমভিমতং নঃ। ॥ ১১০ ॥

গণ।— দেবি! এবং স্থিতম্‌। ॥ ১১১ ॥

দেবী।— জদা উণ মন্দমেধা সিস্‌সা উবদেসং মলিণেদি, তদা অ'আরিঅস্‌স দো'ষো ণু? ॥ ১১২ ॥

রাজা।— দেবি! এবমাপঠ্যতে। বিনেতুরদ্রব্যপরিগ্রহোঽপি বুদ্ধিলাঘবং প্রকাশয়তি ॥ ১১৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—নম্বু কলহপ্রিয়োঽসি ॥ ১০৩ ॥

মৈবং চণ্ডি! অন্যোন্যকলহপ্রিয়য়োর্মত্তহস্তিনোরেকতরস্মিন্ন নির্জ্জিতে কুত উপশমঃ ॥ ১০৪ ॥

শ্রুতমার্য্যাভ্যাং ভগবত্যা বচনম্‌? এষ পিণ্ডিতার্থঃ, উপদেশদর্শনান্নির্ণয় ইতি ॥ ১০৯ ॥

যদা পুনর্ম্মন্দমেধাঃ শিষ্যা উপদেশং মলিনয়ন্তি, তদা আচার্য্যস্য দোষো নু ॥ ১১২ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবী—তুমি বড়ই কলহ-প্রিয় ॥ ১০৩ ॥

বিদূ।—আদৌ নহে। তবে কি জানেন, পরস্পর বিবদমান মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের একটা ভূমিসাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি অসম্ভব ॥ ১০৪ ॥

রাজা।—আচ্ছা, ইঁহাদের উভয়ের, অভিনয়কালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিন্যাস-কৌশল ও ভাবভঙ্গী ভগবতী দেখিয়াছেন ত? ॥ ১০৫ ॥

পরি।—হঁ', দেখিয়াছি ॥ ১০৬ ॥

রাজা।—তাহা হইলে ইঁহারা আর এখন কি প্রমাণ করিবেন? ॥ ১০৭ ॥

পরি।—সেইটাই আমি বলিতে চাই,—কেহ কেহ নিজে অগাধ পণ্ডিত। কিন্তু সে পাণ্ডিত্য বাহিরে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। কেহ আবার যতটা বোঝেন, অন্যকে তাঁর চেয়ে বেশী বুঝাইতে পারেন, অর্থাৎ নিজের বিদ্যা অল্প হইলেও অপরকে কিন্তু সুন্দরভাবে শিখাইতে পারেন। কিন্তু যিনি এই উভয় পক্ষে সুদক্ষ, অর্থাৎ যেমন অগাধ পণ্ডিত, তেমনই শিক্ষাদানে অপ্রতিম, তিনিই শিক্ষকগণের অগ্রগণ্য ॥ ১০৮ ॥

বিদূষক।—শুনলেন ত আপনারা দুই জনে—ভগবতীর উক্তি? মোট কথাটা হচ্ছে—আপনারা কে কেমন শিক্ষাদানে সমর্থ, তাহা দেখিয়া—"বড় ছোট" স্থির করিতে হইবে ॥ ১০৯ ॥

হরদত্ত।—আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি ॥ ১১০ ॥

গণদাস।—দেবি! আমিও সম্মত ॥ ১১১ ॥

দেবী।—মেধার মন্দতা-বশতঃ শিষ্যা যদি ঠিক মত উপদেশ হৃদয়স্থ করিতে না পারে, তবে সে কি আচার্য্যের দোষ? ॥ ১১ ॥

রাজা।—দেবি! শাস্ত্রানুসারে তাহাই। আচার্য্যেরই দোষ। কেন না—সুশিষ্য-নির্ব্বাচনে অক্ষমতা শিক্ষকের বুদ্ধি হীনতারই পরিচায়ক ॥ ১১৩ ॥

দেবী।—	(স্বগতম্) কহং দাণিং। (গণদাসং বিলোক্য প্রকাশম্)। অলং অজ্জউত্তস্স উস্সাহকারণং মনোরহং পরিপূরিঅ। বিরম ণিরথআদো আরম্ভাদো।	॥ ১১৪ ॥
বিদূ।—	সুট্ঠু ভোদী ভণাদি। ভো গণদাস! সঙ্গীদপদোবলম্ভিঅ সরস্সই-উবাঅণমোদআইং খাদমাণস্স কিং দে সুহণিগ্গহেণ বিবাদেণ।	॥ ১১৫ ॥
গণ।—	সত্যময়মেবার্থো দেবীবাক্যস্য। শ্রূয়তামবসরপ্রাপ্তমিদানীম্। লব্ধাস্পদোঽস্মীতি বিবাদভীরোস্তিতিক্ষমাণস্য পরেণ নিন্দাম্ যস্যাগমঃ কেবলজীবিকায়ৈ তং জ্ঞানপণ্যংবণিজং বদন্তি॥	॥ ১১৬ ॥
দেবী।—	অইরোবণীদা দে সিস্সা। অবরিণিট্ঠিদস্স উবদেসস্স উণ অণজ্জং পআসণং	॥ ১১৭ ॥
গণ।—	অতএব মে নির্ব্বন্ধঃ।	॥ ১১৮ ॥
দেবী।—	তেন হি দুবেবি ভঅবদীএ উবদেসং দংসেধ।	॥ ১১৯ ॥
পরি।—	দেবি! নৈতন্ন্যায্যম্। সর্ব্বজ্ঞস্যাপ্যেকাকিনো নির্ণয়াভ্যুপগমো দোষায়।	॥ ১২০ ॥
দেবী।—	(জনান্তিকম্)। মূঢ়ে! পরিব্বাজিএ! মং জগ্গতিং বি সুত্তং বিঅ করেসি।	॥ ১২১ ॥

(ইতি সাসূয়ং পরাবর্ত্ততে)।

রাজা দেবীং পরিব্রাজিকায়ৈ দর্শয়তি।

প্রাকৃতানুবাদ।—কথমিদানীম্।—অলমার্য্যপুত্রস্য উৎসাহকারণং মনোরথং পরিপূর্য্য। বিরম নিরর্থকাদারম্ভাৎ॥ ১১৪॥

সুষ্ঠু ভবতী ভণতি। ভো গণদাস! সঙ্গীতপদম্ উপলভ্য সরস্বত্যা উপায়নমোদকানি খাদতঃ কিং তে সুখনিগ্রহেণ বিবাদেন॥ ১১৫॥

অচিরোপনীতা তে শিষ্যা। অপরিনিষ্ঠিতস্যোপদেশস্য পুনরনার্য্যং প্রকাশনম্॥ ১১৭॥

তেন হি দ্বাবেব ভগবত্যা উপদেশং দর্শয়তম্॥ ১১৯॥

মূঢ়ে! পরিব্রাজিকে! মাং জাগ্রতীমপি সুপ্তামিব করোষি॥ ১২১॥

বঙ্গার্থ।—দেবী।—(স্বগত) কি উপায় এখন—(গণদাসের দিকে চাহিয়া প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্রের উৎসাহের কারণস্বরূপ এই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দরকার নাই। এই বৃথা ব্যাপার হইতে বিরত হও॥ ১১৪॥

বিদূষক।—রাজ্ঞী ঠিকই বলিয়াছেন। ওহে গণদাস! সঙ্গীতচর্চ্চার ছলে প্রত্যহ সরস্বতীর উপঢৌকনরূপ মোদক লাড়ু যেমন খাইতেছ, তেমনই খাইতে থা-ক-হ। এই বৃথা সুখ-হানিকর বিবাদে দরকার কি?॥ ১১৫॥

গণ।—ঠিক! দেবীর কথার এই মানেই বটে! আচ্ছা, তবে আমারও উপযুক্ত উত্তরটা সবাই শুনুন্। আমার পদপ্রতিষ্ঠা যথেষ্ট, এই ভাবিয়া যে বিদ্বান্ পরের নিন্দা উপেক্ষা করে এবং যাহার বিদ্যাবুদ্ধি শুধু জীবিকোপযোগী অর্থোপার্জ্জনেরই জন্য, পণ্ডিতগণ, তাদৃশ ব্যক্তিকে জ্ঞানরূপ পণ্যব্যবসায়ী বণিক্ বলিয়া অভিহিত করেন॥ ১১৬॥

দেবী।—অল্পদিন মাত্র আপনার শিষ্যা আসিয়াছে। এখনও ইহারই মধ্যে আপনার উপদেশ হয় ত, সম্যক্প্রকারে তাহার আয়ত্তই হয় নাই। এরূপ স্থলে তাহার পক্ষে অভিনয়াদি নিতান্ত গর্হিত, নীতিবিরুদ্ধ॥ ১১৭॥

গণদাস।—এই জন্যই ত আমার এত আগ্রহ॥ ১১৮॥

দেবী।—তা' হ'লে আপনারা উভয়েই ভগবতীকে আপনাদের বিদ্যার পরিচয় দিন॥ ১১৯॥

পরি।—দেবি! এটা কি ঠিক? যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার পক্ষেও একাকী কোন জটিল বিষয়ের সমাধান করিতে যাওয়া দোষের বিষয়॥ ১২০॥

দেবী।—(জনান্তিকে) ধূর্ত্ত পরিব্রাজিকে! আমি জাগ্রত, অথচ তুমি আমাকে নিদ্রিতাবৎ মনে করিতেছ?॥ ১২১॥

(বলিয়াই বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইলেন)

(রাজা দেবীর ঐ রোষরক্ত মূর্ত্তি পরিব্রাজিকাকে দেখাইলেন।)

পরি।— অনির্মিত্তমিন্দুবদনে! কিমত্রভবতঃ পরাঙ্মুখীভবসি
প্রভবন্তোঽপি হি ভর্তৃষু কারণকোপাঃ কুটুম্বিন্যঃ। ॥ ১২২ ॥

বিদূ।— ণং সকারণং এব্ব। অত্তণো পক্‌খো রক্‌খিদব্‌বো। (গণদাসং বিলোক্য)। ণং দিট্টিআ কোবব্বাজেণ দেবীএ পরিত্তাদো ভবম্। সুসিক্‌খিদোবি সব্বো উবদেস-দংসণেণ নিগ্গাদো হোদি। ॥ ১২৩ ॥

গণ।— দেবি! শ্রূয়তাম্। এবং জনো গৃহ্ণাতি। তদিদানীম্—
বিবাদে দর্শয়িষ্যামি ক্রিয়াসংক্রান্তিমাত্মনঃ।
যদি মাং নানুজানাসি পরিত্যক্তোঽস্ম্যহং ত্বয়া॥ ॥ ১২৪ ॥
(আসনাদুত্থাতুমিচ্ছতি)

দেবী।— (স্বগতম্) কা গঈ। (প্রকাশম্) পহবদি আআরিও সিস্‌সজণস্‌স। ॥ ১২৫ ॥

গণ।— চিরমপদে শঙ্কিতোঽস্মি। (রাজানমবলোক্য) ॥ ১২৬ ॥
অনুজ্ঞাতং দেব্যা, তদাজ্ঞাপয়তু দেবঃ। কস্মিন্নভিনয়বস্তুন্যুপদেশং দর্শয়িষ্যামি? ॥ ১২৭ ॥

রাজা।— যদাদিশতি ভগবতী। ॥ ১২৮ ॥

পরি।— কিমপি দেব্যা মনসি বর্ত্ততে, ততঃ শঙ্কিতাস্মি। ॥ ১২৯ ॥

দেবী।— ভণ বীসদ্ধং, পহবদি পভু অত্তণো পরিঅণস্‌স। ॥ ১৩০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ননু সকারণমেব। আত্মনঃ পক্ষো রক্ষিতব্যঃ। ননু দিষ্ট্যা কোপব্যাজেন দেব্যা পরিত্রাতো ভবান্। সুশিক্ষিতোঽপি সর্ব্ব উপদেশদর্শনেন নিষ্ণাতো ভবতি ॥ ১২৩ ॥

কা গতিঃ! প্রভবত্যাচার্য্যঃ শিষ্যজনস্য ॥ ১২৫ ॥

ভণ বিশ্রব্ধং, প্রভবতি প্রভুরাত্মনঃ পরিজনস্য ॥ ১৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—পরি।—চন্দ্রমুখি! বিনা কারণে মহারাজের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইলে কেন? পতির উপর প্রচুর আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও প্রণয়িনীরা, কোনো কারণ পাইলে, তবে ক্রোধ করেন ॥ ১২২ ॥

বিদূষক।—দেবীর ক্রোধের কারণ ত পড়িয়াই রহিয়াছে। (গণদাসের দিকে চাহিয়া) খুব বরাত তোমার! ক্রোধের ছল করিয়া দেবী তোমাকে এ যাত্রায় বাঁচাইয়া দিলেন। আমরা ত জানি যে, যিনি যত বড় শিক্ষিতই হউন না কেন, উপদেশের দ্বারা তাঁহার ঠিক ওজন জানা যায় ॥ ১২৩ ॥

গণ।—দেবি! শুনুন, শুনুন। লোকের এই ধারণা। অতএব এখন, হয়—আমি এই বিবাদে, কেমন উপদেশ দিয়াছি, তাহা শিষ্যা দ্বারা প্রমাণ করিব। আর যদি আপনি ইহাতে অনুমতি না দেন,—তাহা হইলে, বুঝিলাম যে, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ আমি আর আপনার নাট্যাচার্য্যের পদে রহিব না ॥ ১২৪ ॥

(এই বলিয়াই গণদাস আসন হইতে উঠিবার ইচ্ছা করিতেছেন, এমন সময়ে)

দেবী।—(স্বগত) নিরুপায়। (প্রকাশ্যে) আপন শিষ্যজনে আচার্য্যের যথেষ্ট প্রভুতা আছে। যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন ॥ ১২৫ ॥

গণ।—আমাকে এতক্ষণ বৃথা শঙ্কাপূর্ণ নয়নে দেখিতেছিলেন। (রাজার দিকে চাহিয়া) ॥ ১২৬ ॥

দেবী অনুমতি দিয়াছেন। এখন রাজা আদেশ দিন। কোন্ অভিনেয় বিষয়ে উপদেশ প্রদর্শন করিব? ॥ ১২৭ ॥

রাজা।—ভগবতী যাহা আদেশ করেন ॥ ১২৮ ॥

পরি।—দেবীর মনে কি আছে—জানি না; তাই বলিতে শঙ্কা হইতেছে ॥ ১২৯ ॥

দেবী।—বিশ্বস্ত-চিত্তে আপনিই বলুন্। আত্ম-পরিজনের উপর প্রভুর যথেষ্ট প্রভাব কর্ত্তৃত্ব আছে ॥ ১৩০ ॥

রাজা।— মম চেতি ভ্রূহি। ॥ ১৩১ ॥

দেবী।— ভঅবদি। ভণ দাণিম্। ॥ ১৩২ ॥

পরি।— দেব। শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কৃতিং চতুষ্পদোত্থং ছলিকং দুষ্প্রযোজ্যমুদাহরন্তি। তত্রৈকার্থসংশ্রয়মুভয়োঃ প্রয়োগং পশ্যাম। তাবতা জ্ঞায়ত এবাত্রভবতোরুপদেশান্তরম্। ॥ ১৩৩ ॥

আচার্য্যৌ।- যদাজ্ঞাপয়তি ভগবতী। ॥ ১৩৪ ॥

বিদূ।— তেন হি দুবেবি বগ্‌গা পেক্‌খাঘরে সংগীদরঅণং করিঅ অত্তভবদো দূদং পেসধ। অহবা মুদঙ্গসদ্দো এব্ব ণো উট্‌ঠাবইস্‌সদি। ॥ ১৩৫ ॥

হরদত্ত।— তথা।—ইত্যুত্তিষ্ঠতি। ॥ ১৩৬ ॥

(গণদাসো ধারিণীমবলোকয়তি)

দেবী।— (গণদাসং বিলোক্য) বিঅঈ হোহি। [আচার্য্যৌ প্রস্থিতৌ। ॥ ১৩৭ ॥

পরি।— ইতস্তাবৎ। ॥ ১৩৮ ॥

আচার্য্যৌ।— (পরিবৃত্ত্য।) ইমৌ স্বঃ। ॥ ১৩৯ ॥

পরি।— নির্ণয়াধিকারে ব্রবীমি। সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবাভিব্যক্তয়ে বিরতনেপথ্যয়োঃ পাত্রয়োঃ প্রবেশোঽস্তু। ॥ ১৪০ ॥

উভৌ।— নেদমাবয়োরুপদেশ্যম্। [ইতি নিষ্ক্রান্তৌ। ॥ ১৪১ ॥

দেবী।— (রাজানমবলোক্য) জই রাঅকজ্জেসু বি ঈরিসী ণিউণদা অজ্জউত্তস্‌স, তদো সোহণং ভোদি। ॥ ১৪২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভগবতি! ভণেদানীম্ ॥ ১৩২॥

তেন হি দ্বাবপি বর্গৌ প্রেক্ষাগৃহে সঙ্গীতরচনাং কৃত্বা অত্রভবতো দূতং প্রেষয়তম্। অথবা মৃদঙ্গশব্দ এব ন উত্থাপয়িষ্যতি ॥ ১৩৫ ॥

বিজয়ী ভব ॥ ১৩৭ ॥

যদি রাজ-কার্য্যেষু অপি ঈদৃশী নিপুণতা আর্য্য-পুত্রস্য, ততঃ শোভনং ভবতি ॥ ১৪২ ॥

অর্থ।—রাজা।—আমারও আছে—এটাও বল। অর্থাৎ আমাদের উপর তোমারও যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব ॥ ১৩১ ॥

।—ভগবতি! এখন বলুন্ ॥ ১৩২ ॥

।—দেব! শর্ম্মিষ্ঠাবিরচিত ছলিক নামে এক অতি দুরভিনেয় নৃত্যপ্রধান নাট্য আছে, সেই একই নাট্যে আমরা উভয় আচার্য্যের প্রয়োগ দর্শন করিব এবং তাহা হইলেই ই'হাদের দুই জনের শিক্ষাদান বিষয়ে তারতম্যের তুলনায় সমালোচনা করিতে পারিব ॥ ১৩৩ ॥

র্য্যদ্বয়।—ভগবতীর যেরূপ আজ্ঞা ॥ ১৩৪ ॥

।—তা হ'লে তোমরা দুই দলই এখন সাজ-ঘরে গিয়া গান-টানের তালিম দিয়া পরে রাজার নিকটে দূত পাঠাইও। অথবা দূতের দরকার নাই। মৃদঙ্গের শব্দই আমাদিগকে উঠাইবে ॥ ১৩৫ ॥

হরদত্ত।—আচ্ছা ॥ ১৩৬ ॥— (বলিয়াই উঠিলেন)।

(গণদাস ধারিণীর দিকে চাহিতে লাগিলেন।)

দেবী।—(গণদাসের দিকে চাহিয়া) বিজয়ী হউন্।

(আচার্য্যদ্বয় চলিয়া গেলেন) ॥ ১৩৭ ॥

পরি।—একটু ফিরুন্। একটা কথা শুনুন্ ॥ ১৩৮ ॥

আচার্য্যদ্বয়।—এই যে আমরা। বলুন ॥ ১৩৯ ॥

পরি।—ঠিকভাবে নির্ণয় করিবার জন্যই বলিতেছি।—সকল অঙ্গসৌষ্ঠবের সম্পূর্ণ-অভিব্যক্তির নিমিত্ত, আপনারা উভয়েই স্ব-স্ব পাত্রকে তত বেশী সাজগোজ করিয়া আনিবেন না ॥ ১৪০ ॥

উভয়ে।—এটা আমাদিগকে উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক। (চলিয়া গেলেন) ॥ ১৪১ ॥

দেবী।—(রাজার দিকে চাহিয়া) আজ যেমন দেখিতেছি, রাজ-কার্য্যেও যদি আর্য্যপুত্রের এইরূপ টান্ থাকিত, তবে বড়ই ভালো হইত ॥ ১৪২ ॥

রাজা।— অলমন্যথা গৃহীত্বা, ন খলু মনস্বিনি! ময়া প্রযুক্তমিদম্।
প্রায়ঃ সমানবিদ্যাঃ পরস্পরযশঃ-পুরোভাগাঃ ॥ ॥ ১৪৩ ॥

(নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনিঃ। সর্ব্বে কর্ণং দদতি)

পরি।— হন্ত! প্রবৃত্তং সঙ্গীতকম্। তথা হ্যেষা,—
জীমূতস্তনিতবিশঙ্কিভির্ময়ূরৈরুদ্‌গ্রীবৈরনুরসিতস্য পুষ্করস্য।
নির্হ্রাদিন্যুপহিতমধ্যমস্বরোত্থা মায়ূরী মদয়তি মার্জনা মনাংসি ॥ ॥ ১৪৪ ॥

রাজা।— দেবি! তস্যাঃ সামাজিকা ভবাম। ॥ ১৪৫ ॥

দেবী।— (স্বগতম্)। অহো! অবিণও অজ্জউত্তস্স। ॥ ১৪৬ ॥

(সর্ব্বে উত্তিষ্ঠন্তি)

বিদূ।— (অপবার্য্য)। ভো! ধীরং গচ্ছ। তত্তভোদী ধারিণী বিসংবাদইস্সদি। ॥ ১৪৭ ॥

রাজা।— ধৈর্য্যাবলম্বিনমপি ত্বরয়তি মাং মুরজবাদ্যরাবোঽয়ম্।
অবতরতঃ সিদ্ধিপথং শব্দঃ স্বমনোরথস্যেব ॥ ॥ ১৪৮ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে

ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ।

প্রাকৃতানুবাদ।—অহো অবিনয়ঃ আর্য্য-পুত্রস্য ॥ ১৪৬ ॥

ভোঃ! ধীরং গচ্ছ। তত্রভবতী বিসংবাদয়িষ্যতি ॥ ১৪৭ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—অয়ি কল্পনাময়ি! তুমি অন্য রকম ভাবিতেছ কেন? আমি এ সব কলহ-বিবাদ বাধাই নাই। তুল্য-বিদ্যা-সম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রায়ই, এক জন অন্যের যশের দোষানুসন্ধান করেন ॥ ১৪৩ ॥

(নেপথ্যে মৃদঙ্গ-শব্দ হইল। সকলেই—
সেই দিকে কান দিলেন)

পরি।—আহা! গান আরম্ভ হইয়াছে। কেন না, এই যে—ময়ূরদিগের অত্যন্ত প্রিয়, মৃদঙ্গমুখের আরম্ভ-কালীন মধ্যম স্বর-সংযুক্ত স্নিগ্ধগম্ভীর মার্জ্জনা মনকে উতলা করিয়া তুলিতেছে! জলদ-গর্জ্জন-ভ্রমে শিখণ্ডি-সমূহ গ্রীবা উন্নত করিয়া কেকাধ্বনি করায়, মৃদঙ্গধ্বনি অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে ॥ ১৪৪ ॥

রাজা।—চল, আমরা গিয়া ঐ মধুর মূর্চ্ছনার সামাজিক হই; (অর্থাৎ শ্রবণ করি।) ॥ ১৪৫ ॥

দেবী।—(স্বগত) উঃ, আর্য্য-পুত্রের কতদূ[র] ধৃষ্টতা! ॥ ১৪৬ ॥

(সকলেই উঠিলেন)

বিদূ।—ওগো বয়স্য! ধীরে যাও। মাননীয়া ধারিণী সন্দে[হ] করিতে পারেন ॥ ১৪৭ ॥

রাজা।—আমি ধৈর্য্যধারণ করিলেও এই মুরজের বা[দ্য] আমাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। সিদ্ধি-পথে অবতী[র্ণ] স্বীয় মনোরথের শব্দের ন্যায় এই মুরজ-শব্দ আমা[কে] আকুল করিয়া তুলিতেছে ॥ ১৪৮ ॥

(সবাই প্রস্থান করিলেন)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

১ম অঙ্ক—তাৎপর্য্য

মালবিকাগ্নিমিত্র একখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক। মৌর্য্যবংশের শেষ নৃপতি—বৃহদ্রথের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি পুষ্পমিত্র (পুষ্যমিত্র?) রাজ্যলোভে স্বীয় প্রভু বৃহদ্রথকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া, আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে ভারত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অগ্নিমিত্রের বংশই ইতিহাসে "মিত্রবংশ" বা "সুঙ্গবংশ" নামে প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ—বিদিশা-নগরী ইঁহাদেরই রাজধানী। এই অগ্নিমিত্রই আলোচ্য দৃশ্যকাব্যের নায়ক। অগ্নিমিত্র যখন বিদিশার সিংহাসনে অধিরূঢ়, তখন বিদর্ভরাজ্য অন্তর্বিপ্লবের দাবানলে দহ্যমান। অগ্নিমিত্র সুযোগ বুঝিয়া, এই অবসরে বিদর্ভরাজ্যে স্বীয় আধিপত্য-বিস্তারে সচেষ্ট হন। বিদর্ভের বিবদমান রাজন্যবৃন্দের অন্যতম মাধবসেন পরাক্রান্ত অগ্নিমিত্রের সাহায্যে বিদর্ভে আপন পূর্ণ-আধিপত্য স্থাপন-মানসে, অগ্নিমিত্রকে কনিষ্ঠ সোদরা সমর্পণপূর্ব্বক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করেন এবং তদুদ্দেশ্যে উক্ত সোদরাকে লইয়া, কতিপয় পরিজনের সহিত বিদিশাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে মাধবসেনের পরম বৈরী বিদর্ভের অন্যতম রাজা যজ্ঞসেনের এক জন সীমান্তকর্ম্মচারী হঠাৎ সসৈন্যে আপতিত হইয়া, যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাধবকে কারারুদ্ধ করেন। এই সময়ে মাধবের সহযাত্রী তদীয় প্রধান মন্ত্রী সুমতি, তাঁহার ভগিনী কৌশিকী এবং রাজকুমারী মালবিকাকে লইয়া, কতিপয় অনুচরের সহিত পলায়ন-পূর্ব্বক অবলাদ্বয়ের প্রাণ-রক্ষা করেন। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ, পথিমধ্যবর্ত্তী এক গহন অরণ্যে এক দল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সুমতি নিহত হন। আর সুমতির সহোদরা কৌশিকী বনমধ্যেই জ্ঞান-শূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। দস্যুগণ সুমতির ধনরত্নাদির সহিত, মাধবসেনের সেই কুমারী সহোদরা মালবিকাকেও হরণ করিয়া লইয়া যায়।

এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবলম্বন-পূর্ব্বক, কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। কালিদাসের সময়ে এই ব্যাপারের আলোচনা দেশের সর্ব্বত্রই হইত। কিছুকাল পূর্ব্বের ঘটনা হইলেও, যেমন আমাদের দেশে এখনও "পদ্মিনীর উপাখ্যান," "কৃষ্ণকুমারীর হত্যা" প্রভৃতি লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ কালিদাসের সময়েও ঐ কুমারী-হরণ-কথার যথেষ্ট প্রচার ছিল। বিদর্ভের রাজ-কন্যাকে দস্যুতে হরণ করিয়া লইয়াছে, এ একটা আন্দোলনের কথাও বটে।

বিদিশাপতি অগ্নিমিত্রের প্রধান মহিষীর নাম ধারিণী, ইঁহারই ভ্রাতা বীরসেন অগ্নিমিত্রের সেনাপতি ছিলেন। নর্ম্মদা-নদীর তীরে অগ্নিমিত্রের যে সীমান্ত-দুর্গ ছিল, বীরসেন তাহার রক্ষক ছিলেন। তিনি একটি সুন্দরী কন্যা দস্যুদের নিকট হইতে উদ্ধার করেন। মেয়েটির রূপগুণ দেখিয়া, তিনি, তাঁহার দিদি ধারিণীকে ঐ মেয়েটি উপহাররূপে পাঠাইয়া দেন। নাম উহার মালবিকা।—মালবিকাই যে বিদর্ভের অন্যতম রাজা মাধবসেনের সহোদরা ও রাজ-কন্যা, এ সংবাদ কেহই জানিতে পান নাই। মালবিকাও, কোথায় বাড়ী, কি করিয়া বীরসেনের হাতে পৌঁছিল, কাহার কন্যা, ইত্যাদি কোন কথা ঘুণাক্ষরেও কাহারো নিকট প্রকাশ করে নাই। ধারিণী মালবিকাকে পাইয়া এবং তাহার অনুপম রূপ-লাবণ্য ও গুণ-গরিমা দেখিয়া মনে মনে মতলব আঁটিলেন যে, এই রূপসী বালিকাকে নৃত্য-গীতে বিশেষ পারদর্শিনী করিতে পারিলে, একটা দুরন্ত অত্যাচারের,—প্রচণ্ড কৃতঘ্নতার প্রতিশোধ লইতে পারিবেন; তাই তিনি, মেয়েটিকে পাইয়াই,—সকলের অগোচরে স্বীয় নাট্যাচার্য্য গণদাসের বাড়ীতে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। রাজা অগ্নিমিত্রের শ্যেনদৃষ্টি এবং দৃষ্টির অনুরূপ হৃদয় পতিব্রতা মহিষী ধারিণী বিলক্ষণরূপেই জানিতেন,—তাই, আপাততঃ কিছুদিনের মত কিশোরী মালবিকাকে অন্যস্থানে রাখিলেন। ভাবিলেন,—নৃত্য-গীতাদি ভালো করিয়া শিখুক এবং বয়সও আর একটু বাড়ুক,—তার পর পতিদেবতার নির্ম্মাল্যরূপে মালবিকা-কুসুম উৎসর্গ করিয়া দিবেন। অনাথা মেয়েটিকে, সন্তানের মাতা, সন্তান-বৎসলা ধারিণী বড়ই স্নেহ করিতেন। মধ্যে মধ্যে রাজবাড়ীতে—অন্তঃপুরে আনয়নপূর্ব্বক, কত খাওয়াই-তেন-দাওয়াইতেন, সাজ-সজ্জা করিয়া দিতেন, পোষাক-পরিচ্ছদ গহনাগাটি, মণিমুক্তা—কত কি মালবিকাকে দিতেন। নিজের পাশে বসাইয়া, ভাস্করের দ্বারা ছবি আঁকাইতেন, কেমন নাচ-গান শিখিতেছে,—খোঁজ-খবর লইতেন। এমনই ভাবে মালবিকার দিন কাটিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে, রাজ-বাড়ীতে আর একটি পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম ইরাবতী। ইরাবতী শব্দটার অর্থ—বেগবতী, ঐ পরিচারিকাটিও খুব বেগবতী—অর্থাৎ "খরথরে" ছিল। রূপে-গুণে, তারও জোড়া পাওয়া কঠিন। অন্তঃপুরে, রাজ্ঞী ধারিণীর সে খুব স্নেহের পাত্র ছিল, সর্ব্বদাই ছায়ার মত ধারিণীর পাছে পাছে থাকিত। রাজা অগ্নিমিত্রের উদারতায় ক্রমে সে গিয়া "ছোট-রাণীর" আসন দখল করিয়া বসিল এবং শুধু বসা নহে, একটু বাড়াবাড়ি করিতেও লাগিল। ধারিণী ছিলেন,—যথার্থই ধারিণী, সর্ব্বংসহা বসুমতীর মত সহিষ্ণু। তিনি নীরবে ইরাবতীর এবং ততোধিক তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তর অগ্নিমিত্রের সকল প্রকার ধৃষ্টতাই সহিয়া যাইতে লাগিলেন। অগ্নিমিত্রের ইরাবতী রোগ দূর করিতে হইলে—ইরাবতীর চেয়ে উৎকট তীব্রতর ঔষধের প্রয়োজন। তাই ধারিণী এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। অম্ল-লোলুপ "নাছোড়" শিশুর হস্ত হইতে অম্ল বস্তুটি সরাইতে হইলে, স্নেহময়ী গৃহকর্ত্রী যেমন তাহাকে উক্ত বস্তু অপেক্ষা অধিকতর লোভনীয় একটি সন্দেশ বা রসগোল্লা দেখান, আর শিশু অম্ল-পদার্থ টা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া ঐ সন্দেশ-রসগোল্লার জন্য "বায়না" ধরে, তদ্রূপ রাজলক্ষ্মী ধারিণী ইরাবতী-লোলুপ রাজাকে মালবিকারূপী লোভনীয়তর পদার্থে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই, তাহাকে ইরাবতী-অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গুণগরিমায় বিভূষিত করিবার বাসনায়—নাট্যাচার্য্যের অন্তঃপুরে রাখিয়া দিলেন। মালবিকা এখন স্ফুটনোন্মুখী কুসুমিকা মাত্র, এই কুসুম যখন সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বাবয়বে ও সম্পূর্ণরূপে বিকসিত হইবে, তখন—এই আকর্ষণীর দ্বারা, ধারিণী, ইরাবতীরূপিণী কণ্টকী-লতায় বিজড়িত অগ্নিমিত্রকে টানিয়া ছাড়াইয়া উদ্ধার করিবেন। ধারিণী বয়ঃপ্রাপ্ত বীর-পুত্রের মাতা, রাজ-সংসারের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, দু'দিন পরে, তাঁহারই পুত্র যে সিংহাসনে বিরাজ করিবেন, সেই রাজ-সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—তাঁহাকে চারি দিক্ ভাবিয়া চিন্তিয়া লইতে হয়। মহারাণীর যদি পূর্ব্বের যৌবন থাকিত, তাহা হইলে নিজেই যে কাজ পারিতেন, প্রৌঢ় বয়সে, মালবিকার দ্বারা সেই কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।—

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মাধবসেনের পিতার সময়ের মন্ত্রী সুমতি এবং মন্ত্রি-ভগিনী কৌশিকীও, মাধবসেন এবং মালবিকার সঙ্গে আসিতেছিলেন। সুমতি নিহত হইলেন। কৌশিকী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর, কৌশিকী দেখিলেন—পার্শ্বে ভ্রাতা সুমতির রুধিরাক্ত দেহ পতিত, মালবিকার কোথাও কোন নামগন্ধ নাই। আরণ্য দস্যুদল তাঁহাদের সমস্ত দ্রব্যাদির সহিত মালবিকাকেও লইয়া পলাইয়াছে। বিদর্ভের আদরিণী রাজ-কন্যা,—বিদিশাপতি অগ্নিমিত্রের সহিত বিবাহ দিয়া জ্ঞাতি-কবলিত বিদর্ভ-সিংহাসন-প্রাপ্তির একমাত্র আশাস্থল মালবিকা অপহৃতা, আর মালবিকার অগ্রজ মাধবসেন শত্রুকরে আবদ্ধ ও কোথায় অন্তর্হিত! বিদর্ভের কূটরাজনীতিবিৎ, প্রবীণ মন্ত্রী, আপন সহোদর সুমতি নিহত,—ইত্যাদি ব্যাপারে নারী কৌশিকীর হৃদয়ে কেমন একটা বৈরাগ্য, সংসারে বিরক্তি আসিল, তিনি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী হইয়া, পণ্ডিত-কৌশিকী নামে পরিচিত ও দেশ-বিদেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের যদিও পতন হইয়াছে, কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ-প্রভাব প্রচুর, তাই কৌশিকীর ন্যায় বুদ্ধিমতী, চাতুর্য্যময়ী ও পরিণতবয়স্কা সন্ন্যাসিনীর আদর সকলেই করিত, সম্মান-সহকারে সকলেই দেখিত। রাজ-পুত্র মাধবসেন রাজ-মন্ত্রী সুমতি ও রাজ-নন্দিনী মালবিকা—নাই, বিদর্ভ-সিংহাসনোদ্ধারের আশা চির দিনের মত বিলুপ্ত,—তবুও কৌশিকীর হৃদয়ে, বোধ হয়, তখনও আশার,—না না, দুরাশার—ক্ষীণতম একটু রশ্মি নিকষ-রেখার ন্যায় বিদ্যমান ছিল। তিনি সেই রশ্মির বর্ত্তিকা লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া শেষে বিদিশার রাজ-সংসারে, অগ্নিমিত্রেরই অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। মাতৃত্বময়ী, স্নেহ-গাম্ভীর্য্যবতী ও প্রাধান্যপূর্ণা আকৃতির প্রভাবে এবং পক্ষপাতশূন্য নিস্পৃহ, নির্ভীক ও প্রসাদ-মধুর ব্যবহারে অতি অল্পদিনের মধ্যেই পরিব্রাজিকারূপিণী কৌশিকী রাজ-সংসারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভক্তি-ভাজন, বিশ্বাস-ভাজন হইয়া উঠিলেন। ক্রমে রাজা অগ্নিমিত্র তাঁহাকে একপ্রকার ইষ্টদেবীর আসনেই যেন প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অন্তঃপুরে বসবাস করাইতে লাগিলেন। রাজা ভৃত্যের ন্যায় পরিব্রাজিকার অনুগত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে বিচক্ষণতায় এবং সর্ব্বোপরি আড়ম্বরশূন্যতা ও স্পৃহা-হীনতায় পরিব্রাজিকা সকলেরই পরম পূজনীয়া হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। নানা-দেশ পর্য্যটনে, পরিচ্ছদ-পরি-

...নে, কঠোর ব্রতচর্য্যায় ও নানা বিপদে—কৌশিকীর ...নই রূপান্তর ঘটিয়াছিল যে, তিনি যে সেই বিদর্ভ-মন্ত্রী ...তির সহোদরা কৌশিকী, তাহা তাঁহার অতি পরিচিতও ...তে পারিত না। সুতরাং সরল-হৃদয়া মালবিকা রাজ-...ড়ীর এই নবাগত সন্ন্যাসিনীটিকে আদৌ চিনিতেই পারিল ...। কিন্তু তীক্ষ্মধী কৌশিকী দর্শনমাত্রেই চিনিলেন যে, ...হার মালবিকাও এই স্থানে। তখন তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্ম-...্যের সেই ক্ষীণ রশ্মি, দুরাশাময়ী বিদর্ভোদ্ধারের আশার ...র্ব্বাপিতপ্রায় রশ্মি আবার জল্ জল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ...ত গোপনে যেন নিজেরও অজ্ঞাতসারে তিনি তাহা হৃদয়েই ...রাইয়া রাখিলেন।—ধীরে ধীরে কালের অপেক্ষা করিতে ...গিলেন। ভাবিলেন,—"যে বিধাতা এতদূর করিয়াছেন, ...ন কি বাকিটুকু করিবেন না! দেখি।" এইরূপে ঘটনার ...শ্চর্য্য সমাবেশপূর্ব্বক, কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রের ...থমাঙ্কের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। পরস্পরের অগোচরে, ...হষী ধারিণী মালবিকার অনুকূল, রাজা অগ্নিমিত্র স্বয়ং ...লবিকার অনুকূল, আর পরিব্রাজিকা পণ্ডিত কৌশিকী ...লবিকার অনুকূল। এই ত্রিবিধ আনুকূল্যের গরুত্মতী ...রণীতে উঠিয়া মালবিকা ভাসিয়া চলিয়াছে, আর তাহার ...খুঁত রূপ, নবযৌবন ও শিল্পনৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ...ত ত্রস্ত নয়ন ও সরল মধুর মুখচ্ছবি কালবৈশাখীর বাতাসের ...ত সেই পালে লাগিয়া তরণীকে একেবারে উড়াইয়া ...ইয়া ছুটিয়াছে। ঘটনার অপূর্ব্ব সমাবেশ! নাটকীয় বস্তুর ...পূর্ব্ব গ্রন্থন! এবংবিধ বস্তুবিন্যাস-কৌশলে বিমণ্ডিত ...রিয়া কবিকেশরী কালিদাস তাঁহার নবীনতম নাটকের ...দর্শন করাইতেছেন। অজ্ঞ, অরসিক সামাজিকের উদ্দেশ্যে ...লিদাস-গ্রন্থ রচিত হয় নাই। যাঁহারা রসিক, "অভিরূপ" ...র্থাৎ বিশেষজ্ঞ এবং সুপণ্ডিত, তাঁহারাই কালিদাসের ...াজিক। তাই রসিক দর্শকগণের চিত্তে নাটকীয়-বস্তু-...ত কৌতূহল উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত, গণদাসের ...ত কথোপকথন-কালে, নৃত্য-গীতাদিতে মালবিকার অতি-...ত নৈপুণ্য শ্রবণে বকুলাবলিকার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ... ইরাবতীকেও ছাড়াইয়া উঠিল দেখিতেছি। রসিক ...কগণ বুঝিলেন যে, যে গুণে ইরাবতী—ছোট-রাণী, ...লবিকা তার চেয়ে ঢের গুণবতী। সুতরাং ইরাবতীর আসন টলিল বলিয়া। রাজা ছবিতে মহিষীর পাশে মালবিকার ছবি দেখিয়াই পাগল হইয়াছেন। যে ভাবে হউক, সত্যিকার মালবিকাকে দেখিতে হইবে। ধূর্ত্ত বিদূষককে ধরিয়াছেন। সে এ সব কার্য্যোদ্ধারে ধুরন্ধর। রাজার ও রাণীর নাট্যাচার্য্যের মধ্যে সে এমন লাগালাগি করিয়াছে যে, দুই আচার্য্যে বিষম কলহ বাধিয়াছে। রাজার নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া দুই জনেই উপস্থিত।—বিদূষকের মতলব রাজা জানিতে পারিয়া, নিজে ঔদাসীন্য দেখাইবার নিমিত্ত, পবিব্রাজিকাকে প্রধান বিচারপতির পদে বরণ করিয়াছেন। ভাবিতেছেন,—এইরূপ করিলে—হয়ত রাজ্ঞীর চক্ষে ধূলি দিতে পারিতেন, আর মালবিকাকে দেখিয়া লইবেন। "পক্ষপাতশূন্য" পরিব্রাজিকাও এইটাই চান। যে ভাবেই হউক, তিলে তিলে, তাঁহার মালবিকাকে রাজার হৃদয়-সিংহাসনের যতটা কাছে লইয়া যাওয়া যায়, তিনি সেইভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় সংসারে দ্বিতীয় কেহই জানে না। "তুমিও রাজ্ঞী, তোমার ক্ষমতাও বড কম নহে,"—ইত্যাদি স্তোক-বাক্যে, কৌশিকী ধারিণীকেও হাতে রাখিতেছেন। অথচ ধারিণীরই সর্ব্বস্বাপ-হরণে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। অনন্ত লাবণ্যা মালবিকাকে, পরীক্ষা-ক্ষেত্রে উপস্থিত কবিবার সময়ে "বিরল-নেপথ্য" অর্থাৎ সাজ-গোজ কম করিয়া আনিতে গণদাসকে পরিব্রাজিকা বলিয়াছেন। আলেখ্য-দর্শন-বিমুগ্ধ অগ্নিমিত্রের হৃদয় নিসর্গ-সুন্দরী মালবিকার কায়িক লাবণ্যের সম্মোহন বাণে শতধা বিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, কৌশিকী ঐ জাল ফেলিয়াছেন। বাজনা বাজিল,—সকলে সপ্রত্যাশ-হৃদয়ে ছুটিলেন,—আচার্য্যদ্বয়ের শিষ্যাদের নৃত্য-গীতাদি দর্শনে—আচার্য্য-দের আজ পরীক্ষা করা হইবে। পরিব্রাজিকার অত্যধিক "নিরপেক্ষতায়"—রাজ্ঞীর মধ্যে মধ্যে ঘোর সন্দেহ জন্মিতেছে। রাজার এই বিচারপদ্ধতি তাঁহার আদৌ ভালো লাগিতেছে না। কিন্তু নিরুপায়,—রাজার আদেশ—সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইবে, বিচার দেখিতে হইবে। বিদূষক যখন দেখিতেছে যে, তাহার কৌশল-জালের কোনো সূত্র, হয় ত একটু শিথিল হইতেছে, অমনি সে তাহা মেরামত করিয়া লইতেছে। সব দিক সামলাইতেছে,—রাজা, রাজ্ঞী, কৌশিকী, আচার্য্য, কেহই ধূর্ত্ত বিদূষকের

কথার হাত এড়াইতে পারিতেছেন না। এই মোকদ্দমায় বিদূষক যেন মালবিকার পক্ষে "এড ভোকেট জেনারাল।" এইরূপ অপূর্ব্ব প্রণালীতে কালিদাস এই নাটকের প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত করিয়াছেন। যত দেখা যায়, ততই কবির এক একটা শব্দ-ব্যবহারের উদ্দেশ্যের দৌড় দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। পরিব্রাজিকা, প্রথমে আসিয়াই রাজাকে আশীর্ব্বাদের সময়ে, বলিলেন,—শত শত বৎসর ধারিণী ও ধরণীর পতিত্ব কর। ধরণীর পতিত্ব অপেক্ষা ধারিণীর পতিত্ব যে স্পৃহণীয়তর, তাহা অগ্রে ধারিণী শব্দের উল্লেখেই ইঙ্গিত করিলেন। ধারিণীর প্রাণ গলিয়া গেল। সতীর এর বাড়া আশীর্ব্বাদ নাই। এমনই শব্দ-বিন্যাস-নৈপুণ্য। এরূপ কত দেখাইব? এই নাটক, বাঙ্গালা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ন্যায়, যতবার পড়ি, নূতন; কখনো পুরাতন হইল না।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি সঙ্গীত-রচনায়াম্ আসনস্থঃ সবয়স্যো রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা, বিভবতশ্চ পরিবারঃ ।)

রাজা ।— ভগবতি ! অত্রভবতোরাচার্য্যয়োঃ প্রথমং কতরস্যোপদেশং দ্রক্ষ্যামঃ ॥ ১ ॥

পরি ।— নন্থ সমানেঽপি জ্ঞান-বৃদ্ধ-ভাবে বয়োবৃদ্ধত্বাদ্ গণদাসঃ পুরস্কারমর্হতি ॥ ২ ॥

রাজা ।— মৌদ্গল্য ! এবমত্রভবতোরাবেদ্য নিয়োগমশূন্যং কুরু ॥ ৩ ॥

কঞ্চুকী ।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ । (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ ।) ॥ ৪ ॥

গণদাসঃ ।— (প্রবিশ্য) দেব ! শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কৃতির্লয়মধ্যা চতুষ্পদাস্তি । তস্যাস্তু ছলিক-প্রয়োগমেকমনাঃ শ্রোতুমর্হতি দেবঃ ॥ ৫ ॥

রাজা ।— আচার্য্য ! বহুমানাদবহিতোঽস্মি [নিষ্ক্রান্তো গণদাসঃ । ॥ ৬ ॥

রাজা ।— (জনান্তিকম্ । বয়স্য !

নেপথ্যপরিগতায়াশ্চক্ষুর্দর্শনসমুৎসুকং তস্যাঃ ।
সংহর্ত্তুমধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করিণীম্ ॥ ॥ ৭ ॥

বিদূ ।— (অপবার্য্য ।) উবট্ঠিদং ণঅণমহু সণ্ণিহিদমক্খিঅং চ, তা অপ্পমত্তো দাণিং পেক্খ ॥ ৮ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যাচার্য্যাবেক্ষ্যমাণাঙ্গসৌষ্ঠবা মালবিকা)

বিদূ ।— (জনান্তিকম্ ।) কেক্খদু ভবম্ । ণ ক্খু সে পড়িচ্ছন্দাদো পরিহিঅদি মহুরদা । ॥ ৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—উপস্থিতং নয়নমধু সন্নিহিত-মক্ষিকং চ । তদপ্রমত্ত ইদানীং প্রেক্ষস্ব ॥ ৮ ॥

প্রেক্ষতাং ভবান্ । ন খল্বস্যাঃ প্রতিচ্ছন্দাৎ পরিহীয়তে মধুরতা ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ ।—(গান আরম্ভ হয় হয় । বিদূষকের সহিত রাজা আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ধারিণী পরিব্রাজিকাও বসিয়াছেন। অবস্থার অনুরূপ পরিজনবর্গ উপস্থিত ।)

রাজা ।—ভগবতি ! এই আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে কার উপদেশ প্রথম দেখিতে হইবে ? ॥ ১ ॥

পরি ।—যদিও বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে দুই জনেই তুল্য, তবুও বয়োবৃদ্ধ হিসাবে গণদাসের উপদেশই প্রথম দেখা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

রাজা ।—মৌদ্গল্য ! এই কথা আচার্য্যদ্বয়কে বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া তুমি তোমার কাজে যাও ॥ ৩ ॥

কঞ্চুকী ।—যে আজ্ঞা । (চলিয়া গেল ।) ॥ ৪ ॥

গণ ।—(প্রবেশপূর্ব্বক)—রাজন্ ! শর্ম্মিষ্ঠাবিরচিত লয়-মধ্যা এক চতুষ্পদা আছে, তাহার অন্তর্গত ছলিক নামক নাট্যের প্রয়োগ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন ॥ ৫

।—আচার্য্য ! আমি স-সম্মানে অবহিত হইলাম ॥ ৬ ॥

(গণদাস চলিয়া গেলেন ।)

রাজা ।—(জনান্তিকে) বয়স্য ! যবনিকার অন্তরাল-বর্ত্তিনী মালবিকাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার নয়ন এতই উৎসুক হইয়াছে যে, সে যেন অধীরতা-প্রযুক্ত ঐ তিরস্করিণী (যবনিকা) খানিকে তাড়াতাড়ি, নিজে গিয়া সরাইয়া ফেলিতে চাহিতেছে ॥ ৭ ॥

বিদূ ।—(গোপনে) দেখ, দেখ, ঐ তোমার নয়নের মধু উপস্থিত, আর মধুমক্ষিকারূপী তুমিও হাজির, এইবার সাবধানে—প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লও ॥ ৮ ॥

(মালবিকা আসিতেছে, আচার্য্যগণদাস ঠিক সমান্তরাল-ভাবে আসিতে আসিতে তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখিতেছেন ।)

বিদূ ।—(জনান্তিকে) সখে ! একবার চাহিয়া দেখ, আচার্য্যের উপদেশে পরিচালিত হইলেও মালবিকার আকৃতি-মাধুর্য্যের বিন্দুমাত্রও হানি ঘটে নাই ॥ ৯ ॥

রাজা (অপবার্য্য) বয়স্য।

চিত্রগতায়ামস্যাং কান্তিবিসংবাদশঙ্কি মে হৃদয়ম্।
সম্প্রতি শিথিলসমাধিং মন্যে যেনেয়মালিখিতা॥ ॥ ১০ ॥

গণ।— বৎসে। মুক্তসাধ্বসা সত্ত্বস্থা ভব। ॥ ১১ ॥

রাজা।— (স্বগতম্) অহো! সর্ব্বাস্ববস্থাস্বনবদ্যতা রূপস্য, তথাহি—

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং, বাহু নতাবংসয়োঃ
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ, পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব।
মধ্যঃ পাণিমিতোঽমিতঞ্চ জঘনং পাদাবরালাঙ্গুলী
ছন্দো নর্ত্তয়িতুর্যথৈব মনসি শ্লিষ্টং তথাস্যা বপুঃ॥ ॥ ১২ ॥

মাল (উপগানং কৃত্বা চতুষ্পদবস্তুকং গায়তি।)

দুল্লহো পিও তস্মিং ভব হিঅঅ! নিরাসং
অম্মো অপঙ্গও মে পরিপ্ফুরই কিং পি বামও॥
এসো সো চিরদিট্ঠো কহং উণ উবণইদব্বো।
ণাহ! মং পরাহীণং তুই গণঅ সতিহ্ণম্॥ ॥ ১৩ ॥

(ততো যথারসমভিনয়তি)

প্রাকৃতানুবাদ।—দুর্লভঃ প্রিয়স্তস্মিন্ ভব হৃদয়! নিরাশম্, অহো অপাঙ্গকো মে পরিস্ফুরতি কিমপি বামকঃ। এষ স চিরদৃষ্টঃ কথং পুনরুপনেতব্যঃ, নাথ! মাং পরাধীনাং ত্বয়ি গণয় সতৃষ্ণাম্॥ ১৩॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(গোপনে) বয়স্য! যখন ইহাকে ছবিতে প্রথম দেখি, তখন ভাবিয়াছিলাম, এত রূপ মানুষের হয় না। এখন ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া মনে হইতেছে,—যে চিত্রকর সেই ছবিখানি আঁকিয়াছিল, হয় সে মন দিয়া ইহাকে ভালো করিয়া দেখে নাই, না হয়—চিত্র করিতে সে আদৌ জানে-ই না॥ ১০॥

গণ।—বৎসে! ভয় কি? নিজেকে হারাইয়া ফেলিও না; প্রকৃতিস্থা হও॥ ১১॥

রাজা।—(স্বগত) আহা! রূপের কি মহিমা! সকল অবস্থাতেই সে সুন্দর॥ ১২॥

নৃত্যাচার্য্য আচার্য্যগণদাস, নৃত্যকারিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন যেমন হওয়া অভিলাষ করিয়াছিলেন, মালবিকার অঙ্গ-লতিকা যেন ঠিক তেমন তেমন ভাবেই গঠিত। কেন না—ইহার নয়ন আকর্ণবিশ্রান্ত, বদন শারদচন্দ্রমার ন্যায় সুন্দর এবং বাহুলতা অংসদেশে যেন কি চমৎকার লতাইয়া পড়িয়াছে। ঘন-সংস্থিত ও সমুন্নত স্তনদ্বয়ে বক্ষঃস্থল কি বন্ধুর! পার্শ্বদ্বয় যেন কেহ মাজিয়া পালিশ করিয়া দিয়াছে! কটিদেশ কত সরু, বুঝি হাতের মুষ্টির ভিতরেও ধরা যায়—! নিতম্বিনীর জঘন-ভাগ কত স্থূল! আবার পায়ের আঙ্গুল-গুলি কি অপূর্ব্ব আকুঞ্চিত! তাই বলিতেছিলাম, আচার্য্যের অভিপ্রায়ের অনুরূপ ভাবে ইহার দেহ সংগঠিত।

মালবিকা।—(রাগের দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া চতুষ্পদ ছলিক গান আরম্ভ করিল।)

"হৃদয়! তোমার সে প্রিয়তম একান্ত দুর্লভ,
তবে আর বৃথা আশা কেন?
হায়! আমার বাম অপাঙ্গ কেন বার বার স্ফুরিত হইতেছে?
এই ত সে, কতকালের সাধ, আজ দেখিতে পাইতেছি!
কি করিয়া ইহার কাছে যাইব?
নাথ! দুঃখিনী আমি পরাধীন, আর তোমাতেই একমাত্র তৃষ্ণার্ত্তা—ইহা ভুলিও না।॥ ১৩॥

(পরে ঐ চতুষ্পদ গানের যে চরণে যেমন রস, তাহা ফুটাইয়া অভিনয় করিল।)

বিদূ।— (অপবার্য্য।) ভো বঅস্‌স। চদুপ্পদবত্থুঅং দুবারিকরিঅ তুহ উবট্‌ঠাবিদো বিঅ অপ্পা অত্তভোদীএ। ॥ ১৪ ॥

রাজা।— সখে এবমেব মে হৃদয়ম্। অনয়া খলু,—
জনমিমমনুরক্তং বিদ্ধি নাথেতি গেয়ে, বচনমভিনয়ন্ত্যা স্বাঙ্গনির্দ্দেশপূর্ব্বম্।
প্রণয়গতিমদৃষ্ট্বা ধারিণীসন্নিকর্ষা-দহমিব সুকুমারপ্রার্থনাব্যাজমুক্তঃ॥ ॥ ১৫ ॥

(মালবিকা গীতান্তে নিষ্ক্রমিতুমারব্ধা)

বিদূ।— ভোদি! চিট্‌ঠ। কিং পি বো বিস্মুমরিদো কমভেদো। তং দাব পুচ্ছিস্‌সম্ ॥ ১৬ ॥

গণ।— বৎসে! ক্ষণমাত্রং স্থিত্বোপদেশবিশুদ্ধা যাস্যসি। ॥ ১৭ ॥

(মালবিকা স্থিতা।)

রাজা।— (স্বগতম্) অহো! সর্ব্বাস্ববস্থাসু চারুতা শোভান্তরং পুষ্যতি। তথাহি—
বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে
কৃত্বা শ্যামাবিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং
নৃত্যাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজ্বায়তার্দ্ধম্ ॥ ॥ ১৮ ॥

দেবী।— ণং গোদমবঅণং বি অজ্জো হিঅএ করেদি। ॥ ১৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভো বয়স্য! চতুষ্পদবস্তুকং দ্বারীকৃত্য ত্বয়ি উপস্থাপিত ইব আত্মা তত্রভবত্যা॥ ১৪ ॥

ভবতি! তিষ্ঠ। কোঽপি বঃ বিস্মৃতঃ ক্রমভেদঃ তং তাবৎ প্রক্ষ্যামি॥ ১৬ ॥

ননু গৌতমবচনমপি আর্য্যো হৃদয়ে করোতি॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূ।—(জনান্তিকে) সখে! চতুষ্পদ-সঙ্গীতের ছল করিয়া মালবিকা যেন তাহার প্রাণটি তোমার হাতে তুলিয়া দিল॥ ১৪ ॥

রাজা।—সখে! আমারও তাই বিশ্বাস। কেন না, "নাথ! এই ব্যক্তিকে তোমার অনুরাগিণী বলিয়া জানিও"— গানের এই কথা ক'টি দ্বারা নিজের দেহ নির্দ্দেশপূর্ব্বক, অভিনয় করিবার সময়ে মালবিকা, ধারিণীর সন্নিধি বশতঃ আমার কোনরূপ ভাবান্তর দেখিতে না পাইয়া যেন ঐ রসময়ী প্রার্থনার ছলে আমাকেই লক্ষ্য করিতেছিল। "নাথ! আমি তোমার—"এ যেন আমাকেই বলিতেছিল॥ ১৫ ॥

(গান সমাপ্ত করিয়া মালবিকা যাইবার উপক্রম করিল)

বিদূ।—ওগো। একটু দাঁড়াও। তোমার একটা বিষম ভুল হইয়াছে! সেটার সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে॥ ১৬ ॥

গণ।—বৎসে! একটু দাঁড়াইয়া পরীক্ষায় সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর গমন করিও॥ ১৭ ॥

(মালবিকা দাঁড়াইল।)

রাজা।—(স্বগত) আহা! কমনীয়তা এমনই বস্তু যে, সব অবস্থাতেই নূতন নূতন শোভা প্রকাশ করে। কেন না, এই যে মালবিকা বাঁ-হাতখানি নিতম্বে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর বালাগাছটি প্রকোষ্ঠে লাগিয়া রহিয়াছে! ডান হাত শ্যামা লতিকার অতি কোমল শাখার মত শিথিলভাবে দুলিতেছে। পায়ের অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলীর দ্বারা কুট্টিমের কুসুমগুলি নাড়িতেছে, আর সেই পায়ের দিকেই চাহিয়া আছে, দেহের উত্তরার্দ্ধ সোজা এবং আয়তভাবে স্থাপিত করিয়াছে,—এইরূপ অপরূপভাবে অবস্থান, আমার কাছে কিন্তু নৃত্য-কালীন অঙ্গভঙ্গীর চেয়েও ভালো—বড়ই সুমিষ্ট লাগিতেছে॥১৮॥

দেবী।—দেখিতেছি গৌতমের কথাও আচার্য্য "কথা" বলিয়া ধরিতেছেন!॥ ১৯ ॥

গণ — দেবি ! মা মৈবম্ । দৈবপ্রত্যয়াৎ সম্ভাব্যতে সূক্ষ্মদর্শিতা গৌতমস্য । পশ্য ।

মন্দোঽপ্যমন্দতামেতি সংসর্গেণ বিপশ্চিতঃ ।
পঙ্কচ্ছিদঃ ফলস্যেব নিকষেণাবিলং পয়ঃ ॥

(বিদূষকং বিলোক্য ।) তচ্ছ্রূয়ো বিবক্ষিতমার্য্যস্য । ॥ ২০ ॥

বিদূ ।— (গণদাসং বিলোক্য ।) কোসিইং দাব পুচ্ছ পচ্ছা জো মএ কমভেদো দিট্ঠো তং ভণিস্সম্ । ॥ ২১ ॥

গণ ।— ভগবতি ! যথাদৃষ্টমভিধীয়তাং গুণো বা দোষো বেতি ॥ ২২ ॥

পরি ।— যথা দর্শিতং সর্ব্বমনবদ্যম্ । কুতঃ—

অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সম্যগর্থঃ, পাদন্যাসো লয়মনুগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু ।
শাখাযোনির্মৃদুরভিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ, ভাবো ভাবং নুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব ॥ ২৩

গণ ।— দেবঃ কথং মন্যতে ? ॥ ২৪ ॥

রাজা ।- বয়ং স্বপক্ষশিথিলাভিমানাঃ সংবৃত্তাঃ । ॥ ২৫ ॥

গণ ।— অদ্য নর্ত্তয়িতাস্মি ।

উপদেশং বিদুঃ শুদ্ধং সন্তস্তমুপদেশিনঃ ।
শ্যামায়তে ন বিদ্বৎসু যঃ কাঞ্চনমিবাগ্নিষু ॥ ॥ ২৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—কৌশিকীং তাবৎ পৃচ্ছ। পশ্চাৎ যো ময়া ক্রমভেদো দৃষ্টস্তং ভণিষ্যামি ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ ।—গণ ।—দেবি ! অমন কথা বলিবেন না। দৈবের কৃপায় হয় ত, গৌতমেরও সূক্ষ্মদর্শিতা জন্মিতে পারে। এই দেখুন না কেন,—অতিশয় মূর্খ ও জ্ঞানীর সংসর্গে কতকটা জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে। অতি পঙ্কিল জল কি ("নির্ম্মলী") পঙ্ক-চ্ছেদী ফলের ঘর্ষণে নির্ম্মল হয় না ? (বিদূষকের দিকে চাহিয়া) বলুন, কি বলিতে চান ॥ ২০ ॥

বিদূ ।—(গণদাসের দিকে চাহিয়া) কৌশিকীকে আগে জিজ্ঞাসা করুন, পরে আমি যে ক্রটি দেখিয়াছি, তাহা বলিব ॥ ২১ ॥

গণ ।—ভগবতি ! গুণ বা দোষ, ঠিক যেমন দেখিয়াছেন, বলুন ॥ ২২ ॥

পরি ।—যতটা দেখিয়াছি, সবই সুন্দর, অতি সুন্দর হইয়াছে। কেন না, অঙ্গের ভাবভঙ্গীর দ্বারা হৃদয়ের এবং সেই সঙ্গে গেয়বস্তুর সমস্ত অভিপ্রায় সুব্যক্ত হইয়াছে। লয়ানুসারে পাদন্যাস হইয়াছে এবং সেই জন্য রস-বিষয়ে তন্ময়তা ঘটিয়াছে ; নৃত্যকালে ঠিক্ মাত্রানুসারে হস্ত-পদাদির নর্ত্তনস্বরূপ "শাখাযোনি" নামক যে অভিনয় আছে, তাহার সর্ব্বপ্রকার ভেদ পরিদর্শিত হইয়াছে ; এমনভাবেই সমস্ত "ভাব" প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব ত্রিসীমানাতেও আসিতে পারে নাই। অথচ রাগ-প্রবাহ আদ্যন্তই অব্যাহত ; সুতরাং কোনো দোষ ঘটে নাই ॥ ২৩ ॥

গণ ।—রাজন্ ! আপনার কি অভিমত ? ২৪ ॥

রাজা ।—আমার নিজের লোকের উপর গৌরব মন্দীভূত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

গণ ।—আজ সত্য সত্যই আমি নর্ত্তয়িতা হইলাম। (অর্থাৎ নৃত্যবিষয়ে শিক্ষাদানের প্রকৃত যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইলাম)। কেন না,—আপনাদের ন্যায় দোষজ্ঞ এবং বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট যে শিক্ষকের শিক্ষা দূষ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাদৃশী শিক্ষাকেই কোবিদকুল সুশিক্ষা—সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধ শিক্ষা বলিয়া থাকেন। যেহেতু স্বর্ণের বিশুদ্ধি অনলেই পরীক্ষিত হয় ॥ ২৬ ॥

দেবী।— দিট্ঠিআ পরিক্খারাহণেণ অজ্জো বড্ঢই ॥ ২৭ ॥

গণ।— দেবি। ত্বৎপরিগ্রহ এব বৃদ্ধিহেতুঃ। (বিদূষকং বিলোক্য।) গৌতম। যদেদানীং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ॥ ২৮ ॥

বিদূ।— পঢ়মোবদেসদংসণে পঢ়মং বম্হণপূজা কাদব্বা, সা ণং বো বিস্মুমরিদা। ॥ ২৯ ॥

পরি।— অহো প্রয়োগাভ্যন্তরঃ প্রশ্নঃ। ॥ ৩০ ॥

(সর্ব্বে প্রহসিতাঃ। মালবিকাপি স্মিতং করোতি।)

রাজা।— (স্বগতম্) উপাত্তসারশ্চক্ষুষা মে স্ববিষয়ঃ। যদনেন—

স্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তদশনশোভি মুখম্।
অসমগ্রলক্ষ্যকেশরমুচ্ছ্বসদিব পঙ্কজং দৃষ্টম্ ॥ ॥ ৩১ ॥

গণ।— মহাব্রাহ্মণ। ন খলু প্রথমং নেপথ্যপ্রদর্শনমিদম্। অন্যথা কথং ত্বাং অর্চ্চনীয়ং নার্চ্চয়িষ্যামঃ। ॥ ৩২ ॥

বিদূ।— মএ ণাম সুক্খঘণগজ্জিদে অন্তরিক্খে জলপাণং ইচ্ছদা চাদআইদং। ॥ ৩৩ ॥

পরি।— এবমেব ॥ ৩৪ ॥

বিদূ।— তেণ হি পণ্ডিদপরিতোসপচ্চআ ণং মূঢ়া জাদী। জই অত্তভোদীএ সোহণং ভণিদং, তদো ইমং সে পারিতোসিঅং পঅচ্ছামি। [ইতি রাজ্ঞো হস্তাৎ কটকমাকর্ষতি ॥ ৩৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—দিষ্ট্যা, পরীক্ষারাধনেন আর্য্যো বর্দ্ধতে ॥ ২৭ ॥

প্রথমোপদেশদর্শনে প্রথমং ব্রাহ্মণ-পূজা কর্ত্তব্যা, সা ননু বঃ বিস্মৃতা ॥ ২৯ ॥

ময়া নাম শুষ্ক-ঘন-গর্জ্জিতে অন্তরীক্ষে জলপানম্ ইচ্ছতা চাতকায়িতম্ ॥ ৩৩ ॥

তেন হি পণ্ডিত-পরিতোষ-প্রত্যয়া ননু মূঢ়া জাতিঃ। যদি অত্রভবত্যা শোভনং ভণিতং, তত ইদমস্যৈ পারিতোষিকং প্রযচ্ছামি ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবী।—নির্দ্দোষভাবে পরীক্ষা-শেষ হওয়ায়, আজ আর্য্যের জয়-জয়কার! কি আনন্দ ॥ ২৭ ॥

গণ।—দেবি! আমার যত কিছু গৌরব, সে আপনার লোক বলিয়া। (বিদূষকের দিকে চাহিয়া) গৌতম! এখন বলিতে পার, যা কিছু তোমার মনে আছে ॥ ২৮ ॥

বিদূ।—প্রথম-উপদেশ দর্শনের সময়ে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের পূজা করা উচিত। তোমরা সেই প্রধান কাজটাই ভুলিয়াছ ॥ ২৯ ॥

পরি।—বাঃ! কি চমৎকার নাট্য-বিষয়ক প্রশ্ন! (সবাই হাসিলেন। মালবিকাও হাসিয়া ফেলিল) ॥ ৩০ ॥

রাজা।—(স্বগত) এতদিনে আমার নয়ন তাহার চরম দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিয়া সার্থক হইল! কেন না, আয়ত-নয়না মালবিকা যখন মন্দ হাসিয়া উঠিল, তখন তাহার সুন্দর দাঁতগুলি সামনে একটু বিকসিত হইয়া মুখের কি অপূর্ব্ব শোভাই না জন্মাইল! দেখিয়া মনে হইল, হঠাৎ বুঝি একটা পদ্ম ফুটিয়া উঠিতেছে, আর তাহার কেসরগুলি ঈষৎ দেখা যাইতেছে ॥ ৩১ ॥

গণ।—মহাব্রাহ্মণ! আজই সর্ব্বপ্রথম এই নাট্য-প্রদর্শন নহে। নতুবা অর্চ্চনীয় ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার অর্চ্চনা না করিব কেন? ৩২ ॥

বিদূ।—তা হ'লে আমি নির্জ্জল-জলদ-গর্জ্জনযুক্ত আকাশে জলপ্রার্থী চাতকের ন্যায় বৃথাই বকিলাম ॥ ৩৩ ॥

পরি।—নিশ্চয় ॥ ৩৪ ॥

বিদূ।—আচ্ছা বেশ! তা হ'লে দেখিতেছি,—যাহারা অতীব মূঢ়, পণ্ডিতদের সন্তোষই হইল তাদের একমাত্র বিশ্বাসের হেতু। সেই পণ্ডিতদের মতে—মালবিকা যদি ভাল অভিনয়ই করিয়া থাকে, তবে তাহাকে আমি এই পুরস্কার দিলাম। (বলিয়াই রাজার হাত হইতে বলয় আকর্ষণ করিতে লাগিল।) ॥ ৩৫ ॥

দেবী।— চিট্ঠ, গুণন্তরং অআণন্তো কিং ণিমিত্তং তুমং আহরণং দেসি। ॥ ৩৬ ॥

বিদূ।— পরকেরংত্তি করিঅ। ॥ ৩৭ ॥

দেবী।— (আচার্য্যং বিলোক্য) অজ্জ গণদাস ণং দংসিদোবদেসা দে সিস্সা। ॥ ৩৮ ॥

গণ।— বৎসে। এহি, গচ্ছাব ইদানীম্। [সহাচার্য্যেণ নিষ্ক্রান্তা মালবিকা। ॥ ৩৯ ॥

বিদূ।— (জনান্তিকম্) এত্তিয়ো মে মদিবিহবো ভবন্তং সেবিদুম্। ॥ ৪০ ॥

রাজা।— অলমলং পরিচ্ছেদেন। অহং হি

ভাগ্যাস্তময়মিবাক্ষ্ণোর্হৃদয়স্য মহোৎসবাবসানমিব।
দ্বারপিধানমিব ধৃতের্মন্যে তস্যাস্তিরস্করিণীম্॥ ॥ ৪১ ॥

বিদূ।— (জনান্তিকম্) সাহু। দরিদ্দাতুরো বিঅ বেজ্জেণ ওসহং দীঅমাণং ইচ্ছসি। ॥ ৪২ ॥

(প্রবিশ্য হরদত্তঃ।)

হর।— দেব। মদীয়মিদানীং প্রয়োগমবলোকয়িতুং প্রসাদঃ ক্রিয়তাম্। ॥ ৪৩ ॥

রাজা।— (স্বগতম্।) অবসিতো দর্শনার্থঃ। (দাক্ষিণ্যমবলম্ব্য প্রকাশম্) ননু পর্য্যুৎসুকা এব বয়ম্॥ ৪৪ ॥

হর।— অনুগৃহীতোঽস্মি ॥ ৪৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তিষ্ঠ, গুণান্তরম্ অজানন্ কিং নিমিত্তং ত্বম্ আভরণং দদাসি। ॥ ৩৬ ॥

পরকীয়ম্ ইতি কৃত্বা ॥ ৩৭ ॥

আর্য্য গণদাস! ননু দাশতোপদেশা তে শিষ্যা ॥ ৩৮ ॥

(জনান্তিকে) সখে! এতাবান্ মে মতিবিভবঃ ভবন্তং সেবিতুম্ ॥ ৪০ ॥

সাধু! দরিদ্রঃ আতুরঃ ইব বৈদ্যেন ঔষধং দীয়মানং ইচ্ছসি ॥ ৪২ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবী।—থামো না। অন্য কি কি গুণ আছে-না-আছে, না জানিয়া, হঠাৎ তুমি আভরণ দিতে চাইছ কেন? ॥ ৩৬ ॥

বিদূ।—যেহেতু আভরণটা পরের! ॥ ৩৭ ॥

দেবী।—আর্য্য গণদাস! আপনার শিষ্যার পরীক্ষা ত শেষ হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

গণ।—বৎসে! এস, আমরা যাই। (আচার্য্যের সহিত মালবিকা চলিয়া গেল।) ॥ ৩৯ ॥

বিদূ।—সখে! তোমার সেবার জন্য আমার বুদ্ধির দৌড় এই এইটুকু পর্য্যন্ত! ॥ ৪০ ॥

রাজা।—বয়স্য! "এইটুকু" বলিও না। অর্থাৎ তোমার আমার পক্ষে ঢের, অনেক বেশী। আমার এখন কি মনে হচ্ছে জান?—ভাব্ছি,—আমার নয়নের সৌভাগ্য আজ ঘুচিল, জীবনের মহোৎসবের অবসান হইল, প্রীতি-প্রমোদ-প্রভৃতির দ্বার চির-দিনের মত রুদ্ধ হইল। এক মালবিকার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে, যাহা কিছু স্পৃহণীয়,—আমার সে সব কোথায় ডুবিয়া গেল! ॥ ৪১ ॥

বিদূ।—পীড়িত কোন ব্যক্তি যদি অত্যন্ত দরিদ্র হয়, তবে সে চায় যে, কোন বৈদ্য কৃপাপূর্ব্বক, তাহাকে ঔষধাদি "দাতব্য"-হিসাবে প্রদান করুন, কেন না, তাহার নিজের কোনই সামর্থ্য নাই যে, মূল্যাদি দেয়। তোমার দেখ্ছি, সেই দশা! নিজে কিছুই করিতে সমর্থ নও, অথচ তুমি চাও, আর কেহ মালবিকাকে আনিয়া তোমাকে প্রদান করুক। সাধু! সাধু!! ॥ ৪২ ॥

হরদত্ত।—(প্রবেশপূর্ব্বক) দেব! এইবার দয়া করিয়া আমার প্রয়োগ দেখা হউক ॥ ৪৩ ॥

রাজা।—(স্বগত) যাহা দেখিবার, তাহা ত দেখা হইয়াছে, তবে আর কেন? (নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া প্রকাশ্যে) আমরা ত দেখিবার জন্যই উৎসুক ॥ ৪৪ ॥

হর।—যথেষ্ট অনুগ্রহ! ॥ ৪৫ ॥

(নেপথ্যে বৈতালিকঃ) জয়তু জয়তু দেবঃ। উপারূঢ়ো মধ্যাহ্নঃ। তথাহি,—

পত্রচ্ছায়াসু হংসা মুকুলিতনয়না দীর্ঘিকাপদ্মিনীনাং
সৌধাস্যত্যর্থতাপাদ্বলভিপরিচয়দ্বেষিপারাবতানি।
বিন্দূৎক্ষেপাৎ পিপাসুঃ পরিসরতি শিখী ভ্রান্তিমদ্বারিযন্ত্রং
সর্ব্বৈরুস্রৈঃ সমগ্রস্ত্বমিব নৃপ! গুণৈর্দীপ্যতে সপ্তসপ্তিঃ ॥ ৪৬ ॥

বিদূ।— অবিহা অবিহা। অম্হাণং ভোঅণবেলা। অত্তভবদো উইদবেলাদিক্কমেণ চিকিস্‌সআ দোসং উদাহরন্তি। হরদত্ত! কিং ভণাসি? ॥ ৪৭ ॥

হর।— অস্তি চান্যস্য বচনাবকাশোঽত্র? ॥ ৪৮ ॥

রাজা।— (হরদত্তমবলোক্য) তেন হি ত্বদীয়মুপদেশং শ্বো দ্রক্ষ্যামঃ, বিরম্যতাং ভবান্ ॥ ৪৯ ॥

হর।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৫০ ॥

দেবী।— নিব্বত্তেদু অজ্জউত্তো মজ্‌ঝণ্ণবিহিম্। ॥ ৫১ ॥

বিদূ।— ভোদী বিসেসেণ পাণভোঅণং তুবরাবেদু। ॥ ৫২ ॥

পরি।— (উত্থায়) স্বস্তি ভবতে। [ইতি দেব্যা সহ নিষ্ক্রান্তা ॥ ৫৩ ॥

বিদূ।— ভো বঅস্‌স! ণ কেবলং রূবে, সিপ্‌পে বি অদুদীআ মালবিআ। ॥ ৫৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অবিধা অবিধা। অস্মাকং ভোজন বেলা। অত্র-ভবতঃ উচিত-বেলাতিক্রমেণ চিকিৎসকাঃ দোষং উদাহরন্তি। হরদত্ত! কিং ভণসি? ॥ ৪৭ ॥

নির্বর্ত্তয়তু আর্য্যপুত্রঃ মধ্যাহ্নবিধিম্ ॥ ৫১ ॥

ভবতী বিশেষণ পানভোজনং ত্বরয়তু ॥ ৫২ ॥

ভো বয়স্য! ন কেবলং রূপে, শিল্পেঽপি অদ্বিতীয়া মালবিকা ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গার্থ।—(নেপথ্য হইতে বৈতালিকগণ বলিয়া উঠিল)

বৈতালিক।—মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! প্রখর মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। কেন না, ঐ দেখুন,—দীর্ঘিকার পদ্মিনীসমূহের পত্রের ছায়ায়, মুদ্রিত-নয়নে তাপক্লান্ত হংসশ্রেণী অবস্থান করিতেছে। অট্টালিকার ছাদ অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ায়, তাহার "কার্ণিসে" আর অন্য সময়ের মত কপোত-কুল অবস্থিত নাই। জল-বিন্দু-মালার উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ-নিবন্ধন জল-যন্ত্র (ফোয়ারা) অনবরত ঘুরিতেছে, আর চারি দিকে তৃষ্ণার্ত্ত ময়ূরবৃন্দ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। আপনি যেমন তাবৎ রাজগুণে বিভূষিত, দিনমণি সূর্য্যও তদ্রূপ সমগ্র অংশু-মালায় বিমণ্ডিত হইয়া, আপনারই ন্যায় প্রচণ্ড প্রতাপে দেদীপ্যমান ॥ ৪৬ ॥

বিদূ।—আমাদের আহারের সময় উপস্থিত। কি আরাম! নিয়মিত সময়ে আহারাদি যদি রাজার না হয়, তবে চিকিৎসকগণের মতে শরীরের বড়ই ক্ষতি হয়। হরদত্ত! তুমি কি বল? ॥ ৪৭ ॥

হর।—ইহার উপর কি আর কাহারও কিছু বলিবার আছে? ॥ ৪৮ ॥

রাজা।—(হরদত্তের দিকে চাহিয়া) তা হ'লে আজ আপনি থাকুন।—কাল আপনার উপদেশ দেখা যাবে ॥ ৪৯ ॥

হর।—যেমন মহারাজের আদেশ ॥ ৫০ ॥

[হরদত্তের প্রস্থান।

দেবী।—আর্য্যপুত্র! মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সমাপন করিতে চলুন ॥ ৫১ ॥

বিদূ।—দেবি! আপনিও তাড়াতাড়ি বিশেষরূপে পান-ভোজনের ব্যবস্থা করুন গিয়া ॥ ৫২ ॥

পরি।—(উত্থানপূর্ব্বক) রাজার মঙ্গল হউক। (পরিজন-সহিত দেবীকে সঙ্গে লইয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন।) ॥ ৫৩ ॥

বিদূ।—দেখুন বয়স্য! শুধু রূপে নহে, নৃত্য-গীতাদি-শিল্পেও মালবিকার জোড়া নাই ॥ ৫৪ ॥

রাজা। বয়স্য

অব্যাজসুন্দরীং তাং বিজ্ঞানেন ললিতেন যোজয়তা।
উপকল্পিতো বিধাত্রা বাণঃ কামস্য বিষদিগ্ধঃ।

কিং বহুনা, চিন্তয়িতব্যোঽস্মি তে। ॥ ৫৫ ॥

বিদূ ভবদা বি অহং। দিঢ়ং বিপণিকন্দু বিঅ মে উঅরঅব্ভন্তরং দজ্ঝদি। ॥ ৫৬ ॥

রাজা।— এবমেব। ভবানস্মদর্থে ত্বরতাম্। ॥ ৫৭ ॥

বিদূ।— গিহীদক্খণোম্হি। কিং তু মেহাবলীরুদ্ধা জোণ্হা বিঅ পরাহীণদংসণা মালবিআ। ভবম্পি সূণাপরিচরো বিঅ গিদ্ধো আমিসলোলুবো ভীরুও অ। তা অণাতুরো ভবিঅ কজ্জসিদ্ধিং পত্থঅন্তো মে রোঅসি। ॥ ৫৮ ॥

রাজা।- কথমনাতুরো ভবিষ্যামি। যদা—

সর্ব্বান্তঃপুরবনিতাব্যাপারং প্রতি নিবৃত্তহৃদয়স্য।
সা বামলোচনা মে স্নেহস্যৈকায়নীভূতা॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ৫৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

প্রাকৃতানুবাদ।—ভবতাপি অহং। দৃঢ়ং বিপণিকন্দুরিব মে উদরাভ্যন্তরং দহ্যতে ॥ ৫৬ ॥

গৃহীত-ক্ষণোঽস্মি। কিন্তু মেঘাবলী-রুদ্ধা জ্যোৎস্না ইব পরাধীন-দর্শনা মালবিকা। ভবানপি সূনা-পরিচরঃ গৃধ্রঃ ইব আমিষ-লোলুপঃ—ভীরুকশ্চ। তদনাতুরঃ ভূত্বা কার্য্য-সিদ্ধিং প্রার্থয়মানো মে রোচসে ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভাই! সে স্বভাবসুন্দরী মালবিকাকে, সুললিত নৃত্য-গীতাদি-শিল্প-বিদ্যায় বিভূষিত করিয়া বিধাতা যেন পঞ্চবাণ মদনের আর একটি নূতন,—অতিরিক্ত বিষলিপ্ত বাণের সৃষ্টি করিয়াছেন।—অধিক আর কি বলিব? আমি তোমার চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইলাম। অর্থাৎ—তাহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ যাওয়াও অসম্ভব নহে ॥ ৫৫ ॥

বিদূ।—আমিও তোমার চিন্তার বিষয় হইয়াছি। কেন না, বাজারের খাবারের দোকানের সতত তপ্যমান কটাহের ন্যায়, আমার পেটের ভিতরটা জ্বলিয়া যাইতেছে ॥ ৫৬ ॥

রাজা।—হাঁ, ঠিক বটে, আমি তোমার উদর-জ্বালা-নির্ব্বাপণের চেষ্টা করিতেছি, তুমিও, ভাই, তোমার এই বন্ধুর হৃদয়জ্বালার অবসান যাহাতে তাড়াতাড়ি হয়, তাহাই কর ॥ ৫৭ ॥

বিদূ।—তোমার কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছি। কিন্তু জলদজালরুদ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় মালবিকা পরায়ত্ত-দর্শনা। আবার তুমিও, বধ্যভূমির ইতস্ততঃ বিচরণশীল, শকুনের ন্যায় মাংসলোলুপও বটে, আবার ভীরুও বটে। আমি চাই যে,—অতটা অধীর না হইয়া যাহাতে কার্য্যটা সুসিদ্ধ হয়, এমন ভাবে চল ॥ ৫৮ ॥

রাজা।—কি করিয়া আমি ধীর হই, বল ত ভাই! এখন আমার হৃদয়, অন্তঃপুরের সমস্ত সুন্দরীর সমস্ত ব্যাপার, (যাহা এক দিন আমার সর্ব্বস্ব ছিল) সব প্রণয়-প্রীতি ভুলিয়া,—একমাত্র সেই মালবিকাতেই যেন নিহিত হইয়াছে। সে হৃদয়ের যত কিছু স্নেহ—সে সমস্তই গিয়া সেই মুগ্ধ-নয়না মালবিকাকে আশ্রয় করিয়াছে। আমার হৃদয়ের এখন সে-ই একমাত্র লক্ষ্য ॥ ৫৯ ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক—তাৎপর্য্য।

পাছে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ধারিণীর হাতে-নাতে ধরা পড়েন, মালবিকাদর্শনের উৎকণ্ঠা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই রাজা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "গোপাল অতি সুবোধ"-এর মত, পরিব্রাজিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কোন্ আচার্য্যের শিষ্যার পরীক্ষা আগে দেখিতে হইবে? রাজ্ঞী চোক্ মেলিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয়েশ্বর কত নিরপেক্ষ! কেমন পত্নীময়প্রাণ।

পরিব্রাজিকা জানেন—বোঝেন—যে, কার অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত বিদিশা-পতি উৎসুক, তাই কৌশিকীও 'ন্যায়শাস্ত্রের' দোহাই দিয়া গণদাসকে প্রথমে ডাকিতে বলিলেন, গণদাস মানে—মালবিকা। কৌশিকী চানও তাই। যে কোন ভাবে হউক, তাঁহার আদরিণী মালবিকাকে রাজার নয়নের তলে আনিয়া দাঁড় করানোই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ॥ ১ ॥

লয়মধ্যা চতুষ্পদ'কৃতি ছলিক নাট্য। বৃষপর্ব্বা নামক রাক্ষস-রাজের দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা নৃত্যগীতাদি-শাস্ত্রে বিশেষ সুনিপুণ ছিলেন। তিনি কতিপয় নৃত্যবহুল গীতি-রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গীতির সহিত একপ্রকার নৃত্যের নাম ছলিক। শর্ম্মিষ্ঠার সবগুলি গীতই "লয়-মধ্যা" ও "চতুষ্পদা।" শৃঙ্গার এবং হাস্যরসের নৃত্যমূলক সঙ্গীতের মধ্যে লয় থাকার নামই লয়-মধ্যা। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলিয়াছেন—"শৃঙ্গারহাস্যয়োর্মধ্যলয়ঃ।" "চতুষ্পদা"—চারি পাদে অর্থাৎ খণ্ডে বিভক্তা। শৃঙ্গাররসাভিব্যক্তিপূর্ণা নৃত্য-সহিতা যে গীতির তাল-বালে মধ্যে লয়যুক্তা, অর্থাৎ "মধ্যমান-যুক্তা" এবং যে চারিপাদে বিভক্তা,—তাহাই "লয়মধ্যা চতুষ্পদা নৃত্যপূর্ণা গীতি।" তাদৃশী গীতির অন্তর্গত "ছলিক" একপ্রকার নৃত্য, অর্থাৎ ছলিকনামক নৃত্যপূর্ণা পূর্ব্বোক্তপ্রকারা গীতি। সাধারণভাবে ইহাকে "নাট্য" বলা হইয়াছে। কেন না, এই সমস্ত বস্তুটাই নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

মালবিকার প্রবেশ সময়ে গণদাস স্থিরদৃষ্টিতে, তাহার "অঙ্গসৌষ্ঠব" দেখিতেছিলেন।—এই স্থলে "সৌষ্ঠব" শব্দের নাট্য-প্রযুক্ত অর্থ অনুরূপ। যেখানে নায়িকার অঙ্গ নৃত্যকালে একভাবে পরিচালিত ও একই প্রকারে পদদ্বয় পতিত হইবে, নিতম্ব, জানু, শীর্ষদেশ, অংস ও কণ্ঠদেশ সমভাবে বিরাজ করিবে, প্রলম্বিত হস্তদ্বয় ঋজু রহিবে, পীনোন্নতস্তন-বন্ধুর বক্ষঃস্থল সমুন্নত থাকিবে,—সেই স্থলেই "সৌষ্ঠব" শব্দ প্রযোজ্য। শাস্ত্রে আছে—

> "অনুচ্চ-নীচ-চলতাম্ অঙ্গানাং সমপাদতাম্।
> কটি-কূর্পর-শীর্ষাংস-কণ্ঠানাং সমরূপতাম্॥
> রম্যাং করাদিবিশ্রান্তিম্ উরসশ্চ সমুন্নতিম্।
> অভ্যাসোপহিতামাহুঃ সৌষ্ঠবং নৃত্য-বেদিনঃ॥

নৃত্যাচার্য্য আচার্য্য গণদাস, নৃত্যকারিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন যেমন হওয়া অভিলাষ করিয়াছিলেন, মালবিকার অঙ্গ-লতিকা যেন ঠিক তেমন তেমন ভাবেই গঠিত। কেন না, ইহার নয়ন আকর্ণবিশ্রান্ত, বদন শারদ চন্দ্রমার ন্যায় সুন্দর এবং বাহুলতা অংসদেশে যেন কি চমৎকার লতাইয়া পড়িয়াছে। ঘন-সংস্থিত ও সমুন্নত স্তনদ্বয়ে বক্ষঃস্থল কি বন্ধুর। পার্শ্বদ্বয়—যেন কেহ মাজিয়া পালিশ করিয়া দিয়াছে। কটিদেশ কত সরু, বুঝি, হাতের মুষ্টির ভিতরেও ধরা যায়, অথচ নিতম্বিনী-জঘনভাগ কত স্থূল। আবার পায়ের অঙ্গুলি-গুলি কি অপূর্ব্ব আকুঞ্চিত। তাই বলিতেছিলাম, আচার্য্যের অভিপ্রায়ের অনুরূপভাবে ইহার দেহ সংগঠিত।

কালিদাস, বিদিশাপতির দরবারে হাজির করিয়া মালবি-কার "কনে দেখানো" আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। যিনি সঙ্কল্পিত বর, তিনি স্বয়ং, আর তাঁরই প্রথম পক্ষের রাণী ও আর ২।৩ জন বিশ্বস্ত লোক লইয়া মালবিকাকে পরীক্ষা করা হইতেছে। পরীক্ষকদের যার যার মনের কথা, মনেই আছে, একের অভিপ্রায় অন্যে জানেন না। প্রথম ছবিতে দেখা হইয়াছে। এইবার সেই ছবির যিনি ছবি, প্রাণময়ী দেবতা, তাঁহাকে রাজা দেখিতেছেন। রাজ-দরবারে বড়-রাণীর সমক্ষে মালবিকাকে পরীক্ষা দিতে হইবে। অদ্যকার এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর পাটরাণীর সম্মান, গণদাসের সম্মান, তথা সর্ব্বোপরি মালবিকার ইহ-কালের—নারী-জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ, পৈতৃক বিদর্ভরাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। রাজা জানেন,—মালবিকা একটি অনাঘ্রাত-কুসুম, উদ্ভিন্ন-যৌবনা, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী বালিকা। গণদাস জানেন,—মালবিকা একটি প্রতিভাবতী নৃত্য-গীতাদি-নিপুণা সরলা ভদ্র-দুহিতা, পাটরাণীর আত্মীয়া। পাটরাণী জানেন,—মালবিকা একটি

বুদ্ধিমতী, অতীব সরলা, অনাথা ও শ্রীমতী কন্যা। আর মালবিকা নিজে জানে যে,—উঁহারা তার সম্বন্ধে যতটুকু বা যতটা জানেন, সে তার চেয়ে কত বেশী, কত কি; মালবিকা জানে যে, তাহার পিতা যদি জীবিত থাকিতেন, অথবা তাহার ভ্রাতা মাধবসেনও যদি বিপক্ষ-হস্তে পতিত না হইতেন, তবে এই অগ্নিমিত্রের সহিত তাহার কবে পরিচয় ঘটিত। ঐ যে উচ্চ-মঞ্চের শিরোদেশে রাজ-সিংহাসনে, রাজার বামে বসিয়া মহিষী মালবিকার নৃত্য দেখিতেছেন, সর্বদিক্ বজায় থাকিলে, আজ মালবিকাও হয় ত ঐ সিংহাসনে, ঐরূপ রাজমুকুট পরিয়া অমনিভাবে, অগ্নিমিত্রের হৃদয়াকর্ষণীরূপে বসিতে পাইত! কিন্তু হায়! কোথায় রাজ-রাণী, আর কোথায় রাজবাড়ীর আমোদ-আহ্লাদের,—রাজার খেয়ালের উপকরণ সামান্য নর্ত্তকী।

তাই নৃত্য-মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুঃখিনী মালবিকার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। গুরুর আদেশে রাজার সম্মুখে নৃত্য-গীত করিতে হইবে, গুরুর মুখ রক্ষা করিতে হইবে,—কর্ত্তব্যের অনুরোধে, পারিয়া উঠুক না উঠুক, সমস্তই তাহাকে করিতে হইবে। বাহিরের "কর্ত্তব্য"—লৌকিক "কর্ত্তব্য" অপেক্ষা আজ তাহার ভিতরের "কর্ত্তব্য"—হৃদয়ের অতি নিগূঢ় অলৌকিক "কর্ত্তব্য" অতি কঠোর—অতি ভয়ঙ্কর। আজ যদি সে যথার্থ আত্ম-পরিচয় দিতে পারে, সে যে কি অপার্থিব বস্তু, বিধাতা তাহাকে যে কত সুকুমার সম্পদে সম্পন্ন করিয়াছেন,—তাহার সামান্য ভগ্নাংশমাত্রও রাজসমক্ষে প্রচার করিতে সমর্থ হয়, তবে হয় ত বা তাহার সেই ছিন্ন আশালতা, তাহার পিতা ও ভ্রাতার,—তাহার পিতৃ-সচিব সুমতির ও সচিব-সোদরা কৌশিকীর সেই ছিন্ন আশালতা আবার অঙ্কুরিত, মুকুলিত, পুষ্পিত হইলেও হইতে পারে।

নৃত্য-মঞ্চে প্রবেশের পদ্ধতিও অপূর্ব্ব। অগ্রে মালবিকা, আর তাহার পশ্চাতে আচার্য্য গণদাস। সম্মুখে রাজাসনে অগ্নিমিত্র, তাঁহার বামপার্শ্বে রাণী ধারিণী, আর দক্ষিণদিকে পরিব্রাজিকা ও বিদূষক। বালিকা মালবিকা সভয়-হৃদয়ে দাঁড়াইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস কি অনুপম কৌশলে, রাজা ও মালবিকা—উভয়কে উভয়ের সম্মুখীন করিলেন।

মালবিকা বহুপূর্ব্ব হইতেই অগ্নিমিত্রের নাম শুনিয়াছে, অগ্নিমিত্রের সহিত তাহার পরিণয়ের যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহাও শুনিয়াছিল। মনে-মনে, অগ্নিমিত্রের কত অনন্তরূপের কল্পনা করিয়াছিল। মালবিকা হিন্দু-ঘরের কন্যা, বিদর্ভের সর্ব্বপ্রধান হিন্দু-রাজার কন্যা, তাহার অন্তঃকরণ যে দিন জানিয়াছিল যে, বিদিশাপতি অগ্নিমিত্র তাহার সঙ্কল্পিত আশ্রয়, তদবধি তাহার হৃদয় অগ্নিমিত্রের ধ্যানেই মগ্ন। ঘটনাচক্রে রাজার কন্যা পথের ভিখারিণী হইয়া সেই অগ্নিমিত্রেরই সংসারে আসিয়াছে, অন্তঃপুরের কত আলেখ্যে তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়াছে, পূর্ব্বে, বিদর্ভের রাজ-সংসারে, পিতার মুখে, পুরন্ধ্রীদের মুখে যে অগ্নিমিত্রের কত সুখ্যাতির—কত প্রশংসার আলোচনা কান উঁচু করিয়া কুমারী মালবিকা শুনিত, সেই অগ্নিমিত্রের সংসারে এখনও তাঁহার কত অবদানের, কত রূপের প্রশংসা প্রভৃতি শুনিয়া থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত সেই চির-পার্থিব দেবতার বাস্তবমূর্ত্তি-সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটে নাই, আজ দৈবের কৃপায় সে সুযোগ উপস্থিত, তাঁহারই সম্মুখে দুঃখিনী মালবিকা দাঁড়াইয়া। না না, তাঁহারই সম্মুখে নৃত্য-গীত করিতে আহূত! তাই রাজকুমারী লজ্জায় এবং কুমারী-সুলভ ভয়ে আকুল। ইহার উপর আবার, রাজার যিনি প্রধান মহিষী, মালবিকা যাঁহার পরিচারিকা, সেই দেবী ধারিণীর সম্মুখে, পরিব্রাজিকার ও বিদূষকের সম্মুখে আজ নৃত্য-গীত করিতে হইবে। এতদিন মনে-মনে যাঁহার গান অভ্যাস করিয়াছে, আজ তাঁহারই সম্মুখে গাহিতে হইবে, সুতরাং মালবিকার হৃদয়ের অবস্থা যে কীদৃশী, তাহা সহজেই অনুমেয়। আজ নৃত্য-গীত করিতে হইবে বলিয়া মালবিকা যত-না আকুল, তাহার মনের মধ্যে যে মন, তাহার মধ্যে যে কথা লুক্কায়িত, পাছে সেই কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, আর কেহ তাহা জানিতে পারে, তিনি—সেই আরাধ্য দেবতা পাছে ঘুণাক্ষরেও তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারেন,—এই ভাবনায় মালবিকা ততোধিক আকুল। তাই সে সভয়ে ও সলজ্জভাবে পুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া নৃত্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া; প্রেমিক কবি,—সামান্য একটি কথায় "বৎসে! কিসের ভয়? স্থির হইয়া দাঁড়াও, আত্মবিস্মৃত হইও না মা।" —এই বাক্যের দ্বারা কি গভীর, কি সুন্দর ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন!

আর এ দিকে রাজা,—পটে যাহার প্রতিকৃতি দর্শনমাত্রেই, আর শিশু "বসুলক্ষ্মী"র মুখে মালবিকা এই

নামটি শ্রবণমাত্রেই পাগল হইয়াছিলেন, একবারমাত্র যাহার দর্শন-লাভের জন্য, বিদূষকের দ্বারা এত কাণ্ড করাই-য়াছেন, সেই লাবণ্য-তরঙ্গিণী প্রতিমা,—চিত্রে যাহার কান্তির ছায়ামাত্র দেখিয়াছিলেন, সেই অমরী মূর্ত্তি সশরীরে তাঁহারই পুরোভাগে উপস্থিত। রাজা—অতৃপ্ত-নেত্রে তাহাকে দেখিতেছেন। অনিমেষ নয়নে দেখিবার সাধ্য নাই, মহারাণীর সমক্ষে রাজার অত দুঃসাহস হয় না, কোন্ পুরুষসিংহেরই বা হয়? তাই রাজা দেখিতেছেন, অথচ না দেখার ভান করিতেছেন। মালবিকার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশমাত্রেই রাজা এক নিমেষে, ঝটিতি তাহার আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, পূর্ব্বে ইহার যে চিত্র-দর্শন করিয়াছিলেন, সে চিত্রের যিনি ভাস্কর, চিত্রবিদ্যায় তাঁহার কোনই নৈপুণ্য নাই। রাজার এত সাধের এত আগ্রহের মালবিকা যে কে, কাহার কন্যা, যে অবরুদ্ধ মাধবসেনের মুক্তির জন্য বিদর্ভের অধুনাতন রাজার বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্যোগ হইতেছে, মালবিকা সেই মাধব-সেনের কে হয়, ইত্যাদি কোন সংবাদই রাজা জানিতেন না; জানিলে চমৎকারিতার হানি ঘটিত। এই প্রথম সন্দর্শন, এই "ক'নে দেখা" এত সুন্দর হইত না।

কালিদাস এই স্থলে, এক নূতন প্রণালীতে পাত্র-প্রবেশ করাইয়াছেন। প্রথমে মালবিকা নর্ত্তকীর বেশে রঙ্গ-মঞ্চে আসিল, আসিয়াই সম্মুখে রাজা ধারিণী প্রভৃতিকে দেখিয়া ভয়ে লজ্জায় যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণেই আবার আচার্য্যের কথায় নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়া, যেন একটু দৃঢ়তার সহিত, মেঘ-দর্শনে উন্নত-কণ্ঠা ময়ূরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। পিপাসু অগ্নিমিত্র একটি একটি করিয়া মালবিকার সেই ভাবান্তর দেখিতে লাগিলেন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তাহার উপর আবার যেমন তরঙ্গ আসে, তদ্রূপ সেই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে, মালবিকার সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য, তাহার উপর যে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ আসিতেছিল, তাহাতে অগ্নিমিত্র ভাসিয়া গেলেন!

কিয়ৎকালের জন্য সকলেই নীরব। আচার্য্যের আদেশমতে মালবিকা নৃত্যের সহিত গান আরম্ভ করিল —(এই অঙ্কের "১৩" সংখ্যক বঙ্গার্থ দ্রষ্টব্য।) যে স্থানে যে রসের অভিব্যক্তি হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ করিয়া, অথবা তদপেক্ষাও অধিকতর রসাভিব্যক্তি করিয়া, মাল-বিকা প্রকৃতিদত্ত সুমধুর কণ্ঠে গানটি আদায় করিয়া দিল। চিত্রার্পিতবৎ, অরবিন্দ-নিবিষ্ট ভ্রমরপঙ্‌ক্তিবৎ নিস্পন্দভাবে সকলে তাহার গান শুনিলেন, ও নৃত্যানুগত অভিনয় দর্শন করিলেন। গানের এমনই পদ-বিন্যাস যে, ইহার প্রথম চরণে গায়িকার হৃদয়ের বৈরাগ্য, বাঞ্ছিতলাভে নৈরাশ্য, দ্বিতীয়ে আবার ঔৎসুক্য, যাহাকে পাইব না, তাহাকেই—সেই "দুর্লভ"কেই পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা; তৃতীয়ে সঙ্কল্প, এত দিন যাহার আশাপথ চাহিয়া আছি, আজ তাহাকে পাইয়াছি, কি করিলে তাহার সহিত মিলিতে পারিব, কি করিলে সেই চিরপ্রার্থিতের দাসী হইতে পারিব, এই বাসনা; আর চতুর্থ-চরণে আত্ম-সমর্পণ, তাঁহারই চরণে, সেই দেবতার চরণে আত্মোৎসর্গ,—আমি পরাধীন, রাজার নন্দিনী হইয়াও পরিচারিকা, নিজের উপর আমার কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই, যাহাকে চিরকাল অনিমেষ-নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেও তৃপ্তি জন্মে না, সেই অতৃপ্ত-দর্শন "প্রিয়" তুমি আজ সম্মুখে, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া—আশা মিটাইয়া দেখিবার সামর্থ্য নাই, কি করিয়া তোমাকে দেখিব? পরাধীন আমি, তোমার দাসী-পদ-কাঙ্ক্ষিণী আমি—এইটুকু মনে রাখিতে ভুলিও না,—এইপ্রকার আত্ম-সমর্পণ। গানের চরণচতুষ্টয়ে, এইভাবে, যথাক্রমে, বৈরাগ্য, ঔৎসুক্য, সংকল্প ও আত্মসমর্পণ—এই চারিটি ভাব সুপরিস্ফুট।

গান সমাপ্ত হইলেই মালবিকা গমনোদ্যত হইল। তাহার দেহটা বুকটা যেন হাল্কা বোধ হইল। সে মনের কথাগুলি বাহির করিয়া দিয়াছে। তাই হৃদয়ের একটা গুরুতর ভার যেন কমিয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য একটা প্রসাদের আভাস তাহার মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মেঘ দেখা দিল। যাঁহার কাছে হৃদয়ের কবাট খুলিয়াছি, তিনি সে দিকে চাহিলেন কি না, কাজটা সঙ্গত হইল কি না, যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, শতচেষ্টাতেও আর যাহা ফিরিবে না, সে কার্য্যের পরিণামই বা কিরূপ দাঁড়াইবে, গান ত আরও অনেক ছিল. "চতুষ্পদ ছলিক" ত আমি আরও অনেক জানিতাম, তবে এ গানটাই বা কেন গাইলাম, কেন এমন দুঃসাহসে প্রবৃত্ত

হইলাম,—ইত্যাদি কত কি চিন্তায় মালবিকার বেদনা-শীর্ণ হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। চিত্তে একটা বিষম আন্দোলন । মালবিকা সেই আন্দোলিত ও সংশয়-ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে প্রস্থানোন্মুখী হইল। আর দাঁড়াইয়া লাভই বা কি? যাহা বলিবার, যাহাকে বলিবার, তাহাকে তাহা বলা হইয়াছে। তাই মালবিকা ধীরে ধীরে চরণ উত্তোলন করিল। রাজা দেখিয়াছেন,—প্রথমে,—অতি প্রথমে সেই ছবিতে দেখিয়াছিলেন, তার পর নৃত্যমঞ্চে প্রবেশ-সময়ে একবার মালবিকার শান্তমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তার পর সঙ্গীতকালে তাহার নৈরাশ্যময়ী, উৎকণ্ঠাময়ী, সঙ্কল্পময়ী মুখচ্ছবি দেখিয়াছেন। তার পর, "আমি তোমার দাসী-পদ-কাঙ্ক্ষিণী" বলিয়া মালবিকা যখন তাহার আত্মোৎসর্গরূপ মহাব্রতের উদ্‌যাপন করে, তখনকার সেই প্রসাদ-চর্চ্চিত কাতর মুখচ্ছবিও রাজা দেখিয়াছেন, এ সমস্তই মালবিকার বিষাদময়ী মুখচ্ছবি। কিন্তু রাজা সে মুখের হাস্য দেখেন নাই। সে শারদগগনে জ্যোৎস্নার তরঙ্গ দর্শন করেন নাই। বিষাদে যে সে মুখ কত সুন্দর, তাহা রাজা দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু মৃদ-মন্দ হাস্যে যে আবার সে মুখ কত সুন্দরতর, তাহা বিদিশা-নাথ দেখেন নাই। তাই কবি, এবার রাজাকে সেই সৌন্দর্য্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।—যেমন মালবিকা গমনোদ্যত হইল, অমনি রাজ-বয়স্য ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ বিদূষক গম্ভীর-কণ্ঠে কহিল, "যেও না, দাঁড়াও, তোমার একটা বিষম ভুল হইয়াছে।" আচার্য্য গণদাস অমনি বলিলেন, "বৎসে! একটু দাঁড়াও, এখনও পরীক্ষার শেষ হয় নাই, আগে উত্তীর্ণ হও, পরে গমন করিও।" মালবিকা নিবৃত্ত হইল এবং চকিত-হৃদয়ে ও চকিত-নয়নে পাষাণ-প্রতিমার মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

যখন রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ করে, তখন মালবিকা আর একবার এমনই নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াছিল। আবার এখনও দাঁড়াইল। মালবিকার স্থির হইয়া দাঁড়ানো দুইবারই একরকম বটে, কিন্তু মালবিকা একরকম নহে। পূর্ব্বের মালবিকা,—সেই প্রথম প্রবেশকালের মালবিকা, যখন প্রবেশ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু একটি কথাও বলে নাই, বা হৃদয়ের একটি তপ্ত নিশ্বাসও বাহির হইতে দেয় নাই,—তখনকার মালবিকা, আর এখনকার মালবিকা,—এতদিন নির্জ্জনে বসিয়া যাহার উদ্দেশে যে গান রচনা করিয়াছে, আজ তাহারই সম্মুখে সেই গান নিজে গাহিয়াছে, মনের মধ্যে যাহা গুপ্ত ছিল, জগতের কেহই জানিত না, আজ সেই চির-সঞ্চিত, চির-নিগূঢ় বাসনা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং এখনকার মালবিকা—এতদুভয়ে প্রভেদ অনেক। নববসন্ত-সমাগমে, সম্ভাবিত-মুকুলা লতিকা আর পরিণত বসন্তের বিকসিত-কুসুমা লতিকায় যেমন প্রভেদ, পূর্ব্বের মালবিকা আর এখনকার মালবিকায় তেমনই প্রভেদ। সৌন্দর্য্য-দর্শন-পটু কালিদাস মানব-হৃদয়ের সমস্ত স্তরগুলি যেন দিব্য-নয়নে দেখিতে পাইতেন। তাই, মালবিকার মৃদু-হৃদয়ের স্তরনিচয় একটি একটি করিয়া খুলিয়া খুলিয়া রাজাকে দেখাইতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন, একবার ছবিতে, তার পর প্রবেশকালে, তার পর নৃত্য-কালে আবার দেখিয়াছেন, এখন আবার দেখিলেন। কিন্তু আনতমুখী মালবিকার এইবারকার সৌন্দর্য্যে, অগ্নিমিত্রের যেটুকু "অগ্নিমিত্রত্ব" অবশিষ্ট ছিল, তাহা অতলস্পর্শ মালবিকা-সাগরে ডুবিয়া গেল। রাজার পার্শ্ববর্ত্তিনী ধারিণীর ইহা আদৌ ভাল লাগিল না। পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তবে আবার মালবিকা দাঁড়াইয়া কেন? তাই তিনি গণদাসকে কহিলেন,—"মালবিকাকে পাঠাইয়া দিন।" গণদাস রাজী হইলেন না। "কি ত্রুটি হইয়াছে," তাহা বার বার বিদূষককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিদূষক অমনি গুরুগম্ভীরমুখে বলিল—"প্রথম নৃত্য-গীতের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে ভোজ্যাদি দান করিতে হয়।" তাহার এই উক্তিতে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। পুরোবর্ত্তিনী মালবিকার মুখেও মন্দ মন্দ হাসির রেখা ফুটিল, রাজা দেখিলেন। বিদূষকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আয়তাক্ষী" যুবতী মালবিকার সেই "কিঞ্চিদভিব্যক্ত-দশন-শোভি" "অসমগ্র-লক্ষ্য-কেসর" "উচ্ছ্বসিত পঙ্কজবৎ" সুন্দর মুখখানি প্রৌঢ়া ধারিণীর হৃদয়েশ্বর দেখিতে লাগিলেন। এইবার মালবিকার আর এক নূতন রূপ! এ রূপ পূর্ব্বে রাজার দেখা ঘটে নাই। কবি কালিদাস, হাসির রেখা মাত্র দেখাইয়া ছাড়িবার পাত্র নন। মালবিকাকে হাসাইতে হইবে। তাই বিদূষক আবার সুরু করিয়া দিল। যেমন পরিব্রাজিকা বলিলেন—"সুন্দর অভি[illegible] হইয়াছে," অমনি বিদূষক কহিল—"তবে কিছু পারিতোষিক দেওয়া কর্ত্তব্য"—বলিয়াই রাজার হাতের বালা ধরি[illegible]

নোটানি করিতে লাগিল। ধারিণী তাড়া দিয়া কহিলেন, "হঠাৎ কি জন্য বালা দিযে ?" অমনি বিদূষক জবাব দেল,—"যেহেতু বালাগাছটি পরের, নিজের হইলে কি আর দিতাম ?" এবার আর মালবিকা হাসি চাপিতে পারিল না। পূর্ব্বে যে স্বর্ণকমলে সামান্য মন্দহাস্যের অরুণোদয়ের একটু রেখাপাতমাত্র হইয়াছিল, এক্ষণে মালবিকার সেই মুখকমল যেন সৌরকরজালবৎ হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাজার যেটুকু বা দেখা বাকি ছিল, তাহা এবার পরিপূর্ণ হইল। দেবীর ভাল লাগিল না। তিনি তখন বিদিশার অধীশ্বরীর কণ্ঠে কহিলেন, "গণদাস! এখনও কি পরীক্ষা শেষ হয় নাই ?"—কোনো উত্তর না দিয়া তীক্ষ্ণধী গণদাস শিষ্যা সহ চলিয়া গেলেন। বিদূষকও রাজার কানে কানে কহিল, "সখে! যতটুকু সাধ্য, করিলাম, এখন তোমার ভাগ্য।"

কালিদাস যে কি অপূর্ব্ব কৌশলে এই ঘটনারাশির উপস্থাপন ও সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছেন, তাহা দেখিলে, ভাবিলে, অবাক্ হইতে হয়। একমাত্র অভিজ্ঞান-শকুন্তল বাদে, সংস্কৃতসাহিত্যের আর কোনো নাটক এতটা জমে নাই। আর শকুন্তলা বা অন্য কোনো নাটকে এমন সুচতুর বিদূষক দেখা যায় না। লোকটা যেন "দুষ্টবুদ্ধি" দ্বারাই গঠিত।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি পরিব্রাজিকায়াঃ পরিচারিকা সমাহিতিকা)

সমা।— আণত্তম্হি ভঅবদীএ। সমাহিদিএ। দেবীএ উবায়ণত্থং বীঅপূরঅং গেণ্হিঅ আঅচ্ছত্তি। তা জাব পমদবণপালিঅং মহুঅরিঅং অণ্ণেসামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসা তবণীআসোঅং আলোঅন্তী মহুঅরিআ চিট্ঠদি, জাব ণং সংভাবেমি। ॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্যানপালিকা)

সমা।— (উপসৃত্য) মহুঅরিএ! অবি সুহো দে উজ্জাণব্বাবারো? ॥ ২ ॥

মধু।— অম্মো সমাহিদিআ? সহি! সাগদং দে। ॥ ৩ ॥

সমা।— হলা ভঅবদী আণবেদি। অরিত্তপাণিণা অম্হারিসজণেণ তত্তহোদী দেক্‌খিদব্বা, তা বীঅপূরএণ পেক্‌খিদুং ইচ্ছামিত্তি। ॥ ৪ ॥

মধু।— ণং সণ্ণিহিদং জ্জেব বীঅপূরঅং। কহেহি অণ্ণোণ্ণসংঘস্‌সিদাণং ণট্টাআরিআণম্ উবদেসং দেক্‌খিঅ কদরো ভঅবদীএ পসংসিদো। ॥ ৫ ॥

সমা।— দুবে বি কিল আঅমিণা পওআঅণিউণো অ। কিংতু সিস্‌সা-গুণবিসেসেণ মালবিআএ উবদেসো পসংসিদো। ॥ ৫-ক ॥

প্রাকৃতানুবাদ —আজ্ঞপ্তাস্মি ভগবত্যা। সমাহিতিকে! দেব্যা উপায়নার্থং বীজপূরকং গৃহীত্বা আগচ্ছেতি। তৎ যাবৎ প্রমোদবনপালিকাং মধুকরিকামন্বিষ্যামি। এষা তপনীয়াশোকমবলোকয়ন্তী মধুকরিকা তিষ্ঠতি। যাবদেনাং সম্ভাবয়ামি ॥ ১ ॥

মধুরিকে! অপি সুখস্তে উদ্যানব্যাপারঃ? ॥ ২ ॥

অহো সমাহিতিকা? সখি! স্বাগতং তে? ৩ ॥

হলা, ভগবতী আজ্ঞাপয়তি। অরিক্তপাণিনা অস্মাদৃশজনেন তত্রভবতী দ্রষ্টব্যা। তৎ বীজপূরকেণ প্রেক্ষিতুমিচ্ছামীতি ॥ ৪ ॥

নন্থ সন্নিহিতমেব বীজপূরকম্। কথয় অন্যোন্যসংঘর্ষিতয়োর্নাট্যাচার্য্যয়োরুপদেশং দৃষ্ট্বা কতরো ভগবত্যা প্রশংসিতঃ? ৫ ॥

দ্বাবপি কিল আগমিনৌ প্রয়োগনিপুণৌ চ। কিন্তু শিষ্যাগুণবিশেষেণ মালবিকায়া উপদেশঃ প্রশংসিতঃ ॥ ৫-ক ॥

বঙ্গার্থ।—(পরিব্রাজিকার পরিচারিকা সমাহিতিকার প্রবেশ।)

সমাহিতিকা।—ভগবতী আজ্ঞা করিয়াছেন,—"সমাহিতিকে! দেবীকে উপঢৌকন দিবার জন্য একটি ভাল দাড়িম্ব-ফল লইয়া এস।" তাই আমি প্রমদ-বন-পালিকা মধুকরিকাকে খুঁজিতেছি। (একটু এগিয়ে দেখেই) এই যে রক্ত অশোক বৃক্ষের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মধুকরিকা দাঁড়াইয়া। যাই,—আলাপ করি গিয়া ॥ ১ ॥

(উদ্যানপালিকার প্রবেশ)

সমা।—মধুকরিকে! তোর বাগানের খবর ভাল ত? ॥ ২ ॥

মধুকরিকা।—বাঃ! সমাহিতিকা! সখি! ভাল আছিস্ ত? আয় ॥ ৩ ॥

সমা।—ওলো, ভগবতী আদেশ করিয়াছেন, "রিক্ত হস্তে আমাদের মত লোকের মহারাণীকে দেখিতে নাই, তাই, একটা দাড়িম্ব-ফল লইয়া সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি,"—তাই আমি আসিয়াছি ॥ ৪ ॥

মধু।—তা'র আর ভাবনা কি? নিকটেই দাড়িম্ব-ফল আছে। এখন বল্ দেখি,—পরস্পর বিবদমান নাট্যাচার্য্যদ্বয়ে উপদেশ দেখিয়া ভগবতী কা'র প্রশংসা করিলেন? ॥ ৫ ॥

সমা। উভয় আচার্য্যই শাস্ত্রজ্ঞ এবং প্রয়োগ-নিপুণ, কি শিষ্যার গুণ হিসাবে মালবিকাই প্রশংসিত হইয়াছে ॥ ৫-ক

মধু।— অহ মালবিআগঅং কোলীণং কিং সুণীঅদি। ॥ ৬ ॥

সমা।— বাঢ়ং কিল তস্সিং সাহিলাসো ভট্টা। কেবলং দেবীএ ধারিণীএ চিত্তং রক্খন্তো অত্তণো পহুত্তণং ণ দংসেতি। মালবিআবি ইমেসু দিঅসেসু অণুহূদমুক্তা বিঅ মালদীমালা মিলাঅমাণা লক্খীঅদি। অদো বরং ণ জাণে। বিসজ্জেহি মং ॥ ৭ ॥

মধু।— এদং সাহাবলম্বি বীজপূরঅং গেণ্হ। ॥ ৮ ॥

সমা।— (নাট্যেন গৃহীত্বা)। হলা তুমং বি ইদো পেসলতরং সাহুজণসুস্সূসাএ ফলং পাবেহি। (ইতি প্রস্থিতা)। ॥ ৯ ॥

মধু।— সহি! সমং জ্জেব গচ্ছম্হ। অহং বি ইমস্স চিরাঅমান কুসুমোগ্গমস্স তবণীআসোঅস্স দোহলনিমিত্তং দেবীএ ণিবেদেমি। ॥ ১০ ॥

সমা। জুজ্জদি. অহিআরো ক্খু তুহ। [ইতি নিষ্ক্রান্তে ॥ ১১ ॥

(প্রবেশকঃ) ততঃ প্রবিশতি কাময়মানাবস্থো রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা।—(আত্মানং বিলোক্য)—শরীরং ক্ষামং স্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে
ভবেৎ সাস্রং চক্ষুঃ ক্ষণমপি ন সা দৃশ্যত ইতি।
তয়া সারঙ্গাক্ষ্যা ত্বমসি ন কদাচিদ্বিরহিতং
প্রসক্তে নির্ব্বাণে হৃদয়! পরিতাপং ব্রজসি কিম্॥ ১২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অথ মালবিকাগতং কৌলীনং কিং শ্রূয়তে? ৬ ॥

বাঢ়ং কিল তস্যাং সাভিলাষো ভর্ত্তা। কেবলং দেব্যা ধারিণ্যাশ্চিত্তং রক্ষন্নাত্মনঃ প্রভুত্বং ন দর্শয়তি। মালবিকাপি এষু দিবসেষু অনুভূতমুক্তেব মালতীমালা ম্লানা লক্ষ্যতে। অতঃপরং ন জানে। বিসৃজ মাম্॥ ৭ ॥

এতৎ শাখাবলম্বি বীজপূরকং গৃহাণ॥ ৮ ॥

হলা! ত্বমপি ইতঃ পেশলতরং সাধুজনশুশ্রূষয়া ফলং প্রাপ্নুহি॥ ৯ ॥

সখি! সমমেব গচ্ছাবঃ। অহমপ্যস্য চিরায়মাণ-কুসুমোদ্গমস্য তপনীয়াশোকস্য দোহদনিমিত্তং দেব্যৈ নিবেদয়ামি॥ ১০ ॥

যুজ্যতে। অধিকারঃ খলু তব॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—মধু।—আচ্ছা, মালবিকা সম্বন্ধে যে কথা রটিয়াছে, তার কিছু কি শুনেছিস্? ৬ ॥

সমা।—তাহার উপর ভর্ত্তার বড়ই টান্। শুধু দেবী ধারিণীর হৃদয়ে পাছে আঘাত লাগে, তিনি পাছে চটেন, তাই মহারাজ বেশী কিছু করিতে পারিতেছেন না। মালবিকাও এই ক'দিনের মধ্যে, গলায় পরিয়া, পরে ফেলিয়া দেওয়া মালতী-মালার মত যেন কেমন শুকিয়ে ম্লান হয়ে গেছে! এর বেশী আর কিছুই জানি না। এখন যাই ভাই॥ ৭ ॥

মধু।—এই যে এই শাখায় লম্বিত বীজপূরকটি নিয়ে যা॥ ৮ ॥

সমা। (গ্রহণের অভিনয় করিয়া) সখি! তুইও এই ফলের দ্বারা সাধুব্যক্তির শুশ্রূষার ফল প্রাপ্ত হইবি॥৯॥ [প্রস্থান।

মধু।—সখি! একটু দাঁড়া। দুইজনে একসঙ্গেই যাচ্ছি। এই রক্তাশোকতরুতে ঠিক সময়ে ফুল ফুটছে না। তাই আমিও দেবীর কাছে গিয়া, ইহাকে "দোহদ" দিবার কথা বলিব॥ ১০ ॥

সমা।—বলা উচিতই বটে। এ যে তোরই বাগানের ব্যাপার॥ ১১ ॥

[নিষ্ক্রান্ত। (প্রবেশক।)

(অপূর্ণ-কামাকাঙ্ক্ষ কৃশ-কায় রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(নিজের দিকে চেয়ে) হায়! প্রিয়তমা মালবিকার একটিবারও সঙ্গ-সুখ-লাভ করিতে না পারায় দিন দিন দেহ শীর্ণ, ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। এক নিমিষের জন্য আর একবার তাহাকে দেখিতে না পাইয়া নয়ন সর্ব্বদাই সজল। হৃদয়! সেই হরিণাক্ষী ত সব সময়ের জন্যই তোকে জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে, সর্ব্বদাই ত তোর মধ্যে রহিয়াছে, সুতরাং তোর সুখের পথে ত বাধা পড়ে নাই, তবে তুই এত পরিতপ্ত হইতেছিস্ কেন? ১২ ॥

বিদূ।— অলং ভবদো ধীরদং উজ্‌ঝিঅ পরিদেবিদেণ। দিট্‌ঠা মএ মালবিআএ পিঅসহী বউলাবলিআ, সুণাবিদো অঅং অত্থো জো ভবদা সংদিট্‌ঠো। ॥ ১৩ ॥

রাজা।— ততঃ কিমুক্তবতী? ॥ ১৪ ॥

বিদূ।— বিণ্ণবেহি ভট্টারঅম্। অণুগিহীদম্হি ইমিণা নিওএণ। কিংতু সা তবস্‌সিনী দেবীএ অহিঅঅরং রক্‌খাঅমাণা ণাঅ-রক্‌খিদো বিঅ ণিহী ণ সুহং সমাসাদইদব্বা। তহবি জতিস্‌সং। ॥ ১৫ ॥

রাজা।— ভগবন্! সঙ্কল্পযোনে! প্রতিবন্ধবৎস্বপি বিষয়েষ্বভিনিবেশ্য তথা প্রহরসি যথা জনোঽয়ং ন কালান্তরক্ষমো ভবতি। (সবিস্ময়ম্)।

ক রুজা হৃদয়প্রমাথিনী ক চ তে বিশ্বসনীয়মায়ুধম্?
মৃদু তীক্ষ্ণতরং যদুচ্যতে তদিদং মন্মথ! দৃশ্যতে ত্বয়ি॥ ॥ ১৬ ॥

বিদূ।— ণং ভণামি, তস্মিং সাহণিজ্জে কিদো উবক্‌খেও। তা পজ্জবত্থাবেহু ভবং অত্তাণং ॥ ১৭ ॥

রাজা।— অথেমং দিবসশেষম্ উচিতব্যাপারবিমুখেন চেতসা ক যাপয়ামি। ॥ ১৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অলং ভবতা ধীরতাম্ উজ্‌ঝিত্বা পরিদেবিতেন। দৃষ্টা ময়া মালবিকায়াঃ প্রিয়সখী বকুলাবলিকা। শ্রাবিতোঽয়মর্থঃ, যো ভবতা সন্দিষ্টঃ॥ ১৩ ॥

বিজ্ঞাপয় ভট্টারকম্। অনুগৃহীতাস্মি অনেন নিয়োগেন। কিন্তু সা তপস্বিনী দেব্যা অধিকতরং রক্ষ্যমাণা নাগরক্ষিত ইব নিধিঃ ন সুখং সমাসাদয়িতব্যা। তথাপি যতিষ্যে॥ ১৫ ॥

নন্বু ভণামি, তস্মিন্ সাধনীয়ে কৃতঃ উপক্ষেপঃ। তৎ পর্য্যবস্থাপয়তু ভবানাত্মানম্॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূ।—সখে! ধৈর্য্য ধারণ কর! বৃথা পরিতাপে আর ফল কি? মালবিকার প্রিয়সখী বকুলাবলিকার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহাও তাহাকে বলিয়াছি॥ ১৩ ॥

রাজা।—তাতে বকুলাবলিকা কি বল্লে? ১৪॥

বিদূ।—বল্লে, মহারাজকে বলিও—এই কাজের ভার দেওয়ায় আমি অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু সেই দুঃখিনী মালবিকাকে আজ-কাল দেবী এতই সতর্কতার সহিত রাখিতেছেন যে, নাগরক্ষিত নিধির ন্যায় অনায়াসে তাহাকে পাওয়া কঠিন। তবুও আমার যত্নের ত্রুটি হবে না॥ ১৫ ॥

রাজা।—মনোভব! তোমার কি অমোঘ শক্তি! নানা বাধা-বিপত্তি-সঙ্কুল বিষয়ে আসক্তি জন্মাইয়া শেষে এমনই আঘাত করিতেছ যে, এই হতভাগ্য অগ্নিমিত্র আর মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে অসমর্থ। কি আশ্চর্য্য!

কন্দর্প! কোমলতার সহিত কঠিনতার সমাবেশ বলিয়া যে কথা শোনা যায়, দেখিতেছি, তাহা তোমাতেই সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। না হইলে,—কোথায় তোমার অরবিন্দ, শিরীষ, মল্লিকা প্রভৃতি সুকোমল অস্ত্রাবলী, আর কোথায়ই বা সেই অস্ত্রাহত আমার হৃদয়ের এই অসহ্য বেদনা! অত কোমল অস্ত্রের আঘাত কি এত কঠিন? কি অদ্ভুত কাণ্ড! ১৬॥

বিদূ।—আমি ত বলিয়াছি যে, সেই অবশ্য-সম্পাদনীয় ব্যাপারে আমি কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছি; সুতরাং কিছু সময় আত্মাকে একটু স্থির রাখো॥ ১৭ ॥

রাজা।—তা'ত হলো। এখন এই দিবাবসান-সময়টা কোথায় গিয়া কাটাই বল ত? এ সময়ের যে সব কর্ত্তব্য কার্য্য,—হৃদয় ত আর সে সকল করিতে চায় না॥ ১৮ ॥

বিদূ।— অজ্জ এব্ব পঢমাবদারসুহআণি রত্তকুরবআণি উবাঅণং পেসিঅ ণববসন্তাবদারবব-দেসেণ ইরাবদীএ ণিউণিআমুহেণ আচক্খিদো ভবং। ইচ্ছেমি অজ্জউত্তেন সহ দোলাধিরোহণং অণুভবিতুং ত্তি। ভবদা বি পইণ্ণাদং। তা পমদবণং এব্ব গচ্ছম্ম ॥ ১৯ ॥

রাজা।— ন ক্ষমমিদম্। ॥ ২০ ॥

বিদূ।— কহং বিঅ? ॥ ২১ ॥

রাজা।— বয়স্য! নিসর্গনিপুণাঃ স্ত্রিয়। কথং মামন্যসংক্রান্তহৃদয়মুপলালয়ন্তমপি তে সখী ন লক্ষয়িষ্যতি। অতঃ পশ্যামি।

উচিতঃ প্রণয়ো বরং বিহন্তুং বহবঃ খণ্ডনহেতবো হি দৃষ্টাঃ।
উপচারবিধির্মনস্বিনীনাং ন তু পূর্ব্বাভ্যধিকোঽপি ভাবশূন্যঃ ॥ ॥ ২২ ॥

বিদূ।— ণারিহদি ভবং অন্তেউরট্‌ঠিদং দক্খিণ্ণং একপদে পিট্‌ঠদো কাদুং। ॥ ২৩ ॥

রাজা।— (বিচিন্ত্য)। তেন হি প্রমদবনমার্গমাদেশয়। ॥ ২৪ ॥

বিদূ।— ইদো ইদো ভবং। (উভৌ পরিক্রামতঃ)। ॥ ২৫ ॥

বিদূ।— ণং এদং পমদবণং পবণবলচলাহিং পল্লবাঙ্গুলীহিং তুঅরাবেদি বিঅ ভবন্তং পবিসিতুং ॥ ২৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অদ্যৈব প্রথমাবতার-সুভগানি রক্তকুরুবকাণি উপায়নং প্রেষ্য নববসন্তাবতারব্যপদেশেন ইরাবত্যা নিপুণিকামুখেন প্রার্থিতো ভবান্। ইচ্ছামি আর্য্য-পুত্রেণ সহ দোলাধিরোহণমনুভবিতুমিতি। ভবতাপি প্রতিজ্ঞাতম্। তৎ প্রমদ-বনমেব গচ্ছাবঃ ১৯ ॥

কথমিব? ৪১ ॥

নার্হতি ভবান্ অন্তঃপুরস্থিতং দাক্ষিণ্যম্ একপদে পৃষ্ঠতঃ কর্ত্তুম্ ॥ ২৩ ॥

ইত ইতো ভবান্ ॥ ২৫ ॥

ননু এতৎ প্রমদবনং পবন-বল-চলাভিঃ পল্লবাঙ্গুলীভিঃ ত্বরয়তি ইব ভবন্তং প্রবেষ্টুম্ ॥ ২৬ ॥

ভাবার্থ।—বিদূ।—কেন? দিনের শেষভাগ কাটাইবার ত ভাল স্থানই আছে, সেইখানে চল। আজই ছোটরাণী ইরাবতী নববসন্তের প্রথম পদার্পণের প্রীতি-উপহারচ্ছলে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কতকগুলি রক্তকুরুবক-প্রসুন তোমাকে পাঠাইয়া নিপুণিকার মুখে তোমার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন, "আর্য্যপুত্রের সঙ্গে দোলায় চড়িতে বড় সাধ হইয়াছে।" তুমিও ত তাঁহার প্রার্থনা-পূরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছ! অতএব চল, প্রমদবনেই যাই ॥ ১৯ ॥

রাজা।—এটা ঠিক তার সময় নহে ॥ ২০ ॥

বিদূ।—কেন? ২১ ॥

রাজা।—বন্ধু! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই চতুর। অপর স্ত্রীলোকে আসক্ত আমার চিত্ত গোপন করিতে আমি যত চেষ্টাই করি না কেন,—তোমার সখী ইরাবতীর চোখ এড়াইতে পারিব না। অতএব আমার মতে,—ইরাবতীর অনুরোধ না শোনাই বরং ভালো; কেন না—না শোনার অনেক হেতু দেখানো যাইতে পারে! কিন্তু প্রকৃত প্রীতি-অনুরাগাদিশূন্য আদর-যত্ন পূর্ব্বের চেয়ে অনেক অধিক প্রদর্শিত হইলেও, যাহারা চতুরা এবং বুদ্ধিমতী, তাহারা অতি সহজেই সেই কৃত্রিম আদরযত্ন ধরিয়া ফেলে ॥ ২২ ॥

বিদূ।—তাই বলিয়া তোমার অন্তঃপুরচারিণীদের উপর এই যে এতকালের একটা অপক্ষপাত ভালোবাসা, সেটাও হঠাৎ তুমি কোথাও ছুঁড়িয়া ফেলিতে পার না ॥ ২৩ ॥

রাজা।—(একটু ভাবিয়া) তবে প্রমদবনের পথটাই দেখাও, যাওয়া যা'ক্ ॥ ২৪ ॥

বিদূ।—এই দিকে, এই দিকে রাজন্! ॥ ২৫ ॥

[উভয়েই চলিলেন।

বিদূ।—ভাই, দেখ দেখ, এই প্রমদবন পবনচঞ্চল পল্লবরূপ অঙ্গুলীদ্বারা, যেন তোমাকে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। চল ঢুকি ॥ ২৬ ॥

রাজা।— (স্পর্শং রূপয়িত্বা)। অভিজাতঃ খলু বসন্তঃ, সখে! পশ্য—

উন্মত্তানাং শ্রবণ-সুভগৈঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাং
সানুক্রোশং মনসিজরুজঃ সহ্যতাং পৃচ্ছতেব।
অঙ্গে চূতপ্রসবসুরভির্দ্দক্ষিণো মারুতো মে
সান্দ্রস্পর্শঃ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন॥ ॥ ২৭॥

বিদূ।— পবিস ণিব্ব দি-লাহাঅ। ॥ ২৮॥

(উভৌ প্রবিশতঃ)

বিদূ।— অবহাণেণ দিট্টিং দেহি। এদং কৃখু ভবন্তং বিঅ বিলোহইত্তুকামাএ পমদবণলচ্ছীএ জুবদীবেসলজ্জাবইত্তঅং কুসুমণেবত্থং গহীদম্। ॥ ২৯॥

রাজা।— নন্থ বিস্ময়াদবলোকয়ামি—

রক্তাশোকরুচা বিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরুবকং শ্যামাবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপি তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্॥ ॥ ৩০॥

[ইত্যুদ্যানশোভাং নিরূপয়তঃ।

প্রাকৃতানুবাদ।— প্রবিশ নির্বৃতি-লাভায় ॥২৮॥ অবধানেন দৃষ্টিং দেহি। এতৎ খলু ভবন্তমিব বিলোভয়িতুকাময়া প্রমদবন-লক্ষ্ম্যা যুবতীবেশলজ্জাপয়িতৃকং কুসুম-নেপথ্যং গৃহীতম্॥ ২৯॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(স্পর্শসুখানুভব-পূর্ব্বক) আহা! কি মনোরম বসন্তকাল! ভাই! দেখ দেখ,—বসন্ত, প্রমত্ত কোকিল-কুলের শ্রুতি-সুখকর কূজনের দ্বারা আমায় যেন সদয়-হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, দুরন্ত কন্দর্পের যে যাতনা, তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি কি না? রসালমঞ্জরীর সৌরভ-পূর্ণ মলয়-সমীরণ আমার সর্ব্বাঙ্গে লাগায়, মনে হইতেছে, যেন মাধব তাহার সুখস্পর্শ করতল আমার তাপিত অঙ্গে সঞ্চালিত করিতেছে! ॥ ২৭॥

বিদূ।—প্রবেশ কর, যদি বা জ্বালা একটু জুড়ায়। ॥ ২৮॥

(উভয়ের প্রবেশ।)

বিদূ।—একবার মনোযোগের সহিত দেখ, প্রমদ-বনের সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী আজ তোমাকে বিমোহিত করিবার জন্যই যেন কি সুন্দর কুসুমের সাজ-সজ্জায় বিভূষিত হইয়াছে! সখে! কোথায় লাগে ইহার নিকট যুবতীর যৌবনোজ্জ্বল বেশ-বিন্যাস! ॥ ২৯॥

রাজা।—দেখ্ছি, ভাই! অবাক্ হয়ে দেখ্ছি;—বসন্তের সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী যেন অন্যান্য কামিনীদিগকে তাহাদের মুখের সাজ-সজ্জা বিষয়ে আজ কত লজ্জাই না দিচ্ছে! ঐ দেখ,—রমণীরা বিম্বাধরে যে অলক্তক (আল্‌তা) পরিয়া থাকে, রক্তবর্ণের অশোককুসুম সেই অলক্তকের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে। শ্যাম, শ্বেত এবং অরুণবর্ণের কুরুবকসমূহে সুন্দরীদিগের পত্রভঙ্গ-রচনার গৌরব-হানি ঘটিয়াছে। আর তিলফুলের উপর ভ্রমর বসিয়া ললাট-চিত্রিত তিলক-রচনাকে একেবারে মাটী করিয়া দিয়াছে॥ ৩০॥

(উভয়ে অভিনয়পূর্ব্বক উদ্যান-শোভা দেখিতে লাগিলেন।)

(ততঃ প্রবিষ্টা পর্য্যুৎসুকা মালবিকা)

মাল অবিণ্ণাদহিঅঅং ভট্টারঅং অহিলসন্তী অত্তণো বি দাব লজ্জেমি। কুদো বিহবো সিণিদ্ধস্‌স সহীঅণস্‌স ইমং বুত্তন্তং আচক্‌খিদুং। ণ আণে অপ্পড়িআরগুরুঅং বেদণং কেত্তিঅং কালং মদণো মং ণইস্‌সদিত্তি। (কতি চিৎপদানি গত্বা)। কহিং ণু পত্থিদহ্মি? (বিচিন্ত্য)। আং, সন্দিট্ঠহ্মি দেবীএ—মালবিএ! গোদমচাবলাদো দোলা-পরিব্‌ভট্টাএ সরুজ্জো মহ চলণো। ণ সক্‌ণোমি। তুমং দাব গদুঅ তবণীআসোঅস্‌স্ দোহলং নিব্বট্টেহি। জই সো পঞ্চরত্তব্‌ভন্তরে কুসুমং দংসেদি তদো তুহ (ইত্যন্তরা নিশ্বস্য) অহিলাস-পূরইত্তিঅং পসাদং দাবইস্‌সংত্তি। তা জাব ণিওঅভূমিং পঢ়মং গদা হোমি। দাব অণুপদং মম চলণালংকারহত্থাএ বউলাবলিআএ আঅন্তব্বম্, তা দাব পরিদেবিস্‌সং বীসদ্ধং মুহুত্তঅং। (ইতি পরিক্রামতি ॥ ৩১ ॥

বিদূ।— (দৃষ্ট্বা) বঅস্স! এসা কৃখু সীহুপাণুব্বেজিঅস্‌স মচ্ছণ্ডিআ উবণদা। ॥ ৩২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—অবিজ্ঞাত-হৃদয়ং ভর্তারমভিলষন্তী আত্মনোঽপি তাবৎ লজ্জে। কুতো বিভবঃ স্নিগ্ধস্য সখীজনস্য ইমং বৃত্তান্তমাখ্যাতুম্। ন জানে, অপ্রতিকার-গুরুকাং বেদনাং কিয়ন্তং কালং মদনো মাং নেষ্যতীতি। কুত্র খলু প্রস্থিতাস্মি! আং আদিষ্টাস্মি দেব্যা,—"গৌতমচাপলাদ্ দোলা-পরিভ্রষ্টায়া সরুজো মম চরণঃ। ন শক্নোমি। ত্বং তাবদ্ গত্বা তপনীয়াশোকস্য দোহদং নির্বর্ত্তয় ইতি। যদ্যসৌ পঞ্চরাত্রাভ্যন্তরে কুসুমং দর্শয়তি, ততস্তভ্যমভিলাষ পূরয়িতৃকং প্রসাদং দাস্যামীতি"। তৎ যাবন্নিয়োগভূমিং গতা ভবামি। তাবদনুপদং মম চরণালঙ্কার-হস্তয়া বকুলাবলিকয়া আগন্তব্যম, পরিদেবিষ্যামি তাবদ্ বিশ্রব্ধং মুহূর্ত্তকম্ ॥ ৩১ ॥

(দৃষ্ট্বা) বয়স্য! এষা খলু সীধুপানোদ্বেজিতস্য মৎস্য-ণ্ডিকা উপনতা ॥ ৩২ ॥

অর্থ।—(পর্য্যুৎসুকা মালবিকার প্রবেশ।)

মালবিকা।—অজ্ঞাত-হৃদয় ভর্ত্তাকে অভিলাষ করিয়া এখন নিজের নিকট লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। স্নেহময়ী সখীদিগকে যে ব্যাপারটা বলিব, সে সামর্থ্যও আমার নাই। জানি না—আর কত কাল মদন আমাকে এই অপ্রতিবিধেয় গুরুতর বেদনা ভোগ করাইবে? আমি ত ইহার কোনো কূল-কিনারা দেখি না! (দু'এক পা এগিয়ে) কোথায় যাচ্ছি? (চিন্তা করিয়া) ও! মনে প'ড়েছে। দেবী ব'লেছেন—মালবিকে! বিদূষকের চপলতার ফলে দোলা হইতে পড়িয়া যাওয়ায় আমার পায়ে বড়ই বেদনা হইয়াছে। আমি আর পারিয়া উঠিব না। তুমি গিয়া রক্তাশোকতরুর দোহদ সম্পাদন কর। যদি পাঁচ রাত্রির মধ্যে গাছে ফুল দেখা দেয়, তবে তোমার—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ) মনের বাঞ্ছা পূরাইয়া দিব। আমার মনের বাঞ্ছা! যাই, প্রথমতঃ সেই অশোকতরুতলে যাই। যতক্ষণ আমার চরণের অলঙ্কার লইয়া পিঠ. পিঠ. বকুলাবলিকা আসিয়া উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ নির্জ্জনে একটু বিলাপ করিয়া বুকের ভার লঘু করি গিয়া। (অগ্রসর হইতেছে।) ॥ ৩১ ॥

বিদূ।—(দেখিতে পাইয়া) সখে! এ যে দেখিতেছি, অতিরিক্ত মদ্যপানে বিহ্বল ব্যক্তির পক্ষে মিছরির সরবৎ উপস্থিত হইয়াছে। মদ্যপানে হতজ্ঞানপ্রায় ব্যক্তির মিছরির সরবতে যেমন বিহ্বলতার উপশম হয়, এই মালবিকাও তোমার পক্ষে তদ্রূপ চিত্ত-শান্তির কারণ হইবে। কিন্তু আর একটা শব্দানুগত অর্থও হয়। মৎস্যী-অণ্ডিকা = মৎস্যণ্ডিকা মাছের ডিম। মদ্যপানে মুখ বিস্বাদ হইলে মাছের ডিম ভাজায় অনেকটা ভালো বোধ হয়। মাতালরা অনেক সময়ে ডিমভাজার চাটুনি পছন্দ করে। অন্তঃপুর-রমণীরূপ মদ্যপানে তোমার মুখের রুচি একেবারে গিয়াছে, এখন এই মালবিকারূপী টাটকা ডিমভাজায় মুখ আবার দুরস্ত হইবে। রুচি জন্মিবে॥৩২॥

রাজা।— অয়ে কিমেতৎ ? ॥ ৩৩ ॥

বিদূ।— এসা ণাদিপরিক্খিদবেসা উস্সুঅবঅণা এআইণী মালবিআ অদূরে বট্টদি। ॥ ৩৪ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্) কথং মালবিকা ! ॥ ৩৫ ॥

বিদূ।— অহইং। ॥ ৩৬ ॥

রাজা।— শক্যমিদানীং জীবিতমবলম্বিতুম্।

ত্বদুপলভ্য সমীপগতাং প্রিয়াং হৃদয়মুচ্ছ্বসিতং মম বিক্লবম্।
তরুবৃতাং পথিকস্য জলার্থিনঃ সরিতমারসিতাদিব সারসাৎ॥

ক তত্রভবতী ? ॥ ৩৭ ॥

বিদূ।— এসা তরুরাইমজ্ঝাদো ণিক্কন্তা ইদোজ্জেব পরিবট্টন্তী দীসদি। ॥ ৩৮ ॥

রাজা।— বয়স্য! পশ্যাম্যেনাম্।

বিপুলং নিতম্বদেশে মধ্যে ক্ষামং সমুন্নতং কুচয়োঃ।
ত্যায়তং নয়নয়োর্মম জীবিতমেতদায়াতি ॥

সখে! পূর্ব্বস্মাদতিমনোহরমবস্থান্তরমুপারূঢ়া তত্রভবতী, তথাহি,—

শরকাণ্ডপাণ্ডুগণ্ডস্থলেয়মাভাতি পরিমিতাভরণা।
মাধব-পরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা ॥ ॥ ৩৯ ॥

বিদূ।— এসাবি ভবং বিঅ মঅণব্বাহিণা পরিমিট্টা ভবিস্সদি। ॥ ৪০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—এষা নাতিপরিষ্কৃত-বেশা উৎসুকবদনা মালবিকা একাকিনী অদূরে বর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥

অথ কিম্ ? ॥ ৩৬ ॥

এষা তরুরাজিমধ্যাৎ নিষ্ক্রান্তা ইত এব পরিবর্ত্তমানা দৃশ্যতে ॥ ৩৮ ॥

এষাপি ভবানিব মদন-ব্যাধিনা পরিমৃষ্টা ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সখে! এ—কি—? ॥ ৩৩ ॥

বিদূ।—এই যে মলিন-বেশা ও উৎসুক-বদনা মালবিকা একাকিনী ঐ অদূরে দাঁড়াইয়া ॥ ৩৪ ॥

রাজা।—(সানন্দে) কি ? মালবিকা! ॥ ৩৫ ॥

বিদূ।—আবার কি ? ॥ ৩৬ ॥

রাজা।—তাই-ই যদি হয়, তবে এইবার হয় ত জীবনধারণ করিতে পারিব। ভাই! পিপাসা-কাতর পথিক যেমন সারস-কূজন শ্রবণে নিকটবর্ত্তিনী তরুরাজি-সমাবৃতা সরসীর সন্ধান পাইয়া, পানীয় জল মিলিবে—এই আশায় আনন্দিত হয়, আজ তোমার মুখে প্রিয়তমাকে সমীপ-বর্ত্তিনী জানায় আমার কাতর হৃদয়ও তদ্রূপ আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কই? কোথায় মালবিকা? ॥ ৩৭ ॥

বিদূ।—এই যে তরুবীথিকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া এই দিকেই আসিতেছে—বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ৩৮ ॥

রাজা।—সখে! দেখিতেছি,—মালবিকাকে দেখিতেছি;—বিপুল নিতম্ব, ক্ষীণ কটি, পীনোন্নত পয়োধর, আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন, কি আর বলিব? আমার জীবন যেন ঐ আসিতেছে। ভাই! পূর্ব্বে আর একবার দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তদপেক্ষা এখনকার অবস্থা মালবিকার অনেক সুন্দর, অনেক মনোহর! কেন না, এখন ইহার গণ্ডস্থল শর-কাণ্ডের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, দেহে সামান্য কয়েকখানি অলঙ্কার মাত্র! নববসন্ত-সমাগমে কুন্দলতিকা যেমন পত্রগুলি পরিপক্ক হওয়ায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে এবং সামান্য দুই চারি কুসুম ফোটায় তাহার শোভা শতগুণ বাড়িয়া উঠে, এখ মালবিকারও সেইপ্রকার অপূর্ব্ব শ্রী জন্মিয়াছে! ॥ ৩৯

বিদূ।—মালবিকাও দেখিতেছি, তোমার ন্যায় মদন-পীড়া বিমর্দ্দিত হইল বলিয়া ॥ ৪০ ॥

রাজা ।— সৌহার্দ্দমেবং পশ্যতি । ॥ ৪১ ॥

মাল ।— অঅং সো সুউমারদোহদাপেখ্‌কী অগিহীদকুসুমনেবত্থো উক্কণ্ঠিদাএ মহ অসোও। অণুকরেদি । জাব সে পচ্ছাঅসীঅলে সিলাপট্টএ ণিসণ্ণা অত্তাণং বিণোদেমি ॥ ৪২ ॥

বিদূ ।— সুদং ভবদা উক্কণ্ঠিদম্হিত্তি অত্তভোদী মন্তেদি । ॥ ৪৩ ॥

রাজা ।— নৈতাবতা ভবন্তং প্রসন্নতর্কং মন্যে। কুতঃ—

বোঢ়া কুরুবকরজসাং কিসলয়পুটভেদ-শীকরানুগতঃ ।
অনিমিত্তোৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসো মলয়বাতঃ ॥ ॥ ৪৪ ॥

(মালবিকোপবিষ্টা)

রাজা ।— সখে ! ইতস্তাবদাবাং লতান্তরিতৌ ভবাবঃ । ॥ ৪৫ ॥

বিদূ ।— ইরাবদীং বিঅ অদূরে পেক্‌খামি । ॥ ৪৬ ॥

রাজা ।— ন হি কমলিনীং লব্ধ্বা গ্রাহমবেক্ষতে মতঙ্গজঃ । ॥ ৪৭ ॥

(ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)

মাল হিঅঅ ! ণিরবলম্বণাদো অদিভূমিলঙ্ঘিণো মনোরহাদো বিরম, কিং মং আআসিঅ । ॥ ৪৮ ॥

(বিদূষকো রাজানং বীক্ষতে)

প্রাকৃতানুবাদ ।—অয়ং স সুকুমারদোহদাপেক্ষী অগৃহীত-কুসুম-নেপথ্য উৎকণ্ঠিতায়া মম অশোকঃ অনুকরোতি। যাবদস্য প্রচ্ছায়শীতলে শিলাপট্টকে নিষণ্ন আত্মানং বিনোদয়ামি ॥ ৪২ ॥

শ্রুতং ভবতা। উৎকণ্ঠিতাস্মি ইতি মন্ত্রয়তে ॥ ৪৩ ॥

ইরাবতীমিব অদূরে প্রেক্ষে ॥ ৪৬ ॥

হৃদয় ! নিরবলম্বনাৎ অতি-ভূমিলঙ্ঘিনঃ মনোরথাৎ বিরম ! কিং মাং আয়াস্য ? ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গার্থ ।—রাজা ।—তুমি ভালোবাস, তাই অমনটা দেখ্‌ছ ॥ ৪১ ॥

মাল ।—এই ত সেই অশোকতরু ! অতিসুকুমার দোহদের অপেক্ষায় যেন কার প্রতীক্ষা করিতেছে ! কুসুমের সাজ-সজ্জা আদৌ নাই। একটিও ফুল ফোটে নাই। আমারই মত, কি অভিলাষে যেন কার দিকে চাহিয়া আছে ! যাই, ইহার ছায়াতলে ঐ শিলাফলকে খানিকক্ষণ বসিয়া দগ্ধ হৃদয়কে সান্ত্বনা করি গিয়া ॥ ৪২ ॥

বিদূ ।—শুনলে ত বয়স্য ! মালবিকা বল্‌ছে—"আমি উৎকণ্ঠিতা হইয়াছি" ॥ ৪৩ ॥

রাজা ।—সখে ! শুধু ঐ কথাতেই তোমার অনুমান ঠিক বলিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারি না। কেন না, কুরুবক পরাগ-বাহী এবং নব-পল্লবভঙ্গহেতু শীকর-শীতল এই মৃদুমন্দ মলয়-সমীর বিনা কারণেও মনে উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

(মালবিকা গিয়া তরুতলে শিলোপরি বসিল)

রাজা ।—সখে ! এই দিকে এস। আমরা লতার আড়ালে গিয়া দাঁড়াই ॥ ৪৫ ॥

বিদূ ।—অদূরে যেন ইরাবতীকে দেখ্‌তে পাচ্ছি ॥ ৪৬ ॥

রাজা ।—তা হোক্। ফুটন্ত পদ্ম দেখিয়া মাতঙ্গ কি কখনো কুমীরের ভয়ে জলে নামিতে ভয় করে ? ॥ ৪৭ ॥

(বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া মালবিকাকে দেখিতে লাগিলেন)

মালবিকা ।—হৃদয় ! অত্যুচ্চস্থান-লঙ্ঘনকামী নিরাশ্রয় অভিলাষ হইতে এখনও বিরত হও ! আমাকে এইভাবে যন্ত্রণা দিয়া লাভ কি ? ॥ ৪৮ ॥

(বিদূষক রাজার দিকে চাহিতে লাগিল।)

রাজা। প্রিয়ে পশ্য বামত্বং স্নেহস্য।

ঔৎসুক্যহেতুং বিবৃণোষি ন ত্বং তত্ত্বাববোধৈকফলো ন তর্কঃ।
তথাপি রম্ভোরু! করোমি লক্ষ্যমাত্মানমেষাং পরিদেবিতানাম্ ॥ ॥ ৪৯ ॥

বিদূ।— সম্পদং ভবদো ণিস্‌সংসঅং ভবিস্‌সদি। এসা অপ্পিদমঅণসংদেসা বিবিত্তে বউলাবলিআ উবগদা। ॥ ৫০ ॥

রাজা।— অপি স্মরেদসাবস্মদভ্যর্থনাম্? ॥ ৫১ ॥

বিদূ।— কিং দাণিং এসা দাসীএ দুহিদা তুহ গুরুঅং সংদেসং বিস্মুমরেদি? অহং দাব ণ বিস্মুমরেমি। ॥ ৫২ ॥

(প্রবিশ্য চরণালঙ্কারহস্তা বকুলাবলিকা।)

বকুলা।— অবি সুহং সহীএ? ॥ ৫৩ ॥

মাল।— অম্মো বউলাবলিআ! সাগদং দে, উববিস। ॥ ৫৪ ॥

বকুলা।— হলা তুমং দাণিং জোগ্‌গদাএ ণিউত্তা। এক্কং দে চলণং উবণেহি, জাব সালত্তঅং সণেউরং করেমি। ॥ ৫৫ ॥

মাল।— (স্বগতম্) হিঅঅ! অলং সুহিদাএ। উবট্‌ঠিদো অঅং বিহবো। কহং দাণিং অত্তাণং মোচেঅম্। অহ বা এদং এব্ব মে মিত্তুমণ্ডণং ভবিস্‌সদি। ॥ ৫৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সাম্প্রতং ভবতো নিঃসংশয়ঃ ভবিষ্যতি। এষা অর্পিতমদনসন্দেশা বিবিক্তে বকুলাবলিকা উপস্থিতা ॥ ৫০ ॥

কিমিদানীং এষা দাস্যা দুহিতা তব গুরুকং সন্দেশং বিস্মরিষ্যতি? অহং তাবৎ ন বিস্মরামি ॥ ৫২ ॥

অপি সুখং সখ্যাঃ ॥ ৫৩ ॥

অহো বকুলাবলিকা! স্বাগতং তে, উপবিশ ॥ ৫৪ ॥

অয়ি! ত্বমিদানীং যোগ্যতয়া নিযুক্তা। একং তে চরণম্ উপনয়, যাবৎ সালক্তকং সনূপুরং করোমি ॥ ॥ ৫৫ ॥

হৃদয়! অলং সুখিতয়া। উপস্থিতা ইয়ং বিপৎ। কথমিদানীং আত্মানং মোচয়েয়ম্। অথবা এতদেব মে মৃত্যুমণ্ডনং ভবিষ্যতি ॥ ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা। প্রিয়ে! স্নেহের কি প্রতিকূলতা—একবার দেখ! তোমার ঔৎসুক্যের প্রকৃত কারণ কি—তাহা তুমি বলিতেছ না, আমিও ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমার উৎকণ্ঠার কোনো কারণ পাইতেছি না অথচ কত কি মনে মনে ভাবিতেছি। তাহা হইলেও অয়ি রম্ভোরু! তোমার এই বিরহি-জনোচিত বিলাপের আমিই লক্ষ্য,—বলিয়া আমি ধরিয়া লইতেছি ॥ ৪৯ ॥

বিদূ।—এখনই তুমি নিঃসংশয় হইতে পারিবে। কেন না, তোমার সেই প্রণয়বার্তা-হারিণী বকুলাবলিকা এই যে নির্জনে মালবিকার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৫০॥

রাজা।—আমার সে অনুরোধ কি বকুলাবলিকার মনে আছে? ৫১ ॥

বিদূ।—কি? এই দাসীর মেয়ে তোমার সেই গুরুতর বক্তব্যটা ভুলিয়া যাইবে? বটে! আচ্ছা, ও ভোলে ভুলুক, আমি ভুলিব না। ॥ ৫২ ॥

(চরণালঙ্কার হাতে লইয়া বকুলাবলিকার প্রবেশ।)

বকুলাবলিকা।—সখি! তোমার কুশল ত? ॥ ৫৩ ॥

মাল।—কে? বকুলাবলিকা! এস এস, বোসো ভাই! ॥৫৪ ॥

বকুলা।—ওলো! নিজের যোগ্যতার বলে নিজের যোগ্যতার অনুরূপ কার্য্যে তুই নিযুক্ত হয়েছিস্। এখন তোর একখানা পা এগিয়ে দে, আমি আলতা পরিয়ে ও নূপুর দিয়ে দেই ॥ ৫৫ ॥

মাল।—(মনে মনে) কি উপায়ে এখন এ বিপদ্ হইতে ত্রাণ পাই? অথবা এই বেশভূষাই আমার মরণের সাজ-সজ্জা হইবে ॥ ৫৬ ॥

বকুল — কিং বিআরেসি। উস্সুআ কৃখু ইমস্স তবণীআসোঅস্স কুসুমোগ্গমে দেবী। ॥ ৫৭ ॥

রাজা — কথমশোকদোহদনিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ? ॥ ৫৮ ॥

বিদূ। — কিং কৃখু ণ জাণাসি? অকারণদো দেবী ইমং অন্তেউরণেবথেণ জোজইস্সদিত্তি? ॥ ৫৯ ॥

মাল। (পাদমুপহরতি।) হলা মরিসেহি দাণিম্। ॥ ৬০ ॥

বকুলা — অই সরীরংসি মে। (নাট্যেন চরণসংস্কারমারভতে)। ॥ ৬১ ॥

রাজা — চরণান্তনিবেশিতাং প্রিয়ায়াঃ সরসাং পশ্য বয়স্য। রাগলেখাম্।
প্রথমামিব পল্লবপ্রসুতিং হরদগ্ধস্য মনোভবদ্রুমস্য ॥ ॥ ৬২ ॥

বিদূ। চলণাণুরূবো তত্তভোদীএ অহিআরো উপক্খিত্তো। ॥ ৬৩ ॥

রাজা। — সম্যগাহ ভবান্।
নবকিসলয়রাগেণার্দ্রপাদেন বালা স্ফুরিতনখরুচা দ্বৌ হন্তমর্হত্যনেন।
অকুসুমিতমশোকং দোহদাপেক্ষয়া বা প্রণমিতশিরসং বা কান্তমার্দ্রাপরাধম্ ॥ ॥ ৬৪ ॥

বিদূ। — পারইস্সসি তত্তভোদীএ অবরদ্ধুং? ॥ ৬৫ ॥

রাজা। — মূর্দ্ধা প্রতিগৃহীতং বচঃ সিদ্ধিদর্শিনো ব্রাহ্মণস্য। ॥ ৬৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কিং বিচারয়সি? উৎসুকা খলু অস্য তপনীয়াশোকস্য কুসুমোদ্গমে দেবী। ॥ ৫৭ ॥

কিং খলু ন জানাসি? অকারণাৎ দেবী ইমাং অন্তঃপুরনেপথ্যেন যোজয়িষ্যতি ইতি। ॥ ৫৯ ॥

হলা, মর্ষয় ইদানীম্। ॥ ৬০ ॥

অয়ি শরীরমসি মে। ॥ ৬১ ॥

চরণানুরূপঃ তত্রভবত্যাঃ অধিকারঃ উপক্ষিপ্তঃ। ॥ ৬৩ ॥

পারয়িষ্যসি তত্রভবত্যাঃ অপরাদ্ধুং। ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গার্থ।—বকুলা।—কি ভাবছিস্? এই রক্তাশোকের কুসুমোদ্গমের জন্য দেবী বড়ই উৎসুক হইয়াছেন। ॥ ৫৭ ॥

রাজা।—অশোকতরুর দোহদের নিমিত্তই কি এই সব ব্যাপার? ॥ ৫৮ ॥

বিদূ।—তুমি কি জান না? কোন একটা কারণ না থাকিলে কি—শুধু শুধু দেবী ইহাকে অন্তঃপুরের বেশভুষায় সাজিয়ে দিচ্ছেন? ॥ ৫৯ ॥

মাল।—(পা এগিয়ে) ওলো, ক্ষমা করিস্। ॥ ৬০ ॥

বকুলা।—অয়ি! কিসের ক্ষমা? তুই যে আমার নিজেরই শরীর। ॥ ৬১ ॥

(চরণে অলক্তকরঞ্জন ও নূপুর সংস্থান করিতে লাগিল।)

রাজা।—বয়স্য! একবার আমার প্রিয়ার চরণপ্রান্তের অলক্তক রাগ-লেখার দিকে দৃষ্টিপাত কর। কি উজ্জ্বল! কি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে! মনে হইতেছে যেন, হরনেত্রাগ্নিদগ্ধ মদনরূপ তরুর প্রথম পল্লব ঐ ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে। ॥ ৬২ ॥

বিদূ।—বয়স্য! মালবিকার যেমন সুন্দর চরণ, তেমনই তাহার অনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ॥ ৬৩ ॥

রাজা।—ঠিক বলিয়াছ তুমি। নবপল্লববৎ আরক্ত এবং নখকিরণ-সমুদ্ভাসিত নিয়ত সরস চরণের দ্বারা দোহদাপেক্ষী কুসুম-বিহীন অশোকতরু এবং অনুনয়-বাহুল্যে মন্দাপরাধ প্রণতমস্তক কান্ত, এই উভয়কেই আঘাত করিবার মালবিকা উপযুক্ত পাত্রই বটে। ॥ ৬৪ ॥

বিদূ।—তুমি কি মালবিকার নিকটে অপরাধ করিতে পারিবে? তেমন ভাগ্য কি তোমার ঘটিবে? (অথবা) ব্যস্ত হইও না। তুমিও তাহার কাছে অপরাধ করিতে পারিবে। তখন তোমারও "দোহদ" অর্থাৎ পদাঘাত লাভের ভাগ্য হইবে। ॥ ৬৫ ॥

রাজা।—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। সিদ্ধিদর্শী ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার কথা এই অবনত শিরে গ্রহণ করিলাম। সেই দিন আসুক, যেন এই কথা সফল হয়। ॥ ৬৬ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যুক্তমদা ইরাবতী চেটা চ)

ইরা ।— হঞ্জে ণিউণিএ ! সুণামি বহুসো মদো কিল ইথিআজণস্‌স বিসেসমণ্ডণং ত্তি । অবি সচ্চো অঅং লোঅবাদো ? ॥ ৬৭ ॥

নিপু ।— পঢ়মং লোঅবাদো এব্ব, সম্পদং সচ্চো সংবুত্তো । ॥ ৬৮ ॥

ইরা ।— অলং মই সিণেহেণ । কহেহি কুদো দাণিং অবগমিদব্বং, দোলাঘরং পঢ়মাগদো ভট্টা ণ বেত্তি । ॥ ৬৯ ॥

নিপু ।— ভট্টিণীএ অখণ্ডিদাদো পণআদো । ॥ ৭০ ॥

ইরা ।— অলং সেবাএ । মজ্‌ঝত্থদং পরিগহিঅ ভণাহি । ॥ ৭১ ॥

নিপু ।— ণং বসন্তোস্‌সবুবাঅণলোলুবেণ অজ্জগোদমেণ কহিঅং । তুঅরতু ভট্টিণী । ॥ ৭২ ॥

ইরা ।— (অবস্থাসদৃশং পরিক্রম্য) হঞ্জে ! মদেণ গিলাঅমাণং অত্তাণং অজ্জউত্তস্‌স দংসণে হিঅঅং তুঅরাবেদি চলণা উণ ণ ওসলন্তি । ॥ ৭৩ ॥

নিপু ।—ণং সম্পত্তহ্ম দোলাঘরঅং । ॥ ৭৪ ॥

ইরা ।— ণিউণিএ ! অজ্জউত্তো এথ ণ দীসদি । ॥ ৭৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—চেটি নিপুণিকে ! শৃণোমি বহুশঃ মদঃ কিল স্ত্রীজনস্য বিশেষমণ্ডনমিতি । অপি সত্যঃ অয়ং লোকবাদঃ ? ॥ ৬৭ ॥

প্রথমং লোকবাদ এব, সাম্প্রতং সত্যঃ সংবৃত্তঃ ॥ ৬৮ ॥

অলং ময়ি স্নেহেন । কথয়, কুতঃ ইদানীম অবগন্তব্যং—দোলা-গৃহং প্রথমম্ আগতঃ ভর্ত্তা ন বা ইতি ॥ ৬৯ ॥

ভট্টিন্যাঃ অখণ্ডিতাৎ প্রণয়াৎ ॥ ৭০ ॥

অলং সেবয়া । মধ্যস্থতাং পরিগৃহ্য ভণ ॥ ৭১ ॥

ননু বসন্তোৎসবোপায়নলোলুপেন আর্য্যগৌতমেন কথিতম্ । ত্বরতাং ভট্টিনী ॥ ৭২ ॥

হঞ্জে ! মদেন গ্লায়মানমাত্মানং আর্য্যপুত্রদর্শনে হৃদয়ং ত্বরয়তি, চরণানি পুনর্ন উপসর্পন্তি ॥ ৭৩ ॥

ননু সম্প্রাপ্তাঃ স্মঃ দোলাগৃহম্ ॥ ৭৪ ॥

নিপুণিকে ! আর্য্যপুত্রঃ অত্র ন দৃশ্যতে ॥ ৭৫ ॥

বঙ্গার্থ ।—

(পরিচারিকার সহিত মদস্খলিত-পদা ইরাবতীর প্রবেশ)

ইরাবতী ।—ওলো নিপুণিকে ! অনেকের মুখে শুনেছি যে, মদ স্ত্রীলোকের পক্ষে একটা বিশেষ অলঙ্কার । এ কথাটা কি সত্যি লো ? ॥ ৬৭ ॥

নিপু ।—এতদিন ও কথাটা জনশ্রুতিতেই ছিল । আজ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ৬৮ ॥

ইরা ।—আমায় স্নেহপ্রকাশে লাভ কি ? সত্য করিয়া বল্, ভর্ত্তা প্রথম দোলা-গৃহে আসিয়াছেন কি না, একথা কোথায় ঠিক জানিতে পারিব ? ॥ ৬৯ ॥

নিপু ।—ভট্টিনি ! তোমার অবিচ্ছিন্ন প্রণয় নিবন্ধন তিনি নিশ্চয়ই পূর্ব্বে আসিয়া থাকিবেন ॥ ৭০ ॥

ইরা ।—খুসী করার কথা এখন রাখ্ । নিরপেক্ষভাবে জবাব দে ॥ ৭১ ॥

নিপু ।—বসন্তোৎসবের মোদকাদি উপঢৌকনের লোভে বিদূষককে ভুলাইয়া শুনিয়াছি । ভট্টিনি ! তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর ॥ ৭২ ॥

ইরা ।—(মদ-স্খলিতগমনে অগ্রসর হইয়া) দাসি ! মদের প্রভাবে হৃদয় এতই বিহ্বল হইয়াছে যে, আর্য্যপুত্রের দর্শনে আর বিলম্ব সহিতেছে না । আত্মা ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে ; কিন্তু পা চলিতেছে না ॥ ৭৩ ॥

নিপু ।—এই ত আমরা দোলঘরে পৌছিয়াছি ॥ ৭৪ ॥

ইরা ।—নিপুণিকে ! আর্য্যপুত্রকে ত এখানে দেখ্ ছি না ? ॥ ৭৫ ॥

নিপু।— ণং ভট্টিণী আলোএদু। পরিহাসণিমিত্তং কহিং বি গূঢ়েণ ভট্টিণা হোদব্বং। অহ্মেবি ইমং পিঅঙ্গুলদাপরিক্খিত্তং অসোঅসিলাপট্টঅং পবিসামো। ॥ ৭৬ ॥

ইরা।— তহা। ॥ ৭৭ ॥

নিপু।— (বিলোক্য) আলোঅদু ভট্টিণী। চূদঙ্কুরং বিচিণ্ণন্তীণং অহ্মাণং পিপীলিআহিং দংসিদং ॥ ৭৮ ॥

ইরা।— কহং বিঅ? ॥ ৭৯ ॥

নিপু।— এসা অসোঅপাদবচ্ছাআএ মালবিআএ বউলাবলিআ চলণালঙ্কারং ণিব্বত্তেদি। ॥ ৮০ ॥

ইরা।— (শঙ্কাং রূপয়িত্বা) অভূমী ইঅং মালবিআএ। কহং এথ তক্কেসি? ॥ ৮১ ॥

নিপু।— তকেমি, দোলাপরিব্ভংসিদাএ সরুজচলণাএ দেবীএ অসোঅদোহলাহিআরে মালবিআ ণিউত্তেত্তি। অণ্ণহা কহং দেবী সঅংধারিদং এদং ণেউরজুঅলং পরিঅণস্স অব্ভণুজাণিস্সদি। ৮২ ॥

ইরা।— মহদীঅং সংভাবণা। ৮৩ ॥

নিপু।— কিং ণ অণ্ণেসীঅদি ভট্টা? ৮৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ননু ভট্টিনী আলোকয়তু। পরিহাসনিমিত্তং কুত্রাপি গূঢ়েন ভর্ত্রা ভবিতব্যম্। আবামপি ইমং প্রিয়ঙ্গুপরিক্ষিপ্তম্ অশোকশিলাপট্টং প্রবিশাবঃ॥ ৭৬ ॥

তথা॥ ৭৭ ॥

আলোকয়তু ভট্টিনী। চূতাঙ্কুরং বিচিন্বত্যোঃ আবয়োঃ পিপীলিকাভিঃ দষ্টম্॥ ৭৮ ॥

কথমিব?॥ ৭৯ ॥

এষা অশোকপাদপচ্ছায়ায়াং বকুলাবলিকা মালবিকায়াঃ চরণালঙ্কারং নির্বর্ত্তয়তি॥ ৮০ ॥

অভূমিরিয়ং মালবিকায়াঃ। কথম্ ইত্থং তর্কয়সি?॥ ৮১ ॥

তর্কয়ামি দোলা-পরিভ্রষ্টয়া সরুজ-চরণয়া দেব্যা অশোক-দোহদাধিকারে মালবিকা নিযুক্তা ইতি, অন্যথা কথং দেবী স্বয়ং-ধারিতম্ এতৎ নূপুরযুগলং পরিজনস্য অভ্যনুজ্ঞাস্যতি?॥ ৮২ ॥

মহতী ইয়ং সম্ভাবনা॥ ৮৩ ॥

কিং ন অন্বিষ্যতে ভর্ত্তা?॥ ৮৪ ॥

বঙ্গার্থ।—নিপু।—ভট্টিনি! একটু এদিক-ওদিক দেখ না। নিশ্চয়ই পরিহাস করিবার উদ্দেশ্যে ভর্ত্তা কোথায় লুকাইয়া আছেন। আচ্ছা, এস, আমরা গিয়া এই প্রিয়ঙ্গুলতাবেষ্টিত অশোকতরুর তলে শিলাপট্টে উপস্থিত হই॥ ৭৬ ॥

ইরা।—বেশ, চল॥ ৭৭ ॥

নিপু।—(দেখিয়া) আমরা যেন চুতমঞ্জরী চয়ন করিতে আসিয়া পিপীলিকার কামড় খাইতেছি। (অর্থাৎ আসিয়াছি আমোদ করিতে, আর বিষপিঁপড়ের কামড়ের মত অসহ্য—মালবিকার চরণে, এই নির্জ্জনে আলতা পরানো ও দেবীর নূপুর পরানো দেখিতে হইতেছে)॥ ৭৮ ॥

ইরা।—ব্যাপারটা কি?॥ ৭৯ ॥

নিপু।—ঐ দেখ, বকুলাবলিকা অশোকতরুর তলে বসিয়া মালবিকার চরণে অলঙ্কার পরাইয়া দিতেছে॥ ৮০ ॥

ইরা।—(শঙ্কিত হৃদয়ে) এ ত মালবিকার আস্‌বার মত স্থান নয়! কি বলিস্?॥ ৮১ ॥

নিপু।—আমার মনে হয়, দোলা হইতে পড়িয়া গিয়া পায়ে ব্যথা পাওয়ায় দেবী নিজে না পারিয়া মালবিকাকেই অশোকতরুর দোহদের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। তা' যদি না হইবে, তবে যে নূপুর দেবী নিজে পরেন, তাহা এক জন সামান্য পরিচারিকাকে পরাইতে দিবেন কেন?॥ ৮২ ॥

ইরা।—ইহাই খুব সম্ভব॥ ৮৩ ॥

নিপু।—ভর্ত্তাকে অন্বেষণ করি না কেন?॥ ৮৪ ॥

।— হঞ্জে! মে চলণা অগ্গদো ণ পবট্টন্তি। মদো মং বিআরেদি। আসঙ্কিদস্স দাব অন্তং গমিস্সং। ॥ ৮৫ ॥

মাল।— (নিরূপ্যাত্মগতম্) ঠাণে ক্খু কাদরং মে হিঅঅং। ॥ ৮৬ ॥

বকুলা।— (চরণং দর্শয়তি) কিং বি রোঅদি রাঅরেহাবিন্নাসো? ॥ ৮৭ ॥

মাল।— অত্তণো চলণংত্তি লজ্জেমি ণং পসংসিদুং। পসাহণকলাএ বিণীদাসি? ॥ ৮৮ ॥

বকুলা।— এত্থ ক্খু ভট্টিণো সিস্সম্হি। ॥ ৮৯ ॥

বিদূ।— তুবরেহি দাণিং গুরুদক্খিণাএ বয়স্স! ॥ ৯০ ॥

মাল।— দিট্ঠিআ ণ গব্বিদাসি। ॥ ৯১ ॥

বকুলা।— উবদেশানুরূবে চলণে লম্ভিঅ দাণিং গব্বিদা ভবিস্সং। (রাগং বিলোক্যাত্মগতম্) হন্ত সিদ্ধং মে দুত্থম্। (প্রকাশম্) সহি এক্কস্স চলণস্স অবসিদো রাঅণিক্খেবো। কেবলং মুহমারুদো লম্ভইদব্বো। অহবা পবাদং এব্ব এদং ঠাণং ॥ ৯২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হঞ্জে! মে চরণৌ অগ্রতঃ ন প্রবর্ত্তেতে। মদো মাং বিকারয়তি। আশঙ্কিতস্য তাবৎ অন্তং গমিষ্যামি ॥ ৮৫ ॥

স্থানে খলু কাতরং মে হৃদয়ম্ ॥ ৮৬ ॥

কিমিব রোচতে রাগ-রেখা-বিন্যাসঃ? ॥ ৮৭ ॥

আত্মনঃ চরণম্ ইতি লজ্জে এনং প্রশংসিতুম্। প্রসাধন-কলায়াম্ এবম্ অভিনীতা অসি? ॥ ৮৮ ॥

অত্র খলু ভর্ত্তুঃ শিষ্যা অস্মি ॥ ৮৯ ॥

ত্বরস্ব ইদানীং গুরুদক্ষিণায়ৈ বয়স্য ॥ ৯০ ॥

দিষ্ট্যা ন গর্ব্বিতা অসি ॥ ৯১ ॥

উপদেশানুরূপে চরণে লব্ধ্বা ইদানীং গর্ব্বিতা ভবিষ্যামি। হন্ত! সিদ্ধং মে দৌত্যম্। সখি একস্য চরণস্য অবসিতো রাগনিক্ষেপঃ। কেবলং মুখ-মারুতঃ লম্ভয়িতব্যঃ। অথবা প্রবাতম্ এব এতৎ স্থানম্ ॥ ৯২ ॥

বঙ্গার্থ।—ইরা।—চেটি! আমার চরণ আর এগুতে পাচ্ছে না। মত্ততায় ক্রমে অচল হইয়া পড়িতেছি। তা' হোক। সন্দেহের শেষ মিটাইয়া যাবো ॥ ৮৫ ॥

মাল।—(দেখিয়া মনে মনে) সাধে কি আমার চিত্ত এত কাতর হইয়াছে? ॥ ৮৬ ॥

বকুলা।—(মালবিকাকে তাহার নিজেরই চরণ দেখাইয়া) কেমন? এই আল্তা পরানো পছন্দ হইল ত? ॥ ৮৭ ॥

মাল।—নিজের চরণ বলিয়া প্রশংসা করিতে লজ্জা হইতেছে। যা' হোক, প্রসাধনাদিশিল্পকলায় তুমি এতদূর শিক্ষিতা? ॥ ৮৮ ॥

বকুলা।—এই বিষয়ে আমি ভর্ত্তার শিষ্যা। তাঁহার নিকটেই সুন্দরীর চরণে আল্তা পরানো শিখিয়াছি ॥ ৮৯ ॥

বিদূ।—সখে! তা'হ'লে গুরুদক্ষিণার জন্য তাড়াতাড়ি গিয়া হাজির হও ॥ ৯০ ॥

মাল।—আরও সুখের কথা যে, এতবড় গুণবতী হইয়াও তোমার বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নাই ॥ ৯১ ॥

বকুলা।—এতদিন গর্ব্ব ছিল না। গর্ব্ব করি নাই। কিন্তু আজ, যেমন উপদেশ পাইয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপ চরণ পাইয়া গর্ব্ব করিতেছি। (পায়ের রংএর দিকে চেয়ে আত্মগত) যা হোক, আমার দূতীর কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ খুব কৌশলে রাজার কথাটা পাড়িয়া মালবিকাকে নরম করিয়া আনিয়াছি। (প্রকাশ্যে) সখি! তোমার একখানি চরণের আল্তা পরানো এতক্ষণে শেষ হইল। এখন শুধু মুখ দিয়া "ফু" দিতে হইবে। অথবা এখানে যেরূপ বাতাস, তাতে, উহার আর দরকার হবে না ॥ ৯২ ॥

রাজা।— সখে পশ্য পশ্য—আর্দ্রালক্তকমস্যাশ্চরণং মুখমারুতেন শোষয়তঃ।
প্রতিপন্নঃ প্রথমতরঃ সম্প্রতি সেবাবকাশো মে॥ ॥ ৯৩ ॥

বিদূ।— কুদো দে অণুসও ? এদং ভবদা চিরক্কমেণ অণুভবিদব্বং। ॥ ৯৪ ॥

বকুলা।— সহি অরুণ-সদপত্তং বিঅ সোহদি দে চলণং। সব্বহা ভট্টিণো অঙ্কপরিবট্টিণী হোহি ॥ ৯৫ ॥

(ইরাবতী নিপুনিকামবেক্ষতে)

রাজা।— মমেয়মাশীঃ। ॥ ৯৬ ॥

মাল।— হলা, মা অবিণীয়ং মন্তেহি। ॥ ৯৭ ॥

বকুলা।— মন্তিদব্বং এব্ব মএ মন্তিদং। ॥ ৯৮ ॥

মাল।— পিআ ক্খু অহং তব। ॥ ৯৯ ॥

বকুলা।— ণ কেবলং মম। ॥ ১০০ ॥

মাল।— কস্স বা অণ্ণস্স ? ॥ ১০১ ॥

বকুলা।— গুণেসু অহিণিবেসিণো ভট্টিণোবি। ॥ ১০২ ॥

মাল।— অলিঅং মন্তেসি। এদং এব্ব মই ণত্থি। ॥ ১০৩ ॥

বকুলা।— সচ্চং তুই ণত্থি। ভট্টিণো কিসেসু বরপাণ্ডুরেসু দীসই অঙ্গেসু। ॥ ১০৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কুতঃ তে অনুশয়ঃ ? এতৎ [illegible]বতা চিরক্রমেণ অনুভবিতব্যম্॥ ৯৪ ॥

সখি! অরুণ-শতপত্রম্ ইব শোভতে তে চরণম্। সর্ব্বথা ভ[illegible]ঃ অঙ্কপরিবর্ত্তিনী ভব॥ ৯৫ ॥

হলা, মা অবিনীতং মন্ত্রয়স্ব॥ ৯৭ ॥

মন্ত্রয়িতব্যম্ এব ময়া মন্ত্রিতম্॥ ৯৮ ॥

প্রিয়া খলু অহং তব॥ ৯৯ ॥

ন কেবলং মম॥ ১০০ ॥

কস্য বা অন্যস্য ?॥ ১০১ ॥

গুণেষু অভিনিবেশিনঃ ভর্ত্তুরপি॥ ১০২ ॥

অলীকং মন্ত্রয়সে। এতৎ এব ময়ি নাস্তি॥ ১০৩ ॥

সত্যং ত্বয়ি নাস্তি। ভর্ত্তুঃ কৃশেষু বর-পাণ্ডুরেষু [illegible]তে অঙ্গেষু॥ ১০৪ ॥

[illegible]র্থ।—রাজা।—সখে। দেখ, দেখ;—মালবিকার [illegible]ক্তক-সিক্ত চরণ মুখের মারুত দিয়া ("ফু" দিয়া) [illegible] করিতে হইবে। সুতরাং এর চেয়ে শুভ অবসর, [illegible]হেন্দ্রক্ষণ আর হইতে পারে না। এই-ই আমার [illegible]ার প্রকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত॥ ৯৩ ॥

[illegible]।—অনুতাপ করিতে হইবে না। এখন চিরজীবন এই সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে॥ ৯৪ ॥

(অদূরবর্ত্তিনী ইরাবতী নিপুণিকার দিকে চাহিতেছেন)

বকুলা।—সখি। রক্তকমলের মত তোমার পা'র শোভা জন্মিয়াছে। আর কি বলিব, সর্ব্বতোভাবে ভর্ত্তার অঙ্ক-পরিবর্ত্তিনী হও॥ ৯৫ ॥

রাজা।—আমার পক্ষে এ উক্তি আশীর্ব্বাদস্বরূপ॥ ৯৬ ॥

মাল।—ওলো, ওরূপ অন্যায় কথা বলিস্ নে। যা হবার নয়, তা বলায় লাভ কি ?॥ ৯৭ ॥

বকুলা।—যা বল্‌বার, তাই বল্লুম। অর্থাৎ রাজার অঙ্ক-পরিবর্ত্তিনী তুমি হবেই হবে॥ ৯৮ ॥

মাল।—আমি তোর প্রিয়পাত্র—এটা মনে রাখিস্॥ ৯৯ ॥

বকুলা।—শুধু আমার নয়॥ ১০০ ॥

মাল।—আর কার ?॥ ১০১ ॥

বকুলা।—গুণানুরাগী ভর্ত্তারও॥ ১০২ ॥

মাল।—মিথ্যে কথা। ভর্ত্তার প্রিয় হইবার মত গুণ আমাতে নাই॥ ১০৩ ॥

বকুলা।—সত্যি-ই তোমাতে সে গুণ নাই। তবে রাজারই দিন দিন কৃশতাপন্ন সুন্দর এবং আপাণ্ডুর কলেবরে অনেকটা দেখা যাচ্ছে। তোমাকে ভাবিয়া ভাবিয়া আজ তাঁহার এই দশা॥ ১০৪

নিপু।— পঢ়মং গণিদং বিঅ হদাসাএ উত্তরং। ॥ ১০৫ ॥

বকুলা।— অণুরাও অণুরাএণ পচ্চেট্ঠব্বোত্তি সুঅণবঅণং পমাণং করেহি। ॥ ১০৬ ॥

মাল।— কিং অত্তণো ছন্দেণ মন্তেসি? ॥ ১০৭ ॥

বকুলা।— ণহি ণহি। ভট্টিণা ক্খু এদাণি পণঅমিদুআণি অক্খরাণি বত্তন্তারিদাণি। ॥ ১০৮ ॥

মাল।— হলা, দেবীং চিন্তিঅ ণ মে হিঅঅং খিস্সসদি। ॥ ১০৯ ॥

বকুলা।— মুদ্ধে! ভমরসংবাধো অত্থিত্তি বসন্তাবদারসব্বস্সং কিং ণ ণবচূদপ্পসবো আোদংসণিজ্জো? ॥ ১১০ ॥

মাল।— তুমং দাব দুজ্জাদে সহাইনী হোহি। ॥ ১১১ ॥

বকুলা।— বিমদ্দসুরহী বউলাবলিআ ক্খু অহং। ॥ ১১২ ॥

রাজা।— সাধু বকুলাবলিকে! সাধু—

ভাবজ্ঞানানন্তরং প্রস্তুতেন প্রত্যাখ্যানে দত্ত-যুক্তোত্তরেণ।
বাক্যেনেয়ং স্থাপিতা স্বে নিদেশে স্থানে প্রাণাঃ কামিনাং দূত্যধীনাঃ॥ ॥ ১১৩ ॥

ইরা।— হঞ্জে! পেক্খ, কারিদং এব্ব বউলাবলিআএ এদস্মিং পদং মালবিআএ। ॥ ১১৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রথমং গণিতম্ ইব হতাশায়াঃ উত্তরম্ ॥ ১০৫ ॥

অনুরাগঃ অনুরাগেণ প্রত্যেষ্টব্যঃ ইতি সুজনবচনং প্রমাণং কুরু ॥ ১০৬ ॥

কিং আত্মনঃ ছন্দেন মন্ত্রয়সে? ১০৭ ॥

নহি নহি; ভর্ত্তুঃ খলু এতানি প্রণয়মৃদুকানি অক্ষরাণি বক্ত্রান্তরিতানি ॥ ১০৮ ॥

হলা! দেবীং চিন্তয়িত্বা ন মে হৃদয়ং বিশ্বসিতি ॥ ১০৯ ॥

মুগ্ধে! ভ্রমরসংবাধঃ অস্তীতি বসন্তাবতারসর্ব্বস্বং কিং ন নবচুতপ্রসবঃ অবতংসনীয়ঃ? ॥ ১১০ ॥

ত্বং তাবৎ দুর্জাতে সহায়িনী ভব ॥ ১১১ ॥

বিমর্দ্দসুরভিঃ খলু বকুলাবলিকা অহম্ ॥ ১১২ ॥

হঞ্জে। প্রেক্ষস্ব, কারিতমেব বকুলাবলিকয়া এতস্মিন্ পদং মালবিকায়াঃ ॥ ১১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—নিপু।—হতভাগিনী বকুলাবলিকা যেন জবাবগুলি প্রথম হইতে গুণে গেঁথে ঠিক ক'রে রেখেছে ॥ ১০৫ ॥

বকুলা।—অনুরাগ অনুরাগের দ্বারা অভ্যর্থিত করিতে হয়,—সাধুদিগের এই কথা একবার প্রমাণ করিয়া দাও সখি! ১০৬॥

মাল।—যা মনে আস্‌ছে, তাই বল্‌ছিস্ কেন? ১০৭ ॥

বকুলা।—একেবারেই না। ভর্ত্তারই এই সমস্ত প্রণয়-মধুর উক্তি অন্যের মুখে বেরিয়ে পড়েছে, অর্থাৎ নিজেই গৌতমের দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন ॥ ১০৮ ॥

মাল।—সখি। দেবীর কথা ভাবিলে আমার হৃদয় আর কিছুই বিশ্বাস করিতে চায় না ॥ ১০৯ ॥

বকুলা।—মুগ্ধে! ভ্রমরের ভয়ে কি কেহ বসন্তকালের সর্ব্বস্ব নবীন চুতমঞ্জরীর অবতংস (কর্ণভূষণ) পরিতে বিরত হয়? ॥ ১১০ ॥

মাল।—তুই ভাই, এই দুষ্কর কার্য্যে আমার সহায়তা করিস্ ॥ ১১১ ॥

বকুলা।—ভাই! আমি বকুলাবলিকা, বকুলফুলের মত আমাকে যত রগ্‌ড়াবে, ততই আমার সৌরভ বেরুবে। যত আমায় এ সব কাজে লাগাবে, ততই দেখ্‌বে, আমার কত যোগ্যতা? ॥ ১১২ ॥

রাজা।—বাঃ! চমৎকার, বকুলাবলিকে! চমৎকার! প্রথমে কৌশলে মনের ভাবটি জানিয়া সেইভাবে অনুকূল প্রস্তাবের দ্বারা, ঠিক বশে না আসিতে চাহিলে, উপযুক্ত জবাব দিয়া ঘুরাইয়া নিজের মতে আনিয়া, বকুলাবলিকা মালবিকাকে একেবারে হাতের মুঠোর ভিতর কেমন সুন্দরভাবে বাগাইয়া লইল। সাধে কি আর কামীদিগের প্রাণ দূতীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ে! ॥ ১১৩ ॥

ইরা।—চেটি! একবার ত্থাখ, এই যত-কিছু ব্যাপার, সমস্ত বকুলাবলিকা মালবিকার দ্বারা করাইতেছে। ॥ ১১৪ ॥

নিপু।— ভট্টিণি। অহিআরস্স উইদো উবদেসো। ॥ ১১৫ ॥

ইরা।— ঠাণে কৃখু সঙ্কিদং মে হিঅঅং। গিহীদত্থা অণন্তরং চিন্তইস্সং। ॥ ১১৬ ॥

বকুলা।— এসো তুদীও বি দে নিবুত্তপরিকম্মো চলণো, জাব ণং বি সণেউরং করেমি। (নাট্যেন নূপুরযুগলমামুচ্য।) হলা উঠ্ঠেহি, অণুচিঠ্ঠ দেবীএ অসোঅস্স বিআসত্তিঅং ণিওঅং। (উভে উত্তিষ্ঠতঃ) ॥ ১১৭ ॥

ইরা।— সুদো দেবীএ ণিওওত্তি। ভোদু দাণিং। ॥ ১১৮ ॥

বকুলা।— এসো উবারূঢ়রাও উবভোগক্খমো পুরদো দে চিট্ঠদি। ॥ ১১৯ ॥

মাল।— (সহর্ষম্) কিং ভট্টা? ॥ ১২০ ॥

বকুলা।— (সস্মিতম্) ণ দাব ভট্টা। অসোঅসাহাবলম্বী পল্লব-গুচ্ছো, ওদংসেহি দাব ণং ॥ ১২১ ॥

বিদূ।— সুদং ভবদা? ॥ ১২২ ॥

রাজা।— সখে। পর্য্যাপ্তমেতাবতা কামিনাম্—

অনাতুরোৎকণ্ঠিতয়োঃ প্রসিধ্যতা সমাগমেনাপি রতির্ন মাং প্রতি।
পরস্পরপ্রাপ্তিনিরাশয়োর্ব্বরং শরীরনাশোঽপি সমানুরাগয়োঃ ॥ ॥ ১২৩ ॥

মালবিকা।—(রচিতপল্লবাবতংসা সলীলমশোকায় পাদং প্রহিণোতি) ॥ ১২৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভট্টিনি! অধিকারস্য উচিতঃ উপদেশঃ ॥ ১১৫ ॥

স্থানে খলু শঙ্কিতং মে হৃদয়ম্। গৃহীতার্থা অনন্তরং চিন্তয়িষ্যামি ॥ ১১৬ ॥

এষঃ অপি তে নিবৃত্ত-পরিকর্ম্মা চরণঃ। যাবৎ এনম্ অপি সনূপুরং করোমি। হলা! উত্তিষ্ঠ দেব্যাঃ অশোকস্য বিকাশয়িতৃকং নিয়োগমনুতিষ্ঠ ॥ ১১. .

শ্রুতঃ দেব্যাঃ নিয়োগঃ ইতি।—ভবতু ইদানীম্ ॥ ১১৮

এষঃ উপারূঢ়রাগঃ উপভোগক্ষমঃ পুরতঃ তে তিষ্ঠতি ॥ ১১৯ ॥

কিং ভর্ত্তা? ॥ ১২০ ॥

ন তাবৎ ভর্ত্তা। অশোকশাখাবলম্বী পল্লবগুচ্ছঃ অবতংসয় তাবৎ এনম্ ॥ ১২১ ॥

শ্রুতং ভবতা? ১২২ ॥

বঙ্গার্থ।—নিপু।—ভটিনি! ও যে এই কাজেরই জন্য সুতরাং উপদেশানুযায়ী কাজ ত করিবেই ॥ ১১৫ ॥

ইরা।— আমার হৃদয় যে শঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা ঠিকই আচ্ছা, আগে ব্যাপারটার শেষ পর্য্যন্ত দেখি, পরে কি করা না করা, ভাব্‌বো ॥ ১১৬ ॥

বকুলা।—এই তোমার এ চরণেও আল্‌তা পরানো হইয়াছে এখন এতেও নূপুরগাছটা পরিয়ে দি। (নূপুর পরাইয়া সখি! এখন উঠ। অশোকে ফুল ফুটাইবার নিমিত্ত দেবীর আদেশ পালন কর গিয়া। (দুইজনেই উঠিল) ॥ ১১৭ ॥

ইরা।—শুন্‌লি? "দেবীর নিয়োগ।" আচ্ছা হোক্ না ॥ ১১৮ ॥

বকুলা।—এই যে বৰ্দ্ধিত-রাগ ও উপভোগক্ষম তোমার সম্মুখেই বিদ্যমান ॥ ১১৯ ॥

মালবিকা।—(সানন্দে) কি? ভর্ত্তা না কি? ১২০ ॥

বকুলা।—(মন্দহাস্যের সহিত) না, ভর্ত্তা নন। এই অশোক-শাখাবলম্বিত পল্লবগুচ্ছের কথা বলিতেছি। এর দ্বারা আগে কর্ণের অবতংস কর। (অর্থাৎ কানে পর) ॥ ১২১।

বিদূ।—শুন্‌লে ত সখে! ॥ ১২২ ॥

রাজা।—প্রণয়-প্রার্থীর পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। কেন না, ভাই! এক জনের উৎকণ্ঠার শেষ নাই। অথচ যাহার জন্য উৎকণ্ঠা, সে কিন্তু তিলমাত্রও কাতর নয়, এরূপ স্থলে সেই নরনারীর অগত্যা মিলন হইলেও, তাদৃশ মিলনের আমি আদৌ পক্ষপাতী নহি। পক্ষান্তরে তুল্যানুরাগ-সম্পন্ন প্রণয়িযুগলের পরস্পরের সহিত মিলনের অভাবে যদি ভাবিতে ভাবিতে শরীর-পাতও হয়, তবে তাহাও শতধা প্রার্থনীয় ॥ ১২৩ ॥

(মালবিকা পল্লবের অবতংস পরিয়া লীলাতরল চরণ দ্বারা অশোকে আঘাত করিল।) ॥ ১২৪ ॥

রাজা।— বয়স্য!— আদায় কর্ণকিসলয়মস্মাদিয়মত্র চরণমর্পয়তি।
উভয়োঃ সদৃশবিনিময়াদাত্মানং বঞ্চিতং মন্যে॥ ॥ ১২৫ ॥

মাল।— অবি ণাম অহ্মাণং সম্ভাবনা সহলা হোউ? ॥ ১২৬ ॥

বকুলা।— হলা ণত্থি দে দোসো, নিগ্‌গুণো অয়ং অসোও জই কুসুমুগ্‌গমমন্থরো হবে,
জো দে চলণ-সক্কারং লম্ভিঅ। ॥ ১২৭ ॥

রাজা।— অনেন তনুমধ্যয়া মুখরনূপুরারাবিণা
নবাম্বুরুহকোমলেন চরণেন সম্ভাবিতঃ।
অশোক! যদি সদ্য এব মুকুলৈর্ন সম্পৎস্যসে
মুধা বহসি দোহদং ললিতকামিসাধারণম্।
সখে! বচনানুসরণপূর্ব্বকং প্রবেষ্টু মিচ্ছামি। ॥ ১২৮ ॥

বিদূ।— এহি, ণং পরিহাসইস্‌সং। ॥ ১২৯ ॥

(উভৌ প্রবেশং কুরুতঃ)

নিপু।— ভট্টিণি! ভট্টিণি! ভট্টা এত্থ পবিসদি। ॥ ১৩০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অপি নাম অস্মাকং সম্ভাবনা সফলা ভবেৎ?॥ ১২৬ ॥

সখি! নাস্তি তে দোষঃ। নির্গুণঃ অয়মশোকঃ যদি কুসুমোদ্‌গম-মন্থরঃ ভবেৎ, যঃ তে চরণসৎকারং লম্ভিতঃ॥ ১২৭ ॥

এহি, এনাং পরিহাসয়িষ্যামি॥ ১২৯ ॥

ভট্টিনি! ভট্টিনি! ভর্ত্তা অত্র প্রবিশতি॥ ১৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সখে! এই অশোকতরু হইতে মালবিকা কর্ণভূষণ গ্রহণ করিয়া, বিনিময়ে ইহাকে চরণ-দান করিল। উহাদের উভয়ের এই আদান-প্রদানে—কত সুখ! হায়! আমি এইরূপ সুখে বঞ্চিত হইলাম!॥ ১২৫ ॥

মাল।—সখি! হায়! আমার এই (সম্ভাবনা) দোহদ-ক্রিয়া কি সফল হইবে? (অথবা আমার এই অর্চ্চনা কি ফলবতী হইবে? যে আশায় এই দোহদ-রূপিণী পূজায় রত হইয়াছি, সেই আশা—দোহদের ফল হইলে আমার অভিলাষ-পূরণে দেবীর প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি আশা কি সফল হইবে?)॥ ১২৬ ॥

বকুলা।—সখি! তোমার এতে দোষ কি? তোমার চরণের সাদর সৎকার লাভ করিয়াও যদি যথাসময়ে অশোক কুসুম প্রদর্শন না করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, এই অশোকই গুণের আদর জানে না এবং এ নিজেও অত্যন্ত গুণহীন॥ ১২৭ ॥

রাজা।—অশোক! ক্ষীণ-কটি মালবিকার নূপুর-নিক্কণ-মুখর ও সদ্যোবিকসিত শতদলের ন্যায় কোমল এই চরণের দ্বারা সম্মানিত হইয়াও যদি অচিরাৎ তুমি কুসুম-ভারে শোভিত না হও, তবে বুঝিতে হইবে;—প্রণয়-মুগ্ধ কামি-জনের সতত স্পৃহণীয় এই দোহদ,—মালবিকার এই পদ-তাড়না তোমাতে বৃথাই ন্যস্ত হইয়াছে। এমন পায়ের আঘাতে যা'র হৃদয়-কুসুম না ফোটে, সে এতাদৃশ পদাঘাতেরই অযোগ্য। সখে! বচনানুসরণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ কথার অবসরমত প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি॥ ১২৮ ॥

বিদূ।—এস, ইহাকে একটু পরিহাস করি গিয়া॥ ১২৯ ॥

(উভয়ের প্রবেশ)

নিপু।—ভট্টিনি, ভট্টিনি, ভর্ত্তাও যে এখানে আসিতেছেন॥ ১৩০ ॥

ইরা।— এদং মম পঢ়মং চিন্তিদং হিঅএণ। ॥ ১৩১ ॥

বিদূ।— (উপেত্য) হোদি! জুত্তং ণাম অত্তভবদো প্পিঅবঅস্সো অঅং অসোও ণং বামপাএণ তাড়ইদুং? ॥ ১৩২ ॥

উভে।— (সসম্ভ্রমম্) অম্মো ভট্টা! জেদু জেদু ভট্টা। ॥ ১৩৩ ॥

বিদূ।— বউলাবলিএ! গিহীদত্থাএ তুএ অত্তভোদী ঈরিসং অবিণঅং করন্তী কীস ণ ণিবারিদা? ॥ ১৩৪ ॥

(মালবিকা ভয়ং রূপয়তি)

নিপু।— ভট্টিণি। পেক্খ কিং পউত্তং অজ্জগোদমেন ॥ ১৩৫ ॥

ইরা।— কহং ক্খু বম্ভবন্ধু অণ্ণহা জীবিস্সদি। ॥ ১৩৬ ॥

বকুলা।— অজ্জ! এসা দেবীএ ণিওঅং অনুচিট্ঠদি। এদস্সিং অদিক্কমে পরবদী ইঅং পসীদদু ভট্টা। ॥ ১৩৭ ॥

(ইতি আত্মনা সহৈনাং প্রণিপাতয়তি)

রাজা।— যদ্যেবমনপরাদ্ধাসি। উত্তিষ্ঠ ভদ্রে! (হস্তেন গৃহীত্বোত্থাপয়তি) ॥ ১৩৮ ॥

বিদূ।— জুজ্জদি, দেবী এত্থ মাণইদব্বা। ॥ ১৩৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—এতন্মম প্রথমং চিন্তিতং [hr]দয়েন ॥ ১৩১ ॥

ভবতি! যুক্তং নাম অত্রভবতঃ প্রিয়বয়স্যঃ অয়ম্ [অ]শোকঃ, এনং বামপাদেন তাড়য়িতুম্? ॥ ১৩২ ॥

(সসম্ভ্রমম্)। অহো ভর্ত্তা! জয়তু জয়তু ভর্ত্তা ॥ ১৩৩ ॥

ব[কু]লাবলিকে। গৃহীতার্থয়া ত্বয়া অত্রভবতী ঈদৃশমবিনয়ং [কুর্ব]তী কেন ন নিবারিতা? ॥ ১৩৪ ॥

ভট্টিনি! প্রেক্ষস্ব কিং প্রবৃত্তমার্য্যগৌতমেন ॥ ১৩৫ ॥

কথং খলু ব্রহ্মবন্ধুরন্যথা জীবিষ্যতি? ॥ ১৩৬ ॥

আর্য্য! এষা দেব্যা নিয়োগমনুতিষ্ঠতি। এতস্মিন্ [অতি]ক্রমে পরবর্তী ইয়ম্। প্রসীদতু ভর্ত্তা ॥ ১৩৭ ॥

যুজ্যতে। দেবী অত্র মানয়িতব্যা ॥ ১৩৯ ॥

[অ]র্থ।—ইরা।—এ'টা আমি প্রথমেই মনে মনে ভাবিয়াছিলাম ॥ ১৩১ ॥

[বিদূ]।—ওগো মেয়েটি! এই অশোক তরু আমার প্রিয়বন্ধু এই মহারাজের বড়ই প্রিয়, তোমার কি ইহাকে পদাঘাত করা ভালো হইল? তা'তে আবার বাঁ পায়? ॥ ১৩২ ॥

[উভ]য়ে।—(সসম্ভ্রমে) এ কি? ভর্ত্তা! মহারাজের জয় হোক ॥ ১৩৩ ॥

বিদূ।—বকুলাবলিকে। তুমি ত সব জানো, তবে মালবিকার এই অন্যায় কার্য্যে বাধা দিলে না কেন? ॥ ১৩৪ ॥

(মালবিকা ভীত হইয়া পড়িল)

নিপুণিকা।—ভট্টিনি! চাহিয়া দেখ,—গৌতমের ব্যাপারটা! ॥ ১৩৫ ॥

ইরা।—ঐরূপ না করিলে এই ঘৃণিত ব্রাহ্মণ কি উপায়েই বা বাঁচবে? ॥ ১৩৬ ॥

বকুলা।—আর্য্য! মালবিকা দেবীর আদেশ পালন কর্চ্ছে। সুতরাং এই অন্যায় কার্য্যে এ সম্পূর্ণরূপে পরাধীন! প্রভো রাগ করিবেন না। (নিজে প্রণাম করিল ও মালবিকাকেও প্রণত করাইল।) ॥ ১৩৭ ॥

রাজা।—তাই যদি হয়, তবে তোমার কোনো অপরাধ নাই। সুন্দরি! উঠ। (হাতে ধরিয়া উঠাইলেন।) ॥ ১৩৮ ॥

বিদূ।—ঠিক। এস্থলে দেবীর খাতির রাখিতে হইবে বই কি ॥ ১৩৯ ॥

রাজা।— কিসলয়মৃদোর্বিলাসিনি! কঠিনে নিহিতস্য পাদপস্কন্ধে।
চরণস্য ন তে বাধা সম্প্রতি বামোরু! বামস্য॥ ॥ ১৪০ ॥

(মালবিকা লজ্জাং নাটয়তি)

ইরা।— অহো ণবণীদকপ্পহিঅআে অজ্জউত্তো। ॥ ১৪১ ॥

মাল।— বউলাবলিএ! এহি, অণুচিট্‌ঠিদং অত্তণো নিওঅং দেবী এ নিবেদেহ্ম। ॥ ১৪২ ॥

বকুলা।— বিণ্ণবেহি ভট্টারং বিসজ্জেহিত্তি। ॥ ১৪৩ ॥

রাজা।— ভদ্রে! যাস্যসি। মম তাবদুৎপন্নাবসরর্থিত্বং শ্রূয়তাম্। ॥ ১৪৪ ॥

বকুলা।— অবহিদা সুণাহি। ত্রাণবেহু ভট্টা। ॥ ১৪৫ ॥

রাজা।— ধৃতিপুষ্পময়মপি জনো বধ্নাতি ন তাদৃশং চিরাৎ প্রভৃতি।
স্পর্শামৃতেন পূরয় দোহদমস্যাপ্যনন্যরুচেঃ। ॥ ১৪৬ ॥

ইরা।— (সহসোপসৃত্য) পূরেহি! !! অসোও কুসুমং ণ দংসেদি। অঅং উণ পুপ্‌ফদি এব্ব। ॥ ১৪৭ ॥

(সর্ব্বে ইরাবতীং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তাঃ)

রাজা।— (অপবার্য্য) বয়স্য! কা প্রতিপত্তিরত্র? ॥ ১৪৮ ॥

বিদূ।— কিং অণ্ণং। জঙ্ঘাবলং এব্ব। ॥ ১৪৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ —অহো! নবনীতকল্পহৃদয়ঃ আর্য্যপুত্র॥ ১৪১ ॥

বকুলাবলিকে! এহি। অনুষ্ঠিতমাত্মনো নিয়োগং দেব্যৈ নিবেদয়াবঃ॥ ১৪২ ॥

বিজ্ঞাপয় ভর্ত্তারং বিসর্জ্জয় ইতি॥ ১৪৩ ॥

অবহিতা শৃণু। আজ্ঞাপয়তু ভর্ত্তা॥ ১৪৫ ॥

পূরয় পূরয়। অশোকঃ কুসুমং ন দর্শয়তি, অয়ং পুনঃ পুষ্প্যতি এব॥ ১৪৭ ॥

কিমন্যৎ, জঙ্ঘাবলমেব॥ ১৪৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(সহাস্যে) বিলাসিনি! কঠিন পাদপ-স্কন্ধে আঘাত করায়, পল্লববৎ কোমল তোমার বাম চরণে কোন বাধা ব্যথা লাগেনি ত? বল—বামোরু! (মালবিকা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইল।)॥ ১৪০ ॥

ইরা।—উঃ, আর্য্যপুত্রের প্রাণ যেন নবনীতের মত কোমল! ১৪১॥

মাল।—বকুলাবলিকে! চল্, দেবীকে বলি গিয়া যে, আমাদের কাজ আমরা করিয়াছি॥ ১৪২ ॥

বকুলা।—"বিদায় নিন্"—বলিয়া ভর্ত্তাকে আগে বল॥ ১৪৩ ॥

রাজা।—ভদ্রে! যা'বে বই কি! কিন্তু আমার এই শুভ সময়োচিত একটা প্রার্থনা আছে, তা কি শুনবে না?॥ ১৪৪ ॥

বকুলা।—রাজা যা বলেন, মনোযোগ দিয়া শোন। বলুন রাজন্॥ ১৪৫ ॥

রাজা।—এই অগ্নিমিত্রও আর দীর্ঘকাল যাবৎ ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্যরূপ কুসুম রোধ করিয়া থাকিতে পারিতেছে না; অর্থাৎ ইহার পক্ষে আর ধৈর্য্য-ধারণ করিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। অন্য কোনো রমণীতেও ইহার স্পৃহা নাই। একমাত্র তোমাতেই অনুরক্ত। একটিবারের জন্য তোমার স্পর্শরূপ অমৃতের দ্বারা ইহার "দোহদ" অর্থাৎ প্রাণের আশা পূরণ কর॥ ১৪৬ ॥

ইরাবতী।—(সহসা নিকটে গিয়া) পূরণ কর! পূরণ কর!! অশোকে ফুল দেখা দিল না বটে, কিন্তু এঁকে দোহদ করিলে তৎক্ষণাৎ ফুল ফুটবে! (ইরাবতীকে দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিলেন)॥ ১৪৭ ॥

রাজা।—(চুপি চুপি) বয়স্য! এখন কি করা উচিত?১৪৮॥

বিদূ।—আবার কি? পৃষ্ঠ-প্রদর্শন!॥ ১৪৯ ॥

ইরা।— সাহু, বউলাবলিএ! সাহু তুএ উবক্কন্তং। করেহি সফলপঅত্থণং অজ্জউত্তং ॥ ১৫০ ॥

উভে।— পসীদহু ভট্টিণী। কাও বঅং ভট্টিণো পণঅপরিগ্গহস্স? [ইতি নিষ্ক্রান্তে। ॥ ১৫১ ॥

ইরা।— অবিস্সসণীআ পুরীসা। অত্তণো বঞ্চণবঅণং পমাণীকরিঅ অহিক্খিত্তাএ বাহজণ-গীদগিহীদচিত্তাএ হরিণীএ বিঅ এদং ণ বিণ্ণাদম্! ॥ ১৫২ ॥

বিদূ।— (জনান্তিকম্) ভো পড়িবজ্জেহি কিংপি উত্তরং। "উদআন্দমূলে বিমহিলে বিমহিদেণ কুম্ভীলেণ সন্ধিচ্ছেদো সিক্খিদব্বত্তি" বত্তব্বং হোই। ॥ ১৫৩ ॥

রাজা।— সুন্দরি! ন মে মালবিকয়া কশ্চিদর্থঃ। ময়া ত্বং চিরয়সীতি যথা-কথঞ্চিদাত্মা বিনোদিতঃ। ॥ ১৫৪ ॥

ইরা।— অবিস্সসণীওসি, ণ মএ বিণ্ণাদং ঈরিসং বিণোদবুত্তন্তং অজ্জউত্তেণ উবলদ্ধং ত্তি। অণ্ণহা তুক্খভাইণীএ এব্বং ণ করীঅদি। ॥ ১৫৫ ॥

বিদূ।— মা দাব অত্তভোদো দক্খিণ্ণস্স উবরোহং করেহি, সমীবদিট্‌ঠেণ দেবীএ পরিচারিআঅণেন সংকহাবি জই বারীঅদি, এত্থ তুমং এব্ব পমাণং। ॥ ১৫৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সাধু বকুলাবলিকে! সাধু ত্বয়া উপক্রান্তম্। কুরু সফলপ্রযত্নমার্য্যপুত্রম্ ॥১৫০॥

প্রসীদতু ভট্টিনী! কে আবাং ভর্ত্তুঃ প্রণয়পরিগ্রহস্য ॥১৫১॥

অবিশ্বসনীয়াঃ পুরুষাঃ! আত্মনঃ বঞ্চনবচনং প্রমাণীকৃত্য আক্ষিপ্তয়া ব্যাধজন-গীত-গৃহীত-চিত্তয়া হরিণ্যা ইব এতৎ নাভিজ্ঞাতম্! ॥ ১৫২ ॥

ভোঃ! প্রতিপদ্যস্ব কিমপি উত্তরম্। "উদকান্তমূলে বিমহিলে বিমথিতেন কুম্ভীলেন সন্ধিচ্ছেদঃ শিক্ষিতব্য" ইতি বক্তব্যঃ ভবতি ॥ ১৫৩ ॥

অবিশ্বসনীয়ঃ অসি। ন ময়া বিজ্ঞাতম্ ঈদৃশং বিনোদবৃত্তান্তম্ আর্য্যপুত্রেণ উপলব্ধম্ ইতি। অন্যথা দুঃখভাগিন্যা (ময়া) এবং ন ক্রিয়তে ॥ ১৫৫ ॥

মা তাবৎ অত্রভবতঃ দাক্ষিণ্যস্য উপরোধং কুরু, সমীপদৃষ্টেন দেব্যাঃ পরিচারিকাজনেন সংকথা অপি যদি বার্য্যতে, অত্র ত্বম্ এব প্রমাণম্ ॥ ১৫৬ ॥

তাৎপর্য্য।—ইরাবতী। বেশ। বকুলাবলিকে! উত্তম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ। এখন আর্য্যপুত্রের প্রার্থনা পূর্ণ কর ॥ ১৫০ ॥

উভয়ে।—ভট্টিনি! প্রসন্ন হউন্। ভর্ত্তার প্রণয়ভাজন হইবার পক্ষে আমরা সম্পূর্ণ অযোগ্য ॥ ১৫১ ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ইরা।—হায় রে। পুরুষজাতি বিশ্বাসের অযোগ্য। মুগ্ধা হরিণী যেমন প্রবঞ্চক ব্যাধের মনোমোহন সঙ্গীতে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গিয়া তাহার হাতে ধরা দেয় ও শেষে মারা যায়, আমারও ঠিক সেই দশা ঘটিয়াছে! পূর্ব্বে ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই ॥ ১৫২ ॥

বিদূ।—(জনান্তিকে) ওহে বয়স্য! যা' হয় একটা উত্তর দাও। পথিক-সঞ্চার-বর্জ্জিত জল-সমীপে তস্কর ধৃত হইলে যেমন বলে—"আমি এখানে সবে সুড়ঙ্গ (সিঁদ) কাটা শিখিতেছি মাত্র।" তুমিও সেইরূপ একটা বল। অর্থাৎ আমি এই প্রকার পর-ললনা-সম্ভোগাদি-ব্যাপার, সবে, এই নির্জ্জনস্থানে শিখিতেছি মাত্র, যেটুকু দেখিলে, তার বেশী কিছুই করি নাই ॥ ১৫৩ ॥

রাজা।—সুন্দরি! মালবিকায় আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কোনো দিন নাই-ইও। শুধু—তোমার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় কোনমতে চিত্তবিনোদন করিতেছিলাম মাত্র ॥ ১৫৪ ॥

ইরা।—তুমি বিশ্বাসের অযোগ্য। আমি ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারি নি যে, আমার আর্য্যপুত্র এমন ধারা বিনোদ-বস্তু লাভ করিয়াছেন। তা যদি জান্‌তুম্, তা' হ'লে কখনই হতভাগিনী আমি এখানে আস্‌তুম না ॥ ১৫৫ ॥

বিদূ।—এভাবে মাননীয় বয়স্যের অপক্ষপাত আচরণে বাধা প্রদান তোমার নিতান্ত অনুচিত। পাট-রাণীর পরিচারিকার সহিত দু'একটা রহস্য কথা বলাও যদি দোষের হয়, তবে রাণি! তুমি থাকো কোথায়? নিজের কথাটা একবার স্মরণ কর ত! ॥ ১৫৬ ॥

ইরা ।— ণং সঙ্কহা ণাম হোদু, কিংত্তি অত্তাণং আআসইস্‌সং ? ॥ ১৫৭ ॥

[ইতি রুষ্টা প্রস্থিতা ।

রাজা ।— (অনুসরন্) প্রসীদতু ভবতী । ॥ ১৫৮ ॥

(ইরাবতী রশনাসন্দানিতচরণা ব্রজত্যেব ।)

রাজা ।— সুন্দরি ! ন শোভতে প্রণয়িজনে নিরপেক্ষতা । ॥ ১৫৯ ॥

ইরা ।— সঠ ! অবিস্‌সসণীওসি । ॥ ১৬০ ॥

রাজা ।— শঠ ইতি ময়ি তাবদস্তু তে পরিচয়বত্যবধীরণা প্রিয়ে ! ।
চরণপতিতয়া ন চণ্ডি ! তাং বিসৃজসি মেখলয়াপি যাচিতা ॥ ॥ ১৬১ ॥

ইরা ।— ইঅংপি হদাশা তুমং এব্ব অণুসরদি । ॥ ১৬২ ॥

(রশনামাদায় রাজানং তাড়য়িতুমিচ্ছতি ।

রাজা ।— বয়স্য ! এষা ইরাবতী— ॥ ১৬৩ ॥

বাষ্পাসারা হেমকাঞ্চীগুণেন শ্রোণীবিম্বাদপ্যুপেক্ষাচ্যুতেন ।
চণ্ডী চণ্ডং হন্তুমভ্যুদ্যতা মাং বিদ্যুদ্দাম্না মেঘরাজীব বিন্ধ্যম্ ॥ ॥ ১৬৪ ॥

ইরা ।— কিং মং এব্বং ভূওবি অবরদ্ধং করেসি । ॥ ১৬৫ ॥

অন্বয় ।—প্রিয়ে ! ময়ি "শঠঃ" ইতি তে পরিচয়বতী অবধীরণা তাবৎ অস্তু । (কিন্তু) অয়ি চণ্ডি ! চরণপতিতয়া মেখলয়া যাচিতা অপি (ত্বং) তাম্ (অবধীরণাং) ন বিসৃজসি ! ॥ ১৬১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—ননু সঙ্কথা নাম ভবতু । কিমিতি আত্মানম্ আয়াসয়িষ্যামি ? ১৫৭ ॥

শঠ ! অবিশ্বসনীয়ঃ অসি ॥ ১৬০ ॥

ইয়মপি হতাশা ত্বামেবানুসরতি ॥ ১৬২ ॥

কিম এবং ভূয়োঽপি মাম্ অপরাদ্ধাং করোষি ? ১৬৫ ॥

বঙ্গার্থ ।—ইরা ।—ভালই ত ! তোমাদের রহস্যালাপ নির্ব্বিঘ্নে চলুক্ । আমি আর আত্মাকে কষ্ট দেই কেন ? ॥ ১৫৭ ॥

[সক্রোধে প্রস্থান ।

রাজা । (পিছু ছুটিতে ছুটিতে) চ'টো না, চ'টো না রাণি ! ॥ ১৫৮ ॥

(ইরাবতী রশনা-জড়িত-চরণে যাইতেছেনই)

রাজা ।—সুন্দরি ! প্রণয়ী ব্যক্তির প্রতি এত ঔদাসীন্য শোভা পায় না ॥ ১৫৯ ॥

ইরা ।—শঠ ! তুমি বিশ্বাসের অযোগ্য ॥ ১৬০ ॥

রাজা ।—প্রিয়ে ! আমাকে তুমি "শঠ" বলিয়া যত অবজ্ঞা কর না কেন, করিতে পার, কেন না—আমি তোমার অনুগৃহীত না হইলে, আমি যে "শঠ"—তাহা তুমি জানিলে কি প্রকারে ? কিন্তু অয়ি কোপনে ! তোমার নিতম্বের মেখলা ঐ পায়ে পড়িয়া বার বার কত অনুনয় বিনয় করিতেছে, উহার উপরও তোমার ক্রোধের উপশম হইল না ? ॥১৬১ ॥

ইরা ।—এই হতাশাও তোমার অনুসরণ করুক্ ॥ ১৬২ ॥

(মেখলা লইয়া রাজাকে তাড়া করিলেন ।)

রাজা ।—সখে ! চাহিয়া দেখ, ঐ অশ্রুবর্ষিণী চণ্ডী ইরাবতী, স্বীয় নিতম্ব হইতে উপেক্ষাবশতঃ স্খলিত কাঞ্চন মেখলা-গুণের দ্বারা আমাকে আহত করিতে কেমন রোষরক্তমূর্ত্তিতে উদ্যত হইয়াছেন ! ঠিক যেন জলদাবলী বিদ্যুৎ-গুণের দ্বারা বিন্ধ্যপর্ব্বতকে আহত করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥ ১৬৩-১৬৪ ॥

ইরা ।—কি ? আমাকে কেমন বার বার বাধা দিয়া অপরাধিনী করিতেছ ? ॥ ১৬৫ ॥

রাজা।— (সরশনং হস্তমবলম্বয়তি)।

অপরাধিনি ময়ি দণ্ডং সংহরসি সমুদ্যতং কুটিলকেশি!।
বর্দ্ধয়সি বিলাসিতং ত্বং দাসজনায়াত্র কুপ্যসি চ॥

নূনমিদানীমননুজ্ঞাতম্। (ইতি পাদয়োঃ পততি) ॥ ১৬৬ ॥

ইরা।— শঠ! ণ কৃখু ইমে মালবিকাএ চলণা, জে দে বিসেসেণ দোহলং পুরয়িস্সন্তি ॥ ১৬৭ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তা সচেটী।

বিদূ।— উট্‌ঠেহি। কিদপ্পসাদোসি। ॥ ১৬৮ ॥

রাজা।— (উত্থায়েরাবতীমপশ্যন্) কথং গতৈব প্রিয়া? ॥ ১৬৯ ॥

বিদূ।— বঅস্‌স! এসা ইমস্‌স অবিণঅস্‌স অবরদ্ধা। বঅং সিগ্‌ঘং অপক্কমাম, জাব অঙ্গারঅরাসি বিঅ অণুচক্কং ণ করেদি। ॥ ১৭০ ॥

রাজা।— অহো মদনস্য বৈষম্যম্!

মন্যে প্রিয়াহৃতমনাস্তস্যাঃ প্রণিপাতলঙ্ঘনং সেবাম্।
এবং প্রণয়বতী সা শক্যমুপেক্ষিতুং কুপিতা॥

তদেহি কুপিতাং দেবীং প্রসাদয়াবঃ। [ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ১৭১ ॥

ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

প্রাকৃতানুবাদ।—শঠ! ন খলু ইমৌ মালবিকায়া চরণৌ, যৌ তে বিশেষেণ দোহদং পূরয়িষ্যতঃ॥ ১৬৭ ॥
উত্তিষ্ঠ, কৃতপ্রসাদোঽসি॥ ১৬৮ ॥
বয়স্য! এষা অস্য অবিনয়স্য (কৃতে) অপরাদ্ধা। তৎ বয়ং শীঘ্রং অপক্রমামঃ। যাবৎ অঙ্গারকরাশিরিব অনুবক্রং (প্রতিগমনং) ন করোতি॥ ১৭০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(রশনা-যুক্ত ইরাবতীর হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক) অয়ি কুঞ্চিতকেশি! আমিই অপরাধী, আমাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়া দণ্ড না দেওয়ায় তুমি যে আমার অনুরাগ বাড়াইয়া তুলিতেছ, অথচ তোমার দাসানুদাস আমি, আমার উপর আবার ক্রোধও করিতেছ, এ কিরূপ? তবে বুঝি আমাকে এ যাত্রায় ক্ষমা করিলে? ॥ ১৬৬ ॥

(বলিয়াই পায়ে পড়িলেন।)

ইরাবতী।—লম্পট! এ ত মালবিকার চরণ নয়, যে, মনের মতন করিয়া দোহদ পূরণ করিবে? ॥ ১৬৭ ॥

(বলিয়াই দাসীর সহিত চলিয়া গেলেন)

বিদূ।—এখন উঠ। যা' হোক্ খুব প্রসন্ন করিয়াছ বটে! ॥ ১৬৮ ॥

রাজা। (উঠিয়া ইরাবতীকে না দেখিয়া) কি? প্রিয়া চলিয়াই গেল! কিছুতেই রাগ পড়িল না! ॥ ১৬৯ ॥

বিদূ।—বয়স্য! ইরাবতী কিন্তু এই অবিনয়ের জন্য অর্থাৎ তুমি পায়ে পড়িলে, তবুও চলিয়া গিয়া, ঘোর অপরাধিনী হইল। তা' চল, অঙ্গারক-রাশির মত আবার ঘুরিয়া আসিবার পূর্ব্বে আমরাও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই॥ ১৭০ ॥

রাজা।—মদনের কি আশ্চর্য্য বৈপরীত্য!—আমি এখন মালবিকা-হৃত-হৃদয়, সুতরাং ইরাবতী যে আমার এত অনুনয়-বিনয়, এত পায়ে পড়া, কিছুই না মানিয়া চলিয়া গেল—আমার অপমান করিল, এ'টাকে আমি আমার সেবা বলিয়া মনে করিতেছি। আমার পক্ষে ইরাবতী-কৃত এই অপমান পরম অনুকূল। কেন না, এই সূত্র ধরিয়াই আমি সেই কুপিত হৃদয়া প্রেমবতী ইরাবতীকে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিব। এই প্রণিপাত-লঙ্ঘন আমার পক্ষে মাহেন্দ্র সুযোগ॥ ১৭১ ॥[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

৩য় অঙ্ক—তাৎপর্য্য

১ম ও ২য় অঙ্কে নাটকীয় ঘটনার অপূর্ব্ব সমাবেশ-পূর্ব্বক, কালিদাস যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম দেখাইয়াছেন, তৃতীয় অঙ্কে সেই অঙ্কুর নাতিবৃহৎ নয়নমনোহর তরুতে পরিণত হইয়াছে। ফুল ফুটিতে এখনও অনেক বিলম্ব। তবে, সেই বিলম্বের নিমিত্ত মালবিকার দ্বারাই ফুল ফুটাইতে চেষ্টা করিয়া, সামাজিকদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন।—মালবিকার চরণস্পর্শরূপ মলয়হিল্লোলে সেই তরুতে ফুল ফুটিবেই ফুটিবে।—তাই সকলে স্থির হইয়া আছেন।

নৃত্যের দিন, ধারিণী নিকটে ছিলেন—বলিয়া, রাজা মালবিকাকে ভাল করিয়া, যেমনটা প্রাণে চায়, তেমন করিয়া দেখিতে পারেন নাই। আর একবার—আর একবার দেখিবার সাধ, কিন্তু ধারিণীর ভয়ে সে সাধ প্রকাশ করিবার সামর্থ্যও নাই। বিদূষক অমনি সন্নদ্ধ হইল, রাজাকে আশা দিল। মালবিকার সখী বকুলাবলিকাকে হাত করিয়া নির্জ্জনে সাক্ষাৎকারের সকল ব্যবস্থা করিল। কিন্তু সেই সাক্ষাৎকারের এক প্রধান অন্তরায় আছেন—ধারিণী। যদি তিনি কোনরূপ বিড়ম্বনা ঘটাইয়া বসেন, তাই চতুর বিদূষক পূর্ব্ব হইতেই সে পথ রুদ্ধ করিল। ধারিণী এক দিন দোলায় আরোহণ করিয়াছেন, এমন সময়ে চঞ্চল বিদূষক ধারিণীকে দোলা হইতে ফেলিয়া দিল। স্থূলাঙ্গী মহিষী চরণে আঘাত পাইয়া কয়েকদিন শয্যাশায়িনী হইয়া রহিলেন। এই অবসরে বিদূষক, উপবনে ধারিণীর প্রতি-নিধিরূপে দোহদকারিণী মালবিকার সহিত রাজার সাক্ষাৎ করাইয়া দিল। এই প্রকারে, কালিদাস রাজা ও মাল-বিকার নির্জ্জনালাপের সুব্যবস্থা করিয়া,—এদিকে আরও এক অপূর্ব্ব চিত্রের সমাবেশ করিলেন। প্রণয়ের পথ স্বতঃই কণ্টকাকীর্ণ। আবার কণ্টকাকীর্ণ বলিয়াই সেই পথের পথিক উহাকে অত ভালবাসে। চরণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শতধা ক্ষতবিক্ষত হইলেও মুগ্ধ পান্থ ঐ পথেই চলিতে চায়। অন্য সরল, ছায়াশীতল পথে যায় না। যে ফুল্ল শতদল তুলিবে, সে কি মৃণালের ক্ষতকে ভয় করে? অবাধ, অব্যাহত, কলঙ্কশূন্য প্রণয়ে বোধ হয়, কামী ব্যক্তির তত সুখ হয় না, যতটা হয়—তার বিপরীত প্রণয়ে। রসিক কবি, প্রেমিক কবি সে চিত্র-প্রদর্শনের স্পৃহা ছাড়িতে না পারিয়া অগ্নিমিত্র-মালবিকার প্রণয়-পথে কণ্টকিনী মৃণালিনীর মত ইরাবতীকে আনিলেন।

ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে,—ইরাবতীর সাধ জন্মিল যে, তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বর অগ্নিমিত্রের সহিত একসঙ্গে দোলায় চড়িবেন। তাই তিনি দূতীমুখে রাজাকে যথাসময়ে দোলাগৃহে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।—রাজা মনে মনে সে আহ্বান উপেক্ষা করিলেন। ইরাবতীর আহ্বানে ঔদাসীন্য রাজার এই প্রথম। পূর্ব্বে এরূপ কখনও ঘটে নাই। ইরাবতী জানেন,—তাঁহার ডাকে রাজা না আসিয়া থাকিতে পারেন না, কোনদিন পারেনও নাই। তাই পরিচারিকার সহিত ইরাবতী দোলাগৃহে আসিয়াছেন। ধারণা,—রাজাও নিশ্চয় আসিয়াছেন এবং পূর্ব্বের ন্যায়, দোলাগৃহে, তাঁহার অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। পরিচারিকার সহিত দোলা-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ইরাবতী দেখিলেন যে, সে গৃহ শূন্য, তথায় রাজার গন্ধও নাই। তাঁহার বক্ষের পঞ্জর যেন শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। ইরাবতীর জীবনে এই প্রথম নৈরাশ্য, এই প্রথম আহ্বানভঙ্গ! তিনি প্রথমতঃ কতপ্রকারে মনকে প্রবোধ দিলেন, ভাবিলেন, "হয় ত রাজা আসিয়াছেন, পরিহাস করিবার জন্য বুঝি কোথাও লুকাইয়া আছেন।" তাই ইতি-উতি করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। মদ-স্খলিত-চরণে চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন।

বিদূষক পূর্ব্ব হইতেই রাজাকে উদ্যানে আনিয়াছে। কেন না, সে জানে যে, আজ মালবিকা অশোকের দোহদ করিতে আসিবে। রাজা আসিয়াছেন, মালবিকা দোহদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজা মালবিকা সম্মুখে অনুনয়-পর হইয়া দাড়াইয়া আছেন, এমন সময় রাজান্বেষিণী সুরারক্ত-নয়না সকামা ইরাবতী, মন্থর-পদে আসিতে আসিতে দূর হইতেই সেই যুগলমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রিয়তম আজ অন্য রমণী সহিত, বিশেষতঃ একটি পরিচারিকার সহিত—নির্জ্জনে রাণীদের উদ্যান-বাটিকায় কেন উপস্থিত?—ভাবি তাঁহার কোমলহৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সম্মু

স্থিত হইয়া তিনি রাজাকে রাজ-বিরুদ্ধ তিরস্কারে জর্জ্জর রলেন। শেষে কহিলেন—"তুমি রাজাধিরাজ, তুচ্ছ রচারিকার সহিত কথা কহিবার তোমার প্রবৃত্তি বা হইবে ন ?"—বলিয়া যেমন তিনি রাজাকে শত শত ধিক্কার দিলেন, নি ধূর্ত্ত বিদূষকও বলিল,—"রাণি ! ও কথা বলিও না। তুমিও দিন পরিচারিকা ছিলে !" একে রাজার ব্যবহারে ইরাবতীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার উপর ক্রূর বিদূষকের এই মর্ম্মচ্ছেদিনী বোক্তি,—ইরাবতীর একপ্রকার সংজ্ঞা লোপ হইল। তিনি বকের এই তীব্র কশাঘাতে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—বে আর কেন ? যত খুসি, তোমরা বাক্যালাপ কর, আমি র কেন ?"—বলিয়াই রাজার শত অনুনয় উপেক্ষাপূর্ব্বক দয়া ইরাবতী চলিয়া গেলেন। তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। দিনে—তাঁহার নয়নের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গেল। তিনি লেন যে, তাঁহার মত নিঃস্ব জগতে আর দ্বিতীয় নাই, তিনি একগাছি তৃণ অপেক্ষাও লঘু,—দুর্ব্বল। তিনি প্লুত-নেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন,—দেখিলেন, ার কেহই নাই ! কোন অবলম্বনই নাই !

এইভাবে ইরাবতীকে বিসর্জ্জন দিয়া, অথবা ইরাবতী- অগ্নিমিত্রকে মালবিকা-মানস সরোবরে, ইরাবতীরই সমক্ষে ত করিয়া কবিকুলোত্তম কালিদাস মালবিকা-চিত্রের ভাগ (Background) অতি মনোরম করিয়া ছেন। আর সেই অনবদ্য আলেখ্যপটের মধ্যস্থলে বারে মালবিকার হৃদয়-সৌন্দর্য্যের একটির পর একটি , স্তরগুলি দেখাইতেছেন। এ অংশে তাঁহার অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

সেই নৃত্য-গীত পরীক্ষার পর হইতে মালবিকা, আশা নৈরাশ্য উভয়ের অধীন হইয়া, আচার্য্য-গৃহে সুদীর্ঘ -যামিনী কোন মতে অতিবাহিত করিতেছে। দিন আর র কাটে না। পাটরাণী ধারিণীর চরণে বেদনা, তিনি দোহদ তে পারিবেন না। তাঁহার নিজের উদ্যান-বাটিকায় শাকের দোহদ জন্য, তিনি, মালবিকাকে পাঠাইয়াছেন। বিকার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। অনন্ত ভালোবাসা।— স্থলে কালিদাসের শতমুখী কল্পনা যেন সহস্রমুখী হইয়া, বৃদ্ধ-প্রবৃদ্ধা কূল-প্লাবিনী তটিনীর ন্যায় সামাজিকবর্গের য় কানায় কানায় ভাসাইয়া ছুটিয়াছে। নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তিনী সেই বসন্তরমণীয়া উদ্যানবাটিকায় মালবিকা একাকিনী দোহদ করিতে আসিয়াছে। এতদিন আচার্য্য-গৃহে, জন-সমক্ষে প্রাণ ভরিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও সে ছাড়িতে পারে নাই, সতত সভয়ে, অতি কষ্টের সহিত, বুকের ব্যথা বুকেই চাপিয়া রাখিয়া সে কাল কাটাইয়াছে। আজ বড় নির্জ্জন স্থান সে পাইয়াছে। উপবনের সর্ব্বত্র বসন্তের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যামৃত ক্ষরিতেছে। যে দিকে চাও, নয়ন আর ফিরাইতে পারিবে না,—এমনই সুন্দর উদ্যানের মধ্যে মালবিকা বনদেবতার ন্যায়, ধীরে ধীরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহার চারিদিক্ স্নিগ্ধ, আনন্দময়, শুধু তাহার হৃদয়ই আজ নিরানন্দ। সে দিন মালবিকা, রাজার সম্মুখে যে আত্ম-নিবেদন করিয়া আসিয়াছে, তাহা তদবধি সর্ব্বদাই তাহার মনের মধ্যে জাগিতেছে। তাহাতে রাজা কি ভাবিলেন, কি করিলেন, কৈ ! এত দিনেও ত তাহার কোন সন্ধান দুঃখিনী জানিতে পারিল না। তাই একান্ত কাতর-চিত্তে, মালবিকা আপন মনে বলিতে লাগিল,—"কেন এমন দুঃসাহস করিলাম ? কেন আমি অজ্ঞাত-হৃদয় নরপতিকে আমার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেখাইলাম ? কেন অমন আত্মবিমূঢ় হইলাম ? বালা-জন-সুলভ লজ্জাবরণ উন্মোচন করিয়া কেন আমার হৃদয়ের গুপ্তরত্ন বিসর্জ্জন দিলাম ? সে দিন যে গান গাহিয়াছিলাম, আজ তাহা ভাবিলেও লজ্জা হয়। জানি না,—বিধাতা কতদিন আমাকে এইরূপ যন্ত্রণার সূচীশয্যায় ফেলিয়া রাখিবেন ?"—এইভাবে নানা চিন্তায়, মালবিকা এতই বিমনায়মানা হইয়াছিল যে, সে যে, কি জন্য উপবনে আসিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে।—নিজের নিকটে নিজেই জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"আমি কোথায় যাইতেছি ? কেন যাইতেছি ?" দুঃখিনী রাজনন্দিনী মালবিকা কোথায় যাইতেছে,—কেন যাইতেছে ?—কে বলিয়া দিবে ? শুধু মালবিকা নহে, সংসারে যাহারাই এইভাবে যায়, তাহারা কেহই জানে না যে,—কোথায় যায়, কেন যায় ? যাওয়ার শেষ নাই, যত যাও, পথ ক্রমেই দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম হইতে থাকে। এ পথের যারা যাত্রী, তাদের সারাজীবন চলিতেই হয়, পথ আর ফুরায় না। তাহারা যায়, কিন্তু জানে না যে, কোথায় যায় এবং কেন যায় ? আজ মালবিকাও তাই জানিতে পারে নাই যে, কোথায় যাইতেছে এবং কেন যাইতেছে ? কবির কবি কালিদাস, কি

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের দিগন্তোদ্ভাসিনী প্রভায় মালবিকাকে দীপ্তিমতী করিয়া সামাজিক-নয়নে প্রতিবিম্বিত করিলেন।

রাজা অগ্নিমিত্র বিদূষকের সহিত বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া। বকুলাবলিকা আসিয়াছে। মালবিকার পায়ে আল্‌তা ও নূপুর পরাইতে হইবে। বিদূষক পূর্ব্ব হইতেই বকুলাবলিকাকে হাত করিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে মালবিকার হৃদয়-নিহিত অগ্নিমিত্র-প্রীতির উৎসমুখ খুলিয়া দিতেছে,—দুইজনে ক্রমে কত কথা হইতেছে। আহি-তুণ্ডিকের বংশীস্বরে আকৃষ্ট হইয়া যেমন ভূগর্ভ-শায়িনী ভুজঙ্গীও ফণা উত্তোলনপূর্ব্বক নাচিতে নাচিতে আসিয়া ঐ বিষবৈদ্যের হস্তে ধরা দেয়, চতুরা ও বাগ্‌জাল-বিস্তার-পটীয়সী বকুলাবলিকার সাভিপ্রায় উক্তির আকর্ষণে মালবিকার হৃদয়বর্ত্তিনী অন্তঃসলিলা প্রণয়-প্রবাহিণীও তেমনই ক্রমে উচ্ছলিতবেগে বাহির হইতে লাগিল। অদূরবর্ত্তী রাজা সেই এক দিন নৃত্যমঞ্চে মালবিকাকে দেখিয়াছেন, ধারিণীর সমক্ষে সে সন্দর্শন-তুল্য। আজ জন-প্রচার-বর্জ্জিত উদ্যানে রাজা নিঃসঙ্কোচে মালবিকাকে দেখিতেছেন। সেদিন-কার এক মালবিকা, আর আজ এ আর এক মালবিকা। অদ্যকার মালবিকায় সে-দিনকার সে উল্লাস নাই, সে উৎসাহ নাই। অদ্যকার মালবিকা "পাণ্ডুর গণ্ডস্থলী," অদ্যকার মালবিকা বসন্তের "পরিণত-পত্রা" "কতিপয়কুসুমা কুন্দ-লতিকার" ন্যায় মলিন-কান্তি। সে দিনকার সেই অঙ্গসৌষ্ঠবোজ্জ্বলা মালবিকা অপেক্ষা অদ্যকার এই ম্লানমুখী কৃশাঙ্গী কাতর-নয়না মালবিকার বিষাদিনী মূর্ত্তি রাজার অধিকতর মনোহারিণী বলিয়া মনে হইতেছে; আর তাঁহার হৃদয়ের বিন্দু-সম্মিত প্রেম সিন্ধুতে পরিণত হইতেছে। যদি দোহদের পর, পাঁচ রাত্রির মধ্যে অশোকে ফুল দেখা দেয়, তবে ধারিণী মালবিকার অভিলাষ পূরণ করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি লইয়া মালবিকা দোহদ করিতে আসিয়াছে। এক একবার মালবিকা ভাবিতেছে, "সত্যিই যদি ফুল ফোটে, তবে ?—আমার অভিলাষ ? সে অভিলাষ যে আমি ছাড়া আর কেহই জানে না। সে যে বড় উচ্চাভিলাষ, তাহার কি পূরণ হইবে"—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে দুঃখিনী বিকারগ্রস্তাবৎ কত-ই-না প্রলাপ করিতেছে! আর যাঁহা জন্য এই প্রলাপ, এত কাতরতা—তিনি অদূরে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিতেছেন। তার পর—মালবিকা ও বকুলাবলিকা—দুই জনে সেই বিজন উদ্যানে বসিয়া হৃদয়ের কত গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিল। মালবিকার অভিলাষ পূরণে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বকুলাবলিকা প্রতিশ্রুত হইল। চতুর বিদূষকের ঔষধে বকুলাবলিকার দূতিয়ালী ক্রমেই ফুটিতে লাগিল! মালবিকা যখন বকুলাবলিকার হাত দুইখানি ধরিয়া সজল-নয়নে কহিল—'সখি! আমার এই ঘোর বিপদে যতটুকু পারিস, সহায়তা করিস্,'—তখন সে জবাব দিল, 'মালবিকে! তুমি জান না, বকুলের মালা যত বিমর্দ্দ করিবে, তাহার সৌরভ ততই বাড়িবে। আমি বকুলাবলিকা, আমাকে যত কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, আমার ক্ষমতাও ততই বৃদ্ধি পাইবে।'—এই একটি কথাতেই বকুলাবলিকা মালবিকার প্রাণটি তাহার হাতের মধ্যে করিয়া লইল। তার পর, নিমিষে, নিমিষে, যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে, সে প্রাণ বকুলাবলিকা ঘুরাইতে-ফিরাইতে লাগিল। রাজা অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে মালবিকার অনিন্দ্য-সুন্দর কলেবরের নৃত্য দেখিয়াছেন, এখন আবার তাহার অমর-প্রার্থনীয় প্রাণের নৃত্য দেখিলেন! বকুলাবলিকা বন-কুসুম-পল্লবে সেই নিসর্গসুন্দরীকে সাজাইয়া দিল। মালবিকা বনদেবীর ন্যায় দাঁড়াইয়া অশোককে পদাঘাত করিল। তাহার নূপুরারবে সমগ্র উদ্যানবাটিকা মুখরিত হইয়া উঠিল। এইভাবে দোহদ করিয়া বন-কুসুমভূষিতা মালবিকা যখন দাঁড়াইয়া আছে, তখন, সুযোগ বুঝিয়া, রাজা সম্মুখে গিয়া দেখা দিলেন। সবে রাজা তাঁহার প্রণয়যজ্ঞের স্বস্তি-বাচন আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার মধ্যেই বেগবতী ইরাবতী তথায় উপস্থিত হইয়া—স পণ্ড করিয়া দিলেন। অথবা "পণ্ড" কেন,—উভয়ে আকাঙ্ক্ষা-সাগরের স্তিমিত বক্ষে তুমুল তরঙ্গ তুলিয়া দিলেন ইরাবতীকৃত বাধায় রাজার মালবিকা-বিষয়া রতি লক্ষগুণ বৃদ্ধি পাইল।

ইরাবতী যখন, বিদূষকের বিষাক্ত বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যান, তখন রাজা তাঁহার অনেক স্তবস্তুতি করিলেন, পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন,—ইরাবতী তরস্বিনী কেশরিণীর ন্যায়, পা ঝাড়া দিয়া, রাজাকে ফেলিয়া দিয়া, রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ইরাবতীকে ভুলিবার—অন্ততঃ এই অবিনীত ব্যবহারের জন্য উপেক্ষা করিবার রাজার একটা মহা-সুযোগ উপস্থিত হইল। এক দিন যাঁহাকে, বিদিশেশ্বর দাসী হইতে মহিষীর পদে আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই রাজাধিরাজের প্রতি সেই-ই অবলার এই ব্যবহার! এত অবিনয়! রাজা ভাবিলেন, "বাঁচিলাম, আমি ইরাবতীকে ভুলিব।"—মালবিকার সৌভাগ্য-গগনে যে একটু কালো মেঘের রেখা ছিল, তাহা মিটিয়া গেল! কালিদাসের এই অনুপম চিত্রের আদর্শেই বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় "কৃষ্ণকান্তের উইলে"—অভিমানিনী ভ্রমরের পিত্রালয়-গমনে, গোবিন্দলালের ভ্রমরে বিরক্তি ও রোহিণীতে অতি-অনুরক্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি পর্য্যুৎসুকো রাজা প্রতীহারী চ :)

রাজা (আত্মগতম্)—তামাশ্রিত্য শ্রুতিপথগতামাশয়া বদ্ধমূলঃ
সংপ্রাপ্তায়াং নয়নবিষয়ং রূঢ়রাগপ্রবালঃ।
হস্তস্পর্শৈঃ কুসুমিত ইব ব্যক্তরোমোদ্গমত্বাৎ
কুর্য্যাৎ কান্তং মনসিজতরুর্মাং রসজ্ঞং ফলস্য ॥ ॥ ১ ॥

(প্রকাশম্.) সখে গৌতম !

প্রতী।— জেদু জেদু ভট্টা। অসণ্ণিহিদো গোদমো। ॥ ২ ॥

রাজা।— (আত্মগতম্) আঃ, মালবিকাবৃত্তান্তজ্ঞানায় ময়া প্রেষিতঃ। ॥ ৩ ॥

(প্রবিশ্য বিদূষকঃ)

বিদূ।— জেদু জেদু ভবম্। ॥ ৪ ॥

রাজা।— জয়সেনে ! জানীহি তাবৎ ক্বাসৌ দেবী ধারিণী সরুজচরণত্বাৎ ॥ ৫ ॥

প্রতী।— জং দেবো আণবেদি [ইতি নিষ্ক্রান্তা। ॥ ৬ ॥

রাজা।— গৌতম ! কো বৃত্তান্তস্তত্রভবত্যাস্তে সখ্যাঃ ॥ ৭ ॥

বিদূ।— জো বিড়ালগিহীদাএ পরহুদিআএ। ॥ ৮ ॥

রাজা।— (সবিষাদম্) কথমিব ? ॥ ৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জয়তু জয়তু ভর্ত্তা। অসন্নিহিতো গৌতমঃ ॥ ২ ॥

জয়তু জয়তু ভবান্ ॥ ৪ ॥

যৎ দেব আজ্ঞাপয়তি ॥ ৬ ॥

যো বিড়াল-গৃহীতায়াঃ পরভৃতিকায়াঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—(উৎকণ্ঠিত রাজা এবং প্রতীহারীর প্রবেশ)

রাজা।—(আত্মগত) যে দিন প্রথম তার (মালবিকার) নাম শুনিলাম,—সেই দিন হইতে কত আশায়, কত কল্পনায় আমার হৃদয়ে সে কন্দর্পরূপ তরু বদ্ধমূল হইয়াছিল, তার পর যেদিন প্রথম তাহাকে দেখিলাম, সেই দিন হইতে আবার অতিবর্দ্ধিত অনুরাগরূপ আরক্ত পল্লবগুচ্ছে যে তরু শোভিত হইয়া আসিতেছে, তার পর আবার যেদিন তাহার প্রথম করস্পর্শে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হওয়ায়, যে কন্দর্পতরু যেন কুসুমভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, হায়, কতদিনে আমি মদনরূপ সেই মনোজ্ঞ তরুর মনোহর ফলের কোমল-মধুর রসাস্বাদ করিতে পাইব ? (প্রকাশ্যে) সখে ! গৌতম !—॥ ১ ॥

প্রতীহারী।—ভর্ত্তার জয় হউক। গৌতম ত এখানে নাই ॥ ২ ॥

রাজা।—(আত্মগত) ও,—মনে পড়িয়াছে। মালবিকার ব্যাপার জানিবার জন্য আমিই তাহাকে পাঠাইয়াছি ॥৩॥

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ।—মহারাজের জয় হউক। ৪ ॥

রাজা।—জয়সেনে ! মহারাণী ধারিণী চরণের বেদনা-নিবন্ধন এখন কোথায় কালাতিপাত করিতেছেন—জানিতে পার ? ॥ ৫ ॥

প্রতী।—যে আজ্ঞা ; জানিয়া আসিতেছি। (নিষ্ক্রান্তা) ॥৬॥

রাজা।—গৌতম। তোমার সেই সম্মানভাজন সখীর অবস্থা এখন কেমন ? ॥ ৭ ॥

বিদূ।—আবার কি ? মার্জ্জারগৃহীতা কোকিলার যে অবস্থা ঘটে, ঠিক তাই ॥ ৮ ॥

রাজা।—(বিষণ্ণকণ্ঠে) সে কি ? ॥ ৯ ॥

বিদূ।—	সা ক্খু তবস্সিনী তাএ পিঙ্গলক্খীএ সারভণ্ডগেহে পরিক্খিত্তা।	॥ ১০ ॥
রাজা।—	নম্নু মৎসম্পর্কমুপলভ্য ?	॥ ১১ ॥
বিদূ।—	অধইং ?	॥ ১২ ॥
রাজা।—	ক এবং বিমুখোঽস্মাকং যেন চণ্ডীকৃতা দেবী ?	॥ ১৩ ॥
বিদূ।—	সুণাহু ভবং। পরিব্বাজিআ মে কহেদি। হিও কিল তত্তভোদী ইরাবতী রুজা-অন্তচলণাং দেবীং সুহং পুচ্ছিদুং আঅদা।	॥ ১৪ ॥
রাজা।—	ততস্ততঃ ?	॥ ১৫ ॥
বিদূ।—	তদো সা দেবীএ পুচ্ছিদা। কিংণু অবলোইদো বল্লহজণোত্তি। তাএ উত্তং। মন্দো বো উবআরো। জং পরিজণে সংকন্তং বল্লহত্তণং ণ জাণীয়দি।	॥ ১৬ ॥
রাজা।—	অহো নির্ব্বেদাদৃতেঽপি মালবিকায়াময়মুপন্যাসঃ শঙ্কয়তি।	॥ ১৭ ॥
বিদূ।—	তদো তাএ অণুবন্ধিজ্জমাণাএ সা ভবদো অবিণঅং অন্তরেণ পরিগদত্থা কিদা।	॥ ১৮ ॥
রাজা।—	অহো দীর্ঘরোষতা তত্রভবত্যাঃ। অতঃ পরং কথয়।	॥ ১৯ ॥
বিদূ।—	কিং অবরং। মালবিআ বউলাবলিআ অ ণিগলপদীও অদিট্ঠসুজ্জপায়ং পাআলবাসং ণাগকণ্ণআ বিঅ অণুহবন্তি।	॥ ২০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সা খলু তপস্বিনী তয়া পিঙ্গলাক্ষ্যা সারভাণ্ড-গৃহে পরিক্ষিপ্তা ॥ ১০ ॥

অথ কি ॥ ১২ ॥

শৃণোতু ভবান্। পরিব্রাজিকা মে কথয়তি। হ্যঃ কিল তত্রভবতী ইরাবতী রুজাক্রান্তচরণাং দেবীং সুখং প্রষ্টুম্ আগতা ॥ ১৪ ॥

ততঃ সা দেব্যা পৃষ্টা। কিং নু অবলোকিতঃ বল্লভজন ইতি। তয়া উক্তং—"মন্দো ব উপচারঃ। যৎ পরিজনে সংক্রান্তং বল্লভত্বং ন জ্ঞায়তে" ॥ ১৬ ॥

ততস্তয়া অনুবধ্যমানয়া সা ভবতোঽবিনয়ম্ অন্তরেণ পরিগতার্থা কৃতা ॥ ১৮ ॥

কিম্ অপরম্। মালবিকা বকুলাবলিকা চ নিগড়-পদ্যৌ অদৃষ্টসূর্য্য-পাদং পাতালবাসং নাগকন্যকে ইব অনুভবতঃ ॥২০ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূ।—আহা! সেই অনাথা মালবিকা ঐ কপিল-চোখো নারীটা কর্ত্তৃক সারভাণ্ড-গৃহে আবদ্ধ হইয়াছে ॥ ১০ ॥

রাজা।—কেন? আমার গন্ধ কেউ জান্তে পেরেছে না কি? ॥ ১১ ॥

বিদূ।—নিশ্চয় ॥ ১২ ॥

রাজা।—আমাদের কে এমন শত্রু? যে দেবীকে চটাইল? ॥১৩॥

বিদূ।—তবে শোন। পরিব্রাজিকা বলিলেন,—যে, কাল ইরাবতী, ধারিণীর পায়ের বেদনা কেমন, জানিতে তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

রাজা। তার পর? ॥ ১৫ ॥

বিদূ। তার পর দেবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রিয়-জনের সন্দর্শন ঘটিয়াছে ত? উত্তরে ইরাবতী কহিলেন,—"আমার এ গৌরব বাড়ানো কেন? যেহেতু—প্রিয়জনের প্রিয়ত্ব যদি কোন পরিজনে নিহিত হয়, তবে কি তাহা আর জানা যায়, না সেই প্রিয়জনকে কি আর দেখা যায়?" ॥ ১৬ ॥

রাজা।—তাই ত! কিছু না ভাঙ্গিলেও, এ সব কথাবার্ত্তায় যে মালবিকার ব্যাপারই আশঙ্কিত হইতেছে ॥ ১৭ ॥

বিদূ।—তার পর দেবীর জিদাজিদিতে ক্রমে তোমার সব কীর্ত্তিকাহিনীই ইরাবতী প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

রাজা।—উঃ! দেবীর (ইরাবতীর) ক্রোধ কি দীর্ঘকাল-স্থায়ী! তার পর বল ॥ ১৯ ॥

বিদূ।—আবার কি? মালবিকা ও বকুলাবলিকা এখন নিগড়বদ্ধ-চরণে ও অসূর্য্যম্পশ্যা অবস্থায় নাগকন্যাদের ন্যায় পাতাল-গৃহে বাস করিতেছে ॥ ২০ ॥

রাজা।— কষ্টং কষ্টম্—মধুরস্বরা পরভৃতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধচূতসঙ্গিন্যৌ।
কোটরমকালবৃষ্ট্যা প্রবলপুরোবাতয়া গমিতে॥
অপ্যত্র কস্যচিদুপক্রমস্য গতিঃ স্যাৎ? ॥ ২১ ॥

বিদূ।— কহং ভবিস্সদি? জং সারভাণ্ডগিহব্বাবারিদা মাহবিআ দেবীএ সংদিট্ঠা। মম অঙ্গুলীঅমুদ্দিঅং অদেক্খিঅ ণ মোত্তব্বা তুএ হদাসা মালবিআ বউলাবলিআ অত্তি ॥ ২২ ॥

রাজা।— (নিশ্বস্য) সখে! কিমত্র কর্ত্তব্যম্? ॥ ২৩ ॥

বিদূ।— (বিচিন্ত্য) অত্থি এত্থ উবাও। ॥ ২৪ ॥

রাজা।— ক ইব? ॥ ২৫ ॥

বিদূ।— (সদৃষ্টিক্ষেপম্) কোবি অদিট্ঠো সুণিস্সদি। কণ্ণে দে কহেমি। (উপশ্লিষ্য কর্ণে) এব্বং বিঅ। (ইত্যাবেদয়তি)। ॥ ২৬ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্।) অনুষ্ঠেয়ং প্রযুজ্যতাং সিদ্ধয়ে। ॥ ২৭ ॥

(প্রবিশ্য প্রতীহারী।)

প্রতী।— দেব! পবাদসঅণে দেবী ণিসণ্ণা। রত্তচন্দণধারিণা পরিঅণহত্থগদেণ চন্দণেণ ভঅবদীএ কহাহিং বিনোদীঅমাণা চিট্ঠদি। ॥ ২৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কথং ভবিষ্যতি। যৎ সারভাণ্ডগৃহব্যাপৃতা মাধবিকা দেব্যা সন্দিষ্টা, মম অঙ্গুলীয়কমুদ্রামদৃষ্ট্বা ন মোক্তব্যা মালবিকা বকুলাবলিকা চ ইতি॥ ২ ॥

অস্ত্যত্র উপায়ঃ॥ ২৪ ॥

(সদৃষ্টিক্ষেপম্) কোঽপ্যদৃষ্টঃ শ্রোষ্যতি, কর্ণে তে কথয়িষ্যামি। এবমিব॥ ২৬ ॥

দেব! প্রবাতশয়নে দেবী নিষণ্ণা রক্তচন্দনধারিণা পরিজনহস্তগতেন চন্দনেন ভগবত্যা কথাভিঃ বিনোদ্যমানা তিষ্ঠতি॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—উঃ, কি কষ্ট? কি কষ্ট! মধুরকণ্ঠী কোকিলা ও ভ্রমরী প্রফুল্লরসালমুকুলে কেলি করিতেছিল, এমন সময়ে কোথা হইতে প্রতিকুল-বায়ুর সহযোগে অকালবৃষ্টি আসিয়া তাহাদিগকে তরুকোটরে প্রবেশ করাইয়া দিল!—সখে! এখন এর কি কোনো একটা বিহিত হয় না? ২১॥

বিদূ।—কি বিহিত আর হবে? কেন না—সারভাণ্ডগৃহের দ্বারপালিকা মাধবিকাকে দেবী আদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহার অঙ্গুরীতে যে মুদ্রা খচিত আছে, সেই মুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরী না দেখা পর্য্যন্ত যেন ঐ দুই হতভাগিনী—মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে মুক্ত করা না হয়। অর্থাৎ দেবী ঐ পাতালগৃহের দ্বার নিজের অঙ্গুরীর দ্বারা "সিল" করিয়া রাখিয়াছেন।—যত বেলা ঐ "সিল" না পাইবে, তত বেলা যেন দ্বারপালিকা দ্বার উন্মোচন না করে॥ ২২ ॥

রাজা।—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) সখে! উপায়? ॥ ২৩ ॥

বিদূ।—(চিন্তাপূর্ব্বক) আছে উপায়॥ ২৪ ॥

রাজা।—কি? ॥ ২৫ ॥

বিদূ।—(চারিদিকে চেয়ে) কোথায় কে আছে, হয় ত শুনে বস্‌বে শেষে। তোমার কানে কানে বল্‌বো। (রাজাকে জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে)—এ-ই, বুঝ্‌লে? (উপায়-কথন।) ॥ ২৬ ॥

রাজা।—তা' হ'লে যেটা কর্ত্তব্য, সত্বর সিদ্ধির জন্য তাহা করিয়া ফেলাই ভাল॥ ২৭ ॥

(প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতী।—দেব! দেবী এখন একটু বাতাসে শুইয়া আছেন পরিব্রাজিকা আসিয়াছেন—ও রক্তচন্দনমিশ্রিত বারি এবং পরিজন-হস্তে গন্ধানুলেপনাদি আনিয়া দেবীকে—চর্চ্চিত করাইতে করাইতে—নানা প্রকার গল্প-গুজব আনমনা রাখিয়াছেন॥ ২৮ ॥

রাজা।— তস্মাদস্মৎপ্রয়াণযোগ্যোঽয়মবসরঃ। ॥ ২৯ ॥

বিদূ।— ভো গচ্ছদু ভবম্। অহংপি দেবীং পেক্‌খিদুং অরিত্তপাণী হুবিস্‌সম্। ॥ ৩০ ॥

রাজা।— জয়সেনায়াস্তাবৎ অস্মদ্রহস্যং সংবিদিতং কুরু। ॥ ৩১ ॥

বিদূ।— তহা (কর্ণে) এব্বং বিঅ ভোদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ৩২ ॥

রাজা।— জয়সেনে! প্রবাতশয়নমার্গমাদেশয়। ॥ ৩৩ ॥

প্রতী।— ইদো ইদো দেবো। ॥ ৩৪ ॥

(ততঃ প্রবিশতি শয়নস্থা দেবী পরিব্রাজিকা বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

দেবী।— ভঅবদি! রমণীআ কহা। তদো তদো? ॥ ৩৫ ॥

পরি।— (সদৃষ্টিক্ষেপম্) অতঃ পরং পুনঃ কথয়িষ্যামি, অত্রভবান্ বিদিশেশ্বরঃ প্রাপ্তঃ। ॥ ৩৬ ॥

দেবী।— অম্মো ভট্টা! (ইত্যুত্থাতুমিচ্ছতি।) ॥ ৩৭ ॥

রাজা।— অলমলমুপচারযন্ত্রণয়া। ॥ ৩৮ ॥

অনুচিতনূপুরবিরহং নার্হসি তপনীয়পীঠিকালম্বি।
চরণং রুজাপরীতং কলভাষিণি! মাং চ পীড়য়িতুম্॥ ॥ ৩৯ ॥

ধারি জেদু জেদু অজ্জউত্তো। ॥ ৪০ ॥

পরি।— বিজয়তাং দেবঃ। ॥ ৪১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভোঃ! গচ্ছতু ভবান্। অহমপি দেবীং প্রেক্ষিতুম্ অরিক্তপাণির্ভবিষ্যামি ॥ ৩০ ॥

তথা। এবমিব ভবতি ॥ ৩২ ॥
ইত ইতো দেবঃ ॥ ৩৪ ॥
ভগবতি! রমণীয়া কথা। ততস্ততঃ? ॥ ৩৫ ॥
অহো ভর্ত্তা! ॥ ৩৭ ॥
জয়তু জয়তু আর্য্যপুত্রঃ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—তা' হ'লে আমাদের উপস্থিত হওয়ার এই-ই ত ঠিক অবসর ॥ ২৯ ॥

বিদূ।—বয়স্য! তুমি যাও। আমিও কিছু একটা হাতে লইবার মত যোগাড় করি। শুধু হাতে দেবীকে দেখিব না ॥ ৩০ ॥

রাজা।—জয়সেনাকে আমাদের গোপন-কথাটা ব'লে ফেলাই ভাল ॥ ৩১ ॥

বিদূ।—ঠিক্। (কানে কানে) বুঝলে?—ব্যাপারটা এই ॥ ৩২ ॥ (নিষ্ক্রান্ত।)

রাজা।—জয়সেনে! দেবীর প্রবাত-শয্যাস্থলের পথ কৈ? ॥ ৩৩

প্রতী।—এই দিকে, মহারাজ! ॥ ৩৪ ॥

(শয্যাশায়িনী দেবী, পরিব্রাজিকা ও যথাযোগ্য পরিজনের প্রবেশ।)

দেবী।—ভগবতি! বড়ই রসময়ী কথা ত! তা'র পর, তা'র পর? ॥ ৩৫ ॥

পরি।—(সদৃষ্টিক্ষেপে) এ'র পরের অংশ অন্য সময়ে বলিব। এই যে বিদিশেশ্বর আসিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

দেবী।—কি? ভর্ত্তা! (উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার চেষ্টা) ॥ ৩৭ ॥

রাজা।—থাক্, থাক্! এখন আর আমাকে সম্ভ্রম দেখাইতে গিয়া যন্ত্রণাভোগের দরকার নাই।—মঞ্জুভাষিণি! যে চরণ কোনো দিন নূপুর বিরহভোগ করে নাই, আজ তাহা নূপুরশূন্য! বেদনায় ক্লিষ্ট! সুন্দরি! কাঞ্চন-পাদ-পীঠে আশ্রিত—ও চরণকে উঠাইয়া আর কষ্ট দিও না। উহাতে শুধু তোমার চরণ নহে, আমিও নিতান্ত ব্যথিত হইব ॥ ৩৮-৩৯ ॥

ধারিণী।—আর্য্যপুত্রের জয় হউক ॥ ৪০ ॥

পরি।—মহারাজের জয় হউক ॥ ৪১ ॥

রাজা — (পরিব্রাজিকাং প্রণম্যোপবিশ্য চ) দেবি ! অপি সহ্যা বেদনা ? ॥ ৪২ ॥

ধারি ।— অজ্জ অত্থি মে বিসেসো । ॥ ৪৩ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যজ্ঞোপবীতসংবীতাঙ্গুষ্ঠঃ সংভ্রান্তো বিদূষকঃ ।)

বিদূ ।— পরিত্তাঅদু পরিত্তাঅদু ভবম্ । সপ্পেণ ম্হি দট্টো । ॥ ৪৪ ॥

(সর্ব্বে বিষণ্ণাঃ ।)

রাজা ।— কষ্টং কষ্টম্ । ক্ব ভবান্ পরিভ্রান্তঃ । ॥ ৪৫ ॥

বিদূ — দেবীং দেক্‌খিস্‌সংত্তি আআরপুপ্পকারণাদো পমদবণং গদোম্হি । ॥ ৪৬ ॥

ধারি ।— হদ্ধী হদ্ধী ! অহং জ্জেব্ব জীবিদসংসঅণিমিত্তং জাদা বম্হণস্‌স । ॥ ৪৭ ॥

বিদূ ।— তহিং অসোঅত্থবঅকারণাদো পসারিদো দক্‌খিণহত্থো । তদো কোডরবিণিগ্‌গদেণ সপ্পরূবিণা কালেণ দংসিদোম্হি ! ণং এদাণি দুবে দংসণপদাণি । [ইতি দর্শয়তি ॥ ৪৮ ॥

পরি ।— তেন হি দংশচ্ছেদঃ পূর্ব্বকর্ম্মেতি শ্রূয়তে । স তাবদস্য ক্রিয়তাম্ ।

ছেদো দংশস্য দাহো বা ক্ষতস্য রক্তমোক্ষণম্ ।
এতানি দষ্টমাত্রাণামায়ুষ্যাঃ প্রতিপত্তয়ঃ ॥ ॥ ৪৯ ॥

রাজা ।— সংপ্রতি বিষবৈদ্যানাং কর্ম্ম । জয়সেনে ! ধ্রুবসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রমাহূয়তাম্ । ॥ ৫০ ॥

প্রতী ।— জং দেবো আণবেদি । [ইতি নিষ্ক্রান্তা ॥ ৫১ ॥

বিদূ ॥— অহো পাবেণ মিচ্চুণা গিহীদোম্হি ॥ ॥ ৫২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ

-অদ্য অস্তি মে বিশেষঃ ॥ ৪৩ ॥

পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং ভবান্ । সর্পেণাস্মি দষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥

দেবীং দ্রক্ষ্যামীতি আচারপুষ্পকারণাৎ প্রমদবনং গতোঽস্মি ॥ ৪৬ ॥

হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! অহমেব জীবিতসংশয়নিমিত্তং জাতাস্মি ব্রাহ্মণস্য ॥ ৪৭ ॥

তত্র অশোকস্তবককারণাৎ প্রসারিতঃ দক্ষিণহস্তঃ । ততঃ কোটর-বিনির্গতেন সর্পরূপিণা কালেন দষ্টোঽস্মি ননু এতে দ্বে দংশনপদে ॥ ৪৮ ॥

যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি ॥ ৫১ ॥

অহো ! পাপেন মৃত্যুনা গৃহীতোঽস্মি ॥ ৫২ ॥

বঙ্গার্থ ।—রাজা ।—(পরিব্রাজিকাকে প্রণামান্তর উপবেশন করিয়া) দেবি ! বেদনা সহ্য করিতে পারিতেছ ত ? ॥ ৪২ ॥

ধারিণী ।—এখন একটু ভালো আছি ॥ ৪৩ ।

(যজ্ঞোপবীতের দ্বারা দৃঢ়-সংবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি ধরিয়া ত্রস্তভাবে বিদূষকের প্রবেশ ।

বিদূ ।—রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও প্রভো ! আমাকে সর্পে দংশন করিয়াছে । (সকলের মুখ শুকাইয়া গেল ।) ॥ ৪৪ ॥

রাজা ।—কি কষ্ট ! কোথাও তুমি ঘুরছিলে ? ॥ ৪৫ ॥

বিদূ ।—দেবীকে রিক্তহস্তে দেখতে নাই, তাই ফুল তুলিবার জন্য প্রমদবনে গিয়াছিলাম ॥ ৪৬ ॥

ধারিণী ।—হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! আমিই শেষকালে ব্রাহ্মণে[র] জীবন-নাশের কারণ হইলাম ? ॥ ৪৭ ॥

বিদূ ।—সেই প্রমদ-বনে অশোকের স্তবক তুলিতে যেমন ডা[ন] হাতখানা বাড়াইয়াছি, আর অমনি কোটর হইতে বাহির হইয়া সর্পরূপী সাক্ষাৎ কাল আমায় দংশন করিল এই দেখ, দু'টো দাঁতের চিহ্ন ॥ ৪৮ ॥ (দেখাইল ।)

পরি ।—দষ্টস্থানের হয় ছেদ, না হয় অগ্নিতে দাহন অ[থবা] ক্ষতস্থান হইতে রক্ত-মোক্ষণ ;—দংশনমাত্রেই দষ্টব্যক্তি[র] প্রাণরক্ষার এই কয়টি উপায় আছে ॥ ৪৯ ॥

রাজা ।—যা'হোক্, এখনই বিষবৈদ্যদিগের প্রয়োজ[ন] । জয়সেনে ! সত্বর ধ্রুবসিদ্ধিকে ডাকিয়া আন ॥ ৫০ ॥

প্রতী ।—যে আজ্ঞা । (নিষ্ক্রান্ত) ॥ ৫১ ॥

বিদূ ।—হায় ! পাপ মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিল ? ॥ ৫[২ ॥]

রাজা ।—	মা কাতরো ভূঃ। অবিষোঽপি কদাচিদ্দংশো ভবেৎ।	॥ ৫৩ ॥
বিদূ ।—	কহং ণ ভাইস্সং। সিমসিমায়ন্তি মে অঙ্গাইং। [ইতি বিষবেগং রূপয়তি	॥ ৫৪ ॥
ধারি ।—	হা হা দংসিদং বিআরেণ। অবলম্বধ বম্হণম্।	॥ ৫৫ ॥
	(পরিব্রাজিকা সসংভ্রমমবলম্বতে)	
বিদূ ।—	(রাজানমবলোক্য) ভো বালপিঅবঅস্সোম্হি তুএ। অবিআরেণ অপুত্তাএ জণণীএ জোগক্খেমং বহেহি।	॥ ৫৬ ॥
রাজা ।—	মা ভৈষীঃ। অচিরাৎ ত্বাং বৈদ্যশ্চিকিৎসিষ্যতি, স্থিরো ভব।	॥ ৫৭ ॥
জয় ।—	(প্রবিশ্য) দেব! আণ্ণবিদো ধুবসিদ্ধী বিণ্ণবেদি। ইহ জ্জেব গোদমো আণীয়দুত্তি	॥ ৫৮ ॥
রাজা ।—	তেন হি বর্ষবর-প্রতিগৃহীতমেনং অত্রভবতঃ সকাশং প্রাপয়।	॥ ৫৯ ॥
জয় ।—	তহা।	॥ ৬০ ॥
বিদূ ।—	(দেবীং বিলোক্য) ভোদি! জীবেতাং ণ বা জং মএ অত্তভবন্তং সেবামাণেণ দে অবরদ্ধং তং মরিসেহি॥	॥ ৬১ ॥
ধারি ।—	দীহাউসো হোহি। [নিষ্ক্রান্তো বিদূষকঃ প্রতীহারী চ	॥ ৬২ ॥
রাজা ।—	প্রকৃতিভীরুস্তপস্বী ধ্রুবসিদ্ধেরপি যথার্থনাম্নঃ সিদ্ধিং ন মন্যতে।	॥ ৬৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কথং ন ভেষ্যামি। সিম্‌সিমায়ন্তে মে অঙ্গানি ॥ ৫৪ ॥

হা হা! দর্শিতং বিকারেণ। অবলম্বধ্বং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫৫ ॥

ভোঃ! বালপ্রিয়বয়স্যোঽস্মি তব। অবিচারেণ অপুত্রায়াঃ জনন্যাঃ যোগক্ষেমং বহ ॥ ৫৬ ॥

দেব! আজ্ঞাপিতো ধ্রুবসিদ্ধির্বিজ্ঞাপয়তি ইহৈব গৌতমঃ আনীয়তাম্ ॥ ৫৮ ॥

তথা ॥ ৬০ ॥

ভবতি! জীবেয়ং ন বা। যন্ময়া অত্রভবন্তং সেবমানেন তে অপরাদ্ধং তন্মৃষ্যস্ব ॥ ৬১ ॥

দীর্ঘায়ুর্ভব ॥ ৬১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—কাতর হইও না। কখনো কখনো বিষশূন্য দংশনও হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

বিদূ।—কেন কাতর হবো না, কেন ভয় পাবো না? আমার সর্ব্বাঙ্গ যে ঝিম্ ঝি করছে ॥ ৫৪ ॥

(বিষের জ্বালার অনুভবাভিনয়।)

ধারি।—আহা!) এইবার বিষজনিত বিকারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে! ব্রাহ্মণকে তোমরা ধর, ধর ॥ ৫৫ ॥

তাড়াতাড়ি পরিব্রাজিকা ধরিলেন।)

বিদূ।—(রাজার দিকে চেয়ে) ওগো! বাল্যকাল হইতে আমি তোমার প্রিয় বয়স্য! আর কি বল্‌বো? অবিচারিত হৃদয়ে আমার অপুত্রা জননীর ভার বহন করিও ॥ ৫৬ ॥

রাজা।—অত ভয় পেয়ো না। এখনই বৈদ্য তোমাকে চিকিৎসা করিবেন। একটু স্থির হও ॥ ৫৭ ॥

জয়।—আপনার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুবসিদ্ধি, গৌতমকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন ॥ ৫৮ ॥

রাজা।—তা'হলে বর্ষবর, (খোজা)-দের দ্বারা ধরাধরি করিয়া গৌতমকে তথায় লইয়া যাও ॥ ৫৯ ॥

প্রতী।—আচ্ছা, তাই করিতেছি ॥ ৬০ ॥

বিদূ।—(দেবীর দিকে চাহিয়া) রাজ্ঞি! বাচবো কি না, ঠিক নাই। আমার এই প্রিয় বয়স্যকে সেবা করিতে গিয়া কত সময় আপনার কাছে কত অপরাধ করিয়াছি। সে সব কথা ক্ষমা করিবেন ॥ ৬১ ॥

ধারিণী।—ভয় নাই। দীর্ঘায়ু হও ॥ ৬২ ॥

(বিদূষককে লইয়া প্রতীহারীর প্রস্থান।

রাজা।—হতভাগ্য ব্রাহ্মণ স্বভাবতই ভীরু। তা না হ'লে—"ধ্রুব-সিদ্ধি"—এই সার্থকনামা বৈদ্যের চিকিৎসায় যে সিদ্ধি নিশ্চিত, তা' মান্‌তে চায় না! ॥ ৬৩ ॥

(প্রবিশ্য জয়সেনা)

জয়।— জেদু জেদু ভট্টা। ধুবসিদ্ধি বিগ্নবেদি। উদকুম্ভবিধাণেণ সপ্পমুদ্দিআ কপ্পিদব্বা। তা অণ্ণেসীঅদুত্তি। ॥ ৬৪ ॥

ধারি।— এদং সপ্পমুদ্দিঅং অঙ্গুলীঅঅম্। পচ্ছা মহ হত্থে দেই ণম্ (ইত্যঙ্গুরীয়কং দদাতি) ॥ ৬৫ ॥

[প্রতীহারী গৃহীত্বা প্রস্থিতা।

রাজা।— জয়সেনে! কর্ম্মসিদ্ধাবাশু প্রতিপত্তিমানয়। ॥ ৬৬ ॥

জয়।— জং দেবো আণবেদি। [নিষ্ক্রান্তা জয়সেনা অঙ্গুরীয়কেণ সহ ॥ ৬৭ ॥

পরি।— যথা হৃদয়মাচষ্টে তথা নির্ব্বিষো গৌতমঃ। ॥ ৬৮ ॥

রাজা।— ভূয়াদেবম্। ॥ ৬৯ ॥

(প্রবিশ্য জয়সেনা)

জয়।— জেদু জেদু ভট্টা। নিব্বুত্তবিষবেগো গোদমো মুহুত্তেণ পকিদিত্থো সংবুত্তো। ॥ ৭০ ॥

ধারি।— দিট্‌ঠিআ বচণীআদো মুত্তম্হি। ॥ ৭১ ॥

প্রতী।— এসো উণ বাহতও অমচ্চো বিগ্নবেদি রাঅকজ্জং বহু মন্তিদব্বম্ দংসণেণ অণুগ্গহং ইচ্ছামিত্তি। ॥ ৭২ ॥

ধারি।— গচ্ছদু অজ্জউত্তো কজ্জসিদ্ধীএ। ॥ ৭৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জয়তু জয়তু ভর্ত্তা। ধ্রুবসিদ্ধি-র্বিজ্ঞাপয়তি উদকুম্ভবিধানেন সর্পমুদ্রিকা কল্পয়িতব্যা। তদন্বিষ্যতামিতি ॥ ৬৪ ॥

এতৎ সর্পমুদ্রিকং অঙ্গুরীয়কম্। পশ্চাৎ মম হস্তে দেহি এনম্ ॥ ৬৫ ॥

যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি ॥ ৬৭ ॥

জয়তু জয়তু দেবঃ। নিবৃত্তবিষবেগো গৌতমঃ মুহূর্ত্তেন প্রকৃতিস্থঃ সংবৃত্তঃ ॥ ৭০ ॥

দিষ্ট্যা বচনীয়ান্মুক্তাস্মি ॥ ৭১ ॥

এষঃ পুনঃ বাহতকঃ অমাত্যঃ বিজ্ঞাপয়তি—"রাজকার্য্যং বহু মন্ত্রয়িতব্যম্। দর্শনেন অনুগ্রহম্ ইচ্ছামি" ॥ ৭২ ॥

গচ্ছতু আর্য্যপুত্রঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৭৩ ॥

বঙ্গার্থ।— (জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—দেব! ধ্রুবসিদ্ধি বল্লেন যে, উদক-কুম্ভ-বিধান করিতে হইবে, কিন্তু তাহা করিতে হইলে সর্পমুদ্রার প্রয়োজন। অতএব তাহার অনুসন্ধান করা হউক ॥ ৬৪ ॥

ধারি।—এই যে আমার অঙ্গুরীয়কে সর্পমুদ্রা খচিত আছে। এইটা লও। পরে আবার আমারই হাতে ফিরাইয়া দিও ॥ ৬৫ ॥

রাজা।—জয়সেনে! প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া মাত্রেই এই অঙ্গুরীয়ক দেবীকে আনিয়া দিও ॥ ৬৬ ॥

জয়।—যে আজ্ঞা মহারাজ! ॥ ৬৭ ॥

(দেবীর অঙ্গুরীয়ক লইয়া জয়সেনার প্রস্থান।

পরি।—মন যেরূপ বল্‌ছে, তা'তে গৌতম এত বেলা, হয় ত, বিষশূন্য হইয়া থাকিবে ॥ ৬৮ ॥

রাজা।—তাই হোক্, তাই হোক্ ॥ ৬৯ ॥

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ! গৌতমের বিষের বেগ নিবৃত্ত হইয়াছে। আর মুহূর্ত্ত-মধ্যেই সে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিবে ॥ ৭০ ॥

ধারিণী।—বাঁচা গেল! একটা মস্ত নিন্দার হাত হইতে ত্রাণ পাইলাম ॥ ৭১ ॥

প্রতীহারী।—অমাত্য বাহতক বলিতেছেন—"অনেক রাজ-কার্য্যের আলোচনা আবশ্যক। একবার দর্শনরূপ অনুগ্রহ ইচ্ছা করিতেছি" ॥ ৭২ ॥

ধারিণী।—আর্য্যপুত্র! কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত গমন করুন ॥ ৭৩ ॥

।—	দেবি। আতপাক্রান্তোহয়মুদ্দেশঃ। শীতক্রিয়া চাস্থা রুজঃ প্রশস্তা। তদন্যত্র নীয়তাং শয়নীয়ম্।	॥ ৭৪ ॥
ধারি।—	বালিয়াও। অজ্জউত্তবঅণং অণুচিট্‌ঠধ।	॥ ৭৫ ॥
পরিজনঃ।—	তহা [নিষ্ক্রান্তা দেবী, পরিব্রাজিকা পরিজনশ্চ।	॥ ৭৬ ॥
রাজা।—	জয়সেনে। গূঢ়েন পথা প্রমদবনং প্রাপয়।	॥ ৭৭ ॥
জয়।—	এদু এদু দেবো।	॥ ৭৮ ॥
রাজা।—	জয়সেনে। নমু সমাপ্তকাম্যো গৌতমঃ?	॥ ৭৯ ॥
জয়।—	অধইম্।	॥ ৮০ ॥
রাজা।—	ইষ্টাধিগমনিমিত্তং প্রয়োগমেকান্তসাধ্যমপি মত্বা। সন্দিগ্ধমেব সিদ্ধৌ কাতরমাশঙ্কতে হৃদয়ম্॥	॥ ৮১ ॥
	(প্রবিশ্য বিদূষকঃ)	
বিদূ।—	জেদু জেদু ভবম্। সিদ্ধাণি দে মঙ্গলকম্মাণি।	॥ ৮২ ॥
রাজা।—	জয়সেনে। ত্বমপি নিয়োগমশূন্যং কুরু।	॥ ৮৩ ॥
জয়।—	জং দেবো আণ্ণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।	॥ ৮৪ ॥
রাজা।—	গৌতম। ক্ষুদ্রা মাধবিকা, ন খলু কিঞ্চিদ্বিচারিতমনয়া?	॥ ৮৫ ॥
বিদূ।—	দেবীএ অঙ্গুলীঅমুদ্দিঅং দেকৃখিঅ কহং বিআরেদি।	॥ ৮৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—বালিকাঃ! আর্য্যপুত্রবচনমনুতিষ্ঠত ॥ ৭৫ ॥

তথা ॥ ৭৬ ॥

ইত ইতো দেবঃ ॥ ৭৮ ॥

অথ কিম্? ॥ ৮০ ॥

জয়তু জয়তু ভবান্। সিদ্ধানি তে মঙ্গলকর্ম্মাণি ॥ ৮২ ॥

যৎ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি ॥ ৮৪ ॥

দেব্যা অঙ্গুলীয়কমুদ্রাং দৃষ্ট্বা কথং বিচারয়তি? ॥ ৮৬ ॥

অর্থ।—রাজা।—দেবি! এই স্থানটায় একটু তাপ অনুভূত হইতেছে। অথচ তোমার এই অসুখে শৈত্যই প্রশস্ত! অতএব তোমার শয্যা অন্যত্র নেওয়াই সঙ্গত ॥ ৭৪ ॥

ধারি।—বালিকাগণ! আর্য্যপুত্রের কথামত কাজ কর ॥ ৭৫ ॥

পরিজন। হাঁ তাহাই ॥ ৭৬ ॥

(দেবী, পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গও নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

রাজা।—জয়সেনে! গুপ্ত পথ দিয়া প্রমদ-বনে লইয়া চল ত ॥ ৭৭ ॥

জয়।—এই দিকে, এই দিকে দেব! ॥ ৭৮ ॥

রাজা।—জয়সেনে! গৌতমের মতলব সিদ্ধ হইয়াছে ত? ॥ ৭৯ ॥

জয়।—নিশ্চয়! ॥ ৮০ ॥

রাজা।—প্রিয়বস্তু লাভের নিমিত্ত উপায় সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে,—জানিতেছি, তবুও, তাহাকে পাই-কি-না-পাই সন্দেহে হৃদয় সততই শঙ্কিত ও কাতর হইতেছে ॥ ৮১ ॥

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ।—দেব! তোমার জয় জয়-কার! তোমার শুভকার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৮২ ॥

রাজা।—জয়সেনে! তুমি তোমার কাজে যাও ॥ ৮৩ ॥

জয়।—যেমন মহারাজের আদেশ ॥ ৮৪ ॥

[জয়সেনা নিষ্ক্রান্ত।]

রাজা।—গৌতম! পাতাল-গৃহের দ্বাররক্ষিকা মাধবিকা অতি সরলমতি। সে কি কিছুই মনে করলো না? ॥ ৮৫ ॥

বিদূ।—দেবীর অঙ্গুরীয়কমুদ্রা দর্শন করার পর আবার মনে করিবে কি? ॥ ৮৬ ॥

রাজা — ন খলু মুদ্রামধিকৃত্য ব্রবীমি। এতয়োর্দ্বয়োঃ কিং নিমিত্তো মোক্ষঃ, কিং বা দেব্যা পরিজনমতিক্রম্য ভবান্ সন্দিষ্ট ইত্যেব তয়া প্রষ্টব্যম্। ॥ ৮৭ ॥

বিদূ।— ণং পুচ্ছিদোহ্মি। মন্দস্সবি পুণো মে তহ পচ্চুপ্পপণ্ণং উত্তরং আসি। ॥ ৮৮ ॥

রাজা।— কথ্যতাম্। ॥ ৮৯ ॥

বিদূ — ভণিদং মএ—দেব্বচিন্তএহিং বিণ্ণাবিদো রাআ। সোবসগ্গং বো ণক্খত্তম্। তা অবস্সং সব্ববন্ধমোক্খো করীঅদুত্তি। ॥ ৯০ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্) ততস্ততঃ ? ॥ ৯১ ॥

বিদূ।— তং সুণিঅ দেবীএ ইরাবতীএ চিত্তং রক্খন্তীএ "রাআ কিল মোঅঅদি ত্তি" অহং সংদিট্ঠোত্তি। তদো জুজ্জদিত্তি তাএ সম্পাদিদো অত্থো। ॥ ৯২ ॥

রাজা।— (বিদূষকং পরিষ্বজ্য) সখে। প্রিয়োঽহং খলু তব। তথাহি।—

ন হি বুদ্ধিগুণেনৈব সুহৃদামর্থদর্শনম্।
কার্য্যসিদ্ধিপথঃ সূক্ষ্মঃ স্নেহেনাপ্যুপলভ্যতে ॥ ॥ ৯৩ ॥

বিদূ।— তুবরদু ভবম্। সমুদ্দগেহকে সহীসহিদং মালবিঅং ঠাবিঅ ভবন্তং পচ্চুগ্গদোহ্মি ॥ ৯৪ ॥

রাজা।— অহমেনাং সম্ভাবয়ামি। গচ্ছাগ্রতঃ। ৯৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—নম্বু পৃষ্টোঽস্মি। মন্দস্যাপি পুনঃ মে—তদা প্রত্যুৎপন্নম্ উত্তরং আসীৎ ॥ ৮৮ ॥

ভণিতং ময়া—দৈবচিন্তকৈর্বিজ্ঞাপিতো রাজা। সোপসর্গং বো নক্ষত্রং, তদবশ্যং সর্ব্ববন্ধমোক্ষঃ ক্রিয়তামিতি ॥৯০॥

তৎ শ্রুত্বা দেব্যা ইরাবত্যাঃ চিত্তং রক্ষন্ত্যা "রাজা কিল মোচয়তীতি" অহং সন্দিষ্টঃ। ততঃ যুজ্যতে ইতি তয়া সম্পাদিতঃ অর্থঃ ॥ ৯২ ॥

ত্বরতাং ভবান্। সমুদ্রগৃহে সখীসহিতাং মালবিকাং স্থাপয়িত্বা ভবন্তং প্রত্যাগতোঽস্মি ॥ ৯৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—মুদ্রার কথা বলিতেছি না। কি জন্য মালবিকা-বকুলাবলিকাকে আটক করা হইল, কেনই বা আবার মুক্তি দেওয়া হইতেছে, আর দেবীর এত দাস-দাসী থাকিতে তুমিই বা কি জন্য প্রেরিত হইলে—ইত্যাদি কত কথা ত তার জিজ্ঞাস্য ছিল ॥ ৮৭॥

বিদূ।—হাঁ। খুব জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি যত মূর্খই হই না কেন, তখন কিন্তু আমার খুব প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিপূর্ণ জবাব জুইয়েছিল ॥ ৮৮ ॥

রাজা।—কি জবাব, বল ত ॥ ৮৯ ॥

বিদূ।—আমি বল্লুম,—দৈবজ্ঞরা রাজাকে বলিয়াছেন,—আপনার নক্ষত্র বড়ই দুষ্ট, উপসর্গযুক্ত, সুতরাং প্রতীকারস্বরূপ সকল কারারুদ্ধদের মুক্তিদান করুন ॥ ৯০ ॥

রাজা।—(সহর্ষে) তার পর, তার পর ? ॥ ৯১ ॥

বিদূ।—তাই শুনিয়া, দেবী, পাছে ইরাবতী রাগ করেন,—এইজন্য নিজের পরিজনবর্গের কাহাকেও না পাঠাইয়া, রাজাই যেন সবাইকে মুক্তিদান করিতেছেন,—এইটি দেখাইবার মতলবে আমাকে পাঠাইয়াছেন। তখন—"এখন বুঝতে পাচ্ছি" বলিয়া দ্বার খুলিয়া দিল ॥ ৯২ ॥

রাজা।—(বিদূষককে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) সখে! তুমি সত্যই আমাকে ভালবাস! কেন না—শুধু বুদ্ধিবলে সুহৃদে সব কাজ সকল সময়ে সম্পন্ন করিয়া উঠা যায় না। কার্য্যসিদ্ধির সূক্ষ্ম পথ অকৃত্রিম স্নেহের দ্বারাই লাভ করা যায় ॥ ৯৩ ॥

বিদূ।—সখে! তাড়াতাড়ি কর। সমুদ্র-গৃহে সখীর সহিত মালবিকাকে রাখিয়া আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি ॥ ৯৪ ॥

রাজা।—আচ্ছা, আমি গিয়ে অভ্যর্থনা করিতেছি, চল আগে আগে ॥ ৯৫ ॥

বিদূ।—	এদু এদু ভবং। (পরিক্রম্য) এদং সমুদ্দঘরং।	॥ ৯৬ ॥
রাজা।—	(সাশঙ্কম্।) বয়স্য ! এষা কুসুমাবচয়ব্যগ্রহস্তা সখ্যাস্তে ইরাবত্যাঃ পরিচারিকা চন্দ্রিকা সন্নিকৃষ্টমাগচ্ছতি। ইতস্তাবদাবাং ভিত্তিগূঢ়ৌ ভবাবঃ।	॥ ৯৭ ॥
বিদূ।—	অহো ! কুম্ভীলএহিং কামুএহিং চ পরিহরণীআ খু চন্দ্রিআ।	॥ ৯৮ ॥

(উভৌ যথাসমর্থিতং কুরুতঃ)

রাজা।—	কথং নু তে সখী মাং প্রতিপালয়তি। এহ্যেনাং গবাক্ষমাশ্রিত্য বিলোকয়ামি	॥ ৯৯ ॥
বিদূ।—	তহা। (উভৌ বিলোকয়ন্তৌ স্থিতৌ।)	॥ ১০০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মালবিকা বকুলাবলিকা চ।)

বকুলা।—	সহি পণম ভট্টারম্।	॥ ১০১ ॥
মাল।—	নমো দে।	॥ ১০২ ॥
রাজা —	শঙ্কে মৎপ্রতিকৃতিং নির্দ্দিশতি।	॥ ১০৩ ॥
মাল।—	(সহর্ষং দ্বারমবলোক্য সবিষাদম্।) হলা বিপ্পলম্ভেসি।	॥ ১০৪ ॥
রাজা।—	হর্ষবিষাদাভ্যাম্ অত্রভবত্যাঃ প্রীতোঽস্মি।	

সূর্য্যোদয়ে ভবতি যা সূর্য্যাস্তময়ে চ পুণ্ডরীকস্য।
বদনেন সুবদনায়াস্তে সমবস্থে ক্ষণাদূঢ়ে ॥ ॥ ১০৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—এতু এতু ভবান্। ইদং সমুদ্রগৃহম্ ॥ ৯৬ ॥

অহো ! কুম্ভিলকৈঃ কামুকৈশ্চ পরিহরণীয়া খলু চন্দ্রিকা ॥ ৯৮ ॥

তথা ॥ ১০০ ॥

সখি ! প্রণম ভর্ত্তারম্ ॥ ১০১ ॥

নমস্তে ॥ ১০২ ॥

হলা, মাং বিপ্রলম্ভয়সি ? ॥ ১০৪ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূ।—এস, এস সখে ! (এগিয়ে গিয়ে) এই সমুদ্রগৃহ ॥ ৯৬ ॥

রাজা।—(সশঙ্কভাবে) ভাই ! তোমার সখী ইরাবতীর পরিচারিকা চন্দ্রিকা, ঐ দেখ, ফুল তুলিতে তুলিতে এই দিকে আসিতেছে। এস—আমরা দু'জনে এইদিকে ভিত্তির আড়ালে দাঁড়াই ॥ ৯৭ ॥

বিদূ।—ঠিক ! চোর এবং কামুক—এদের চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না) এড়িয়ে চলাই উচিত। (দু'জনে আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন।) ॥ ৯৮ ॥

রাজা।—কি ভাবে তোমার সখী মালবিকা আমার প্রতীক্ষা করিতেছে, চল,—তাহা ঐ গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া দেখি গিয়া ॥ ৯৯ ॥

বিদূ।—চল। (উভয়ে দাঁড়িয়ে দেখিতেছেন) ॥ ১০০ ॥

(মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলাবলিকা।—সখি ! ভর্ত্তাকে প্রণাম কর ॥ ১০১ ॥

মাল।—আপনাকে প্রণাম ॥ ১০২ ॥

রাজা।—আমার প্রতিকৃতি দেখাইতেছে—বলিয়া সন্দেহ হইতেছে ॥ ১০৩ ॥

মাল।—(সহর্ষে দ্বারের দিকে চাহিয়া) সখি ! আমায় বঞ্চনা করিতেছ ? ॥ ১০৪ ॥

রাজা।—মালবিকার এই হর্ষ এবং বিষাদ দর্শনে আমি বড়ই প্রীত হইতেছি। "প্রণম ভর্ত্তারম্" সখীর এই উক্তিতে আমাকে সমীপবর্ত্তী ভাবিয়া তার হর্ষ এবং দ্বারের দিকে চেয়ে আমাকে দেখিতে না পাইয়া তার বিষাদ,—এই দুই অবস্থায় আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। কমলিনী-পতি দিবাকরের উদয়-কালে এবং অস্তগমন-সময়ে কমলের যে অবস্থা হয়, অনিন্দ্য-সুন্দরমুখী মালবিকার বদনেরও এখন, ক্ষণকালের নিমিত্ত সেই-প্রকার দুই অবস্থা—প্রসাদ এবং বিষাদ ঘটিল ॥ ১০৫ ॥

বকুলা।— ণং এসো চিত্তগদো ভট্টা। ॥ ১০৬ ॥

উভে।— (প্রণিপত্য) জেদু ভট্টা। ॥ ১০৭ ॥

মাল।— সহি! তদা সংভমদিট্টে ভট্টিণো রূবে যহা ন বিতিণ্‌হম্হি তহা অজ্জবি মএ ভাবিদো অবিতিণ্‌হদংসণো ভট্টা। ॥ ১০৮ ॥

বিদূ।— সুদং ভবদা? ণং অত্তোদী, চিত্তে জহ দিট্টা, তহ ণং দিট্টো ভবম্ ইতি মন্তেদি। মুধা দাণিং মজ্জুসা বিঅ রঅণভাণ্ডং জোবণগব্বং বহেসি। ॥ ১০৯ ॥

রাজা।— সখে! কুতূহলবানপি নিসর্গশালীনঃ স্ত্রীজনঃ। পশ্য—

কাৎস্ন্যেন নির্ব্বর্ণয়িতুং চ রূপমিচ্ছন্তি তৎপূর্ব্বসমাগমানাম্।
ন তু প্রিয়েম্বায়তলোচনানাম্ সমগ্রবৃত্তীনি বিলোচনানি॥ ॥ ১১০ ॥

মাল।— হলা! কা এসা পাসপরিউত্তবঅণেণ ভট্টিণা সিণিদ্ধাএ দিট্টীএ ণিজ্ঝাঅদি ॥ ১১১ ॥

বকুলা।— ণং ইঅং পাসগদা ইরাবতী। ॥ ১১২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—নন্থ এষঃ চিত্রগতঃ ভর্ত্তা॥ ১০৬॥

জয়তু জয়তু ভর্ত্তা॥ ১০৭॥

সখি! তদা সম্ভ্রম-দৃষ্টে ভর্ত্তুঃ রূপে যথা ন বিতৃষ্ণাস্মি, তথাদ্যাপি ময়া ভাবিতঃ অবিতৃষ্ণদর্শনো ভর্ত্তা॥ ১০৮॥

শ্রুতং ভবতা? নন্থ অত্রভবতী, 'চিত্রে যথা দৃষ্টঃ, তথা ন দৃষ্টঃ ভবান্—ইতি মন্ত্রয়তে। মুধা ইদানীং মঞ্জুষা ইব রত্নভাণ্ডং যৌবনগর্ব্বং বহসি॥ ১০৯॥

হলা! কা এষা পার্শ্বপরিবৃত্ত-বদনেন ভর্ত্রা স্নিগ্ধয়া দৃষ্ট্যা নিধ্যায়তে?॥ ১১১॥

নন্থ ইয়ং পার্শ্বগতা ইরাবতী॥ ১১২॥

বঙ্গার্থ।—বকুলা।—না সখি, আমি এই চিত্রগত ভর্ত্তার কথা কহিতেছিলাম॥ ১০৬॥

উভয়ে।—(প্রণিপাতপূর্ব্বক) ভর্ত্তার জয় হোক্॥ ১০৭॥

মাল।—সখি! সেই পরীক্ষার দিন কত ভয়ে ভয়ে ভর্ত্তার রূপ, অত তাড়াতাড়ি দেখিয়া তিলমাত্র তৃষ্ণা মিটিয়াছিল না; আজ এই নির্জনে, নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে সেই রূপ দেখিতেছি, তবু আজও ত তৃষ্ণা মিটিতেছে না! বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়িতেছেই। সেদিন আবার সত্য ভর্ত্তা, আর আজ ছবিতে অঙ্কিত, তবুও এমন কেন সখি?॥ ১০৮॥

বিদূ। তুমি শুনছ ত রাজন্? মালবিকা বলছে যে, আজ তোমাকে চিত্রে যেমনটি দেখতে পাচ্ছে, সে দিন সত্যিকার তুমি কি ঠিক এমনটিই ছিলে?—অর্থাৎ ছবিতে আজ তুমি যত সুন্দর দেখাচ্ছো, বাস্তব তুমি ত তত সুন্দর নও? ছিঃ! ছিঃ! এক সময়ে আমাতে কত রত্ন থাকিত—বলিয়া শূন্য পেটিকা যেমন বৃথা গর্ব্ব করে, তুমিও তদ্রূপ বৃথা যৌবন-গর্ব্ব বহন করিয়া মরিতেছ॥ ১০৯॥

রাজা।—ঔৎসুক্যে হৃদয় ভরিয়া গেলেও, স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই লাজুক। কোন জিনিষই তারা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারে না। কেন না, ভাবিয়া দেখ;—আয়ত-লোচনা কামিনীরা জীবনে প্রথমে যে দিন নায়কের সন্দর্শন পায়, সেই দিন হইতেই বাসনা করে, যে, প্রাণ ভরিয়া, আকর্ণবিশ্রান্ত-নয়নে প্রিয়তমের রূপসুধা পান করিবে, কিন্তু কিছুতেই একাগ্রনয়নে অধিকক্ষণ প্রিয়তমের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিসিদ্ধ লজ্জা আসিয়া প্রতিক্ষণেই বাধা জন্মায়॥ ১১০॥

মাল।—সখি!—চিত্রে ঐ যে পাশের দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া অনিমেষ-নেত্রে ভর্ত্তা একটি রমণীর দিকে চাহিয়া আছেন, ও রমণীটির নাম কি?॥ ১১১॥

বকুলা।—পাশের ওটির নাম—ইরাবতী॥ ১১২॥

মাল।— সহি! অদক্খিণো বিঅ মে ভট্টা পড়িভাদি; জো সব্বং দেবীঅণং উজ্ঝিঅ একাএ মুহে বদ্ধলক্খো। ॥ ১১৩ ॥

বকুলা।— (আত্মগতম্) চিত্তগদং ভট্টারং পরমত্থদো সঙ্কপ্পিঅ অসূয়দি। ভোদু, কীলইস্সং দাব এদাএ। (প্রকাশম্) হলা ভট্টিণো বল্লহা এসা। ॥ ১১৪ ॥

মাল।— তদো কিং দাণিং অত্তাণং আয়াসইস্সং? [ইতি সাসূয়ং পরাবর্ত্ততে। ॥ ১১৫ ॥

রাজা।— সখে! পশ্য পশ্য—

ভ্রূভঙ্গ-ভিন্নতিলকং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং সাসূয়মাননমিতঃ পরিবর্ত্তয়ন্ত্যা।
কান্তাপরাধকুপিতেষ্বনয়া বিনেতুঃ সন্দর্শিতেব ললিতাভিনয়স্য শিক্ষা॥ ॥ ১১৬ ॥

বিদূ।— অণুণঅসজ্জো দাণিং হোহি। ॥ ১১৭ ॥

মাল।— অজ্জগোদমো এত্থ অবি সেবদি ণম্? (ইতি পুনঃ স্থানান্তরাভিমুখী ভবিতুমিচ্ছতি) ॥ ১১৮ ॥

বকুলা।— (মালবিকাং রুদ্ধা) ণহি ণহি। কুবিদা দাণিং তুমং। ॥ ১১৯ ॥

মাল।— জদি চিরং কুবিদং এব্ব মং মন্তেসি, তা এস পচ্চানীঅদু কোবো। ॥ ১২০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! অদক্ষিণ ইব মে ভর্ত্তা প্রতিভাতি, যঃ সর্ব্বং দেবীজনম্ উজ্ঝিত্বা একস্যা মুখে বদ্ধলক্ষ্যঃ॥ ১১৩ ॥

চিত্রগতং ভর্ত্তারং পরমার্থতঃ সংকল্প্য অসূয়তি। ভবতু ক্রীড়িষ্যামি তাবদেতয়া। হলা ভর্ত্তুর্বল্লভৈষা॥ ১১৪ ॥

ততঃ কিমিদানীম্ আত্মানম্ আয়াসয়িষ্যামি? ॥ ১১৫ ॥

অনুনয়সজ্জ ইদানীং ভব ॥ ১১৭ ॥

আর্য্য-গৌতমঃ অত্র অপি সেবতে এনম্?॥ ১১৮ ॥

নহি, নহি, কুপিতা ইদানীং ত্বম্॥ ১১৯ ॥

যদি চিরং কুপিতাম্ এব মাং মন্ত্রয়সে, তদ্ এষঃ প্রত্যানীয়তাং কোপঃ॥ ১২০ ॥

সরলার্থ।—মাল।—সখি! ভর্ত্তাকে আমার কিন্তু পক্ষপাতী বলিয়া মনে হইতেছে। কেন না, উনি অন্তঃপুরের আর আর দেবীদিগকে উপেক্ষা করিয়া ঐ এক জনের মুখের দিকেই চাহিয়া আছেন। এ'টা কি ঠিক? ॥ ১১৩ ॥

বকুলা।—(আত্মগত) চিত্রগত ভর্ত্তাকে "সত্য ভর্ত্তা" মনে করিয়া সরলা দুঃখ করিতেছে, মনে মনে একটু হিংসাও হইতেছে। আচ্ছা, একে নিয়ে একটু খেলানো যাক্। (প্রকাশ্যে) সখি! এই রমণী ভর্ত্তার বড়ই আদরিণী॥ ১১৪ ॥

মাল।—তবে কি জন্য আর আমার প্রাণকে কষ্ট দেবো? ॥ ১১৫ ॥

রাজা।—সখে! দেখ, দেখ,—অপরাধী নায়কের উপর নায়িকার ক্রোধ হইলে—সেই ক্রোধ-পরায়ণার যেমন যেমন চোক-মুখের অবস্থা ঘটে,—আমার মালবিকারও ঠিক তেমন তেমন অবস্থা ঘটিতেছে। ঠিক যেন, এরূপ ক্ষেত্রে আচার্য্যের যেমন উপদেশ, শিক্ষা, তেমনই ভাবে ললিত অভিনয়ের দ্বারা আত্মভাব প্রদর্শন করিতেছে! ভ্রূ-লতার আকুঞ্চনে তিলক ভগ্ন হইয়াছে, অধর অভিমানে স্ফুরিত হইতেছে, কত অসূয়ার সহিত চকিতে আমার চিত্রিত মূর্ত্তি হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে! কি সুন্দর চিত্র! ॥ ১১৬ ॥

বিদূ।—এইবার অপরাধ ভঞ্জনের জন্য অনুনয় করিতে প্রস্তুত হও॥ ১১৭ ॥

মাল। এখানেও আর্য্য গৌতম ইঁহাকে সেবা করিতেছেন—দেখিতেছি॥ ১১৮ ॥

(বলিয়াই অন্যদিকে যাইতে উদ্যতা)

বকুলা।—(মালবিকাকে রোধ করিয়া) যাও কোথায়? রাগিয়া উঠিলে—দেখ্‌ছি॥ ১১৯ ॥

মাল।—আমি রাগ করিয়াছি বলিয়াই যদি তোমার ধারণা হয়, তবে যাহাতে এই ক্রোধ যায়, তাহা কর॥ ১২০ ॥

রাজা।—	(উপেত্য)—কুপ্যাসি কুবলয়নয়নে! চিত্রার্পিতচেষ্টয়া কিমেতস্মৈ ?	
	নন্থ তব সাক্ষাদয়মহমনন্যসাধারণো দাসঃ।	॥ ১২১
বকুলা।—	জেছু জেছু ভট্টা।	॥ ১২২ ॥
মাল।—	(আত্মগতম্) কহং চিত্তগদো ভট্টা মএ অসুইদো।	॥ ১২ ॥
	(সব্রীড়বদনমঞ্জলিং করোতি।)	
	(রাজা মদনকার্তর্য্যং রূপয়তি।)	॥ ১২৪ ॥
বিদূ।—	কিং ভবং উদাসীণো বিঅ ?	॥ ১২৫ ॥
রাজা।—	অবিশ্বসনীয়ত্বাৎ সখ্যাস্তে।	॥ ১২৬ ॥
বিদূ।—	অত্তভোদীএ কহং তব অবিস্সাসো ?	॥ ১২৭ ॥
রাজা।—	শ্রূয়তাম্—পথি নয়নয়োঃ স্থিত্বা স্থিত্বা তিরোভবতি ক্ষণাৎ	
	সরতি সহসা বাহ্বোর্মধ্যং গতাপি সখী তব।	
	মনসিজরুজাক্লিষ্টস্যৈবং সমাগম-মায়য়া	
	কথমপি সখে! বিস্রব্ধং স্যাদিমাং প্রতি মে মনঃ॥	॥ ১২৮ ॥
বকুলা।—	সহি! বহুসো কিল ভট্টা বিপ্পলদ্ধো। তা অত্তা বীসস্সণীও করীঅদু।	॥ ১২৯ ॥
মাল।—	সহি! মম উণ মন্দভাগাএ সিবিণঅসমাগমোবি ভট্টিণো দুল্লহো আসী।	॥ ১৩০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জয়তু জয়তু ভর্ত্তা ॥ ১২২ ॥

কথং চিত্রগতঃ ভর্ত্তা ময়া অসূয়িতঃ? ॥ ১২৩ ॥

কিং ভবান্ উদাসীনঃ ইব? ॥ ১২৫ ॥

অত্রভবত্যাং কথং তব অবিশ্বাসঃ? ॥ ১২৭ ॥

সখি! বহুশঃ কিল ভর্ত্তা বিপ্রলব্ধঃ। তৎ আত্মা বিশ্বসনীয়ঃ ক্রিয়তাম্ ॥ ১২৯ ॥

সখি! মম পুনঃ মন্দভাগিন্যাঃ স্বপ্ন-সমাগমঃ অপি ভর্ত্তুঃ দুর্লভঃ আসীৎ ॥ ১৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(হঠাৎ সম্মুখে যাইয়া)—রক্তোৎপল-নয়নে আমার প্রতিকৃতির ক্রিয়া দর্শনে হঠাৎ এত চট্‌লে? চোক্ লাল হয়ে উঠলো? এই ত আমি সশরীরে, তোমার সমক্ষে, একমাত্র তোমারই দাসানুদাসরূপে উপস্থিত। ছবিতে যেমন ইচ্ছা, থাকুক্ না কেন, প্রকৃত অগ্নিমিত্র এই তোমারই দাসরূপে বর্ত্তমান ॥ ১২১ ॥

বকুলা।—ভর্ত্তার জয় হউক ॥ ১২২ ॥

মালবিকা।—(আত্মগত) এ কি! আমি কি তবে চিত্রিত ভর্ত্তার উপর এত রাগ করিলাম? উনি সত্যি উনি নন? ॥ ১২৩ ॥

(সলজ্জবদনে হাত জোড় করিয়া মালবিকা দাড়াইল।)

(এ দিকে রাজারও কামাতুরের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল) ॥ ১২৪ ॥

বিদূ।—বলি তুমি, সখে! এই সময়ে উদাসীনের মত দাড়াইয়া রহিলে যে? ॥ ১২৫ ॥

রাজা।—তোমার সখীকে আমি বিশ্বাস ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। ভরসায় কুলোচ্ছে না ॥ ১২৬ ॥

বিদূ।—ইঁহার উপর তোমার অবিশ্বাসের কারণ কি? ॥ ১২৭

রাজা।—তবে শোন সখে!—তোমার সখী মালবিকা নয়নের সম্মুখে একটু থাকিয়াই আড়ালে যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। যদি কোনোমতে ভূজবন্ধনে আবদ্ধ হন, অমনি সরিয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচেন। আসঙ্গলিপ্সায় আমি মদন-ব্যাধিতে জীর্ণ, অথচ তোমার সখীর এই ভাব! বল ত ভাই! কেমন করিয়া উঁহাকে বিশ্বাস করিবে? ॥ ১২৮ ॥

বকুলা।—সখি! অনেকক্ষণ যাবৎ ভর্ত্তাকে বঞ্চনা করিতে আর ভালো দেখায় না! এখন নিজের আত্মা উঁহার নিকট বিশ্বাসভাজন কর ॥ ১২৯ ॥

মাল।—সখি! আমি এমনই হতভাগিনী যে, শত চেষ্টা করিয়া স্বপ্নেও একবার ভর্ত্তার সমাগমসুখ লাভ করিতে পাই না! ॥ ১৩০ ॥

বকুলা।— ভট্টা, দেহি সে উত্তরম্। ॥ ১৩১ ॥

রাজা।— উত্তরেণ কিমাত্মৈব পঞ্চবাণাগ্নিসাক্ষিকম্।
তব সখ্যৈ ময়া দত্তো ন সেব্যঃ সেবিতা রহঃ। ॥ ১৩২ ॥

বকুলা।— অণুগিহীদম্মি। ॥ ১৩৩ ॥

বিদূ।— (পরিক্রম্য সসংভ্রমম্) বউলাবলিএ! অসোঅপল্লবাইং অহিলজ্ঝইতুং ইচ্ছদি হরিণো। এহি ণিবারেম ণং। ॥ ১৩৪ ॥

বকুলা।— তহ। [ইতি প্রস্থিতা। ॥ ১৩৫ ॥

রাজা।— এবমেবাস্মিন্ রক্ষণীয়েঽবিলম্বিতেন ভবিতব্যম্। ॥ ১৩৬ ॥

বিদূ।— এব্বং বি গোদমো ণিদ্দিসদি? ॥ ১৩৭ ॥

বকুলা।— অজ্জ গোদম! অহং অপ্পআসে চিট্ঠামি। তুমং দুবাররক্খও হোহি। ॥ ১৩৮ ॥

বিদূ।— জুজ্জদি। [নিষ্ক্রান্তা বকুলাবলিকা ॥ ১৩৯ ॥

বিদূ।— ইমং দাব ফটিঅথম্ভং সংসিদো হোমি। (তথা কৃত্বা) অহো সুহপ্পরিসদা সিলাবিসেসস্স। [ইতি নিদ্রায়তে। ॥ ১৪০ ॥

(মালবিকা সসাধ্বসা তিষ্ঠতি)

প্রাকৃতানুবাদ।—ভর্ত্তঃ। দেহি অস্যৈ উত্তরম্॥ ১৩১ ॥

অনুগৃহীতাস্মি॥ ১৩৩ ॥

বকুলাবলিকে! অশোক-পল্লবানি অভিলঙ্ঘয়িতুম্ ইচ্ছতি হরিণঃ। এহি নিবারয়াবঃ এনম্॥ ১৩৪ ॥

তথা॥ ১৩৫ ॥

এবমপি গৌতমঃ নির্দ্দিশ্যতে॥ ১৩৭ ॥

আর্য্যগৌতম! অহং অপ্রকাশে তিষ্ঠামি। ত্বং দ্বার-রক্ষকঃ ভব॥ ১৩৮ ॥

যুজ্যতে॥ ১৩৯ ॥

ইমং তাবৎ স্ফটিকস্তম্ভং সংশ্রিতো ভবামি। অহো! সুখস্পর্শতা শিলাবিশেষস্য॥ ১৪০ ॥

বঙ্গার্থ।—বকুলা।—রাজন্! এইবার উত্তর দিন॥ ১৩১ ॥

রাজা।—বকুলাবলিকে! উত্তর আর কি দিব? আজ এই শুভক্ষণে, পঞ্চবাণরূপ অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া তোমার সখীকে আমি আমার আত্মদান করিলাম। আমি তোমার সখীর সেবা চাহি না, নির্জ্জনে তাঁহারেই সেবা করিতে চাহি॥ ১৩২ ॥

বকুলা।—অনুগৃহীতা হইলাম॥ ১৩৩ ॥

বিদূ।—(একটু এগিয়ে ত্রস্তভাবে) বকুলাবলিকে! মাটি কর্ল্লে। হরিণ এসে অশোক পল্লবগুলো খাবার চেষ্টা কর্চ্ছে। এস, নিবারণ করি গিয়া॥ ১৩৪ ॥

বকুলা।—যাই॥ ১৩৫ ॥

রাজা।—অশোকপল্লব সর্ব্বথা রক্ষণীয়ই বটে, সুতরাং তোমাদের তাড়াতাড়ি যাওয়াই সঙ্গত॥ ১৩৬ ॥

বিদূ।—তোমার গৌতমকে কি আর এ'টাও শেখা'তে হবে? (অর্থাৎ—কখন্ থাকতে হয়, কখন্ই বা যেতে হয়, মুরুব্বিকে সুযোগ দিতে হয়, সে বিষয়ের জ্ঞানে আমি মহামহোপাধ্যায়)॥ ১৩৭ ॥

বকুলা।—আর্য্য গৌতম! আমি কোনো অপ্রকাশ্যস্থানে দাঁড়াচ্ছি। তুমি গিয়া দ্বাররক্ষক হও॥ ১৩৮ ॥

বিদূ।—ঠিক। ভালো কথা॥ ১৩৯ ॥

(বকুলাবলিকার প্রস্থান।

বিদূ।—এখন কোথায় যাই? আচ্ছা, এই স্ফটিক-শিলা-স্তম্ভটিতে ঠেস্ দিয়ে বসা যাক্। (বসিয়া) আ!—এই সব বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিলাস্পর্শে কি সুখ! (ক্রমে নিদ্রাগত) (মালবিকা একাকিনী যেন একটু ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল)॥ ১৪০ ॥

রাজা।— বিসৃজ সুন্দরি! সঙ্গমসাধ্বসং তব চিরাৎপ্রভৃতি প্রণয়োন্মুখে।
পরিগৃহাণ গতে সহকারতাং ত্বমতিমুক্তলতাচরিতং ময়ি॥ ॥ ১৪১॥

মাল।— দেবীভআদো অত্তণোবি পিঅং কাদুং ণ পারেমি। ॥ ১৪২॥

রাজা।— অয়ি! ন ভেতব্যম্। ॥ ১৪৩॥

মাল।— (সোপালম্ভম্) জো ণ ভাঅদি সো মএ ভট্টিণীদংসণে দিট্টসমত্থো ভট্টা। ॥ ১৪৪॥

রাজা।— দাক্ষিণ্যং নাম বিম্বোষ্ঠি! বৈম্বিকানাং কুলব্রতম্।
তন্মে দীর্ঘাক্ষি! যে প্রাণাস্তে ত্বদাশানিবন্ধনাঃ॥
তদনুগৃহ্যতাং চিরানুরক্তোঽয়ং জনঃ। [ইতি সংশ্লেষমুপজনয়তি। ॥ ১৪৫॥

(মালবিকা নাট্যেন পরিহরতি)

রাজা।— (আত্মগতম্) রমণীয়ঃ খলু নবাঙ্গনানাং মদনবিষয়াবতারঃ। এষা হি—
হস্তং কম্পয়তে রুণদ্ধি রশনাব্যাপারলোলাঙ্গুলীঃ
স্বৌ হস্তৌ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাৎ।
পাতুং পক্ষ্মলনেত্রমুন্নময়তঃ সাচীকরোত্যাননং
ব্যাজেনাপ্যভিলাষপূরণসুখং নির্ব্বর্ত্তয়ত্যেব মে॥ ॥ ১৪৬॥

প্রাকৃতানুবাদ।—দেবী-ভয়াৎ আত্মনোঽপি প্রিয়ং কর্ত্তুং ন পারয়ামি॥ ১৪২॥

যো ন বিভেতি, সঃ ময়া ভট্টিনী দর্শনে দৃষ্ট-সামর্থ্যঃ ভর্ত্তা॥ ১৪৪॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সুন্দরি! দীর্ঘকাল হইতে তোমার প্রণয়-পথের দিকে চাহিয়া আছি। আজ এই প্রথম সমাগমে কেন বৃথা ভীতা হইতেছ? ভয় ত্যাগ কর। আমি —সহকার-তরুর মত তোমারই সমীপে বর্ত্তমান, প্রিয়ে! তুমি অতিমুক্ত-লতার ন্যায় মুক্ত-হৃদয়ে ও মুক্ত-কলেবরে আমাকে আবেষ্টিত কর!॥ ১৪১॥

মাল।—দেবীর ভয়ে আমি নিজের অতিপ্রিয়কার্য্যও করিতে পারিতেছি না॥ ১৪২॥

রাজা।—অয়ি! ভয় কি? আমি ত আছি!॥ ১৪৩॥

মালবিকা।—(একটু ঠোকর মারিয়া) ভর্ত্তার যে কত সামর্থ্য, তাহা সেদিন ভট্টিনীর (ইরাবতীর) উপস্থিতিতেই বিলক্ষণরূপে জানিয়াছি॥ ১৪৪॥

রাজা।—বিম্বোষ্ঠি! উৎকৃষ্ট নাগরদিগের কুলক্রমাগত প্রথাই হইল—দাক্ষিণ্য অর্থাৎ অপক্ষ-পাত, সুতরাং প্রিয়ানুসারে অপক্ষপাতের ভাবটাও অন্ততঃ আমাকে দেখাইতে হয় ত! নতুবা আয়তাক্ষি! আমার প্রাণ এখন একমাত্র তোমার আশারূপ বৃন্ত আশ্রয় করিয়াই বাঁচিয়া আছে। অতএব তোমার এই চিরানুরক্ত ব্যক্তিকে একবার অনুগ্রহ কর। (বলিয়াই আলিঙ্গনাদি করিতে উদ্যত হইলেন।—মালবিকাও হস্তাদি-বিক্ষেপের অভিনয় দ্বারা এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল)॥ ১৪৫॥

রাজা।—নবীনাদিগের প্রথম কন্দর্পব্যাপারের আবির্ভাবটা বড়ই মনোহর! কেন না, যখন ইহার নিতম্ব-নিহিত রশনা স্পর্শ করিবার জন্য আমার অঙ্গুলীগুলি চঞ্চল হইয়া ছোটে, তখন হাত নাড়িতে থাকে, শেষে আমার হাতখানা চাপিয়া ধরে। যদি বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে যাই, অমনি নিজের হাত দুখানি দিয়া স্তন-যুগল আবৃত করিয়া রাখে। কুটিলপক্ষ্ম-নয়নের স্বাব মনোহর মুখখানি কোনো মতে উন্নমিত করিয়া যদি অধর-সুধা পান করিতে যাই, অমনি সে মুখ বাঁকাইয়া লয়। এই সকল প্রাতিকূল ব্যবহারের দ্বারাই সখী আমার,—যেন অনুকূল ব্যবহারের ন্যায় অপূর্ণ অভিলাষ পূর্ণ করিতেছে। কি সুন্দর!॥ ১৪৬॥

(ততঃ প্রবিশতি ইরাবতী নিপুণিকা চ)

ইরা।— হঞ্জে নিউণিএ। সচ্চং তুমং পরিগতত্থা চন্দিআএ। সমুদ্দগেহকালিন্দসইদো অজ্জগোদমো দিট্‌ঠেত্তি। ॥ ১৪৭ ॥

নিপু।— অন্নহা কহং ভট্টিণীএ বিন্নবীঅদি। ॥ ১৪৮ ॥

ইরা।— তেণ হি তহিং এব্ব গচ্ছম্হ সংসআদো মুত্তং পিঅবঅস্‌সং পুচ্ছিদুং চ। ॥ ১৪৯ ॥

নিপু।— সাবসেসং বিঅ ভট্টিণীএ বঅণম্। ॥ ১৫০ ॥

ইরা।— অন্নং চ। চিত্তগদং অজ্জউত্তং পসাদইদুম্। ॥ ১৫১ ॥

নিপু।— কহং ণু চিত্তগদো ভট্টা? পচ্চক্‌খদো কো দোসো? ॥ ১৫২ ॥

ইরা।— মুদ্ধে! জারিসো চিত্তগদো তারিসো এব্ব অন্নসংকন্তহিঅও অজ্জউত্তো। কেবলং উবআরাদিকমং পমজ্জিদুং অঅং আরম্ভো। ॥ ১৫৩ ॥

নিপু।— ইদো ইদো ভট্টিনী। ॥ ১৫৪ ॥

(উভে পরিক্রামতঃ)

প্রাকৃতানুবাদ। নিপুণিকে! সত্যং ত্বং পরিগতার্থা চন্দ্রিকয়া সমুদ্রগৃহালিন্দশয়িত একাকী আর্য্যগৌতমো দৃষ্ট ইতি ॥ ১৪৭ ॥

অন্যথা কথং ভট্টিন্যৈ বিজ্ঞাপ্যতে? ॥ ১৪৮ ॥

তেন হি তত্রৈব গচ্ছামঃ—সংশয়াৎ মুক্তং প্রিয়বয়স্যং প্রষ্টুং চ,—॥ ১৪৯ ॥

সবিশেষম্ ইব ভট্টিন্যাঃ বচনম্ ॥ ১৫০ ॥

অন্যচ্চ—চিত্রগতম্ আর্য্যপুত্রং প্রসাদয়িতুম্ ॥ ১৫১ ॥

কথং নু চিত্রগতো ভর্ত্তা? প্রত্যক্ষতঃ কঃ দোষঃ? ॥ ১৫২ ॥

মুগ্ধে! যাদৃশঃ চিত্রগতঃ, তাদৃশঃ অন্যসংক্রান্ত-হৃদয়ঃ আর্য্যপুত্রঃ। কেবলম্ উপচারাতিক্রমং প্রমার্ষ্টুং অয়ং আরম্ভঃ ॥ ১৫৩ ॥

ইতঃ ইতঃ ভট্টিনি! ॥ ১৫৪ ॥

বঙ্গার্থ।—(এমন সময়ে ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ)

ইরাবতী।—নিপুণিকে! সত্যই কি পরিচারিকা চন্দ্রিকার মুখে তুই শুনিয়াছিস্—যে, সমুদ্র-গৃহের বারেন্দায় গৌতম একাকী শুইয়া আছে? ॥ ১৪৭ ॥

নিপু।—না শুন্‌লে তোমার কাছে বল্‌বো কেন—ভট্টিনি? ॥ ১৪৮ ॥

ইরা।—তা' হ'লে সেই স্থানেই,—সর্পদংশন জন্য প্রাণসংশয় হইতে মুক্ত প্রিয়বয়স্যকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব,—যে, এখন তিনি কেমন আছেন ॥ ১৪৯ ॥

নিপু।—ভট্টিনি যেন আরো কি বলিতেছিলেন? ॥ ১৫০ ॥

ইরা।—আর—চিত্রলিখিত ভর্ত্তাকে প্রসন্ন করিতেও যাইব। (সে দিন প্রণিপাত লঙ্ঘনপূর্ব্বক অপরাধ করিয়াছিলাম) ॥ ১৫১ ॥

নিপু।—চিত্রগত ভর্ত্তার অনুনয় কেন? প্রত্যক্ষ ভর্ত্তার অনুনয়ে কি দোষ? ॥ ১৫২ ॥

ইরা।—সরলে! জানিস্ নে, চিত্র-গত ভর্ত্তা আর অন্য-সংক্রান্ত-হৃদয় ভর্ত্তায় কোনো প্রভেদ নাই, সেদিন যখন পায়ে পড়িয়াছিলেন,—তখন কথা না শুনিয়া যে দোষ করিয়াছিলাম,—শুধু সেই দোষ ক্ষালনের জন্যই এই প্রয়াস ॥ ১৫৩ ॥

নিপু।—এই দিকে, এই দিকে ভট্টিনি! ॥ ১৫৪ ॥

[উভয়ের গমন।

(প্রবিশ্য)

চেটী।— জেদু জেদু ভট্টিণী। ভট্টিণি! দেবী ভণাদি, ণ মে এসো মচ্ছরস্‌স কালো। তব বহুমাণং বড্‌ঢইদুং ইঅং বঅস্‌সিআএ সহ ণিঅলবন্ধণে কিদা মালবিআ। জই অণুমণ্ণেসি অজ্জউত্তং পি তব কিদে বিণ্ণাবইস্‌সম্। ॥ ১৫৫ ॥

ইরা।— ণাঅরিএ! বিণ্ণবেহি দেবীং কাও বঅং ভট্টিণীং ণিওজেদুং। পরিঅণণিগ্‌গহেণ মই দংসিদো অণুগ্‌গহো। কস্‌স বা পসাএণ অঅং জণো বড্‌ঢদিত্তি ॥ ১৫৬ ॥

চেটী।— [ইতি নিষ্ক্রান্তা। ॥ ১৫৭ ॥

নিপু।— (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ভট্টিণি! এস দুবারে সমুদ্দগেহকস্‌স বিপণিগদো বিঅ বুসহো গোদমো আসীণো এব্ব ণিদ্দাঅদি। ॥ ১৫৮ ॥

ইরা।— কিং ণু কৃখু অচ্চাহিদম্! সাবসেসো বিঅ বিসবিআরো ভবে। ॥ ১৫৯ ॥

নিপু।— পসণ্ণমুহবণ্ণো দীস্‌দি। অবি অ ধুবসিদ্ধিণা চিইস্‌সিদো। মা সে অসঙ্কণিজ্জং পাবং ॥ ১৬০ ॥

বিদূ।— (উৎস্বপ্নায়তে) ভোদি মালবিএ!। ॥ ১৬১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।— জয়তু জয়তু ভটিনি। ভটিনি! দেবী ভণতি, "ন মে এষঃ মৎসরস্য কালঃ। তব বহুমানং বর্দ্ধয়িতুম্ ইয়ং বয়স্যয়া সহ নিগড়বন্ধনে কৃতা মালবিকা। যদি অনুমন্যসে, আর্য্যপুত্রমপি তব কৃতে বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ॥ ১৫৫ ॥

নাগরিকে! বিজ্ঞাপয় দেবীম্,—"কাঃ বয়ং ভটিনীং নিযোজয়িতুম্? পরিজননিগ্রহেণ ময়ি দর্শিতঃ অনুগ্রহঃ। কস্য বা প্রসাদেন অয়ং জনঃ বর্দ্ধতে ইতি ॥ ১৫৬ ॥

তথা ॥ ১৫৭ ॥

ভটিনি! এষঃ দ্বারে সমুদ্র-গৃহস্য বিপণি-গতঃ বৃষভঃ ইব গৌতমঃ আসীনঃ এব নিদ্রায়তে ॥ ১৫৮ ॥

কিং নু খলু অত্যাহিতম্! সাবশেষঃ ইব বিষবিকারঃ ভবেৎ! ॥ ১৫৯ ॥

প্রসন্ন-মুখ-বর্ণঃ দৃশ্যতে। অপি চ ধ্রুবসিদ্ধিনা চিকিৎসিতঃ মা অস্য আশঙ্কনীয়ং পাপম্ ॥ ১৬০ ॥

ভবতি মালবিকে! ॥ ১৬১ ॥

বঙ্গার্থ।— (চেটীর প্রবেশ।)

চেটী।—ভটিনীর জয় হউক। ভটিনি! দেবী বল্লেন—"এখন আমার মাৎসর্য্যপ্রকাশের সময় নহে। তোমার সম্মান বাড়াউবার জন্যই বয়স্যার সহিত মালবিকাকে নিগড়-বন্ধনে আবদ্ধ করা হইয়াছে। যদি তুমি অনুমতি কর,—আর্য্যপুত্রকেও, তাহা হইলে তোমার জন্য বলিতে পারি ॥ ১৫৫ ॥

ইরা।—নাগরিকে! তুই গিয়ে দেবীকে বল,—ভটিনীকে অনুমতি করবার আমরা কে? পরিজনের (মালবিকার) নিগ্রহের দ্বারা আমাতেই অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। কা'র অনুগ্রহের ফলে, তুচ্ছ আমি,—আমার এ অভ্যুদয় ঘটিয়াছে? ॥ ১৫৬ ॥

চেটী।—আচ্ছা। [নিষ্ক্রান্তা হইল ॥ ১৫৭ ॥

নিপু।—(অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) ভটিনি! সমুদ্র-গৃহের দ্বারদেশে, হাট-বাজারের মধ্যে যেমন বড় বড় বৃষ ঘুমায়, তেমনই গৌতমটা বসে ব'সে কেমন ঘুমুচ্ছে! ॥ ১৫৮ ॥

ইরা।—কি সর্ব্বনাশই না হয়েছে! এখনও বোধ হয়, বিষের বিকার সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই! ॥ ১৫৯ ॥

নিপু। মুখের চেহারা ত ভালই মনে হচ্ছে। তাতে আবার ধ্রুবসিদ্ধি চিকিৎসা করেছেন। সুতরাং এর কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই ॥ ১৬০ ॥

বিদূ।—(স্বপ্ন দেখিয়া) ওগো মালবিকে! ॥ ১৬১ ॥

নিপু।— সুদং ভট্টিণীএ ? কস্‌স বা এসো অত্তনিওঅসম্পাদণে বিস্‌সসণিজ্জো হদাশো ! সব্ববকালং ইদো এব্ব সোত্থিবাঅণমোদএহিং কুক্‌খিং পুরিঅ সম্পদং মালবিঅং সিবিণাবেদি ! ॥ ১৬২ ॥

বিদূ।— ইরাবদীং অদিক্কমন্তী হোহি। ॥ ১৬৩ ॥

নিপু।— এদং অচ্চাহিদম্। ভুঅঙ্গভীলুঅং বম্ভবন্ধুং ইমিণা ভুঅঙ্গকুডিলেন দণ্ডকট্‌ঠেণ তম্ভন্তরিদা ভীসেমি। ॥ ১৬৪ ॥

ইরা।— অরিহদি কিদগ্‌ঘো সপ্পদংসণম্। ॥ ১৬৫ ॥

(নিপুণিকা বিদূষকস্যোপরি দণ্ডকাষ্ঠং পাতয়তি)

বিদূ।— (সহসা প্রবুধ্য) অবিহা অবিহা ! দব্বীকরো মে উবরি পরিপড়িদো। ॥ ১৬৬ ॥

রাজা।— (সহসোপসৃত্য) ন ভেতব্যম্। ॥ ১৬৭ ॥

মাল।— (অনুসৃত্য) ভট্টা ! মা দাব সহসা ণিক্কমিদু সপ্পোত্তি ভণাদি। ॥ ১৬৮ ॥

ইরা।— হদ্ধী হদ্ধী ! ভট্টা দাব ইদো এব্ব ধাবদি। ॥ ১৬৯ ॥

বিদূ।— (সম্প্রহাসম্) কহং দণ্ডকট্‌ঠং এদম্। অহং পুণ আণে, জং মএ কেদঅকণ্ট-এহিং দংসং করিঅ সপ্পস্‌স অঅসো কিদং (সপ্পদংসো কিদো) তং মে ফলিতং ত্তি ॥ ১৭০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ—শ্রুতং ভট্টিন্যা ? কস্য বা এষ আত্মনিয়োগসম্পাদনে বিশ্বসনীয়ো হতাশঃ। সর্ব্বকালমিত এব স্বস্তিবাচনক-মোদকৈঃ কুক্ষিং পূরয়িত্বা সাম্প্রতং মালবিকাং স্বপ্নায়তে ॥ ১৬২ ॥

ইরাবতীং অতিক্রামন্তী ভব ॥ ১৬৩ ॥

এতৎ অত্যাহিতম্। ভুজঙ্গ-ভীরুকং ব্রহ্মবন্ধুম্ অনেন ভুজঙ্গকুটিলেন দণ্ডকাষ্ঠেন স্তম্ভান্তরিতা ভায়য়িষ্যামি ॥ ১৬৪ ॥

অর্হতি কৃতঘ্নঃ সর্পদংশনম্ ॥ ১৬৫ ॥

অবিধা, অবিধা। দর্ব্বীকরঃ মে উপরি পরিপতিতঃ ॥১৬৬॥

ভর্ত্তঃ ! মা তাবৎ সহসা নিষ্ক্রমতু। সর্প ইতি ভণতি ॥১৬৮॥

হা ধিক্, হা ধিক্ ! ভর্ত্তা তাবৎ ইত এব ধাবতি ॥ ১৬৯ ॥

কথং দণ্ডকাষ্ঠমেতৎ ! অহং পুনর্জানে যন্ময়া কেতক-কৈর্দ্দংশং কৃত্বা সর্পস্যাপযশঃ কৃতং, তন্মে ফলিত-মিতি ॥ ১৭০ ॥

অর্থ।—নিপু—ভটিনি ! শুনছ ত ? কার কাজে এই হতচ্ছাড়া বামুন নিযুক্ত হয়েছে ? সব সময়ে তোমাদের নিকট হইতে স্বস্তিবাচন-মোদক প্রভৃতিতে উদর পূরণ করিবে, আর স্বপ্নে দেখিবে কি না—মালবিকাকে ! কত বড় আস্পর্দ্ধা ॥ ১৬২ ॥

বিদূ।—ইরাবতীকে ছাড়াইয়া উঠিও ॥ ১৬৩ ॥

নিপু।—এত বড় সাহস ?—আচ্ছা দাঁড়াও। সাপের ভয়ে জড়-সড় এই ঘৃণিত বামুনটাকে, আড়ালে দাঁড়িয়ে, উহারই এই বাঁকা লাঠিখানা দিয়ে ভয় দেখাচ্ছি ॥ ১৬৪ ॥

ইরাবতী।—লোকটা যেরূপ কৃতঘ্ন, তা'তে উহার সর্পদংশনই ঠিক ! ॥ ১৬৪ ॥

(নিপুণিকা বিদূষকের উপর দণ্ডকাষ্ঠখানা ছুঁড়িয়া দিল।)

বিদূ।—(হঠাৎ জাগরিত হইয়া) গেলাম, গেলাম, আমার উপর সর্প পতিত হইল ! ॥ ১৬৬ ॥

রাজা।—(হঠাৎ উপস্থিত হইয়া) ভয় নাই, ভয় নাই ॥ ১৬৭ ॥

মালবিকা।—(রাজার অনুগমনপূর্ব্বক) স্বামিন্ ! হঠাৎ বাহিরে যাবেন না, সাপের কথা বল্‌ছে ॥ ১৬৮ ॥

ইরাবতী।—হা ধিক্, হা ধিক্ ! ভর্ত্তাও এই দিকে ছুট্‌ছেন—দেখ্‌ছি ॥ ১৬৯ ॥

বিদূ।—(সহাস্যে) এ কি ?—আমারই দণ্ডকাষ্ঠটা ? আমি ভাবলুম, কেতকীর কাঁটা দিয়া দংশন-চিহ্ন করিয়া সর্পের নামে দোষ দিয়েছি, তাহার অপযশ ক'রেছি, তাই বুঝি সত্যি সত্যিই সাপে কাট্‌লো ॥ ১৭০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি অপটীক্ষেপেণ বকুলাবলিকা)

বকুলা।— মা কখু ভট্টা পবিসদু। ইহ কুড়িলগই সপ্পো বিঅ দীসদি। ॥ ১৭১ ॥

ইরা।— (রাজানং সহসোপসৃত্য) অবি ণিব্বিগ্ঘমণোরহো দিবাসঙ্কেদো মিহুণস্স ? ॥ ১৭২ ॥

(সর্ব্বে ইরাবতীং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তাঃ)

রাজা।— প্রিয়ে! অপূর্ব্বোঽয়মুপচারঃ। ॥ ১৭৩ ॥

ইরা।— বউলাবলিএ! ভট্টাহিসারবিসআ সংপুণ্ণা দে দুত্ত-পইণ্ণা। ॥ ১৭৪ ॥

বকুলা।— পসীদদু ভট্টিণী। কিং মএ কিদং ত্তি দেবো পুচ্ছিদব্বো। দদ্দুরা বাহরন্তি ত্তি কিং দেবো পুহবিং বরিসিদুং বিরমেদি ? ॥ ১৭৫ ॥

বিদূ।— মা দাব। ভোদীএ দংসণমেত্তেণ অত্তভবং পণিবাদলঙ্ঘণং বিস্সুমরিদো। ভোদি! তুমং পুণ পসাদং ণ গেহ্ণাসি। ॥ ১৭৬ ॥

ইরা।— কুবিদাবি অহং কিং করিস্সম্ ? ॥ ১৭৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মা খলু ভর্ত্তা প্রবিশতু। ইহ কুটিলগতিঃ সর্প ইব দৃশ্যতে ॥ ১৭১ ॥

অপি নির্ব্বিঘ্ন-মনোরথো দিবা-সঙ্কেতঃ মিথুনস্য ? ॥ ১৭২ ॥

বকুলাবলিকে! ভর্ত্রভিসারবিষয়া সম্পূর্ণা তে দূত্য-প্রতিজ্ঞা ? ॥ ১৭৪ ॥

প্রসীদতু ভট্টিনী। কিং ময়া কৃতমিতি দেবঃ প্রষ্টব্যঃ। দর্দ্দুরা ব্যাহরন্তি ইতি কিং দেবঃ পৃথিবীং বর্ষিতুং বিরমতি ? ॥ ১৭৫ ॥

মা তাবৎ। ভবত্যা দর্শনমাত্রেণ অত্রভবান্ প্রণিপাতলঙ্ঘনং বিস্মৃতঃ। ভবতি! ত্বং পুনরদ্যাপি প্রসাদং ন গৃহ্ণাসি ॥ ১৭৬ ॥

কুপিতাপ্যহং কিং করিষ্যামি ॥ ১৭৭ ॥

বঙ্গার্থ।—(বকুলাবলিকা তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিল)

(তাড়াতাড়িতে পটক্ষেপ নিষিদ্ধ ॥

বকুলা।—ভর্ত্তা ওখানে যাবেন না। বক্রগতি সাপের মত দেখা যাচ্ছে ॥ ১৭১ ॥

ইরাবতী।—(সহসা রাজার নিকটে গিয়া) বলি—আপনাদের প্রণয়ি-যুগলের এই দিনের বেলার অভিসার অভিলাষানুরূপে সুসিদ্ধ হইয়াছে ত ? ॥ ১৭২ ॥

(ইরাবতীকে দেখিয়া সকলেই চমকিত হইলেন।)

রাজা।—প্রিয়ে! আশ্চর্য্য দয়া তোমার! এত অনুগ্রহ ত পূর্ব্বে কখনো দেখিনি ॥ ১৭৩ ॥

ইরা।—বকুলাবলিকে! ভর্ত্তার অভিসার বিষয়ে তোমার দূতীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে ত ? ॥ ১৭৪ ॥

বকুলা।—ভট্টিনী! চটিবেন না। আমি কি করিয়াছি না করিয়াছি তাহা মহারাজকেই জিজ্ঞাসা করুন। ভেকে চীৎকার করে বলিয়া কি দেবতারা পৃথিবীতে বারিবর্ষণে বিরত হন ? কোনো দিকে লক্ষ্য না করিয়া, তাহারা যেমন যথেচ্ছভাবে বর্ষণ করেন, তেমনই আমাদের মত নগণ্য লোকে কি বলিল, কি করিল,—তাহাতে দৃক্পাত না করিয়া, মহারাজের মত প্রভু যথেচ্ছাচরণই করিয়া থাকেন ॥ ১৭৫ ॥

বিদূ।—এমনটা ঠিক নয়। রাণি! তোমাকে দেখিয়াই মহারাজ, সেদিনকার সেই প্রণিপাত-লঙ্ঘনের অতবড় অপরাধটা ভুলিতে পারিলেন, আর তুমি এখনও প্রসন্ন হইলে না ? ॥ ১৭৬ ॥

ইরা।—আমি অপ্রসন্ন থাকিয়াই বা কাহার কি করিতে পারি ? ॥ ১৭৭ ॥

রাজা।— এবমেতৎ। অস্থানে কোপ ইত্যনুপপন্নং ত্বয়ি।
কদা মুখং বরতনু! কারণাদৃতে তবাগতং ক্ষণমপি কোপপাত্রতাম্।
অপর্ব্বণি গ্রহকলুষেন্দুমণ্ডলা বিভাবরী কথয় কথং ভবিষ্যতি॥ ॥ ১৭৮ ॥

ইরা।— অথাণে ত্তি সুট্‌ঠু ব্যাহরিদং অজ্জউত্তেণ। অন্নসংকন্তেসু অম্হাণং ভাঅধেএসু
জদি উণ কুপ্পেঅং, তদা হস্‌সা ভবে। ॥ ১৭৯ ॥

রাজা।— ত্বমন্যথা বহ্নয়সি। অহং পুনঃ সত্যমেব কোপস্থানং ন পশ্যামি। কুতঃ?
নার্হতি কৃতাপরাধোঽপ্যুৎসবদিবসেষু পরিজনো বন্ধম্।
ইতি মোচিতে ময়েতে প্রণিপতিতুং মামুপগতে চ॥ ॥ ১৮০

ইরা।— ণিউণিএ! গচ্ছিঅ দেবিং বিণ্ণবেহি। দিট্‌টং পক্‌খপাদিত্তণং, অবহিদং চ মে
হিঅঅং অজ্জত্তি। ॥ ১৮১ ॥

নিপু।— তহ। [ইতি নিষ্ক্রান্তা। ॥ ১৮২ ॥

বিদূ।— (আত্মগতম্) অহো অণত্থো সংপড়িদো। বন্ধণব্‌ভট্‌টো গেহকবোদও
বিড়ালিআত্র আলোএ পড়িদো। ॥ ১৮৩ ॥

(প্রবিশ্য নিপুণিকা)

নিপু।— ভট্টিণি! জদিচ্ছাদিট্‌টাএ মাহবিআএ আচক্‌খিদং। এব্বং কৃখু এদং নিব্বুত্তং ত্তি।
(ইতি কর্ণে কথয়তি।) ॥ ১৮৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অস্থানে ইতি সুষ্ঠু ব্যাহৃতম্ আর্য্যপুত্রেণ, অন্যসংক্রান্তেষু অস্মাকং ভাগধেয়েষু যদি পুনঃ কুপ্যেয়ং তদা হাস্যা ভবেয়ম্॥ ১৭৯॥

নিপুণিকে, গত্বা দেবীং বিজ্ঞাপয়,—দৃষ্টং পক্ষ-পাতিত্বম্, অবহিতং চ মে হৃদয়ং অদ্য ইতি॥ ১৮১॥

তথা॥ ১৮২॥

অহো! অনর্থঃ সম্পতিতঃ, বন্ধন-ভ্রষ্টঃ গৃহ-কপোতকঃ বিড়ালিকায়াঃ আলোকে পতিতঃ॥ ১৮৩॥

ভট্টিনি! যদৃচ্ছাদৃষ্টয়া মাধবিকয়া আখ্যা কথম্—এবং খলু এতৎ নির্বৃত্তম্॥ ১৮৪॥

অর্থ।—রাজা।—যথার্থই বলিয়াছি! অস্থানে কোপ প্রকাশ কদাচ তোমাতে মানায় না। কেন না,—সুন্দরি! অকারণে কখনও ত তোমার মুখে আমি ক্রোধের লক্ষণ দেখি নাই। শোভনাঙ্গি! পূর্ণিমারূপ পর্ব্বাহ ব্যতিরেকে কখনো কি বিভাবরীতে চন্দ্রমণ্ডল রাহুগ্রস্ত হয়?॥ ১৭৮॥

রা।—"অস্থানে"—আর্য্যপুত্র ঠিকই বলিয়াছেন। আমাদের ভাগ্য যখন অন্য-সংক্রান্ত, তখন আমরা কোপ করিলে উপহাস্যই হইব মাত্র॥ ১৭৯॥

রাজা।—তুমিই অন্যপ্রকার কল্পনা করিতেছ। আমি কিন্তু প্রকৃতই তোমার ক্রোধের কোনো কারণ দেখিতেছি না। কেন না—সহস্র অপরাধ করিলেও—রাজ-সরকারের কোনো বিশিষ্ট আমোদ-উৎসবের দিনে পরিজনদের কাহাকেও আবদ্ধ রাখা সঙ্গত নহে; তাই আমি এদের দু'জনকে মুক্তি দিয়াছি এবং ইহারা আমাকে প্রণাম করিতে এখানে আসিয়াছে॥ ১৮০॥

ইরাবতী।—নিপুণিকে! দেবীকে গিয়া বল্ যে, আজ যেমন আমি পক্ষপাতিতার চরম দেখ্‌লাম, তেমন আজ হ'তে হৃদয়কেও প্রস্তুত কর্‌লাম॥ ১৮১॥

নিপু।—আচ্ছা। (নিষ্ক্রান্তা)॥ ১৮২॥

বিদূ।—(আত্মগত) কি অনর্থই এসে জুট্‌লো! বন্ধন-চ্যুত গৃহ-পারাবত আজ বিড়ালীর দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, আর রক্ষা নাই॥ ১৮৩॥

(নিপুণিকার প্রবেশ।)

নিপু।—ভট্টিনি! যেতে যেতে হঠাৎ মাধবিকার সঙ্গে দেখা হ'তে—সে বল্লে,—এই ব্যাপাটার নিগূঢ় রহস্য হলো এই—(কানে কানে কহিল)॥ ১৮৪॥

ইরা। (আত্মগতম্।) উববণ্ণং। সচ্চং অঅং এত্থ বহ্মবন্ধুণা কিদো পওও। (বিদূষকং বিলোক্য প্রকাশম্) ইঅং অস্স কামতন্তসচিবস্স ণীদী। ॥ ১৮৫ ॥

বিদূ।— ভোদি! জদি ণীদীএ এক্কংপি অক্খরং পঢ়েঅং, ণ অত্তভবং পেসিদো ভবে ॥ ১৮৬ ॥

রাজা।— (অপবার্য্য) কথং নু খল্বস্মাৎ সঙ্কটান্মুচ্যাবহে। ॥ ১৮৭ ॥

(প্রবিশ্য সাবেগা জয়সেনা)

জয়।— দেব! কুমারী বসুলচ্ছী কন্দুঅং অণুধাবন্তী পিঙ্গলবাণরেণ বলিঅং বিত্তাসিদা অঙ্কণিসণ্ণা অ দেবীএ পবাদকিসলঅং বিঅ বেবমাণা ণ কিংপি পড়িবজ্জদি। ॥ ১৮৮ ॥

রাজা।— কষ্টং কষ্টম্! কাতরো বালভাবঃ। ॥ ১৮৯ ॥

ইরা।— (সাবেগম্) তুবরদু তুবরদু অজ্জউত্তো এণং সমাসাসইদুং, মা সে সংদাবজনিদো বিআরো বড্ঢদু। ॥ ১৯০ ॥

রাজা।— অহমেনাং সংজ্ঞাপয়ামি। [ইতি সত্বরং নিষ্ক্রামতি। ॥ ১৯১ ॥

বিদূ।— সাহু রে পিঙ্গলবাণর। সাহু, পরিত্তাদো তুএ সবক্খো। ॥ ১৯২ ॥

(নিষ্ক্রান্তো রাজা বিদূষকশ্চেরাবতী নিপুণিকা প্রতীহারী চ)

প্রাকৃতানুবাদ।—উপপন্নম্। সত্যম্ অয়ম্ অত্র ব্রহ্মবন্ধুনা কৃতঃ প্রয়োগঃ। ইয়ম্ অস্য কামতন্ত্রসচিবস্য নীতিঃ ॥ ১৮৫ ॥

ভবতি! যদি নীতেঃ একম্ অপি অক্ষরং পঠেয়ম্, ন অত্রভবান্ প্রেষিতঃ ভবেৎ ॥ ১৮৬ ॥

দেব! কুমারী বসুলক্ষ্মী কন্দুকম্ অনুধাবন্তী পিঙ্গল-বানরেণ বলবৎ বিত্রাসিতা, অঙ্কনিষণ্ণা চ দেব্যাঃ প্রবাত-কিসলয়মিব বেপমানা ন কিমপি প্রতিপদ্যতে ॥ ১৮৮ ॥

ত্বরতাং ত্বরতাং আর্য্যপুত্রঃ এনাং সমাশ্বাসয়িতুম্ মা অস্যাঃ সন্তাপজনিতঃ বিকারঃ বর্দ্ধতাম্ ॥ ১৯০ ॥

সাধু রে পিঙ্গলবানর! সাধু, পরিত্রাতস্ত্বয়া স্বপক্ষঃ ॥ ১৯২ ॥

বঙ্গার্থ।—ইরা।—(আত্মগত) তাই-ই বটে। সত্যই এই ব্রাহ্মণবেশী গৌতম কর্ত্তৃক এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে। (বিদূষকের দিকে চেয়ে প্রকাশ্যে) রাজার কামতন্ত্রের মন্ত্রী এই লোকটার নীতিই বটে ॥ ১৮৫ ॥

বিদূ।—ভবতি! যদি নীতির একটা অক্ষরও আমার পড়া থাকতো, তবে কদাচ আমি রাজাকে এখানে পাঠাতুম না ॥ ১৮৬ ॥

রাজা।—(অপবার্য্য) এখন কি উপায়ে এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাই? ॥ ১৮৭ ॥

(সবেগে জয়সেনার প্রবেশ)

জয়সেনা।—মহারাজ! রাজকুমারী বসুলক্ষ্মী কন্দুকের (লাটিমের) পিছন পিছন ছুটিতেছিলেন, এমন সময়ে পিঙ্গল বানর এসে তাড়া করায় এতই ভয় পাইয়াছেন যে, দেবীর কোলের উপর থাকিয়াও প্রবাতবিকম্পিত কিসলয়ের মত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছেন। কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতেছেন না ॥ ১৮৮ ॥

রাজা।—কি কষ্ট! ছেলেবেলাটা বড়ই দুঃখের ॥ ১৮৯ ॥

ইরা।—(সবেগে) আর্য্যপুত্র! বসুলক্ষ্মীকে সান্ত্বনা করিতে সত্বর চলুন। আহা! মেয়ের ভয়-জনিত বিকার যেন আর না বাড়ে ॥ ১৯০ ॥

রাজা।—যাচ্ছি, আমি গিয়ে উহাকে সজ্ঞান করিতেছি (রাজার দ্রুত প্রস্থান।) ॥ ১৯১ ॥

বিদূ।—বাঃ! বাঃ রে পিঙ্গলবানর! বলিহারি! তোর স্বপক্ষ জীবটিকে খুব বাঁচালি—যা' হোক্ ॥ ১৯২ ॥

[রাজা, বিদূষক, ইরাবতী, নিপুণিকা ও প্রতীহারীর প্রস্থান]।

মাল।— হলা! দেবীং চিন্তিঅ বেবই মে হিঅঅম্। ণ আণে সংপদি কিং অণুভবিদব্বং ভবিস্‌সদি ত্তি। ॥ ১৯৩ ॥

(নেপথ্যে)।— অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং! অপুণ্ণে পঞ্চরত্তে দোহলস্‌স মউলেহিং সংণদ্ধো তবনী-আসোও। জাব দেবীএ নিবেদেমি। ॥ ১৯৪ ॥

(উভে শ্রুত্বা প্রহৃষ্টে)

বকুলা।— আসসদু সহী! সচ্চপইণ্ণা দেবী। ॥ ১৯৫ ॥

মাল।— তেণ হি পমদবণপালিআএ পিঠ্‌ঠদো হোমি। ॥ ১৯৬ ॥

বকুলা।— তহ। [ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে। ॥ ১৯৭ ॥

ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ।

প্রাকৃতানুবাদ।—দেবীং চিন্তয়িত্বা বেপতে মে হৃদয়ম্। ন জানে সম্প্রতি কিম্ অনুভবিতব্যম্ ভবিষ্যতি ইতি ॥ ১৯৩ ॥

আশ্চর্য্যম্! আশ্চর্য্যম্! অপূর্ণে পঞ্চ-রাত্রে দোহদস্য মুকুলৈঃ সন্নদ্ধঃ তপনীয়াশোকঃ। যাবৎ দেব্যৈ নিবেদয়ামি ॥ ১৯৪ ॥

আশ্বসিতু সখী। সত্য-প্রতিজ্ঞা দেবী ॥ ১৯৫ ॥

তেন হি প্রমদ-বনপালিকায়াঃ পৃষ্ঠতঃ ভবাবঃ ॥ ১৯৬ ॥

তথা ॥ ১৯৭ ॥

বঙ্গার্থ।—মালবিকা।—দেবীকে ভেবে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। আজকার এই ব্যাপার হইতে, না জানি, আবার কত লাঞ্ছনাই ভুগ্‌তে হয়? ॥ ১৯৩ ॥

(নেপথ্য হইতে) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! দোহদের পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রক্তাশোকতরু মুকুলে একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। যাই—দেবীকে খবর দিই গিয়া ॥ ১৯৪ ॥

(শুনিয়া মালবিকার ও বকুলাবলিকার অতিশয় আনন্দ জন্মিল।)

বকুলা।—সখি! আশ্বস্ত হও। দেবী আমাদের সত্য-প্রতিজ্ঞা। যা' বলেন, তাই করেন। পাঁচ রাত্রির মধ্যেই যখন তোমার দোহদে আশোকে ফুল ফুটিল, তখন প্রতিজ্ঞানুসারে তিনি তোমার বাসনা পূরণ করিবেনই করিবেন ॥ ১৯৫ ॥

মালবিকা।—উদ্যান-পালিকা খবর দিতে গেল, চল আমরা তা'র পিছন্ পিছন্ যাই ॥ ১৯৬ ॥

বকুলা।—বেশ ॥ ১৯৭ ॥

[সকলেই নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক—তাৎপর্য্য।

এই মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষক কালিদাসের এক অতি বিচিত্র সৃষ্টি! এমনই কৌশলে বিদূষক-চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে যে, এই নাটকের প্রতিকার্য্যে প্রতিবৃত্তান্তে তাহার আলোক পড়িয়াছে। যে স্থানে অদ্ভুত ব্যাপার, যে স্থানে রহস্য-কৌতুক, যে স্থানে সঙ্কট, সেই স্থানেই সে চরিত্র প্রধান আলম্বন-স্বরূপ। বিদূষককে বাদ দিলে, বুঝি এই নাটকের নাটকত্বই ব্যাহত হয়। নাটকীয় বস্তুর এমন উপযোগী বিদূষক সংস্কৃতে ত নাই-ই, কালিদাসের অন্য কোন নাটকেও উপলব্ধ হয় না।

সে দিন দোহদ-কারিণী মালবিকার সহিত উদ্যানে, ইরাবতীর উৎপাতে রাজা আশা মিটাইয়া মিশিতে পারেন নাই, তাই রাজার বড়ই ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। বিদূষক কোমর বাঁধিলেন। এদিকে ইরাবতীর অভিযোগে "অপক্ষ-পাতিনী" রুগ্ণচরণা, শয্যাশায়িনী বড় রাণী ধারিণী—মালবিকা ও তাহার দুষ্ট পরিচারিকা বকুলাবলিকাকে, মাটীর নীচে এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া—দরজায় নিজের হাতের নাগ-মণিমুক্তা অঙ্গুরীয়কের দ্বারা "সিল-মোহর" করাইয়া রাখিয়াছেন। ধারিণীর আদেশ—"আমার এই অঙ্গুরী না দেখিলে যেন—দরজা খোলা না হয়।"

বিদূষকের কৌশলে সে সিলমোহর-করা তালা খুলিয়া মালবিকাকে "সমুদ্র-গৃহ" নামক এক অতি সুরম্য প্রাসাদে আনা হইয়াছে, সঙ্গে সখী বকুলাবলিকা। হ্রদের মত খুব বড় একটা দীঘির মাঝখানে জলের ভিতর এক অতি রমণীয় অট্টালিকা। যেমন অমৃতসরে স্বর্ণমণ্ডিত "গুরুদরবার"। রাজা অগ্নিমিত্রের এই "সমুদ্র-গৃহটা" প্রণয়ারাধনার প্রথম গণেশপূজার মন্দির। কি ধারিণী, কি ইরাবতী, প্রত্যেকের সহিত প্রথম-মিলন, দেখা-সাক্ষাৎ, প্রথম-আমোদ-আহ্লাদ এই ঘরে হইয়াছে। রাজা-রাজড়াদের বাড়ীতে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘর সেকালে প্রায়ই থাকিত। যেমন, "যশমন্দির" "সুহাসমন্দির" "রতিমন্দির" "ক্রোধাগার" বা "গোঁসাঘর। এখনও অম্বর, যোধপুর, উদয়পুর, প্রভৃতি স্থানে—তৎ তৎ নামাঙ্কিত মন্দিরের অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রণয়ের বহু স্মৃতি-বিমণ্ডিত এমনই "সমুদ্র-গৃহে" বিদূষক মালবিকাকে হাজির করিয়াছে। রাজাও আসিয়াছেন। বিদূষক ও বকুলাবলিকা,—সুচতুর পরিজনের মত একটু তফাতে গিয়াছে।—রাজা মালবিকা-রূপিণী মধুযামিনীতে সুপ্ত-হৃদয়ে স্বপ্ন দেখিতেছেন!

এইভাবে রাজা ও মালবিকাকে রাখিয়া, প্রণয়-সৃষ্টির বিশ্বকর্ম্মা কালিদাস এক অতি তীব্র-মধুর, পরুষ-কোমল চিত্রে সেই নব-প্রণয়-মুগ্ধ মিথুনের কামযজ্ঞে, নবীন প্রথায় পূর্ণাহুতি দিয়াছেন।—সেদিন, উদ্যানে মদ-বিহ্বলা মদন-কাতরা ইরাবতী রাজার সহিত বড় আশায় মিলিতে আসিয়া, ব্যথা পাইয়াছিলেন। তথায়, নিভৃতে হৃদয়েশ্বরকে অন্য যুবতীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে দেখিয়া বড়ই আহত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে বেদনা, সে আঘাত তিনি নীরবে ভোগ করিতে লাগিলেন। অন্য কাহাকেও জানিতে দিলেন না। মনে মনে, তদবধি স্থির করিলেন যে, আর লোকালয়ে মুখ দেখাইবেন না। কি করিয়াই বা দেখাইবেন? ছিলেন তিনি পরিচারিকা, সে অবস্থায় তাঁহার কোনই অসন্তোষ ছিল না। পৃথিবী-পতি তাঁহার হৃদয়ে উচ্চ আশা জাগাইয়া, তাঁহাকে উঁচুতে উঠাইয়া, অতর্কিতে ফেলিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে যে স্থানে তিনি ছিলেন, তথায় নহে, তদপেক্ষা অনেক নিম্নে ফেলিয়া দিয়াছেন। তাই নিঃসম্বলা নিরাশ্রয়া ইরাবতী আর জগদ্‌বাসীকে মুখ দেখাইতে বাসনা রাখিলেন না। স্থির করিলেন যে, অতীত সুখের স্মৃতি বক্ষে লইয়া গহন-বন-জাত কুসুমের ন্যায় জগতের অগোচরে আপনা-আপনি বিশুষ্ক হইবেন। এবংবিধ সঙ্কল্পের পর হইতেই তাঁহার হৃদয়ে বল আসিল। যতক্ষণ তৃষ্ণা, ততক্ষণই যাতনা, তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারিলে যাতনা কিসের? সেদিন উদ্যানে রাজার ইরাবতী-চরণে পতন ও কতরূপ অনুনয়-বিনয় ইরাবতী উপেক্ষা করিয়া ক্রোধকষায়িত-নেত্রে ও কর্কশকণ্ঠে কত কি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন,—ক্রোধাবসানে মেধাবিনী ছোট রাণী বুঝিয়াছেন যে, কাজটা ভালো করেন নাই যে ভাবে হউক, তাহার একটা প্রতীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যে প্রাণেশ্বরের প্রাণ "অন্য-সংক্রান্ত," তাঁহার সম্মুখে যাইবার সাধ আর ইরাবতীর নাই।—তাদৃশ "প্রাণ"-হীন জীবিত প্রাণেশ্বর আর তাঁহার চিত্রিত মূর্ত্তি—দুই-ই সমান; তাই ইরাবতী সাক্ষাৎ অগ্নিমিত্রের নিকটে না গিয়া চিত্রি

অগ্নিমিত্রের নিকটে জীবনের শেষ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে, "সমুদ্রগৃহে" আসিয়াছেন। ক্ষমাভিক্ষার সহিত তাঁহার আর একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনই, অথবা ততোধিক করুণ। কালিদাস এই স্থলে কারুণ্যের যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। যেখানে জীবনের প্রথম সুখের ছবি চিত্রিত, যে সমুদ্রগৃহের প্রতি অণু-পরমাণুতে অগ্নিমিত্রের সহিত ইরাবতীর প্রথম-মিলনের সাক্ষ্য বিদ্যমান, যে সমুদ্রগৃহে বিদিশেশ্বর রাজা অগ্নিমিত্র স্বহস্তে পরিচারিকা ইরাবতীর আপাদ-মস্তক প্রণয়-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়াছিলেন, মস্তকে রাজ-মুকুট-নিন্দী দুর্ল্লভ প্রণয়কিরীট পরাইয়াছিলেন,—সেই সমুদ্রগৃহের ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত ইরাবতী-অগ্নিমিত্রের সেই প্রথম-মিলনের চিত্রের নিকটে, ইরাবতী আজ স্বীয় ঐহিক জীবনের যে সুখ তাহার চিরবিসর্জ্জন-কাহিনী কহিতে আসিয়াছেন, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভুলিয়া, অতীত প্রণয়ের স্মৃতিব্রতে দীক্ষিত হইতে আসিয়াছেন। সেখানে আসিয়াও যখন দেখিলেন সেই ত্রিমূর্ত্তি—রাজা, মালবিকা ও বিদূষক, তখন তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা যে কীদৃশী—তাহা সহৃদয়-সংবেদ্য। ভাষায় বর্ণনার সামর্থ্য এ দীনহীন সম্পাদকের নাই। কালিদাস অতি ভয়ানক ক্ষেত্রে ইরাবতীকে উপস্থিত করিয়াছেন। ওরূপ স্থলে অধিকক্ষণ থাকিলে, অতি কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায়। মানুষ মরিয়া যায়। ইরাবতীর ত কথাই নাই। কেন না,—তিনি অতি কোমল-প্রাণা, সরলতার বিগ্রহবতী অধিদেবতা। তাই কবি, অধিকক্ষণ ঐ মর্ম্ম-বিদারী ব্যাপারে লিপ্ত রাখেন নাই। ইরাবতী. সেই দোহদ-কালে অশোক-কুঞ্জের ঘটনার পর হইতে বুঝিয়াছিলেন যে, এবারকার মত তাঁহার সাধের বিপণি ভাঙ্গিয়াছে, আনন্দের বাজার ভাঙ্গিয়াছে, আর হইবে না।—সুতরাং ওরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকা যায় না। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবশিষ্ট জীবনকাল নিরবচ্ছিন্ন কষ্টেরই কারণ। আজ সমুদ্র-গৃহে ইরাবতীর অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। তাই মহাকবি, হঠাৎ বসুলক্ষ্মীর পিঙ্গল-বানর কর্ত্তৃক আক্রমণের ব্যাপার অবতারণা করিয়া, ঐ কষ্টময়, বেদনাময় দৃশ্য অন্তরিত করিলেন। সরলা ইরাবতী যেমন শুনিলেন যে, বসুলক্ষ্মীর বিপদ, অমনি সমস্ত ভুলিয়া, রাজাকে লইয়া ক্ষিপ্রচরণে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। যে ধারিণী তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন, বসুলক্ষ্মী তাঁহারই কন্যা। কিন্তু ইরাবতীর মনে সে সব কথা উঠিল না। তাঁহার এই সর্ব্বনাশের জন্য তিনি আপন অদৃষ্টকেই দোষী করিয়াছিলেন, পরের উপর দোষ চাপাইলেন না। সরল-প্রাণা ইরাবতী, অশোককুঞ্জে রাজা ও মালবিকার দেখা-সাক্ষাতের অভিযোগ আসিয়া ধারিণীর নিকটেই করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইহাতেই সমুচিত প্রতিবিধান হইবে। তাঁহার হৃদয়ের এই সারল্যের আকর্ষণেই বিদিশা-পতি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে সসম্মানে দেখিতেন। রাজা জানিতেন যে, ইরাবতী সব সহিতে পারেন, কেবল একটি বস্তু তাঁহার অসহ্য, প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি সহ্য করিতে পারেন না, সে কল্পনাতেও ইরাবতী উন্মাদিনী হইয়া উঠেন ; তেমন ইরাবতীও জানিতেন যে, রাজা ব্যতিরেকে সংসারে তাঁহার আর কেহই নাই, তাঁহার হৃদয়েশ্বর, ইরাবতী-বল্লভ, অগ্নিমিত্র যে হৃদয় একবার ইরাবতীকে অর্পণ করিয়াছেন, সে হৃদয়ের অন্যত্র পুনরর্পণ করিতে কদাচ পারেন না। নারী-হৃদয়ের এই কমনীয়তায় রাজা ইরাবতীর অগাধ প্রণয়-সিন্ধুতে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। ইরাবতীর সৌভাগ্য-সৌধ ধূলিসাৎ করিতে অসীম-শক্তিধারিণী ধারিণী যে বিস্ফোরক পিণ্ডরাশি সৌধতলে সংগোপনে অতর্কিতে সঞ্চিত, সুরক্ষিত ও সন্ধুক্ষিত করিতেছিলেন, এই বিরাট্ ষড়যন্ত্রের মূল অভিনেত্রীই যে ধারিণী, তাহা ইরাবতী প্রথমে আদৌ বুঝিতে পারেন নাই, তাই তিনি প্রথম প্রথম বিষমূর্চ্ছিত-হৃদয়ে বিষধরীর নিকটে প্রতীকার ভিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে সমুদ্রগৃহে যখন দেখিলেন যে, কারারুদ্ধা মালবিকা মুক্তিলাভ করিয়া আবার রাজার সহিত মিলিয়াছে, তখন তাঁহার বুঝিতে আর দেরী হইল না। তাই তিনি বলিলেন—"দেবীর এই অপক্ষপাতে আমি সন্তুষ্ট।" ইহা তাঁহার বেদনার উক্তি। তাই তিনি বলিলেন—"আমি কে দেবীকে হুকুম করিবার ?" ইহা তাঁহার পাঁজর-ভাঙ্গা ব্যথার বিলাপ। কালিদাস ইরাবতীকে নিরাশ প্রণয়ের যে বেদনাময়ী মূর্ত্তিতে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না।

পঞ্চমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্যানপালিকা)

উদ্যানপালিকা।— উপক্‌খিত্তো মএ সক্কারবিহিণা তবণীআসোঅস্‌স বেদিআবন্ধো! জাব অণুট্‌ঠিদনিওঅং অত্তাণং দেবীএ নিবেদেমি। (পরিক্রম্য) অহো দেব্বস্‌স অণুকম্পণীআ মালবিআ। তস্‌সিং তহ চণ্ডিআ দেবী ইমিণা অসোঅকুসুমদোহল-বুত্তন্তেণ পসাদুম্মুহী ভবিস্‌সদি। কহিং ণু ক্‌খু ভবে দেবী? (বিলোক্য) অম্মো এসো দেবীএ পরিঅণব্‌ভন্তরো কিং পি জদুমুদ্দালঞ্জিদং মঞ্জুসং গেহ্নিঅ চউস্‌সালাদো কুজ্‌জো ণিক্কামদি, পুচ্ছিস্‌সং দাব ণম্। ॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্ট-হস্তঃ কুব্জঃ)

উদ্যান।— সারস! কহিং পত্থিদোসি? ॥ ২ ॥

সার।— মহুঅরিএ! বিজ্‌জাচারিআণং বম্হণাণং ইমং দক্‌খিণা মাসিইং অজ্জপুরো-হিদস্‌স হত্থং পাবইস্‌সম্। ॥ ৩ ॥

মধু।— অহ কিং ণিমিত্তং? ॥ ৪ ॥

সার।— জদপ্পহুদি সেণাপদি জণ্ণতুরঙ্গরক্‌খণে ণিউত্তো ভট্টিদারও বসুমিত্তো, তদপ্পহুদি তস্‌স আউসত্থং অট্‌টসদস্‌সুবণ্ণপরিমাণং দক্‌খিণং দেবী পরিগ্‌গাহেদি। ॥ ৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—উপক্ষিপ্তঃ ময়া সংস্কারবিধিনা তপনীয়াশোকস্য বেদিকাবন্ধঃ। যাবৎ অনুষ্ঠিতনিয়োগম্ আত্মানং দেব্যৈ নিবেদয়ামি। অহো দৈবস্য অনুকম্পনীয়া মালবিকা। তস্যাং তথা চণ্ডিকা দেবী অনেন অশোক-কুসুম-দোহদ-বৃত্তান্তেন প্রসাদোন্মুখী ভবিষ্যতি। কুত্র খলু ভবেৎ দেবী? অহো, এষঃ দেব্যাঃ পরিজনাভ্যন্তরঃ কামপি জতুমুদ্রা-লাঞ্ছিতাং মঞ্জুষাং গৃহীত্বা চতুঃশালাতঃ কুব্জঃ নিষ্ক্রামতি, প্রক্ষ্যামি তাবৎ এনম্॥ ১॥

সারস! কুত্র প্রস্থিতঃ অসি? ॥ ২ ॥

মধুকরিকে! বিদ্যাচার্য্যাণাং ব্রাহ্মণানাম্ ইমাং দক্ষিণাং মাসিকীম্ আর্য্যপুরোহিতস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামি॥ ৩॥

অথ কিং নিমিত্তম্? ॥ ৪ ॥

যদা প্রভৃতি সেনাপতিঃ যজ্ঞ-তরঙ্গ-রক্ষণে নিযুক্তঃ ভর্তৃ-দারকঃ বসুমিত্রঃ, তদা প্রভৃতি তস্য আয়ুষ্যার্থম্ অষ্টশত-সুবর্ণপরিমাণাং দক্ষিণাং দেবী পরিগ্রাহয়তি॥ ৫॥

বঙ্গার্থ।—(উদ্যান-পালিকার প্রবেশ)

উদ্যান-পালিকা।—দোহদান্তে যেমন যেমন বিধান আছে, সেইভাবে সংস্কারাদি করিয়া আমি রক্তাশোকের বেদি-বন্ধন করিয়াছি, এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়াও রাখিয়াছি এখন দেবীর নিকটে গিয়া খবর দিই গে। (এগিয়ে) আশ্চর্য্য! মালবিকার প্রতি দৈবের কি শুভ-দৃষ্টি! দেবী তা'র উপর অত যে চটিয়াছেন, সে সমস্ত, আজ এই এক অশোকফুলের দোহদের সংবাদেই মিটিয়া যাইবে। যাই দেবী কোথায়, দেখি গিয়া। (দেখিয়া) ·ই যে—দেবীর এক পরম বিশ্বস্ত পরিজন কুব্জ ব্যক্তি জতুমুদ্রা-চিহ্নিত (গালা-মোহর করা) একটা পেঁট্‌রা লইয়া চতুঃশালা হইতে বাহির হইতেছে, একেই জিজ্ঞাসা করি—দেবী কোথায়? ॥ ১ ॥

(মঞ্জুষাহস্তে কুব্জের প্রবেশ)

সারস! কোথায় চলিয়াছ? ॥ ২ ॥

সারস।—মধুকরিকে! বিদ্যাবান্ ব্রাহ্মণদিগকে এই মাসিক দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত আর্য্য-পুরোহিতের হাতে দিতে যাচ্ছি॥ ৩॥

মধু।—কি জন্য এই দক্ষিণা? ॥ ৪ ॥

সারস।—যে দিন হইতে রাজকুমার বসুমিত্র সেনাপতি-রূপে যজ্ঞের অশ্ব-রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছেন, তদবধি দেবী, তাঁহার দীর্ঘ-জীবন-লাভের কামনায় আটশত সুবর্ণ-পরি-মিত দক্ষিণা সদ্‌ব্রাহ্মণদিগকে অর্পণ করিতেছেন॥ ৫॥

মধু।— অহ কহিং দেবী? কিং বা অণুচিট্ঠদি? ॥ ৬ ॥

সার।— মঙ্গলঘরে আসণত্থা বিদব্ভবিসআদো ভাদুণা বীরসেণেণ পেসিদং লেহং লিপিঅরেহিং বাচীঅমাণং সুণাদি। ॥ ৭ ॥

মধু।— কো উণ বিদব্ভরাঅবুত্তন্তো সুণীঅদি? ॥ ৮ ॥

সার।— বসীকিদো কিল বীরসেণপ্পমুহেহিং দণ্ডচক্কেহিং বিদব্ভণাহো, মোচিদো মাহবসেণো। দূদো অ তেণ মহাসারাণি রঅণাণি বাহণাণি সিপ্পকারিআভূইট্ঠং পরিঅণং অ উবাঅণীকরিঅ ভট্টিণো সআসং পেসিদো ত্তি। ॥ ৯ ॥

মধু।— গচ্ছ, অনুচিট্ঠ ণিওঅম্। অহংপি দেবীং পেক্খিস্সম্। ॥ ১০ ॥

(প্রবেশকঃ) [ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

(ততঃ প্রবিশতি প্রতীহারী)

প্রতী।— আণত্তম্হি দেবীএ অসোঅসক্কারব্বাবিদাএ, বিণ্ণবেহি অজ্জউত্তম্। ইচ্ছামি অজ্জউত্তেণ সহ অসোঅরুক্খস্স পসূণলচ্ছিং পচ্চক্খীকাদুং ত্তি। তা জাব ধম্মাসণগদং দেবং পড়িবালেমি। [ইতি পরিক্রামতি। ॥ ১১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অথ কুত্র দেবী? কিং বা অনুতিষ্ঠতি? ॥ ৬ ॥

মঙ্গল-গৃহে আসনস্থা বিদর্ভবিষয়াৎ ভ্রাত্রা বীরসেনেন প্রেষিতং লেখং লিপিকরৈঃ বাচ্যমানং শৃণোতি ॥ ৭ ॥

কঃ পুনঃ বিদর্ভরাজ-বৃত্তান্তঃ শ্রূয়তে? ॥ ৮ ॥

বশীকৃতঃ কিল বীরসেন-প্রমুখৈঃ দণ্ডচক্রৈঃ বিদর্ভ-নাথঃ, মোচিতঃ মাধবসেনঃ। দূতশ্চ তেন মহাসারাণি রত্নানি, বাহনানি, শিল্পদারিকাভূয়িষ্ঠং পরিজনং চ উপায়নীকৃত্য ভর্ত্তুঃ সকাশং প্রেষিতঃ ইতি ॥ ৯ ॥

গচ্ছ, অনুতিষ্ঠ আত্মনঃ নিয়োগং, অহমপি দেবীং প্রেক্ষ্যামি ॥ ১০ ॥

আজ্ঞপ্তা অস্মি দেব্যা অশোক-সৎকারব্যাপৃতয়া,—"বিজ্ঞাপয় আর্য্যপুত্রম্। ইচ্ছামি আর্য্যপুত্রেণ সহ অশোকবৃক্ষকস্য প্রসূন-লক্ষ্মীং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিতি। তদ্ যাবৎ ধর্ম্মাসন-গতং দেবং প্রতিপালয়ামি ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—মধুকরিকা।—দেবী কোথায়? কি কর্চ্ছেন? ॥ ৬ ॥

সারস।—বিদর্ভদেশ হইতে দেবীর ভ্রাতা বীরসেন কি যেন একখানা পত্র পাঠাইয়াছেন, মঙ্গল-গৃহে বসিয়া দেবী, লিপিকরদিগের দ্বারা সেই পত্র পড়াইয়া শুনিতেছেন ॥৭॥

মধুকরিকা।—বিদর্ভ-রাজের বৃত্তান্ত কি শুন্‌লে? ॥ ৮ ॥

সারস।—শুনলুম যে,—বীরসেন-প্রমুখ সেনাপতি-প্রধানগণ কর্ত্তৃক বিদর্ভ-নাথ বশীকৃত হইয়াছেন, মাধবসেনকেও মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এখন, বোধ হয়, সন্ধির আশায় বিদর্ভনাথ, নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্ন, হস্তী, অশ্ব, রথ, নৃত্যগীতাদি শিল্পকলানিপুণা দারিকা (কন্যা) প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ,—ও বহু দাস-দাসী-সংবলিত উপঢৌকন (নজর) সঙ্গে দিয়া আমাদের ভর্ত্তার নিকট এক দূত পাঠাইয়াছেন ॥ ৯ ॥

মধু।—যাও সারস, নিজের কাজে যাও, আমিও দেবীর সহিত দেখা করি গিয়া ॥ ১০ ॥

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত ইতি প্রবেশক।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী।—মালবিকা-কৃত-দোহদে অকালে ফুল ফুটিয়াছে বলিয়া, অশোকতরুর সৎকারে—দেবী আজকাল সর্ব্বদাই ব্যাপৃতা। তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন—"আর্য্যপুত্রকে বল গিয়া যে, তাঁহার সহিত একসঙ্গে আমি অশোকতরুর অকাল-কুসুমের শোভা দেখিতে ইচ্ছা করি। মহারাজ এখন বিচারাসনে বসিয়া, সেইখানে গিয়াই অপেক্ষা করি। (অগ্রসর হইতে লাগিল।) ॥ ১১॥

(নেপথ্যে) বৈতা।—দিষ্ট্যা দণ্ডেনৈবারিশিরঃসু বর্ত্ততে দেবঃ। ॥ ১২ ॥

প্রথমঃ।— পরভৃতকলব্যাহারেষু ত্বমাত্তরতির্মধুং নয়সি বিদিশাতীরোদ্যানেষনঙ্গ ইবাঙ্গবান্।
বিজয়করিণামালানাত্বং গতৈঃ প্রবলস্য তে বরদ! বরদারোধোবৃক্ষৈঃ সহাবনতো রিপুঃ॥ ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয়ঃ।—বিরচিতপদং বীরপ্রীত্যা সুরোপম সূরিভিশ্চরিতমুভয়োর্মধ্যেকৃত্য স্থিতং ক্রথকৈশিকান্।
তব হৃতবতো দণ্ডানীকৈর্বিদর্ভপতেঃ শ্রিয়ং পরিঘগুরুভির্দোর্ভির্বিষ্ণোঃ প্রসহ্য চ রুক্মিণীম্ ॥ ১৪ ॥

প্রতী।— এসো জঅসদ্দসূইদপ্পথাণো ভট্টা ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। অহং পি দাব ইমস্স
মুহাদো অবসরিঅ থম্ভন্তরিদা হোমি। (ইত্যেকান্তে স্থিতা) ॥ ১৫ ॥

(প্রবিশ্য সবয়স্যো রাজা।

কান্তাং বিচিন্ত্য সুলভেতরসম্প্রয়োগাং শ্রুত্বা বিদর্ভপতিমানমিতং বলৈশ্চ।
ধারাভিরাতপ ইবাভিহতং সরোজং দুঃখায়তে চ হৃদয়ং সুখমশ্নুতে চ॥ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—পরভৃত-কল-ব্যাহারেষু বিদিশাতীরো দ্যানেষু আত্তরতিঃ অঙ্গবান্ অনঙ্গঃ ইব আত্ত-রতিঃ ত্বং মধুং (বসন্তকালং) নয়সি। প্রবলস্য তে বিজয়-করিণাম্ আলানত্বং গতৈঃ বরদা-রোধোবৃক্ষৈঃ সহ, হে বরদ! তব রিপুঃ অবনতঃ জাতঃ॥ ১৩ ॥

হে সুরোপম রাজন্! তব বিষ্ণোঃ চ—উভয়োঃ চরিতং সূরিভিঃ বীরপ্রীত্যা বিরচিত-পদং সৎ স্থিতম্ অস্তি। কীদৃশস্য তব কীদৃশং চরিতম্? ইতি আহ,—দণ্ডানীকৈঃ প্রসহ্য বিদর্ভ-পতেঃ শ্রিয়ং হৃতবতঃ তব যৎ চরিতং ক্রথ-কৈশিকান্ মধ্যেকৃত্য (আক্রম্য) স্থিতং, তথা পরিঘগুরুভিঃ দোর্ভিঃ প্রসহ্য রুক্মিণীং হৃতবতঃ বিষ্ণোঃ যৎ চরিতং স্থিতম্॥ ১৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।— এষ জয়শব্দসূচিত-প্রস্থানো ভর্ত্তা ইত এব আগচ্ছতি। অহমপি তাবদস্য মুখাদপসৃত্য স্তম্ভান্তরিতা ভবামি॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—(নেপথ্য হইতে বৈতালিকগণের সঙ্গীত।)

প্রথম বৈতালিক।—কি প্রভাব! আমাদের মহারাজ স্বীয় দণ্ডশক্তির বলেই যেন রিপুকুলের শিরোদেশ চাপিয়া বসিয়া আছেন। দেব! আপনি, কোকিল-কল-মুখর বিদিশাতীরের উপবন-সমূহে, স্বপ্রিয়া রতির সহিত বর্ত্তমান মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গদেবের ন্যায়, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ পূরণপূর্ব্বক সুখের বসন্তকাল যাপন করিতেছেন। হে বরদ! শত্রুরাজ্যে প্রবাহিত বরদানদীর তীরস্থিত বনস্পতিগণ আপনার জয়শীল মাতঙ্গদিগের বন্ধন-স্তম্ভরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় যেমন মাতঙ্গের বিক্রমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তেমনই সেই প্রদেশের শত্রুগণও অবনত হইয়াছে। আপনার কি প্রবল শক্তি!॥ ১২-১৩ ॥

২য় বৈতালিক।—দেব-তুল্য রাজন্! মনীষা-সম্পন্ন পণ্ডিতগণ, আপনার এবং বিষ্ণুর বীরত্বে প্রীত হইয়া মনে করেন—আপনাদের উভয়ের শৌর্য্য-মণ্ডিত চরিত সমান। আপনারা উভয়েই তুল্যবিক্রম। তাই তাঁহারা সমভাবে আপনাদের উভয়ের আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বিদর্ভদেশ আক্রমণপূর্ব্বক আপনার চরিত বিরাজমান, কেন না, আপনি প্রবল-দণ্ড-দান-ক্ষম স্বীয় সেনাবলে বলপূর্ব্বক বিদর্ভ-পতির রাজ-লক্ষ্মীকে হরণ করিয়াছেন, আর বিষ্ণুও তাঁহার পরিঘবৎ আজানুলম্বি- বাহুর দ্বারা বলপূর্ব্বক লক্ষ্মীসদৃশী রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আপনারা উভয়েই তুল্য-পরাক্রম॥ ১৪

প্রতীহারী।—জয়জয় শব্দের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, মহারা[illegible] ধর্ম্মাসন হইতে উঠিয়া এই দিকে আসিতেছেন। আমি[illegible] ইঁহার দৃষ্টিপথ এড়াইয়া এই থামটার আড়ালে দাঁড়াই॥১[illegible]

(বিদূষকের সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—প্রখর আতপতাপে প্রতপ্ত কমল যেমন অকস্মা[illegible] বর্ষণ-ধারায় অভিষিক্ত হইলে, তাপ-শান্তির জন্য প্র[illegible] হইলেও তাহার কমনীয় সৌরকররাশির ক্ষণিক অন্তর্ধা[illegible] ম্লান হইয়া পড়ে, তদ্রূপ, আমার সৈন্য-সামন্ত ক[illegible] গর্ব্বিত বিদর্ভ-পতির শির অবনমিত হইয়াছে—সংবা[illegible] যেমন আমার হৃদয় আনন্দিত হইতেছে, প্রিয়তমা মা[illegible] বিকার সমাগম ক্রমেই দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে—[illegible] চিন্তায় আমার হৃদয় ততোধিক দুঃখিত হইতেছে॥১৬

বিদূ।— জহ অহং পেক্খামি. একন্তসুহিদো ভবং ভবিস্সদি। ॥ ১৭ ॥

রাজা।— কথমিব ? ॥ ১৮ ॥

বিদূ।— অজ্জ কিল দেবীএ ধারিণীএ পণ্ডিদকোসিআ ভণিদা। ভঅবদি! তুমং জদি সচ্চং পসাহণগব্বং বহেসি দংসেহি দাব মালবিআএ সরীরে বিবাহণেবত্থং ত্তি। তয়া সবিসেসকোতুহলং অলংকিদা মালবিআ। তত্তভোদী কদাপি পূরএ ভবদো মণোরহং ॥ ১৯ ॥

রাজা।- সখে! মদপেক্ষামনুবৃত্য অনয়া ধারিণ্যা পূর্ব্বাচরিতৈঃ সম্ভাব্যত এবৈতৎ। ॥১৯-ক॥

প্রতী।- (উপগম্য) জেদু জেদু দেবো। দেবী বিন্নবেদী। তবণী আসোঅস্স কুসুমোদ্-গমসিরিং অজ্জউত্তেণ সহ পচ্চক্খীকাদুং ইচ্ছামি ত্তি। ॥ ২০ ॥

রাজা।- নমু তত্রৈব দেবী ? ॥ ২১ ॥

প্রতী।- অধইং। জহারহ-সংমাণসুহিঅং অন্তেউরং বিসজ্জিঅ মালবিআপুরোএণ অত্তণো পরিঅণেণ সমং দেবং পড়িবালেদি। ॥ ২২ ॥

রাজা।- (সহর্ষং বিদূষকং বিলোক্য) জয়সেনে! গচ্ছাগ্রতঃ। ॥ ২৩ ॥

প্রতী। এদু এদু দেবো। (ইতি পরিক্রামতি।) ॥ ২৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যথা অহং পশ্যামি—একান্ত-সুখিতো ভবান্ ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥

অদ্য কিল দেব্যা পণ্ডিত-কৌশিকী ভণিতা—"ভগবতি! যৎ ত্বং প্রসাধন-গর্ব্বং বহসি, তৎ দর্শয় মালবিকায়াঃ শরীরে বিবাহনেপথ্যম্—ইতি। তয়াপি সবিশেষকৌতূহলমলঙ্কৃতা মালবিকা। তত্রভবতী কদাচিৎ পূরয়েৎ ভবতো মনোরথম্! ॥ ১৯ ॥

জয়তু জয়তু দেবঃ। দেবী বিজ্ঞাপয়তি, তপনীয়াশোকস্য কুসুমোদ্গমশ্রিয়ম্ আর্য্যপুত্রেণ সহ প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছামি ইতি ॥ ২০ ॥

অথ কিম্! যথার্হসম্মান-সুখিতম্ অন্তঃপুরং বিসৃজ্য মাল-বিকা-পুরোগেণ আত্মনঃ পরিজনেন সমং দেবং প্রতি-পালয়তি ॥ ২২ ॥

ইত ইতো দেব! ॥ ২৪ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূ।—আমি যতটা দেখতে পাচ্ছি, তা'তে তোমার বরাতে অনন্ত সুখ আছে বলিয়া মনে হচ্ছে ॥ ১৭ ॥

রাজা।—কি করিয়া? ॥ ১৮ ॥

বিদূ।—আজ দেবী পণ্ডিতকৌশিকীকে বল্লেন,—"ভগবতি! আপনি বলিয়া থাকেন যে, আপনি খুব ভাল সাজাইতে গুজাইতে পারেন, তা' আজ যত পারেন, মালবিকাকে মনের মতন করিয়া বিবাহের সাজে সাজাইয়া দিন ত!"—ভগবতীও মালবিকাকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিয়াছেন। কি জানি, দেবী ধারিণী বুঝি তোমার বাঞ্ছাই পূরণ করিয়া বসেন! ॥ ১৯ ॥

রাজা।—সখে! আমার পরিতোষবিধানের নিমিত্ত ধারিণীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচরণগুলি ভাবিয়া দেখিলে ইহা সম্ভবও হইতে পারে ॥ ১৯-ক ॥

প্রতীহারী।—মহারাজের জয় হউক। দেবী বলিলেন যে, রক্তাশোকতরুতে ফুল ফুটিয়াছে, তিনি আপনাকে লইয়া একসঙ্গে সেই ফুলের শোভা দেখিতে বাসনা করেন ॥ ২০ ॥

রাজা।—দেবী কি সেখানেই আছেন? ॥ ২১ ॥

প্রতী।—হাঁ। অন্তঃপুরের অন্যান্য সকলকে যথাযোগ্য সম্মান-পারিতোষিকাদির দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া মালবিকার সহিত, নিজের আর কতিপয় পরিজনকে লইয়া দেবী তথায় গিয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥ ২২ ॥

রাজা।—(সানন্দে বিদূষকের দিকে চাহিয়া)—জয়সেনে! আগে আগে চল ॥ ২৩ ॥

প্রতীহারী।—আসুন মহারাজ! (চলিতে লাগিল) ॥ ২৪ ॥

বিদূ।— (বিলোক্য) ভো বঅস্স ! কিংপি পরিবুত্তজোব্বণো বিঅ বসন্তো পমদবণে লক্খীঅদি ॥ ২৫ ॥

রাজা।— যদাহ ভবান্—অগ্রে বিকীর্ণকুরুবকফলজালকভিদ্যমানসহকারম্।
পরিণামাভিমুখমৃতোরুৎসুকয়তি যৌবনং চেতঃ॥ ॥ ২৬ ॥

বিদূ।— ভো অঅং সো দিন্নণেবত্থো বিঅ কুসুমঅএহিং তবণীআসোআে, আলোঅদু ভবং ॥ ২৭ ॥

রাজা।— স্থানে খলু প্রসবমন্থরোঽভ্যুদয়ঃ। যদিদানীমনন্যসাধারণীং শোভাং পুষ্যতি। পশ্য—
সর্ব্বাশোকলতানাং প্রথমং সূচিতবসন্তবিভবানাম্।
নির্বৃত্তদোহদেঽস্মিন্ সংক্রান্তানীব মুকুলানি॥ ॥ ২৮ ॥

বিদূ।— জুজ্জদি। দেবী অত্থ মানইদব্বা। ॥ ২৯ ॥

রাজা।— বয়স্য ! কা প্রতিপত্তিরত্র। ॥ ৩০ ॥

বিদূ।— বীসদ্ধো হোহি। অম্হাসু উবগদেসু বি ধারিণী পাসপরিবত্তিঅং মালবিঅং অণুমণ্ণেদি ॥ ৩১ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্) পশ্য পশ্য সখে !—মামিয়মভ্যুত্তিষ্ঠতি দেবী বিনয়াদনূত্থিতা প্রিয়য়া।
বিস্তৃতহস্তকমলয়া নরেন্দ্রলক্ষ্ম্যা বসুমতীব॥ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।—প্রিয়য়া (মালবিকয়া) বিনয়াৎ অনূত্থিতা (পশ্চাৎ উত্থিতা, অত্র অনু-যোগে তিষ্ঠতেঃ সকর্ম্মকত্বম্) ইয়ং দেবী ধারিণী মাম্ অভ্যুত্তিষ্ঠতি, কা ইব ?—বিস্তৃতহস্তকমলয়া নরেন্দ্রলক্ষ্ম্যা অনুত্থিতা বসুমতী যথা মাং অভ্যুত্তিষ্ঠতি ॥৩২॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভো বয়স্য ! কিম্ অপি পরিবৃত্ত-যৌবন ইব বসন্তঃ প্রমদবনে লক্ষ্যতে ॥ ২৫ ॥

অহো ! অয়ং সঃ দত্ত-নেপথ্যঃ ইব কুসুমস্তবকৈঃ তপনীয়াশোকঃ। আলোকয়তু ভবান্ ॥ ২৭ ॥

যুজ্যতে। দেবী অত্র মানয়িতব্যা ॥ ২৯ ॥

বিস্রব্ধো ভব। অস্মাসু উপগতেষু অপি ধারিণী পার্শ্বপরিবর্ত্তিনীং মালবিকাম্ অনুমন্যতে ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূ।—(চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে) সখে ! আজ প্রমদবনে ঋতুরাজ বসন্ত যেন নবীনযৌবনে সাজিয়া দেখা দিয়াছে ॥ ২৫ ॥

রাজা।—ঠিক বলিয়াছ—ভাই ! আজ উপবনের সর্ব্বত্র ঋতুরাজ বসন্তের পরিণতপ্রায় যৌবন আমার চিত্তকে যেন কেমন আকুল করিয়া তুলিতেছে। দেখ সখে ! ঐ তোমার পুরোভাগে সহকারতরু ভেদ করিয়া কুরুবক-ফল-রাশি কেমন চারিদিকে দোদুল্যমান হইয়া বসন্তের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে ! ॥ ২৬ ॥

বিদূষক।—(এগিয়ে) বাঃ ! গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুমে যেন রক্তাশোক-তরুকে সাজাইয়া রাখিয়াছে। একবার দেখ সখে ! ॥২৭॥

রাজা।—যথাসময়ে ফুল না ফোটা এই অশোকের পক্ষে ভালই হইয়াছিল, কেন না, এখন কি অপূর্ব্ব ও অনন্য-সাধারণ শোভাই ধারণ করিয়াছে ! (দোহদ না হইলে এতটা শোভা কি হইত ?) আমার মনে হয়, অন্যান্য সমস্ত অশোক-লতিকায় বসন্তের বিভব সূচিত হওয়ার পর,—ইহার দোহদ করা হইয়াছে এবং সকলের সমস্ত মুকুল একমাত্র এই তরুতেই আসিয়া সংক্রান্ত হইয়াছে ॥২৮॥

বিদূ।—ঠিক। কিন্তু যা' বল ভাই, এই অকালে কুসুমোদ্গমের নিমিত্ত দেবীকেই প্রশংসা করিতে হয়। অর্থাৎ তিনি মালবিকাকে দোহদে নিযুক্ত না করিলে কি এমনটা হইত ? ॥ ২৯ ॥

রাজা।—বয়স্য ! এখন কি কর্ত্তব্য ? ব্যাপারটা ত কিছু স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৩০ ॥

বিদূ।—সখে ! চঞ্চল হইও না। চিন্তা কি ? আমরা উপস্থিত থাকিতেও ধারিণী মালবিকাকে তাঁহার পাশে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন, আমাদের সমক্ষে তাহাকে আ... কোনো আপত্তি দেখিতেছি না ॥ ৩১ ॥

রাজা।—বয়স্য ! দেখ দেখ, আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত দেবী ধারিণী যেমন অভ্যুত্থান করিতেছেন, ... বিনয় সহকারে আমার প্রিয়া মালবিকাও কর... বিস্তারপূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। যেন রাজ... কর্ত্তৃক সাদরে অনুসৃতা বসুন্ধরা আমাকে অভি... করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ধারিণী, মালবিকা, পরিব্রাজিকা, বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

মাল ।— (আত্মগতম্) জাণামি ণিমিত্তং কোদুআলংকারস্‌স। তহবি মে হিঅঅং বিসিণী-পত্তগদং বিঅ সলিলং বেবদি। দক্খিণেদরং ণঅণং অ বহুসো ফুরই। ॥ ৩৩ ॥

বিদূ ।— ভো বঅস্‌স! বিবাহণেবত্থেণ সবিসেসং কৃখু সোহদি অত্তভোদী মালবিআ। ॥ ৩৪ ॥

রাজা ।— পশ্যাম্যেনাম্। যা এষা—

অনতিলম্বিদুকূলনিবাসিনী লঘুভিরাভরণৈঃ প্রতিভাতি মে।
উড়ুগণৈরুদয়োন্মুখচন্দ্রিকা হতহিমৈরিব চৈত্রবিভাবরী ॥ ॥ ৩৫ ॥

ধারি ।— (উপেত্য) জেদু জেদু অজ্জউত্তো। ॥ ৩৬ ॥

বিদূ ।— বড্ঢদু ভোদী। ॥ ৩৭ ॥

পরি ।— বিজয়তাং দেবঃ। ॥ ৩৮ ॥

রাজা ।— ভগবতি! অভিবাদয়ে। ॥ ৩৯ ॥

পরি ।— অভিপ্রেতসিদ্ধিরস্তু। ॥ ৪০ ॥

দেবী ।— (সস্মিতম্) অজ্জউত্ত! এস দে অম্‌হেহিং তরুণীজনসহাঅস্‌স অসোঅো সংকেদ-গেহকো সংকপ্পিদো। ॥ ৪১ ॥

বিদূ ।— ভো আরাহিওসি। ॥ ৪২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—জানামি নিমিত্তং কৌতুকালঙ্কারস্য, তথাপি বিসিনীপত্র-গতম্ ইব সলিলং মে হৃদয়ং বেপতে। দক্ষিণেতরং নয়নং চ বহুশঃ স্ফুরতি। ৩৩ ॥

ভো বয়স্য! বিবাহ-নেপথ্যেন সবিশেষং খলু শোভতে অত্রভবতী মালবিকা। ৩৪ ॥

জয়তু জয়তু আর্য্যপুত্রঃ। ৩৬ ॥

বর্দ্ধতাং ভবতী। ৩৭ ॥

আর্য্যপুত্র! এষঃ তে অস্মাভিঃ তরুণী-জন-সহায়স্য অশোকঃ সঙ্কেতগৃহং সঙ্কল্পিতম্॥ ৪১ ॥

ভোঃ, আরাধিতঃ অসি। ৪২ ॥

বঙ্গার্থ।—(ধারিণী, মালবিকা, পরিব্রাজিকা ও যথাযোগ্য পরিজনবর্গের প্রবেশ)

মালবিকা।—(আত্মগত) আমার এই রহস্য-পূর্ণ বেশভূষার কারণ কতকটা আমি বুঝিতে পারিলেও কমল-পত্র-গত জলবিন্দুর মত আমার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আবার বামনয়নও পুনঃ পুনঃ স্ফুরিত হইতেছে। ৩৩ ॥

বিদূ।—বয়স্য! বিবাহের সাজ-সজ্জায় মালবিকার সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ৩৪ ॥

রাজা।—দেখ্‌ছি—সখে! দেখ্‌ছি।—আজ এই মালবিকা নাতিবিলম্বিত ক্ষৌমবসন পরিধান এবং নাতিবিস্তর আভরণ ধারণ করিয়া, আমার নয়নে, বিমল জ্যোৎস্নার আবির্ভাব হয় হয়—এমন সময়ে, তুহিন-বিহীন নক্ষত্র-রাজির দ্বারা শোভমানা মধুযামিনীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ৩৫ ॥

ধারিণী।—(নিকটে আসিয়া) আর্য্যপুত্রের জয় হউক। ৩৬ ॥

বিদূ।—দেবীর শ্রীবৃদ্ধি হউক। ৩৭ ॥

পরিব্রাজিকা।—মহারাজ বিজয়লাভ করুন্। ৩৮ ॥

রাজা।—ভগবতি! অভিবাদন করি। ৩৯ ॥

পরি।—অভিলাষ পূর্ণ হউক। ৪০ ॥

দেবী।—(সস্মিত-বদনে)—আর্য্যপুত্র! আজ আমরা এই অশোক-কুঞ্জকে, তরুণী-সহচর আপনার সঙ্কেতগৃহরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছি। ৪১ ॥

বিদূ।—সখে! আজ তুমি আরাধিত হইতেছ! ॥ ৪২ ॥

রাজা। (সব্রীড়মশোকমভিতঃ পরিক্রামন্ বিদূষকং প্রতি) বয়স্য !

নায়ং দেব্যা ভাজনত্বং ন নেয়ঃ সৎকারাণামীদৃশানামশোকঃ।
যঃ সাবজ্ঞো মাধবশ্রীনিয়োগে পুষ্পৈঃ শংসত্যাদরং ত্বৎপ্রযত্নে ॥ ॥ ৪৩ ॥

বিদূ।— ভো বীসদ্ধো ভবিঅ জোব্বণবদিং পেক্খ। ॥ ৪৪ ॥

ধারি।— কম্ ? ॥ ৪৫ ॥

বিদূ।-- তবণীআসোঅস্স কুসুমসোহং। (সর্ব্বে উপবিশন্তি) ॥ ৪৬ ॥

রাজা।--- (মালবিকাং বিলোক্যাত্মগতম্) কষ্টঃ খলু সন্নিধিবিয়োগঃ।

অহং রথাঙ্গনামেব প্রিয়া সহচরীব মে। অননুজ্ঞাতসম্পর্কা ধারিণী রজনীব নৌ ॥ ৪৭ ॥

(প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চু।— জয়তি জয়তি দেবঃ। অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি, বিদর্ভরাজোপায়নে দ্বে শিল্পি-দারিকে মার্গপরিশ্রমাদলঘুশরীরে ইতি কৃত্বা পূর্ব্বং ন প্রবেশিতে। সম্প্রতি দেবো-পস্থানযোগ্যে। তদাজ্ঞাং দেবো দাতুমর্হতি ॥ ৪৮

অন্বয়।—সখে ! অয়ং অশোকঃ দেব্যা (কর্ত্র্যা) ঈদৃশানাং সৎকারাণাং ভাজনত্বং ন নেয়ঃ—ইতি ন। যঃ অশোকঃ মাধবশ্রীনিয়োগে সাবজ্ঞঃ সন্ পুষ্পৈঃ ত্বৎপ্রযত্নে আদরং শংসতি ॥ ৪৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভোঃ ! বিস্রব্ধঃ ভূত্বা যৌবন-বতীং প্রেক্ষস্ব ॥ ৪৪ ॥

তপনীয়াশোকস্য কুসুমশোভাম্ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(সলজ্জভাবে অশোকের দিকে গমন করিতে করিতে বিদূষককে লক্ষ্য করিয়া) সখে ! দেবী ধারিণী কর্ত্তৃক এই অশোক দোহদ-সৎকারের যে যোগ্য ছিল না, তাহা নহে; অর্থাৎ তিনিই ইহার দোহদ স্বয়ং সম্পাদন করিতেন এবং ফুলও ফুটিত ; কিন্তু ভাই, বসন্ত-কালোচিত কুসুম-লক্ষ্মীর প্রকাশ না করিয়া এই অশোক এখন রাশি রাশি কুসুমোদ্গমের দ্বারা তোমারই চেষ্টা ও যত্নের প্রতি সমাদর খ্যাপন করি-তেছে। অর্থাৎ, দেবী ধারিণীই ইহার দোহদ করিতেন এবং ফুল ফুটিলেও এইরূপ উৎসব-আমোদ করিতেন, কিন্তু তোমারই দয়ায়—তাহা হইতে পারে নাই। তুমিই তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলে। যথাসময়ে কুসুম প্রকাশ না করিয়া অশোক এখন যে এত কুসুমধারণ করিয়াছে, এ শুধু, তোমারই কৃপায়, ইহার অঙ্গে মালবিকার পাদস্পর্শ ঘটিয়াছিল, তাই সেই সৌভাগ্যের প্রতিদান স্বরূপ, বা কৃতজ্ঞতা-প্রকাশরূপে কুসুমরাশির দ্বারা তোমার কৃত চেষ্টার প্রতি সমাদর প্রকাশ করিতেছে। ভাই ! এ যতকিছু, ইহার মূল একমাত্র তুমিই ॥ ৪৩ ॥

বিদূ।—সখে ! এখন একটু স্থির হইয়া ঐ যুবতীকে দেখ ॥৪৪॥

ধারিণী।—কা'কে দেখবেন ? ॥ ৪৫ ॥

বিদূ।—ঐ রক্তাশোকের কুসুমশোভা ॥ ৪৬ ॥

[সকলের উপবেশন।

রাজা।—(মালবিকাকে দেখিয়া আত্মগত) সন্নিধিসত্ত্বেও বিরহ বড়ই কষ্টের কারণ।—আজ আমি যেন চক্রবাক আর প্রিয়তমা মালবিকা যেন আমার সহচরী ; আর দেবী ধারিণী যেন আমাদের উভয়ের মধ্যে রজনী-সদৃশী, আমাদের দুই জনের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, কি বন্ধন, তা'র বিন্দুবিসর্গও তিনি অবগত নন। রজনীযোগে চক্রবাক-চক্রবাকী যেমন নিকটস্থ থাকিয়াও মিলিতে-মিশিতে পায় না, ধারিণীর সমক্ষে আমাদেরও সেই দশা ॥ ৪৭ ॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চুকী।— মহারাজের জয় হউক। অমাত্য বল্লেন—"বিদর্ভরাজ যে দুইটি শিল্পদারিকা উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন, দীর্ঘ পথশ্রমে শরীর সুস্থ না থাকায়, পূর্ব্বে তাহাদিগকে মহারাজের নিকটে আসিতে দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে তাহারা আপনার পরিচর্য্যার যোগ্যা হইয়াছে। সুতরাং কি অনুমতি মহারাজের ?" ॥ ৪৮ ॥

রাজা ।— প্রবেশয় তে। ॥ ৪৯ ॥

কঞ্চু ।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রম্য তাভ্যাং সহ প্রবিশ্য) ইত ইতো ভবত্যৌ। ॥ ৫০ ॥

প্রথমা ।— (জনান্তিকম্) হলা মদণিএ! অপুব্বং বিঅ ইমং রাঅউলং পবিসন্তীএ পসীদদি মে হিঅঅং। ॥ ৫১ ॥

দ্বিতী ।— জোসিণিএ! মহ বি এব্বং। অত্থি কৃখু লোঅপ্পবাদো "আগামি সুহং দুক্খং বা হিঅঅসমবত্থা কধেদি" ত্তি ॥ ৫২ ॥

প্রথ ।— সচ্চো দাণিং হোদু। ॥ ৫৩ ॥

কঞ্চু ।— এষ দেব্যা সহ দেবস্তিষ্ঠতি। উপসর্পতাং ভবত্যৌ। ॥ ৫৪ ॥

উভে ।- (উপসর্পতঃ, মালবিকাং পরিব্রাজিকাং চ দৃষ্ট্বা পরস্পরমবলোকয়তঃ, প্রণিপত্য) জেদু জেদু ভট্টা, জেদু ভট্টিণী। ॥ ৫৫ ॥

রাজা ।— নিষীদতম্। ॥ ৫৬ ॥

উভে ।— (রাজাজ্ঞয়া উপবিষ্টে) ॥ ৫৭ ॥

রাজা ।— কস্যাং কলায়ামভিবিনীতে ভবত্যৌ) ॥ ৫৮ ॥

উভে ।— ভট্টা! সঙ্গীদএ অব্ভন্তরহ্ম) ॥ ৫৯ ॥

রাজা ।— দেবি! গৃহ্যতামনয়োরন্যতরা) ॥ ৬০ ॥

ধারি ।— মালবিএ! কদরা তে সংগীদ-সহআরিণী রুচ্চদি? ॥ ৬১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা মদনিকে! অপূর্ব্বম্ ইব ইদং রাজকুলং প্রবিশন্ত্যাঃ প্রসীদতি মে হৃদয়ম্॥ ৫১॥

জ্যোৎস্নিকে। মমাপি এবম্। অস্তি খলু লোক-প্রবাদঃ—"আগামি সুখং দুঃখং বা হৃদয়-সমবস্থা কথয়তি"—ইতি॥ ৫২॥

সত্যমিদানীং ভবতু॥ ৫৩॥

জয়তু জয়তু ভর্ত্তা। জয়তু ভট্টিনী॥ ৫৫॥

ভর্ত্তঃ! সঙ্গীতে অভ্যন্তরে স্বঃ॥ ৫৯॥

মালবিকে! কতরা তে সঙ্গীতসহচারিণী রোচতে?॥৬১॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—তাহাদিগকে লইয়া আইস॥ ৪৯॥

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা। (গমন ও তাহাদের সহিত পুনঃপ্রবেশ) এই দিকে, এই দিকে বালিকাদ্বয়!॥ ৫০॥

১মা বালিকা।—(জনান্তিকে) ওলো মদনিকে! এই অপূর্ব্ব রাজ-কুলে প্রবেশ করিতে করিতে আমার অন্তঃকরণে যেন এক অতি চমৎকার আনন্দ জন্মিতেছে॥ ৫১॥

২য়া বালিকা।—জ্যোৎস্নিকে! আমারও ঠিক তাই। লোকে বলে—হৃদয়ের অবস্থা ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের কথা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া দেয়॥ ৫২॥

প্রথমা।—আজ তাহা সত্য হউক॥ ৫৩॥

কঞ্চু।—এই যে দেবীর সহিত দেব উপবিষ্ট। তোমরা উভয়ে নিকটে যাও॥ ৫৪॥

উভে।—(উভয়ের কাছে গিয়া মালবিকা ও পরিব্রাজিকাকে দেখিয়া,—দুই জনেই মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল, ও প্রণাম করিয়া কহিল,)—

মহারাজের ও মহারাণীর জয় হউক॥ ৫৫॥

রাজা।—ব'সো দু'জনে॥ ৫৬॥

(রাজার অনুমতিক্রমে উভয়ের উপবেশন)॥ ৫৭॥

রাজা।—কোন্ কলা-বিদ্যায় তোমরা পারদর্শিনী?॥ ৫৮॥

উভয়ে।—দেব! আমরা সঙ্গীত জানি॥ ৫৯॥

রাজা।—দেবি! এদের একটিকে তুমি গ্রহণ কর॥ ৬০॥

ধারিণী।—মালবিকে! ইহাদের কোন্‌টিকে তোমার সঙ্গীত-সহচারিণী করিতে অভিলাষ হয়?॥ ৬১॥

উভে।— (মালবিকাং দৃষ্ট্বা।) অম্মো ভট্টিদারিআ! জেদু জেদু ভট্টিদারিআ (ইতি প্রণিপত্য তয়া সহ বাষ্পং বিসৃজতঃ) ॥ ৬২ ॥

(সর্ব্বে বিলোকয়ন্তি।)

রাজা।— কে ভবত্যৌ? কা বেয়ম্? ॥ ৬৩ ॥

(সর্ব্বে সবিস্ময়ম্ অবলোকয়ন্তি)

প্রথ।— অম্মাণং ভট্টিদারিআ। ॥ ৬৪ ॥

রাজা।— কথমিব? ॥ ৬৫ ॥

উভে।— সুণাদু ভট্টা। জো মো ভট্টিণা বিজঅদণ্ডেহিং বিদব্‌ভণাহং বসীকরিঅ বন্ধণাদো মোইদো কুমারো মাহবসেণো ণাম। তস্‌স ইঅং কণীঅসী বহিণিআ মালবিআ ণাম ॥ ৬৬ ॥

ধারি।— কহং রাঅদারিআ ইঅম্? চন্দণং ক্খু মএ পাদুওবওএন দূসিদং। ॥ ৬৭ ॥

রাজা।— অথাত্রভবতী কথমিত্থংভূতা? ॥ ৬৮ ॥

মাল।— (নিশ্বস্যাত্মগতম্) বিহিণিওএণ। ॥ ৬৯ ॥

দ্বিতী।— সুণাদু ভট্টা। দাআদবসংগদে ভট্টিদারএ মাহবসেণে তস্‌স অমচ্চেণ অজ্জসুমদিণা অম্মারিসং পরিঅণং উজ্‌ঝিঅ গূঢ়ং আণীদা এসা। ॥ ৭০ ॥

রাজা।— শ্রুতপূর্ব্বং ময়ৈতৎ। ততস্ততঃ? ॥ ৭১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অহো—ভর্ত্তৃদারিকা? জয়তু জয়তু ভর্ত্তৃদারিকা ॥ ৬২ ॥

অস্মাকং ভর্ত্তৃদারিকা ॥ ৬৪ ॥

শৃণোতু ভর্ত্তা। যোঽসৌ ভর্ত্রা বিজয়দণ্ডৈঃ বিদর্ভনাথং বশীকৃত্য বন্ধনাৎ মোচিতঃ কুমারঃ মাধবসেনঃ নাম, তস্য ইয়ং কনীয়সী ভগিনী মালবিকা নাম ॥ ৬৬ ॥

কথং রাজ-দারিকা ইয়ম্? চন্দনং খলু ময়া পাদুকোপযোগেন দূষিতম্? ॥ ৬৭

বিধি-নিয়োগেন ॥ ৬৯ ॥

শৃণোতু ভর্ত্তা, দায়াদবশংগতে ভর্ত্তৃদারকে মাধবসেনে তস্য অমাত্যেন আর্য্য-সুমতিনা অস্মাদৃশং পরিজনম্ উজ্‌ঝিত্বা গূঢ়ম্ আনীতা এষা ॥ ৭০ ॥

বঙ্গার্থ।—উভয়ে।—(মালবিকাকে দেখিয়া) এ কি! ভর্ত্তৃদারিকা? আপনার জয় হউক ভর্ত্তৃদারিকা! (মালবিকাকে প্রণাম ও তাহার সহিত একসঙ্গে অশ্রুবিসর্জ্জন। অন্যান্য সকলে সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন।) ॥ ৬২ ॥

রাজা।—কে তোমরা দু'জন? এই-ই বা কে? ॥ ৬৩ ॥

প্রথমা।—আমাদের রাজ-কুমা[রী] ৬৪

রাজা।—কি রকম? ॥ ৬৫ ॥

উভয়ে।—শুনুন্ রাজন্! আপনি যে সেই বিজয়ী সৈন্য-সামন্ত দ্বারা বিদর্ভনাথকে পরাজিত করিয়া কুমার মাধবসেনকে কারাগার হইতে মোচন করিয়াছিলেন, ইনি সেই রাজকুমার মাধবসেনের কনিষ্ঠ সহোদরা, নাম ইঁহার মালবিকা ॥ ৬৬

ধারিণী।—তবে মালবিকা কি রাজার কন্যা? আহা! আমি চন্দনকে পাদুকা-লেপনে—দূষিত করিয়াছি। ॥ ৬৭ ॥

রাজা।—আহা, ইনি এরূপ অবস্থায় পড়িলেন কি করিয়া? ॥ ৬৮ ॥

মালবিকা।—(দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত আত্মগত) বিধি-বিড়ম্বনায় ॥ ৬৯ ॥

দ্বিতীয়া।—শুনুন্ দেব, রাজ-পুত্র মাধবসেন প্রবল জ্ঞাতি শত্রুর করগত হইলে মাধবের অমাত্য আর্য্য সুমতি আমাদের সকল পরিজনকে ত্যাগ করিয়া গোপনে এই রাজ-নন্দিনীকে লইয়া আসিয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

রাজা।—এই পর্য্যন্ত আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। তার পর, তার পর? ॥ ৭১ ॥

দ্বিতী।—	ভট্টা ! অদো অবরং ণ আণামি।	॥ ৭২ ॥
পরি।—	ততঃ পরমহং মন্দভাগিনী কথয়িষ্যামি।	॥ ৭৩ ॥
উভে।—	ভট্টিদারিএ ! অজ্জ কোসিঈএ বিঅ সরসংজোও ?	॥ ৭৪ ॥
মাল।—	অহ ইম্।	॥ ৭৫ ॥
উভে।—	জদিবেসধারিণী অজ্জকোসিঈ দুক্খেণ বিভাবীঅদি। ভঅবদি ! নমো দে।	॥ ৭৬ ॥
পরি।—	স্বস্তি ভবতীভ্যাম্।	॥ ৭৭ ॥
রাজা।—	কথমাপ্তবর্গোঽয়ং ভগবত্যাঃ ?	॥ ৭৮ ॥
পরি।—	এবমেতৎ।	॥ ৭৯ ॥
বিদূ।—	তেন কহেদু দাণিং ভঅবদী অত্তভোদীবুত্তন্তং দাব অসেসং।	॥ ৮০ ॥
পরি।—	(সবিক্লবম্) শ্রূয়তাম্। মাধবসেনসচিবং মমাগ্রজং সুমতিমবগচ্ছ।	॥ ৮১ ॥
রাজা।—	উপলক্ষিতম্। ততস্ততঃ ?	॥ ৮২ ॥
পরি।—	স ইমাং তথাগতভ্রাতৃকাং ময়া সার্দ্ধমপবাহ্য ভবৎসম্বন্ধাপেক্ষয়া পথিকসার্থং বিদিশাগামিনমনুপ্রবিষ্টঃ।	॥ ৮৩ ॥
রাজা।—	ততস্ততঃ ?	॥ ৮৪ ॥
পরি।—	স চ অটবান্তরে নিবিষ্টো গতাধ্বা বণিগ্‌গণ ইতি বিশ্রমিতুমারব্ধঃ।	॥ ৮৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভর্ত্তঃ ! অতঃ অপরং ন জানামি ॥ ৭২ ॥

ভর্তৃদারিকে ! আর্য্য-কৌশিক্যাঃ ইব স্বর-সংযোগঃ ? ॥ ৭৩ ॥

অথ কিম্ ? ॥ ৭৫ ॥

যতিবেশ-ধারিণী আর্য্যকৌশিকী দুঃখেন বিভাব্যতে। ভগবতি ! নমঃ তে ॥ ৭৬ ॥

তেন কথয়তু—ইদানীং ভগবতী অত্রভবতী-বৃত্তান্তং তাবৎ অশেষম্ ॥ ৮০ ॥

ভাবার্থ।—দ্বিতীয়া।—ভর্ত্তঃ ! এর পর আর জানি না ॥ ৭২ ॥

পরি।—ইহার পরের ঘটনা আমি হতভাগিনী বলিতেছি ॥ ৭৩ ॥

উভয়ে।—রাজ-পুত্রি ! আর্য্য-কৌশিকীর কণ্ঠস্বর না ? ॥ ৭৪ ॥

মাল।—তিনিই ॥ ৭৫ ॥

(উভয়ে) আহা ! যতিবেশধারিণী আর্য্য-কৌশিকী কি দুঃখের অবস্থাতেই পড়িয়াছেন ! ভগবতি ! আপনাকে প্রণাম ॥ ৭৬ ॥

পরি।—তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হউক ॥ ৭৭ ॥

রাজা।—ইহারা কি ভগবতীর আত্মীয়স্বজন ? ॥ ৭৮ ॥

পরি।—হাঁ মহারাজ ॥ ৭৯ ॥

বিদূ।—তা' হ'লে ভগবতী রাজ-কুমারী মালবিকার বৃত্তান্তটা সবিস্তরভাবে খুলিয়া বলুন ত ॥ ৮০ ॥

পরিব্রাজিকা।—(দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে) মাধবসেনের সচিব সুমতি আমার অগ্রজ ছিলেন ॥ ৮১ ॥

রাজা।—তাহা জানিতে পারিয়াছি। তার পর ? ॥ ৮২ ॥

পরি।—আমার সেই অগ্রজ সুমতি, মালবিকার ভ্রাতা শত্রু-কবলিত হওয়ার পর, আপনার সহিত প্রতিশ্রুত রাজপুত্রী-পরিণয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া, বিদিশামুখগামী বণিক্‌-দিগের সঙ্গে মিশিয়া এই দিকেই আসিতেছিলেন ॥ ৮৩ ॥

রাজা।—তার পর, তার পর ? ॥ ৮৪ ॥

পরি।—তার পর গহন কাননের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি পথি-শ্রান্ত বণিক্‌দিগের সহিত বিশ্রাম করিতে সবে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে ॥ ৮৫ ॥

॥ ৮৬ ॥

রাজা।— ততস্ততঃ ?

পরি।— ততঃ। কিং চান্যৎ!

তূণীরপট্টপরিণদ্ধভুজান্তরাল-মাপার্ষ্ণিলম্বিশিখিবর্হকলাপধারি।

কোদণ্ডপাণি নিনদৎপ্রতিরোধকানা-মাপাতদুষ্প্রসহমাবিরভূদনীকম্ ॥ ৮৭ ॥

(মালবিকা ভয়ং রূপয়তি)

বিদূ।— ভোদি! মা ভাআহি। অদিক্কন্তং কৃখু অত্তভোদী কহেদি। ॥ ৮৮ ॥

রাজা।— ততস্ততঃ ? ॥ ৮৯ ॥

পরি।— ততো মুহূর্ত্তাৎ পরাঙ্মুখীভূতাঃ সার্থবাহযোদ্ধারস্তস্করৈঃ। ॥ ৯০ ॥

রাজা।— হন্ত! অতঃ কষ্টতরমিদানীং শ্রোতব্যম্। ॥ ৯১ ॥

পরি।— ততঃ স মৎসোদর্য্যঃ—ইমাং পরীপ্সুর্দুর্জাতেঃ পরাভিভবকাতরাম্।

ভর্ত্তৃপ্রিয়ঃ প্রিয়ৈর্ভর্ত্তুরানৃণ্যমসুভির্গতঃ ॥ ॥ ৯২ ॥

প্রথ।— হা হদো সুমদী! ॥ ৯৩ ॥

দ্বিতী।— অদো কৃখু ভট্টিদারিআএ ইঅং সমবথা সংবুত্তা। ॥ ৯৪ ॥

(পরিব্রাজিকা বাষ্পং বিসৃজতি)

রাজা।— ভগবতি! তনুত্যজামীদৃশী লোকযাত্রা। ন শোচ্যস্তত্রভবান্ সফলীকৃতভর্ত্তৃপিণ্ডঃ। ততস্ততঃ?॥ ৯৫

প্রাকৃতানুবাদ।—ভবতি! মা বিভেহি। অতিক্রান্তং খলু তত্রভবতী কথয়তি ॥ ৮৮ ॥

হা! হতঃ সুমতিঃ ॥ ৯৩ ॥

অতঃ খলু ভর্ত্তৃদারিকায়াঃ ইয়ং সমবস্থা সংবৃত্তা! ॥ ৯৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা!—তার পর, তার পর? ॥ ৮৬ ॥

পরি।—কি আর বলিব?—এমন সময়ে অকস্মাৎ এক দল ভয়ঙ্কর শত্রুসৈন্য তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের ভুজদ্বয়ের মধ্যে বিশাল তূণীর, তন্মধ্যে সুতীক্ষ্ণ বাণ, সেই বাণের পুঙ্খরূপী ময়ুর-পুচ্ছ তাহাদের পাদমূল পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের হস্তেই বিশাল বিশাল ধনুঃ; ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে তাহারা যখন আসিয়া পড়িল, তখন প্রতিরোধ করা ত পরের কথা, সেদিকে চাহিলেও চক্ষুঃ ঝলসিয়া যায় ॥৮৭॥

(মালবিকার ভয় হইল।)

বিদূ।—ভদ্রে! ভয় পেয়ো না। ভগবতী অতীত ঘটনা বর্ণন করিতেছেন ॥ ৮৮ ॥

রাজা।—তার পর তার পর? ॥ ৮৯ ॥

পরি।—তার পর মুহূর্ত্তমধ্যেই সেই বণিগগণের রক্ষায় নিযুক্ত যোদ্ধৃগণ ঐ দস্যুদলকর্ত্তৃক পরাভূত হইল ॥ ৯০ ॥

(মালবিকা অশ্রুবিসর্জ্জন করিল।)

রাজা।—উঃ! এর চেয়েও কষ্টতর বৃত্তান্ত শুনতে হবে? ॥ ৯১ ॥

পরি।—তার পর আমার সহোদর মন্ত্রী সুমতি,—শত্রুকৃত তাদৃশ অভিভবে নিতান্ত কাতরা এই মালবিকাকে রক্ষা করিতে গিয়া, যেমন তিনি স্বর্গীয় মহারাজের (মালবিকার পিতা) অতিশয় প্রিয় ছিলেন, তেমনই নিজের প্রিয় প্রাণ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রভুর (ঐ) ঋণ শোধ করিলেন! ॥ ৯২ ॥

প্রথমা।—হায়—সুমতি নাই! ॥ ৯৩ ॥

দ্বিতীয়া।—এই জন্যই ভর্ত্তৃদারিকার এই দশা ঘটিয়াছে! ॥৯৪॥

(পরিব্রাজিকার অশ্রুবিসর্জ্জন।)

রাজা।—নশ্বর-দেহধারীদিগের সংসার-যাত্রা এইরূপই। আপনার ভ্রাতা তাঁহার প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা সম্যক্ ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। (প্রভুর ঋণশোধ করিয়াছেন। কেন না, প্রাণ দিয়া মালবিকাকে রক্ষা করিতে যত্ন করিয়াছেন।) তার পর, তার পর? ॥ ৯৫ ॥

পরি।— তততোঽহং মোহমুপাগতা যাবৎ সংজ্ঞাং প্রতিলভে, তাবদিয়ং দুর্লভদর্শনা সংবৃত্তা ॥ ৯৬ ॥

রাজা।— মহৎ খলু কৃচ্ছ্রমনুভূতং তত্রভবত্যা। ॥ ৯৭ ॥

পরি।— ততো ভ্রাতুঃ শরীরমগ্নিসাৎ কৃত্বা পুনর্নবীকৃতদুঃখয়া ত্বদীয়ং দেশমবতীর্য্য কাষায়ে গৃহীতে॥ ৯৮ ॥

রাজা।— যুক্তঃ সজ্জনস্যৈষ পন্থাঃ। ॥ ৯৯ ॥

পরি।— সেয়মাটবিকেভ্যো বীরসেনং বীরসেনাদ্দেবীং গতা। দেবীগৃহে লব্ধপ্রবেশয়া ময়া চানন্তরং দৃষ্টেত্যেবমবসানং কথায়াঃ। ॥ ১০০ ॥

মাল।— (আত্মগতম্) কিং ণু ক্খু ভট্টা সাম্পদং ভণাদি। ॥ ১০১ ॥

রাজা।— অহো! পরিভবোপহারিণো বিনিপাতাঃ। কুতঃ

প্রেষ্যভাবেন নামেয়ং দেবীশব্দক্ষমা সতী।
স্নানীয়বস্ত্রক্রিয়য়া পত্রোর্ণং বোপযুজ্যতে॥ ॥ ১০২ ॥

ধারি।— ভঅবদি! তুএ অহিজণবদিং মালবিঅং অণাচক্খন্তীএ অসংপদং কিদম্। ॥ ১০৩ ॥

পরি।— শান্তং পাপম্। কারণেন খলু ময়া নৈর্ঘৃণ্যমবলম্বিতম্। ॥ ১০৪ ॥

ধারি।— কিং বিঅ তং কারণম্? ॥ ১০৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কিং নু খলু সাম্প্রতং ভর্ত্তা ভণতি ॥ ১০১ ॥

ভগবতি! ত্বয়া অভিজনবতীং মালবিকাম্ অনাচক্ষাণয়া অসাম্প্রতং কৃতম্ ॥ ১০৩ ॥

কিমিব তৎ কারণম্ ॥ ১০৫ ॥

বঙ্গার্থ।—পরি।—তার পর আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। জ্ঞান হওয়ার পর দেখি, আমার এই মালবিকা নাই ॥ ৯৬ ॥

রাজা।—আহা! কি ভয়ঙ্কর দুঃখই রাজনন্দিনীকে ভোগ করিতে হইয়াছে ॥ ৯৭ ॥

পরি।—তার পর ভ্রাতার দেহের অগ্নিসৎকার করিলাম, তখন আমার সকল দুঃখ যেন আবার নূতন হইয়া উঠিল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আপনার রাজত্বে আসিয়া এই কাষায় বস্ত্রযুগল গ্রহণ-পূর্ব্বক "ভিক্ষুণী" হইলাম ॥ ৯৮ ॥

রাজা।—সজ্জনের এই পথই প্রকৃষ্ট ॥ ৯৯ ॥

পরি।—এই সেই বিদর্ভ-রাজপুত্রী মালবিকা বন্যদস্যুগণের হস্ত হইতে বীরসেনের হস্তে এবং তথা হইতে ক্রমে আসিয়া আমাদের দেবী ধারিণীর হস্তে উপস্থিত হইয়াছে। দেবীর সংসারে আসিয়া পরে আমি ইহাকে দেখিলাম, এই ইহার প্রাপ্তিবৃত্তান্ত ॥ ১০০ ॥

মালবিকা।—(আত্মগত) জানি না,—ভর্ত্তা এখন কি বলেন? ॥ ১০১ ॥

রাজা।—আহা! রাজপুত্রী মালবিকার বিপদ্‌গুলি উত্তরোত্তর ক্রমেই তীব্রতর, তীব্রতম লাঞ্ছনা দিয়া ইঁহাকে কি বিড়ম্বিতই না করিয়াছে? কেন না,—রাজ-সিংহাসনে অভিষেক-যোগ্যা "দেবী" শব্দের যিনি উপযুক্ত, তাঁহাকে পরিচারিকারূপে আমরা ব্যবহার করিয়াছি। হায়! পবিত্র ধৌত-কৌশেয় বসনের দ্বারা স্নানীয় বস্ত্রের কাজ করা হইয়াছে! স্নানান্তে যে বসন ধারণ-পূর্ব্বক পবিত্র হইতে হয়, সেই বসন পরিয়া তৈলাক্ত দেহে স্নান করিয়াছি! ॥ ১০২ ॥

ধারিণী।—ভগবতি! মালবিকা যে সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, রাজার নন্দিনী, এ কথাটা প্রকাশ না করিয়া আপনি ঘোর অন্যায় করিয়াছেন ॥ ১০৩ ॥

পরি।—না, না, অন্যায় করি নাই। বিশেষ কারণে আমি তাদৃশ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলাম। মালবিকার পরিচয় দান করি নাই ॥ ১০৪ ॥

ধারিণী।—কি সে কারণটা? ॥ ১০৫ ॥

পরি।— ইয়ং পিতরি জীবতি কেনাপি দেবযাত্রাগতেন সিদ্ধাদেশকেন সাধুনা মৎসমক্ষং ব্যাদিষ্টা "বৎসরমাত্রমিয়ং প্রেষ্যভাবমনুভূয় ততঃ সদৃশভর্তৃগামিনী ভবিষ্যতি।" তদেবংভাবিনমাদেশমস্যাস্ত্বৎপাদশুশ্রূষয়া পরিণমন্তমবেক্ষ্য কালপ্রতীক্ষয়া ময়া সাধুকৃতমিতি পশ্যামি ॥ ১০৬ ॥

রাজা।— যুক্তা প্রতীক্ষা। ॥ ১০৭ ॥

কঞ্চুকী।— দেব! কথান্তরেণান্তরিতম্। অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি—বিদর্ভগতমনুষ্ঠেয়মনুষ্ঠিতমভূৎ। দেবস্য তাবদভিপ্রায়ং শ্রোতুমিচ্ছামীতি। ॥ ১০৮ ॥

রাজা।— মৌদ্গল্য! তত্রভবতোর্ভ্রাত্রোর্যজ্ঞসেনমাধবসেনয়োর্দ্বৈরাজ্যমিদানীমবস্থাপয়িতুকামোঽস্মি

তৌ পৃথগ্বরদাকূলে শিষ্টামুত্তরদক্ষিণে।
নক্তন্দিবং বিভজ্যোভৌ শীতোষ্ণকিরণাবিব ॥ ॥ ১০৯ ॥

কঞ্চু।— দেব! এবমমাত্যপরিষদে বিজ্ঞাপয়ামি। ॥ ১১০ ॥

রাজা।— (অঙ্গুল্যানুমন্যতে।) ॥ ১১১ ॥

[নিষ্ক্রান্তঃ কঞ্চুকী।

প্রথ।— (জনান্তিকম্) ভট্টিদারিএ! দিট্ঠিআ ভট্টিদারও অদ্ধরজ্জে পতিট্ঠিং গমিস্সদি ॥ ১১২ ॥

মাল।— এদং দাব বহুমণিদব্বং জং জীবিদসংসআদো মুক্তো। ॥ ১১৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভর্তৃদারিকে! দিষ্ট্যা—ভর্তৃদারকঃ অর্দ্ধরাজ্যে প্রতিষ্ঠাং গমিষ্যতি ॥ ১১২ ॥

এবং তাবৎ বহুমন্তব্যং, যৎ জীবিত-সংশয়াৎ মুক্তঃ ॥ ১১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—পরি।—মালবিকার পিতার জীবদ্দশায় কোন এক তীর্থ-পরিক্রমা-রত ভবিষ্যদ্-বক্তা সাধু আমার সমক্ষে মালবিকাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"এক বৎসর কাল ভৃত্যভাবে থাকিবার পর এই সুলক্ষণা বালিকা ইহার অনুরূপ পতি প্রাপ্ত হইবে।" আপনার মত নৃপতির পদ-সেবা দ্বারা ইহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইতেছে দেখিয়া, আমি কালের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সুতরাং অমি ভালই করিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস ॥ ১০৬ ॥

রাজা।—প্রতীক্ষা করা ঠিকই হইয়াছে ॥ ১০৭ ॥

কঞ্চুকী।—দেব! বাধ্য হইয়া মাঝখানে বাধা দিয়া আমায় অন্য কথা পাড়িতে হইতেছে। অমাত্য বল্লেন—"বিদর্ভ-রাজ্যে যাহা যাহা কর্ত্তব্য ছিল, সে সমস্তই করা হইয়াছে। এখন মহারাজের সে সম্বন্ধে আর কি অভিপ্রায় আছে,—জানিতে ইচ্ছা করি।" ॥ ১০৮ ॥

রাজা।—মৌদ্গল্য! যজ্ঞসেন এবং মাধবসেন-নামক সেই সম্মান-ভাজন ভ্রাতৃযুগলকে আমি দুইটি বিভিন্ন রাজ্যে সংস্থাপন করিতে বাসনা করিতেছি,—চন্দ্র এবং সূর্য্য যেমন রাত্রি এবং দিন সমভাবে বিভক্ত করিয়া কিরণ-দানে আলোকিত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ, উঁহারা দুই ভ্রাতা যজ্ঞসেন ও মাধবসেন—বরদা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ কূল যথাক্রমে বিভাগপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে থাকুন ॥ ১০৯ ॥

কঞ্চুকী।—যাই—মন্ত্রি-সভায় এই আদেশ বিবৃত করি গিয়া ॥ ১১০ ॥

(রাজা অঙ্গুলী-কম্পনে সম্মতি জানাইলেন) ॥ ১১১ ॥

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

প্রথমা।—ভর্ত্তৃদারিকে! আমাদের ভর্তৃদারক অর্দ্ধরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ১১২ ॥

মাল।—জীবন-সংশয় হইতে যে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট ভাগ্যের কথা; রাজ্য ত পরে ॥ ১১৩ ॥

(পুনঃ প্রবিশ্য কঞ্চুকী ।

কঞ্চুকী ।— বিজয়তাং দেবঃ । অমাত্যো দেবস্য বিজ্ঞাপয়তি—কল্যাণী দেবস্য বুদ্ধিঃ । মন্ত্রিপরিষদোঽপ্যেতদেব দর্শনম্ ।

দ্বিধা বিভক্তাং শ্রিয়মুদ্বহন্তৌ ধুরং রথাশ্বাবিব সংগ্রহীতুঃ ।
তৌ স্থাস্যতস্তে নৃপতের্নিদেশে পরস্পরাবগ্রহনির্ব্বিকারৌ ॥ ॥ ১১৪ ॥

রাজা ।— তেন হি মন্ত্রিপরিষদং ব্রূহি—সেনান্যে বীরসেনায় লিখ্যতামেবংক্রিয়তামিতি । ॥ ১১৫ ॥

কঞ্চু ।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ । (ইতি নিষ্ক্রম্য সপ্রাভৃতকং লেখং গৃহীত্বা পুনঃ প্রবিশ্য) অনুষ্ঠিতা প্রভোরাজ্ঞা । অয়ং দেবস্য সেনাপতেঃ পুষ্পমিত্রস্য সকাশাৎ সোত্তরীয়প্রাভৃতকো লেখঃ প্রাপ্তঃ । প্রত্যক্ষীকরোত্বেনং দেবঃ । ॥ ১১৬ ॥

রাজা ।— (উত্থায় প্রাভৃতকং সোপচারং গৃহীত্বা লেখং পরিজনায়ার্পয়তি, পরিজনো লেখং নাট্যেনোদ্‌ঘাটয়তি) । ॥ ১১৭ ॥

ধারি ।— অম্মহে, তদোমুহং এব্ব ণো হিঅঅম্ । সুণিস্‌সং দাব গুরুঅণকুসলাণন্তরং বসুমিত্তস্‌স বুত্তন্তম্ । অতিঘোরে কৃখু পুত্তও সেণাপদিণা ণিউত্তো । ॥ ১১৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—অহো ! ততোমুখম্ এব নঃ হৃদয়ম্ । শ্রোষ্যামি তাবৎ গুরুজনস্য কুশলানন্তরং বসুমিত্রস্য বৃত্তান্তম্ । অতিঘোরে খলু পুত্রকঃ সেনাপতিনা নিযুক্তঃ ॥ ১১৮ ॥

বঙ্গার্থ ।—(পুনরায় কঞ্চুকীর প্রবেশ ।)

। মহারাজের জয় হোক্ ! মহারাজ ! অমাত্য আপনার আদেশ শুনিয়া কহিলেন,—"মহারাজের এ অতি সুবুদ্ধির কথা । মন্ত্রি-সভারও এইমত ; কেন না,—রথবাহী অশ্বযুগল যেমন, সারথির বশবর্ত্তী থাকিয়া পরস্পর অদ্রোহভাবে ও তুল্য-রূপে রথভার বহন করে, তদ্রূপ উঁহারা দুই ভ্রাতাও, আপনার কর্ত্তৃক সমান দুই ভাগে বিভক্ত রাজ্যলক্ষ্মীকে বরণ করুন এবং রাগদ্বেষাদি পরিহারপূর্ব্বক নির্ব্বিকার হৃদয়ে আপনার আদেশ-পরতন্ত্র হইয়া থাকুন ॥ ১১৪ ॥

রাজা ।—তা হ'লে তুমি মন্ত্রি-পরিষদকে বল গিয়া যে, এই ভাবে কাজ করিবার জন্য বিদর্ভাস্থিত আমার সেনাপতি বীরসেনকে লিখিয়া দেওয়া হউক ॥ ১১৫ ॥

কঞ্চুকী ।—যে আজ্ঞা রাজন্ ! (প্রস্থান এবং উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা আবৃত পত্র হস্তে পুনঃ প্রবেশ ।)

প্রভুর আদেশানুযায়ী কাজ করা হইয়াছে । এ দিকে আবার আপনার সেনাপতি—পুষ্পমিত্রের নিকট হইতে উত্তরীয়াবৃত এই পত্র আসিয়াছে ! মহারাজ ইহা অবলোকন করুন ॥ ১১৬ ॥

(রাজা গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সসম্মানে উত্তরীয় গ্রহণ ও পরিজনদিগের হস্তে পত্র অর্পণ করিলেন । পরিজনেরাও পত্র খুলিতে লাগিল) ॥ ১১৭ ॥

ধারিণী ।—(আত্মগত) অহো ! আমার হৃদয় যেন ছুটিয়া ঐ পত্রের মধ্যে যাইতে চাহিতেছে । গুরুজনের (শ্বশুর পুষ্পমিত্রের) কুশল-বার্ত্তা শ্রবণানন্তর কতক্ষণে পুত্র বসুমিত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিব ? সেনাপতি অতি দুষ্কর কার্য্যে আমার পুত্রকে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

রাজা।— (উপবিশ্য বাচয়তি) স্বস্তি, যজ্ঞশরণাৎ সেনাপতি-পুষ্পমিত্রো বৈদিশস্থং পুত্রম'য়ুষ্মন্তমগ্নিমিত্রং স্নেহাৎ পরিষ্বজ্যানুদর্শয়তি। বিদিতমস্তু,—যোঽসৌ রাজযজ্ঞ-দীক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রশতপরিবৃতং বসুমিত্রং গোপ্তারমাদিশ্য বৎসরায় নিবর্ত্তনীয়ো নিরর্গলস্তুরঙ্গমো বিসর্জিতঃ, স সিন্ধোর্দ্দক্ষিণে রোধসি চরন্নশ্বানীকেন যবনেন প্রার্থিতঃ। ততঃ উভয়োঃ সেনয়োর্মহানাসীৎ সংমর্দঃ। ॥ ১১৯ ॥

(ধারিণী বিষাদং নাটয়তি)

রাজা কথমীদৃশং সংবৃত্তম্? (পুনর্বাচয়তি)। ॥ ১১৯ ক ॥

ততঃ পর'ন্ পরাজিত্য বসুমিত্রেণ ধন্বিনা।
প্রসহ্য হ্রিয়মাণো মে বাজিরাজো নিবর্ত্তিতঃ॥ ॥ ১২০ ॥

ধারি।— ইমিণা আস্সসিদং মে হিঅঅম্। ॥ ১২১ ॥

রাজা।— (লেখশেষং বাচয়তি) সোঽহমিদানীমংশুমতেব সগরঃ পৌত্রেণ প্রত্যাহৃতাশ্বো যক্ষ্যে। তদিদানীমকালহীনং বিগতরোষচেতসা ভবতা বধূজনেন সহ যজ্ঞসেবনায়াগন্তব্যমিতি ॥ ১২২ ॥

রাজা।— অনুগৃহীতোঽস্মি। ॥ ১২৩ ॥

পরি।— দিষ্ট্যা পুত্রবিজয়েন দম্পতী বর্দ্ধেতে।

ভর্ত্রা'সি বীরপত্নীনাং শ্লাঘ্যানাং স্থাপিতা ধুরি।
বীরসূরিতি শব্দোঽয়ং তনয়াত্ত্বামুপস্থিতঃ॥ ॥ ১২৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অনেন আশ্বস্তং মে হৃদয়ম্ ॥ ১২১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(বসিয়া পাঠ) "মঙ্গল হউক, যজ্ঞশালা হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র, বিদিশাস্থিত, দীর্ঘায়ুঃ পুত্র অগ্নিমিত্রকে স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে আলিঙ্গন করত বিজ্ঞাপন করিতেছেন, মহারাজ অগ্নিমিত্র অবগত হউন যে, আমি শত রাজ-পুত্রে পরিবৃত করিয়া, কুমার বসুমিত্রকে অশ্বরক্ষার ভারার্পণপূর্ব্বক, বৎসরমধ্যে ফিরিবার আদেশ দিয়া, যজ্ঞীয় তুরঙ্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সেই তুরঙ্গ ক্রমে গিয়া সিন্ধু নদের দক্ষিণ তীরে চরিতে আরম্ভ করে ও বহু অশ্বারূঢ় যবন-সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। শেষে তাহাদের সহিত কুমার বসুমিত্রের সেনার ভীষণ যুদ্ধ বাধে" ॥ ১১৯ ॥ (ধারিণীর মুখ শুকাইয়া গেল।)

রাজা।—তাই ত? এতদুর গড়াইয়াছে? ॥ ১১৯ ॥ ক ॥

(আবার পড়িতে লাগিলেন।

রাজা।—"তার পর, অমোঘ ধনুর্দ্ধর বসুমিত্র কর্ত্তৃক, শত্রুদিগের পরাজয়বিধানপূর্ব্বক, সেই অকস্মাৎহৃত যজ্ঞতুরঙ্গ-রাজ প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছে" ॥ ১২০ ॥

ধারিণী।—বাঁচলুম। এই সংবাদে আমার বুক জুড়াইয়া গেল ॥ ১২১ ॥

রাজা।—(পত্রশেষ পাঠ) "যেমন যজ্ঞদীক্ষিত মহারাজ সগরের যজ্ঞাশ্ব হৃত হইলে, তদীয় পৌত্র অংশুমান্ কর্ত্তৃক সেই অশ্ব প্রত্যানীত হয় এবং সগর যজ্ঞ-শেষ করেন, আমিও তদ্রূপ, আমার পৌত্রকর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত অশ্বের দ্বারা যজ্ঞ সমাধা করিব। অতএব কালক্ষয় না করিয়া, এবং ক্রোধ অভিমানাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক, বধূমাতাদিগকে লইয়া তুমি যজ্ঞ-সেবনার্থ অবশ্য আগমন করিবে" ॥ ১২২ ॥

রাজা।—পরম অনুগৃহীত হইলাম ॥ ১২৩ ॥

পরি।—কি আনন্দ! পুত্রের বিজয়বার্ত্তায় রাজদম্পতির জয় জয়কার। কেন না, রাজ্ঞি! তোমার শূরোত্তম পতি কর্ত্তৃক তুমি শ্লাঘাস্পদ বীরপত্নীদিগের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, আজ আবার তোমার তনয়কর্ত্তৃক তুমি বীরপ্রসবিনী শব্দের লক্ষ্যীভূত হইলে ॥ ১২৪

ধারি।— ভোদি! পরিতুট্টম্হি জং পিদরং অণুজাদো মে বচ্ছও। ॥ ১২৫ ॥

রাজা।— মৌদগল্য! নন্নু কলভেন যূথপতেরনুকৃতম্। ॥ ১২৬ ॥

।— নৈতাবতা বীরবিজৃম্ভিতেন চিত্তস্য নো বিস্ময়মাদধাতি।

যস্যাপ্রধৃষ্যঃ প্রভবস্তমুচ্চৈ-রগ্নেরপাং দগ্ধুরিবোরজন্মা ॥ ১২৬-ক ॥

রাজা।— মৌদগল্য! যজ্ঞসেনশ্যালমগ্রীকৃত্য মুচ্যন্তাং সর্ব্বে বন্ধনস্থাঃ। ॥ ২৭ ॥

।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ১২৮ ॥

ধারি।— জয়সেণে! গচ্ছ, ইরাবদিপ্পমুহাণম্ অন্তেউরাণং পুত্তঅস্স বুত্তন্তং নিবেদেহি। ॥ ১২৯ ॥

(প্রতীহারী প্রস্থাতুমারব্ধা)

ধারি।— সুণু দাব। ॥ ১৩০ ॥

প্রতী।— (প্রতিনিবৃত্য) ইঅম্হি। ॥ ১৩১ ॥

ধারি।— (জনান্তিকম্) জং মএ অসোঅদোহলণিওোএ মালবিআএ পড়িণ্ণাদং, তং, সে অভিঅণং চ নিবেদিঅ মম বঅণেণ ইরাবদিং অণুণেহি। তুএ কৃখু অহং সচ্চাদো ণ ভংসিদোব্বো ত্তি। ॥ ১৩২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ—ভগবতি! পরিতুষ্টাস্মি, যৎ পিতরম্ অনুযাতঃ মে বৎসঃ ॥ ১২৫ ॥

জয়সেনে! গচ্ছ, ইরাবতী-প্রমুখেভ্যঃ অন্তঃপুরেভ্যঃ পুত্রকস্য বৃত্তান্তং নিবেদয় ॥ ১২৯ ॥

শৃণু তাবৎ ॥ ১৩০ ॥

ইয়মস্মি ॥ ১৩১ ॥

যৎ ময়া অশোক-দোহদ-নিয়োগে মালবিকায়ৈ প্রতিজ্ঞাতং, তৎ, অস্যাঃ অভিজনং চ নিবেদ্য মম বচনেন ইরাবতীম্ অনুনয়। ত্বয়াহং সত্যাং ন প্রভ্রংশয়িতব্যেতি ॥১৩২॥

বঙ্গার্থ।—ধারিণী। ভগবতি! আমার বেশী পরিতোষের কারণ—এই যে, আমার পুত্র, তাহার পিতার পদানুসরণ করিতে পারিয়াছে ॥ ১২৫ ॥

রাজা।—মৌদ্গল্য! করিশাবক যূথপতি গজরাজের অনুকরণ করিয়াছে ॥ ১২৬ ॥

।—সলিল-দহন-কারী বাড়বানলের অপরাজেয় উৎপত্তিস্থল যেমন মহর্ষি—ঔর্ব্ব, তদ্রূপ শত্রুদল-বিদলন যে বসুমিত্রের অপরাজেয় উৎপত্তিস্থল—আপনি, সেই কুমার বসুমিত্রের এই সকল শৌর্য্য-বিমণ্ডিত অবদানের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে তত বিস্ময় উৎপন্ন হইতেছে না। কেন না,—আপনার ন্যায় বীরপিতার পুত্রের পক্ষে সকলই সম্ভবপর ॥ ১২৬-ক ॥

রাজা।—মৌদ্গল্য! যজ্ঞসেনের শ্যালক কারারুদ্ধ আছেন, তাঁহার সহিত অন্যান্য সকল কারারুদ্ধবেই আজ মোচন করিয়া দেওয়া হউক ॥ ১২৭ ॥

কঞ্চুকী।—মহারাজের যেমন আদেশ ॥ ১২৮ ॥

[নিষ্ক্রান্ত।

ধারিণী।—জয়সেনে। তুমি গিয়া ইরাবতী-প্রভৃতি অন্তঃপুর-বাসিনীদিগকে আমার পুত্রের এই বিজয়-বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত কর ॥ ১২৯ ॥

(প্রতীহারী প্রস্থানোদ্যতা।)

ধারিণী।—শোন শোন ॥ ১৩০ ॥

প্রতীহারী।—(ফিরিয়া) এই যে আমি, কি বলুন। ॥ ১৩১ ॥

ধারিণী।—(জনান্তিকে) অশোকে দোহদ করিবার সময়ে, (যদি ফুল ফোটে, তবে মালবিকার অভিলাষ পূরণ করিব বলিয়া) মালবিকাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, —তাহা এবং মালবিকার সমুন্নত পিতৃকুলের কথা বলিয়া আমার নাম করিয়া তুমি ইরাবতীকে সানুনয়ে জানাইবে, —"তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্টা করিও না, এইটা আমার অনুরোধ" ॥ ১৩২ ॥

প্রতী।— জং দেবী আণ্ণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য চ) ভট্টিণি! পুত্রবিজঅ-ণিমিত্তেণ পরিতোসেণ অন্তেউরাণং আভরণাণাং মঞ্জুসাঅম্মি সংবুত্তা। ॥১৩২-ক॥

ধারি।— কিং এদং অচ্চরিঅম্। সাধারণো ণং অব্ভুদঅো। ॥ ১৩৩ ॥

প্রতী।— (জনান্তিকম্) ভট্টিণি! ইরাবদী বিণ্ণবেদি। সরিসী কৃখু পহুবীএ তুমম্। পহুবন্তীএ তব বঅণম্ সংকপ্পিদে ণ জুজ্জদি অন্নহা কাতুংত্তি। ॥ ১৩৪ ॥

ধারি।— ভঅবদি! তুত্র অণুমদং ইচ্ছামি অজ্জসুমদিণা পঢ়মং সংকপ্পিদং অজ্জউত্তস্স মালবিঅম্ পড়িবাদেত্থুম্। ॥ ১৩৫ ॥

পরি।— ইদানীমপি ত্বমস্যাঃ প্রভবসি। ॥ ১৩৬ ॥

ধারি।— (মালবিকাং হস্তে গৃহীত্বা) ইমং অজ্জউত্তো পিঅণিবেদণাণুরূবং পারিতোসিঅং পড়ীচ্ছত্থু ॥ ১৩৭ ॥

(রাজা ব্রীড়াং নাটয়তি)

ধারি।— (সস্মিতম্) কিং অবধীরেদি অজ্জউত্তো? ॥ ১৩৮ ॥

বিদূ।— ভোদি! অত্থি কৃখু লোঅপ্পবাদো ণব্ববরো লজ্জাতুরো হোদিত্তি। ॥ ১৩৯ ॥

(রাজা সরোষমিব বিদূষকমবেক্ষেতে)

প্রাকৃতানুবাদ। ভট্টিনি! পুত্রবিজয়-নিমিত্তেন পরিতোষেণ অন্তঃপুরাণাম্ আভরণানাং মঞ্জুষা অস্মি সংবৃত্তা ॥ ১৩২-ক ॥

কিমেতৎ আশ্চর্য্যম্? সাধারণঃ ননু অভ্যুদয়ঃ ॥ ১৩৩ ॥

ভট্টিনি! ইরাবতী বিজ্ঞাপয়তি—সদৃশী খলু পৃথিব্যাঃ ত্বম্। প্রভবন্ত্যাঃ তব বচনং সঙ্কল্পিতে ন যুজ্যতে অন্যথা কর্ত্তুম্ ইতি ॥ ১৩৪ ॥

ভগবতি! ত্বয়া অনুমতা ইচ্ছামি আর্য্যসুমতিনা প্রথম-সংকল্পিতাং আর্য্যপুত্রস্য মালবিকাং প্রতিপাদয়িতুম্ ॥ ১৩৫ ॥

ইদম্ আর্য্যপুত্রঃ প্রিয়নিবেদনানুরূপং পারিতোষিকং—প্রতীচ্ছতু ॥ ১৩৭ ॥

কিং আর্য্যপুত্রঃ অবধীরয়তি? ॥ ১৩৮ ॥

ভবতি! অস্তি খলু লোকপ্রবাদঃ,—নব্যবরঃ লজ্জাতুরঃ ভবতি—ইতি ॥ ১৩৯ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা। (প্রতীহারীর নিষ্ক্র-মণ ও পুনঃ প্রবেশ))—ভট্টিনি! আপনার পুত্র-বিজয়-সংবাদে অন্তঃপুরবাসিনীদের এতই আনন্দ জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের পারিতোষিকের প্রাচুর্য্যে আমি যেন অল-ঙ্কারের একটি পেটিকা সাজিয়াছি ॥ ১৩২-ক ॥

ধারিণী।—এ'তে আর বিস্ময়ের কি আছে? কুমারের এই অভ্যুদয় যে, আমার এবং তাদের—সকলের সমান আনন্দের কারণ ॥ ১৩৩ ॥

প্রতীহারী।—(জনান্তিকে) ভট্টিনি! ইরাবতী আপনার কথার প্রত্যুত্তরে বল্লেন—"আপনি ধরিত্রীর ন্যায় সর্ব্বংসহা। সকল বিষয়েই আপনার অতুল ক্ষমতা, সুতরাং যে সঙ্কল্প একবার করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করা আপনার ন্যায় ঐশ্বর্য্য-শালিনীর কদাচ উচিত নহে" ॥ ১৩৪ ॥

ধারিণী।—ভগবতি! আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আপনার অগ্রজ আর্য্য সুমতি প্রথম যে সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন, আজ আমি তাহা কার্য্যে পরিণত করি। মালবিকাকে আর্য্যপুত্রের সহিত পরিণীতা করি ॥ ১৩৫ ॥

পরি।—পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তুমিই ইহার কর্ত্রী ॥ ১৩৬ ॥

ধারিণী।—(মালবিকার হস্ত ধরিয়া) আর্য্যপুত্র যেমন আ[illegible] আমার পুত্রের বিজয়বার্ত্তারূপ প্রিয় নিবেদন করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত এই পারিতোষিক গ্রহণ করুন ॥ ১৩৭ ॥

[রাজা লজ্জায় জড়সড় হইলেন

ধারিণী।—(সহাস্যে) আর্য্যপুত্র কি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন? ॥ ১৩৮ ॥

বিদূ।—রাজ্ঞি! একটা প্রবাদ আছে যে, নবীন বর সর্ব্বদা একটু লাজুক হয়। জানেন ত? (রাজা কটমট ক'রে বিদূষকের দিকে চাইতে লাগিলেন।) ॥১৩[illegible]

বিদূ।— অহ দেবীএ এব্ব কিদপ্পণঅবিসেসং দিণ্ণদেবীসংজ্ঞং মালবিঅং অত্তভবং পড়িগহিতুম্ ইচ্ছদি ॥ ১৪০ ॥

ধারি।— এদাএ রাঅদারিআএ অহিজণেণ এব্ব দিণ্ণো দেবীসদ্দো। কিং পুণরুত্তেণ ॥ ১৪১ ॥

পরি।— মা মৈবম্।—

অপ্যাকর-সমুৎপন্নো রত্নজাতিপুরস্কৃতঃ।
জাতরূপেণ কল্যাণি! স হি সংযোগমর্হতি॥ ॥ ১৪২ ॥

ধারি।— (স্মৃত্বা) মরিসেদু ভঅবদী, অব্ভুদঅকহাএ উইদং ণ লক্‌খিদম্। জঅসেণে! গচ্ছ দাব কোসেঅং পত্তোণ্ণং উবণেহি। ॥ ১৪৩ ॥

প্রতী।— জং আণ্ণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রম্য পত্রোর্ণং গৃহীত্বা প্রবিশ্য) দেবি! এদম্ ॥ ১৪৪ ॥

ধারি।— (মালবিকামবগুণ্ঠনবতীং কৃত্বা) অজ্জউত্ত ইমং পত্তিচ্ছীঅদু। ॥ ১৪৫ ॥

রাজা।— ত্বচ্ছাসনং প্রত্যনুরক্তা বয়ম্। (অপবার্য্য) হন্ত, প্রতিগৃহীতা। ॥ ১৪৬ ॥

বিদূ।— অম্মাহে দেবীএ অণুউলদা ধারিণীএ। (ইতি পরিজনমবলোকয়তি) ॥ ১৪৭ ॥

পরিজন।— (মালবিকামুপেত্য) জেদু জেদু ভট্টিণী। ॥ ১৪৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অথ দেব্যা এব কৃত-প্রণয়-বিশেষাং দত্ত-দেবী-শব্দাং মালবিকাম্ অত্রভবান্ প্রতিগ্রহীতুম্ ইচ্ছতি ॥ ১৪০ ॥

এতস্যাঃ রাজ-দারিকায়াঃ অভিজনেন এব দত্তঃ দেবী-শব্দঃ! কিং পুনরুক্তেন? ॥ ১৪১ ॥

মর্ষয়তু ভগবতী, অভ্যুদয়-কথায়াম্ উচিতং ন লক্ষিতম্। জয়সেনে! গচ্ছ তাবৎ! কৌশেয় পত্রোর্ণম্ উপনয় ॥ ১৪৩ ॥

যৎ আজ্ঞাপয়তি। দেবি! এতৎ ॥ ১৪৪ ॥

আর্য্যপুত্রঃ ইমাং প্রতীচ্ছতু ॥ ১৪৫ ॥

অহো! দেব্যাঃ অনুকূলতা ধারিণ্যাঃ ॥ ১৪৭ ॥

জয়তু জয়তু ভট্টিনী ॥ ১৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—দেবী কর্ত্তৃক প্রণয়ের বিশিষ্ট উপহারস্বরূপে প্রদত্তা এই মালবিকাকে দেবীই "দেবী" শব্দে অলঙ্কৃত করিয়া অর্পণ করিলে, রাজাও দেবীর দান বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছেন ॥ ১৪০ ॥

ধারিণী।—এই রাজকুমারী যে বরেণ্য বংশে জন্মিয়াছেন, সেই বংশই ইঁহাকে "দেবী" (পাটরাণী) শব্দ অনেক পূর্ব্বে দান করিয়াছে। আমার আর দিতে হইবে কেন? ॥ ১৪১ ॥

পরি।—না না, এমন কথা বলিবেন না,—এই দেখুন—না—রাজ্ঞি!—নানারত্ন-শ্রেষ্ঠ মণি আকর হইতে সমুৎপন্ন হইলেও স্বর্ণের সহিত সংযোগ ব্যতিরেকে তাহার শোভা-বৃদ্ধি হয় না। তেমনই নানাগুণশালিনী এই মালবিকা বরেণ্য কুল-সম্ভূতা হইলেও আপনার প্রদত্ত বস্তুই ইঁহার গৌরবের কারণ, অন্যথা নহে ॥ ১৪২ ॥

দেবী।—(স্মরণপূর্ব্বক) ভগবতি! ক্ষমা করিবেন। অভ্যুদয়ের আনন্দে একটা প্রধান কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছি। জয়সেনে! যাও, তাড়াতাড়ি কৌশেয়-বসন লইয়া এসো ॥ ১৪৩ ॥

প্রতী।—যে আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্তা ও পত্রোর্ণ লইয়া পুনঃ প্রবিষ্টা।) দেবি! এই এনেছি ॥ ১৪৪ ॥

ধারিণী।—(মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া) আর্য্যপুত্র! ইঁহাকে গ্রহণ করুন ॥ ১৪৫ ॥

রাজা।—চিরদিনই ত তোমার আদেশ সানুরাগে পালন করিয়া থাকি। (সুতরাং আজ না শুনিব কেন?) (অপবার্য্য) যা'ক্, গ্রহণ করিলাম ॥ ১৪৬ ॥

বিদূ।—আহা! আমাদের দেবী ধারিণীর কি অনুকূলতা! রাজ্ঞী আমাদের কত উদার! (বলিয়া পরিজনবর্গের দিকে চাহিতে লাগিল।) ॥ ১৪৭ ॥

পরিজন।—(মালবিকার নিকটে গিয়া) ভট্টিনি! আপনার জয় হউক। (ধারিণী পরিব্রাজিকার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন) ॥ ১৪৮ ॥

(ধারিণী পরিজনমবেক্ষতে)

পরি।— দেবি! নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি;—

প্রতিপক্ষেণাপি পতিং সেবন্তে ভর্তৃবৎসলা নার্য্যঃ।
অন্যসরিতামপি জলং সমুদ্রগাঃ প্রাপয়ন্ত্যুদধিম্॥ ॥ ১৪৯।

(প্রবিশ্য নিপুণিকা)

নিপু।— জেদু জেদু ভট্টা। ইরাবতী বিণ্ণবেদি, জং উবআরাদিক্কমেণ তদা অহং ভট্টিণো অবরদ্ধা। অণুপদং ভট্টিণো অণুরূবং এব্ব মএ আঅরিঅং। সম্পদং পুণ্ণমণোরহেণ ভট্টিণা। অহং পসাদমেত্তেণ সংভাবইদব্বেত্তি। ॥ ১৫০ ॥

ধারি।— নিউণিএ! অবস্সং সে সেবিঅং অজ্জউত্তো জাণিস্সদি। ॥ ১৫১ ॥

নিপু।— অণুগহীদম্হি। [ইতি নিষ্ক্রান্তা। ॥ ১৫২ ॥

পরি।— দেব! সম্বন্ধেন সাম্প্রতং চরিতার্থং মাধবসেনং সভাজয়িতুং গচ্ছামঃ। ॥ ১৫৩ ॥

ধারি।— ণ জুত্তং ভঅবদি! অম্হাণং পরিচ্চত্তুং। ॥ ১৫৪ ॥

রাজা।— ভগবতি! মদীয়েষ্বেব লেখেষু তত্রভবতস্তামুদ্দিশ্য সভাজনানি জ্ঞাপয়িষ্যামঃ ॥ ১৫৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জয়তু জয়তু ভর্ত্তা, ইরাবতী বিজ্ঞাপয়তি,—যৎ উপচারাতিক্রমেণ তদা অহং ভর্তুঃ অপরাদ্ধা, অনুপদং ভর্ত্তুঃ অনুরূপম্ এব ময়া আচরিতম্। সাম্প্রতং পূর্ণ-মনোরথেন ভর্ত্রা। অহং প্রসাদমাত্রেণ সম্ভাবয়িতব্যা ইতি ॥ ১৫০ ॥

নিপুণিকে। অবশ্যম্ অস্যাঃ সেবিতং আর্য্যপুত্রঃ জ্ঞাস্যসি ॥ ১৫১ ॥

অনুগৃহীতাস্মি ॥ ১৫১ ॥

ভগবতি! ন যুক্তং অস্মান্ পরিত্যক্তুম্ ॥ ১৫৪ ॥

বঙ্গার্থ---পরি।—আজ আপনি যাহা করিলেন, এটা আপনার মত নারীরত্নের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। মালবিকাকে ত আপনি ভালই বাসেন; নিতান্ত যে শত্রু, তাদৃশী কামিনীর দ্বারাও পতিবৎসলা রমণীরা পতির সেবা করিয়া থাকেন। সাগর-গামিনী স্রোতস্বতী যখন সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন অন্য কত নগণ্য নদীর জলও লইয়া গিয়া সাগরে মিশাইয়া দেয় ॥ ১৪৯ ॥

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপু।—মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! ইরাবতী বিজ্ঞাপিত করিতেছেন—"সে দিন ভর্ত্তার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিতে পারি নাই বলিয়া উপচারের অতিক্রম করিয়া বিষম অপরাধিনী হইয়াছিলাম। তার পর হইতে ভর্ত্তার মতানুসারেই এ পর্য্যন্ত চলিতেছি। আজ ভর্ত্তার মনোরথ পূর্ণ হইল। আমার উপর এখনও যদি কোন রোষ থাকে, তাহা ত্যাগ করিয়া, অন্ততঃ একবার মনে মনেও আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।" ॥ ১৫০ ॥

ধারিণী।—নিপুনিকে! তোমার ভটিনীর প্রার্থনা আর্য্যপুত্র অবশ্যই জান্‌তে পারবেন ॥ ১৫১ ॥

নিপু।—অনুগৃহীত হইলাম। (নিষ্ক্রান্ত) ॥ ১৫২ ॥

পরি।—মহারাজ! এই অভিনব সম্বন্ধের দ্বারা মাধবসেন কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন, আমি এ সময়ে তাঁহাকে একবার অভিনন্দিত করিতে চাই ॥ ১৫৩ ॥

ধারিণী।—ভগবতি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না ॥ ১৫৪ ॥

রাজা।—ভগবতি। আমি তাঁহাদের নিকট যে পত্র লিখিতেছি, তাহাতেই আপনার কৃত অভিনন্দনের বিষয় জ্ঞাপন করিব ॥ ১৫৫ ॥

পরি যুবয়োঃ স্নেহাৎ পরবানয়ং জনঃ। ॥ ১৫৬ ॥

ধারি অজ্জউত্ত! কিং দে ভূও বি পঅম্ উবহরিস্সম্। ॥ ১৫৭ ॥

রাজা মম তাবদেতাবদেব প্রিয়ম্।—

ত্বং মে প্রসাদসুমুখী ভব দেবি! নিত্যমেতাবদেব মৃগয়ে প্রতিপক্ষহেতোঃ।

আশাস্যমীতিবিগমপ্রভৃতি প্রজানাং সম্পৎস্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে ॥ ॥ ১৫৮ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

ইতি শ্রীমহাকবি-কালিদাস-প্রণীতং মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকং সমাপ্তম্।

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্যপুত্র! কিং তে ভূয়ঃ অপি প্রিয়ং উপহরিষ্যামি? ॥ ১৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—পরি।—আপনাদের পতিপত্নীর স্নেহের আমি একান্ত অধীন ॥ ১৫৬ ॥

ধারিণী।—আর্য্যপুত্র! বলুন,—আর কি প্রিয় উপহার দিতে পারি? ॥ ১৫৭ ॥

রাজা।—রাজ্ঞি! আমার প্রিয়? তবে শোন, এ'র চেয়ে প্রিয় আমার আর কিছুই নাই;—চিরদিন,—সর্ব্বক্ষণ, তুমি আমার প্রসন্ন-বদনে থেকো,—তোমার কেহ যদি এই সংসারে প্রতিকূল থাকে, তবে তাহার জন্য এইটুকু-মাত্রই তোমার নিকটে আমার প্রার্থনা। আর তোমার এই অগ্নিমিত্র যত কাল বসুন্ধরার রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে, তত দিন যেন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপালের উপদ্রব প্রভৃতি উৎপাতে তাহার প্রজাকুল ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত না হয়, এই আমার শেষ প্রার্থনা ॥ ১৫৮ ॥

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক সমাপ্ত

বিবরণ।—"বরদা"—বরদা-নামিকা অতি প্রাচীন নদী। ইহার বর্ত্তমান বিকৃত নাম "ওয়ার্দ্দা" (Wardha)। মধ্যভারতে (Central Provinces) প্রবাহিত। মহাভারতের বনপর্ব্বে ৮৫ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—যথা,—

"বরদা-সঙ্গমে স্নাত্বা গো-সহস্র-ফলং লভেৎ ॥"

অঙ্ক—তাৎপর্য্য ও উপসংহার

এতক্ষণে মালবিকাগ্নিমিত্রের শেষ হইল। এই নাটক সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার পূর্ব্বে পাটরাণী ধারিণী ও পরিব্রাজিকা পণ্ডিত কৌশিকীর বিষয়ে দু' একটি কথা বলিতে হইবে।

ধারিণী।—কালিদাস, রঙ্গমঞ্চে ধারিণীকে নানারূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু সে সমস্ত রূপই—ভারতেশ্বরীর অনুরূপ। তিনি যখন শুনিলেন যে, পুত্র বসুমিত্র যজ্ঞ-তুরঙ্গ-রক্ষায় নিযুক্ত, তখন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের মাসিক আট শত সুবর্ণ মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। কাহারও মুখাপেক্ষা নাই, নিজেই যেন তিনি রাজ্যের সর্ব্বময়ী। আত্ম-গৌরব, আত্মপদ-মর্য্যাদা তিনি বিশেষভাবে রক্ষা করিতে জানিতেন। যখন ইরাবতী আসিয়া, তাঁহার নিকটে মালবিকাব বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন, তখন মহিষী অবিচারিত-হৃদয়ে, মালবিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। যেন তিনি-ই রাজ্যের তথা রাজা অগ্নিমিত্রের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্রী। মালবিকার নৃত্যকালে, যখন পরিব্রাজিকা ধারিণীকে রাজার প্রতিকূলে প্রণয়-রোষে উত্তেজিত করিবার আশায় বলিয়াছিলেন,—"উনি যেমন রাজা, দেবি, তুমিও তেমনই মহারাণী, তুমি কম কিসে?"—তখন ধীর-ললিতা ধারিণী কোনই উত্তর দেন নাই, কেবল মনে মনে বলিয়াছিলেন,—"মূঢ়ে পরিব্রাজিকে! আমি জাগ্রত, আর তুমি ভাবিতেছ যে, আমি সুপ্ত?" অর্থাৎ তুমি আমাকে আমার পতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চাও? তোমাদের অভিপ্রেত মালবিকা-নর্ত্তন আমার দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইতে চাও, অথচ তোমার নিজের নিরপেক্ষতার ভান দেখাইতে চাও?

বিদূষকের কৌশলে, গণদাস ও হরদত্তের বিবাদ বাধিলে, পরিব্রাজিকা যখন শিষ্য-বিদ্যা দ্বারা আচার্য্যের গুণবত্ত' পরীক্ষা করিতে মনন করিলেন, তখনই মহারাণী বুঝিয়াছিলেন যে, কি একটা যেন গভীর ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে; রাজা, বিদূষক, পরিব্রাজিকা,—এমন কি, পরিচারিকাগণ পর্য্যন্ত সে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত। ধারিণী ইচ্ছা করিলেই মালবিকার নৃত্যে বাধা দিতে পারিতেন,—সকলের সকল গূঢ় অভিপ্রায়ই অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি যে চক্রান্তটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কবি, মধ্যে মধ্যে ধারিণীরই কথা দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি রাজ-সংসারের প্রবীণা গৃহিণী, তাঁহার চরিত্রের কোন স্থলেও কোন-প্রকার তারল্য প্রকাশ পায় নাই। তিনি প্রথমে যে প্রকার ধীর, শেষে—অর্থাৎ যখন রাজার করে বধূ-বেশা মালবিকাকে সমর্পণ করেন, তখনও সেইপ্রকার ধীর। তিনি যখন মধ্যে বুঝিলেন যে, তাঁহার জীবিতেশ্বর অগ্নিমিত্র তাঁহাকেই লুকাইয়া, মালবিকার সহিত মিলিত হইতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন, আর মালবিকাও সরল-হৃদয়ে, ছায়ার ন্যায় রাজার অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন, তখন তাঁহার অতুল আনন্দ হইল। তখন মালবিকাও নানা বিদ্যায় নিপুণা হইয়াছেন, নবীন বয়ঃক্রমের দুর্বহ-সুখদ গুরুভারে—মালবিকার দেহমন আনত হইয়াছে, রাজা এবং মালবিকা—উভয়েই উভয়ের সন্দর্শনার্থে একান্ত আকুল,—এমনই মাহেন্দ্রক্ষণে ধারিণী মালবিকাকে অশোকের দোহদ করিতে নির্জ্জন উপবনে পাঠাইয়া দিলেন। পাটরাণী স্বয়ং যে কার্য্য করিবেন, তাহাতে মালবিকাকে প্রতিনিধি করিলেন। মহারাণী ইচ্ছাপূর্ব্বক, মালবিকা-অগ্নিমিত্রকে একটা মহান্ সুযোগ করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন,—"যদি তোমার দোহদে অশোকে ফুল ফোটে, তবে আমিও তোমার বাসনা পূর্ণ করিব।" মালবিকার যে কি বাসনা,—তাহা প্রবীণা মহারাণী বুঝিয়াছিলেন এবং সে বাসনার পূরণে তিনি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু মালবিকাকে সে সঙ্কল্পের বিন্দুবিসর্গও জানিতে দেন নাই। এখন সম-

আসিয়াছে, তাই মালবিকাকে দোহদচ্ছলে আভাসে জানাইলেন, "তোমার আকাঙ্ক্ষা আমিই পূর্ণ করিব।" আর দুই দিন পরে, ধারিণী স্বয়ং হাতে ধরিয়া যাঁহাকে বিদিশার রাণীর আসনে বসাইবেন, আজ তাঁহাকে প্রথম নিজের প্রতিনিধি করিলেন। তিনি হৃষ্ট-হৃদয়ে রাজার সহিত মালবিকার বিবাহ দিলেন। রাজার হাতে হাতে সঁপিয়া দেওয়ার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অকস্মাদাগতা শিল্পদারিকা দুইটির মুখে, এবং পরিব্রাজিকার কথিত ইতিহাসে যখন জানিলেন যে, মালবিকা বিদর্ভের রাজ-পুত্রী, উচ্চবংশ-সম্ভূতা, তখন ধারিণীর আরও একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল। বিবাহের পরই যখন পরিজনবৃন্দ, এমন কি, তাঁহার সতত সঙ্গিনী পরিব্রাজিকাও তাঁহাকে ছাড়িয়া মালবিকার নিকটে গিয়া, মালবিকাকে "রাণী" বলিয়া অভিবাদন করিলেন, মালবিকার মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, আর সত্য পাটরাণী ধারিণী একাকিনী রাজসভার একটা কোণে পড়িয়া রহিলেন, তখন ধারিণীর হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য একটা ভাবান্তর ঘটিল। তিনি শূন্য-নয়নে পরিজনের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন! এতদিনে তিনি বুঝিলেন যে, কি যেন-একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটিল! যে ব্যাপারের ফলে, কাল যাহারা তাঁহার 'আপনার জন' ছিল, আজ তাহারাও 'পর' হইয়া গেল। পরিণয়ের পর, অগ্নিমিত্র-গত-হৃদয়া ধারিণীর যদি এই ভাবান্তর না ঘটিত, তাহা হইলে স্ত্রীচরিত্রের ক্ষতি হইত, রমণী-সৃষ্টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত, তাই কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস, "পরিজনমবেক্ষতে" ধারিণীর এইটুকু মাত্র পরিচয় দিয়া সকল দিক্ রক্ষা করিলেন, আর সেই সঙ্গে সমগ্র ধারিণী-চরিত্রটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও উজ্জ্বলতর করিয়া দিলেন।

পরিব্রাজিকা।— এই নাটকের অন্যতম পাত্র পণ্ডিত-কৌশিকীর চরিত্রও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্ত কোথাও নাটকের অপ্রধান পাত্রের এমন সম্পূর্ণ চরিত্র পরিদৃষ্ট হয় না। পরিব্রাজিকার তুলনা পরিব্রাজিকা স্বয়ং। তাঁহার চরিত্রের অনুকরণে, ভাবের কবি ভবভূতি মালতীমাধবে কামন্দকী সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু যতিবেশ-ধারিণী পরিব্রাজিকার তুলনায়, সে কামন্দকী উল্লেখার্হই নহে।

পরিব্রাজিকা ভারতের তদানীন্তন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশের কন্যা। ধনবান ব্রাহ্মণগৃহস্থের কন্যার শিক্ষাদীক্ষা সে কালে যে কিরূপ হইত, তাহার কতকটা আভাস, আমরা, এই পরিব্রাজিকা চরিত্রে দেখিতে পাই। সকল বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। কি উপায়ে আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিতে হয়, তাহা তিনি বিশেষভাবে জানিতেন। ভ্রাতার নিধন ও মালবিকার দস্যুকর্ত্তৃক অপহরণের পর, তিনি বিরক্ত-হৃদয়ে পরিব্রজ্যা-গ্রহণ-পূর্ব্বক বিদিশায় উপনীত হইলেন। ইহা যে সময়ের ঘটনা, তখন ভারতের অবস্থা আর একপ্রকার ছিল। তখন দেবতা-ব্রাহ্মণে, যতি-ব্রহ্মচারীতে মানুষের অগাধ ভক্তি ছিল। পরিব্রাজিকার ন্যায় শুদ্ধ-শীলা দেবীকে পাইয়া বিদিশেশ্বর আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিয়া, ইষ্টদেবীবৎ তাঁহাকে সসম্মানে রাজসংসারে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। পরিব্রাজিকাও সম্মত হইলেন। রাজ্ঞী ধারিণীরও তাঁহার উপর অপার বিশ্বাস। এইভাবে রাজা ও রাজ্ঞীর পরম-বিশ্বাস-ভাজন হইয়া, তিনি রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের শলাকা যেমন সকল অবস্থাতেই উত্তরমুখী থাকে, তদ্রূপ, তাঁহার চিত্তও প্রতিনিয়ত "পরিচারিকা" মালবিকার উপর স্থির ছিল। রাজ-নন্দিনী মালবিকা অদৃষ্টবশে পরিচারিকাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহার সৌভাগ্যদেবতা যেন ছদ্মবেশে রাজ-সংসারে আসিয়া, তাঁহারই শুভানুধ্যানে রত রহিয়াছেন। বিরাট্ রাজ-সংসারের কোন ব্যাপারই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। প্রতিভাপ্রভাবে—তিনি রাজপ্রাসাদের সর্ব্ববিষয়ের একপ্রকার কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নতুবা, ভারতেশ্বরের নাট্যাচার্য্যগণের বিবাদ-মীমাংসায় তিনি রমণী হইয়াও মধ্যস্থ,—না না, বিচারকর্ত্রী হইবেন কেন? তাঁহার বিদ্যাবত্তায় ও নিরপেক্ষতায় এবং ততোধিক তাঁহার অলুব্ধতায় রাজ-সরকারের সকলেই বশীভূত ছিলেন। যখনই মালবিকা কোন মুস্কিলে পড়িয়াছেন, তখনই, সকলের অগোচরে, প্রতিবিধাত্রীরূপে তথায় কৌশিকী "মুস্‌কিল আসান"রূপে উপস্থিত। মালবিকার অবরোধের কথা তিনিই প্রথমে বিদূষককে জানাইয়াছিলেন, নাগমণির দ্বারা যে সর্প-বিষের ধ্বংস হয়, এ রহস্য তিনিই প্রকাশ করিয়া ধারিণীর অঙ্গুরীয়কলাভের উপায়, এবং তৎসহ মালবিকার কারাবরোধের উদ্ধার করিয়াছিলেন। আবার তিনিই ধারিণী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, পরিণয়কালে, মালবিকাকে মনের মত করিয়া সাজাইয়া দিয়াছিলেন। অগ্রজ সুমতির অপূর্ণ অভিলাষ,—অগ্নিমিত্রের হস্তে মালবিকার সম্প্রদান,—সোদরা পরিব্রাজিকা দীর্ঘকাল ব্রতচর্য্যার ফলে পূরণ করিলেন। মাধবসেনের ভবিষ্য জীবনের—উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ভারতেশ্বরের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপিত করিয়া দিলেন। অন্তর্বিপ্লবানল-দগ্ধ বিদর্ভে মাধবের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন।

মালবিকাকে রাজার করে সমর্পণ করার পর, যখন ধারিণী বুঝিলেন যে, এত দিনে তাঁহার আত্ম-বলিদান হইল, ইরাবতীও যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা সম্পূর্ণ হইল, এখন রাজ-সংসারে থাকা ধারিণীর বিড়ম্বনাময়,—তখন ধারিণীর মুখচ্ছবি দর্শনেই পরিব্রাজিকা তদীয় হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রবোধচ্ছলে ধারিণীকে কহিলেন,—"সাধ্বী পতিবৎসলা কামিনীরা পরম শত্রুর দ্বারাও পতির সেবা করিয়া থাকেন। রাজ্ঞি! সাগরগামিনী স্রোতোবহা যেমন নিজে সাগরের বক্ষে সঙ্গত হয়, তেমন আর দশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীকেও লইয়া সমুদ্রে মিলাইয়া দেয়। সুতরাং তুমি বিমনা হইও না।" পরিব্রাজিকা যেন কিছুই জানেন না! সকলই যেন ধারিণী করিয়াছেন!

তুলনার চক্ষে দেখিলে, ধারিণী-চরিত্র অপেক্ষা পরিব্রাজিকা-চরিত্র অধিকতর চমৎকারকারিতাময়, নিপুণ ও প্রতিভাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। ধারিণী মালবিকাকে ভালোবাসিতেন, সোদরার অধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাহা ইরাবতীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য। তাই ধারিণী মালবিকাকে উচ্চমঞ্চে উঠাইতে গিয়া নিজে নামিয়া, অনেক নীচুতে পড়িয়া গেলেন। পরিব্রাজিকাও মালবিকাকে ভালোবাসিতেন, মালবিকাকে ভালবাসিয়া তাঁহার সুখ, তাই ভালোবাসিতেন, নতুবা তাহার মধ্যে কোন মতলব ছিল না। তাই তিনি সঙ্কল্পিত পাত্রে মালবিকাকে সঁপিয়া দিয়া নিজে অক্ষত-চরিত্রে বাহির হইয়া গেলেন। ধারিণীর স্নেহে স্বার্থ ছিল, পরিব্রাজিকার স্নেহ নিঃস্বার্থ। স্বার্থপূর্ণ স্নেহের পরিণাম যে মঙ্গলজনক নহে, তাহা ধারিণী মালবিকার পরিণয়ান্তে বেশ বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু তখন আর উপায় নাই। অক্ষ তখন হস্তচ্যুত। ধারিণীর স্বার্থগন্ধি স্নেহের শেষ পরিণতি দুঃখময়ী; আর পরিব্রাজিকার নিঃস্বার্থ স্নেহের পরিণাম সুখময়, মঙ্গলময়, তিনি যে রাজ্যের অধিবাসিনী, সেই বিদর্ভের অশেষ কল্যাণময়। যে স্থানে স্বার্থশূন্য স্নেহের অমল নির্ঝর প্রবাহিত, তথায় অভ্যুদয় নিশ্চিত। পণ্ডিত কৌশিকীর মন্ত্রশক্তিবলেই যেন মালবিকার দুঃখময় জীবন-নাটিকার পট-পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি বিদিশেশ্বরীরূপে, বিদর্ভ ও বিদিশা—উভয় রাজ্যের মঙ্গলকামনায় রত রহিলেন।

এই নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহার পাত্রাবলীর প্রত্যেকটিই স্ব স্ব চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মে অদ্বিতীয়। কোন পাত্রের চরিত্রেই কোনপ্রকার অভাব বা অপূর্ণতা উপলব্ধ হয় না। প্রতি চরিত্রই স্ব-প্রকাশ।

এই নাটক কালিদাসের প্রথম বয়সে বিরচিত বলিয়া মনে হয়। মহাকবি গ্রন্থের প্রস্তাবনায় এ কথা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন। এই নাটকের সর্ব্বত্রই কালিদাসের অনুপম কবিত্ব-লহরী, উপলাহত নির্ঝরিণীর ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও সে কবিত্বের কোনরূপ

অঙ্গহানি ঘটে নাই। তবে কালিদাসের অন্যান্য দৃশ্যকাব্যের ন্যায়, ইহাতে তিনি তাঁহার চিরপ্রিয় প্রকৃতিসুন্দরীর তেমন উন্মাদিনী বর্ণনা করিতে পারেন নাই। সেই বন্য বরাহ, চকিত-নেত্র, মৃগমিথুন বনময়ূর,—সেই তালীবন, তুষার-স্নাত পর্ব্বত, কলবাহিনী তটিনী, আর সেই তটিনীর বক্ষে মরালক্রীড়া, চক্রবাকমিথুনের সায়ংকালীন শেষ সম্ভাষণ এবং তটিনীসৈকতে হংসমিথুনের নর্ত্তন, অমরবালিকার কন্দুকক্রীড়া,—এ সমুদয় তিনি দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি প্রাচীন ভারতের একটি সর্ব্বপ্রধান প্রাচীন রাজ-বংশের যে সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন,—এক তাহাতেই তাঁহার সকল প্রয়াস সার্থক হইয়াছে।

তাঁহার বর্ণিত বিদিশা, ভারতে—বিশেষতঃ তাঁহার সময়ে যে একটি অতি সমৃদ্ধিশালিনী মহানগরী ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। তিনি তদীয় মেঘদূত কাব্যে এক-বার বিদিশার অভ্যুদয়ের কীর্ত্তন করিয়াছেন, বিদিশা যে চিরদিন আমোদ পূর্ণ, উল্লাস-পূর্ণ ও উৎসব-পূর্ণ নগরী, তাহা মেঘদূতের বর্ণনা দৃষ্টে স্পষ্টতঃ অনুমিত হয়।

এই নাটক আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, ঘটনার বৈচিত্র্যে ও বর্ণনার পারিপাট্যে ইহাকে অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ নাটক অপেক্ষা বৃহত্তমও বলা যাইতে পারে। ইহার কোথাও কল্পনামান্দ্য বা পুনরুক্তিদোষ লক্ষিত হয় না, অথবা নিরর্থক বিষয়ের সন্নিবেশ নাই। ইহার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক বৃত্তান্তই সুচারু এবং চমৎকারিতা-পূর্ণ। নাটকখানিও তাই সর্ব্বাংশে নিরবদ্য। অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের ন্যায় ইহার ঘটনাবলী দীর্ঘকালব্যাপী নহে। আবার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ক্ষিপ্রতা দ্বারাও ইহার কোন ঘটনাকে বিকলাঙ্গ করা হয় নাই। যেমন একটা অঙ্কুর প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে, দিন দিন বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমে ছায়াপ্রধান মহীরুহে পরিণত হয়, তদ্রূপ, এই নাটকের ঘটনাও যেন প্রকৃতিবশে আপনিই ঘটিতে ঘটিতে শেষে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতিবিরুদ্ধ বা অতিপ্রকৃতিক কোন ব্যাপারই ইহাতে নাই। মহাকবি, তদীয় বলিষ্ঠ কল্পনাপ্রভাবে, সামাজিকগণের হৃদয়ে, এই নাটকবর্ণিত বৃত্তান্তের একটা স্থায়ী সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছেন। যিনি একবার ইহার পাঠ করিবেন বা অভিনয় দর্শন করিবেন, চিরদিনের মত, তাঁহাকে ইহার সর্ব্বাতিশায়ী সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ থাকিতে হইবে। কালিদাস যে সমুদয় রসজ্ঞ, 'অভিরূপ' (Expert) সামাজিকের উদ্দেশ্যে এই নাটক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই সকল শিক্ষিত, কলাবিৎ, মনস্বিগণের সর্ব্বাংশে হৃদ্য ও আনন্দপ্রদ হইয়াছে। তাঁহার রচনার এমনই মোহিনী শক্তি যে, এই নাটক পড়িতে পড়িতে, ততোধিক ইহার অভিনয় দর্শন করিতে করিতে মনে হয়, যেন সেই বিদিশার উদ্যান-বাটিকায় অশোককুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, কখনো বা রাজ-সভাস্থলে বসিয়া সেই বিবদমান নাট্যাচার্য্যদ্বয়ের কৌশিকীকৃত মীমাংসা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর রাজার পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ধূর্ত্ত বিদূষকের গূঢ়াভিপ্রায়-দ্যোতিকা মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া মনে মনে হাসিতেছি, তাঁহার রচনার এমনই তন্ময়তাকারিণী শক্তি! তাঁহার রচনা পাঠান্তে যথার্থই মনে হয়:—

"কালিদাস-কবিতা নবং বয়ো মাহিষং দধি স-শর্করং পয়ঃ।
এণমাংসমবলা চ কোমলা সম্ভবন্তু মম জন্ম-জন্মসু॥"

ঋতুসংহার

(মূল, অন্বয় ও তাৎপর্য্যার্থ-সংবলিত অনুবাদ)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ঋতুসংহারম্

প্রথমঃ সর্গঃ

গ্রীষ্মবর্ণনম্

প্রচণ্ড-সূর্য্যঃ স্পৃহণীয়-চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষত-বারি-সঞ্চয়ঃ। *
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো নিদাঘ-কালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ ক্বচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্ ।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং শুচৌ প্রিয়ে! যান্তি জনস্য সেব্যতাম্ ॥ ২ ॥
সুবাসিতং হর্ম্ম্যতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রি-গীতং মদনস্য দীপনং শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ ॥ ৩ ॥
নিতম্ববিম্বৈঃ সদুকূলমেখলৈঃ স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ।
শিরোরুহৈঃ স্নানকষায়-বাসিতৈঃ স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়ন্তি কামিনাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—প্রিয়ে! প্রচণ্ড-সূর্য্যঃ, স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ, সদাবগাহ-ক্ষত-বারিসঞ্চয়ঃ, দিনান্তরম্যঃ, অভ্যুপশান্তমন্মথঃ অয়ং নিদাঘ-কালঃ উপাগতঃ ॥ ১ ॥

প্রিয়ে! শুচৌ (গ্রীষ্মে) ক্বচিৎ শশাঙ্ক-ক্ষত-নীল-রাজয়ঃ নিশাঃ, (ক্বচিৎ) বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরং, (ক্বচিৎ) মণি-প্রকারাঃ, (ক্বচিৎ) সরসং চন্দনং চ জনস্য সেব্যতাং যান্তি ॥ ২ ॥

কামিনঃ শুচৌ নিশীথে, সুবাসিতং মনোহরং হর্ম্ম্যতলং, প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস-বিকম্পিতং মধু, মদনস্য দীপনং সুতন্ত্রি-গীতম্ অনুভবন্তি ॥ ৩ ॥

স্ত্রিয়ঃ স-দুকূলমেখলৈঃ নিতম্ববিম্বৈঃ, সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ স্তনৈঃ স্নান-কষায়-বাসিতৈঃ শিরোরুহৈঃ কামিনাং নিদাঘং শময়ন্তি ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়তমে! প্রবল গ্রীষ্মকাল উপস্থিত। সূর্য্য একালে বড়ই প্রচণ্ড এবং চন্দ্র এ সময়ে বড়ই স্পৃহণীয়। তাপ-ক্লান্ত জীবের নিয়ত অবগাহনে বারিরাশি আবিল ও ক্রমেই অল্পীভূত হইতেছে। এই সময়ে দিবাবসানকাল বড়ই রমণীয়। —এরূপ প্রখর গ্রীষ্মে মদনের প্রতাপও মন্দীভূত হইয়াছে ॥১॥

প্রিয়ে! তাপ-শান্তির জন্য লোকে এখন কত-কি করিতেছে। শশাঙ্কের অমল কিরণে তিমির-হীন নিশীথিনীতে কখনো, কখনো বা বিচিত্র ধারাযন্ত্রসিক্ত মন্দিরে, কভু মণিময় প্রাচীরে—নানাস্থলে নানাভাবে তাপাতুর লোক তাপ দূর করিবার প্রয়াস করিতেছে। সরস চন্দনে সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত করিতেছে ॥ ২ ॥

এই প্রচণ্ড নিদাঘ সময়ে মনোহর হর্ম্ম্যতল সুবাসিত জলে সিক্ত করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে সমাসীন কামী ব্যক্তিরা কামোদ্দীপক, প্রেয়সী-বদনোচ্ছিষ্ট ও কম্পিতাধর-স্পৃহণীয় মধু-পান এবং তন্ত্রী-লয়সংযোগে সঙ্গীতাদি দ্বারা গ্রীষ্মতাপের সহিত হৃদয়ের তাপও প্রশমিত করিতেছে ॥ ৩ ॥

বিলাসিনীরা তাহাদের সৌভাগ্য-শালী প্রণয়-পাত্রের কত প্রকারে তাপ-শান্তি করিতেছে! কখনো মেখলা-শোভিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বসনে নিতম্ববিম্ব লাঞ্ছিত করিয়া, কখনো বা পীনোন্নত স্তনমণ্ডল চন্দনে চর্চ্চিত ও হারগুচ্ছে অলঙ্কৃত এবং কুঞ্চিত কেশ-কলাপ স্নানীয় সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া—প্রিয়জনের হৃদয় হরণ করিতেছে ॥ ৪ ॥

* সদাবগাহক্ষমবারিসঞ্চয়ঃ ইতি পাঠান্তরম্

নিতান্তলাক্ষারসরাগলোহিতৈর্নিতম্বিনীনাঞ্চরণৈঃ সনূপুরৈঃ ।
পদে পদে হংসরুতানুকারিভির্জনস্য চিত্তং ক্রিয়তে সমন্মথম্ ॥ ৫ ॥
পয়োধরাশ্চন্দনপঙ্ক-চর্চ্চিতাস্তুষার-গৌরার্পিতহার-শেখরাঃ ।
নিতম্বদেশাশ্চ সহেমমেখলাঃ প্রকুর্ব্বতে কস্য মনো ন সোৎসুকম্ ॥ ৬ ॥
সমুদ্গত-স্বেদচিতাঙ্গ-সন্ধয়ো বিমুচ্য বাসাংসি গুরূণি সাম্প্রতম্ ।
স্তনেষু তন্বংশুক-মুন্নতস্তনা নিবেশয়ন্তি প্রমদাঃ সযৌবনাঃ ॥ ৭ ॥
সচন্দনাম্বুব্যজনোদ্ভবানিলৈঃ সহারযষ্টিস্তনমণ্ডলার্পণৈঃ ।
সবল্লকী-কাকলিগীতনিস্বনৈর্বিবোধ্যতে সুপ্ত ইবাদ্য মন্মথঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—নিতান্ত-লাক্ষা-রস-রাগ-লোহিতৈঃ সনূপুরৈঃ পদে পদে হংসরুতানুকারিভিঃ নিতম্বিনীনাং চরণৈঃ জনস্য চিত্তং স-মন্মথং ক্রিয়তে ॥ ৫

(নিতম্বিনীনাং) চন্দন-পঙ্ক-চর্চ্চিতাঃ তুষারগৌরার্পিতহার-শেখরাঃ পয়োধরাঃ, সহেমমেখলাঃ নিতম্বদেশাঃ চ কস্য মনঃ সোৎসুকং ন প্রকুর্ব্বতে ॥ ৬ ॥

সমুদ্গত-স্বেদ-চিতাঙ্গ-সন্ধয়ঃ সযৌবনাঃ উন্নতস্তনাঃ প্রমদাঃ সাম্প্রতং গুরূণি বাসাংসি বিমুচ্য স্তনেষু তনু অংশুকং নিবেশয়ন্তি ॥ ৭ ॥

সচন্দনাম্বুব্যজনোদ্ভবানিলৈঃ সহার-যষ্টি-স্তন-মণ্ডলার্পণৈঃ সবল্লকী-কাকলি-গীতনিস্বনৈঃ অদ্য সুপ্তঃ মন্মথঃ বিবোধ্যতে ইব। (অথবা) মন্মথঃ সুপ্তঃ ইব (সুপ্তঃ জনঃ ইব) বিবোধ্যতে ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।---প্রিয়ে! নিতম্বিনীগণের লাক্ষারসরাগে নিতান্ত লোহিতবর্ণ এবং নূপুর-শিঞ্জা-মুখর চরণ প্রতি পাদক্ষেপে কলমধুর হংসকাকলীর অনুকরণ-পূর্ব্বক লোকের হৃদয়ে কামলিপ্সার উদ্রেক করিতেছে ॥ ৫ ॥

হৃদয়েশ্বরি! আজ বিলাসিনীগণের ঘন-চন্দন-চর্চ্চিত পয়োধরের শীর্ষদেশে তুষার-শুভ্র হারলতা অর্পিত হওয়ায় এবং গুরু নিতম্বভাগ স্বর্ণমেখলায় বিমণ্ডিত করায় কা'র মন না চঞ্চল হইয়া উঠে—বল ত? ॥ ৬ ॥

নিদাঘের প্রখর তাপে আর্ত্ত হইয়া পীনস্তনী কঠোর-যৌবনা কামিনীরা স্থূল দুর্ব্বহ পরিধেয় পরিহার-পূর্ব্বক পয়োধর-যুগলে অতি সূক্ষ্ম বাস ন্যস্ত করিতেছে এবং তাহাদের ভুজমূল প্রভৃতি অঙ্গের সন্ধিস্থলগুলি ঘর্ম্মজলে ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত প্রাণেশ্বরকে যেমন রতি-নিপুণা যুবতী নানাকৌশলে জাগাইতে চেষ্টা করে, তদ্রূপ আজ চন্দন-জল-সিক্ত ব্যজনের অনিলে, কঠোর স্তনে হারলতার অনাবৃত সৌন্দর্য্যে, কলমধুর বীণাস্বর-সহকৃত সঙ্গীতে নিদ্রিত মদনকে যেন বিলাসিনীরা জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিতেছে ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—বারো মাসের দুই দুই মাস লইয়া সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ পৃথক্ সম্পদে সুসম্পন্ন ছয়টি ঋতুর আবির্ভাব ও বিকাশ ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র তেমনটা নাই। অন্যান্য দেশের গ্রন্থাদিতে ইহাদের নাম ও বর্ণন আছে, কিন্তু নিসর্গের অক্ষয়-চিত্রপটে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাস ভারতের তথা ভারত-বিলাসিনী নিসর্গ-সুন্দরীর প্রিয় সেবক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রকর। তাই তিনি— নবীন বয়সে, ভারতের নিজস্ব, একেবারে খাঁটি— স্বভাবের মোহন-মদিরায় আত্মহারা হইয়া, কল্পনার বীণায় স্বভাবের সুললিত সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন। যে বয়সে,—প্রণয় ছাড়া, ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না, ইহা কবির সেই কোটি-কল্প-স্পৃহণীয় নবীন বয়সের গান। কোন্ ঋতুতে ভোগীর, কামীর, প্রণয়ীর—কোন্ কোন্ বস্তু ভালো লাগে, প্রিয়তমা কোন্ কোন্ উপচারে তাঁহার হৃদয়-দেবতার অর্চ্চনা করিয়া, কৃতার্থা হন ও কৃতার্থ করেন,—"ঋতুসংহার"—তাহারই "ফর্দ্দমালা।" হায় ভারতবর্ষ! তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসক একদিন তোমারই মোহিনী মূর্ত্তির প্রভাবে আকৃষ্ট,—আত্মবিস্মৃত—ও উন্মত্তবৎ— হইয়া তোমার যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, আজ আর তুমি তাহা নাই বা তোমার সে অধিবাসী, সেই দীর্ঘবপুঃ সুস্থ-দেহ,—ত্রাস-হীন সদানন্দ অধিবাসী নাই। সে ভোগ নাই, সে বিলাস নাই, সে আমোদ নাই, আহ্লাদ নাই। আজ জীবন-সংগ্রামে ধ্বস্তবিধ্বস্ত, নানারূপে বিপর্য্যস্ত তাহাদের চক্ষে তুমি আর সে তুমি নাই। তাই কবির এই মনোহর সঙ্গীতে তোমার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছি না।

সিতেষু হর্ম্ম্যেষু নিশাসু যোষিতাং সুখপ্রসুপ্তানি মুখানি চন্দ্রমাঃ।
বিলোক্য নূনং ভৃশমুৎসুকশ্চিরং নিশাক্ষয়ে যাতি হ্রিয়েব পাণ্ডুতাম্ ॥ ৯ ॥
অসহ্যবাতোদ্ধতরেণুমণ্ডলা প্রচণ্ড-সূর্য্যাতপ-তাপিতা মহী।
ন শক্যতে দ্রষ্টুমপি প্রবাসিভিঃ প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ ॥ ১০ ॥
মৃগাঃ প্রচণ্ডাতপতাপিতা ভৃশং তৃষা মহত্যা পরিশুষ্ক-তালবঃ।
বনান্তরে তোয়মিতি প্রধাবিতা নিরীক্ষ্য ভিন্নাঞ্জনসন্নিভন্নভঃ ॥ ১১ ॥
সবিভ্রমৈঃ সস্মিতজিহ্মবীক্ষিতৈর্বিলাসবত্যো মনসি প্রবাসিনাম্।
অনঙ্গ-সন্দীপনমাশু কুর্ব্বতে যথা প্রদোষাঃ শশিচারুভূষণাঃ ॥ ১২ ॥
রবের্ময়ূখৈরভিতাপিতো ভৃশং বিদহ্যমানঃ পথি তপ্তপাংশুভিঃ।
অবাঙ্মুখোঽজিহ্মগতিঃ শ্বসন্মুহুঃ ফণী ময়ূরস্য তলে নিষীদতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—নিশাসু সিতেষু হর্ম্ম্যেষু সুখ-প্রসুপ্তানি যোষিতাং মুখানি বিলোক্য চন্দ্রমাঃ চিরং ভৃশম্ উৎসুকঃ (সন্) নিশাক্ষয়ে—নূনং হ্রিয়া ইব পাণ্ডুতাং যাতি ॥ ৯ ॥

অসহ্যবাতোদ্ধতরেণুমণ্ডলা প্রচণ্ড-সূর্য্যাতপতাপিতা মহী প্রিয়াবিয়োগানল-দগ্ধমানসৈঃ প্রবাসিভিঃ দ্রষ্টুম্ অপি ন শক্যতে ॥ ১০ ॥

মৃগাঃ ভৃশং প্রচণ্ডাতপতাপিতাঃ (তথা) মহত্যা তৃষা (তৃষ্ণয়া) পরিশুষ্ক-তালবঃ (চ সন্তঃ) ভিন্নাঞ্জন-সন্নিভং নভঃ নিরীক্ষ্য, বনান্তরে তোয়ম্ ইতি (বিমৃষ্য) প্রধাবিতাঃ ॥ ১১ ॥

শশি-চারুভূষণাঃ প্রদোষাঃ যথা (প্রদোষাঃ ইব) বিলাসবত্যঃ সবিভ্রমৈঃ সস্মিতজিহ্মবীক্ষিতৈঃ প্রবাসিনাং মনসি আশু অনঙ্গ-সন্দীপনং কুর্ব্বতে ॥ ১২ ॥

রবেঃ ময়ূখৈঃ ভৃশম অভিতাপিতঃ, পথি তপ্ত-পাংশুভিঃ বিদহ্যমানঃ ফণী ময়ূরস্য তলে অবাঙ্মুখঃ (তথা) অজিহ্মগতিঃ (সন্) মুহুঃ শ্বসন্ নিষীদতি ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রজনীযোগে সুধাধবল হর্ম্ম্যতলে নিদ্রা-সুমধুর সুন্দরীবৃন্দের বদনারবিন্দ দর্শনপূর্ব্বক চন্দ্র একান্ত লজ্জিত ও স্বমাহাত্ম্য-লোপশঙ্কায় চিন্তিত হইয়া যেন ভাবিতে ভাবিতে, নিশাশেষে অতীব পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে ॥ ৯ ॥

নিদাঘের প্রখরতাপ মধ্যাহ্নকালে অসহ, উষ্ণ সমীর-প্রভাবে ধূলিপটল মণ্ডলাকারে উত্থিত হইতেছে এবং সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে ধরণী অত্যন্ত তাপিত হইয়াছে, প্রিয়তমার বিরহানলে হৃদয় নিরন্তর এতই দগ্ধ হইতেছে, যেন, প্রবাসি-পুরুষগণ আর সেদিকে চাহিতেও সমর্থ হই-তেছে না ॥ ১০ ॥

মৃগসমূহ প্রচণ্ড আতপতাপে তাপিত হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রবল তৃষ্ণায় তাহাদের তালু শুকাইয়া গিয়াছে। আকাশে মর্দ্দিত অঞ্জনবৎ প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দর্শনপূর্ব্বক বুঝি দূর বনমধ্যে ঐ জল দেখা যাইতেছে—ভাবিয়া তাহারা ছুটিতেছে ॥ ১১ ॥

রজনীর প্রারম্ভ-কাল যেমন শশাঙ্করূপ মনোহর অলঙ্কার ধারণ-পূর্ব্বক প্রবাস-প্রত্যাগত প্রণয়ীদিগের হৃদয়ে মদনাগ্নি সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলে, প্রেয়সীর সহিত মিলন-কাল আগত-প্রায় ভাবিয়া তাহারা অধীর হইয়া পড়ে, তদ্রূপ, বিভ্রম-পূর্ণ এবং স্মিতমধুর কুটিল কটাক্ষ-বিক্ষেপের দ্বারা বিলাসিনীরাও তাহাদের সদ্যঃ আগত প্রবাসী পতিগণের হৃদয়ে কামাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছে ॥ ১২ ॥

সূর্য্যকিরণে অতিমাত্র তাপিত এবং পথিমধ্যে প্রতপ্ত ধূলিপটলে দগ্ধপ্রায় হইয়া সর্প স্বীয় কুটিল গতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, আনত-মুখে আসিয়া ময়ূরের কলাপনিবহের নিম্ন-দেশে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে পড়িয়া রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

তৃষা মহত্যা হতবিক্রমোদ্যমঃ শ্বসন্মুহুর্দূর-বিদারিতাননঃ ।
ন হন্ত্যদূরেঽপি গজান্মৃগেশ্বরো বিলোলজিহ্বশ্চলিতাগ্রকেশরঃ ॥ ১৪ ॥

বিশুষ্ককণ্ঠাহৃতশীকরাম্ভসো গভস্তিভির্ভানুমতোঽনুতাপিতাঃ ।
প্রবৃদ্ধতৃষ্ণোপহতা জলার্থিনো ন দন্তিনঃ কেশরিণোঽপি বিভ্যতি ॥ ১৫ ॥

হুতাগ্নিকল্পৈঃ সবিতুর্গভস্তিভিঃ কলাপিনঃ ক্লান্তশরীর-চেতনাঃ ।
ন ভোগিনং ঘ্নন্তি সমীপবর্ত্তিনং কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম্ ॥ ১৬ ॥

সভদ্রমুস্তং পরিশুষ্ককর্দ্দমং সরঃ খনন্নায়তপোত্রমণ্ডলৈঃ ।
রবের্ময়ূখৈরভিতাপিতো ভৃশং বরাহযূথো বিশতীব ভূতলম্ ॥ ১৭ ॥

বিবস্বতা তীক্ষ্ণতরাংশুমালিনা সপঙ্কতোয়াৎ সরসোঽভিতাপিতঃ ।
উৎপ্লুত্য ভেকস্তৃষিতস্য ভোগিনঃ ফণাতপত্রস্য তলে নিষীদতি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—মহত্যা তৃষা হতবিক্রমোদ্যমঃ বিলোলজিহ্বঃ চলিতাগ্রকেশরঃ মুহুঃ শ্বসন্ দূর-বিদারিতাননঃ মৃগেশ্বরঃ অদূরে অপি (স্থিতান্) গজান্ ন হন্তি ॥ ১৪ ॥

বিশুষ্ককণ্ঠাহৃতশীকরাম্ভসঃ ভানুমতঃ গভস্তিভিঃ অনুতাপিতাঃ প্রবৃদ্ধতৃষ্ণোপহতাঃ জলার্থিনঃ দন্তিনঃ কেশরিণঃ অপি ন বিভ্যতি ॥ ১৫ ॥

হুতাগ্নিকল্পৈঃ সবিতুঃ গভস্তিভিঃ ক্লান্ত-শরীর-চেতনাঃ কলাপিনঃ সমীপবর্ত্তিনং কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম্ (অপি) ভোগিনং ন ঘ্নন্তি ॥ ১৬ ॥

সভদ্রমুস্তং পরিশুষ্ককর্দমং সরঃ আয়তপোত্রমণ্ডলৈঃ খনন্ রবেঃ ময়ূখৈঃ ভৃশম্ অভিতাপিতঃ (সন্) বরাহ-যূথঃ ভূতলং বিশতি ইব ॥ ১৭ ॥

ভেকঃ তীক্ষ্ণতরাংশুমালিনা বিবস্বতা অভিতাপিতঃ (সন্) সপঙ্কতোয়াৎ সরসঃ উৎপ্লুত্য তৃষিতস্য ভোগিনঃ ফণাতপত্রস্য তলে নিষীদতি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রবল তৃষ্ণায় স্বীয় অতুল বিক্রম ও অদম্য উদ্যম ত্যাগ করিয়া পশুরাজ তাপাধিক্যে মুখব্যাদান করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতেছে; তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়া লক্ লক্ করিতেছে, মস্তক কাঁপিতেছে ও তদুপরিস্থ কেশররাশিও প্রকম্পিত হইতেছে, গজকুম্ভ বিদরণ তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় হইলেও তাপাতিশয়ে তাহারা এতই ক্লান্ত যে, সমীপবর্ত্তী গজগণকেও আক্রমণ করিতে পারিতেছে না ॥ ১৪ ॥

এ দিকে—খরাংশুর প্রখর কিরণে দন্তিগণ অত্যন্ত তাপিত ও প্রবল তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জলপানাভিলাষে বিশুষ্ক-কণ্ঠে অম্বু-শীকরাহরণে এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে যে, সমীপস্থ গজকুম্ভবিদারী মৃগরাজকেও আর ভয় করিতেছে না ॥ ১৫ ।

ঘৃতাহুতি-প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় জ্বালাময় সৌর কর জালে কলাপিনিচয়ের শরীর অতিশয় ক্লান্ত ও চেতনা এক প্রকার হৃত হইয়াছে। তাই তাহারা ভুজঙ্গ-ভোজন-প্রি[illegible] হইলেও কলাপনিচয়ের মধ্যে যে সমুদয় ভুজঙ্গ, তাপার্ত্ত হইয়া মুখ লুকাইয়া আছে, তাহাদিগকে কিছুই বলিতেছে না ॥ ১৬ ।

বরাহ-বাজি সৌরকিরণে অত্যন্ত তাপিত হইয়া স্বীয় বিস্তৃত পোত্রমণ্ডলের (মুখাগ্রভাগের) দ্বারা বিশুষ্ক কর্দমপূ[illegible] ভদ্রমুস্তা (ভাদ্লা মুথো)-সমন্বিত সরোবরবক্ষ খ[illegible] করিয়া যেন তাপশান্তির আশায় ভূগর্ভে প্রবেশ করি[illegible] চাহিতেছে ॥ ১৭ ॥

ভেককুল অংশুমালীর তীক্ষ্ণ-খর করজালে অতিম[illegible] তাপিত হইয়া পঙ্কিল সরসীবক্ষ হইতে লাফাইতে লাফাই[illegible] গিয়া বিষধরের আয়ত ফণারূপ ছত্রের নিম্নে অবস্থা[illegible] করিতেছে। তাপের প্রতাপে তাহারা প্রাণের মা[illegible] ছাড়িয়াছে ॥ ১৮ ॥

সমুদ্ধতাশেষমৃণাল-জালকং বিপন্নমীনং দ্রুতভীতসারসম্ ।
পরস্পরোৎপীড়নসংহতৈর্গজৈঃ কৃতং সরঃ সান্দ্রবিমর্দ্দ-কর্দ্দমম্ ॥ ১৯ ॥

রবিপ্রভোদ্ভিন্নশিরোমণিপ্রভো বিলোলজিহ্বাদ্বয়লীঢ়মারুতঃ ।
বিষাগ্নি সূর্য্যাতপতাপিতঃ ফণী ন হন্তি মণ্ডুককুলং তৃষাকুলঃ ॥ ২০ ॥

সফেনলোলায়তবক্ত্রসম্পুটং বিনিঃসৃতালোহিতজিহ্বমুন্মুখম্ ।
তৃষাকুলং নিঃসৃতমদ্রিগহ্বরাদবেক্ষমাণং মহিষীকুলং জলম্ ॥ ২১ ॥

পটুতরদবদাহোচ্ছুষ্ক-শস্য-প্ররোহাঃ পরুষপবনবেগোৎক্ষিপ্তসংশুষ্কপর্ণাঃ ।
দিনকরপরিতাপক্ষীণতোয়াঃ সমন্তাদ্বিদধতি ভয়মুচ্চৈর্বীক্ষ্যমাণা বনান্তাঃ ॥ ২২ ॥

শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণ-পর্ণ-দ্রুমস্থঃ কপিকুলমুপযাতি ক্লান্তমদ্রের্নিকুঞ্জম্ ।
ভ্রমতি গবয়যূথঃ সর্ব্বতস্তোয়মিচ্ছঞ্শরভকুলমজিহ্মং প্রোদ্ধরত্যম্বু কূপাৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—পরস্পরোৎপীড়ন-সংহতৈঃ গজৈঃ সরঃ সমুদ্ধতাশেষ-মৃণাল-জালকং বিপন্নমীনং দ্রুত-ভীত-সারসং সান্দ্রবিমর্দ্দ-কর্দ্দমং কৃতম্ ॥ ১৯ ॥

রবিপ্রভোদ্ভিন্নশিরোমণি-প্রভঃ বিলোল-জিহ্বাদ্বয়-লীঢ়-মারুতঃ বিষাগ্নিসূর্য্যাতপতাপিতঃ ফণী তৃষাকুলঃ (সন্) মণ্ডুক-কুলং ন-হন্তি ॥ ২০ ॥

সফেনলোলায়তবক্ত্রসম্পুটং বিনিঃসৃতালোহিতজিহ্বম্ উন্মুখং তৃষাকুলং মহিষীকুলং জলং (কর্ম্ম) অবেক্ষমাণং (সৎ) অদ্রিগহ্বরাৎ নিঃসৃতম্ ॥ ২১ ॥

পটুতর-দব-দাহোচ্ছুষ্ক-শস্যপ্ররোহাঃ, পরুষ-পবন-বেগোৎক্ষিপ্ত-সংশুষ্ক-পর্ণাঃ, দিনকরপরিতাপ-ক্ষীণ-তোয়াঃ বনান্তাঃ সমন্তাৎ বীক্ষ্যমাণাঃ (সন্তঃ) উচ্চৈঃ ভয়ং বিদধতি ॥ ২২ ॥

শীর্ণপর্ণদ্রুমস্থঃ বিহগবর্গঃ শ্বসিতি, ক্লান্তং কপিকুলম্ অদ্রেঃ নিকুঞ্জম্ উপযাতি, গবয়যূথঃ তোয়ম্ ইচ্ছন্ সর্ব্বতঃ ভ্রমতি, শরভকুলম্ অজিহ্মং (সৎ) কূপাৎ অম্বু প্রোদ্ধরতি ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—গজ-রাজি পরস্পর বিমর্দ্দনে রত হইয়া সরোবরবক্ষ আকুল করিয়া তুলিয়াছে, সমস্ত মৃণাল ছিন্ন-ভিন্ন ও মৎস্যসমূহকে ভীত করিয়াছে, সারসকুল সভয়ে যে দিকে হয়, পলাইতেছে, করিযূথের নিরন্তর বিমর্দ্দনে সরসীর সজল বক্ষ কেবল কর্দ্দমে পরিণত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

নিজের বিষ, বনের অগ্নি অর্থাৎ দাবানল এবং প্রখর সূর্য্যের অসহ্য উত্তাপে তাপিত হইয়া ফণী স্বীয় লোল জিহ্বাদ্বয় দ্বারা সমীরণ লেহন করিয়া লইতেছে, প্রভাকরের প্রভায় তাহাদের শিরোমণির প্রভা জল্ জল্ করিতেছে; তৃষ্ণায় তাহারা এতই আত্মহারা হইয়াছে যে, নিজেরই ফণতলে অবস্থিত ভেদকে স্পর্শও করিতেছে না ॥ ২০ ॥

মহিষী-সমূহ তৃষ্ণায় আকুল হইয়া উর্দ্ধমুখে জলের সন্ধান করিতে করিতে পর্ব্বতের গহ্বর হইতে বাহির হইতেছে। তাহাদের রক্তবর্ণ জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং বদন ফেনাচ্ছন্ন, চঞ্চল ও বিস্তারিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

দাবানলের প্রবল প্রদাহে সমগ্র শস্যাঙ্কুর একেবারে ঝলসিয়া গিয়াছে; খর সমীরপ্রবাহে বৃক্ষরাজির পর্ণরাশি শুষ্ক ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং প্রচণ্ড সূর্য্যের চণ্ড কিরণে চারিদিকের জলরাশি শুকাইয়া গিয়াছে;—নিদাঘ-কালে—অরণ্যস্থলীর এতাদৃশ ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি-সম্পন্ন প্রান্তভাগ দর্শন করিলে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হয় ॥ ২২ ॥

তাপাতিশয়ে বৃক্ষের শীর্ণ পর্ণগুলি ঝরিয়া পড়িয়াছে, ও সেই পত্রশূন্য রুক্ষ তরুতে বসিয়া বিহগকুল হাঁপাইতেছে। বানরগুলি ক্লান্ত হইয়া গিরিকুঞ্জের দিকে ছুটিতেছে; পিপাসু গবয়দল চারিদিকে জলান্বেষণে ছুটাছুটি করিতেছে, শরভকুল ঋজু-লম্বিত দেহে কূপ হইতে জল তুলি-তেছে ॥ ২৩ ॥

বিকচ-নবকুসুম্ভ-স্বচ্ছ-সিন্দুরভাসা প্রবল-পবনবেগোদ্ভূত-বেগেন তূর্ণম্।
তটবিটপলতাগ্রালিঙ্গন-ব্যাকুলেন দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন ॥ ২৪ ॥
জ্বলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্ব্বতানাং দরীষু স্ফুটতি পটুনিনাদৈঃ শুষ্কবংশস্থলীষু।
প্রসরতি তৃণমধ্যং লব্ধবৃদ্ধিঃ ক্ষণেন গ্লপয়তি মৃগবর্গং প্রান্তলগ্নো দবাগ্নিঃ ॥ ২৫ ॥
বহুতর ইব জাতঃ শাল্মলীনাং বনেষু স্ফুরতি কনকগৌরঃ কোটরেষু দ্রুমাণাম্।
পরিণতদলশাখানুৎপতন্ প্রাংশুবৃক্ষান্ ভ্রমতি পবনধূতঃ সর্ব্বতোঽগ্নির্ব্বনান্তে ॥ ২৬ ॥
গজগবয়মৃগেন্দ্রা বহ্নিসন্তপ্তদেহাঃ সুহৃদ ইব সমেতা দ্বন্দ্বভাবং বিহায়।
হুতবহপরিখেদাদাশু নির্গত্য কক্ষাদ্বিপুলপুলিনদেশান্নিম্নগাং সংবিশন্তি ॥ ২৭ ॥
কমলবনচিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ সুখসলিলনিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহারঃ।
ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো নিশি সুললিতগীতে হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—বিকচ-নব-কুসুম্ভ-স্বচ্ছসিন্দুর-ভাসা, প্রবল-পবন-বেগোদ্ভূত-বেগেন, তট-বিটপলতাগ্রালিঙ্গন-ব্যাকুলেন পাবকেন তূর্ণং দিশি দিশি ভূময়ঃ পরিদগ্ধাঃ ॥ ২৪ ॥

দবাগ্নিঃ পবন-বৃদ্ধঃ (সন্) পর্ব্বতানাং দরীষু জ্বলতি, পটুনিনাদৈঃ শুষ্কবংশস্থলীষু স্ফুটতি, লব্ধ-বৃদ্ধিঃ (সন্) ক্ষণেন তৃণ-মধ্যং প্রসরতি, (পুনঃ) প্রান্তলগ্নঃ (সন্) মৃগবর্গং গ্লপয়তি ॥২৫॥

অগ্নিঃ শাল্মলীনাং বনেষু বহুতরঃ ইব জাতঃ (সন্) দ্রুমাণাং কোটরেষু কনক-গৌরঃ (সন্ চ) স্ফুরতি, পবনধূতঃ (সন্) পরিণত দল-শাখান্ প্রাংশুবৃক্ষান্ উৎপতন্ সর্ব্বতঃ বনান্তে ভ্রমতি ॥২৬॥

বহ্নি-সন্তপ্ত-দেহাঃ গজ গবয়-মৃগেন্দ্রাঃ সুহৃদয়ঃ ইব সমেতাঃ (সন্তঃ) দ্বন্দ্বভাবং বিহায় হুতবহপরিখেদাৎ আশু কক্ষাৎ নির্গত্য বিপুল-পুলিন-দেশাং নিম্নগাং সংবিশন্তি ॥ ২৭ ॥

(অয়ি প্রিয়ে!) কমলবনচিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ সুখ-সলিল-নিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহারঃ নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতঃ (সন্) নিশি সুললিতগীতে হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে তব সুখেন ব্রজতু ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—আগুনে চারিদিক্ পুড়িয়া যাইতেছে। প্রবল পবনবেগে সন্ধুক্ষিত হইয়া দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, নব-বিকসিত কুসুম্ভ-কুসুমের আরক্ত আভার ন্যায় সিন্দুরবর্ণ প্রভায় উজ্জ্বলতর হইয়া অগ্নি তটস্থিত বৃক্ষ-শাখা ও লতার অগ্রভাগ-আলিঙ্গনে ব্যাকুল হইয়া চারিদিকের ভূভাগ চকিতের মধ্যে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে ॥ ২৪ ॥

পবন-সহায়ে বিবর্দ্ধিত দাবানল পর্ব্বত-কন্দরে প্রজ্বলিত, উচ্চ শব্দের সহিত শুষ্কবংশপূর্ণ ভূমিতে মুহুর্মুহুঃ স্ফুটিত এবং অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া নিমেষমধ্যে তৃণরাজিতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে ও কাননপ্রান্তে জ্বলিয়া উঠিয়া মৃগরাজিকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিতেছে ॥ ২৫ ॥

অনল শাল্মলীকাননে সহস্রগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জ্বলিতেছে, তরুকোটরে কাঞ্চনবৎ গৌরবর্ণে দীপ্তি পাইতেছে এবং সমীরণসঞ্চালিত হইয়া পরিণত শাখাপত্রময় সমুচ্চ—বনস্পতিসমূহে যেন লাফাইয়া লাফাইয়া গিয়া পড়িতেছে ও চকিতমধ্যে বনভূমির সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে ॥ ২৬ ॥

আজ অগ্নির উত্তাপে দেহ দগ্ধপ্রায় হওয়ায় গজ, গবয়, মৃগেন্দ্র প্রভৃতি পরস্পর বিরোধভাব পরিহারপূর্ব্বক বন্ধুবৎ মিলিত হইয়া, অনলতাপে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পর্ব্বত-কন্দর হইতে বাহির হইতেছে এবং নদীর আয়ত পুলিন-দেশে পলাইয়া যাইতেছে ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ে! দেখ দেখ, এই গ্রীষ্মকালে জলরাশি পদ্মবনে ছাইয়া গিয়াছে, পাটলকুসুমের মনোহর সৌরভে প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে, সলিলসেকে আজ কলেবর জুড়াইয়া যাইতেছে; প্রিয়ে! চন্দ্রের কৌমুদী ও কুসুমের মাল্য আজ সকলেরই সেব্য। আমার বাসনা, তুমি, অদ্যকার সুখময়ী রজনীতে ললিতমধুর সঙ্গীত-মুখর সৌধতলে অবস্থানপূর্ব্বক, প্রিয়সহচরী কামিনীদিগের সহিত এই নিদাঘ-সুখ সম্ভোগ কর ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

বর্ষাবর্ণনম্

স-শীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দ্দলঃ ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
নিতান্তনীলোৎপলপত্রকান্তিভিঃ ক্বচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈঃ ।
ক্বচিৎ সগর্ভ-প্রমদা-স্তনপ্রভৈঃ সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২ ॥
তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ প্রযাচিতাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ ।
প্রয়ান্তি মন্দং বহুধারবর্ষিণো বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহরস্বনাঃ ॥ ৩ ॥
বলাহকাশ্চাশনিশব্দমর্দ্দলাঃ সুরেন্দ্রচাপং দধতস্তড়িদ্‌গুণম্ ।
সুতীক্ষ্ণধারাপতনোগ্রসায়কৈস্তুদন্তি চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্ ॥ ৪ ॥
প্রভিন্নবৈদূর্য্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলী-দলৈঃ ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয় ।—প্রিয়ে ! স-শীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরঃ, তড়িৎ-পতাকঃ, অশনি-শব্দ-মর্দ্দলঃ ("মর্দ্দলঃ পণবোঽন্যে চ" ইত্যমরাৎ বাদ্যভেদঃ), উদ্ধত-দ্যুতিঃ, কামিজন-প্রিয়ঃ, ঘনাগমঃ রাজবৎ সমাগতঃ ॥ ১ ॥

ক্বচিৎ নিতান্তনীলোৎপলপত্র-কান্তিভিঃ (ঘনবিশেষণম্), ক্বচিৎ প্রভিন্নাঞ্জন-রাশি-সন্নিভৈঃ, (ক্বচিৎ চ) সগর্ভ-প্রমদাস্তন-প্রভৈঃ ঘনৈঃ ব্যোম সমন্ততঃ সমাচিতম্ ॥ ২ ॥

তৃষাকুলৈঃ চাতক-পক্ষিণাং কুলৈঃ প্রযাচিতাঃ তোয়ভরা-বলম্বিনঃ বহুধার-বর্ষিণঃ শ্রোত্রমনোহর-স্বনাঃ বলাহকাঃ মন্দং প্রয়ান্তি ॥ ৩ ॥

অশনি-শব্দ-মর্দ্দলাঃ তড়িদ্‌গুণং সুরেন্দ্র-চাপং দধতঃ বলাহকাঃ চ সুতীক্ষ্ণ-ধারা-পতনোগ্র-সায়কৈঃ প্রবাসিনাং চেতঃ প্রসভং তুদন্তি ॥ ৪ ॥

প্রভিন্ন-বৈদূর্য্য-নিভৈঃ প্রোত্থিত-কন্দলীদলৈঃ তৃণাঙ্কুরৈঃ ইন্দ্রগোপকৈঃ (চ) সমাচিতা ক্ষিতিঃ শুক্লেতর-রত্ন-ভূষিতা বরাঙ্গনা ইব বিভাতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ ।—প্রিয়ে ! দেখ দেখ,—কামি-জনের একান্ত প্রিয়, সমুজ্জ্বল-কান্তি বর্ষাঋতু রাজার ন্যায় উপস্থিত হইয়াছে ! রাজার ন্যায় ইহারও জল-কণবর্ষী জলধর মত্তমাতঙ্গ, তড়িল্লতা জয়পতাকা, আর গম্ভীর বজ্র-নাদ আগমন-ঘোষণার মাদল (বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ) ॥ ১ ॥

ঐ দেখ,—আকাশ-গাত্রের কোথাও নীলোৎপলের ন্যায় নয়ন-মনোহর কান্তিতে পরিপূর্ণ, কোন স্থান আবার দলিত কজ্জল-রাশির ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, আবার কোন স্থান গর্ভবতী রমণীর পীন-স্ফীত স্তনের ন্যায় প্রভাপুঞ্জে বিরাজিত। আজ তাদৃশ নানাবর্ণের মেঘে সমগ্র আকাশটা একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে ॥ ২ ॥

ঐ দেখ প্রিয়ে ! মেঘ জল-ভারে যেন লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে এবং অজস্রধারা বর্ষণ করিতে করিতে শ্রবণ-মনোহর শব্দের সহিত কেমন ছুটিয়াছে ; আর তৃষিত চাতক-কুল জল ভিক্ষা করিতেছে ॥ ৩ ॥

প্রিয়ে ! ঐ দেখ, মেঘরাজি যেন রণসাজে সাজিয়া বিরহ-বিধুর প্রবাসীদিগের উপর কি অজস্র বাণ-বর্ষণ করিতেছে ! অশনির ঘোর নাদ তাহার রণদুন্দুভি-ধ্বনি ও বিদ্যুল্লতা তাহার বিশাল ইন্দ্রধনুর মৌর্ব্বী এবং সুতীক্ষ্ণ বর্ষণধারা যেন তাহার নিশিত সায়ক ॥ ৪ ॥

দলিত-বৈদূর্য্য-মণির ন্যায় শ্যামল তৃণাঙ্কুরে, নবোদ্গত কন্দলী-পত্রে এবং বর্ষাকালজাত ইন্দ্রগোপ-নামক কীটসমূহে সমাবৃত হইয়া পৃথিবী নীলাদি-রত্নভূষিতা বরাঙ্গী সুন্দরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৫ ॥

সদা মনোজ্ঞং স্বনদুৎসবোৎসুকং বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণকলাপশোভিতম্ ।
সসংভ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং প্রবৃত্ত-নৃত্যং কুলমদ্য বর্হিণাম্ ॥ ৬ ॥

নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিতস্তটদ্রুমান্ প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্ম্মলৈঃ ।
স্ত্রিয়ঃ সুদুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ প্রয়ান্তি নদ্যস্ত্বরিতং পয়োনিধিম্ ॥ ৭ ॥

তৃণোৎকরৈরুদ্‌গতকোমলাঙ্কুরৈর্বিচিত্রনীলৈর্হরিণী-মুখ-ক্ষতৈঃ ।
বনানি বৈন্ধ্যানি হরন্তি মানসং বিভূষিতান্যুদ্‌গত-পল্লবৈদ্রুমৈঃ ॥ ৮ ॥

বিলোলনেত্রোৎপলশোভিতাননৈর্মৃগৈঃ সমন্তাদুপজাতসাধ্বসৈঃ ।
সমাচিতা সৈকতিনী বনস্থলী সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি চেতসঃ ॥ ৯ ॥

অভীক্ষ্ণমুচ্চৈর্ধ্বনতা পয়োমুচা ঘনান্ধকারীকৃতশর্ব্বরীষ্বপি ।
তড়িৎপ্রভা-দর্শিত-মার্গ-ভূময়ঃ প্রয়ান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—বর্হিণাং কুলম্ অদ্য সদা মনোজ্ঞং স্বনৎ, উৎসবোৎসুকং বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণ-কলাপ-শোভিতং স-সম্ভ্রমালিঙ্গন-চুম্বনাকুলং তথা প্রবৃত্ত-নৃত্যং (জাতম্) ॥ ৬ ॥

নদ্যঃ অনির্ম্মলৈঃ প্রবৃদ্ধ-বেগৈঃ সলিলৈঃ পরিতঃ তটদ্রুমান্ নিপাতয়ন্ত্যঃ সুদুষ্টাঃ স্ত্রিয়ঃ ইব জাতবিভ্রমাঃ (সত্যঃ) ত্বরিত পয়োনিধিং প্রয়ান্তি ॥ ৭ ॥

উদ্‌গতকোমলাঙ্কুরৈঃ বিচিত্র-নীলৈঃ হরিণী-মুখ-ক্ষতৈঃ তৃণোৎকরৈঃ উদ্‌গত-পল্লবৈঃ দ্রুমৈঃ বিভূষিতানি বৈন্ধ্যানি বনানি মানসং হরন্তি ॥ ৮ ॥

সৈকতিনী বনস্থলী বিলোল-নেত্রোৎপল-শোভিতাননৈঃ উপজাত-সাধ্বসৈঃ মৃগৈঃ সমন্তাৎ সমাচিতা (সতী) চেতসঃ সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি ॥ ৯ ॥

অভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ অভীক্ষ্ণম্ উচ্চৈঃ ধ্বনতা পয়োমুচা ঘনান্ধকারীকৃতশর্ব্বরীষু অপি তড়িৎ-প্রভা-দর্শিত-মার্গভূময়ঃ (সত্যঃ) রাগাৎ প্রয়ান্তি ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—নববর্ষাসমাগমে ময়ূরগণ আজ আনন্দোৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ,—কলাপ-ভার প্রসারণপূর্ব্বক কি শোভা ধারণ করিতেছে এবং নিরন্তর আলিঙ্গন ও চুম্বন জন্য আকুল হইয়া মনোহর কেকাধ্বনি-পুরঃসর কেমন নৃত্য করিতেছে ॥ ৬ ॥

ঐ দেখ, আবিল এবং অত্যন্ত বেগযুক্ত সলিল-সম্পাতে উভয়তীরবর্ত্তী দ্রুম-নিচয়কে অধঃপতিত করিয়া, কুল-ভ্রষ্টা কামিনীর ন্যায় নানা অঙ্গভঙ্গি-সহকারে বর্ষার খরস্রোতা নদী-সকল কেমন তাড়াতাড়ি সমুদ্রের দিকে ছুটিতেছে ॥ ৭ ॥

প্রিয়ে! আজ বিন্ধ্যপর্ব্বতের বনরাজির সৌন্দর্য্য যথার্থই চিত্তহরণ করিতেছে। ঐ দেখ, হরিণীর মুখ-ক্ষত বিচিত্র-নীল-তৃণরাজি কেমন নবোদ্গত সুকোমল অঙ্কুরে শোভা পাইতেছে! আবার ও দিকে ঐ দ্রুমদল অচিরজাত পল্লব-ভূষণে কি সুন্দর বিভূষিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে! দেখ দেখ, সৈকতময়ী বনস্থলী আজ মৃগকুলে একেবারে যেন খচিত হইয়া পড়িয়াছে। উৎপল-সদৃশ চঞ্চল এবং ভয়চকিত নয়নে হরিণ-সমূহের মুখশ্রী কি মনোহর দেখাইতেছে! প্রিয়ে! এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে আজ লোকের চিত্ত যেন কেমন অধীর, উৎকণ্ঠাময় হইয়া উঠিতেছে ॥ ৯ ॥

প্রিয়ে! নিরন্তর মন্দ্রধ্বনি দ্বারা দশদিক্ আপূরিত করিয়া মেঘমালা—রজনীর অন্ধকার যেন শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। পথঘাট কিছুই দেখা যাইতেছে না। এতাদৃশ ঘনতিমিরাবৃত তামসী নিশিতেও অভিসারিকা কামিনীরা ক্ষণ-বিলসিত বিদ্যুৎপ্রভায় কোনোমতে পথ দেখিতে পাইয়া—অনুরাগান্ধ-হৃদয়ে সঙ্কেত-স্থানে ॥ ১০ ॥

পয়োধরৈর্ভীম-গভীর-নিস্বনৈ-স্তড়িদ্ভিরুদ্বেজিত-চেতসো ভৃশম্
কৃতাপরাধানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্ পরিষ্বজন্তে শয়নে নিরন্তরম্ ॥ ১১ ॥

বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভির্নিষিক্তবিম্বাধরচারুপল্লবাঃ ।
নিরস্তমাল্যাভরণানুলেপনাঃ স্থিতা নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাম্ ॥ ১২ ॥

বিপাণ্ডুরং কীটরজস্তৃণান্বিতং ভুজঙ্গবদ্বক্রগতি-প্রসর্পিতম্ ।
সসাধ্বসৈর্ভেককুলৈর্নিরীক্ষিতং প্রয়াতি নিম্নাভিমুখং নবোদকম্ ॥ ১৩ ॥

বিপন্নপুষ্পাং নলিনীং সমুৎসুকা বিহায় ভৃঙ্গাঃ শ্রুতিহারিনিস্বনাঃ ।
পতন্তি মূঢ়াঃ শিখিনাং প্রনৃত্যতাং কলাপচক্রেষু নবোৎপলাশয়া ॥ ১৪ ॥

বনদ্বিপানাং নববারিদস্বনৈর্মদান্বিতানাং ধ্বনতাং মুহুর্মুহুঃ ।
কপোলদেশা বিমলোৎপলপ্রভাঃ সভৃঙ্গযূথৈর্মদবারিভিশ্চিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—যোষিতঃ (কৃতরোষাঃ) ভীম-গভীর-নিস্বনৈঃ পয়োধরৈঃ তড়িদ্ভিঃ (চ) ভৃশং উদ্বেজিত-চেতসঃ (সত্যঃ) কৃতাপরাধান্ অপি প্রিয়ান্ শয়নে নিরন্তরং পরিষ্বজন্তে ॥ ১১ ॥

প্রবাসিনাং নিরাশাঃ প্রমদাঃ বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভিঃ নিষিক্তবিম্বাধরচারুপল্লবাঃ (তথা) নিরস্তমাল্যাভরণানুলেপনাঃ (চ সত্যঃ) স্থিতাঃ ॥ ১২ ॥

বিপাণ্ডুরং কীট-রজস্তৃণান্বিতং, ভুজঙ্গবদ্ বক্রগতি-প্রসর্পিতং সসাধ্বসৈঃ ভেককুলৈঃ নিরীক্ষিতং নবোদকং নিম্নাভিমুখং প্রয়াতি ॥ ১৩ ॥

শ্রুতি হারি-নিস্বনাঃ সমুৎসুকাঃ মূঢ়াঃ ভৃঙ্গাঃ বিপন্ন-পুষ্পাং নলিনীং বিহায় নবোৎপলাশয়া প্রনৃত্যতাং শিখিনাং কলাপ-চক্রেষু পতন্তি ॥ ১৪ ॥

নব-বারিদ-স্বনৈঃ মুহুর্মুহুঃ ধ্বনতাং মদান্বিতানাং বন-দ্বিপানাং বিমলোৎপল-প্রভাঃ কপোলদেশাঃ স-ভৃঙ্গ-যূথৈঃ মদবারিভিঃ চিতাঃ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়তমে! আজ অভিমানিনীদের খুব দর্প চূর্ণ হইতেছে! একই শয্যায় অপরাধী প্রিয়তমের সহিত শয়ন করিয়াও যাঁহারা রোষভরে পাশ ফিরিয়াছিলেন, অকস্মাৎ ভীমগম্ভীর জলদ-গর্জ্জনে ও তড়িৎ-বিজৃম্ভণে অত্যন্ত ত্রস্ত ও ভীত হইয়া সেই সব অভিমানিনীরাই তাড়াতাড়ি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক, ঐ অপরাধী প্রিয়তমকে প্রগাঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিতেছেন ॥ ১১ ॥

বর্ষাকালের এই উৎকণ্ঠাজনক সময়ে, প্রোষিত-পতিকা প্রমদারা কি নৈরাশ্যেই না কাল কাটাইতেছে! তাহাদের নয়নকমলস্রুত অশ্রুবিন্দু-জালে সুচারু-পল্লবকল্প বিম্বাধর অভিষিক্ত হইতেছে, তাহারা আজ নারী-জন-কমনীয়—কুসুমদাম, অলঙ্কার ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে! ॥ ১২ ॥

প্রিয়ে! বর্ষার আবিলতায় পাণ্ডুবর্ণ এবং নানাবিধ জলকীট, রজঃ ও তৃণাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া, ঐ দেখ, নূতন জলস্রোতঃ ভুজঙ্গের ন্যায় কুটিল-গতিতে কেমন নিম্না-ভিমুখে তরতরবেগে বহিয়া যাইতেছে, আর ঐ স্রোতকে কাল-ভুজঙ্গভ্রমে—ভেককুল কেমন ভয়ে ভয়ে নিরীক্ষণ করিতেছে ॥ ১৩ ॥

ঐ দেখ,—বর্ষার ধারাসম্পাতে মৃণালিনীর পদ্মটি বিমথিত হওয়ায়, নব উৎপলে বসিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া বিমূঢ় ভ্রমর কেমন শ্রুতিমনোহর গুঞ্জন করিতে করিতে গিয়া নর্ত্তন-রত ময়ূরগণের কলাপনিচয়ে পতিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

প্রিয়ে! ঐ দেখ,—নব-জলদ-গর্জ্জনকে প্রতিদ্বন্দ্বি-গজ-গর্জ্জন মনে করিয়া মদমত্ত বনমাতঙ্গগণ মুহুর্মুহুঃ কি ঘোর শব্দ করিতেছে এবং তাহাদের অমল-কমল-প্রভ কপোল-ভিত্তি ভ্রমরাবৃত মদ বারিধারে অভিষিক্ত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

সিতোৎপলাভাম্বুদচুম্বিতোপলাঃ সমাচিতাঃ প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ।
প্রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলাঃ সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ ॥ ১৬ ॥
কদম্বসর্জ্জার্জ্জুনকেতকীবনং প্রকম্পয়ংস্তৎকুসুমাধিবাসিতঃ ।
স-শীকরাম্ভোধরসঙ্গশীতলঃ সমীরণঃ কং ন করোতি সোৎসুকম্ ॥ ১৭ ॥
শিরোরুহৈঃ শ্রোণিতটাবলম্বিভিঃ কৃতাবতংসৈঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
স্তনৈঃ সহারৈর্ব্বদনৈঃ সসীধুভিঃ স্ত্রিয়ো রতিং সঞ্জনয়ন্তি কামিনাম্ ॥ ১৮ ॥
তড়িল্লতা-শক্রধনু-র্বিভূষিতাঃ পয়োধরাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ ।
স্ত্রিয়শ্চ কাঞ্চীমণিকুণ্ডলোজ্জ্বলা হরন্তি চেতো যুগপৎ প্রবাসিনাম্ ॥ ১৯ ॥
মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভিরাযোজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য।
কর্ণান্তরেষু ককুভ-দ্রুম-মঞ্জরীভিরিচ্ছানুকূল-রচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০ ॥

অন্বয়।—সিতোৎপলাভাম্বুদ-চুম্বিতোপলাঃ প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ সমাচিতাঃ প্রবৃত্ত-নৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলাঃ ভূধরাঃ সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ॥ ১৬ ॥

স-শীকরাম্ভোধরসঙ্গশীতলঃ সমীরণঃ কদম্বসর্জ্জার্জ্জুন-কেতকীবনং প্রকম্পয়ন্ তৎকুসুমাধিবাসিতঃ (সন্) কং সোৎসুকং ন করোতি ? ॥ ১৭ ॥

স্ত্রিয়ঃ শ্রোণিতটাবলম্বিভিঃ শিরোরুহৈঃ, কৃতাবতংসৈঃ সুগন্ধিভিঃ কুসুমৈঃ, সহারৈঃ স্তনৈঃ, সসীধুভিঃ বদনৈঃ (চ) কামিনাং রতিং সঞ্জনয়ন্তি ॥ ১৮ ॥

তড়িল্লতাশক্রধনুর্বিভূষিতা তোয়ভরাবলম্বিনঃ পয়োধরাঃ, কাঞ্চীমণিকুণ্ডলোজ্জ্বলাঃ স্ত্রিয়ঃ চ যুগপৎ প্রবাসিনাং চেতঃ হরন্তি ॥ ১৯ ॥

অদ্য যোষিতঃ শিরসি কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভিঃ আযোজিতাঃ মালাঃ কর্ণান্তরেষু ককুভ-দ্রুমমঞ্জরীভিঃ ইচ্ছানুকূলরচিতান্ অবতংসকান্ চ বিভ্রতি ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! আজ পর্ব্বতরাজি হৃদয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মাইতেছে। ঐ দেখ, গিরিপৃষ্ঠের উপলশ্রেণীকে শ্বেতকমল-প্রভ মেঘরাজি কেমন ঘন ঘন চুম্বন করিতেছে এবং উহার চারিধার দিয়া কি খরবেগে নির্ঝর বহিয়া চলিয়াছে। অপিচ—ঐ সকল উপলরাশির উপর সহস্র চন্দ্রাঙ্কিত পুচ্ছভার বিস্তারপূর্ব্বক কলাপিগণ কি মনোহর নৃত্য করিতেছে! ॥ ১৬ ॥

প্রিয়ে! বর্ষার সমীরণ কি চমৎকার! প্রাণ যেন পাগল করিয়া দিতেছে। অম্বুবাহের অম্বু-কণায় সুশীতল হইয়া, দেখ কেমন ধীরে ধীরে কদম্ব, শাল, অর্জ্জুন ও কেতকীবন প্রকম্পিত করিয়া বায়ু বহিতেছে ও তৎতদবনের কুসুমসৌরভে আমোদিত হইয়া, কাহার প্রাণ না উৎকণ্ঠাময় করিয়া তুলিতেছে ? ১৭ ॥

আজ রমণীরা বর্ষার সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া কামার্ত্ত প্রণয়ীদিগের হৃদয়ে কত ভাব, কত বাসনা জাগাইয়া তুলিতেছে! দেখ, দেখ, গুরু নিতম্বভিত্তি পর্য্যন্ত কেশদাম কেমন দুলিতেছে ও সুগন্ধি কুসুমে কেমন তাহারা কর্ণভূষণ পরিয়াছে, স্তনতটে হারাবলী কেমন শোভা পাইতেছে ও মদ্যপূর্ণ বদনের উচ্ছ্বাসে কি মনোহর কান্তি ঝরিয়া পড়িতেছে! ॥ ১৮ ॥

প্রিয়ে! এই বর্ষাসমাগমে প্রবাসীদেরই চরম সর্ব্বনাশ! ঐ দেখ, জল-ভার-নত নবীন মেঘ তড়িৎ-লতায় এবং ইন্দ্রধনুতে কি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে এবং বরাঙ্গনাগণও মেখলাদামে ও মণিময় কুণ্ডলে কেমন সাজিয়াছে! বল দেখি, এই সব দেখিয়া বিরহ-বিধুর প্রবাসীদিগের হৃদয়ে যুগপৎ কি যাতনা জন্মিতেছে ? ১৯ ॥

আজ সুন্দরীরা প্রস্ফুটিত কদম্ব, অচিরোদ্‌ভিন্ন বকুল ও কেতকী-কুসুমের সংমিশ্রণে মালা গাঁথিয়া শিরোদেশ সজ্জিত করিয়াছে এবং সাধ মিটাইয়া যাঁ'র যেমন ইচ্ছা, কুটজ-কুসুমের অবতংস কানে পরিতেছে ॥ ২০ ॥

কালাগুরু-প্রচুর-চন্দন-চর্চিতাঙ্গ্যঃ পুষ্পাবতংস-সুরভীকৃত-কেশপাশাঃ ।
শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে শয্যাগৃহং গুরুগৃহাৎ প্রবিশন্তি নার্য্যঃ ॥ ২১ ॥
কুবলয়দলনীলৈরুন্নতৈস্তোয়-নম্রৈর্মৃদু-পবনবিধূতৈর্মন্দমন্দং চলদ্ভিঃ ।
অপহৃতমিব চেতস্তোয়দৈঃ সেন্দ্রচাপৈঃ পথিকজনবধূনাং তদ্বিয়োগাকুলানাম্ ॥ ২২ ॥
মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃ সমন্তাৎ পবনচলিত-শাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব ।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং নবসলিলনিষেকচ্ছিন্নতাপো বনান্তঃ ॥ ২৩ ॥
শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং বিকসিতনবপুষ্পৈর্যূথিকাকুট্মলৈশ্চ ।
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ ॥ ২৪ ॥
দধতি বরকুচাগ্রৈরুন্নতৈর্হারযষ্টিং প্রতনুসিতদুকূলান্যায়তৈঃ শ্রোণিবিম্বৈঃ ।
নবজলকণসেকাদুদ্গতাং রোমরাজিং ললিতবলিবিভাগৈর্মধ্যদেশৈশ্চ নার্য্যঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—কালাগুরু-প্রচুর-চন্দন-চর্চিতাঙ্গ্যঃ, পুষ্পাবতংসসুরভীকৃত-কেশ-পাশাঃ নার্য্যঃ প্রদোষে জলমুচাং ধ্বনিং শ্রুত্বা গুরুগৃহাৎ ত্বরিতং শয্যাগৃহং প্রবিশন্তি ॥ ২১ ॥

কুবলয়-দল-নীলৈঃ, উন্নতৈঃ, তোয়-নম্রৈঃ, মৃদু-পবন-বিধূতৈঃ, (অতএব) মন্দমন্দং চলদ্ভিঃ, সেন্দ্রচাপৈঃ তোয়দৈঃ তদ্বিয়োগাকুলানাং পথিক-জন-বধূনাং চেতঃ অপহৃতম্ ইব ॥ ২২ ॥

নব-সলিল-নিষেক-ছিন্নতাপঃ বনান্তঃ জাতপুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ মুদিতঃ ইব সমন্তাৎ পবন-চলিত-শাখৈঃ শাখিভিঃ নৃত্যতি ইব; কেতকীনাং সূচিভিঃ হসিতং (চ) বিধত্তে ইব ॥ ২৩ ॥

জলদৌঘঃ এষঃ কালঃ কান্তবৎ বধূনাং শিরসি মালতীভিঃ সমেতাং বকুলমালাং রচয়তি, বিকসিত-নব-পুষ্পৈঃ যূথিকা-কুট্মলৈঃ বিকচ-নব-কদম্বৈঃ কর্ণপূরঃ চ (রচয়তি) ॥ ২৪ ॥

নার্য্যঃ, উন্নতৈঃ বরকুচাগ্রৈঃ হারযষ্টিং, আয়তৈঃ শ্রোণি-বিম্বৈঃ প্রতনু-সিতদুকূলানি, ললিতবলিবিভাগৈঃ মধ্য-দেশৈঃ নবজল-কণ-সেকাৎ উদ্গতাং রোমরাজিং চ দধতি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! ঐ দেখ,—বর্ষাগমে রমণীরা সৌগন্ধময় কালাগুরুমিশ্রিত চন্দনে অঙ্গযষ্টি কেমন চর্চিত ও কুসুম-রচিত কর্ণভূষণে কেশপাশ কেমন সুরভিত করিয়া সাজিয়াছে! ঐ দেখ, সায়ংকালেই, হঠাৎ মেঘ-গর্জ্জন শুনিয়া গুরুজনের গৃহ হইতে কত তাড়াতাড়ি তাহারা শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিতেছে! ॥ ২১ ॥

আজ পতি-বিরহ-বিধুরা পথিক-বধূদিগের কাতর হৃদয় নানাপ্রকারে মেঘ আরও ক্রমে কাতরতর—কাতরতম করিয়া তুলিতেছে! কুবলয়দলবৎ নীলবর্ণ, ক্বচিৎ সমুন্নত, কখনো আবার জল-ভার-নত, ক্বচিৎ মৃদু-সমীরণে বিকম্পিত, কখনো আবার ধীরে ধীরে বিচলিত ও ইন্দ্রধনুতে পরিশোভিত জলদজাল আজ বিরহিণীদিগকে লইয়া কত খেলাই খেলাইতেছে! ॥ ২২ ॥

প্রিয়ে! আজ জলদের নব-জল-সম্পাতে বনস্থলীর সমস্ত তাপ বিদূরিত হইয়াছে, তাই তাহার আর আনন্দের অবধি নাই। চারিদিকে বিকসিত-কুসুম-কদম্বতরুরাজিচ্ছলে বনভূমির হাস্যচ্ছটাপূর্ণ প্রফুল্লতা প্রকাশ পাইতেছে এবং বায়ু-বিকম্পিত শাখাবিশিষ্ট তরুরাজিচ্ছলে সে যেন কত নৃত্য করিতেছে, ও কেতকীকুসুমের পরাগলিপ্ত ধবল কেশর এবং সূচিবৎ তীক্ষ্ণ বিজল্কগুলির দ্বারা যেন কতই না হাসিতেছে ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ে! আজ এই বর্ষাকাল প্রাণ-কান্তের ন্যায় কামিনী-দিগকে স্বহস্তে যেন সাজাইতে বসিয়াছে! ঐ দেখ! মধ্যে মধ্যে মালতী-কুসুম-খচিত বকুলের মালা বধূদিগের শিরোদেশে পরাইতেছে, আবার সেই মালার মধ্যে নব-বিকসিত কুসুম ও যূথিকার কোরক খচিত করিয়া দিতেছে এবং অচির-প্রফুল্ল নবীন কদম্বফুল সুন্দরীদিগের কানে পরাইতেছে! ॥ ২৪ ॥

প্রিয়ে! আজ রমণীদের সমস্তই সুন্দর দেখাইতেছে ঐ দেখ, তাহারা পীনোন্নত এবং মনোহর কুচাগ্রে কেমন হার-লতা, আয়ত-নিতম্বতটে কি সুন্দর, সুচিক্কণ ধবল বসন এবং নব-জলকণ-সংস্পর্শে ঈষৎ-কণ্টকিত রোমরাজিকে ত্রিবলীশোভিত কটিদেশ দ্বারা ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে! ॥ ২৫ ॥

নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ কুসুমভরনতানাং লাসকঃ পাদপানাম্।
জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ পরিহরতি নভস্বান্ প্রোষিতানাং মনাংসি ॥ ২৬ ॥

জলভরবিনতানামাশ্রয়োঽস্মাকমুচ্চৈরয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দাস্তোয়নম্রাঃ।
অতিশয়পরুষাভির্গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যম্ ॥ ২৭ ॥

বহুগুণরমণীয়ঃ কামিনীচিত্তহারী তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ।
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃতুসংহারে প্রাবৃট্-বর্ণনে

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—নবজল-কণসঙ্গাৎ শীততাং আদধানঃ, কুসুমভর-নতানাং পাদপানাং লাসকঃ, কেতকীনাং রজোভিঃ জনিত-রুচির-গন্ধঃ নভস্বান্ প্রোষিতানাং মনাংসি পরিহরতি ॥ ২৬ ॥

উচ্চৈঃ (অত্যুন্নতঃ) (অয়ং বিন্ধ্যঃ পর্ব্বতঃ) জলভর-বিনতানাম্ অস্মাকং আশ্রয়ঃ ইতি (হেতোঃ) তোয়-নম্রাঃ তোয়দাঃ, অতিশয়-পরুষাভিঃ গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ সমুপ-জনিততাপং বিন্ধ্যং হ্লাদয়ন্তি ইব ॥ ২৭ ॥

(প্রিয়ে!) বহুগুণ-রমণীয়ঃ কামিনী-চিত্ত-হারী, তরুবিটপ-লতানাং বান্ধবঃ, নির্ব্বিকারঃ, প্রাণিনাং প্রাণভূতঃ এষঃ জলদ-সময়ঃ প্রায়শঃ তব বাঞ্ছিতানি হিতানি দিশতু ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! আজ বাদলের পাগল বাতাস প্রবাসীদিগের বিরহ-খিন্ন হৃদয়ে হরণ করিতেছে। আহা নবজলকণার সংমিশ্রণে তাহা কি শীতল! দেখ দেখ, কুসুম-ভার-নত তরুলতাগুলিকে সে কেমন নাচাইতেছে! কেতকী-পরাগে তাহার কি মনোহর সৌরভ জন্মিয়াছে! ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ে! আকাশচুম্বী এই বিন্ধ্যগিরি, আমরা যখন জল-ভরে আনত হইয়া পড়ি, তখন আমাদিগকে আশ্রয়দান করে—এই জন্যই যেন গ্রীষ্মানলের অতি কঠোর জ্বালায় প্রতপ্ত বিন্ধ্যকে আজ নবজলসম্ভূত মেঘপঙ্ক্তি আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শান্তি দান করিতেছে! ॥ ২৭ ॥

আজ এই আনন্দময় ভোগ-পূর্ণ বর্ষাকালে, প্রিয়ে তোমাকে আর অধিক কি বলিব? এই নানাগুণরমণীয়, কামিনীহৃদয়রঞ্জন, তরুলতাবল্লরীর প্রিয়বন্ধু, বিকারশূন্য এবং প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ এই জলদ-সময় তোমার সমস্ত কামনা, হৃদয়ের সমস্ত বাসনা সফল করুক, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা ॥ ২৮ ॥

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

শরদ্বর্ণনম্

কাশাংশুকা বিকচ-পদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা সোন্মাদ-হংসরবনূপুরনাদরম্যা ।
আপক্ক-শালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা ॥ ১ ॥

কাশৈর্ম্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি ।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্ব্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ ২ ॥

চঞ্চন্মনোজ্ঞশফরীরসনাকলাপাঃ পর্য্যন্ত-সংস্থিতসিতাণ্ডজ-পঙ্‌ক্তিহারাঃ ।
নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বা মন্দং প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য ॥ ৩ ॥

ব্যোম ক্বচিদ্রজত-শঙ্খ-মৃণাল-গৌরৈস্ত্যক্তাম্বুভির্লঘুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ ।
সংলক্ষ্যতে পবন-বেগ-চলৈঃ পয়োদৈঃ রাজেব চামর-বরৈরুপবীজ্যমানঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—(প্রিয়ে!) কাশাংশুকা, বিকচ-পদ্ম-মনোজ্ঞ-বক্ত্রা, সোন্মাদ-হংসরবনূপুরনাদরম্যা, আপক্ক-শালি-রুচিরা, **তনুগাত্রযষ্টিঃ** রূপ-রম্যা শরৎ নববধূঃ ইব প্রাপ্তা ॥ ১ ॥

কাশৈঃ মহী, শিশির-দীধিতিনা রজন্যঃ, হংসৈঃ সরিতাং **জলানি,** কুমুদৈঃ সরাংসি, কুসুমভার-নতৈঃ সপ্তচ্ছদৈঃ **বনান্তাঃ,** মালতীভিঃ উপবনানি চ শুক্লীকৃতানি ॥ ২ ॥

চঞ্চন্মনোজ্ঞ-শফরীরসনা-কলাপাঃ, পর্য্যন্ত-সংস্থিত-সিতা-**ণ্ডজ**-পঙ্‌ক্তি-হারাঃ বিশাল-পুলিনান্ত-নিতম্ববিম্বাঃ নদ্যঃ সমদাঃ **প্রমদাঃ** ইব অদ্য মন্দং প্রয়ান্তি ॥ ৩ ॥

ত্যক্তাম্বুভিঃ রজত শঙ্খ-মৃণালগৌরৈঃ লঘুতয়া **শতশঃ** প্রয়াতৈঃ পবন-বেগচলৈঃ পয়োদৈঃ ব্যোম ক্বচিৎ **চামরবরৈঃ** উপবীজ্যমানঃ রাজা ইব সংলক্ষ্যতে ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! দেখ, দেখ, রমণীয়রূপ-শালিনী **শরৎ,** নানা সাজ-সজ্জায় সাজিয়া নববধূর ন্যায় উপস্থিত **হইয়াছে।** কাশ-কুসুম ইহার সুচিক্কণ পরিধেয়, বিকচ **কমল** ইহার মনোহর মুখ, মদমুখর কলহংস ইহার রমণীয় নূপুরনাদ এবং পরিপক্ক ও বিরলতৃণ শালিধান্য ইহার কৃশ অঙ্গলতিকা। আজ ইহার সমস্তই নয়নমনোরম ॥ ১ ॥

মধুর-শরতে আজ সমস্তই শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আজ কাশকুসুমের দ্বারা পৃথিবী, শিশির-কান্তি চন্দ্রকিরণে রাত্রি, হংসরাজি দ্বারা তটিনীর জল, কুমুদের দ্বারা সরোবর, কুসুমভার-নত সপ্তপর্ণের দ্বারা বনভূমি এবং মালতী-কুসুমের দ্বারা উপবনসমূহ একেবারে শ্বেত হইয়া গিয়াছে ॥ ২ ॥

ঐ দেখ, মদালসা প্রমদার ন্যায় নদীনিবহ আজ কত মন্থর-গমনে বহিয়া যাইতেছে। ঐ মাঝে মাঝে শফরী-(পুঁটিমাছ) গুলির উদ্বর্ত্তনে মনে হইতেছে—প্রমদার ন্যায় নদীগুলিও যেন সুন্দর কাঞ্চীদাম ধারণ করিয়াছে, আর ঐ উভয়তটনিম্নে শ্বেতহংসমালা যেন উহার কণ্ঠবর্ত্তিনী হারলতা এবং ঐ সদ্যঃ উত্থিত পুলিন যেন উহার নিতম্বদেশ। **প্রিয়ে,** তটিনীর আজ কত শোভা! ॥ ৩ ॥

প্রিয়ে! রাজার ন্যায় আকাশকে যেন আজ, ঐ দেখ, কত চামর ব্যজন করিতেছে! মেঘের জল ঝরিয়া গিয়া তাহা রজত, শঙ্খ এবং মৃণালের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, জলভার-শূন্য হওয়ায় এতই হাল্‌কা হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত ও বায়ুবশে চতুর্দ্দিকে পরিচালিত হইতেছে। ঠিক যেন ব্যোমরূপী বিরাট্ রাজরাজেশ্বর অসংখ্য চামর দ্বারা উপবীজিত হইতেছেন ॥ ৪ ॥

ভিন্নাঞ্জন-প্রচয়-কান্তি নভো মনোজ্ঞং বন্ধূক-পুষ্পরচিতারুণতা চ ভূমিঃ ।
বপ্রাশ্চ পক্বকলমাবৃত-ভূমি-ভাগাঃ প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি ন মনো ভুবি কস্য যূনঃ ॥ ৫ ॥
মন্দানিলাকুলিত-চারুতরাগ্রশাখঃ পুষ্পোদ্গম-প্রচয়-কোমল-পল্লবাগ্রঃ ।
মত্ত-দ্বিরেফ-পরিপীত-মধু-প্রসেকশ্চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ ॥ ৬ ॥
তারাগণ-প্রবর-ভূষণমুদ্বহন্তী মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত-শশাঙ্ক-বক্ত্রা ।
জ্যোৎস্না-দুকূলমমলং রজনী দধানা বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা ॥ ৭ ॥
কারণ্ডবাবলি-বিঘট্টিত-বীচি-মালাঃ কাদম্ব-সারসকুলাকুলতীর-দেশাঃ ।
কুর্ব্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতো জনস্য প্রীতিং পরাং কমলরেণুবৃতাস্তটিন্যঃ ॥ ৮ ॥
নেত্রোৎসবো হৃদয়-হারি-মরীচি-মালঃ প্রহ্লাদকঃ শিশিরশীকর-বারিবর্ষী ।
পত্যুর্ব্বিয়োগ-বিষ-দিগ্ধ-শরক্ষতানাং চন্দ্রো দহত্যতিতরাং তনুমঙ্গনানাম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—(প্রিয়ে!) ভিন্নাঞ্জন-প্রচয়-কান্তি মনোজ্ঞং নভঃ, বন্ধূক-পুষ্প-রচিতারুণতা ভূমিঃ চ, পক্ব-কলমাবৃতভূমি-ভাগাঃ বপ্রাঃ চ ভুবি কস্য যূনঃ মনঃ ন প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি? ॥ ৫ ॥

মন্দানিলাকুলিতচারুতরাগ্র-শাখঃ পুষ্পোদ্গম-প্রচয়-কোমল-পল্লবাগ্রঃ মত্তদ্বিরেফপরিপীতমধু-প্রসেকঃ কোবিদারঃ কস্য চিত্তং ন বিদারয়তি? ॥ ৬ ॥

তারাগণ-প্রবরভূষণম্ উদ্বহন্তী মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত-শশাঙ্ক-বক্ত্রা অমলং জ্যোৎস্না-দুকূলং দধানা রজনী বালা প্রমদা ইব অনুদিনং বৃদ্ধিং প্রয়াতি ॥ ৭ ॥

কারণ্ডবাবলি-বিঘট্টিত-বীচিমালাঃ কাদম্ব-সারসকুলাকুলতীর-দেশাঃ কমল রেণুবৃতাঃ তটিন্যঃ পরিতঃ হংস-বিরুতৈঃ জনস্য পরাং প্রীতিং কুর্ব্বন্তি ॥ ৮ ॥

নেত্রোৎসবঃ হৃদয়-হারি-মরীচি-মালঃ প্রহ্লাদকঃ শিশির-শীকর-বারি-বর্ষী চন্দ্রঃ পত্যুঃ বিয়োগবিষ-দিগ্ধ-শর-ক্ষতানাম্ অঙ্গনানাং তনুম্ অতিতরাং দহতি ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! ঐ দলিত অঞ্জনবৎ কমনীয়-কান্তি মনোহর আকাশমণ্ডল, বাঁধুলী-কুসুমের লোহিত আভায় আরক্ত-কলেবরা এই পৃথিবী এবং সুপক্ব ধান্য-সমাবৃত ঐ ইতস্তত: শোভমান শস্যক্ষেত্ররাজি, তুমিই বল ত, আজ কোন্ যুবকের হৃদয় পাগল করিয়া না তুলিতেছে? ॥ ৫ ॥

প্রিয়ে! আজ এই শরতে ঐ কোবিদারতরু (কাঞ্চন-ফুলের গাছ), বল দেখি, কার চিত্ত না বিদীর্ণ করিতেছে? ঐ দেখ, মৃদু-মন্দ সমীরহিল্লোলে উহার নব পল্লবগুলি শাখাগ্রভাগে কেমন দুলিতেছে, যেন কত আকুল হইয়া কাহাকে ডাকিতেছে। আবার—ঐ কোমল পল্লবনিচয়ের অগ্রভাগে কত ফুল ফুটিয়াছে ও তাহাতে মধুপান করিতে ক্ষিতে ভ্রমরগুলি যেন একেবারে মাতিয়া লাগিয়া রহিয়াছে। বল দেখি—ঐ সব দেখিয়া কোন্ যুবক পাষাণ হইয়া থাকিতে পারে? ॥ ৬ ॥

প্রিয়ে! শরতের কৌমুদীস্নাত রজনী বালা প্রমদার ন্যায় কেমন দিন দিন এখন বাড়িয়া উঠিতেছে। ঐ শারদ-গগনের উজ্জ্বল তারারাজি যেন তার বিভূষণ, আর ঐ মেঘরূপ অবগুণ্ঠন-মুক্ত চন্দ্র আজ যেন সেই বালাজন-সদৃশী রজনীর লাবণ্য-তরল মুখ। নবযুবতীরূপিণী শারদ-রাত্রি আজ অমল জ্যোৎস্নারূপ—সুচিকণ পরিধেয় ধারণ-পূর্ব্বক কি অপূর্ব্ব শ্রী-ই না ধারণ করিয়াছে! ॥ ৭ ॥

সুন্দরি! শরতের তটিনীর দিকে চাহিলে আজ কার না প্রাণ জুড়াইয়া যায়? ঐ দেখ, কারণ্ডব (বেলে হাঁস) শ্রেণি কেমন নাচিতে নাচিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলির তালে তালে ভাসিতেছে, আবার ঐ তটিনীর তীর কত কৃষ্ণপক্ষ হংস ও সারসকুলে আকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে ও পদ্মের পরাগ-পটলে আচ্ছন্ন তটভূমিতে কল-হংসগণ কি মনোরম কল-ধ্বনি করিতেছে। শরতের এই অপূর্ব্ব সুষমা দর্শনে কাহার প্রাণ না উতলা হয়—বল ত? ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে, এই মধুর শরতে, পতির বিরহরূপ বিষদিগ্ধ শরে যে সমুদয় অবলার হৃদয় জর্জ্জরিত, সেই অনাথাদিগের বিরহ-শীর্ণ দেহ, ঐ নয়নের উৎসব, ঐ হৃদয়হারী কিরণমালায় সুশোভিত, ঐ হিমশীকরবর্ষী জগদানন্দ চন্দ্র আজ একেবারে দগ্ধীভূত করিতেছে। ॥ ৯ ॥

আকম্পয়ন্ ফলভরানতশালি-জালান্যানর্ত্তয়ংস্তরুবরান্ কুসুমাবনম্রান্।
প্রোৎফুল্লপঙ্কজবনাং নলিনীং বিধুন্বন্ যূনাং মনশ্চলয়তি প্রসভং নভস্বান্॥ ১০॥
সোন্মাদ-হংস-মিথুনৈরুপশোভিতানি স্বচ্ছ-প্রফুল্ল-কমলোৎপল-ভূষিতানি।
মন্দ-প্রভাত-পবনোদ্‌গত-বীচিমালান্যুৎকণ্ঠয়ন্তি সহসা হৃদয়ং সরাংসি॥ ১১॥
নষ্টং ধনুর্ব্বলভিদো জলদোদরেষু সৌদামনী স্ফুরতি নাদ্য বিয়ৎ-পতাকা।
ধুন্বন্তি পক্ষ-পবনৈর্ন নভো বলাকাঃ পশ্যন্তি নোন্নতমুখা গগনং ময়ূরাঃ॥ ১২॥
নৃত্যপ্রয়োগ-রহিতাঞ্ছিখিনো বিহায় হংসানুপৈতি মদনো মধুর-প্রগীতান্।
মুক্ত্বা কদম্ব-কুটজার্জ্জুন-সর্জ্জ-নীপান্ সপ্তচ্ছদানুপগতা কুসুমোদ্‌গমশ্রীঃ॥ ১৩॥
শেফালিকা-কুসুমগন্ধ-মনোহরাণি স্বস্থ-স্থিতাণ্ডজ-কুলপ্রতিনাদিতানি।
পর্য্যন্ত-সংস্থিত-মৃগী-নয়নোৎপলানি প্রোৎকণ্ঠয়ন্ত্যুপবনানি মনাংসি পুংসাম্॥ ১৪॥

অন্বয়।—নভস্বান্ ফলভরানত-শালি-জালানি আকম্পয়ন্ কুসুমাবনম্রান্ তরুবরান্ আনর্ত্তয়ন্ প্রোৎফুল্ল-পঙ্কজ-বনাং নলিনীং বিধুন্বন্ যূনাং মনঃ প্রসভং চলয়তি॥ ১০॥

সোন্মাদ-হংস-মিথুনৈঃ উপশোভিতানি স্বচ্ছ-প্রফুল্ল-কমলোৎপল-ভূষিতানি মন্দ-প্রভাতপবনোদ্‌গত-বীচি-মালানি সরাংসি হৃদয়ম্ উৎকণ্ঠয়ন্তি॥ ১১॥

অদ্য বলভিদঃ ধনুঃ জলদোদরেষু নষ্টং, বিয়ৎ-পতাকা সৌদামনী ন স্ফুরতি, বলাকাঃ পক্ষ-পবনৈঃ নভঃ ন ধুন্বন্তি, ময়ূরাঃ উন্নতমুখাঃ (সন্তঃ) গগনং ন পশ্যন্তি॥ ১২॥

মদনঃ নৃত্য-প্রয়োগ-রহিতান্ শিখিনঃ বিহায় মধুর-প্রগীতান্ হংসান্ উপৈতি, কুসুমোদ্‌গমশ্রীঃ কদম্বকুটজার্জ্জুন-সর্জ্জনীপান্ মুক্ত্বা সপ্তচ্ছদান্ উপগতা॥ ১৩॥

শেফালিকা-কুসুম-গন্ধ-মনোহরাণি স্বস্থ-স্থিতাণ্ডজ-কুল-প্রতিনাদিতানি পর্য্যন্ত সংস্থিতমৃগীনয়নোৎপলানি উপবনানি পুংসাং মনাংসি প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি॥ ১৪॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! ঐ দেখ, শরতের বাতাস ফলভর-নত ধান্যগুচ্ছের উপর দিয়া যেন ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া যাইতেছে, ফুল-ভরে আনত তরুলতাগুলিকে কেমন নাচাইতেছে ও ফুল্ল-পঙ্কজ-শোভিত মৃণালিনীকে কেমন কাঁপাইতেছে। ইহা দেখিয়া, বল দেখি, কোন্ যুবকের মন না চঞ্চল হয়?॥ ১০॥

আজ সরোবরসমূহের শোভা দর্শনে হৃদয় অধীর হইয়া উঠিতেছে! সরসীবক্ষে ঐ মদোন্মত্ত হংস-মিথুনের ক্রীড়া, অমল ও প্রফুল্ল কমল-দলের বিভূষণ এবং প্রভাতের মন্দ মন্দ সমীরণে বীচিমালার নর্ত্তন অবলোকন করিয়া চিত্ত সহসা উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥ ১১॥

প্রিয়ে! আজ কোথায় সে ইন্দ্রধনুঃ? জলদের গর্ভে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। আজ আর আকাশে বর্ষার বিজয়-পতাকা সেই সৌদামিনী নাই, কম্পিতপক্ষের পবনে আজ আর আকাশকে বাতাস করিতে করিতে বকের পাঁতি ছুটিতেছে না, মদমত্ত নীলকণ্ঠশ্রেণী কণ্ঠ উন্নত করিয়া মেঘ-মেদুর আকাশের দিকে চাহিতেছে না॥ ১২॥

প্রিয়ে! বর্ষাপগমে আজ আর ময়ূরগণ পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতেছে না বা কদম্ব, কুটজ (কুরচি), অর্জ্জুন, শাল ও রক্তকদম্ব প্রভৃতিতে আগের মত ফুল ফুটিতেছে না, তাই জগদুন্মাদক মদন ময়ূরকুল পরিত্যাগপূর্ব্বক মধুরগীতিমুখর কলহংসকে এবং কুসুম-সুষমা সপ্তপর্ণতরুকে (ছাতিম) আশ্রয় করিয়াছে॥১৩॥

আজ উপবনের শোভায় পুরুষমাত্রেরই মন উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ প্রিয়ে! শেফালিকা-কুসুমের মনোহর সৌরভে উদ্যান যেন একেবারে তর হইয়া গিয়াছে, সুস্থ-চিত্ত বিহগ-কুলের কাকলীতে উপবন কি সুন্দর মুখরিত হইতেছে এবং উদ্যান-প্রান্তে শষ্প-শয়নে আসীন হইয়া মৃগীকুল কেমন সুন্দরভাবে তাহাদের নয়ন-কমল মেলিয়া চাহিয়া আছে॥ ১৪॥

কহ্লার-পদ্ম-কুমুদানি মুহুর্ব্বিধুন্বংস্তৎসঙ্গমাদধিকশীতলতামুপেতঃ ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পত্রান্ত-লগ্ন-তুহিনাম্বু-বিধূয়মানঃ ॥ ১৫ ॥
সম্পন্নশালি-নিচয়াবৃত-ভূতলানি স্বস্থ-স্থিত-প্রচুর-গোকুল-শোভিতানি ।
হংসৈঃ সসারসকুলৈঃ প্রতিনাদিতানি সীমান্তরাণি জনয়ন্তি নৃণাং প্রমোদম্ ॥ ১৬ ॥
হংসৈর্জিতা সুললিতা গতিরঙ্গনানামম্ভোরুহৈর্ব্বিকসিতৈর্মুখ-চন্দ্রকান্তিঃ ।
নীলোৎপলৈর্ম্মদকলানি বিলোকিতানি ভ্রূবিভ্রমাশ্চ রুচিরাস্তনুভিস্তরঙ্গৈঃ ॥ ১৭ ॥
শ্যামালতাঃ কুসুমভার-নত-প্রবালাঃ স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃত-ভূষণ-বাহু-কান্তিম্ ।
দন্তাবভাস-বিশদ-স্মিত-চন্দ্র-কান্তিং কঙ্কেলি-পুষ্প-রুচিরা নব-মালতী চ ॥ ১৮ ॥
কেশান্নিতান্ত-ঘননীল-বিকুঞ্চিতাগ্রানাপূরয়ন্তি বনিতা নবমালতীভিঃ ।
কর্ণেষু চ প্রবর-কাঞ্চন-কুণ্ডলেষু নীলোৎপলানি বিবিধানি নিবেশয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—পবনঃ প্রভাতে কহ্লার-পদ্ম-কুমুদানি মুহুঃ বিধুন্বন্ তৎসঙ্গমাৎ অধিক-শীতলতাম্ উপেতঃ পত্রান্তলগ্ন-তুহিনাম্বুবিধূয়মানঃ (সন্) অতিতরাম্ উৎকণ্ঠয়তি ॥ ১৫ ॥

সম্পন্ন-শালি-নিচয়াবৃতভূতলানি স্বস্থস্থিত-প্রচুর-গো-কুল-শোভিতানি স-সারসকুলৈঃ হংসৈঃ প্রতিনাদিতানি সীমান্ত-রাণি নৃণাং প্রমোদং জনয়ন্তি ॥ ১৬ ॥

(অদ্য শরদি)—হংসৈঃ অঙ্গনানাং সুললিতা গতিঃ জিতা, বিকসিতৈঃ অম্ভোরুহৈঃ মুখচন্দ্রকান্তিঃ (জিতা) ; নীলোৎপলৈঃ মদ-কলানি বিলোকিতানি (জিতানি), তনুভিঃ তরঙ্গৈঃ রুচিরাঃ ভ্রূবিভ্রমাঃ চ (জিতাঃ) ॥ ১৭ ॥

কুসুম-ভার-নত-প্রবালাঃ শ্যামা-লতাঃ স্ত্রীণাং ধৃতভূষণ-বাহুকান্তিং হরন্তি, কঙ্কেলি-পুষ্পরুচিরা নব-মালতী দন্তাবভাস-বিশদ-স্মিত-চন্দ্রকান্তিং চ (হরতি) ॥ ১৮ ॥

বনিতাঃ নবমালতীভিঃ নিতান্তঘন-নীল-বিকুঞ্চিতাগ্রান কেশান্ আপূরয়ন্তি, প্রবর-কাঞ্চন কুণ্ডলেষু কর্ণেষু বিবিধানি নীলোৎপলানি চ নিবেশয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! আজ পবনের বিচিত্র-বিলাসেও মন-প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে। প্রভাতে সরসীবক্ষে পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতিকে প্রকম্পিত করিয়া, তাহাদের সংসর্গে বায়ু অধিকতর শৈত্য-স্নিগ্ধ হইয়াছে এবং কেমন ধীরে ধীরে কাঁপাইয়া তরুলতার পত্রান্তলগ্ন শিশিরবিন্দু ক্ষরিত করিতেছে। ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে। আজ গ্রামের সীমান্ত-ভাগের দিকে চাহিলে প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে! দেখ দেখ, ক্ষেত্র হইতে আহৃত শালিস্তূপে ভূতল একেবারে আবৃত হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য গো কেমন সুস্থ-হৃদয়ে, পরিপুষ্ট-দেহে ও দলে দলে চারিদিক আলো করিয়া বিরাজ করিতেছে এবং সারস ও হংসরাজির কলরবে সীমান্তভাগ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কে এমন আছে, অদ্যকার এই সৌন্দর্য্যে যা'র হৃদয় না বিমোহিত হয়? ॥ ১৬ ॥

প্রিয়ে! আজ শরৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ললিতললনা-দিগকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, মদমন্থর মরাল-গণের দ্বারা তাহাদের সুললিত গমন, বিকসিত তামরসের দ্বারা তাহাদের মুখ-শশীর কান্তি, নীলোৎপল-রাশির দ্বারা তাহাদের মদ-বিলোল দৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিকরের দ্বারা তাহাদের মনোহর ভ্রূভঙ্গি ও কটাক্ষবিক্ষেপ প্রভৃতি যেন হরণ করিয়া লইয়াছে বা তৎতদ্ বস্তুর দ্বারা ললনাদিগের সেই সেই গুণ-গরিমাকে পরাজিত করিতেছে। এবং :—॥১৭ ॥

কুসুমভরে আনত পল্লব বা ঐ প্রিয়ঙ্গু-লতিকাগুলি রমণীদিগের অঙ্গদাদি-ভূষণ-মণ্ডিত ভুজ-লতার কান্তি হরণ করিতেছে ও কঙ্কেলি কুসুমের দ্বারা খচিত ও মনোহর নব-মালতী-প্রসূন তাহাদের দশন-প্রভা-সমুজ্জ্বল ও বিশদ মন্দ মন্দ স্মিত-সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করিয়া লইতেছে! ॥ ১৮ ॥

এই দেখ প্রিয়ে! ললনাগণ আজ তাহাদের জলদ-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশাগ্রে নব মালতী-কুসুম কেমন মধ্যে মধ্যে পরাইতেছে ও মনোহর হেম-কুণ্ডলশোভিত-কর্ণে নানাবিধ নীলোৎপল কেমন আদরে ধারণ করিতেছে! ॥ ১৯ ॥

হারৈঃ সচন্দন-রসৈঃ স্তনমণ্ডলানি শ্রোণীতটং সুবিপুলং রসনা-কলাপৈঃ।
পাদাম্বুজানি কল-নূপুর-শেখরৈশ্চ নার্য্যঃ প্রহৃষ্টমনসোঽদ্য বিভূষয়ন্তি॥ ২০॥
স্ফুট-কুমুদচিতানাং রাজহংসশ্রিতানাং মরকত-মণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্॥ ২১॥
শরদি কুমুদসঙ্গাদ্বায়বো বান্তি শীতা বিগতজলদবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ।
বিগতকলুষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্॥ ২২॥
দিবসকর-ময়ূখৈর্বোধ্যমান প্রভাতে বর-যুবতি-মুখাভং পঙ্কজং জৃম্ভতেঽদ্য।
কুমুদমপি গতেঽস্তং লীয়তে চন্দ্রবিম্বে হসিতমিব বধূনাং প্রোষিতেষু প্রিয়েষু॥ ২৩॥
অসিত-নয়ন-লক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু ক্বণিতকনককাঞ্চীং মত্তহংসস্বনেষু।
অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচিত্তঃ॥ ২৪॥

অন্বয়।---অদ্য নার্য্যঃ প্রহৃষ্টমনসঃ (সত্যঃ) সচন্দন-রসৈঃ হারৈঃ স্তনমণ্ডলানি বিভূষয়ন্তি, রসনা-কলাপৈঃ সুবিপুলং শ্রোণীতটং (বিভূষয়ন্তি,) কল-নূপুর-শেখরৈঃ পদাম্বুজানি চ (বিভূষয়ন্তি)॥ ২০॥

বিগত-মেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণং ব্যোম স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজ-হংস-শ্রিতানাং মরতকত-মণি-ভাসা বারিণা ভূষিতানাং তোয়াশয়ানাম্ অতিশয়রূপাং শ্রিয়ং বহতি॥ ২১॥

শরদি বায়বঃ কুমুদ-সঙ্গাৎ শীতাঃ (সন্তঃ) বান্তি। দিগ্বিভাগাঃ বিগতজলদবৃন্দাঃ (সন্তঃ) মনোজ্ঞাঃ (জাতাঃ)। অম্ভঃ বিগতকলুষং (জাতম্)। ধরিত্রী শ্যান-পঙ্কা (জাতা)। ব্যোম বিমল-কিরণচন্দ্রং তারাবিচিত্রং (চ জাতম্)॥ ২২॥

অদ্য প্রভাতে বরযুবতিমুখাভং পঙ্কজং দিবস-কর-ময়ূখৈঃ বোধ্যমানং (সৎ) জৃম্ভতে, কুমুদম্ অপি চন্দ্র-বিম্বে অস্তং গতে (সতি) প্রিয়েষু প্রোষিতেষু বধূনাং হসিতম্ ইব লীয়তে॥ ২৩॥

পথিক-জনঃ ইদানীং উৎপলেষু প্রিয়াণাম্ অসিতনয়নলক্ষ্মীং মত্তহংসস্বনেষু ক্বণিতকনককাঞ্চীং বন্ধুজীবে অধর-রুচির-শোভাং লক্ষয়িত্বা ভ্রান্ত-চিত্তঃ (সন্) রোদিতি॥ ২৪॥

বঙ্গার্থ।---আজ প্রমদা-বৃন্দের আনন্দের, উৎসবের, হর্ষের আর সীমা নাই, তাহারা প্রমত্ত-হৃদয়ে চন্দন-রস-বাসিত হারলতায় স্তনমণ্ডল, কাঞ্চীগুণের দ্বারা বিপুল নিতম্ব-বিম্ব এবং শিঞ্জা-মধুর নানারত্নখচিত নূপুর-সহযোগে চরণকমল বিভূষিত করিতেছে।॥ ২০॥

প্রিয়ে! আজ আকাশ মেঘ-শূন্য ও চন্দ্রতারায় পরিপূর্ণ; জলাশয়-সমূহের আজ কি অপরূপ শোভা জন্মিয়াছে! প্রফুল্ল কুমুদ-রাশিতে তাহারা ভরিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের তোয়-রাশি আজ মরকতমণির আভায় অলঙ্কৃত হইয়াছে॥ ২১॥

আজ এই মধুর শরতে কুমুদ-সংসর্গ শীতল সমীরণ চারি-দিকে প্রবাহিত হইয়া হৃদয়কে পাগল করিয়া তুলিতেছে, দিঙ্-মণ্ডল জলদ-জাল-বিমুক্ত হইয়া অনন্ত শোভা বিস্তার করিতেছে। জল আজ নির্ম্মল ও পৃথিবী আজ পঙ্ক-শূন্য! প্রিয়ে! আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, আজ তাহা চন্দ্রের বিমল কৌমুদীজালে ও তারাকুসুমে কি মনোহর কান্তির আকর হইয়াছে।॥ ২২॥

প্রিয়ে! ঐ দেখ, শরতের প্রভাতে, উৎকট যৌবনবতী প্রমদাদিগের মুখের ন্যায় পরিপুষ্ট পদ্মিনীরাজি দিবস-করক্লপ প্রিয়তমের করস্পর্শে কেমন বিকসিত হইতেছে, যেন নিদ্রাশেষে হাই তুলিতেছে! আনন্দে ডগমগ করিতেছে। আবার—ঐ দেখ, প্রিয়তম প্রবাসে গমন করিলে বধূদিগের অধরের হাসি যেমন অধর-কোণেই শুকাইয়া যায়, তেমনই চন্দ্রের অস্তগমনে কুমুদিনীকুল কত মলিন হইয়া মুদ্রিত হইতেছে॥ ২৩॥

প্রিয়তমে! আজ প্রেয়সীবিরহকাতর পথিকদিগের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। প্রফুল্লকমলদলে তাহাদের অসিতনয়না প্রিয়তমার নয়ন-কান্তি, মদ-মুখর কল-হংস-কূজনে তাহাদের কনককাঞ্চীগুণের রুণুধ্বনি ও বাঁধুলী-কুসুমে তাহাদের অধর-কিসলয়ের মনোহর আরক্তকান্তি দর্শনপূর্ব্বক আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পথিকবৃন্দ কতই না ক্রন্দন করিতেছে॥ ২৪॥

স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলক্ষ্মীং কামঞ্চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু।
বন্ধূককান্তিমধরেষু মনোহরেষু ক্বাপি প্রয়াতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ॥ ২৫॥
বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা।
কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্॥ ২৬॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃতুসংহারে শরদ্বর্ণনং নাম

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—সুভগা শরদাগমশ্রীঃ স্ত্রীণাং বদনেষু শশাঙ্ক-লক্ষ্মীং মণিনূপুরেষু হংসবচনং, মনোহরেষু অধরেষু বন্ধূককান্তিং চ কামং (অত্যর্থং) বিহায় ক্ব অপি প্রিয়াতি॥ ২৫॥

বিকচ-কমল-বক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিত-নবকাশ-শ্বেতবাসঃ বসানা কুমুদরুচিরকান্তিঃ ইয়ং শরৎ উন্মদা কামিনী ইব বঃ চেতসঃ অগ্র্যাং প্রীতিং প্রতিদিশতু॥ ২৬॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! দেখ দেখ, শরতের নয়নমনো-হারিণী সুষমা সুন্দরীবৃন্দের বদনে শশাঙ্কের শোভা, মণিময় নূপুরে হংস-কাকলী ও মনোরম অধরপল্লবে বাঁধুলী-ফুলের অরুণকান্তি নিঃশেষভাবে গচ্ছিত রাখিয়া ক্রমে ধীরে ধীরে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইতেছে॥ ২৫॥

সুন্দরি! মদোন্মাদিনী কামিনীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান এই বিকচ-কমল-মুখী, প্রফুল্ল-নীলোৎপল-নেত্রা, বিকসিত-নব-কাশ-কুসুমরূপ শ্বেতবসন-পরিহিতা ও কুমুদ-রমণীয়-কান্তি শালিনী শরৎ তোমার হৃদয়ে অশেষ প্রীতি উৎপন্ন করুক॥২৬

ইতি তৃতীয় সর্গ

চতুর্থঃ সর্গঃ

হেমন্তবর্ণনম্

নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্বশালিঃ
বিলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারো হেমন্তকালঃ সমুপাগতোঽয়ম্ ॥ ১ ॥
মনোহরৈঃ কুঙ্কুমরাগরক্তৈস্তুষারকুন্দেন্দুনিভৈশ্চ হারৈঃ।
বিলাসিনীনাং স্তনশালিনীনাং নালংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ২ ॥
ন বাহুযুগ্মেষু বিলাসিনীনাং প্রয়ান্তি সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি।
নিতম্ববিম্বেষু নবং দুকূলং তন্বংশুকং পীনপয়োধরেষু ॥ ৩ ॥
কাঞ্চীগুণৈঃ কাঞ্চনরত্নচিত্রৈর্নো ভূষয়ন্তি প্রমদা নিতম্বম্।
ন নূপুরৈর্হংসরুতং ভজদ্ভিঃ পাদাম্বুজান্যম্বুজকান্তিভাঞ্জি ॥ ৪ ॥
গাত্রাণি কালীয়কচর্চ্চিতানি সপত্রলেখানি মুখাম্বুজানি।
শিরাংসি কালাগুরুধূপিতানি কুর্ব্বন্তি নার্য্যঃ সুরতোৎসবায় ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—(প্রিয়ে!) নব-প্রবালোদ্গম-শস্যরম্যঃ প্রফুল্ল-লোধ্রঃ পরিপক্ব-শালিঃ বিলীন-পদ্মঃ প্রপতত্তুষারঃ অয়ং হেমন্তকালঃ সমুপাগতঃ ॥ ১ ॥

মনোহরৈঃ কুঙ্কুমরাগ-রক্তৈঃ তুষারকুন্দেন্দুনিভৈঃ চ হারৈঃ স্তন-শালিনীনাং বিলাসিনীনাং স্তনমণ্ডলানি ন অলংক্রিয়ন্তে ॥ ২ ॥

(অদ্য) বিলাসিনীনাং বাহুযুগ্মেষু বলয়াঙ্গদানি, নিতম্ববিম্বেষু নবং দুকূলং, পীন-পয়োধরেষু তন্বংশুকং সঙ্গং ন প্রয়ান্তি ॥ ৩ ॥

প্রমদাঃ কাঞ্চন-রত্ন-চিত্রৈঃ কাঞ্চীগুণৈঃ নিতম্বং ন ভূষয়ন্তি হংসরুতং ভজদ্ভিঃ নূপুরৈঃ অম্বুজ-কান্তিভাঞ্জি পাদাম্বুজানি ন (ভূষয়ন্তি) ॥ ৪ ॥

(অদ্য) নার্য্যঃ সুরতোৎসবায় গাত্রাণি কালীয়কচর্চ্চিতানি, মুখাম্বুজানি সপত্রলেখানি, শিরাংসি কালাগুরুধূপিতানি কুর্ব্বন্তি ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! দেখিতে দেখিতে সুখের হেমন্ত-কাল আসিয়া পড়িল! ঐ দেখ, কোন কোন শস্যের অচিরোদ্গত পল্লবে কি রমণীয় শোভা জন্মিয়াছে। লোধ-ফুল ফুটিয়া চারিদিক্ একেবারে সাদা করিয়া ফেলিয়াছে, শালিধান্য কেমন পাকিয়া উঠিয়াছে। হিমপাতে পদ্মগুলি মুড়িয়া গিয়াছে এবং কেমন তুষারবৃষ্টি হইতেছে! ॥ ১ ॥

আজ আর বিলাসিনীরা তাহাদের পীনোন্নতস্তনমণ্ডল কখনো মনোহর কঙ্কুমরাগারুণ, কখনো বা তুষার-কুন্দেন্দু-সদৃশ স্বচ্ছ-ধবল হারলতায় অলঙ্কৃত করিতেছে না; এবং—॥ ২ ॥

আজ আর বিলাসিনীরা ভুজ-লতায় বলয় ও অঙ্গদ, নিতম্বে নবীন বসন ও পীন-পয়োধরে সূক্ষ্মবাস স্থাপন করিতেছে না;—বা ॥ ৩ ॥

হেমসূত্রগ্রথিত রত্নময় রশনা-দামে নিতম্ববিম্ব বিভূষিত করিতেছে না; হংসের ন্যায় কল-মধুরধ্বনি-মুখর নূপুরভূষণ কমল-কান্তি রমণী চরণ-কমলে ধারণ করিতেছে না ॥ ৪ ॥

প্রিয়ে! আজ সুরতোৎসবের নিমিত্ত সুন্দরী-বৃন্দ কালীয়ক নামক (দারুনিশা, জায়ক) সুরভি দারুচূর্ণে কলেবর চর্চ্চিত, মুখ-কমল পত্রলেখায় অলঙ্কৃত ও কেশকলাপ-রুচির শিরোদেশ কালাগুরুধূপে সুবাসিত করিতেছে ॥ ৫

রতিশ্রমক্ষামবিপাণ্ডুবক্ত্রাঃ সম্প্রাপ্তহর্ষাভ্যুদয়াস্তরুণ্যঃ ।
হসন্তি নোচ্চৈর্দশনাগ্রভিন্নান্ প্রপীড্যমানানধরানবেক্ষ্য ॥ ৬ ॥
পীনস্তনোরঃস্থলভাগশোভামাসাদ্য তৎ-পীড়ন-জাত-খেদঃ ।
তৃণাগ্রলগ্নৈস্তুহিনৈঃ পতদ্ভিরাক্রন্দতীবোষসি শীতকালঃ ॥ ৭ ॥
প্রভূতশালিপ্রসবৈশ্চিতানি মৃগাঙ্গনাযূথবিভূষিতানি ।
মনোহরক্রৌঞ্চনিনাদিতানি সীমান্তরাণ্যুৎসুকয়ন্তি চেতঃ ॥ ৮ ॥
প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিতানি সোন্মাদ-কাদম্ববিভূষিতানি ।
প্রসন্নতোয়ানি সুশীতলানি সরাংসি চেতাংসি হরন্তি পুংসাম্ ॥ ৯ ॥
পাকং ব্রজন্তী হিমজাতশীতৈরাধূয়মানা সততং মরুদ্ভিঃ ।
প্রিয়ে ! প্রিয়ঙ্গুঃ প্রিয়বিপ্রযুক্তা বিপাণ্ডুতাং যাতি বিলাসিনীব ॥ ১০ ॥

অন্বয় ।---রতিশ্রমক্ষামবিপাণ্ডুবক্ত্রাঃ সম্প্রাপ্তহর্ষাভ্যুদয়াঃ তরুণ্যঃ দশনাগ্রভিন্নান্ প্রপীড্যমানান্ অধরান্ অবেক্ষ্য ন উচ্চৈঃ হসন্তি ॥ ৬ ॥

পীন-স্তনোরঃস্থলভাগ-শোভাম্ আসাদ্য তৎপীড়ন-জাতঃ খেদঃ শীতকালঃ উষসি পতদ্ভিঃ তৃণাগ্রলগ্নৈঃ তুহিনৈঃ আক্রন্দতি ইব ॥ ৭ ॥

প্রভূত-শালি-প্রসবৈঃ চিতানি মৃগাঙ্গনাযূথবিভূষিতানি মনোহর-ক্রৌঞ্চ-নিনাদিতানি সীমান্তরাণি চেতঃ উৎসুকয়ন্তি ॥ ৮ ॥

প্রফুল্ল-নীলোৎপল-শোভিতানি সোন্মাদ-কাদম্ব-বিভূষিতানি প্রসন্ন-তোয়ানি সুশীতলানি সরাংসি পুংসাং চেতাংসি হরন্তি ॥ ৯ ॥

প্রিয়ে ! প্রিয়ঙ্গুঃ (লতিকা) হিম-জাত-শীতৈঃ মরুদ্ভিঃ সততং আধূয়মানা পাকং ব্রজন্তী (সতী) প্রিয়-বিপ্রযুক্তা বিলাসিনী ইব বিপাণ্ডুতাং যাতি ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ ।—প্রিয়ে ! আজ তরুণীদের বদন-কমল রতিশ্রমে কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের নধর অধরপল্লব নির্দয়-প্রিয়তমের দশনাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত প্রপীড়িত হওয়ায়, তাহারা আর উচ্চহাস্য করিতে পারিতেছে না ॥ ৬ ॥

শৈত্যের প্রকোপে যুবতীরা তাহাদের পীন-স্তন-বন্ধুর বিশাল উরঃস্থলে ঈষদুষ্ণবস্ত্রে শীতকালকে সাদরে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সেই কঠোরস্তন-পীড়নে গরীব শীতকাল বেচারি যেন কত খিন্ন হইয়া, ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে ঐ উষার তৃণাগ্রসংলগ্ন শিশিরবিন্দুচ্ছলে রোদন করিতেছে ! ॥ ৭ !

প্রিয়ে! এখন ক্ষেত্র হইতে শস্য-সংগ্রহপূর্ব্বক ভারে ভারে আনিয়া শস্যরাশির দ্বারা ক্ষেত্রের সীমান্তভাগ পরিপূর্ণ করা হইয়াছে এবং মৃগমিথুনরা দলে দলে তাহার আশেপাশে বিরাজ করিতেছে ; আর ঐ শোন, ক্রৌঞ্চবৃন্দের মনোহর ধ্বনিতে ক্ষেত্রের প্রান্তভাগ কেমন প্রতিধ্বনিত হইতেছে ;—তুমিই বল ত, ইহাতে কা'র চিত্ত না উৎসুক হয় ? ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে ! আজ, প্রফুল্ল-নীলকমল-পরিশোভিত, মদকল-হংস-রাজি-বিরাজিত, নির্ম্মল-জল-পূর্ণ সুশীতল সরোবরসমূহ লোকের চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে ॥ ৯ ॥

প্রিয়ে। ঐ প্রিয়ঙ্গুলতিকা হিমশীকর-সিক্ত সমীরণে সতত কম্পিত হইয়া ক্রমে পাকিতে পাকিতে পাণ্ডুবর্ণ ধারণপূর্ব্বক প্রিয়-বিরহিণী বিলাসিনীর ন্যায় দুঃখের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে ॥ ১০ ॥

পুষ্পাসবামোদি-সুগন্ধিবক্ত্রো নিশ্বাস-বাতৈঃ সুরভীকৃতাঙ্গঃ ।
পরস্পরাঙ্গ-ব্যতিষিক্ত-শায়ী শেতে জনঃ কামরসানুবিদ্ধঃ ॥ ১১ ॥
দন্তচ্ছদৈঃ সব্রণ-দন্ত-চিহ্নৈঃ স্তনৈশ্চ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেখৈঃ ।
সংসূচ্যতে নির্দ্দয়মঙ্গনানাং রতোপযোগো নবযৌবনানাম্ ॥ ১২ ॥
কাচিদ্বিভূষয়তি দর্পণসক্তহস্তা বালাতপেষু বনিতা বদনারবিন্দম্ ।
দন্তচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীত-সারং দন্তাগ্রভিন্নমবকৃষ্য নিরীক্ষতে চ ॥ ১৩ ॥
অন্যা প্রকাম-সুরত-শ্রম-খিন্ন-দেহা রাত্রি-প্রজাগর-বিপাটল-নেত্র-পদ্মা।
স্রস্তাংসদেশ-লুলিতাকুল-কেশ-পাশা নিদ্রাং প্রয়াতি মৃদু-সূর্য্যকরাভিতপ্তা॥ ১৪ ॥
নির্ম্মাল্য-দাম পরিমুক্ত-মনোজ্ঞ-গন্ধং মূর্দ্ধ্নোঽপনীয় ঘন-নীল-শিরোরুহান্তাঃ ।
পীনোন্নত-স্তন-ভরানত-গাত্র-যষ্ট্যঃ কুর্ব্বন্তি কেশরচনামপরাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—জনঃ পুষ্পাসবামোদি-সুগন্ধিবক্ত্রঃ নিশ্বাস-বাতৈঃ সুরভীকৃতাঙ্গঃ কামরসানুবিদ্ধঃ পরস্পরাঙ্গ-ব্যতিষিক্ত-শায়ী (চ সন্) শেতে ॥ ১১ ॥

(প্রিয়ে !) সব্রণ-দন্ত-চিহ্নৈঃ দন্তচ্ছদৈঃ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেখৈঃ স্তনৈঃ চ নবযৌবনানাম্ অঙ্গনানাং নির্দ্দয়ং রতোপযোগঃ সংসূচ্যতে ॥ ১২ ॥

কাচিৎ বনিতা দর্পণ-সক্ত-হস্তা (সতী) বালাতপেষু বদনারবিন্দং বিভূষয়তি, প্রিয়তমেন নিপীত-সারং দন্তাগ্রভিন্নং দন্তচ্ছদম্ অবকৃষ্য নিরীক্ষতে চ ॥ ১৩ ॥

অন্যা (কাচিৎ) প্রকাম-সুরতশ্রমখিন্ন-দেহা, রাত্রি-প্রজাগর-বিপাটল-নেত্র-পদ্মা, স্রস্তাংস দেশ-লুলিতাকুল-কেশপাশা মৃদুসূর্য্য-করাভিতপ্তা (চ সতী) নিদ্রাং প্রয়াতি ॥ ১৪ ॥

ঘন-নীল-শিরোরুহান্তাঃ পীনোন্নত-স্তনভরানত-গাত্রযষ্ট্যঃ অপরাঃ তরুণ্যঃ পরিমুক্তমনোজ্ঞ-গন্ধং নির্ম্মাল্যদাম মূর্দ্ধ্নঃ অপনীয় কেশরচনাং কুর্ব্বন্তি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—এই শৈত্য-প্রবল সময়ে, পুষ্প-রস-নির্ম্মিত মদ্যে মুখ সুরভিত ও নিশ্বাসের পদ্ম-গন্ধে দেহ আমোদিত করিয়া, প্রণয়ি-যুগলরা আজ, কামরসে একান্ত অধীর হইয়া পরস্পরের দেহ আবেষ্টন-পূর্ব্বক, অত্যন্ত অবিযুক্তভাবে শয়ন করিতেছে ॥ ১১ ॥

প্রিয়ে ! নবযুবতীদের সর্ব্বাঙ্গে আজ সম্ভোগের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, তাহাদের অধর দশনাঘাতে ক্ষতবিক্ষত এবং স্তনতট নখাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন ও আলেখিত। উহাদের নির্দ্দয়ভাবে সম্পাদিত রতোৎসবের প্রমাণ উহাদেরই অধর ও স্তনমণ্ডলে বিদ্যমান। ॥ ১২ ॥

প্রিয়তমে ! দেখ দেখ, প্রভাত-সূর্য্যের ঐ সুখ-স্পর্শ কিরণে বসিয়া কোন সুন্দরী—করধৃত-দর্পণে স্বীয় বদনকমল দর্শনপূর্ব্বক বিভূষিত করিতেছে, আর নিষ্ঠুর প্রিয়তম কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে নিপীত-সর্ব্বস্ব ব্রণবিধুর অধর করাগ্রে আকর্ষণ পূর্ব্বক দশনচিহ্নগুলি নির্জ্জনে বসিয়া দেখিতেছে ॥ ১৩ ॥

আবার ঐ দেখ, আর এক সুন্দরী বাল-সূর্য্যের মন্দ কিরণে শয়ন করিয়া একটু ঘুমাইয়া বাঁচিতেছে। প্রগাঢ় সুরতশ্রমে উহার অঙ্গলতিকা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে, সারারাত্রি জাগরণ করায় নয়নপদ্ম কেমন পাটলবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কবরীবন্ধন-বিযুক্ত অলক-লতা আলুলায়িতভাবে কেমন অংসদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৪ ॥

ও দিকে, ঐ দেখ প্রিয়ে ! জলদ-কৃষ্ণ কেশ-কলাপ-শোভিনী ও পীনোন্নত স্তনভারে আনত-দেহ-যষ্টি অন্যান্য তরুণীরা, নৈশসম্ভোগ-ম্লান সৌরভ-হীন কুসুম-স্রক্—মস্তক হইতে অপসারণ-পূর্ব্বক কেমন কেশ-রচনা করিতেছে ॥ ১৫ ॥

অন্যা প্রিয়েণ পরিভুক্তমবেক্ষ্য গাত্রং হর্ষান্বিতা বিরচিতাধরচারু-শোভা।
কূর্পাসকং পরিদধাতি নখক্ষতাঙ্গী ব্যালম্বি-নীল-ললিতালক-কুঞ্চিতাক্ষী ॥ ১৬॥
অন্যাশ্চিরং সুরতকেলিপরিশ্রমেণ খেদং গতাঃ প্রশিথিলীকৃতগাত্রযষ্ট্যঃ।
সংহৃষ্যমাণপুলকোরুপয়োধরান্তা অভ্যঞ্জনং বিদধতি প্রমদাঃ সুশোভাঃ॥ ১৭॥
বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী পরিণতবহুশালিব্যালকুলগ্রামসীমা।
সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এষঃ সুখং বঃ॥ ১৮॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃতুসংহারে হেমন্তবর্ণনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—নখ-ক্ষতাঙ্গী ব্যালম্বি নীল-ললিতালক-কুঞ্চিতাক্ষী অন্যা প্রিয়েণ পরিভুক্তং গাত্রম্ অবেক্ষ্য হর্ষান্বিতা (তথা) বিরচিতাধরচারুশোভা (চ সতী) কূর্পাসকং পরিদধাতি॥ ১৬॥

অন্যাঃ সুশোভাঃ প্রমদাঃ চিরং সুরতকেলি-পরিশ্রমেণ খেদং গতাঃ প্রশিথিলীকৃত-গাত্রযষ্ট্যঃ সংহৃষ্যমাণ-পুলকোরুপয়োধরান্তাঃ (সত্যঃ) অভ্যঞ্জনং বিদধতি॥ ১৭॥

বহু-গুণ-রমণীয়ঃ যোষিতাং চিত্তহারী পরিণত-বহু-শালি-ব্যাকুল-গ্রাম-সীমা অতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ হিমযুক্তঃ এষঃ কালঃ বঃ (যুষ্মভ্যং) সততং সুখং প্রদিশতু॥ ১৮॥

বঙ্গার্থ।—আবার ঐ অন্য একটি ললনার ব্যাপার দর্শন কর। উহার সর্ব্বশরীর নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত এবং নীল-ললিত অলকভার লম্বিতভাবে দোদুল্যমান হওয়ায় উহার নয়ন কেমন কুঞ্চিত। রমণী নির্জ্জনে বসিয়া প্রিয়তম কর্তৃক পরিভুক্ত কেশ-স্নিগ্ধ স্বকীয় অঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেছে এবং কুঙ্কুমাদিরাগে অধর রঞ্জিত করিয়া কেমন কাঁচলী ধারণ করিতেছে॥ ১৬॥

প্রিয়ে! আবার ঐ দেখ, কতিপয় সুন্দরী কামিনী দীর্ঘকালব্যাপী নৈশ সুরত-শ্রমে একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, শরীর শিথিল হইয়া গিয়াছে, যেন তাহাতে কোন জোর নাই। ঐ দেখ, উহাদের গুরু-পয়োধরের চতুর্দ্দিকে রোমাবলী থাকিয়া থাকিয়া কেমন কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে এবং উহারা কোনমতে অতি অলসভাবে বসিয়া সুরভি তৈল ধীরে ধীরে গাত্রে মর্দ্দন করিতেছে॥ ১৭॥

প্রিয়ে! আজ সমস্তই সুন্দর। এই সুখের হেমন্তকাল বিলাসীর পক্ষে নানাগুণে ও নানাপ্রকারে রমণীয় এবং অঙ্গনা কুলের পরম হৃদয়রঞ্জন। এই কালে—নানাপ্রকার, পরিপক্ক শস্যে গ্রামের প্রান্তদেশ পরিপূর্ণ থাকায় সর্ব্বদাই চিত্ত-মুগ্ধকর। বক পঙ্‌ক্তির নির্ম্মল মাল্য-শোভিত এই হেমন্তকাল তোমাকে সর্ব্ববিধ ভোগসুখ দান করুক,—এই আমার প্রার্থনা॥ ১৮॥

ইতি চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

শিশিরবর্ণনম্

প্ররূঢ়শাল্যংশুচয়ৈর্ম্মনোহরং কচিৎ স্থিতক্রৌঞ্চনিনাদরাজিতম্ ।
প্রকামকামং প্রমদাজনপ্রিয়ং বরোরু! কালং শিশিরাহ্বয়ং শৃণু ॥ ১ ॥
নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ ।
গুরূণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনাঃ প্রয়ান্তি কালেঽত্র জনস্য সেব্যতাম্ ॥ ২ ॥
ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং ন হর্ম্ম্যপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্ম্মলম্ ।
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলা জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্ ॥ ৩ ॥
তুষারসঙ্ঘাতনিপাতশীতলাঃ শশাঙ্কভাভিঃ শিশিরীকৃতাঃ পুনঃ ।
বিপাণ্ডুতারাগণজিহ্মভূষিতা জনস্য সেব্যা ন ভবন্তি রাত্রয়ঃ ॥ ৪ ॥
গৃহীততাম্বূলবিলেপনস্রজঃ সুখাসবামোদিতবক্ত্রপঙ্কজাঃ ।
প্রকামকালাগুরুধূপবাসিতং বিশন্তি শয্যাগৃহমুৎসুকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—অয়ি বরোরু! প্ররূঢ়-শাল্যংশুচয়ৈঃ মনোহরং কচিৎ স্থিতক্রৌঞ্চনিনাদ-রাজিতং প্রকাম-কামং প্রমদাজন-প্রিয়ং শিশিরাহ্বয়ং কালং শৃণু ॥ ১ ॥

নিরুদ্ধবাতায়ন মন্দিরোদরং, হুতাশনঃ, ভানুমতঃ গভস্তয়ঃ, গুরূণি বাসাংসি, সযৌবনাঃ অবলাঃ (চ) অত্র কালে জনস্য সেব্যতাং প্রয়ান্তি ॥ ২ ॥

চন্দ্রমরীচি-শীতলং চন্দনং ন শরদিন্দু-নির্ম্মলং হর্ম্ম্য-পৃষ্ঠং ন, সান্দ্র-তুষার-শীতলাঃ বায়বঃ (চ) সাম্প্রতং জনস্য চিত্তং ন রময়ন্তি ॥ ৩ ॥

তুষার-সঙ্ঘাত-নিপাত-শীতলাঃ, পুনঃ শশাঙ্কভাভিঃ শিশিরীকৃতাঃ, বিপাণ্ডুতারাগণজিহ্মভূষিতাঃ (চ) রাত্রয়ঃ জনস্য সেব্যাঃ ন ভবন্তি ॥ ৪ ॥

গৃহীত-তাম্বূল-বিলেপন-স্রজঃ সুখাসবামোদিতবক্ত্র-পঙ্কজাঃ স্ত্রিয়ঃ উৎসুকাঃ (সত্যঃ) প্রকাম-কালাগুরুধূপবাসিতং শয্যাগৃহং বিশন্তি ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! কিয়ৎপূর্ব্বে তোমাকে সুখকর হেমন্তঋতুর বিষয় বলিয়াছি, এখন যুবক-যুবতীদের সম্ভোগার্হ শিশিরকালের কথা শ্রবণ কর। অয়ি বরোরু! এ কালের সমস্তই সুন্দর। পরিণত শালিধান্যের আভায় চারিদিক্ মনোহর, কোথাও বা ক্রৌঞ্চকুলের মধুর-রবে দিগ্‌বিভাগ মুখরিত। এই মনোজ্ঞ-কালে হৃদয়ের কামবৃত্তি বড়ই প্রবল হয় এবং মদাতুরা ললনাদের এ কাল বড়ই প্রিয় ॥ ১ ॥

প্রেয়সি! এই শিশির-কালে লোক কোন্ কোন্ বস্তু সেবা করিতে ভালোবাসে, তা' জান কি? হয়—বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া গৃহের অভ্যন্তরভাগ, না হয় অগ্নি, অথবা সূর্য্যের কিরণ এবং গরম কাপড় এই শিশিরকালের প্রধান সেব্য, আর প্রিয়তমে! যৌবনবতী প্রমদা এই কালের বড়ই উপভোগ্য ও উপযোগী ॥ ২ ॥

প্রিয়ে! এখন আর চন্দ্রিকার ন্যায় শীতল চন্দন, শারদ চন্দ্রমার ন্যায় নির্ম্মল হর্ম্ম্যতল বা ঘনতুষার-শীতল সমীরণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। অথবা—॥ ৩ ॥

হিম-রাশিপতনে সুশীতল, শশাঙ্ককিরণে শিশিরীকৃত ও পাণ্ডুবর্ণ তারাগণ কর্ত্তৃক নানা ভাবে বিভূষিত রজনী মানুষ আর পছন্দ করে না ॥ ৪ ॥

প্রিয়ে! তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে ও নান[illegible] পক্ষে এই এবং কুসুমদামে দেহ সাজাইয়া, বদনকমল[illegible], দর্পও অত্যন্ত এতাদৃশ মদ্য-গন্ধে আমোদিত করত প্রমদাগণ একান্ত উৎসুক হইয়া কালাগুরুধূপ-সুবাসিত শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিতেছে ॥

কৃতাপরাধান্ বহুশোঽপি তর্জ্জিতান্ সবেপথূন্ সাধ্বসলুপ্তচেতসঃ।
নিরীক্ষ্য ভর্ত্তৃন্ সুরতাভিলাষিণঃ স্ত্রিয়োঽপরাধান্ সমদা বিসস্মরুঃ॥ ৬॥
প্রকামকামৈর্যুবভিঃ সনির্দ্দয়ং নিশাসু দীর্ঘাস্বভিরামিতা ভৃশম্।
ভ্রমন্তি মন্দং শ্রমখেদিতোরসঃ ক্ষপাবসানে নবযৌবনাঃ স্ত্রিয়॥ ৭॥
মনোজ্ঞ-কূর্পাসক-পীড়িত-স্তনাঃ সরাগ-কৌশেয়ক-ভূষিতোরসঃ।
নিবেশিতান্তঃকুসুমৈঃ শিরোরুহৈর্বিভূষয়ন্তীব হিমাগমং স্ত্রিয়ঃ॥ ৮॥
পয়োধরৈঃ কুঙ্কুমরাগপিঞ্জরৈঃ সুখোপসেব্যৈর্নবযৌবনোষ্মভিঃ।
বিলাসিনীভিঃ পরিপীড়িতোরসঃ স্বপন্তি শীতং পরিভূয় কামিনঃ॥ ৯॥
সুগন্ধি-নিশ্বাস-বিকম্পিতোৎপলং মনোহরং কাম-রতি-প্রবোধকম্।
নিশাসু হৃষ্টাঃ সহ কামিভিঃ স্ত্রিয়ঃ পিবন্তি মদ্যং মদনীয়মুত্তমম্॥ ১০॥
অপগতমদরাগা যোষিদেকা প্রভাতে কৃতনিবিড়কুচাগ্রা পত্যুরালিঙ্গনেন।
প্রিয়তমপরিভুক্তং বীক্ষমাণা স্বদেহং ব্রজতি শয়নবাসাদ্বাসমন্যদ্ধসন্তী॥ ১১।

অন্বয়।—সুরতাভিলাষিণঃ সমদাঃ স্ত্রিয়ঃ কৃতাপরাধান্ বহুশঃ তর্জ্জিতান্ সবেপথূন্ সাধ্বস-লুপ্তচেতসঃ অপি (চ) ভর্ত্তৃন্ নিরীক্ষ্য অপরাধান্ বিসস্মরুঃ॥ ৬॥

প্রকাম-কামৈঃ যুবভিঃ দীর্ঘাসু নিশাসু সনির্দ্দয়ং ভৃশম্ অভিরামিতাঃ নবযৌবনাঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রমখেদিতোরসঃ (সত্যঃ) ক্ষপাবসানে মন্দং ভ্রমন্তি॥ ৭

মনোজ্ঞ-কূর্পাসক-পীড়িত-স্তনাঃ, সরাগ-কৌশেয়কভূষিতোরসঃ স্ত্রিয়ঃ নিবেশিতান্তঃকুসুমৈঃ শিরোরুহৈঃ হিমাগমং বিভূষয়ন্তি ইব॥ ৮॥

কামিনঃ বিলাসিনীভিঃ (কর্ত্রীভিঃ) কুঙ্কুম-রাগ-পিঞ্জরৈঃ সুখোপসেব্যৈঃ নবযৌবনোষ্মভিঃ পয়োধরৈঃ পরিপীড়িতোরসঃ (সন্তঃ) শীতং পরিভূয় স্বপন্তি॥ ৯॥

স্ত্রিয়ঃ নিশাসু কামিভিঃ সহ হৃষ্টাঃ (সত্যঃ) সুগন্ধি-নিশ্বাস-বিকম্পিতোৎপলং মনোহরং কামরতি-প্রবোধকং মদনীয়ম্ উত্তমং মদ্যং পিবন্তি॥ ১০॥

অপগত-মদ-রাগা পত্যুঃ আলিঙ্গনেন কৃত-নিবিড়-কুচাগ্রা একা যোষিৎ প্রভাতে স্বদেহং প্রিয়তম-পরিভুক্তং বীক্ষমাণা হসন্তী (সতী) শয়নবাসাৎ অন্যৎ বাসং ব্রজতি॥ ১১॥

বঙ্গার্থ।—সুন্দরি! এই শিশিরকালের প্রভাবে আজ, ঐ দেখ, সুরতাসক্ত রমণীরা, অপরাধী, বার বার তর্জ্জিত-গর্জ্জিত, রতিসুখাভিলাষী, ভয়-বিলুপ্তজ্ঞান পতিদিগের দিকে চাহিয়া তাদের সকল অপরাধ ভুলিয়া যাইতেছে॥ ৬॥

প্রিয়ে! কামোন্মত্ত যুবকবৃন্দ শিশিরকালের সারা রজনী ধরিয়া নবযৌবনোল্লাসিনী প্রিয়তমাদিগকে এমন ভাবেই উপভোগ করিয়াছে যে, রতিশ্রমভরে ললনাদের বক্ষোদেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, ঐ দেখ, নিশাশেষে তাহারা আর ক্ষিপ্র চরণে চলিতে পারিতেছে না। ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতেছে॥ ৭॥

রমণীকুলের সাজসজ্জার বাহুল্যে হিমাগমকাল নিজেই যেন কত সজ্জিত হইতেছে। ঐ দেখ প্রিয়ে, সুন্দরীদের মনোহর কাঁচলীর ভারেও যেন স্তনবিম্ব পীড়িত হইতেছে, সুরঞ্জিত কৌষেয়বসনে পীনবক্ষঃস্থল এবং মধ্যে মধ্যে নিবেশিত কুসুমজালে কামিনীবৃন্দের, কেশকলাপ কি সুন্দর শোভা পাইতেছে॥ ৮॥

প্রিয়তমে! আজ এই প্রবল শীতের রাত্রিতে বিলাসিনী অঙ্কশায়িনীদিগের কুঙ্কুম-রাগ-পিঞ্জর কঠোর পয়োধর এবং সুখ-সেব্য নবযৌবনের উত্তাপে স্ব স্ব বক্ষঃস্থল বিমর্দ্দিত করত কামিগণ শীতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে ও আবেষ্টিত কলেবরে নিদ্রা যাইতেছে॥ ৯॥

ঐ দেখ প্রেয়সি! এই প্রবলশৈত্যপূর্ণ রজনীতে কামার্ত্ত-দয়িতগণের সহিত কামিনীরা হৃদয়ের কামভাবের উদ্রেককারী মদবর্দ্ধক উত্তম মদ্য পান করিতেছে, সেই সুপেয় মদ্যের উপর বিন্যস্ত উৎপল-দল রাগোদ্ধতহৃদয়া ললনাদের নিশ্বাস-পবনে কেমন বিকম্পিত হইতেছে॥ ১০॥

প্রিয়ে! ঐ দেখ, আর এক সুন্দরীর কাণ্ড! ভোর হইয়াছে, নিশাপরিগৃহীত মদরাগ কাটিয়া গিয়াছে, পতির নির্দ্দয় আলিঙ্গনের প্রাচুর্য্যে তরুণীর কুচাগ্রভাগ একেবারে আকুঞ্চিত হইয়াছে, কামিনী সর্ব্বাঙ্গে প্রিয়তমের পরিভোগের চিহ্ন দেখিয়া লজ্জিতবদনে তাড়াতাড়ি শয়নগৃহ হইতে অন্যগৃহে গমন করিতেছে, নতুবা লজ্জা পাইবার সম্ভাবনা॥ ১১॥

অগুরুসুরভিধূপামোদিতং কেশপাশং গলিতকুসুমমালং তন্বতী কুঞ্চিতাগ্রম্।
ত্যজতি গুরুনিতম্বা নিম্নমধ্যাবসানা হ্যুষসি শয়নমন্যা কামিনী চারুশোভা ॥ ১২ ॥
কনক-কমল-কান্তৈঃ সদ্য এবাম্বুধৌতৈঃ শ্রবণতট-নিষক্তৈঃ পাটলোপান্ত-নেত্রৈঃ।
উষসি বদনবিম্বৈরংস-সংসক্ত-কেশৈঃ শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিতা যোষিতোঽদ্য ॥ ১৩ ॥
পৃথুজঘন-ভরার্ত্তাঃ কিঞ্চিদানম্র-মধ্যাঃ স্তনভরপরিখেদান্মন্দমন্দং ব্রজন্ত্যঃ।
সুরত-সময়বেশং নৈশমাশু প্রহায় দধতি দিবসযোগ্যং বেশমন্যাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৪ ॥
নখপদচিতভাগান্ বীক্ষমাণাঃ স্তনাগ্রানধরকিসলয়াগ্রং দন্তভিন্নং স্পৃশন্ত্যঃ।
অভিমতরসমেতং নন্দয়ন্ত্যস্তরুণ্যঃ সবিতুরুদয়কালে ভূষয়ন্ত্যাননানি ॥ ১৫ ॥
প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ প্রবলসুরতকেলির্জাতকন্দর্পদর্পঃ।
প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ শিশিরসময় এষ শ্রেয়সে বোঽস্তু নিত্যম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃতুসংহারে শিশিরবর্ণনং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—চারুশোভা নিম্নমধ্যাবসানা গুরু-নিতম্বা অন্যা কামিনী উষসি অগুরু-সুরভি-ধূপামোদিতং গলিত-কুসুম-মালং কুঞ্চিতাগ্রং কেশপাশং তন্বতী (সতী) শয়নং ত্যজতি হি ॥ ১২ ॥

অদ্য যোষিতঃ উষসি গৃহমধ্যে কনক-কমল-কান্তৈঃ সদ্যঃ এব অম্বুধৌতৈঃ শ্রবণ-তট-নিষক্তৈঃ পাটলোপান্ত-নেত্রৈঃ অংস-সংসক্ত-কেশৈঃ বদন-বিম্বৈঃ শ্রিয়ঃ ইব সংস্থিতাঃ ॥ ১৩ ॥

পৃথুজঘন-ভরার্ত্তাঃ কিঞ্চিদানম্র-মধ্যাঃ স্তন-ভর-পরিখেদাৎ মন্দমন্দং ব্রজন্ত্যঃ অন্যাঃ তরুণ্যঃ নৈশং সুরত-সময়বেশম্ আশু প্রহায় দিবস-যোগ্যং বেশং দধতি ॥ ১৪ ॥

তরুণ্যঃ নখ-পদ-চিত-ভাগান্ স্তনাগ্রান্ বীক্ষমাণাঃ দন্ত-ভিন্নম্ অধরকিসলয়াগ্রং স্পৃশন্ত্যঃ (তথা) অভিমতরসম্ এতং নন্দয়ন্ত্যঃ (চ সত্যঃ) সবিতুঃ উদয়কালে আননানি ভূষয়ন্তি ॥ ১৫ ॥

প্রচুর-গুড়-বিকারঃ স্বাদু-শালীক্ষু-রম্যঃ প্রবল সুরতকেলিঃ জাত-কন্দর্পদর্পঃ প্রিয়জন-রহিতানাং চিত্ত-সন্তাপ-হেতুঃ এষঃ শিশির সময়ঃ বঃ (যুষ্মাকং) নিত্যং শ্রেয়সে অস্তু ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ—প্রিয়তমে! দেখ দেখ, ঐ এক ক্ষীণমধ্যা ও ক্ষীণকটিপ্রান্তা নিতম্বতী কামিনী ঊষাকালে অঙ্গলাবণ্যে রতিমন্দির উজ্জ্বল করিয়া, অগুরু ধূপ-বাসিত, বিস্রস্ত-কুসুম-দাম ও কুঞ্চিতপ্রান্ত কেশকলাপ অঙ্গুলীদ্বারা ছাড়াইতে ছাড়াইতে নৈশশয্যা পরিত্যাগ করিতেছে ॥ ১২ ॥

প্রিয়ে! আজ ঊষাকালে গৃহলক্ষ্মীগণ যথার্থই গৃহের লক্ষ্মীর ন্যায়—অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। ঐ দেখ, প্রাতঃক্রিয়াবসানে সদ্যঃ প্রক্ষালিত, স্বর্ণ কমলবৎ কমনীয়কান্তি, আবর্ণপরিপুষ্ট ও আরক্ত-নেত্রপ্রান্ত বদন-বিম্বের পরিসর বাহিয়া উঁহাদের কেশপাশ কেমন অংসদেশে এলাইয়া পড়িয়াছে! ॥ ১৩ ॥

আবার ঐ দেখ, আরও কতিপয় তরুণী জঘনদেশের গুরুভারে আর্ত্ত হওয়ায় তাহাদের মধ্যভাগ যেন ঈষৎ আনত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা পীনোন্নত-স্তনভারে ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে রাত্রিকালের সুরতোচিত বেশবিন্যাস তাড়াতাড়ি পরিত্যাগপূর্ব্বক, দিবসের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে ॥ ১৪ ॥

প্রিয়তমে! আজ সূর্য্যোদয়কালে, উপভুক্তা তরুণী-দের অবস্থা একবার নিরীক্ষণ কর॥ তাহারা কখনো প্রিয়-তমের নখক্ষত স্তনাগ্রভাগ দেখিতেছে, কখনো আবার দশনক্ষত অধরপল্লব স্পর্শপূর্ব্বক আঘাতের পরিমাণ উপলব্ধি করিতেছে ও মনে মনে আপনার ভাগ্যকে অভিনন্দিত করিতে করিতে মুখকমল বিভূষিত করিতেছে ॥ ১৫ ॥

হৃদয়েশ্বরি! এই উপভোগক্ষম শিশির-সময়ে গৌড়ী সুরার বড়ই প্রাচুর্য্য ও শালি এবং ইক্ষুরসের সুরা এ সময়ে বড়ই স্বাদু ও রমণীয়। এই মনোহর কালে সুরতচর্য্যার অতিশয় প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে এবং কন্দর্পের দর্পও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রিয়ে! প্রিয়জন-বিযুক্তাদিগের পক্ষে এই মনোরম কাল অতীব দুঃসহ। আমি প্রার্থনা করি, এতাদৃশ শিশির-সময় চিরদিন তোমার মঙ্গল-বিধান করুক ॥ ১৬ ॥

ইতি পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

বসন্তবর্ণনম্

প্রফুল্ল-চূতাঙ্কুর-তীক্ষ্ণ-সায়কো দ্বিরেফ-মালা-বিলসদ্ধনুর্গুণঃ।
মনাংসি বেদ্ধুং সুরত-প্রসঙ্গিনাং বসন্ত-যোধঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে॥ ১॥
দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্ব্বং প্রিয়ে! চারুতরং বসন্তে॥ ২॥
বাপীজলানাং মণিমেখলানাং শশাঙ্কভাসাং প্রমদাজনানাম্।
চূত-দ্রুমাণাং কুসুমান্বিতানাং দদাতি সৌভাগ্যময়ং বসন্তঃ॥ ৩॥
কুসুম্ভরাগারুণিতৈর্দুকূলৈর্নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাম্।
রক্তাংশুকৈঃ কুঙ্কুমরাগ-গৌরৈরলংক্রিয়ন্তে স্তন-মণ্ডলানি॥ ৪॥
কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং চলেষু নীলেম্বলকেম্বশোকম্।
পুষ্পঞ্চ ফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ প্রয়াতি কান্তিং প্রমদাজনস্য॥ ৫॥

অন্বয়।—প্রিয়ে! প্রফুল্লচূতাঙ্কুর-তীক্ষ্ণ-সায়কঃ দ্বিরেফ-মালা-বিলসদ্ধনুর্গুণঃ বসন্তযোধঃ সুরতপ্রসঙ্গিনাং মনাংসি বেদ্ধুং সমুপাগতঃ॥ ১॥

প্রিয়ে! বসন্তে দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ, সলিলং সপদ্মং, স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ, পবনঃ সুগন্ধিঃ, প্রদোষাঃ সুখাঃ, দিবসাঃ চ রম্যাঃ,—সর্ব্বম্ (অত্র) চারুতরং (ভবতি)॥ ২॥

অয়ং বসন্তঃ বাপীজলানাং মণিমেখলানাং শশাঙ্কভাসাং প্রমদাজনানাং কুসুমান্বিতানাং চূতদ্রুমাণাং সৌভাগ্যং দদাতি॥ ৩॥

(অত্র) বিলাসিনীনাং নিতম্ববিম্বানি কুসুম্ভ-রাগারুণিতৈঃ দুকূলৈঃ, স্তনমণ্ডলানি (চ) কুঙ্কুমরাগগৌরৈঃ রক্তাংশুকৈঃ অলংক্রিয়ন্তে॥ ৪॥

(অত্র) প্রমদাজনস্য কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং, চলেষু নীলেষু অলকেষু অশোকং নব-মল্লিকায়াঃ ফুল্লং পুষ্পং চ কান্তিং প্রয়াতি॥ ৫॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! রতি-লালস কামিগণের হৃদয় বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ঐ দেখ, প্রবল যোদ্ধার মত বসন্তকাল উপস্থিত! প্রফুল্ল সহকার-মুকুল উহার সুতীক্ষ্ণ সায়ক এবং অলিপঙ্‌ক্তি উহার বিলাস-ভঙ্গি-দুঃসহ ধনুকের গুণ॥ ১॥

সুন্দরি! তোমার ন্যায় বসন্তের সমস্তই সুন্দর! ঐ দেখ, গাছে গাছে ফুল, জলে জলে পদ্ম এবং অঙ্গনামাত্রেই আজ কাম-শর-পীড়িত, প্রিয়ে! আজ গন্ধবহ যথার্থই সৌগন্ধময়, সায়ংকাল অতি সুখকর এবং দিবাভাগও পরম-রমণীয়; তাই বলিতেছিলাম, এ সময়ে সবই সুন্দর!॥ ২॥

প্রিয়তমে! আজ বসন্ত যেন স্বহস্তে সকলকে সাজাইতে বসিয়াছে, সকলকেই সৌন্দর্য্যভূষণে বিভূষিত করিতেছে! ঐ দেখ,—কি দীর্ঘিকার সলিল, কি মণিময়-রশনাবিমণ্ডিত ইন্দুকান্তি কামিনী, কি কুসুমশোভিত সহকারতরু,—সকলেই আজ সৌভাগ্য-সজ্জায় সমলঙ্কৃত॥ ৩॥

আজ এই উৎকট বসন্তে বিলাসিনীগণের নিতম্ববিম্ব কুসুম্ভ-কুসুমরাগারুণ মনোহর বসনে কেমন শোভা পাইতেছে, আবার তাহাদের স্তনমণ্ডল ঐ দেখ কুঙ্কুমরাগ-গৌর রক্তাভ অংশুকে কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে॥ ৪॥

আর ঐ দেখ, প্রমদাবৃন্দের কর্ণপাশে নব-কর্ণিকার কুসুম ও ঘনকৃষ্ণ চঞ্চল অলকদামে অশোক এবং নবমল্লিকা-প্রসূন কেমন শোভা পাইতেছে!॥ ৫॥

স্তনেষু হারাঃ সিতচন্দনার্দ্রা ভুজেষু সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি।
প্রয়াস্ত্যনঙ্গাতুরমানসানাং নিতম্বিনীনাং জঘনেষু কাঞ্চ্যঃ ॥ ৬ ॥
সপত্রলেখেষু বিলাসিনীনাং বক্ত্রেষু হেমাম্বুরুহোপমেষু।
রত্নান্তরে মৌক্তিকসঙ্গরম্যঃ স্বেদোদগমো বিস্তরতামুপৈতি ॥ ৭ ॥
উচ্ছ্বাসয়ন্ত্যঃ শ্লথবন্ধনানি গাত্রাণি কন্দর্প-সমাকুলানি।
সমীপবর্ত্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্য্যঃ ॥ ৮ ॥
তনূনি পাণ্ডূনি সমন্থরাণি মুহুর্মুহুর্জৃম্ভণতৎপরাণি।
অঙ্গান্যনঙ্গঃ প্রমদাজনস্য করোতি লাবণ্য-সসম্ভ্রমাণি ॥ ৯ ॥
নেত্রেষু লোলো মদিরালসেষু গণ্ডেষু পাণ্ডুঃ কঠিনঃ স্তনেষু।
মধ্যেষু নিম্নো জঘনেষু পানঃ স্ত্রীণামনঙ্গো বহুধা স্থিতোঽদ্য ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—(অদ্য) অনঙ্গাতুরমানসানাং নিতম্বিনীনাং স্তনেষু সিতচন্দনার্দ্রাঃ হারাঃ, ভুজেষু বলয়াঙ্গদানি, জঘনেষু কাঞ্চ্যঃ সঙ্গং প্রয়াস্তি ॥ ৬ ॥

বিলাসিনীনাং সপত্রলেখেষু হেমাম্বুরুহোপমেষু বক্ত্রেষু স্বেদোদ্গমঃ রত্নান্তরে মৌক্তিক-সঙ্গ-রম্যঃ (সন্) বিস্তরতাম্ উপৈতি ॥ ৭ ॥

অধুনা প্রিয়েষু সমীপবর্ত্তিষু (সৎসু) সমুৎসুকাঃ এব নার্য্যঃ কন্দর্প-সমাকুলানি, অতএব শ্লথবন্ধনানি গাত্রাণি উচ্ছ্বাসয়ন্ত্যঃ ভবন্তি ॥ ৮ ॥

(অদ্য) অনঙ্গঃ প্রমদা-জনস্য অঙ্গানি তনূনি, পাণ্ডূনি, সমন্থরাণি, মুহুর্মুহুঃ জৃম্ভণতৎপরাণি লাবণ্য-সসম্ভ্রমাণি (চ) করোতি ॥ ৯ ॥

অদ্য অনঙ্গঃ স্ত্রীণাং মদিরালসেষু নেত্রেষু লোলঃ, গণ্ডেষু পাণ্ডুঃ, স্তনেষু কঠিনঃ, মধ্যেষু নিম্নঃ, জঘনেষু পীনঃ (চ ইতি) বহুধা স্থিতঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! আজ এই বসন্ত-সমাগমে মদনাতুরা নিতম্বিনীরা পীনপয়োধরশোভী উরঃস্থলে শ্বেতচন্দন-লিপ্ত হার, বাহুলতায় বলয় ও কেয়ূর এবং জঘনদেশে কি সুন্দর মেখলাদাম পরিধান করিয়াছে ॥ ৬ ॥

বিলাসিনীদিগের হেমারবিন্দ-প্রতিম ও পত্র-রচনাবিশিষ্ট বদনে স্বেদবিন্দু উদ্গত হইয়া কেমন রমণীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে! মনে হইতেছে যেন, রত্নজালমধ্যে মুক্তাজাল খচিত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৭ ॥

প্রিয়তমে! বসন্তের এমনই প্রভাব যে, ঐ দেখ, স্ব স্ব প্রণয়-ভাজন সমীপে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কামিনীরা কেমন যেন সমুৎসুক, উৎকণ্ঠিত ও বিরহাতুরবৎ হইয়া উঠিতেছে; তাহাদের মদনসন্তাপ-ক্লিষ্ট কলেবর থাকিয়া থাকিয়া কেমন যেন উচ্ছ্বসিত ও পরক্ষণেই আবার শিথিল-গ্রন্থি, একেবারে অলস-অধীর হইয়া পড়িতেছে ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে! একে বসন্তের প্রকোপ, তাহাতে আবার অনঙ্গের তাড়না, এতদুভয়ে আজ প্রমদাগণের কি চমৎকার অবস্থা ঘটিয়াছে,—একবার নিরীক্ষণ কর। তাহাদের অঙ্গ-লতিকা পাণ্ডুবর্ণ কৃশ ও কেমন যেন অলস হইয়া পড়িয়াছে, বার বার হাই তুলিতেছে, আজ সুন্দরীদের দেহে লাবণ্য যেন আর ধরিতেছে না। সর্ব্বাঙ্গে সৌন্দর্য্যের যেন একটা কেমন ত্রাস, তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে ॥ ৯ ॥

প্রিয়ে! দেখ দেখ, রমণীদের আপাদমস্তক সর্ব্বদেহে মদন আজ কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিলাস করিতেছে। ঐ দেখ, উহাদের মদিরালস নয়নে কন্দর্প কেমন চঞ্চল, গণ্ডস্থল কেমন পাণ্ডু, আবার স্তনপঙ্কজে কেমন কঠিনরূপে মদনের আবির্ভাব হইয়াছে। নাভিরন্ধ্রে ও কটিদেশে কেমন নিম্ন ও জঘনদেশে কেমন স্থূল হইয়া রতিপতি আত্মপ্রকাশ করিতেছে ॥ ১০ ॥

অঙ্গানি নিদ্রালসবিভ্রমাণি বাক্যানি কিঞ্চিন্মদলালসানি।
ভ্রূক্ষেপজিহ্মানি চ বীক্ষিতানি চকার কামঃ প্রমদাজনানাম্॥ ১১॥
প্রিয়ঙ্গুকালীয়ককুঙ্কুমাক্তং স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ।
আলিপ্যতে চন্দনমঙ্গনাভিঃ মদালসাভির্ম্মৃগনাভিযুক্তম্॥ ১২॥
গুরূণি বাসাংসি বিহায় তূর্ণং তনূনি লাক্ষারসরঞ্জিতানি।
সুগন্ধিকালাগুরুধূপিতানি ধত্তেঽঙ্গনা কামমদালসাঙ্গী॥ ১৩॥
পুংস্কোকিলশ্চূতরসাসবেন মত্তঃ প্রিয়াং চুম্বতি রাগহৃষ্টঃ।
কূজন্ দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থঃ প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটু॥ ১৪॥
তাম্র-প্রবাল-স্তবকাবনম্রাশ্চূতদ্রুমাঃ পুষ্পিত-চারু-শাখাঃ।
কুর্ব্বন্তি কামং পবনাবধূতাঃ পর্য্যুৎসুকং মানসমঙ্গনানাম্॥ ১৫॥
আ মূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রং সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ।
কুর্ব্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্॥ ১৬॥

অন্বয়।—(অদ্য) কামঃ প্রমদাজনানাম্ অঙ্গানি নিদ্রালসবিভ্রমাণি, বাক্যানি কিঞ্চিৎ মদ-লালসানি, বীক্ষিতানি চ ভ্রূক্ষেপজিহ্মানি চকার॥ ১১॥

(প্রিয়ে! অদ্য) বিলাসিনীভিঃ মদালসাভিঃ অঙ্গনাভিঃ গৌরেষু স্তনেষু প্রিয়ঙ্গু-কালীয়ক-কুঙ্কুমাক্তং মৃগনাভিযুক্তং চন্দনম্ আলিপ্যতে॥ ১২॥

কামমদালসাঙ্গী অঙ্গনা তূর্ণং গুরূণি বাসাংসি বিহায় লাক্ষারসরঞ্জিতানি সুগন্ধি-কালাগুরুধূপিতানি তনূনি (বাসাংসি) ধত্তে॥ ১৩॥

চূতরসাসবেন মত্তঃ রাগ-হৃষ্টঃ পুংস্কোকিলঃ প্রিয়াং চুম্বতি, অয়ং অম্বুজস্থঃ দ্বিরেফঃ অপি কূজন্ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়ং চাটু প্রকরোতি॥ ১৪॥

(অদ্য) তাম্র-প্রবালস্তবকাবনম্রাঃ পুষ্পিত-চারুশাখাঃ চূতদ্রুমাঃ পবনাবধূতাঃ (সন্তঃ) অঙ্গনানাং মানসং কামং পর্য্যুৎসুকং কুর্ব্বন্তি॥ ১৫॥

আ মূলতঃ বিদ্রুমরাগতাম্রং পুষ্পচয়ং দধানাঃ সপল্লবাঃ অশোকাঃ নিরীক্ষ্যমাণাঃ (সন্তঃ) নবযৌবনানাং হৃদয়ং সশোকং কুর্ব্বন্তি॥ ১৬॥

বঙ্গার্থ।—কাম আজ প্রমদাদের বচন কেমন গদ্‌গদ ও মদবিজড়িত, নয়নের দৃষ্টি কেমন কটাক্ষ-জটিল ও সর্ব্বকলেবর কেমন যেন নিদ্রাজড়বৎ করিয়া তুলিয়াছে॥ ১১॥

আজ বিলাসিনীগণ একান্ত মদালস হইয়া ঐ দেখ, প্রিয়ঙ্গু-পরাগ, সুরভি কালীয়ক ও কুঙ্কুমমিশ্রিত এবং মৃগনাভিযুক্ত চন্দনরসে গৌরবর্ণ স্তন-কোকনদ চর্চ্চিত করিতেছে॥ ১২॥

প্রিয়ে! ঐ দেখ, কাম-মদে অলসাঙ্গী হইয়া সুন্দরীরা গুরু অর্থাৎ শৈত্যনিবারক স্থূল গরম কাপড় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, তাড়াতাড়ি লাক্ষারস-রঞ্জিত ও সৌগন্ধময় কালাগুরু-ধূপবাসিত সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিতেছে॥ ১৩॥

দেখ দেখ, চূতমঞ্জরীর মকরন্দরূপ মদ্য পান করিয়া অনুরাগান্ধ-হৃদয়ে কোকিলকুল কেমন প্রগাঢ়ভাবে তাহাদের প্রিয়তমাকে চুম্বন করিতেছে! আবার ঐ দিকে ঐ পদ্মদল-নিষণ্ণ ভ্রমর গুন্ গুন্ গুঞ্জরণে কেমন মধুর কণ্ঠে প্রিয় চাটু বচন দ্বারা প্রিয়তমা ভ্রমরীর হৃদয় গলাইতেছে!॥ ১৪॥

প্রিয়ে! তাম্রাভ নব-পল্লব-গুচ্ছে ঈষদানত এবং শাখায় শাখায় কুসুমভারে পরিশোভিত হইয়া, ঐ দেখ, সহকারতরু বায়ুভরে কাঁপিতে কাঁপিতে বসন্ত-প্রভাব-পীড়িতা যুবতীদিগকে কিরূপ উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে!॥ ১৫॥

আবার ঐ নবপল্লবশোভিত রক্তাশোকতরু বিদ্রুমবৎ রক্তাভ কুসুমনিচয়ে, ঐ দেখ, কেমন আমূল বিমণ্ডিত হইয়াছে। প্রিয়ে! আজ ঐ অশোকের দিকে চাহিয়া নব-যুবতীদের হৃদয় প্রিয়-বিরহ-শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িতেছে॥ ১৬॥

মত্তদ্বিরেফ-পরিচুম্বিত-চারু-পুষ্পা মন্দানিলাকুলিত-নম্র-মৃদু-প্রবালাঃ ।
কুর্ব্বন্তি কামিমনসাং সহসোৎসুকত্বং চূতাভিরামকলিকাঃ সমবেক্ষ্যমাণাঃ ॥ ১৭ ॥
কান্তামুখ-দ্যুতিজুষামপি চোদ্গতানাং শোভাং পরাং কুরবক-দ্রুমমঞ্জরীণাম্ ।
দৃষ্ট্বা প্রিয়ে! সহৃদয়স্য ভবেন্ন কস্য কন্দর্প-বাণ-পতন-ব্যথিতং হি চেতঃ ॥ ১৮ ॥
আদীপ্ত-বহ্নি সদৃশৈর্ম্মরুতাবধূতৈঃ সর্ব্বত্র কিংশুক-বনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ ।
সদ্যো বসন্ত-সময়ে হি সমাচিতেয়ং রক্তাংশুকা নব-বধূরিব ভাতি ভূমিঃ ॥ ১৯ ॥
কিং কিংশুকৈঃ শুক-মুখচ্ছবিভির্ন ভিন্নং কিং কর্ণিকার-কুসুমৈর্ন কৃতং নু দগ্ধম্ ।
যৎ কোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈর্ব্বচোভির্যূনাং মনঃ সুবদনানিহিতং নিহন্তি ॥ ২০ ॥
পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্ত হর্ষৈঃ কূজদ্ভিরুন্মদকলানি বচাংসি ভৃঙ্গৈঃ ।
লজ্জান্বিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন পর্য্যাকুলং কুলগৃহেঽপি কৃতং বধূনাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—মত্ত-দ্বিরেফ-পরিচুম্বিত-চারু-পুষ্পাঃ মন্দা-নিলাকুলিত-নম্র-মৃদু-প্রবালাঃ, চূতাভিরাম-কলিকাঃ সমবেক্ষ্যমাণাঃ (সত্যঃ) সহসা কামি-মনসাম্ উৎসুকত্বং কুর্ব্বন্তি ॥ ১৭ ॥

অপি চ প্রিয়ে। কান্তামুখ-দ্যুতি-জুষাম্ উদ্গতানাং কুরবক-দ্রুম-মঞ্জরীণাং পরাং শোভাং দৃষ্ট্বা সহৃদয়স্য কস্য চেতঃ কন্দর্পবাণ পতন-ব্যথিতং ন ভবেৎ হি? ॥ ১৮ ॥

বসন্ত-সময়ে সদ্যঃ আদীপ্ত-বহ্নি-সদৃশৈঃ মরুতা অবধূতৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ কিংশুকবনৈঃ সর্ব্বত্র সমাচিতা ইয়ং ভূমিঃ হি রক্তাংশুকা নববধূঃ ইব ভাতি ॥ ১৯ ॥

সুবদনা-নিহিতং যূনাং মনঃ শুক-মুখচ্ছবিভিঃ কিংশুকৈঃ কিং ন ভিন্নম্? কর্ণিকারকুসুমৈঃ কিং দগ্ধং ন কৃতং নু? যৎ অয়ং কোকিলঃ পুনঃ মধুরৈঃ বচোভিঃ (তৎ) মনঃ নিহন্তি? ॥ ২০ ॥

উপাত্তহর্ষৈঃ কলবচোভিঃ পুংস্কোকিলৈঃ, উন্মদ বচাংসি কূজদ্ভিঃ ভৃঙ্গৈঃ কলানি (চ) (কর্তৃভিঃ) কুল-গৃহে অপি বধূনাং লজ্জান্বিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন পর্য্যাকুলং কৃতম্ ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়তমে! ঐ দেখ,—সহকারের মনোহর মুকুলগুলিকে প্রমত্ত ভ্রমর কেমন বার বার চুম্বন করিতেছে ও মৃদুমন্দ সমীর-হিল্লোলে উহার অচিরোদ্গত পল্লবগুচ্ছ কেমন দুলিতে দুলিতে এক-একবার নত হইয়া পড়িতেছে। আজ ঐ সহকারের দিকে চাহিয়া কামিনীগণের হৃদয়ে যে কতদূর উৎকণ্ঠার উদয় হইতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ? ॥ ১৭ ॥

হৃদয়েশ্বরি! প্রিয়তমার মুখ-কান্তি-সদৃশ কান্তি-বিশিষ্ট ঐ অচিরোদ্ভিন্ন কুরবকমঞ্জরীর অনির্বচনীয় সুষমা দর্শনে, বল ত, কোন্ হৃদয়বান্ চিত্ত কন্দর্পবাণাঘাতে ব্যথিত না হয়? ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মি! প্রদীপ্ত অনলবৎ উজ্জ্বল-কান্তি, কুসুমভার-নত ও সমীরকম্পিত ঐ পলাশ-কুসুম-বনে সমগ্র ভূমি সমাচ্ছাদিত হইয়া, আজ রক্তাম্বরপরিহিতা নববধূর ন্যায় বিরাজ করিতেছে ॥ ১৯ ॥

প্রিয়ে! এই দুঃসহ বসন্তকালে যুবকদিগের চিত্ত শুক-মুখচ্ছবিবিশিষ্ট কিংশুককুসুমে কি শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, অথবা কর্ণিকারকুসুমে কি জ্বলজ্বল্ করিয়া পুড়িতেছে না? তবে আবার নিষ্ঠুর কোকিল তার মধুবর্ষী কণ্ঠরবে উহাতে আঘাত করিতেছে কেন? কান্তে! মড়ার উপর কোকিলদস্যুর এ খাঁড়ার প্রহার কেন? ॥ ২০ ॥

প্রিয়ে! আজ রোমাঞ্চকারী, মনোহারী, আনন্দবর্ষী কোকিল-ঝঙ্কারে এবং মধুমত্ত ভ্রমরের কলমধুর গুঞ্জরণে, স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা যে সহৃদয় কুলবধূ,—তাহাদের বিনয়াবৃত হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য পর্য্যুৎসুক হইয়া উঠিতেছে ॥ ২১ ॥

আকম্পয়ন্ কুসুমিতাঃ সহকারশাখাঃ বিস্তারয়ন্ পরভৃতস্য বচাংসি দিক্ষু।
বায়ুর্বিবাতি হৃদয়ানি হরন্নরাণাং নীহারপাতবিগমাৎ সুভগো বসন্তে॥ ২২ ॥
কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূ-হসিতাবদাতৈরুদ্যোতিতান্যুপবনানি মনোহরাণি।
চিত্তং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্তরাগং প্রাগেব রাগমলিনানি মনাংসি যূনাম্॥ ২৩ ॥
আলম্বি-হেমরশনাঃ স্তনসক্তহারাঃ কন্দর্প-দর্প-শিথিলীকৃত-গাত্রযষ্ট্যঃ।
মাসে মধৌ মধুরকোকিলভৃঙ্গনাদৈর্নার্য্যো হরন্তি হৃদয়ং প্রসভং নরাণাম্॥ ২৪ ॥
নানামনোজ্ঞ-কুসুমদ্রুমভূষিতান্তান্ হৃষ্টান্য-পুষ্ট-নিনদাকুল-সানু-দেশান্।
শৈলেয়-জাল-পরিণদ্ধ-শিলাতলৌঘান্ দৃষ্ট্বা জনঃ ক্ষিতিভৃতো মুদমেতি সর্ব্বঃ॥ ২৫ ॥
নেত্রে নিমীলয়তি রোদিতি যাতি শোকং ঘ্রাণং করেণ বিরুণদ্ধি বিরৌতি চোচ্চৈঃ।
কান্তা-বিয়োগ-পরিখেদিত-চিত্ত-বৃত্তির্দৃষ্ট্বাধ্বগঃ কুসুমিতান্ সহকারবৃক্ষান্॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—বসন্তে নীহার-পাত-বিগমাৎ সুভগঃ বায়ুঃ কুসুমিতাঃ সহকার-শাখাঃ আকম্পয়ন্ পরভৃতস্য বচাংসি দিক্ষু বিস্তারয়ন্ নারাণাং হৃদয়ানি হরন্ বিবাতি॥ ২২ ॥

সবিভ্রম-বধূ-হসিতাবদাতৈঃ কুন্দৈঃ উদ্যোতিতানি মনোহরাণি উপবনানি মুনেঃ অপি নিবৃত্ত-রাগং চিত্তং হরন্তি, যূনাং রাগ-মলিনানি মনাংসি (তু) প্রাক্ এব (হরন্তি স্ম)॥২৩॥

মধৌ মাসে আলম্বি হেম-রশনাঃ স্তন-সক্ত-হারাঃ কন্দর্প-দর্প-শিথিলীকৃত-গাত্র-যষ্ট্যঃ নার্য্যঃ মধুর-কোকিল-ভৃঙ্গ-নাদৈঃ নরাণাং হৃদয়ং প্রসভং হরন্তি॥ ২৪ ॥

(অত্র) সর্ব্বঃ জনঃ নানা-মনোজ্ঞ-কুসুম-দ্রুম-ভূষিতান্তান্ হৃষ্টান্য-পুষ্ট-নিনদাকুল-সানু-দেশান্ শৈলেয়জাল-পরিণদ্ধ-শিলাতলৌঘান্ ক্ষিতিভৃতঃ দৃষ্ট্বা মুদন্ এতি॥ ২৫ ॥

কান্তা-বিয়োগ-পরিখেদিত-চিত্তবৃত্তিঃ অধ্বগঃ কুসুমিতান্ সহকারবৃক্ষান্ দৃষ্ট্বা নেত্রে নিমীলয়তি, রোদিতি, শোকং যাতি, করেণ ঘ্রাণং বিরুণদ্ধি, উচ্চৈঃ বিরৌতি চ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়তমে! এখন আর নীহারপতনের যাতনা নাই, ঐ দেখ, সুখ-স্পর্শ সমীরণ আজ চারিদিক্ কোকিলের কল-মধুর ঝঙ্কারে একেবারে মুখর করিয়া, কুসুম-ভূষিত সহকার-শাখা কাঁপাইতে কাঁপাইতে, কেমন নির্দ্দয়ভাবে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। মানুষের হৃদয় হরণ করিতেছে॥ ২২॥

সস্মিতমুখি! নববধূর বিভ্রম-সুন্দর হাস্যের ন্যায় অমল-ধবল কুন্দ-কুসুমে, ঐ দেখ, মনোহর উদ্যান-রাজি কেমন দীপ্তিময় হইয়া শোভা পাইতেছে। যাঁহাদের হৃদয়ে কোন বাসনা, কোন লালসা নাই, তাদৃশ সংসারবিরক্ত মুনিদিগের চিত্তও আজ উদ্যান-পরম্পরার ঐ অনিন্দ্যমধুর কান্তি দর্শনে বিমোহিত হয়, আর অনুরাগ-বিমুগ্ধ কামান্ধ যুবকদের হৃদয়ের ত কথাই নাই, তাহা সর্ব্বাগ্রেই অপহৃত হইয়াছে॥ ২৩॥

ইন্দুবদনে! আজ এই সুপ্রকট বসন্তে কামিনীগণের দেহযষ্টি কন্দর্পের সদর্প আধিপত্যে যেন কেমন শিথিল অবশ হইয়া পড়িয়াছে, নিতম্বের কাঞ্চন কাঞ্চী ঐ বিস্রস্তভাবে দুলিতেছে, হারলতা স্তনপদ্মে নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া আছে, আজ তাহারা যেন কেমন অন্যমনা,—অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছে! কামিনীকুলের ঐ অবস্থায় পুরুষের হৃদয় ঝটিতি হৃত, বিমোহিত, মুহুর্ম্মুহুঃ আন্দোলিত হইতেছে॥ ২৪॥

প্রিয়ে! আজ এই প্রবুদ্ধ বসন্তকালে পর্ব্বতমালার অপরূপ রূপ দর্শনে সকল লোকেরই চিত্ত বিমোহিত হইতেছে। ঐ দেখ, পর্ব্বতের প্রান্তভাগগুলি নানা মনোজ্ঞ কুসুম-মণ্ডিত তরুরাজিতে কেমন শোভা পাইতেছে। সানুদেশ উন্মদ-কোকিলকুলের ঝঙ্কারে মুখরিত এবং শিলাপট্টনিচয় সুগন্ধি শিলাজতু-সৌরভে আমোদিত।॥ ২৫॥

প্রেয়সি! এই সুখকর ও সম্ভোগযোগ্য বসন্তকালে কান্তা-বিরহ-বিধুর পথিকগণের বিয়োগখিন্ন হৃদয়ের কি কষ্ট! তাহারা আজ কুসুমিত সহকার বৃক্ষের দিকে চাহিয়াই নয়ন মুদ্রণ করিতেছে, শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, সৌরভে আকুল হইয়া নাসিকা চাপিয়া ধরিতেছে, এবং তারস্বরে নির্জ্জন বন-পথে বসিয়া কাঁদিতেছে॥ ২৬॥

সমদমধুকরাণাং কোকিলানাঞ্চ নাদৈঃ কুসুমিত-সহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রম্যঃ।
ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈর্মানসং মানিনীনাং তুদতি কুসুমমাসো মন্মথোদ্বেজনায় ॥ ২৭ ॥

আম্রী মঞ্জুল-মঞ্জরী বর-শরঃ সৎ কিংশুকং যদ্ধনু-
র্জ্যা যস্যালিকুলং কলঙ্করহিতশ্ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম্।
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতা যদ্বন্দিনো লোকজিৎ
সোঽয়ং বো বিতরীতরীতু বিতনুর্ভদ্রং বসন্তান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃতুসংহারে বসন্তবর্ণনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সমাপ্তমিদং ঋতুসংহারকাব্যম্।

অন্বয়।—কুসুমিত-সহকারৈঃ কর্ণিকারৈঃ চ রম্যঃ (অয়ং) কুসুম-মাসঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ ইষুভিঃ ইব সমদ-মধুকরাণাং কোকিলানাং নাদৈঃ চ মন্মথোদ্বেজনায় মানিনীনাং মনাংসি তুদতি ॥ ২৭ ॥

(প্রিয়ে!) সৎ কিংশুকং যদ্ধনুঃ, অলিকুলং যস্য জ্যা, কলঙ্ক-রহিতঃ সিতাংশুঃ (যস্য) সিতং ছত্রং, মলয়ানিলঃ (যস্য) মত্তেভঃ পরভৃতাঃ যদ্বন্দিনঃ, আম্রী মঞ্জুল-মঞ্জরী (যস্য) বর-শরঃ, সঃ অয়ং লোকজিৎ, বসন্তান্বিতঃ বিতনুঃ বঃ ভদ্রং বিতরীতরীতু ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! আজ অভিমানিনীদের অভিমানের শিরে, ঐ দেখ, যেন বজ্রাঘাত পড়িতেছে। উন্মদ মধুকর এবং কোকিলের ঝঙ্কার, কুসুমিত সহকার এবং কর্ণিকারের দ্বারা রমণীয় এই মধুমাস আজ যেন সুতীক্ষ্ণ বাণাঘাতে মানিনীদের হৃদয়-শয়িত মন্মথকে জাগ্রত ও উদ্বিগ্ন করিবার নিমিত্তই, তাহাদের চিত্ত আহত ও ব্যথিত করিতেছে ॥ ২৭ ॥

কিংশুককুসুম যাঁহার অপরাজেয় ধনুঃ এবং ভ্রমরপঙ্ক্তি যাঁহার আচ্ছেদ্য ধনুর্গুণ, অকলঙ্ক সিতাংশু যাঁহার শ্বেতচ্ছত্র এবং মলয়-সমীরণ যাঁহার মাতঙ্গসদৃশ, কোকিলকুল যাঁহার বন্দনাকারী স্তুতিপাঠক, মনোজ্ঞ আম্রমঞ্জরী যাঁহার শ্রেষ্ঠ শর, সেই এই সর্ব্বলোকবিজেতা রাজাধিরাজ অনঙ্গদেব বসন্তাভরণে সুসন্নদ্ধ হইয়া তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন ॥ ২৮ ॥

ঋতুসংহারং সমাপ্তম্

পু ষ্প-বা ণ-বি লা স

(মূল, অন্বয় ও তাৎপর্য্যার্থ-সংবলিত অনুবাদ)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

পুষ্প-বাণ-বিলাসম্

শ্রীমদ্গোপবধূস্বয়ংগ্রহপরিষ্বঙ্গেষু তুঙ্গস্তনব্যামর্দ্দাদ্ গলিতেঽপি চন্দনরজস্যঙ্গে বহন্ সৌরভম্।
কশ্চিজ্জাগরজাতরাগনয়নদ্বন্দ্বঃ প্রভাতে শ্রিয়ং বিভ্রৎ কামপি বেণুনাদরসিকো জারাগ্রণীঃ পাতু বঃ ॥ ১ ॥

ভুবনবিদিতমাসীদ্ যচ্চরিত্রং বিচিত্রং সহ যুবতি-সহস্রৈঃ ক্রীড়তো নন্দ-সূনোঃ।
তদখিলমবলম্ব্য স্বাদু শৃঙ্গারকাব্যং রচয়িতু-মনসো মে শারদাস্তু প্রসন্না ॥ ২ ॥

কান্তে দৃষ্টিপথঙ্গতে নয়নয়োরাসীদ্বিকাসো মহান্ প্রাপ্তে নির্জ্জনমালয়ং পুলকিতা জাতা তনুঃ সুভ্রুবঃ।
বক্ষোজগ্রহণোৎসুকে সমভবৎ সর্ব্বাঙ্গকম্পোদয়ঃ কণ্ঠালিঙ্গনতৎপরে বিগলিতা নীবী দৃঢ়াপি স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

প্রণম্য পিতরৌ শশ্বদ্ রাজেন্দ্র-নাথ-শর্ম্মণা।
পুষ্প-বাণ-বিলাসস্য ক্রিয়তে সরলোঽন্বয়ঃ ॥

অন্বয়।—শ্রীমদ্গোপবধূ-স্বয়ংগ্রহ-পরিষ্বঙ্গেষু তুঙ্গস্তন-ব্যামর্দ্দাৎ চন্দন-রজসি গলিতে অপি অঙ্গে সৌরভং বহন্, জাগর-জাত-রাগ নয়ন-দ্বন্দ্বঃ প্রভাতে কাম্ অপি (অনির্ব্বচনীয়াং) শ্রিয়ং বিভ্রৎ বেণুনাদরসিকঃ কশ্চিৎ জারাগ্রণীঃ বঃ পাতু ॥ ১ ॥

যুবতি-সহস্রৈঃ সহ ক্রীড়তঃ নন্দসূনোঃ যৎ বিচিত্রং চরিত্রং ভুবন-বিদিতম্ আসীৎ, অখিলং তৎ (চরিত্রম্) অবলম্ব্য স্বাদু-শৃঙ্গারকাব্যং রচয়িতু-মনসঃ মে শারদা প্রসন্না অস্তু ॥ ২ ॥

কান্তে দৃষ্টিপথং গতে (সতি) সুভ্রুবঃ নয়নয়োঃ মহান্ বিকাসঃ আসীৎ (পুনঃ) নির্জ্জনম্ আলয়ং প্রাপ্তে (সতি) (সুভ্রুবঃ) তনুঃ পুলকিতা জাতা, বক্ষোজ-গ্রহণোৎসুকে (সতি) (সুভ্রুবঃ) সর্ব্বাঙ্গকম্পোদয়ঃ সমভবৎ, কণ্ঠালিঙ্গনতৎপরে (চ সতি) দৃঢ়া অপি নীবী স্বয়ং বিগলিতা ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—যে রসময় পুরুষের চন্দন-রাগ-রঞ্জিত কলেবর হইতে, শ্রীমতী গোপ-কামিনীদের স্বেচ্ছা-কৃত আলিঙ্গনকালে পীন-পয়োধরের বিমর্দ্দন বশতঃ চন্দন-রেণু বিগলিত হইলেও, সেই বরাঙ্গের প্রকৃতি-সিদ্ধ সৌরভ বিলুপ্ত হয় না এবং যে চিরসুন্দরের নয়ন-যুগল সারা রাত্রি জাগরণের ফলে আরক্ত আভায় সুরঞ্জিত হইয়া প্রভাতে কি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, সেই বংশীবাদন-রসিক প্রত্যক্ষ-রস-স্বরূপ গোপিকাগণের জারশ্রেষ্ঠ তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন্ ॥ ১ ॥

দেবি বীণাপাণি! যাঁহার বৈচিত্র্য-পূর্ণ চরিত্র স্বর্গমর্ত্ত্য-রসাতল—ত্রিজগতে বিখ্যাত, শত-সহস্র যুবতিগণের সহিত যিনি ক্রীড়া-রত, সেই নন্দ-নন্দনের চারিত্র-সম্পদ্ উপজীব্য করিয়া শ্রুতিমনোহর এই শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যনির্ম্মাণে বাসনা করিয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও, একবার মুখ তুলিয়া তোমার এই সেবকের দিকে চাও ॥ ২ ॥

অকস্মাৎ সেই ত্রিভুবনকান্ত কান্তকে দেখিতে পাইয়া ভ্রূ-বিলাসিনী এক সুন্দরীর আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নকমল সম্যক্‌ভাবে বিকসিত, বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, পরে সেই প্রাণকান্তকে নির্জ্জন স্থানে পাইয়া আপাদমস্তক কলেবরে রোমাঞ্চ দেখা দিল, রসময় স্তন-কমল-গ্রহণের নিমিত্ত যেমন কর-প্রসারণ করিলেন, অমনি আবার সেই সুনয়নার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, ক্রমে প্রাণবল্লভ কর্ত্তৃক কণ্ঠদেশে আলিঙ্গিতা হইয়া সুন্দরী এতই অবশ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার নাভিমূল-স্থিত সুদৃঢ় পরিধেয়-গ্রন্থিও খুলিয়া গেল। যুবতি প্রায় বিবসনা হইয়া পড়িলেন ॥ ৩ ॥

মাং দূরাদরবিন্দসুন্দরদরস্মেরাননা সম্প্রতি দ্রাগুত্তুঙ্গঘনস্তনাঙ্গনগলচ্চারূত্তরীয়াঞ্চলা ।
প্রত্যাসন্নজনপ্রতারণপরা পাণিং প্রসার্য্যান্তিকে নেত্রান্তস্য চিরং কুরঙ্গনয়না সাকূতমালোকতে॥ ৪॥

নীরন্ধ্রমেতদবলোকয় মাধবীনাং মধ্যে নিকুঞ্জসদনচ্যুতপুষ্পকীর্ণম্ ।
কুর্য্যুর্যদীহ মণিতানি বিলাসবত্যো বোদ্ধুং ন শক্যমবলে নিনদৈঃ পিকানাম্॥ ৫॥

দষ্টং বিম্বধিয়াধরাগ্রমরুণং পর্য্যাকুলো ধাবনাদ্ধম্মিল্লস্তিলকং শ্রমাম্বুগলিতং ছিন্না তনুঃ কণ্টকৈঃ।
আঃ কর্ণজ্বরকারিকঙ্কণঝনৎকারং করৌ ধুন্বতী কিং ভ্রাম্যস্যটবীশুকায় কুসুমান্যেষা ননান্দাগ্রহীৎ॥ ৬॥

অন্বয়।—(সম্প্রতি শ্রীমত্যাঃ হবাভাবাদি-মধুরাং চেষ্টাং পশ্যন্ রস সরিৎপতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নর্ম্ম-সচিবং বিবৃণোতি মাম্—ইতি)—সম্প্রতি অরবিন্দ সুন্দর-দরস্মেরাননা দ্রাগুত্তুঙ্গ-ঘন-স্তনাঙ্গনগলচ্চারূত্তরীয়াঞ্চলা কুরঙ্গ-নয়না প্রত্যাসন্নজন-প্রতারণপরা (সতী) নেত্রান্তস্য অন্তিকে পাণিং প্রসার্য্য মাং দূরাৎ সাকূতং চিরম্ আলোকতে ॥ ৪ ॥

(অধুনা সঙ্কেতপদমাগতাং কামিনীং নায়কঃ উপ-দিশতি।)—অয়ি অবলে ! মাধবীনাং মধ্যে চ্যুত-পুষ্পকীর্ণং নীরন্ধ্রম্ এতৎ নিকুঞ্জ-সদনম্ অবলোকয়, বিলাসবত্যঃ যদি ইহ মণিতানি কুর্য্যুঃ,—পিকানাং নিনদৈঃ বোদ্ধুং ন শক্যম্ ॥ ৫ ॥

অরুণম্ অধরাগ্রং বিম্বধিয়া দষ্টং, ধম্মিল্লঃ ধাবনাৎ পর্য্যা-কুলঃ, তিলকং শ্রমাম্বুগলিতং, কণ্টকৈঃ তনুঃ ছিন্না, আঃ! কিং করৌ কর্ণজ্বরকারি-কঙ্কণঝনৎকারং (যথা তথা) ধুন্বতী (সতী) অটবীশুকায় ভ্রাম্যসি? (পশ্য) এষা ননান্দা-কুসুমানি অগ্রহীৎ ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—কোন সুন্দরী গোপবধূর হাবভাবাদি-পূর্ণ বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী দর্শনপূর্ব্বক রসময় শ্রীকৃষ্ণ সমীপবর্ত্তী বয়স্যকে কহিতেছেন :—ঐ দেখ সখে ! অরবিন্দ-সুন্দর-মুখী ঐ কুরঙ্গনয়না কামিনী নিকটস্থিত লোক-লোচনে ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক কেমন সস্মিত-বদনে নয়নোপান্ত হাতে আড়াল দিয়া, দূর হইতে আড়-নয়নে আমাকে দেখিতেছে, যুবতীর পীনপয়োধরের উপর হইতে মনোহর কাঁচলী খসিয়া পড়ায় সৌন্দর্য্য যেন তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৪ ॥

পূর্ব্ব-নির্দ্দেশানুসারে জনহীন সঙ্কেতস্থানে সমাগতা কোন নায়িকাকে নায়ক উপদেশচ্ছলে কহিতেছেন,—সুন্দরি !—মাধবী-লতাবৃত স্থানের মধ্যস্থল পতিত কুসুম-রাশিতে আকীর্ণ, একেবারে রন্ধ্রশূন্য—সুতরাং অন্যের অদৃশ্য এই নিকুঞ্জ-সদনের দিকে চাহিয়া দেখ। এ স্থান অতি উত্তম। তোমার সঙ্গিনী বিলাসিনীরা যদি এখানে বিহার-কালে অসাবধানতাবশতঃ অলঙ্কারাদির ধ্বনিও করিয়া ফেলেন, কোন ক্ষতি নাই, কোকিলের ঝঙ্কারে তাহা ঢাকা পড়িবে, কেহই ধরিতে বা বুঝিতে পারিবে না ॥ ৫ ॥

ফুল তুলিবার নাম করিয়া এক সখীকে সঙ্গে লইয়া কোন যুবতি উদ্যানবাটিকার মধ্যবর্ত্তী লতাকুঞ্জে প্রবেশ-পূর্ব্বক তত্রত্য প্রিয়তমের সহিত অতিগোপনে মিলিত হইয়াছেন—এবং অসংযত নায়কের অত্যাচারে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতাবক্ষত হইয়াছে, সঙ্গিনী সখী কুঞ্জদ্বারে প্রহরায় নিযুক্তা, এমন সময়ে, অদূরে ঐ যুবতি গোপবধূর ননদও ফুলের সাজি হাতে লইয়া আসিতেছেন, দেখিয়া দ্বাররক্ষিকা সখী কুঞ্জ-মধ্যবর্ত্তিনী যুবতীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে ও তাঁহার দোষ ঢাকিয়া লইতেছে। "বউদিদি, তুমি কি বোকা? পাকা তেলাকুচা ভাবিয়া তোমার অধর পাখীতে ঠোকরাইল, আর ঠেকাইতে পারিলে না? ছুটে ছুটে এমন সুন্দর খোঁপাটি এলাইয়া ফেলিলে? লাভের মধ্যে শ্রম-জনিত ঘর্ম্মজলে কপালের তিলক ধুয়ে গেল, কাঁটায় গা ছড়িয়া গেল; আর তুমি অনবরত হাতের কঙ্কণ নাড়িয়া এমনই বেসুরা শব্দ করিতেছ যে, কান যেন ফাটিয়া যাইতেছে, ঐ রকম শব্দ করে কি বনের শুকপক্ষী ধরা যায়? কেন শুধু শুধু ঘুরিতেছ? ঐ দেখ ত, তুমিই বা কি করিতেছ, আর তোমার ননদ কেমন নীরবে ফুল তুলিতে তুলিতে এই দিকে আসিতেছেন।॥ ৬॥

বিভ্রাণা করপল্লবেন কবরীমেকেন পর্য্যাকুলামন্যেন স্তনমণ্ডলে নিদধতী স্রস্তন্দুকূলাঞ্চলম্।
এষা চন্দনলেশলাঞ্ছিততনুস্তাম্বূলরক্তাধরা নির্যাতি প্রিয়মন্দিরাদ্রতিপতেঃ সাক্ষাজ্জয়শ্রীরিব ॥ ৭ ॥
কান্তো যাস্যতি দূরদেশমিতি মে চিন্তা পরং জায়তে লোকানন্দকরো হি চন্দ্রবদনে! বৈরায়তে চন্দ্রমাঃ।
কিঞ্চায়ং বিতনোতি কোকিলকলালাপো বিলাপোদয়ং প্রাণানেব হরন্তি হন্ত নিতরামারামমন্দানিলাঃ ॥ ৮ ॥
নবকিসলয়তল্পং কল্পিতং তাপশান্ত্যৈ করসরসিজসঙ্গাৎ কেবলং ম্লাপয়ন্ত্যাঃ।
কুসুমশরকৃশানুপ্রাপিতাঙ্গারতায়াঃ শিব শিব পরিতাপং কো বদেৎ কোমলাঙ্গ্যাঃ ॥ ৯ ॥
শেতে শীতকরেঽম্বুজে কুবলয়দ্বন্দ্বাদ্বিনির্গচ্ছতি স্বচ্ছা মৌক্তিকসংহতির্ধবলিমা হৈমীং লতামঞ্চতি।
স্পর্শাৎ পঙ্কজকোশয়োরভিনবা যান্তি স্রজঃ ক্লান্ততামেষোৎপাতপরম্পরা মম সখে যাত্রাস্পৃহাং কৃন্ততি ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—(সম্প্রতি কৃতবিহারাং কেলি-মন্দিরাৎ নির্গচ্ছন্তীম্ আলস্যমন্থরাং নায়িকাং প্রদর্শয়ন্ রসিকঃ সখায়মাহ)—পর্য্যাকুলাং কবরীম্ একেন কর-পল্লবেন বিভ্রাণা, স্তনমণ্ডলে স্রস্তং দুকূলাঞ্চলম্ অন্যেন (করেণ) নিদধতী চন্দনলেশলাঞ্ছিত-তনুঃ তাম্বূল-রক্তাধরা এষা (পরিভুক্তা বিলাসিনী) প্রিয়মন্দিরাৎ রতিপতেঃ সাক্ষাৎ জয়-শ্রীঃ ইব নির্যাতি ॥ ৭ ॥

(পত্যৌ প্রবাস-গমনোন্মুখে সতি কাচিৎ সখীম্ আহ)।—চন্দ্রবদনে! কান্তঃ দূরদেশং যাস্যতি, ইতি মে চিন্তা পরং জায়তে। হি—(যতঃ) লোকানন্দকরঃ চন্দ্রমাঃ বৈরায়তে, কিঞ্চ অয়ং কোকিল-কলালাপঃ বিলাপোদয়ং বিতনোতি, হন্ত! আরাম মন্দানিলাঃ প্রাণান্ এব নিতরাং হরন্তি ॥ ৮ ॥

(কস্যাশ্চিৎ বিরহিণ্যাঃ দুঃখমবলোক্য কাচিৎ সখী আহ)।—তাপশান্ত্যৈ কল্পিতং নবকিসলয়তল্পং কেবলং কর-সরসিজ-সঙ্গাৎ ম্লাপয়ন্ত্যাঃ কুসুম শর-কৃশানুপ্রাপিতাঙ্গারতায়াঃ কোমলাঙ্গ্যাঃ পরিতাপং কঃ বদেৎ,—শিব শিব! ॥ ৯ ॥

(অন্যাপ্রযাসাবধং গন্তুং প্রাক্ কৃতনিশ্চয়ঃ পশ্চাৎ বিরতঃ, কথং বিরতোঽসীতি বন্ধুনা পৃষ্টঃ কশ্চিৎ নায়কঃ ভঙ্গ্যা বিবৃণোতি)—সখে! (পশ্য),—শীতকরঃ অম্বুজে শেতে, স্বচ্ছা মৌক্তিক-সংহতিঃ কুবলয়দ্বন্দ্বাৎ বিনির্গচ্ছতি, ধবলিমা হৈমীং লতাম্ অঞ্চতি, অভিনবাঃ স্রজঃ পঙ্কজ-কোশয়োঃ স্পর্শাৎ ক্লান্ততাং যান্তি, এষা উৎপাত-পরম্পরা মম যাত্রাস্পৃহাং কৃন্ততি ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—কেলিগৃহ হইতে নির্দ্দয়োপভুক্তা নায়িকা বস্ত্রাদি সামলাইতে সামলাইতে বাহির হইতেছে দেখিয়া রসিক নাগর সখাকে দেখাইতেছেন :—ঐ দেখ সখে! এক হাতে শিথিল কবরী ধরিয়া অন্য হাতে স্তনমণ্ডল আঁচলে ঢাকিয়া তাম্বূল-রক্তাধরে বিলাসিনী ঠিক যেন রতি পতির বিজয়-লক্ষ্মীর মত প্রিয়তমের ঘর হইতে বাহির হইতেছে! সুন্দরীর সর্ব্ব-শরীর নায়কাঙ্গের চন্দন-লেশে কেমন চিত্রিত হইয়াছে! একবার চাহিয়া দেখ ॥ ৭ ॥

পতিকে প্রবাস-গমনে উদ্যত দেখিয়া কোন যুবতি সখীকে কহিতেছেন;—ইন্দুমুখি! আজ আমার প্রাণকান্ত দূরদেশে চলিয়া যাইবেন,—ভাবিয়া চারি দিক অন্ধকার দেখিতেছি, বড়ই চিন্তা হইতেছে। কেন না,—ঐ দেখ, জগদানন্দ চন্দ্রমা কি ঘোর শত্রুতা করিতেছে, কোকিলের কলমধুর ঝঙ্কারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে হইতেছে। হায় সখি! এক দিন যে মন্দসমীরে প্রাণ জুড়াইয়া যাইত আজ তাহা প্রাণ হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

কোন বিরহিণীর দুঃখ দেখিয়া অন্য এক সুন্দরী সমবেদনায় আকুল হইয়া কহিতেছে,—আহা! ঐ বিরহিণীর আজ কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছে! উহার বিরহ-তাপের শান্তির জন্য নবপল্লবের যে শয্যা রচিত হইয়াছিল, উত্তপ্ত কর-পল্লবে বার বার, যাতনায়, তাহা যেমন স্পর্শ করিতেছে, অমনি সে কিসলয়-শয্যা—শুকাইয়া যাইতেছে, কুসুম-শররূপ প্রবল হুতাশনের জ্বালার প্রদাহে পুড়িয়া পুড়িয়া যুবতির সোনার অঙ্গ অঙ্গারের মত কালো হইয়া গিয়াছে, কি কষ্টই অবলা ভোগ করিতেছে। শিব, শিব, এ দৃশ্য আর দেখা যায় না ভাই। ॥৯॥

প্রিয়তমার নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হঠাৎ বিরত হওয়ায়, "কি জন্য গেল না?"—জিজ্ঞাসার উত্তরে নায়ক ঐ প্রশ্নকারী বন্ধুকে উত্তর দিচ্ছেন;—"সখে! যাইব কি করিয়া? বল ত; দেখছ না, আজ সব বিপরীত, এমন সব দুর্লক্ষণ দেখিয়া কি অমন তীর্থে যাওয়া যায়? ঐ দেখ, শীতদ্যুতি চন্দ্রমা আজ পদ্মে শয়ন করিতেছে, নীল-উৎপল হইতে ঐ দেখ, অমল-ধবল মুক্তামালা নির্গত হইতেছে, আবার কাঞ্চনবর্ণময়ী স্বর্ণলতাকে শুভ্র-কান্তি গিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে,—আর এই আমার অভিনব গ্রথিত কসুমমালিকা কমল-কোরকযুগলের স্পর্শে দেখ, কেন মুস্‌ড়িয়া যাইতেছে! এত কুলক্ষণে আমার তার কাছে যাওয়ার সাধ মিটিয়াছে ॥ ১০ ॥

দূতীদং নয়নোৎপলদ্বয়মহো তাম্রং নিতান্তং তব স্বেদাম্বঃকণিকা ললাটফলকে মুক্তাশ্রিয়ং বিভ্রতি।
নিশ্বাসাঃ প্রচুরীভবন্তি নিতরাং হা হন্ত চন্দ্রাতপে যাতায়াতবশাদ্ বৃথা মম কৃতে শ্রান্তাসি কান্তাকৃতে! ॥ ১১ ॥

অধিবসতি বসন্তে মর্ত্তুকামা দুরন্তে নবকিশলয়তল্পং পুঞ্জিতাঙ্গারকল্পম্।
বিরহমসহমানা চক্রবাকীসমানা চকিতবনকুরঙ্গী-লোচনা কোমলাঙ্গী ॥ ১২ ॥

নৈষ্ঠুর্য্যং কলকণ্ঠকোমলগিরাং পূর্ণস্য শীতদ্যুতেস্তিগ্মত্বং বত দক্ষিণস্য মরুতো দাক্ষিণ্যহানিশ্চ তাম্।
স্মর্ত্তব্যাকৃতিমেব কর্ত্তুমবলাং সন্নাহমাতন্বতে তদ্বিঘ্নঃ ক্রিয়তে তৃণাদিচলনোদ্ভূতৈস্ত্বদাপ্তিভ্রমৈঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—(নায়কমানেতুং গতা দূতী স্বয়মেব নায়কেন উপভুক্তা নানাভোগ-চিহ্নিতা চ সতী প্রত্যাগতা চতুরয়া নায়িকয়া উচ্যতে)। অহো দূতি! (মদর্থং কিয়ৎ কষ্টং ত্বয়া স্বীকৃতমিতি অহো-শব্দার্থঃ) তব ইদং নয়নোৎপলদ্বয়ং নিতান্তং তাম্রং, স্বেদাম্বু-কণিকাঃ ললাট-ফলকে মুক্তা-শ্রিয়ং বিভ্রতি, নিশ্বাসাঃ নিতরাং প্রচুরীভবন্তি, হা হন্ত! অয়ি কান্তাকৃতে! মম কৃতে চন্দ্রাতপে যাতায়াতবশাৎ বৃথা শ্রান্তা অসি! ॥ ১১ ॥

(বসন্ত-সময়ে প্রিয়-বিরহাৎ মরণে কৃতনিশ্চয়াং নায়িকাং বিলোক্য সহচরী কাঞ্চিৎ অন্যাম্ আহ)।—চক্রবাকী-সমানা চকিত-বন-কুরঙ্গী-লোচনা কোমলাঙ্গী (কাচিৎ নায়িকা) বিরহম্ অসহমানা—মর্ত্তুকামা (চ সতী) দুরন্তে বসন্তে পুঞ্জিতাঙ্গার-কল্পং নবকিসলয়-তল্পম্ অধিবসতি ॥ ১২ ॥

(প্রতিশ্রুতসময়ে প্রিয়মনাগতং দৃষ্ট্বা স্মরতাপিতয়া নায়িকয়া প্রেষিতা দূতী নায়কম আহ)।—কলকণ্ঠ-কোমল-গিরাং নৈষ্ঠুর্য্যং, পূর্ণস্য শীতদ্যুতেঃ তিগ্মত্বং, দক্ষিণস্য মরুতঃ দাক্ষিণ্য-হানিঃ চ, বত! (খেদে) তাম্ অবলাং স্মর্ত্তব্যাকৃতিম্ এব (মৃতাং) কর্ত্তুং সন্নাহম্ আতন্বতে, তৃণাদিচলনোদ্ভূতৈঃ ত্বদাপ্তিভ্রমৈঃ তদ্বিঘ্নঃ ক্রিয়তে ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—বিরহিণী, নায়ককে আনিবার জন্য যে তরুণী দূতীকে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বিশ্বাস-ঘাতিনী দূতী ফিরিয়া আসিয়াছে,—তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্দ্দশা দেখিয়া নায়িকা সমস্তই বুঝিতে পারিয়া—কৌশলে কহিতেছেন ;—"আহা দূতি! আমার জন্য আজ তোর কি কষ্টভোগই করিতে হইয়াছে! তোর এমন সুন্দর চোক দুটো যেন ছুটিয়া পড়িতেছে, সারা কপালে ঘামের শত সহস্র বিন্দু মুক্তার মত দেখা যাইতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। ওলো সুন্দরি! আমার জন্য এই প্রখর চন্দ্র-কিরণের আতপে গমনাগমনে শুধু শুধু আজ কি কষ্টই তুই ভোগ করিলি! আহা হা! মরিয়া যাই! একটু এখন ঠাণ্ডা হ'॥ ১১ ॥

দুরন্ত বসন্তে বিরহতাপে মরণোদ্যত নায়িকাকে দেখিয়া এক সখী অন্য সখীকে কহিতেছে ;—সখি! দেখ দেখ, ঐ চক্রবাকীবৎ মনোজ্ঞ-দর্শনা, বন-কুরঙ্গীবৎ চকিত-নয়না, কোমলাঙ্গী কামিনী, এই দুরন্ত বসন্তে অসহ্য বিরহের তাপে মরিতে সঙ্কল্প করিয়া রাশীকৃত অঙ্গারবৎ নব-পল্লব-শয্যায় পড়িয়া আছে। দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়! ॥ ১২ ॥

কথা দিয়ে কথামত সময়ে না আসায়, কন্দর্পানল-দগ্ধা নায়িকা কর্ত্তৃক প্রেরিতা দূতী গিয়া নায়ককে কহিতেছে ;—"নিষ্ঠুর! আজ মদন, কল-কণ্ঠ কোকিলকুলের কূজনের অসহ্য যাতনায়, পূর্ণচন্দ্রের দুঃসহ কিরণানলে ও দক্ষিণ সমীরণের নিষ্করুণ ব্যবহারের দ্বারা সেই দুঃখিনী অবলাকে মারিয়া ফেলিবার সমস্ত যোগাড়-যন্ত্রই করিয়াছে, শুধু মাঝে মাঝে কোন একটা গাছের পাতা পড়ার শব্দ শুনিলেও সেই মরণোদ্যতা ভাবিতেছে—ঐ বুঝি সে আসিতেছে;—তবে আর মরিব না। আহা! অমনি ইতি-উতি চাহিতেছে। সে যথার্থই আজ—

"পতিত পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্,
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্" ॥ ১৩ ॥

সাস্রে মা কুরু লোচনে বিগলতি ন্যস্তং শলাকাঞ্জনং তীব্রং নিশ্বসিতং নিবর্ত্তয় নবাস্তাম্যন্তি কণ্ঠস্রজঃ।
তল্পে মা লুঠ কোমলাঙ্গি ! তনুতাং হন্তাঙ্গরাগোঽশ্রুতে নাতীতো দয়িতোপযানসময়ো মাস্মান্যথা মন্যথাঃ ॥১৪॥
কাচিৎ সার্ব্বজনীনবিভ্রমপরা মধ্যেসখীমণ্ডলং লোলাক্ষিভ্রুবসংজ্ঞয়া বিদধতী সখ্যা সহাভাষণম্।
অক্ষ্ণোরঞ্জনমঞ্জসা শশিমুখী বিন্যস্য বক্ষোজয়োঃ স্থূলস্তাবুকয়োঃ স্থিতং মণিসরঞ্চেলাঞ্চলেন প্যধাৎ ॥ ১৫ ॥
জিঘ্রত্যাননমিন্দুকান্তিরধরং বিম্বপ্রভা চুম্বতি স্প্রষ্টুং বাঞ্ছতি চারুপদ্মমুকুলচ্ছায়াবিশেষঃ স্তনৌ।
লক্ষ্মীঃ কোকনদস্য খেলতি করাবালম্ব্য কিঞ্চাদরাদেতস্যাঃ সুদৃশঃ করোতি পদয়োঃ সেবাং প্রবালদ্যুতিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—(যথাকালং নায়কম্ অনাগতং বীক্ষ্য কাতরাং নায়িকাং সখী প্রবোধয়তি)।—অয়ি কোমলাঙ্গি! লোচনে সাস্রে মা কুরু, (তর্হি) ন্যস্তং শলাকাঞ্জনং বিগলতি, তীব্রং নিশ্বসিতং নিবর্ত্তয়, (অন্যথা) নবাঃ কণ্ঠস্রজঃ তাম্যন্তি, হন্ত! তল্পে মা লুঠ, অঙ্গরাগঃ তনুতাম্ অশ্নুতে, দয়িতোপযান-সময়ঃ ন অতীতঃ, অন্যথা মাস্ম মন্যথাঃ ॥ ১৪ ॥

(লোক-সমক্ষং সঙ্কেত-কাল-জিজ্ঞাসয়া ইঙ্গিতেন প্রত্যুত্তরং দত্তবতীং নায়ক-প্রেষিতাং দূতীং প্রতি নায়িকায়াঃ সাকূত-চেষ্টাং বর্ণয়তি)।—সার্ব্বজনীন-বিভ্রম-পরা কাচিৎ শশিমুখী মধ্যেসখীমণ্ডলং লোলাক্ষিভ্রুব-সংজ্ঞয়া সখ্যা সহ আভাষণং বিদধতী অঞ্জসা অক্ষ্ণোঃ অঞ্জনং বিন্যস্য স্থূলস্তাবুকয়োঃ বক্ষোজয়োঃ স্থিতং মণি-সরং চেলাঞ্চলেন প্যধাৎ। (অপেরল্লোপঃ) ॥ ১৫ ॥

(কামপি যুবতীং বীক্ষ্য কস্যচিৎ যুবকস্য সখায়ং প্রতি উক্তিঃ)—ইন্দুকান্তিঃ এতস্যাঃ সুদৃশঃ আননং জিঘ্রতি, বিম্বপ্রভা অধরং চুম্বতি, চারুপদ্ম-মুকুলচ্ছায়াবিশেষঃ স্তনৌ স্প্রষ্টুং বাঞ্ছতি, কোকনদস্য লক্ষ্মীঃ করৌ আলম্ব্য খেলতি, কিঞ্চ প্রবালদ্যুতিঃ আদরাৎ পদয়োঃ সেবাং করোতি ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—যথাসময়ে প্রিয়তম না আসায় অতিকাতরা নায়িকাকে সখীর প্রবোধ-দান।—সখি! নয়ন-দ্বয় আর অশ্রু-পূর্ণ করিও না, নেত্রের সমস্ত কজ্জল গলিয়া পড়িতেছে। অত উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ বন্ধ কর, উহার তাপে নব-গ্রথিত কণ্ঠমালা শুকাইয়া যাইতেছে! কোমলাঙ্গি! ওভাবে শয্যায় পড়িয়া আর ছটফট করিও না, উহাতে দেহের সমস্ত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এখনও তোমার প্রিয়তম দয়িতের আগমন-কাল অতীত হয় নাই, ইহারই মধ্যে অত কি ভাবিতেছ। কেনই বা সমস্ত বেশভূষা মলিন করিয়া ফেলিতেছ? যদি এখন তিনি আসেন, তবে?—॥ ১৪ ॥

"কখন্ সঙ্কেতস্থানে আমি যাইব? তুমিই বা তথায় কখন্ 'আসিবে"—এই কথা দূতীমুখে নায়ক পরকীয়া নায়িকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, সখীদিগের মধ্যে প্রকাশ্যে উত্তর দিতে না পারিয়া, অভিসারিকা কৌশল-ক্রমে নায়কপ্রেরিত দূতীকে অভিসারের সময় ইঙ্গিতে জানাইতেছে।—

সর্ব্বলোকমোহন-বিভ্রম-শালিনী কোন উৎকট-মদা ইন্দুবদনা যুবতী সখীগণের মধ্যে বসিয়া চঞ্চল নয়ন ও ভ্রূদ্বয়ের কম্পনের দ্বারা দূতীর সহিত নীরব ভাষায় আলাপ করিবার অভিলাষে, সহসা নেত্রদ্বয়ে কজ্জল পরিতে লাগিল ও পীনোন্নত পয়োধর-যুগলে বিলুণ্ঠিত মণি-হার বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলিল। এই দুই ক্রিয়া দ্বারা কামিনী দূতীকে জানাইল যে, যখন জগদ্বাসীর চক্ষুতে কজ্জলবৎ অন্ধকারের আবরণ পড়িবে এবং স্তনপদ্মের উপরিস্থিত মুক্তার মালার ন্যায় গৃহমধ্যবর্ত্তী মঞ্চস্থিত দীপশিখার আলোক নির্ব্বাপিত হইবে,—সেই সময়ে আমি প্রিয়তমের নির্দ্দেশমত সঙ্কেতস্থানে গমন করিব ॥ ১৫ ॥

কোন যুবতীকে দেখিয়া কোন চঞ্চল যুবকের সখার সহিত কথোপকথন।—সখে! দেখ দেখ, এই পুরোবর্ত্তিনী ললনার মুখখানিতে যেন চাঁদের জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়া আঘ্রাণ লইতেছে, আর পক্ক বিম্বফলের প্রভাজাল অতি সন্তর্পণে উহার অধর চুম্বন করিতেছে, আবার মনোহর কমল-কোরকের সুষমা [illegible] কামিনীর কুচ কুসুম সশঙ্কে স্পর্শ করিতে চাহিতেছে, কোকনদের সৌন্দর্য্য ললনার করদ্বয়ে খেলা করিতেছে এবং প্রবালের দ্যুতি আদরে উহার পদসেবায় রত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

দূতি! ত্বয়া কৃতমহো নিখিলং মদুক্তং ন ত্বাদৃশী পরহিতপ্রবণাস্তি লোকে ।
শ্রান্তাসি হন্ত মৃদুলাঙ্গি! গতা মদর্থং সিধ্যন্তি কুত্র সুকৃতানি বিনা শ্রমেণ ॥ ১৭ ॥
ন বরীভরীতি কবরীভরে স্রজো ন চরীকরীতি মৃগনাভিচিত্রকম্ ।
বিজরীহরীতি ন পুরেব মৎপুরো বিবরীবরীতি চ বিপ্রিয়ং প্রিয়া ॥ ১৮ ॥

গূঢ়ালিঙ্গনগণ্ডচুম্বনকুচস্পর্শাদিলীলায়িতং সর্ব্বং বিস্মৃতমেব বিস্তৃতবতো বালে! খলেভ্যো ভয়াৎ;
সংলাপস্ত্বধুনা সুদুর্ঘটতমস্তত্রাপি নাতিব্যথা যত্ত্বদ্দর্শনমপ্যভূদসুলভং তেনৈব দূয়ে ভৃশম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—(প্রিয়ান্তিকে প্রেষিতা তেন প্রিয়েণৈব নিগূঢ়ম্ উপভুক্তবতীং লক্ষিত-সুরতচিহ্নাং, আত্মাপরাধং গোপয়ন্তীং দূতীং বঞ্চিতা নায়িকা কথয়তি)।—দূতি! অহো! ত্বয়া নিখিলং মদুক্তং কৃতং, লোকে ত্বাদৃশী পরহিত-প্রবণা ন অস্তি। হন্ত মৃদুলাঙ্গি! মদর্থং গতা শ্রান্তা অসি, শ্রমেণ বিনা সুকৃতানি কুত্র সিধ্যন্তি? ॥ ১৭ ॥

(অভিমানিন্যাং নায়িকায়াং রোষম্ আস্থিতায়াং বিরহার্ত্তঃ নায়কঃ তস্যাঃ সখীং কথয়তি)।—প্রিয়া পুরা ইব কবরীভরে স্রজঃ ন বরীভরীতি, মৃগনাভিচিত্রকং ন চরীকরীতি, মৎপুরঃ ন বিজরীহরীতি, বিপ্রিয়ং চ বিবরী-বরীতি ॥ ১৮ ॥

(পূর্ব্বং বহুশঃ কৃতবিহারয়োঃ কয়োশ্চিৎ তরুণয়োঃ বহোঃ কালাৎ পরং নির্জ্জনে সহসা পরস্পরং পশ্যতোঃ নায়কঃ নায়িকাং কথয়তি)।—বালে! বিস্তৃতবতঃ খলেভ্যঃ ভয়াৎ (ত্বয়া)—গূঢ়ালিঙ্গন-গণ্ড-চুম্বন-কুচ-স্পর্শাদিলীলায়িতং সর্ব্বং বিস্মৃতম্ এব, অধুনা সংলাপঃ তু দুর্ঘটতমঃ—তত্র অপি ন অতিব্যথা, (পরন্তু) যৎ ত্বদ্দর্শনম্ অপি অসুলভম্ অভূৎ, তেন এব ভৃশং দূয়ে ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ—প্রিয়সমীপে প্রেরিতা নবীনা দূতী নিজেই পরিতৃপ্তা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং আত্মাপরাধ গোপন করিতে প্রয়াস পাইতেছে দেখিয়া—বিরহিণী যুবতী ঐ সম্ভোগ-চিহ্নিতাঙ্গী বিশ্বাস-ঘাতিনী দূতীকে কহিতেছেন;—আহা দূতি! তোর মতন আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী আর কে আছে? যা' যা' বলিয়াছিলাম, তুই আমার সে সব কথাই পালন করিয়াছিস্—দেখিতেছি! সংসারে কয় জন, বল্, তোর মত পরহিত-হৃদয়া আছে? আহা! কোমলাঙ্গি! আমার জন্য তা'র কাছে যাইতে তোর কত শ্রমই না হইয়াছে! দেখ্ দূতি! শ্রম না করিলে কি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়? তুই-ই বল্! ॥ ১৭ ॥

অভিমানভরে নায়িকা চুপ করিয়া আছেন, তাই বিরহার্ত্ত নায়ক, ঐ অভিমানিনীর সখীকে কহিতেছেন;—ধনি! এ কি হইল—বল ত! প্রিয়া আমার পূর্ব্বের মত আর কবরী-ভারে মালা পরাইতেছেন না বা কলেবর মৃগনাভি-চিত্রে সুসজ্জিত করিতেছেন না, আগের মত আমার সম্মুখে আর তেমন বিলাস-গমনে ঘোরা-ফেরা করিতে দেখিতেছি না, আবার যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, অমনি টাস টাস্ করিয়া নীরস উত্তর প্রদান করিতেছেন, কি হইয়াছে? কোনো অসুখ করিয়াছে কি? (নায়ক এমন ভাণ করিতেছেন, যেন অভিমানের কারণটা তিনি জানেনই না, তিনি এমনই নিরপরাধ!) ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বে বহুবার সুপরিচিত ও অবাধিত ভাবে পরস্পর সম্মিলিত হওয়ার পর, অনেক দিন অন্তে দুই যুবক-যুবতীতে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হওয়ায়, তরুণযুবক তরুণীকে কহিতেছেন;—বালিকে! খল-ব্যক্তিদের দ্বারা চারিদিকে বিস্তৃত দুর্ণামের ভয়ে, কলঙ্কের ভয়ে তুমি সেই নির্জ্জনে সম্ভোগ, গণ্ড চুম্বন, বক্ষোজ-স্পর্শ প্রভৃতি সমস্ত লীলাই, দেখিতেছি, ভুলিয়া গিয়াছ। এখন তোমার সহিত দু'একটা কথা বলাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে! তা' হোক্, তাতেও আমার তত দুঃখ নাই; কিন্তু তোমাকে যে, দূর হইতেও একবার নিমেষের জন্য এখন দেখিতে পা'ই না, ইহাতেই আমি মরমে মরিয়া যাইতেছি ॥ ১৯ ॥

যা চন্দ্রস্য কলঙ্কিনো জনয়তি স্মেরাননেন ত্রপাং বাচা মন্দিরকীরসুন্দরগিরো যা সর্ব্বদা নিন্দতি।
নিশ্বাসেন তিরস্করোতি কমলামোদান্বিতান্ যানিলান্ সা তৈরেব রহস্ত্বয়া বিরহিতা কাঞ্চিদ্দশাং নীয়তে ॥ ২০ ॥
তন্বী সা যদি গায়তি শ্রুতিকটুর্বীণাধ্বনির্জায়তে যদ্যাবিষ্কুরুতে স্মিতানি মলিনৈবালক্ষ্যতে চন্দ্রিকা।
আস্তে ম্লানমিবোৎপলং নবমপি স্যাচ্চেৎ পুরো নেত্রয়োস্তস্যাঃ শ্রীরবলোক্যতে যদি তড়িদ্বল্লী বিবর্ণৈব সা ॥২১॥
সত্যং তদ্‌যদবোচথা মম মহান্ রাগস্ত্বদীয়াদিতি ত্বং প্রাপ্তোঽসি বিভাত এব সদনং মাং দ্রষ্টু-কামো যতঃ।
রাগং কিন্তু বিভর্ষি নাথ! হৃদয়ে কাশ্মীর-পত্রোদিতং নেত্রে জাগরজং ললাট-ফলকে লাক্ষা-রসাপাদিতম্ ॥ ২২ ॥
এতস্মিন্ সহসা বসন্তসময়ে প্রাণেশ! দেশান্তরং গন্তুং ত্বং যতসে তথাপি ন ভয়ং তাপাৎ প্রপদ্যেঽধুনা।
যস্মাৎ কৈরবসারসৌরভমুষা সাকং সরো-বায়ুনা চান্দ্রী দিক্ষু বিজৃম্ভতে রজনিষু স্বচ্ছা ময়ূখচ্ছটা ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—(প্রিয়তমে যথা প্রতিশ্রুম্ অনাগতে বিরহ-তাপিতয়া নায়িকয়া প্রেষিতা দূতী নায়কং কথয়তি)।—যা স্মেরাননেন কলঙ্কিনঃ চন্দ্রস্য ত্রপাং জনয়তি, যা সর্ব্বদা বাচা মন্দিরকীরসুন্দর-গিরঃ নিন্দতি, যা নিশ্বাসেন কমলামোদান্বিতান্ অনিলান্ তিরস্করোতি, সা ত্বয়া বিরহিতা (সতী) তৈঃ এব কাঞ্চিৎ দশাং নীয়তে ॥ ২০ ॥

(কামপি উপভোগ্যাং সুন্দরীং বীক্ষ্য কশ্চিদ্ যুবা সখায়ং ব্রূতে)।—(সখে!) সা তন্বী যদি গায়তি, বীণাধ্বনিঃ শ্রুতিকটুঃ জায়তে, যদি স্মিতানি আবিষ্কুরুতে, চন্দ্রিকা মলিনা এব আলক্ষ্যতে, নবম্ অপি উৎপলং চেৎ তস্যাঃ নেত্রয়োঃ পুরঃ স্যাৎ, ম্লানম্ ইব আস্তে, যদি তস্যাঃ শ্রীঃ অবলোক্যতে, (তর্হি) সা তড়িদ্বল্লী বিবর্ণা এব (ভবতি) ॥ ২১ ॥

(অন্য-সম্ভোগ-চিহ্নিতং প্রিয়ং স্তুতিচ্ছলেন কাচিৎ খণ্ডিতা ব্রূতে)।—অয়ি নাথ!—"মম রাগঃ ত্বদীয়াৎ (রাগাৎ) মহান্"—ইতি ত্বং যৎ অবোচথাঃ, তৎ সত্যং, যতঃ ত্বং মাং দ্রষ্টুকামঃ (সন্) বিভাতে এব সদনং প্রাপ্তঃ অসি, কিন্তু হৃদয়ে কাশ্মীরপত্রোদিতং, নেত্রে জাগরজং ললাট-ফলকে লাক্ষা-রসাপাদিতং রাগং বিভর্ষি ॥ ২২ ॥

(প্রবাসং গন্তকামং প্রিয়তমং বিরহেণ স্বদেহং ত্যক্ষ্যন্তী বিদগ্ধা নায়িকা সকৌশলং ব্রূতে।—অয়ি প্রাণেশ! এতস্মিন্ বসন্ত-সময়ে ত্বং সহসা দেশান্তরং গন্তুং যতসে, তথাপি অধুনা তাপাৎ ন ভয়ং প্রপদ্যে, যস্মাৎ স্বচ্ছা চান্দ্রী ময়ূখচ্ছটা কৈরবসার-সৌরভ-মুষা সরোবায়ুনা (সাকং) রজনিষু দিক্ষু বিজৃম্ভতে ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রতিশ্রুত সময়ে প্রিয়তম না আসায় বিরহিণী নায়িকা কর্ত্তৃক প্রেরিতা দূতী গিয়া নায়ককে কহিতেছে;—জান তুমি প্রিয়, তোমার অভাবে তোমার প্রিয়তমার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে? এক দিন যে সুন্দরী সস্মিত-বদনের দ্বারা কলঙ্কিত চন্দ্রকে লজ্জা দিত, মধুর-বচন-বিন্যাসে মন্দির-রক্ষিত শুকের সুললিত ভাষাকেও নিন্দিত করিত এবং যে পদ্মিনীর নিশ্বাস-গন্ধে কমল-গন্ধ-সুরভি সমীরও অবজ্ঞাত হইত, আজ সেই সেই পরাজিত, নিন্দিত ও অবজ্ঞাত বস্তুগুলি এক-জোটে তোমার প্রেয়সীকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। নিষ্ঠুর! তোমার বিরহে তার আজ এই দুর্দ্দশা! ॥২০॥

কোন উপভোগ-যোগ্যা তরুণীকে দেখিয়া এক যুবক তাহার সখীকে কহিতেছে;—সখে! ঐ কৃশাঙ্গী যদি গান ধরে, বীণার ঝঙ্কারও তার কাছে হার মানে। যদি একবার মুচকিয়া হাসে, চাঁদের জ্যোৎস্নাও ম্লান হইয়া যায়। অচির-বিকসিত কমলের দিকে ঐ তরুণী যদি চায়, সে লজ্জায় মলিন হইয়া পড়ে। অধিক কি,—ঐ সুন্দরীর চির-নবীন আকৃতির কাছে, বিদ্যুল্লতাও শ্রী-হীন ও ম্লান বলিয়া মনে হয় ॥ ২১ ॥

অন্য-সম্ভোগ-চিহ্নিত প্রিয়তমকে কোনো ব্যথিতা নায়িকা স্তুতিচ্ছলে কহিতেছেন;—নাথ! এতদিন তুমি যে বলিয়া আসিতেছ—'তোমার রাগ হইতে আমার রাগ (অনুরাগ ও অঙ্গরাগ)—অনেক অধিক'—সে কথা আজ দেখিতেছি, বর্ণে বর্ণে সত্য। কেন না, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এই প্রভাত কালে দেখা দিতে যদিও তুমি আসিয়াছ, কিন্তু এত দেরীতেও তোমার বক্ষের কুঙ্কুম-রাগ-রচিত পত্রের শোভা, নয়নে সারা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ছবি এবং ললাট-পটে লাক্ষারস-রক্তিমা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া দীপ্তি পাইতেছে। জাগরণক্লান্তিতে নেত্র ঢুলু ঢুলু করিলেও কত শোভা জন্মিয়াছে! ॥ ২২ ॥

প্রবাস-গমনোদ্যত প্রিয়তমকে, বিরহে প্রাণত্যাগে কৃত-সঙ্কল্পা কোন নায়িকা কহিতেছেন;—প্রাণবল্লভ! এই দুরন্ত বসন্তসময়ে তুমি আমাকে ছাড়িয়া বিদেশ যাইতেছ,—যাও, ইহাতে আজ আমার আর দুঃখ নাই, আজ আর আমি তাপের ভয় করি না, কেন না, ঐ দেখ, সরো-জল-শীতল এবং কৈরবকুলের কেশরসৌরভে সুবাসিত মন্দ সমীরণের সহিত চন্দ্রের স্বচ্ছ-শীতল ময়ূখমালা দশদিকে কেমন ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহাতেই আমার সকল তাপ প্রশমিত হইবে। অর্থাৎ এ দৃশ্য আমি সহ্য করিতে পারিব না। মরিয়া যাইব, সুতরাং তাপশান্তি হইবে ॥ ২৩ ॥

চক্ষুর্জাড্যমপৈতু মানিনি ! মুখং সন্দর্শয়ন্‌ শ্রোত্রয়োঃ পীযূষস্রুতিসৌখ্যমস্তু মধুরাং বাচং প্রিয়ে ! ব্যাহর ।
তাপঃ শাম্যতু মে প্রসাদশিশিরাং দৃষ্টিং শনৈঃ পাতয় ত্যক্ত্বা দীর্ঘমভূতপূর্ব্বমচিরাদ্রোষং সখীদোষজম্‌ ॥ ২৪ ॥
মানম্লানমনা মনাগপি নতং নালোকতে বল্লভং নির্যাতে দয়িতে নিরন্তরমিয়ং বালা পরন্তপ্যতে।
আনীতে রমণে বলাৎ পরিজনৈর্ম্মৌনং সমালম্বতে ধত্তে কণ্ঠগতানসূন্‌ প্রিয়তমে নির্গন্তুকামে পুনঃ ॥ ২৫ ॥
কর্ণারুন্তুদমেব কোকিলরুতং তস্যাঃ শ্রুতে ভাষিতে চন্দ্রে লোকরুচিস্তদাননরুচেঃ প্রাগেব সন্দর্শনাৎ।
চক্ষুর্মীলনমেব তন্নয়নয়োরগ্রে মৃগীণাং বরং হৈমী বল্ল্যপি তাবদেব ললিতা যাবন্ন সা লক্ষ্যতে ॥ ২৬ ॥

ইতি কালিদাসকৃত-পুষ্পবাণবিলাসম্‌ সম্পূর্ণম্‌।

অন্বয়।—(মহতা অভিমানেন বিমূঢ়াং নায়িকাং নায়কঃ প্রসাদয়তি)।—অয়ি মানিনি! সখীদোষজং দীর্ঘম্‌ অভূতপূর্ব্বং রোষম্‌ অচিরাৎ ত্যক্ত্বা মুখং সন্দর্শয়, মে চক্ষুর্জাড্যম্‌ অপৈতু। প্রিয়ে! মধুরাং বাচং ব্যাহর, শ্রোত্রয়োঃ পীযূষস্রুতি-সৌখ্যম্‌ অস্তু, প্রসাদ-শিশিরাং দৃষ্টিং শনৈঃ পাতয়, তাপঃ শাম্যতু ॥২৪॥

(কস্যাশ্চিৎ মানিন্যাঃ বিরহতাপখেদং দৃষ্ট্বা সমবেদন-পরা তৎসখী কামপি অন্যাং ব্রূতে)।—ইয়ং বালা মান-ম্লান-মনাঃ নতং বল্লভং মনাক্‌ অপি ন আলোকতে, দয়িতে নির্যাতে (সতি) নিরন্তরং পরং তপ্যতে, পরিজনৈঃ পুনঃ রমণে বলাৎ আনীতে (সতি) মৌনং সমালম্বতে, পুনঃ প্রিয়তমে নির্গন্তুকামে (সতি) কণ্ঠগতান্‌ ধত্তে ॥ ২৫ ॥

(কামপি অপূর্ব্বসুন্দরীং তরুণীং বিলোক্য চঞ্চলঃ কশ্চিদ্‌ যুবা সখায়ং কথয়তি)।—(সখে!) তস্যাঃ ভাষিতে শ্রুতে কোকিলরুতং কর্ণারুন্তুদম্‌ এব (জাতং) তদাননরুচেঃ সন্দর্শনাৎ প্রাক্‌ এব চন্দ্রে লোকরুচিঃ (আসীৎ), তন্নয়নয়োঃ অগ্রে মৃগীণাং চক্ষুর্মীলনম্‌ এব বরং, যাবৎ সা ন লক্ষ্যতে, তাবৎ এব হৈমী বল্লী অপি ললিতা (আসীৎ) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—মহামানে আনতমুখী নির্ব্বাক্‌ নায়িকাকে নায়ক প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।—মানিনি! বিনাদোষে এ অধীনের উপর এত মান কেন? পূর্ব্বে কখনো ত এত ক্রোধ, এত অভিমান দেখি নাই! দোষ করিল তোমারই সখীরা, আর রোষ করিতেছ আমার উপর? প্রসন্ন হও, একবার মুখ তুলিয়া চাও, আমার নয়নের জড়তা কাটিয়া যাক্‌। প্রিয়ে! অন্ততঃ দু'-একটা মধুর কথা কহিয়া আমার কর্ণে অমৃতবর্ষণ কর। তোমার প্রসাদরূপ শিশির-শীতল দৃষ্টিদানে আমার হৃদয়ের তাপ দূর কর ॥ ২৪ ॥

কোন অভিমানিনীর বিরহখেদ-দর্শনে সমবেদনাময়ী তৎ-সখীর জন্য এক কামিনীর নিকট উক্তি।—এই বালার এতই অভিমান হইয়াছে যে, প্রণত প্রাণেশ্বরের দিকে ভুলেও একবার চাহিতেছে না, অথচ প্রাণবল্লভ যদি চলিয়া গেলেন, ত' অমনি বিরহতাপে বালিকা ম্লান হইয়া পড়ে। আবার পরিজনবর্গ গিয়া ইহার প্রাণনাথকে ধরিয়া, বলিয়া কহিয়া যদি-ই বা নিকটে লইয়া গেল, তখন ইহার মৌনি-ভাব যেন আরও বৃদ্ধি পায়। আবার যেমন সেই প্রিয়তম চলিয়া যাইবার উপক্রম করেন, তখন বালিকার প্রাণ পুনরায় কণ্ঠগত হইয়া পড়ে। এ এক অদ্ভুত মান! ॥ ২৫ ॥

কোন অনিন্দ্য-সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া এক চঞ্চল যুবকের বন্ধুর নিকট উক্তি।— সখে! তা'র কথা একবার শুন্‌লে কোকিলের রব কানে তপ্তশলাকার ন্যায় পীড়া দেয়, যতদিন তা'র মুখের সৌন্দর্য্য না দেখিয়াছিল, ততদিনই লোকের চন্দ্রের প্রতি অনুরাগ ছিল। এমনই তা'র চোখ, যে, তা'র সমক্ষে মৃগীগণের চোখ্‌ বুজিয়া থাকাই সঙ্গত, যত-দিন তা'কে না দেখা গিয়াছিল, ততদিনই স্বর্ণলতা সুন্দর বলিয়া মনে হইত ॥ ২৬ ॥

পুষ্পবাণবিলাস সম্পূর্ণ।

শৃঙ্গারতিলক

ও

শৃঙ্গাররসাষ্টক

(মূল, অন্বয় ও তাৎপর্য্যার্থ-সংবলিত অনুবাদ)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শৃঙ্গারতিলকম্

বাহূ দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্য-লীলাজলং, শ্রোণী তীর্থশিলা চ নেত্র-শফরং ধম্মিল্ল-শৈবালকম্।
কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাক-যুগলং কন্দর্পবাণানলৈর্দ্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরো নির্ম্মিতম্ ॥ ১ ॥
আয়াতা মধুযামিনী যদি পুনর্নায়াত এব প্রভুঃ প্রাণা যান্তু বিভাবসৌ যদি পুনর্জন্মগ্রহঃ প্রার্থয়ে।
ব্যাধঃ কোকিল-বন্ধনে, হিমকর-ধ্বংসে চ রাহুগ্রহঃ, কন্দর্পে হর-নেত্র-দীধিতিরহং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ ॥ ২ ॥
কস্তুরী-বর-পত্র-ভঙ্গ-নিকরো ভ্রষ্টো ন গণ্ডস্থলে, নো লুপ্তং সখি! চন্দনং স্তন-তটে ধৌতং ন নেত্রাঞ্জনম্।
রাগো ন স্খলিতস্তবাধরপুটে তাম্বূলসংবর্দ্ধিতঃ, কিং রুষ্টাসি গজেন্দ্র-মন্দ-গমনে! কিংবা শিশুস্তে পতিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—কন্দর্পবাণানলৈঃ দগ্ধানাম্ অবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরঃ নির্ম্মিতম্। (কীদৃশং তৎ সরঃ?—ইতি বিশদয়তি কবিঃ)—কান্তায়াঃ দ্বৌ বাহূ (তত্র) মৃণালম্, আস্য-কমলং, লাবণ্যলীলাজলং চ তৎ সরঃ, শ্রোণী চ (তত্র) তীর্থ-শিলা, (তথা) নেত্র-শফরং ধম্মিল্ল-শৈবালকং স্তনচক্রবাক-যুগলং চ তৎ সরঃ ॥ ১ ॥

মধুযামিনী আয়াতা, যদি (মে) প্রভুঃ ন পুনঃ আয়াতঃ, (তর্হি) প্রাণাঃ বিভাবসৌ যান্তু, পুনঃ যদি জন্মগ্রহঃ (ভবেৎ), (তর্হি) প্রার্থয়ে—(যথা অহং) কোকিল-বন্ধনে ব্যাধঃ, হিমকর-ধ্বংসে রাহু-গ্রহঃ, কন্দর্পে হর-নেত্র-দীধিতিঃ, প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ চ (ভবেয়ম্) ॥ ২ ॥

অয়ি সখি! তব গণ্ডস্থলে কস্তূরীবরপত্রভঙ্গনিকরঃ ন ভ্রষ্টঃ, স্তনতটে চন্দনং ন লুপ্তং, নেত্রাঞ্জনং ন ধৌতং, তব অধরপুটে তাম্বূল-সংবর্দ্ধিতঃ রাগঃ ন স্খলিতঃ! অয়ি গজেন্দ্র-মন্দগমনে। কিং রুষ্টা অসি! কিংবা তে পতিঃ শিশুঃ (অস্তি?) ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—(কবির উক্তি।) আমার মনে হয়,—মদনের শরানলে দগ্ধীভূত হতভাগ্য-বিরহীদিগের অবগাহনের নিমিত্ত বিধাতা কর্ত্তৃক রমণীরূপ রমণীয় সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রিয়তমার কমনীয় ভুজলতাদ্বয় তাঁহার মৃণাল ও প্রিয়ার সুন্দর মুখখানি তাহার পদ্ম এবং সুন্দরীর দেহলতার অনুপম লাবণ্যের তরঙ্গ-লীলা সেই সরসীর জল ও প্রেয়সীর নিতম্বতট সেই জলে অবতরণের সোপান আর তাহার নিয়ত চঞ্চল সশঙ্ক নয়ন সেই সরোবরের শফর-মৎস্য (পুঁটিমাছ) এবং ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপ তাহার শৈবাল। আ মরি! মরি! প্রিয়ার পীন পয়োধরযুগল বুঝি সেই সরসীর চক্রবাকমিথুন! ॥ ১ ॥

সখি রে! ঐ মধুমাসের রাত্রি আসিল, এ সময়ে যদি আমার প্রাণবল্লভ না আসিলেন, তবে মদনানলে আমার প্রাণ পুড়িয়া যায়—যা'ক্; কিন্তু যদি আবার জন্মগ্রহণ করি, তা'হলে প্রার্থনা,—যেন আমি ব্যাধরূপে কোকিলকুলের বন্ধন করিতে পারি, না হয় রাহুরূপে জন্মিয়া শীতরশ্মি চন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিতে পারি, অথবা ত্রিনয়নের নয়নাগ্নি হইয়া বিরহিণী-ঘাতক মদনকে ভস্ম করি, অথবা আমার প্রাণেশ্বরের পক্ষে আমি যেন মদনরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেখাইতে পারি যে, বিরহে কত সুখ! ॥ ২ ॥

এ কি সখি? সারারাত্রি দয়িতকক্ষে যাপন করিয়া গজেন্দ্রের ন্যায় মদ-মন্দ-গমনে বাহির হইতেছ, অথচ তোমার এ কি দশা! তোমার কপোল-তলে মৃগনাভিরচিত পত্র-ভঙ্গরচনা যেমন তেমনই রহিয়াছে, একটুও ভ্রষ্ট বা বিমর্দ্দিত হয়নি, স্তনতটের চন্দন-চর্চ্চা বিন্দুমাত্রও বিলুপ্ত হয় নি, চোখের কাজল যেমন তেমনই রহিয়াছে, অধরের তাম্বূলরাগ একটুও স্খলিত বা বিগলিত [illegible], এ সব কি? তুমি কি ক্রোধাবিষ্টা হইয়াছিলে? [illegible] তোমার পতি অত্যন্ত বালক, নর্ম্ম-ক্রীড়ার মর্ম্মে সম্পূর্ণ [illegible]? ব্যাপার কি? বল ত! ॥ ৩ ॥

এতেষাং শৃণু কারণং সখি ! পুনর্বক্ষ্যামি সর্ব্বঞ্চ তে, নো রুষ্টা রতিমন্দিরে প্রিয়তমে, বালো ন মে বল্লভঃ ।
মাং দৃষ্ট্বা নবযৌবনাং সচকিতাং কন্দর্প-দর্পাপহাং মুক্তো দৈত্য-গুরুঃ প্রিয়েণ সহসানঙ্গ-প্রসঙ্গঃ কৃতঃ ॥ ৪ ॥
সমায়াতে কান্তে কথমপি চ কালেন বহুনা, কথাভির্দ্দেশানাং সখি ! রজনিরর্দ্ধং গতবতী ।
ততো যাবল্লীলা-কলহ-কুপিতাস্মি প্রিয়তমে, সপত্নীব প্রাচী দিগিয়মভবত্তাবদরুণা ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমং তিলকম্ ।

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন, কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন ।
অঙ্গানি চম্পক-দলৈঃ স বিধায় বেধাঃ কান্তে ! কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ ? ॥ ৬ ॥
একো হি খঞ্জনবরো নলিনী-দলস্থো দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গ-বলাধিপত্যম্ ।
কিং বা করিষ্যতি ভবদ্বদনারবিন্দে, জানামি নো নয়নখঞ্জন-যুগ্মমেতৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—সখি ! এতেষাং কারণং শৃণু, সর্ব্বং চ তে পুনঃ বক্ষ্যামি । রতিমন্দিরে প্রিয়তমে অহং নো রুষ্টা আসম্, (অথবা) মম বল্লভঃ ন বালঃ (অস্তি) । নবযৌবনাং সচকিতাং কন্দর্পদর্পাপহাং মাং দৃষ্ট্বা প্রিয়েণ সহসা দৈত্যগুরুঃ (শুক্রমিত্যর্থং) মুক্তঃ, (অতঃ) অনঙ্গ-প্রসঙ্গঃ কৃতঃ (সম্ভবতি ?) ॥৪॥

সখি ! কান্তে সমায়াতে (সতি), বহুনা কালেন দেশানাং কথাভিঃ রজনিঃ অর্দ্ধং গতবতী, ততঃ যাবৎ (অহং) প্রিয়তমে লীলা-কলহ-কুপিতা অস্মি, তাবৎ ইয়ং প্রাচী দিক্ সপত্নী ইব অরুণা অভবৎ ॥ ৫ ॥

কান্তে ! তব নয়নম্ ইন্দীবরেণ, মুখম্ অম্বুজেন, দন্তং কুন্দেন, অধরং নবপল্লবেন, অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ বিধায় সঃ বেধাঃ (তে) চেতঃ কথম্ উপলেন ঘটিতবান্ ? ॥ ৬ ॥

(অয়ি তন্বি ! নলিনীদলস্থঃ একঃ খঞ্জনবরঃ দৃষ্টঃ (সন্) চতুরঙ্গ-বলাধিপত্যং করোতি হি, ভবদ্বদনারবিন্দে এতৎ নয়ন-খঞ্জন-যুগ্মং কিং বা করিষ্যতি—নো জানামি ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ।—(পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর ।) সখি ! এই ব্যাপারের কারণ সব খুলিয়া বলিতেছি—শোন,—আমি—গত রাত্রিতে রতিমন্দিরে গিয়া প্রিয়তমের উপর ক্রোধ করি নাই বা আমার প্রাণেশ্বর বালকও নহেন। বহুদিন পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমার প্রিয়তম সহসা নবযৌবনোল্লসিত, সচকিত ও কন্দর্পের দর্পহারী মদীয় রূপ দর্শনে এতই শিথিল-কায় ও নিরীহ-হৃদয় হইয়া পড়িলেন যে,—আমাদের উভয়ের সমস্ত আমোদ-প্রমোদই মাটি হইয়া গেল ॥ ৪ ॥

সখি ! আরও কারণ আছে :—প্রাণকান্ত ফিরিয়া আসার পর, এতদিন কোন্ কোন্ দেশে পর্য্যটন করিলেন, কি কি করিলেন, কি কি দেখিলেন,—ইত্যাদি গল্প-গুজবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, রাত্রির অর্দ্ধেক প্রায় অতীত হইল। তার পর যেমন আমি প্রিয়তমের উপর একটু কৃত্রিম কোপাদি প্রকাশের সবে সূত্রপাত করিতেছি, ইহারই মধ্যে প্রাচীদিক্ সতীনের মত লাল হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥

প্রাণেশ্বরি ! নীলেন্দীবরের দ্বারা তোমার নয়ন, কমলের দ্বারা বদন, কুন্দকুসুমের দ্বারা দন্ত, ও চম্পকদলে অঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক, বিধাতা কেন তোমার হৃদয় পাষাণ দিয়া গড়িলেন ? ॥ ৬ ॥

পদ্মদলের উপর একটি খঞ্জনকে যে ভাগ্যবান্ দর্শন করেন, তাঁহার হস্তী অশ্ব রথ প্রভৃতি নানাবিধ রাজোচিত ঐশ্বর্য্য জন্মে, আর আজ আমি তোমার বদনারবিন্দের উপর ত্বদীয় নয়নরূপ এক জোড়া খঞ্জন দেখিতে পাইলাম, জানি না, আমার অদৃষ্টে কত সুখ, কত সম্পদ্ই বিধাতা লিখিয়াছেন ॥ ৭ ॥

যে যে খঞ্জনমেকমেব কমলে পশ্যন্তি দৈবাৎ ক্বচিৎ, তে সর্ব্বে কৃতিনো ভবন্তি সুতরাং প্রখ্যাতভূমীভুজঃ।
ত্বদ্বক্ত্রাম্বুজ-নেত্র-খঞ্জনযুগং পশ্যন্তি যে যে জনাস্তে তে মন্মথবাণ-জাল-বিকলা মুগ্ধে! কিমিত্যদ্ভুতম্॥ ৮॥
প্রবিশ ঝটিতি গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কান্তে! গ্রহণ-সময়-বেলা বর্ত্ততে শীতরশ্মেঃ।
অয়ি! সুবিমল-কান্তিং বীক্ষ্য নূনং স রাহুর্গ্রসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায়॥ ৯॥

ইতি দ্বিতীয়ং তিলকম্।

শ্লাঘ্যং নীরস-কাষ্ঠ তাড়ন-শতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ, শ্লাঘ্যং পঙ্ক-বিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোঽহতি-দাহানলঃ।
যৎ কান্তাকুচ-কুম্ভ-বাহু-লতিকা-হিল্লোল-লীলা-সুখং, লব্ধং কুম্ভবর! ত্বয়া, ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে॥ ১০॥
কিং কিং বক্ত্রমুপেত্য চুম্বসি বলান্নির্লজ্জ! লজ্জা ক্ব তে, বস্ত্রান্তং শঠ! মুঞ্চ মুঞ্চ, শপথৈঃ কিং ধূর্ত্ত! বাগ্‌বন্ধনৈঃ।
খিন্নাহং গত-রাত্রি-জাগর-বশাৎ তামেব যাহি প্রিয়াং, নির্ম্মাল্যোজ্‌ঝিত-পুষ্পদাম-নিকরে কিং ষট্পদানাং রতিঃ॥ ১১

ইতি তৃতীয়ং তিলকম্।

অন্বয়।—অয়ি মুগ্ধে! যে যে (জনাঃ) দৈবাৎ ক্বচিৎ কমলে একম্ এব খঞ্জনং পশ্যন্তি, তে সর্ব্বে সুতরাং কৃতিনঃ (সন্তঃ) প্রখ্যাত-ভূমীভুজঃ ভবন্তি। (কিন্তু)—যে যে জনাঃ ত্বদ্বক্ত্রাম্বুজ-নেত্রখঞ্জনযুগং পশ্যন্তি, তে তে মন্মথ-বাণ-জাল-বিকলাঃ (ভবন্তি), ইতি কিং অদ্ভুতং—(কথং ভবেৎ)?॥ ৮॥

অয়ি কান্তে! ঝটিতি গেহং প্রবিশ, বহিঃ মা তিষ্ঠ; (ইয়ং) শীতরশ্মেঃ গ্রহণসময়-বেলা বর্ত্ততে। (প্রিয়ে)! তব সুবিমল-কান্তিং মুখেন্দুং বীক্ষ্য সঃ রাহুঃ নূনং পূর্ণচন্দ্রং বিহায় গ্রসন্তি! (অতঃ গৃহাভ্যন্তরম্ আগচ্ছ)॥ ৯॥

হে কুম্ভবর! (তব) ইহ নীরস-কাষ্ঠ-তাড়ন-শতং শ্লাঘ্যং, সঃ প্রচণ্ডাতপঃ শ্লাঘ্যঃ, (তৎ) পঙ্কবিলেপনং (চ) শ্লাঘ্যং, পুনঃ সঃ অতিদাহানলশ্চ শ্লাঘ্যঃ, যৎ (যস্মাৎ) ত্বয়া কান্তা কুচকুম্ভ-বাহুলতিকা-হিল্লোল-লীলা-সুখং লব্ধম্। হি (যতঃ)—দুঃখৈঃ বিনা সুখং ন লভ্যতে॥ ১০॥

অয়ি নির্লজ্জ! উপেত্য কিং কিং বলাৎ বক্ত্রং চুম্বসি? (অথবা) তে লজ্জা ক্ব? শঠ! (অপলজ্জঃ ত্বম্) বস্ত্রান্ত মুঞ্চ মুঞ্চ, ধূর্ত্ত! বাগ্‌-বন্ধনৈঃ শপথৈঃ কিম্? অহং গতরাত্রি-জাগরবশাৎ খিন্না (অস্মি)। তামেব প্রিয়াং যাহি, (যৎ-সবিধে গতরাত্রিঃ যাপিতা।) অয়ি! নির্ম্মাল্যোজ্‌ঝিত-পুষ্পদাম-নিকরে কিং ষট্পদানাং রতিঃ (ভবেৎ)?॥ ১১॥

বঙ্গার্থ।—(ঐ উক্তিই বিশেষরূপে বলা হইতেছে) যে সকল ব্যক্তি দৈবক্রমে কখনো একটি পদ্মের উপর একটিমাত্র খঞ্জনকে দেখিতে পায়, সেই ভাগ্যবানরা ধরণীর আধিপত্য প্রাপ্ত হয়, আর তোমার মুখ-পদ্মে নয়নরূপ খঞ্জনদ্বয় যাহারা দর্শন করে, মুগ্ধে! রাজৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ত পরের কথা, আপাততঃ তাহারা দুরন্ত মন্মথের শরজালে বিদ্ধ ও বিবশ হইয়া পড়ে। বল ত, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার!॥ ৮॥

কান্তে! তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর যাও, এখন আর বাহিরে থেকো না; শীতদ্যুতি শশাঙ্কের রাহুগ্রাসের সময় আগতপ্রায়। প্রিয়ে, তোমার মুখের এ কলঙ্ককান্তি দেখিতে পাইলে, রাহু কলঙ্কী শশধরকে ত্যাগ করিয়া তোমার মুখেন্দুই হয় ত গ্রাস করিয়া বসিবে। সুতরাং ঘরে চল॥ ৯॥

হে কুম্ভবর! সার্থক তোমার জন্ম, সেই সর্ব্বপ্রথম নীরস মুদ্গরের দ্বারা তোমাকে শত সহস্রবার আঘাত করিয়া যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইয়াছিল, পরে প্রখর সৌরতাপে ফেলাইয়া তোমাকে যে শুষ্ক করা হইয়াছিল, তার পর পঙ্কলিপ্ত করিয়া তোমাকে সেই যে আগুনে পোড়ানো হইয়াছিল,—সে সনস্তই তোমার সার্থক এবং শতধা স্পৃহণীয়, কেন না প্রিয়তমার পীন-স্তন তটে আরাম করিতে করিতে তুমি তাঁহার বাহু-লতিকার সদয় আবেষ্টনরূপ হিল্লোল-লীলাসুখ ভোগ করিতে পাইতেছ। ভাই রে! দুঃখ ব্যতিরেকে এ জগতে যে সুখ-ভোগ হয় না, তুমি তার জলন্ত দৃষ্টান্ত॥ ১০॥

(নিশাশেষে আগত লম্পট স্বামীর প্রতি উক্তি।) নির্লজ্জ! কাছে ঘেঁসিয়া জোর করিয়া আমার মুখচুম্বন করিবে? লজ্জা করে না? অথবা তোমার আবার লজ্জা কোথায়? ছাড়, লম্পট! আমার আঁচল ছাড়, কপট! অত বাগাড়ম্বরপূর্ণ শপথে লাভ কি? তোমার শপথ ঢের দেখিয়াছি! সারা রাত্রি জাগিয়া আমি অত্যন্ত খিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে জ্বালাইতে এলে-কেন? তোমার সেই নবীন প্রিয়তমার কাছে যাও। গন্ধহীন কুসুমের মালায় কি ভ্রমর কখনো তৃপ্তি পায়? বা তথায় আসে?॥ ১১॥

বাণিজ্যেন গতঃ স মে গৃহ-পতির্বার্ত্তাপি ন শ্রূয়তে, প্রাতস্তজ্জননী প্রসূত-তনয়া জামাতৃগেহং গতা।
বালাহং নব-যৌবনা নিশি কথং স্থাতব্যমস্মদ্-গৃহে, সায়ং সম্প্রতি বর্ত্ততে, পথিক হে। স্থানান্তরে গম্যতাম্ ॥ ১২ ॥
যামিন্যেষা গহন-জলদৈর্বদ্ধ-ভীমান্ধকারা, নিদ্রাং যাতো মম পতিরসৌ ক্লেশিতঃ কর্ম্মদুঃখৈঃ।
বালা চাহং মনসিজ-ভয়াৎ প্রাপ্ত-গাঢ়-প্রকম্পা, গ্রামশ্চৌরৈরয়মুপহতঃ, পান্থ! নিদ্রাং জহীহি ॥ ১৩ ॥

ইয়ং ব্যাধায়তে বালা, ভ্রূরস্যাঃ কার্ম্মুকায়তে। ।
কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে, মনো মে হরিণায়তে ॥ ১৪ ॥

ইতি চতুর্থং তিলকম্।

ক্ব ভ্রাতশ্চলিতোঽসি? বৈদ্যক-গৃহে, কিন্তত্র? শান্ত্যৈ রুজাং,
কিং তে নাস্তি সখে! গৃহে প্রিয়তমা, সর্ব্বান্ গদান্ হন্তি যা?
বাতশ্চেৎ কুচকুম্ভমর্দ্দনবশাৎ, পিত্তঞ্চ বক্ত্রামৃতাৎ,
শ্লেষ্মাণং বিনিহন্তি হন্ত! সুরত-ব্যাপার কেলিশ্রমাৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—হে পথিক! সঃ মে গৃহপতিঃ বাণিজ্যেন গতঃ, (তস্য) বার্ত্তা অপি ন শ্রূয়তে; প্রসূত-তনয়া তজ্জননী প্রাতঃ জামাতৃ-গেহং গতা, অহং (চ) নবযৌবনা বালা, নিশি অস্মদ্-গৃহে কথং স্থাতব্যম্? সম্প্রতি সায়ং বর্ত্ততে. (পথিক!) (ত্বয়া) স্থানান্তরে গম্যতাম্ ॥ ১২ ॥

অয়ি পান্থ! এষা যামিনী গহন-জলদৈঃ বদ্ধ-ভীমান্ধকারা (জাতা), অসৌ মম পতিঃ কর্ম্মদুঃখৈঃ ক্লেশিতঃ (সন্) নিদ্রাং যাতঃ। অহং চ বালা মনসিজভয়াৎ প্রাপ্ত-গাঢ়-প্রকম্পা (অস্মি), অয়ং গ্রামঃ চ চৌরৈঃ উপহতঃ, (পথিক!) নিদ্রাং জহীহি ॥ ১৩॥

ইয়ং বালা ব্যাধায়তে, অস্যাঃ ভ্রূশ্চ কার্ম্মুকায়তে, কটাক্ষাঃ চ শরায়ন্তে, মে মনঃ (সম্প্রতি) হরিণায়তে ॥ ১৪ ॥

(প্রশ্নঃ) অয়ি ভ্রাতঃ! ক্ব চলিতঃ অসি? (উত্তরম্) বৈদ্যক-গৃহে। (প্র) তত্র কিং (কার্য্যম্)? (উ) রুজাং শান্ত্যৈ। সখে! গৃহে তে প্রিয়তমা নাস্তি কিম্? যা (প্রিয়তমা) সর্ব্বান গদান্ হন্তি; (তব) বাতঃ চেৎ (জাতঃ), (তং বাতং) কুচকুম্ভ-মর্দ্দনবশাৎ, পিত্তং চ (চেৎ), —(তৎপিত্তং) বক্ত্রামৃতাৎ, হন্ত! শ্লেষ্মাণং সুরতব্যাপারকেলিশ্রমাৎ (সা প্রিয়তমা) বিনিহন্তি ॥১৫॥

বঙ্গার্থ।—(বিরহিণী যুবতীর উক্তি) হে পথিক! আমার পতি বাণিজ্যের নিমিত্ত বহু দিন বিদেশে গিয়াছেন, তাঁহার কোনই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না; আমার ননদের ছেলে হওয়ায়, আজ ভোরে আমার শাশুড়ীও তাঁহার জামাই-বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। আমি নবযৌবনা বালিকা, সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে; কি করিয়া, এমন অবস্থায় আমাদের এই জনহীন গৃহে তোমাকে থাকিতে দিব? বল ত। সুতরাং ভাবিয়া দেখ, অন্যত্র যাওয়াই তোমার উচিত। কি বল? ॥ ১২ ॥

পথিক! নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠ! ঘন-কৃষ্ণ জলদ-জালে, চাহিয়া দেখ, রাত্রি কি ভয়ানক গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, কোলের লোককেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পতি আমার সারাদিনের পরিশ্রমে কাতর হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বালিকা আমি দুর কন্দর্পের ভয়ে থর্ থর্ কাঁপিতেছি, এ লক্ষ্মীছাড়া গ্রাম আবার নানাপ্রকার তস্করাদিতে নিরন্তর বিড়ম্বিত, এমন দুর্য্যোগে কি ঘুমাইতে আছে? উঠ ॥ ১৩ ॥

এই বালিকা, দেখিতেছি, সাক্ষাৎ ব্যাধ, ইহার ভ্রূদ্বয় ব্যাধের ধনুঃ ও কুটিল কটাক্ষ যেন সুতীক্ষ্ণ বাণ। হায় রে! আমার মনটা এই ব্যাধের হাতে হরিণের মত হইল ॥ ১৪ ॥

(দুই বন্ধুর কথোপকথন;) ভাই! কোথায় চলেছ? কবিরাজবাড়ী। কি প্রয়োজন? রোগের শান্তির জন্য। সখে সকল রোগ, সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি যার হাতে সারে, সেই প্রিয়তমা কি তোমার গৃহে নাই? শোন, ফিরিয়া যাও, ঘরে গিয়া ঘরের ঔষধ ব্যবহার কর, পরের দুয়ারে যাচ্ছ কেন? যদি বাতের বেদনা হইয়া থাকে, স্তন-কলস-বিমর্দ্দনেই সারিয়া যাইবে, বদনামৃতের মত ঔষধ পিত্তাধিক্যের পক্ষে আর নাই। আর যদি শ্লেষ্মার প্রকোপ হইয়া থাকে,—গৃহে গিয়া একটু মনোহর পরিশ্রম কর—এখনই শ্লেষ্মা নির্গত হইবে ॥ ১৫ ॥

দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে! হরিণায়তলোচনে! ।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্ ॥ ১৬ ॥

অন্তর্গতা মদনবহ্নিশিখাবলী যা, সা বাধতে কিমহ চন্দন-পঙ্ক-লেপৈঃ।
যঃ কুম্ভকার পবনোপরি পঙ্কলেপ-স্তাপায় কেবলমসৌ ন চ তাপ-শান্ত্যৈ ॥ ১৭ ॥

দৃষ্ট্বা যাসাং নয়ন-সুষমাং মত্তবারাঙ্গনানাং
দেশত্যাগঃ পরম-কৃতিভিঃ কৃষ্ণসারৈরকারি ।
তাসামেব স্তনযুগজিতাঃ কুম্ভিনঃ সন্তি মত্তাঃ,
প্রায়ো মূর্খঃ পরিভববিধৌ নাভিমানং তনোতি ॥ ১৮ ॥

ইতি পঞ্চমং তিলকম্।

কুসুমে কুসুমোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে ।
বালে! তব মুখাম্ভোজে কথমিন্দীবরদ্বয়ম্? ॥ ১৯ ॥
"কথমেতং কুচদ্বন্দ্বং পতিতং তব সুন্দরি!"—ইতি প্রশ্নে ।
"পশ্যাধঃখননান্মূঢ়! পতন্তি গিরয়োঽপি চ।"—ইত্যুত্তরম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়।—হে হরিণায়ত-লোচনে বালে! পুনঃ দৃষ্টিং দেহি। পুরা লোকে বিষস্য ঔষধং বিষং হি শ্রূয়তে ॥ ১৬ ॥

যা মদন-বহ্নি-শিখাবলী (মম) অন্তর্গতা, সা (মাং) বাধতে, ইহ চন্দন-পঙ্ক-লেপৈঃ কিম্? কুম্ভকার-পবনোপরি যঃ পঙ্কলেপঃ অসৌ কেবলং তাপায় (ভবতি), ন চ তাপ-শান্ত্যৈ (ভবতি)। ("পবনং কুম্ভকারস্য পাকস্থানে নপুংসকম্। নিষ্পাবমরুতোঃ পুংসী"তি মেদিনী) ॥ ১৭ ॥

যাসাং মত্তবারাঙ্গনানাং নয়ন-সুষমাং দৃষ্ট্বা করমকৃতিভিঃ কৃষ্ণ-সারৈঃ দেশত্যাগঃ অকারি, তাসাং এব স্তন-যুগ-জিতাঃ কুম্ভিনঃ মত্তাঃ সন্তি। মূর্খঃ পরিভববিধৌ প্রায়ঃ অভিমানং ন তনোতি ॥ ১৮ ॥

কুসুমে কুসুমোৎপত্তিঃ (কদাপি) ন শ্রূয়তে, দৃশ্যতে চ। বালে! তব মুখাম্ভোজে ইন্দীবরদ্বয়ং কথং (সঞ্জচ্ছতে)? ॥ ১৯ ॥

অয়ি সুন্দরি! তব এতৎ কুচদ্বন্দ্বং কথং পতিতম্?—ইতি প্রশ্নে। অয়ি মূঢ়! পশ্য—অধঃখননাৎ গিরয়ঃ অপি পতন্তি চ ॥—ইতি উত্তরম্ ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থ।—অয়ি হরিণলোচনে! বালিকে! আর একবার ফিরিয়া তাকাও। শুনিয়াছি,—বিষের ঔষধ বিষ। আজ তাই চাক্ষুষ করিয়া লই ॥ ১৬ ॥

সখি! বৃথা তাপশান্তির প্রয়াস! আমার বুকের মধ্যে মদনানলের যে শিখা লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে, চন্দন-পঙ্কের প্রলেপে কি তার যাতনা কমে? দেখনি কি,—পোনের (কাঁচা হাড়ি যাহাতে পোড়ায়) উপরে যে পাঁকের প্রলেপ দেয়, তাতে কি তাপের হ্রাস হয়? তাতে বরং ভিতরের তাপ আরও বৃদ্ধিই পায় ॥ ১৭ ॥

যে সকল প্রমত্ত বারাঙ্গনাদের নয়নের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সৌভাগ্যশালী মৃগগণ লজ্জায় দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সেই রমণীদেরই বিশাল স্তন-কুম্ভের নিকট স্বীয় কুম্ভের বিশালতায় বার বার পরাজিত হইয়াও হস্তী সকল এখনও মদমত্ত হয়! কি আশ্চর্য্য! মূর্খের শত পরিভবেও অভিমান জন্মে না ॥ ১৮ ॥

বালিকে! ফুলের উপর ফুল ফোটার কথা কখনো শুনিও নাই, কখনো দেখিও নাই; কিন্তু তোমার মুখকমলের উপর দুইটি নীলপদ্ম দেখিতেছি, এ কেমন? (নয়নদ্বয়।) ॥ ১৯ ॥

"সুন্দরি! তোমার এমন সুন্দর বক্ষোজ-দ্বয়ের পতন হইল কেন?"—প্রশ্নের উত্তর,—"মূঢ়, অধঃস্থল উৎখাত হইলে—পর্ব্বতও ভূমিসাৎ হয় ॥ ২০ ॥

অপূর্ব্বো দৃশ্যতে বহ্নিঃ কামিন্যাঃ স্তনমণ্ডলে ।
দূরতো দহতে গাত্রং হৃদি লগ্নস্তু শীতলঃ ॥ ২১ ॥

এতৎ পয়োধরযুগং পতিতং নিরীক্ষ্য খেদং বৃথা বহসি কিং কমলায়তাক্ষি !
যস্মাৎ সহস্রকিরণো জন-তাপ-কারী অত্যুন্নতঃ প্রপততীতি কিমত্র চিত্রম্ ॥ ২২ ॥

কোপস্ত্বয়া যদি কৃতো ময়ি পঙ্কজাক্ষি ! সোঽস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ ।
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিত-পূর্ব্বমুচ্চৈরুচ্চৈঃ সমর্পয় মদর্পিত-চুম্বনঞ্চ ॥ ২৩ ॥

অয়ি ! মন্মথচূতমঞ্জরি ! কমলায়ত-চারু-লোচনে । ।
অপহৃত্য মনঃ ক যাসি মে কিমরাজকমত্র বর্ত্ততে ? ॥ ২৪ ॥

ইতি ষষ্ঠং তিলকম্ ।

বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো ! তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ ।
সম্প্রত্যযোগ্য-স্থিতিরেষ দেশঃ করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—কামিন্যাঃ স্তনমণ্ডলে অপূর্ব্বঃ বহ্নিঃ দৃশ্যতে। (অয়ং) দূরতঃ গাত্রং দহতে, হৃদি-লগ্নস্তু শীতলঃ (ভবতি) ॥ ২১ ॥

অয়ি কমলায়তাক্ষি! এতৎ পয়োধর-যুগং পতিতং নিরীক্ষ্য কিং বৃথা খেদং বহসি ? যস্মাৎ—অত্যুন্নতঃ জনতাপকারী সহস্রকিরণঃ (অপি) প্রপততীতি অত্র কিং চিত্রম্ ? ॥ ২২ ॥

অয়ি পঙ্কজাক্ষি ! যদি ত্বয়া ময়ি কোপঃ কৃতঃ, তব প্রিয়ঃ সঃ (কোপঃ) অস্তু, অত্র অন্যৎ কিং বিধেয়ম্ (অস্তি) ? (কিন্তু তর্হি)—উচ্চৈঃ মদর্পিতপূর্ব্বম্ আশ্লেষম্ অর্পয়, উচ্চৈঃ মদর্পিত-চুম্বনং চ সমর্পয় ॥ ২৩ ॥

অয়ি মন্মথ-চূতমঞ্জরি ! অয়ি কমলায়তচারুলোচনে ! মে মনঃ অপহৃত্য ক যাসি ? অত্র কিম্ অরাজকং বর্ত্ততে ? ॥ ২৪ ॥

হে জীব-বন্ধো ! মম এষা বিজ্ঞপ্তিঃ, (অধুনা যত্র যাসি,) তত্র এব কিয়ন্তঃ দিবসাঃ নেয়াঃ । সম্প্রতি এষঃ দেশঃ অযোগ্য-স্থিতি। (যতঃ) হিমাংশোঃ অপি করাঃ তাপয়ন্তি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—কামিনীর স্তনমণ্ডলের বহ্নি এক অদ্ভুত রকমের, দূর হইতে দেখিলে শরীর পুড়িয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ে সংলগ্ন হইলে আবার—দেহমন জুড়াইয়া যায় ॥ ২১ ॥

কমলায়তাক্ষি ! এই পয়োধরদ্বয় পতিত হইয়াছে দেখিয়া কেন বৃথা পরিতাপ করিতেছ ? দেখনি কি—সর্ব্বজন-পরিতাপক অত্যুন্নত সহস্ররশ্মি সূর্য্যও পতিত হইয়া থাকেন, সুতরাং এ সংসারে পরকে তাপিত করিয়া কেহ উন্নত থাকিতে পারে না ॥ ২২ ॥

কমল-নয়নে ! সত্যই যদি তুমি আমার উপর ক্রোধ করিয়া থাক, আর সেইটাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, ভাল, কর, আমার আর কি কর্ত্তব্য আছে ? তবে একটা কথা,—এতদূরই যদি গড়ালো, তা' হ'লে আমার সেই পূর্ব্বকৃত প্রগাঢ় আলিঙ্গনরাশি ও নির্দ্দয়চুম্বনপুঞ্জ সুদে-আসলে ফিরাইয়া দাও ॥ ২৩ ॥

ওগো মদনের সহকারমুকুল-মালারূপিণি ! ওগো পদ্মায়ত-নেত্রে ! খুব লোক তুমি, আমার মন হরণ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিতেছ ? এ দেশে কি রাজা নাই ? তুমি কি অরাজক দেশ পাইয়াছ,—যে, এত বড় একটা ব্যাপার হজম করিবে ? ॥ ২৪ ॥

হে জীবন-বন্ধো ! তুমি প্রবাসে যাবে, যাও, কিন্তু তোমার নিকট আমার একটা প্রার্থনা, যেখানে যাইতেছ, দিন কতক সেইখানে থাকিও, কেন না, এ স্থান সম্প্রতি বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। হিমাংশুর কিরণে এখানে এতই তাপ যে, প্রাণ থাকা কঠিন, অতএব হঠাৎ ফিরিয়া এসো না। (তোমার বিরহে আমার মৃত্যু নিশ্চিত, —এই ধ্বনিত হইতেছে) ॥ ২৫ ॥

কল্যাণি ! চন্দন-রসৈঃ পরিষিচ্য গাত্রং দ্বিত্রাণ্যহানি কথমপ্যতিবাহয়েথাঃ।
আগত্য তত্রভবতীং পরিরভ্য দোর্ভ্যাং নেষ্যামি শীত-কিরণাদতিশীতলত্বম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি সপ্তমং তিলকম।

সমাপ্তং শৃঙ্গারতিলকম্।

অন্বয়।—অয়ি কল্যাণি! চন্দন-রসৈঃ গাত্রং পরিষিচ্য দ্বিত্রাণি অহানি কথম্ অপি অতিবাহয়েথাঃ। (অহং পুনঃ) আগত্য তত্রভবতীং দোর্ভ্যাং পরিরভ্য শীতকিরণাৎ (অপি) অতি-শীতলত্বং নেষ্যামি ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—পূর্ব্বকথিত প্রিয়ার উক্তিতে স্বামীর প্রত্যুত্তর।—কল্যাণি। চন্দন-রসে সর্ব্বাঙ্গ পরিষিক্ত করিয়া চোখ-কান বুজিয়া কোন মতে দুই-তিনটা দিন কাটাইয়া দাও, তার পর ফিরিয়া আসিয়া, বাহুদ্বয়ের প্রগাঢ় আলিঙ্গনে তোমাকে এমনভাবেই আবদ্ধ করিব যে, শীতদ্যুতির সুশীতল কিরণ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক শৈত্য তুমি সম্ভোগ করিতে পারিবে ॥ ২৬ ॥

শৃঙ্গারতিলক সমাপ্ত।

শৃঙ্গাররসাষ্টকম্

অবিদিত-সুখ-দুঃখং নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে ।
মম তু মতমনঙ্গ-স্মের-তারুণ্য-ঘূর্ণন্মদ-কল-মদিরাক্ষী-নীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ ॥ ১ ॥

কদা কান্তাগারে পরিমল-মিলৎ-পুষ্প-শয়নে, শয়ানঃ কান্তায়াঃ কুচযুগমহং বক্ষসি বহন্ ।
অয়ে কান্তে ! মুগ্ধে ! কুটিল-নয়নে ! চন্দ্রবদনে ! প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি রজনীম্ ॥ ২ ॥

সায়ং নায়মুদেতি বাসরমণিশ্চন্দ্রো ন চণ্ডদ্যুতির্দাবাগ্নিঃ কথমম্বরে কিমশনিঃ স্বচ্ছান্তরীক্ষে কুতঃ ।
হন্তেদং নিরণায়ি পান্থ-রমণী-প্রাণানিলস্যাশয়া ধাবদ্-ঘোর-বিভাবরী-বিষধরী-ভোগস্য ভীমো মণিঃ ॥ ৩ ॥

আয়াতি যাতি পুনরেব জলং প্রয়াতি, পদ্মাঙ্কুরাণি বিচিনোতি ধুনোতি পক্ষৌ ।
উন্মত্তবদ্ ভ্রমতি কূজতি মন্দ-মন্দং, কান্তা-বিয়োগ-বিধুরো নিশি চক্রবাকঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—ইহ (সংসারে) কশ্চিৎ জড়মতিঃ (জনঃ) অবিদিতসুখ-দুঃখং নির্গুণং কিঞ্চিৎ বস্তু মোক্ষ ইতি আচচক্ষে। মম তু মতং, (যৎ), অনঙ্গস্মেরতারুণ্য-ঘূর্ণন্ মদকল-মদিরাক্ষী-নীবিমোক্ষঃ, (সঃ এব) হি মোক্ষঃ, (নান্যৎ) ॥ ১ ॥

কদা পরিমল-মিলৎ-পুষ্প-শয়নে কান্তাগারে শয়ানঃ (সন্) কান্তায়াঃ কুচ-যুগং বক্ষসি বহন্ অহং "অয়ে কান্তে ! মুগ্ধে ! কুটিল নয়নে ! চন্দ্রবদনে ! প্রসীদ,—ইতি ক্রোশন্ রজনীং নিমিষম্ ইব নেষ্যামি ? ॥ ২ ॥

অয়ং বাসরমণিঃ সায়ং ন উদেতি, (অথবা) অয়ং ন বাসর-মণিঃ, (সঃ) সায়ং ন উদেতি। নায়ং চন্দ্রঃ, সঃ চণ্ডদ্যুতিঃ ন (ভবতি)। কথমম্বরম্ অম্বরে দাবাগ্নিঃ ? সঃ চ ন সম্ভবেৎ। স্বচ্ছান্তরীক্ষে অশনিঃ চ কুতঃ (সম্ভবতি) ? হন্ত ! ইদং নিরণায়ি,—(নির্ণীতং) পান্থরমণী-প্রাণানিলস্য আশয়া অয়ং (চন্দ্রাকারঃ) ধাবদ্‌ঘোরবিভাবরী-বিষধরীভোগস্য ভীমঃ মণিঃ (বিজৃম্ভিতঃ)॥৩॥

নিশি কান্তাবিয়োগ-বিধুরঃ চক্রবাকঃ আয়াতি, যাতি, পুনরেব জলং প্রয়াতি, পদ্মাঙ্কুরাণি বিচিনোতি, পক্ষৌ ধুনোতি, উন্মত্তবৎ ভ্রমতি, মন্দমন্দং কূজতি (চ) ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—যাহারা জড়মতি ও নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি লোক, তাহারাই বলিয়াছে যে, যেখানে সুখদুঃখ কিছুই নাই, যে বস্তু সকল গুণের অতীত, তাহাই মোক্ষ। আমার মতে কিন্তু—কন্দর্পের করস্পর্শে সতত হাস্যোচ্ছল তারুণ্য-তরঙ্গিত, মধুভাষিণী মত্তখঞ্জনাক্ষীদিগের যে নীবিমোক্ষ, তাহাই প্রকৃত মোক্ষ। অন্য সব বাজে ॥ ১ ॥

এমন সুদিন কি আমার আসবে ? যখন সৌরভবাসিত কুসুম-শয্যায় শয়নপূর্ব্বক বন্ধুর-বক্ষঃস্থলা প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, "কান্তে ! মুগ্ধে ! কুটিলাক্ষি ! ইন্দুবদনে ! প্রসন্ন হও"—বলিতে বলিতে নিমেষের মত রাত্রি কাটাইতে পারিব ? ॥ ২ ॥

আকাশে ও কি ? সূর্য্য উদিত হইল কি ? না, সায়ংকালে ত সূর্য্যোদয় হয় না। তবে কি ও চন্দ্র ? না, তাহাও নহে ; চন্দ্রের কিরণ ত এত প্রচণ্ড হয় না। তবে কি আকাশে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল ? তা'ই বা কি করিয়া সম্ভবে ? স্বচ্ছ অন্তরীক্ষবক্ষে অকস্মাৎ বজ্রও ত সম্ভবপর নহে। তবে অম্বরতলে, এই সায়ংকালে ও কি একটা জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে ? উঃ, এতক্ষণে বু'ঝয়াছি :—হতভাগিনী বিরহিণী পথিকবধূদিগের প্রাণবায়ু ভক্ষণের আশায় বিভাবরীরূপিণী কালভুজঙ্গিনী ফণা বিস্তারপূর্ব্বক আসিতেছে, আর ঐ তাহারই শিরঃস্থিত ভয়ঙ্কর মণি আকাশে চাঁদের মত দেখা যাইতেছে। এ যাত্রার আর রক্ষা নাই ! ॥ ৩ ॥

আহা ! প্রিয়তমার বিচ্ছেদ-কাতর চক্রবাকের রাত্রিতে কি শোচনীয় অবস্থাই ঘটে ! কখনো এখানে আসিতেছে, ওখানে যাইতেছে, জলে গিয়া পড়িতেছে, কখনো আবার পদ্মাঙ্কুরগুলি পাতি পাতি করিয়া কোন্ হারানো মাণিককে যেন খুঁজিতেছে, কখনো বা পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেছে, আবার হতাশপ্রাণে কোথাও দাঁড়াইয়া মন্দমন্দ কূজনে রজনীকে শিশিরাশ্রুবর্ষিণী করিয়া তুলিতেছে ॥ ৪ ॥

ভঙ্‌ক্ত্বা ভোক্তুং ন ভুঙ্‌ক্তে কুটিল-বিস লতা-খণ্ডমিন্দোর্বিতর্কাৎ,
তারাকারাস্তৃষার্ত্তো ন পিবতি পয়সাং বিপ্রুষঃ পত্রসংস্থাঃ।
ছায়ামম্ভোজিনীনামলিকুলশবলাং বীক্ষ্য সন্ধ্যামসন্ধ্যাং
কান্তা-বিশ্লেষ-ভীরুর্দিনমপি রজনীং মন্যতে চক্রবাকঃ ॥ ৫ ॥

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবন-বিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা, পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈর্লূনপক্ষঃ স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে! নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ ॥ ৬ ॥

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী ।
মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজ-তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥ ৭ ॥

কা কাবলা নিধুবনশ্রম-পীড়িতাঙ্গী নিদ্রাং গতা দয়িত-বাহু-লতানুবদ্ধা ।
সা সা তু যাতু ভবনং মিহিরোদ্‌গমোঽয়ং সঙ্কেতবাক্যমিতি কাকচয়া বদন্তি ॥ ৮ ॥

শৃঙ্গাররসাষ্টকং সমাপ্তম্।

অন্বয়।—অলিকুল-শবলাম্ অম্ভোজিনীনাং ছায়াম্ অসন্ধ্যাং সন্ধ্যাং বীক্ষ্য কান্তাবিশ্লেষ-ভীরুঃ চক্রবাকঃ দিনম্ অপি রজনীং মন্যতে। (কিন্তু‌তম্)?—(সঃ) কুটিল-বিস-লতাখণ্ডং ভোক্তুং ভঙ্‌ক্ত্বা ইন্দোর্বিতর্কাৎ ন ভুঙ্‌ক্তে। তৃষার্ত্তঃ (অপি) পত্রসংস্থাঃ তারাকারাঃ পয়সাং বিপ্রুষঃ ন পিবতি ॥ ৫ ॥

সখে! অসৌ স্বর্ণবর্ণা গন্ধাঢ্যা ভুবন-বিদিতা কেতকী (বর্ত্ততে), (পশ্য), ক্ষুধিত-মধুপঃ পদ্মভ্রান্ত্যা পুষ্পমধ্যে পপাত। (পশ্চাৎ)—(অয়ং) দ্বিরেফঃ (অস্যাঃ) কুসুমরজসা অন্ধীভূতঃ কণ্টকৈঃ লূন-পক্ষঃ (সন্)—স্থাতুং গন্তুং (বা)—দ্বয়ম্ অপি (কর্ত্তুং) ন শক্তঃ এব ॥ ৬ ॥

(শৈলাধিরাজতনয়া তং (চন্দ্রশেখরং সহসা) বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টিঃ (চ সতী) নিক্ষেপণায় উদ্ধৃতং পদম্ উদ্বহন্তী (চ সতী) মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতা সিন্ধুঃ ইব ন যযৌ ন তস্থৌ ॥৭॥

নিধুবন-শ্রম-পীড়িতাঙ্গী দয়িতবাহু-লতানুবদ্ধা কা কা অবলা নিদ্রাং গতা, সা সা তু ভবনং যাতু, অয়ং মিহিরোদ্‌গমঃ—ইতি সঙ্কেতবাক্যং কাকচয়াঃ বদন্তি ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—হায়, কমলিনীদলের উপর আসিয়া ভ্রমর-পঙ্‌ক্তি বসিয়াছে, আর তাহাতে কমলিনীর ছায়া গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; প্রিয়া-বিয়োগ-ভীরু চক্রবাক পদ্মবনের সেই ছায়াকে সন্ধ্যা মনে করিয়া, ভোজনের জন্য বিভগ্ন কুটিল মৃণালখণ্ডকে চন্দ্রভ্রমে ভোজন করিতেছে না, পিপাসায় প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, তবুও পদ্ম-দল-স্থিত জলবিন্দুকে তারাভ্রমে গ্রহণ করিতে ভয় পাইতেছে! আহা, হতভাগ্য চক্রবাক দিনমানকে রাত্রি মনে করিয়া কতই কষ্ট পাইতেছে! ॥ ৫ ।

সখে! দেখ, দেখ মধুলোলুপ ভ্রমরের দুর্দ্দশা। পদ্মফুল মনে করিয়া ভ্রমর এই হেমবরণী, সৌরভময়ী, জগদ্‌বিদিতা কেতকী কুসুমিকার মধ্যে পড়িয়া কেমন জব্দ হইয়াছে। কেতকীর পরাগে উহার চক্ষুঃ অন্ধ ও কণ্টকে উহার পক্ষ ছিন্নভিন্ন হওয়ায়, বেচারি থাকিতেও পারিতেছে না, বাহির হইয়া যে উড়িয়া যাইবে, তাহাও পারিতেছে না। ॥ ৬ ॥

অকস্মাৎ সেই বহুতপস্যা-লব্ধ চন্দ্রশেখরকে সম্মুখে দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধা উমা সমীর-পীড়িত নলিনীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার তপঃক্লিষ্ট ক্ষীণ দেহযষ্টি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তিনি স্থানা রে গমন করিবার নিমিত্ত যে চরণ শূন্যে উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা আর নামাইতে পারিলেন না, শূন্যেই উত্তোলিত রহিল। পথিমধ্যে শৈলে প্রতিহত হইলে সাগর-গামিনী স্রোতস্বতীর জল যেমন ক্রমশঃ স্ফীত হইতেই থাকে, তদ্রূপ শৈলেন্দ্র-দুহিতা চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া ক্রমেই যেন রোমাঞ্চিতদেহে ফুলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

প্রিয়তমের ভুজলতার আবেষ্টনে অবশ হইয়া নৈশ শ্রম-কাতরা কোন্ কোন্ অবলা এখনও দুর্ব্বলদেহে ঘুমাইতেছ, শীঘ্র উঠ, ঐ অরুণোদয় হইতেছে, সত্বর [illegible] ফিরিয়া যাও,—এই কথা যেন সঙ্কেত-শায়িনীদিগকে সঙ্কেতে বলিবার নিমিত্তই কাককুল অত ভোরে "কা" "[illegible]" করিতেছে ॥ ৮ ॥

শৃঙ্গাররসাষ্টকং সমাপ্তম্।

১ম খণ্ডের উপসংহার

কালিদাস-গ্রন্থাবলীর প্রথমখণ্ডে নিম্নলিখিত ছয়খানি আছে। যথা—

১। রঘুবংশ
২। মালাবিকাগ্নিমিত্র
৩। পুষ্পবাণবিলাস
৪। ঋতুসংহার
৫। শৃঙ্গারতিলক, এবং
৬। শৃঙ্গাররসাষ্টক।

যথাক্রমে, ইহাদের সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলা আবশ্যক।

(১) রঘুবংশ।

"সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তন্মধ্যে, কালিদাস-প্রণীত রঘুবংশ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ—এই তিন রাজার বর্ণন আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে দশরথের ও দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত রামের উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত—সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে, সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে তাঁহারা অতি সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।" (১) "রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং, তস্য চ টীকা সাপি চ পাঠ্যা।"—শ্লোক আবৃত্তিপূর্ব্বক তাঁহারা সহৃদয়তা ও রসজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন।

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিনৈপুণ্য, অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর চরিত্র-সৃষ্টি এবং সেই সেই সৃষ্ট চরিত্রাবলীর দেশ, কাল ও অবস্থানুযায়ী সমাবেশ বিষয়ে কৌশল। এই কৌশল যাঁহার নাই, তাঁহার রচনায় অন্য বহুবিধ গুণ থাকিলেও তাহাকে উৎকৃষ্ট আখ্যা দেওয়া যায় না বা তাহা কাল-জয়ী হইতে পারে না। গীত-গোবিন্দ, মহানাটক, ঋতুসংহার প্রভৃতি কাব্যে বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও, প্রাগুক্ত সৃষ্টিনৈপুণ্যের অভাবে তৎ তৎ গ্রন্থ প্রধান কাব্য বলিয়া সুধীসমাজ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই। প্রসাদ-মাধুর্য্য প্রভৃতি কাব্যের জীবনীভূত গুণ-গরিমায় এবং স্বভাববর্ণনাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের সদ্ভাব সত্ত্বেও ঐ ঐ কাব্য, এক সৃষ্টিনৈপুণ্যের অভাবে কাব্যজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সৃষ্টিবিষয়ক নৈপুণ্য বা চাতুর্য্যই হইল কাব্যের জীবন। সেই সৃষ্টিনৈপুণ্য একদিকে স্বভাবের অনুরূপ হইলে যেমন মনোরম ও সহৃদয়-হৃদয়-গ্রাহী হয়, স্বভাবের বিরোধী হইলে আবার তেমনই বিরক্তিকর হইয়া থাকে।

স্বভাবে যাহা নাই, বিশ্বসৃষ্টিতে যাহা পরিদৃষ্ট হয় না, তাদৃশ বিষয়ের বর্ণনায় কদাচ রসজ্ঞ সামাজিকের চিত্তবিনোদন হইতে পারে না, হয়ও না। এই জন্যই আরব্যোপন্যাসের অধিকাংশ ঘটনা বা "পক্ষিরাজ ঘোটকের" গল্প সহৃদয়-হৃদয়-রঞ্জন নহে। স্বভাবের নিয়মানুসারে যে সকল ব্যাপার নিত্য ঘটিয়া থাকে, চিরদিন ঘটিয়া আসিতেছে, কবির সৃষ্টিতে [illegible] ব্যাপারই থাকা উচিত। তবে [illegible] কবি যদি তাঁহার সৃষ্টিকৌশলে, ঐ ব্যাপারসমূহকে স্বাভাবিক ব্যাপার অপেক্ষা অধিকতর মনোহর ও বৈচিত্র্য-সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে কবির সে কাব্য আরও নিরবদ্য হয়। স্বভাবের অক্ষয় চিত্রপটে, জগতের আবহমানকাল প্রচলিত সৃষ্টিধারায় যে সকল বস্তু বা ঘটনা যেরূপভাবে পরিদৃষ্ট হয়, কবি যদি তৎ তৎ বস্তু বা সেই সেই ঘটনা তদপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়া প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে সেই কবিসৃষ্টি, বিধাতৃ-সৃষ্টি অপেক্ষা সমধিক চমৎকারিণী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ কবিসৃষ্টিতে স্বভাববিরুদ্ধ অর্থাৎ অস্বাভাবিক কিছুই থাকিলে চলিবে না। স্বভাবে যাহা ষোল আনা আছে, কবি তাহা আঠারো আনা করিতে পারেন, কিন্তু স্বভাবে যাহার এক আনাও নাই বা থাকিতে পারে না, তাদৃশ পদার্থের সৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্যের অভাবই প্রকাশ পায় মাত্র। আবার স্বভাবে যাহা আছে, কেবল তাহার অনুকরণপূর্ব্বক চরিত্র-সৃষ্টি করিলেও, তাহাতে কবির কোনো প্রশংসার কথা নাই। জগতে আমরা প্রত্যহ যে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি, কবিসৃষ্টিতে যদি কেবল তাহারই অনুবৃত্তি দেখিতে পাই, তবে, তাহাকে কবির চিত্র করিবার

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র,"।

ক্ষমতার,—যেমন যেমন দেখিয়াছেন, কবি ঠিক সেইরূপ চিত্র করিতে পারেন,—এই ক্ষমতার কথঞ্চিৎ প্রশংসা কর যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে. তাহাই কবিসৃষ্টির চর উৎকর্ষ, এ কথা স্বীকার করা যায় না। কেন না, তাহাতে সৃষ্টিচাতুর্য্য নাই। আর সেই সতত পরিদৃষ্ট পদার্থসমূহে পুনঃ পরিদর্শনে জগতের, সমাজের, তথা পাঠকের কোন উপকার সাধিত হয় না। যে কাব্যে,যে রচনায়, সমাজের লোক-সৃষ্টির কোনো উপকার সাধিত না হয়, তাদৃশ কাব বা রচনাকে "উত্তম কাব্য" আখ্যা দেওয়া যায় না। সমুদ্রে বেলাভূমিতে বসিয়া অস্তগমনোন্মত বা উদয়োন্মুখ সূর্য দেখিতে বড়ই সুন্দর; চিত্র-সম্পাদিনী ক্ষমতার প্রভাবে, কবি হয় ত, ঐ দুই মূর্ত্তির প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারেন; শাখামৃগের অঙ্গভঙ্গি দর্শকের ক্ষণিক আমোদ-বর্দ্ধনের অনুকূল সত্য এবং কবি হয় ত বর্ণনাচাতুর্য্যে উহার অনেকটা পুনরাবৃত্তি করিয়া পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তি করিতে পারেন; কিন্তু কবিনির্ম্মিত তৎতৎ প্রতিকৃতি দর্শনে ক্ষণিক আমোদ-লাভ ব্যতিরেকে, দর্শকের অন্য কোনো উপকার সাধিত হয় কি? যে সৃষ্টিতে আমোদ ব্যতিরিক্ত অন্য কোনো লাভ নাই, অন্য কোনো শিক্ষা নাই, তাহা উৎকৃষ্ট ক ব্য নহে। সংসারে আমোদ-লাভের ত অনেক উপায় আ ছ। ক্ষণস্থায়িনী তৃপ্তির বহু সাধনই ত ইতস্ততঃ সর্ব্বদা বিদ্য মান রহিয়াছে। তবে আবার কাব্যের প্রয়োজন কি? চি ত্তর ক্ষণিক আমোদ-সম্পাদনই যদি জীবনের লক্ষ্য ও ক ব্য-পাঠের উদ্দেশ্য হয়, তবে "আরব্যোপন্যাস" "ভূত ও মা ম" "কঙ্কাবতী" "ঘ্যাঁঘো মহাশয়" প্রভৃতিই ত একমাত্র পাঠ্য হইয়া উঠে। অথবা যে সকল কার্য্যে মনের সাময়িক আনন্দ জন্মে, সেই সকলের অনুষ্ঠানই ত উত্তম। যদি বল, অবিশুদ্ধ উপায়ে চিত্তপ্রসাদ-লাভ অপেক্ষা কাব্যাদি-পাঠরূপ বিশুদ্ধ উপায়ে যদি চিত্ততৃপ্তি জন্মে, মন্দ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাস-পাশা-দাবা প্রভৃতিও ত তত অবিশুদ্ধ নহে; আমোদ-লাভেই যদি তোমার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে ঐ সকলের অনুশীলনই ত উচিত, কাব্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, পাঠকের হৃদয়ে আমোদ-বিধান ছাড়া কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য ও আছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য কাব্যশরীরে এতই প্রচ্ছন্ন থাকিবে যে, পাঠক অকস্মাৎ তাহার উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। দৈব-শক্তি যেমন অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করে, তদ্রূপ, কবির সেই নিগূঢ় উদ্দেশ্য, কাব্যদেহের সর্ব্বত্র প্রসৃত ও অনুস্যূত কবির সেই গূঢ় অভিপ্রায়, সমাজহি তৈষণা, লোক-হিতৈষণা-রূপ, কবির সেই সাধু উদ্দেশ্য, পাঠকের অজ্ঞাতসারে, তদীয় হৃদয়ে একটা গুরুতর আধিপত্য পনও অনবলোপ্য সংস্কার প্রকটন করিয়া যায়। কবির সেই প্রচ্ছন্ন আর জগতের শিক্ষাদান। কবি প্রথমতঃ সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা সৃষ্টি করেন। পরে, ঐ প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে পাঠকের হৃদয়ও সুন্দর করিয়া তোলেন। ফুলের বর্ণ সুন্দর, দেখিলেই চোখ জুড়াইয়া যায়; ঐ ফুলে যদি আবার সৌরভ থাকে, তবে উহাতে হৃদয়ও পরিতৃপ্ত হয়। কাব্যের বহিঃ-সৌন্দর্য্য নয়নরঞ্জন বটে, কিন্তু তাহাতে যদি আবার অন্তঃ-সৌন্দর্য্যও থাকে, তবে তাহা মনোরঞ্জনও হয়। নয়নের তৃপ্তি ক্ষণপ্রভাপ্রভাসদৃশী ক্ষণস্থায়িনী, মনের তৃপ্তি পাষাণ-লিপিকার ন্যায় চিরকালস্থায়িনী। যাহাতে প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে তৃপ্তি জন্মে, তাহা চিরদিন মনে থাকে। কবে—কোন্ সময়ে জীবনে কি একটা সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে তখন হৃদয়ের বড়ই পরিতৃপ্তি জন্মিয়াছিল, তাই আজ, এই সুদীর্ঘকাল পরেও যেমন সেই ঘটনা মনে পড়ে, তদ্রূপ, কাব্য-বর্ণিত কোনো সৌন্দর্য্যময় চরিত্র পাঠ করিতে করিতে যদি হৃদয়ের যথার্থই তৃপ্তি জন্মে, তবে সেই চরিত্রের আধিপত্যও পাঠক-চিত্তে চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকিয়া যায়,—চিরদিন তাহা মনে পড়ে। সেই জন্যই সুকবিগণ লোকশিক্ষোপযোগী আদর্শগুলিকে সৌন্দর্য্যরূপ হৃদয়রঞ্জন কঞ্চুকে আবৃত করিয়া জগতে শিক্ষার প্রচার করেন। ধীরতা এবং সত্যপ্রিয়তার ন্যায় গুন নাই। তুমি ধীর হও, সত্যপ্রিয় হও—এই সার কথা মহাভারতের ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরের সৃষ্টিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাভারতের কবি ঐ দুইটি চরিত্রের চিত্রণে এই সার কথা যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়াছেন, শতশত বাগ্মী, তারস্বরে, সহস্র বৎসর বক্তৃতা করিয়াও, তাঁহাদের শ্রোতৃবৃন্দকে সেইরূপ সুন্দর ও সুপরিস্ফুটভাবে বুঝাইতে পারিতেন না। রাজার শাসনে যে কাজ না হয়, কবির সৃষ্টিকৌশলে তাহা হইতে পারে। "আত্মত্যাগ করিতে শিক্ষা কর। স্বার্থপরতা অতি হেয়"—এই কথা ধর্ম্মোপদেষ্টা শত বৎসর পরিশ্রমে যতটুকু বুঝাইতেন, কবি রামকর্ত্তৃক সীতাকে নির্ব্বাসিত করাইয়া, এক কথায়, তাহার অনেক অধিক, অনেক সহজে বুঝাইয়া দিলেন। তাই মনে হয়, কবিগণ জগতের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক ও সর্ব্বপ্রধান উপকারক। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, "রাজা রাজনীতি-বেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব।" ক[illegible] উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দেন না বটে, কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বলোকহৃদ্য ও সুপবিত্র চরিত্র সৃষ্টি করেন যে, তাহা[illegible] সকলেই,—সাধু-অসাধু-নির্ব্বিশেষে আকৃষ্ট হন। সুন্দর শার[illegible] কৌমুদী যত, ভোগ করিবে, তত আরও ভোগের বাস[illegible] জন্মিবে। সুনীল সরসীবক্ষে বিকসিত শতদল যত দেখিবে, দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ততই বৃদ্ধি পাইবে। সুন্দর [illegible] সুপবিত্র মূর্ত্তি যত অবলোকন করিবে, তোমার হৃদয়ে সে[illegible] মূর্ত্তিদর্শনের পিপাসা তত আরও অধিক জাগিয়া উঠিবে

ক্রমে তোমার হৃদয়ে সেই পবিত্রমূর্ত্তি-বিষয়ক অনুরাগ জন্মিবে, পবিত্রতার প্রতি অনুরাগ জন্মিবে। এইভাবে তোমার হৃদয় আপনিই নির্ম্মল—পবিত্র হইয়া উঠিবে। তাই বলিতেছিলাম, শত শত উপদেশে, শত শত শাসনে, শত শত অনুরোধে যে কার্য্য না হয়, সুকবির একটিমাত্র অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টিতে তাহা সাধিত হইতে পারে।

কাব্যের এই সৌন্দর্য্য কোনও নির্দ্দিষ্ট-বিষয়ে নিয়ত নহে। কেবল রূপ, গুণ বা কেবল কোনো বিশেষ অবস্থার বর্ণনে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় না। দেশ, কাল, পাত্র, রূপ, গুণ, অবস্থা, কার্য্য প্রভৃতির সমষ্টি দ্বারা যদি কোনো সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করা যায়, তবে তাহার যে সৌন্দর্য্য, তাহাই প্রকৃত এবং স্থায়ী সৌন্দর্য্য, কবি-সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ। নতুবা—অন্যান্য সমস্ত উপেক্ষা করিয়া কেবল, নায়িকার চিকুরবর্ণনাতেই যদি সর্গের অর্দ্ধেক ব্যয়িত হয়, তবে তাহাতে সৌন্দর্য্য ফুটিবে কেন? পরন্তু তাহা বিরক্তিকরই হইবে।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্টিনৈপুণ্যই কবির প্রথম এবং প্রধান গুণ। সেই সৃষ্টিনৈপুণ্যের কোন স্থলে ক্রটি ঘটিলে, কাব্যের যেমন অঙ্গহানি হয়, তদ্রূপ, লোকশিক্ষা এবং সমাজশিক্ষারূপ যে উচ্চ উদ্দেশ্যসাধনের বাসনায় কবি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধিবিষয়েও বিষম ব্যাঘাত ঘটে। যাঁরা দুই-একটি বা দশ-বিশটি, সুখশ্রব্য শব্দজাল-মধুর কবিতা রচনাপূর্ব্বক কোন পদার্থের কেবল বহিঃসৌন্দর্য্য-টুকু প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের আসন অনেকটা নিরাপদ। যাঁহারা আবার বহিঃসৌন্দর্য্যের মনোহর বৃতি বা বেষ্টনীর মধ্যে বর্ণনীয় পদার্থকে স্থাপিত করিয়া, ঐ বাহ্য-সৌন্দর্য্যের আলোকে উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উদ্ভাসিত করেন, তাঁহাদের কার্য্যও তত দুষ্কর নহে। কিন্তু যাঁহারা বহিঃসৌন্দর্য্যকে দূরে রাখিয়া, বর্ণনীয় বস্তুর অভ্যন্তরভাগেই কেবল দৃষ্টি করেন,—বেশভূষার প্রতি উদাসীন থাকিয়া দ্রষ্টব্য ব্যক্তির হৃদয়ের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করেন, একটি সম্পূর্ণ বিরাট্ মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা লোকশিক্ষা দিতে চাহেন, তাদৃশ কবিগণের আসন বড়ই সমস্যাপূর্ণ। তাঁহাদিগকে, প্রতি পদে, প্রতি বর্ণে সমাজের কথা ভাবিতে হয়, লোকহিতৈষণায় প্রণোদিত হইতে হয়। যাহা সমাজের অমঙ্গলকর, যাহার আলোচনায় সমাজের কোনো হিত-সাধনের সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ বিষয়, যতই আপাতরম্য হউক-না কেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। এই নিমিত্তই আমাদের সাহিত্যে লেডি ম্যাকবেথ ও ওথেলোর চিত্র নাই। এই জন্যই আমাদের সাহিত্যে প্রাচীনকাল হইতে নিয়ম আছে যে, সমাজের হিত-জনক চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে। আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইবে। যাহাতে সব উত্তম, সব সৎ, তাদৃশ বস্তুর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সেই উত্তম ও সাধু বস্তুর উত্তমত্ব ও সাধুত্ব সমধিকরূপে সুপরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত যতটুকু প্রয়োজন, কেবল তৎপরিমিত অনুত্তম প্রতিনায়কের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। নতুবা, অনুত্তমের অনুরোধে অনুত্তম চরিত্র-চিত্রণ সংস্কৃত-সাহিত্যের রীতি-বিরুদ্ধ।

মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠকাব্য অথবা সংস্কৃতভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রঘুবংশের বর্ণে বর্ণে এই সত্য বিদ্যমান। লোকশিক্ষার,—সনাতন আর্য্যধর্ম্মের ছায়ায় সুখাসীন সমাজ-শিক্ষার উপযোগী বিষয়ে রঘুবংশের আদ্যন্ত পরিপূর্ণ। দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি, গুরুর বাক্যে অটল বিশ্বাস, মাতৃরূপিণী ধেনুর পরিচর্য্যা, ভিক্ষার্থী কৃতবিদ্য অতিথির নিঃস্বার্থ অভিলাষ পূরণের জন্য ধরণীপতির ব্যাকুলতা, লোকরঞ্জনের জন্য, রাজ-সিংহাসন নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য, স্বহস্তে নৃপতির স্বকীয় হৃৎপিণ্ডের উৎপাটন প্রভৃতি আত্মত্যাগের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তে এবং লোক-হিতকর ও সমাজ-হিতকর আরও বহুতর বিষয়ে রঘুবংশ সমলঙ্কৃত।

রঘুবংশ সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তব্যের অধিকাংশই, কালিদাস-গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ডের ৩১৮ পৃষ্ঠায়, উক্ত কাব্যের উপসংহারে কথিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।—কিন্তু ২৫০ এবং ২৫৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায়, তাৎপর্য্যবিবৃত স্থলে দু'একটি আশঙ্কা উত্থাপিত, ও তাহা উপসংহারে বিবৃত হইবে,—বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের পঞ্চান্ন সর্গে আছে,—লোকা-পবাদ শ্রবণানন্তর সীতা-পতি রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে লইয়া গিয়া, তুমি গঙ্গার পর-পারে, তমসা-তীরে বাল্মীকির মনোহর আশ্রমে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এস (১)" লক্ষ্মণ অগ্রজের আজ্ঞা পালন করিলেন।

শত্রুঘ্ন লবণদৈত্যকে বধ করিতে মথুরায় চলিয়াছেন। পথে বাল্মীকির আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া গেলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, আদি কবির সহিত নানা গল্পগুজব আমোদ-আহ্লাদ করিয়া, শত্রুঘ্ন পর্ণশালায় শয়ন করিতে গেলেন। এদিকে ঐ রাত্রিতেই সীতা দুইটি যমজ পুত্র

---

(১) শ্বস্ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে! সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্।
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ ॥
গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ।
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ ॥
তত্রৈনাং বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন!।
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে! কুরুষ্ব বচনং মম ॥
রামায়ণ, উত্তর, ৫৫ সর্গ,—১৬, ১৭, ১৮, ১৯, (বঙ্গবাসী)

প্রসব করিলেন (২)। অর্দ্ধরাত্রে শত্রুঘ্ন সেই আনন্দ-সংবাদ অবগত হইয়া পর্ণশালায় (সীতার প্রসবস্থানে) গমন করিলেন এবং "মা! বড়ই সৌভাগ্যের কথা"—বলিলেন (৩)।

(কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেন, নিজের শয়নকুটীরে বসিয়াই শত্রুঘ্ন মনে মনে ঐরূপ—"মা জানকি! বড়ই সৌভাগ্য আমাদের" এইরূপ বলিয়াছিলেন, কেন না, রামের অনুমতি বিনা রামত্যক্তা জানকীর সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন, রামানুজ শত্রুঘ্নের কর্ত্তব্য নহে।")

লবণকে বধ করিয়া যমুনা-তীরে, মথুরা নগরীর স্থাপন ও নবীনরাজ্যের সুব্যবস্থাদির বিধানপূর্ব্বক, বারো বৎসর পরে শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতেছেন। যাইবার কালে আবার বাল্মীকির আশ্রম হইয়া গেলেন। তথায়—মধুর কণ্ঠে রামায়ণ-গান শুনিলেন। কে এমন গান করে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই তিনি বাল্মীকিকে ভরসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পরদিন অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন (৪)। রামায়ণের এই ব্যাপার কালিদাসের রঘুবংশে কি প্রকারে কতটুকু পরিত্যক্ত, পরিবর্দ্ধিত বা পরিমার্জ্জিত আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাই প্রথম দ্রষ্টব্য।

কালিদাসের রামও, (রঘুবংশ চতুর্দ্দশের পঁয়তাল্লিশ শ্লোক) লক্ষ্মণকে আদেশ করিতেছেন যে,—বাল্মীকির তপোবনে সীতাকে রাখিয়া এস এবং তথায়, লবণবধ করিতে যাইবার সময়—শত্রুঘ্ন যে রাত্রিতে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই রাত্রিতেই জানকী যমজ পুত্র প্রসব করিয়াছেন। (রঘু, ১৫শ, ১৩।) কিন্তু লবণবধান্তে শত্রুঘ্ন যখন অযোধ্যায়, বারো বৎসর পরে ফিরিয়া আসেন—তখন, পাছে মুনির কোনো তপোবিঘ্ন হয়,—এই শঙ্কায় শত্রুঘ্ন, বাল্মীকির তপোবন হইয়া আর আসিলেন না। কিন্তু তখনকার বাল্মীকির আশ্রমের একটি বিশেষণ কালিদাস দিয়াছেন, তাহা বড়ই মনোরম। কেমন আশ্রম শত্রুঘ্ন ছাড়িয়া আসিলেন?—মৈথিলী-তনয়োদ্‌গীত-নিস্পন্দমৃগমাশ্রমম্।"—যে আশ্রমে সীতাতনয়যুগলের রামায়ণগানে মৃগগুলি পর্য্যন্ত চিত্রবৎ নিস্পন্দ হইয়া থাকে। (রঘু, ১৫শ, ৩৭।) অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া শত্রুঘ্ন, অগ্রজ রামের নিকটে, সেই যাওয়ার দিন হইতে ফিরিয়া আসার দিন পর্য্যন্ত, যেখানে যা' কিছু ঘটিয়াছে, সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন। শুধু একটি কথা গোপন রাখিলেন। সীতার যমজ সন্তান প্রসবের খবরটা আদৌ রামকে শুনাইলেন না। বাল্মীকিই শত্রুঘ্নকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কেন না, যথাসময়ে আদি কবি নিজেই রামের নিকটে সীতাকে "প্রত্যর্পণ" করিবেন। (রঘু, ১৫শ, ৪১।)

রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কালিদাসের রঘুবংশ বিরচিত। শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ পাঠকের হৃদয়বিনোদনের নিমিত্ত রঘুবংশ লিখিত। তাই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির এবং সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির অনুরোধে, কালিদাস শত্রুঘ্নকে, ফিরিবার কালে আর বাল্মীকি-তপোবনে লইয়া যান নাই বা রামায়ণ-গান শ্রবণ করাইয়া উতলা করিয়া তোলেন নাই। তবে নির্ব্বাসিতা সীতা যে বাল্মীকির আশ্রমে ন্যাসরূপে গচ্ছিত ছিলেন এবং সেই ন্যস্ত বস্তুর "প্রত্যর্পণ" আদিকবিকে করিতেই হইবে, এ ইঙ্গিতটা কালিদাস "প্রত্যর্পয়িষ্যতঃ কালে কবেরাদ্যস্য শাসনাৎ"—(রঘু, ১৫শ, ৪১) এই শ্লোকের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে দিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাপারটাই একটা যেন কেমন কাকতালীয়-সংযোগ-সুঘটিত কিংবা "পূর্ব্বসঙ্কল্পিত" বলিয়া মনে হয়। সীতাকে ত্যাগ করিলেন বাল্মীকির আশ্রমে, প্রসবের দিন শত্রুঘ্ন উপস্থিত ছিলেন। পরে সীতা-কুমাররা যখন ১১।১২ বছরের বালক, তখন শত্রুঘ্ন আর একবার তাহাদের খোঁজ-খবর লইয়া আসিবার জন্যই হউক, আর যে জন্যই হউক, বাল্মীকির আশ্রমে গেলেন এবং রামায়ণ-গান শুনিলেন। রামের নিকটে পথের সমস্ত খুঁটিনাটি শত্রুঘ্ন বর্ণন করিলেন, কেবল ঐ কথাটি, গর্ভাবস্থায় নির্ব্বাসিতা সীতার শেষে কি সন্তান-সন্ততি হইল-না-হইল, এই সংবাদটি রামকে জানাইলেন না। বাল্মীকির নিষেধ,—কেন না, তিনিই যখন যথাসময়ে ন্যাসরূপে গচ্ছিত জানকীর "প্রত্যর্পণ" করিবেন, তখন অগ্রে জানাইবার আবশ্যকতা কি? প্রজামণ্ডলে আবার কোন ঘোঁট হইবার সুযোগ দিয়া প্রজারঞ্জন রামকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলার দরকার কি?—

এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে, কালিদাসের লেখার ভঙ্গিতে মনে হয়,—বাল্মীকির আশ্রমে সীতাকে বনবাস দেওয়া, তথায় সীতার প্রসব, শত্রুঘ্নের খবরাখবর লওয়া,—দেখা শুনা,—ইত্যাদি ব্যাপার সমস্তই প্রজাপুঞ্জের অজ্ঞাতসারে বেশ চলিয়াছিল। অনিপুণ পাঠক, কালিদাসের লেখার ব্যঞ্জনাশক্তির প্রভায় প্রভাবিত হইয়া যদি ইহাও ভাবেন যে, রাম জানিয়া শুনিয়াই—সর্ব্বদিক্ বিবেচনা করিয়াই সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে বনবাস দিয়াছিলেন এবং রামানুজ শত্রুঘ্ন খবরাখবর লইতেছিলেন, তবে তাঁহাকে দোষ

---

(২) দ্বিরাত্রমন্তরে শূর উষ্য রাঘব-নন্দনঃ।
বাল্মীকেরাশ্রমং পুণ্যমগচ্ছদ্‌ বাসমুত্তমম্॥
ঐ, ঐ, ৭৮ সর্গ, ২, (বঙ্গবাসী)

যামেব রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ।
তামের রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্॥
ঐ, ঐ, ৭৯ সর্গ, ১, (বঙ্গবাসী)

(৩) অর্দ্ধরাত্রে তু শত্রুঘ্নঃ শুশ্রাব সুমহৎ প্রিয়ম্।
পর্ণশালাং ততো গত্বা মাতর্দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ॥
ঐ, ঐ, ৭৯ সর্গ, ১২, (বঙ্গবাসী)

(৪) রামায়ণ। উত্তর। ৮৪ সর্গ, ১৪-২৪।

দেওয়া চলে না। সহৃদয় পাঠকের অনুমান এবং অনুধাবনের জন্য, এ সম্বন্ধে এই দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল।

রঘুবংশ কালিদাসের কবিত্বশক্তির যেন এক বিরাট্ পিরামিড, এক জগদ্ব্যাপী ও আকাশচুম্বী বিশাল মঞ্চ। কালিদাস দিলীপ হইতে সেই মঞ্চ গাঁথিয়া তুলিয়া দশরথ পর্য্যন্ত উঁচু করিয়াছেন এবং তদুপরি রামচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই মঞ্চের সৌষ্ঠববৃদ্ধি করিয়াছেন। পরে, রামের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মঞ্চের গাঁথুনি ক্রমে খসিতে—ভাঙ্গিতে সুরু করিয়াছে এবং অচিরকালমধ্যেই "অগ্নিবর্ণ"কে লইয়া ধূলিসাৎ হইয়াছে। বৃদ্ধি এবং পতনের জলন্ত চিত্রে রঘুবংশরূপী কবিত্বের বিশাল মঞ্চ একটা অপূর্ব্ব দৃশ্য পদার্থ। মূল পুস্তকের ব্যাখ্যাবসরে বঙ্গানুবাদে এবং তাৎপর্য্যে এতাদৃশ অধিকাংশ স্থলই বিশদীকৃত হইয়াছে, এখন ইহা সহৃদয়হৃদয়ের তৃপ্তিবিধায়ক হইলেই শ্রম সফল মনে করিব ও কৃতার্থ হইব। মাদৃশ অল্পজ্ঞ ব্যক্তির ভ্রমপ্রমাদ অনিবার্য্য এবং সেই জন্য আমি সর্ব্বদাই শঙ্কিত। ক্ষমাশীল পাঠক ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

(২) মালবিকাগ্নিমিত্র।

মালবিকাগ্নিমিত্র, বোধ হয় কালিদাসের ২য় নাটক। বিক্রমোর্ব্বশী লিখিবার পর ইহা, হয় ত, লিখিয়াছিলেন। কেন না, এই নাটকের প্রস্তাবনায় ৬-চিহ্নিত সূত্রধারের উক্তিতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, প্রথম একখানা নাটক লিখিয়া, তদানীন্তন রসগ্রহমন্থর সম্প্রদায়-বিশেষের উপেক্ষায় ব্যথিত এবং বিরক্ত হইয়াই, কবি, ঐ তীব্র শ্লেষরূপিণী কবিতাটি লিখিয়াছেন। নতুবা, শুধু, ভাবী উপেক্ষার অনুমান করিয়া অতদূর তীব্র বাক্যবাণ প্রয়োগ করিবার পাত্র কালিদাস ছিলেন না।

মহাকবি কালিদাস, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী এবং শকুন্তলা এই তিনখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। কালিদাসের সরল রচনা, মধুরভাব-তরঙ্গ এবং অসীম সৃষ্টি-নৈপুণ্য—এ তিনখানিতেই সম্যক্‌রূপে সুপরিস্ফুট। এ দেশে এমন এক সময় ছিল, যখন মালবিকাগ্নিমিত্রকে অনেকে কালিদাসের প্রণীত বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। সে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত রসভাবগ্রাহী সুধীসমাজ এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, কালিদাস ব্যতিরিক্ত অন্য কেহ আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু ভাবসম্পদে বৃহত্তম এই নাটকের প্রণেতা হইতে পারেন না।

মহাকবি কালিদাসের রচনার এমন একটি অনন্য-সাধারণ লক্ষণ বা ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা, অতি অনায়াসেই, অন্যদীয় রচনা হইতে তাঁহার রচনা পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়। বিশেষতঃ, নাটকাদির ত কথাই নাই। অন্যের টক হয় ত পাঠকালেই সুন্দর, কিন্তু অভিনয়কালে তত মনোজ্ঞ নহে। তাহার প্রতিপদে অভিনয়োপযোগী গুণগরিমার অভাব অনুভূত হয়। সেই সকল কাব্য নামতঃ "দৃশ্য" আখ্যায় বিশেষিত হইলেও কার্য্যতঃ অনেকটা "শ্রব্য"-ভাবাপন্ন। আর কালিদাসের নাটকাবলী পাঠ করিবার কালে যত সুন্দর, অভিনয়কালে তদপেক্ষা অনেক অধিক মনোহর, অধিক চমৎকারিত্বময়। অভিনয় দর্শন ব্যতিরেকে এ সত্যের উপলব্ধি হয় না। কেবল পাঠে তাহার শতাংশের একাংশ আনন্দও অনুভূত হয় না। সুতরাং কোন্ নাটক কালিদাসের আর কোন্‌খানিই বা তাঁহার নহে, ইহার নির্দ্ধারণ তত দুরূহ ব্যাপার নহে।

একই অদ্বিতীয় মহাকবির কল্পনা-প্রসূত হইয়াও, এই তিনখানি নাটক ঘটনার বৈশিষ্ট্যে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আকারে অনেকাংশে সাদৃশ্যযুক্ত হইয়াও প্রকারে অত্যন্ত বিসদৃশ। এক পিতার তিনটি সন্তান হয় ত আকারে অনেকাংশে সদৃশ হইয়াও যেমন প্রকারে, ব্যবহারে, ক্রিয়া-কলাপে ভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে, এই নাটকত্রয়ও অনেকটা সেইরূপ অথবা কোন চিত্রকরের যৌবনকালের অঙ্কিত চিত্রের সহিত তদীয় প্রবীণ বয়সের চিত্রের যেরূপ প্রভেদ, কালিদাসের এই নাটকত্রয়েও সেইপ্রকার প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

যে বয়সে, যখন হৃদয় জগতের বাহ্য-সৌন্দর্য্যেই প্রায়শঃ বিমুগ্ধ থাকে, যখন সংসারের সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই চক্ষুতে পড়ে না, সবই সুন্দর, মনোমোহন বলিয়া মনে হয়, প্রাণে অনন্ত আশার অপরিমেয় উন্মাদ থাকে, সেই সময়ে নবীন চিত্রকর যে বস্তু যে ভাবে দেখেন, একটু প্রাবীণ্য জন্মিলে সেই বস্তুই তদীয় নয়নে অন্যবিধ প্রতিভাত হয়। এই কারণেই চিত্রকরের বয়ঃক্রমের তারতম্য অনুসারে তাঁহার চিত্রাবলীতেও বিলক্ষণ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। চিত্রিত প্রতিমার নাক, মুখ, চক্ষু, কর-চরণ প্রভৃতি আকৃতিতে তুল্য, চিত্রকরের পূর্ব্বাপূর্ব্ব চিত্রের সুসংবাদী হইলেও তাহাদের ক্রিয়ার বিশেষ বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম বয়সের চিত্রিত মূর্ত্তির চক্ষু চঞ্চল—চকিতহরিণীবৎ নিরন্তর ত্রাসার্ত্ত, আর পরিণত বয়সের চিত্রিত মূর্ত্তির চক্ষুও চঞ্চল—ত্রাস-মনোহর হইলেও, সেই চাঞ্চল্যের মধ্যে আবার কদাচিৎ গাম্ভীর্য্যও উপলব্ধ হয়। নবীন চিত্রকরের চিত্রিত মূর্ত্তির মুখে অতুল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া থাকে সত্য, কিন্তু প্রবীণ চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রের মুখে অতুল সৌন্দর্য্য এবং হৃদয়-নিহিত ভাবের অভিব্যক্তি—দুই-ই একসঙ্গে [illegible] থাকে। চিত্রকরের চিত্রবৃত্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] চিত্রিত মূর্ত্তির ভাবাভিব্যক্তির ইতরবিশেষ ঘটিয়া [illegible]

উপরিলিখিত কারণবশতঃই আমরা [illegible] পাই যে, অগ্নিমিত্রকে বিমুগ্ধ—একেবারে আ[illegible] করিবার জন্য যে কবি মালবিকাকে নৃত্যমঞ্চে [illegible] করাইয়াছেন ও

প্রণয়সঙ্গীত গান করাইতেছেন, সেই একই কবি শকুন্তলাকে "ভ্রমর-বাধায়" চঞ্চল করিয়া "বিটপান্তরিত" দুষ্মন্তের মনোমোহন করিয়াছেন। মালবিকা সমস্ত রাজপরিবারের সমক্ষে, পাটরাণী ধারিণীর, ততোধিক রাজার—তাঁহার "চিরপ্রার্থিত" অগ্নিমিত্রের সমক্ষে রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী-বেশে অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছে, আর শকুন্তলা, শান্ত-তপোবনের প্রশান্তচ্ছবি সখীগণের সঙ্গে কুসুমচয়ন করিবার কালে মুখ-পদ্ম-পতিত ভ্রান্ত ভ্রমরের সন্ত্রাসে সামান্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন মাত্র। মালবিকা নৃত্যের তালে তালে আবার সঙ্গীতসুধা বর্ষণ করিতেছে, নৃত্যশাস্ত্রানুযায়ী "অঙ্গহার প্রদর্শনপূর্ব্বক দর্শকদিগের তাক্ লাগাইয়া দিতেছে, রাজসভার এই সব ব্যাপার হইতেছে, আর শকুন্তলা অতি নির্জ্জনে, পুরুষান্তরবর্জ্জিত তপোবনে সঙ্গীতাধিক মনোহর স্বরে সমস্ত বনভূমি যেন নিস্পন্দ করিয়া সখীদের সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন। ভারতেশ্বর বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া, সেই সব শুনিতেছেন, দেখিতেছেন, মজিতেছেন। মালবিকা কবির যৌবনকালের সৃষ্টি, প্রথম বয়সের চিত্র, তাই তাহার সকলই প্রথম বয়সের ভাবে অনুপ্রাণিত। আর শকুন্তলা তাঁহার পরিণত বয়সের সৃষ্টি, যে বয়সে সৌন্দর্য্যের সহিত পবিত্রতার ও তারল্যের সহিত গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ দর্শন করিতে বাসনা হয়, সেই প্রবীণ বয়সের চিত্র, তাই মালবিকা এবং শকুন্তলায় এত প্রভেদ। শকুন্তলার তুলনায় বিক্রমোর্ব্বশীও এই প্রকারে, শকুন্তলার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়। তাই মনে হয়, নবীন কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র সৃষ্টির পর, প্রবীণ বয়সে মনোমোহিনী শকুন্তলার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

মালবিকাগ্নিমিত্রের ঘটনাবলী সমস্তই এই মর্ত্তে ঘটিয়াছিল। বিক্রমোর্ব্বশীর ঘটনার স্থান স্বর্গ এবং মর্ত্ত। আর শকুন্তলার ঘটনাবলীর স্থল—মর্ত্ত, স্বর্গ এবং স্বর্গমর্ত্তের অন্তর্ব্বর্ত্তী শূন্যমার্গ। মালবিকা পার্থিবঘটনায়, বিক্রমোর্ব্বশী পার্থিব এবং অপার্থিব ঘটনায়, আর শকুন্তলা পার্থিব, অপার্থিব এবং এতদুভয়াতিরিক্ত, কবির স্বকল্পিত এক নূতন জগতের ঘটনায় বিমণ্ডিত। কবির সে জগৎ—স্বর্গ হইতেও মনোহর, নির্বৃতিপূর্ণ। শকুন্তলায় দুষ্মন্তের মুখ দিয়া কবি নিজেই এ কথা বলাইয়াছেন।

কালিদাস স্বকীয় অধিকাংশ গ্রন্থেই অতি সতর্ক হস্তে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্য প্রচার করিয়াছেন। রঘুবংশের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই মালবিকাগ্নিমিত্রেও সেই কথা,—রাজা প্রজা—যিনি যখন যে কার্য্যই করুন না কেন, সর্ব্বদা সকল বিষয়েই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, যজ্ঞসূত্রমাত্রধারী নহে, প্রকৃত ত্যাগী—ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সকলে অবনতমস্তকে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচার করিতে যাইয়া কোনো ধর্ম্মান্তরের নিন্দা বা বিদ্রূপ করেন নাই। এমন কি, তাঁহার প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও কোন স্থলে অতি প্রশংসা করিয়া গূঢ় উদ্দেশ্যের রহস্যভেদ করেন নাই। অথচ তদীয় অমন্দ কল্পনাপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-হিতৈষণারূপ খরস্রোত, তাঁহার আকল্পস্থায়ী কার্য্যাবলীর মধ্যে ফল্গুপ্রবাহের ন্যায় সন্ততভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে। দুষ্মন্ত এবং পুরূরবার চরিত্রে অনেক অলৌকিক ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু অগ্নিমিত্রের চরিত্র মানুষের যেমন হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ। ইহার কোন স্থানে কোন প্রকার অতিমানুষভাবের সমাবেশ নাই। ইহাই হইল মালবিকাগ্নিমিত্রের বৈশিষ্ট্য। মালবিকাও ঠিক মর্ত্তের ললনা। ইহাতে কোনপ্রকার অমর্ত্ত্যভাব দেখা যায় না। ভারতের একটি সম্ভ্রান্ত রাজবংশের মেধাবিনী কুমারী কন্যার চরিত্র যেমনটি হইলে মানায়, ঠিক সেইরূপ; তাই বলিতেছিলাম, এই নাটকের সমস্তই মর্ত্তের উপাদানে বিরচিত।

মালবিকাগ্নিমিত্র একখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক। মৌর্য্যবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্পমিত্র (পুষ্যমিত্র ?) ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবস্থাপন-বাসনায় স্বীয় প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে ভারতের সেই অদ্বিতীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অগ্নিমিত্রের বংশই "মিত্রবংশ" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই বংশের নৃপতিবৃন্দ বিলক্ষণ পরাক্রান্ত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বিদিশা-নগরী ইঁহাদেরই রাজধানী। বিদিশাপতি অগ্নিমিত্রই আলোচ্য দৃশ্যকাব্যের নায়ক। অগ্নিমিত্র যখন বিদিশার সিংহাসনে অধিরূঢ় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে বিদর্ভরাজ্যে অনেক অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। অগ্নিমিত্র সুযোগ বুঝিয়া, এই গৃহবিবাদের সময়ে বিদর্ভরাজ্যে স্বীয় আধিপত্যবিস্তারে সচেষ্ট হন। বিদর্ভের বিদ্যমান রাজগণের অনুজ মাধবসেন পরাক্রান্ত অগ্নিমিত্রের সাহায্যে বিদর্ভে আপন প্রাধান্যস্থাপন মানসে, অগ্নিমিত্রকে কনিষ্ঠা সহোদরার অর্পণ দ্বারা মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া স্বপক্ষে আনিবার উদ্দেশ্যে উক্ত সোদরাকে লইয়া বিদিশামুখে যাত্রা করেন। পথমধ্যে মাধবসেনের পরম বৈরী বিদর্ভের অন্যতম রাজা যজ্ঞসেনের এক জন সীমান্ত-কর্ম্মচারী হঠাৎ সসৈন্যে আক্রমণ-পূর্ব্বক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাধবকে কারারুদ্ধ করেন। এই সময়ে মাধবের সহযাত্রী তদীয় প্রধান ও প্রবীণ মন্ত্রী সুমতি, তাঁহার ভগিনী কৌশিকী ও রাজকুমারী মালবিকাকে লইয়া কতিপয় অনুচরসহ পলায়নপূর্ব্বক রমণীদ্বয়ের প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু অদৃষ্টদোষে পথিমধ্যবর্ত্তী এক গহন অরণ্যে এক দল আরণ্য দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মন্ত্রী সুমতিও নিহত হন। আর সুমতির ভগিনী কৌশিকী অচেতন অবস্থায় ঐ বনমধ্যেই পড়িয়া থাকেন। দস্যুগণ সুমতি ধনরত্নাদির সহিত মাধবসেনের সেই কুমারী সোদরাকেও হরণ করিয়া লইয়া যায়।

ই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত উপজীব্য করিয়া কালিদ কাগ্নিমিত্র নাটক নির্ম্মাণ করিয়া... কালিদাসে. এই ব্যাপারের আলোচনা দেশে সর্ব্বত্রই হইত দর দেশে এখনও যেমন, চিতোর সংক্রান্ত পদ্মিনীর ান লোকের মুখে মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে কালিদাসের সময়েও ঐ কুমারীর কথার সর্ব্বত্র ছিল। বিদর্ভের রাজকন্যাকে দস্যুতে হরণ করিয় গিয়াছে, এ একটা আন্দোলনের কথাও বটে। ইহ এই নাটকের ঐতিহাসিকতার অ ... কতিপয় কার

প্রিয়দর্শী" মহারাজ অশোক স্বীয় রাজত্বকালে অতি র সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণ সমাজে যে একটা অযথা আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন তাহা খর্ব্ব করিবেন। লোকে ব্রাহ্মণদিগকে যে ঐশ অগ্রদূত বা আধার বলিয়া মনে করে এ ভ্রান্তির তিি করিবেন। প্রকৃতপক্ষে, যদি কোন ব্যক্তির ঐশী শক্তি , তবে তিনি সর্ব্বথা সম্মানযো ... সকলের প্রাণই হিংসা ধর্ম্মের মূল-নীতি নহে।—ইত্যাদি ধারণার হইয়া, অশোক, সর্ব্বপ্রথমেই স্বরাজ্যমধ্যে যজ্ঞার্থে সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া দেন। তাঁহার পূর্ব্বে ও শাসনবিষয়ে ব্রাহ্মণগণই একমাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা লন। অশোক ব্রাহ্মণদিগের এই চিরন্তনী ক্ষমতাও করিয়া লন। ইহা ছাড়া "নীতিশিক্ষক" নামে কতক-কর্ম্মচারীর নিয়োগ-পূর্ব্বক, অশোক, সমাজের উপর দিগের উপদেশ-দানের যে একটা অপ্রতিহত অধিকার ক্রমে তাহাও বিলুপ্ত করেন। অশোক নিজে বৌদ্ধ হইয়াও, সর্ব্বদাই প্রকাশ করিতেন যে, সকল ধর্ম্মই অভিমত. কোনো ধর্ম্মেরই তিনি বিদ্বেষী নহেন। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল,—ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অক্ষুণ্ণ পের সমূলে ধ্বংস-বিধান।

কিন্তু বৌদ্ধনৃপতি অশোকের মৃত্যুর পরই বাতাস ঘুরিয়া এক নূতন ব্রাহ্মণ-শক্তির অভ্যুত্থান হইল। অগ্নিমিত্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। অবরুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, এই আপন আপন পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে বাধিলেন। অল্পকালমধ্যেই ... র অমিতবলে, দের বিলুপ্ত ব্রাহ্মণ-শক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন. পুষ্পমিত্র, পুত্র অগ্নিমিত্রকে ভারতের সিংহাসনে অভি-করিয়াই, অশোক যে মগধে ব সিয়া যজ্ঞার্থে পশুবধ-ও রহিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই মগধেই মহাসমারোহে মেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, ঐ যজ্ঞীয় তুরঙ্গরক্ষার নিমিত্ত, ার পুত্র বসুমিত্রকে নিযুক্ত করিলেন। কুমার বসুমিত্রের পুষ্পমিত্রের পুত্রবধু, বিদিশাপতি মহারাণী ধারিণী, তুরঙ্গ-রক্ষা

মঙ্গলার্থে শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে ব্রতী করাইলেন এবং বার্ষিক আট শত স্বর্ণ তাঁহাদিগের বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য যাহা বৌদ্ধনৃপতি অশোকের প্রভুত্বকালে একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল, হিন্দু নৃপতির সময়ে তাহা আবার ফিরিয়া আসিল। মহারাজ অগ্নিমিত্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীর দ্বারাই যেন একেবারে পরিবৃত হইলেন। তাঁহার বিদূষক ব্রাহ্মণ, কঞ্চুকী ব্রাহ্মণ, শুদ্ধান্তবাসিনী পরম সম্মাননীয়া পরিব্রাজিকাও ব্রাহ্মণতনয়া এবং ভিতরে ভিতরে ঘোর হিন্দুভাবাপন্না। এই সমুদয় দেখিলে মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব-সঙ্কোচকারী ব্রাহ্মণ নৃপতির সময়ে পূর্ব্ববিলুপ্ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটিল। পুষ্পমিত্রের সময়েই বৈয়াকরণকেসরী পতঞ্জলির আবির্ভাব হয়। ঋষি পতঞ্জলিই প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন দেব-ভাষার সংস্কার সাধন করেন। দৈবী ভাষা "সংস্কৃত" আখ্যায় বিবর্দ্ধিত হয়। বৌদ্ধ-নৃপতিগণের রাজত্বকালে, দেশের প্রচলিত ভাষাতেও বৌদ্ধপ্রভাবের আবরণ পড়িয়াছিল। পালি প্রভৃতি ভাষায় দেশের সাহিত্য বিরচিত হইতেছিল। সংস্কৃতের প্রসার অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। পতঞ্জলির অভ্যুদয়ে সে সব যেন আমূল পরিবর্তিত হইয়া গেল। সংস্কৃতভাষা পুনরুজ্জীবিত হইল। কেবল রাজ-পরিষদে নহে, দেশে, ভাষাতে, সাহিত্যাদিতে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের আধিপত্য পুনরায় অনুপ্রবিষ্ট হইল।

এই নাটকের প্রারম্ভেই আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা দেখিতেছি। বিদর্ভপতি যজ্ঞসেনের শ্যালক মৌর্য্যনৃপতি-দিগের সচিব ছিলেন। অগ্নিমিত্র ঐ সচিবকে কারারুদ্ধ করেন। যখন অগ্নিমিত্রের কর্ণগোচর হইল যে, বিদর্ভের অন্যতম রাজপুত্র মাধবসেন তাঁহাকে ভগ্নী-সম্প্রদান করিতে আসিবার কালে পথিমধ্যে যজ্ঞসেনের সীমান্তকর্ম্মচারিকর্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছেন, তখন অগ্নিমিত্র যজ্ঞসেনের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, অচিরাৎ মাধবসেনকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। নৃপতি যজ্ঞসেনও স-দম্ভে উত্তর দিলেন,—"মহারাজ। আমার শ্যালক মৌর্য্যনৃপতিদিগের সচিব ছিলেন. আপনি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অগ্রে আপনি মুক্তিদান করিলে, আমি আপনার ভাবী মাধবসেনকে কারামুক্ত করিতে পারি। মাধবের সঙ্গে আমার এখানে নাই। সেই বালিকার কোনো সংবাদই আমি জ্ঞাত নহি।" যজ্ঞসেনের এই রাজনৈতিক উত্তরে অগ্নিমিত্র চটিয়া লাল হইলেন এবং সেনাপতি বীরসেনকে বিদর্ভ-বিজয়ের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। বীরসেন বিদর্ভ জয় করিয়া যজ্ঞসেনকে অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। শেষে অগ্নিমিত্র বিজিত বিদর্ভরাজ্যের মধ্যবাহিনী বরদা নদীকে ...পূর্ব্বক. বিদর্ভকে দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত করিয়া

কটিতে মাধবসেনকে, অপরটিতে যজ্ঞসেনকে স্থাপিত করিলেন এবং উভয়কেই—বিদিশার সীমান্তনৃপতি করিয়া লইলেন।

মালবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যে এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, অন্য একটি ঘটনাতেও তৎকালীন সামাজিক অবস্থার কতকটা চিত্র দেখিতে পাইতেছি। অগ্নিমিত্রের সময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত হইয়া আসিলেও সমাজে বৌদ্ধপ্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম পরম সম্মানের সহিত পরিদৃষ্ট হইত। তাই ব্রাহ্মণপ্রধান রাজ-সংসারে বৌদ্ধপরিব্রাজিকা পণ্ডিত কৌশিকীর অত প্রতাপ। পুষ্পমিত্র মগধের বৌদ্ধরাজত্ব বিলোপ করিয়া হিন্দুরাজত্ব পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। অথচ, তাঁহারই পুত্র অগ্নিমিত্রের রাজধানীতে বা রাজান্তঃপুরে এমন একটি প্রাণীও ছিল না যে, বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী পণ্ডিতা কৌশিকীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য না করিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপ দেশে তখনও এত অধিক ছিল। এই সমুদয় ব্যাপারও এই নাটকের তথা নাটকরচয়িতার প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ।

(৩) পুষ্পবাণবিলাস

পুষ্পবাণবিলাস, কতকগুলি পরস্পর-সম্বন্ধ-বিহীন আদি-রস-মূলক কবিতার সমষ্টি। কালিদাসের লেখার সহিত যাঁহারা সুপরিচিত, এই উদ্ভট শ্লোকবৎ কবিতা-সমষ্টিকে, তাঁহারা কদাচ কালিদাস-রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। ইহা কোন্ তৃতীয় শ্রেণীর কবির কবিত্বকণ্ডূতির নির্য্যাস।

(৪) ঋতুসংহার

গ্রীষ্মাদি ছয়টি ঋতুর সৌন্দর্য্য ও উপভোগযোগ্যতা, প্রেমিক পতি তাঁহার প্রিয়তমাকে দেখাইতেছেন। ইহাতে ছয় ঋতুর নামে ছয়টি সর্গ। ইহাতে গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় তর্ তর্ করিয়া কবিতার প্রবাহ তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে [illegible]তে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও শব্দের দৈন্যে বা ভাবের [illegible] রসাভিব্যক্তির বাধা জন্মে নাই। এই কাব্য অন্য [illegible] কবির নামে যদি প্রচলিত থাকিত, তবুও ইহার [illegible]রিপাট্যে, পাঠক অতি সহজেই ধরিতে পারিতেন [illegible]ই ইহার কবি, যাঁহার নামে প্রচলিত, তিনি [illegible] এতই সুন্দর ও কালিদাসীয় 'লিখন' ভঙ্গিতে [illegible] তবে এই কাব্য যে কবির অতি কাঁচা বয়সের লেখা, তাহ[illegible] সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ সময়ে বোধ হয় কালিদাস অন্য কোনো কাব্য, যাহাতে তিনি অমর হইয়াছেন তাহা লেখেন নাই। সে সমুদয় ইহার পরে লিখিত।

(৫) শৃঙ্গারতিলক।

ইহা [illegible]সের নহে, আসিরসাভাসের একটা উৎকট পূতিগন্ধময় প্র[illegible]। কালিদাসের নামে [illegible] কোন্ অভাগ্য [illegible] নিজকে সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া ধন্য হইয়াছে। [illegible]। ভাবদুষ্ট, অসংবদ্ধ ও অসং[illegible] কত [illegible] কবিতার স[illegible] মাত্র। ইহা কদাচ কালিদাসের নহে।

(৬) শৃঙ্গাররসাষ্টক।

অন্যান্য কবির এক আধটা কবিতা লইয়া আটটি কবিতা পূরা[illegible] শৃঙ্গাররসাষ্টক নামে ইহা প্রচলিত হইয়াছে। কালিদাসের [illegible] আর কাজ ছিল না, তিনি এই সব "তিলক" ও "অষ্টক" লিখিয়াছেন! ইহা কোনো কবির বা [illegible] শিষ্যানুশিষ্যেরও নহে। ইহা যেন কোন্ কবিত্ববর্জ্জিত [illegible] যশঃপ্রার্থী জীর্ণ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্গীর্য্য চর্ব্বণ। তাদৃশ কবিতাপুস্তক পাঠকালে অমর কবি কৃষ্ণচন্দ্র [illegible] 'দুরাশা'-শীর্ষক কবিতাটি মনে পড়ে।

"নে[illegible] নাই, বাঞ্ছা—হেরি বিধুর বদন।
কর্ণ [illegible]াই চাই, শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন!

আত[illegible] সঞ্চিত নাই, বঞ্চিত সাঁতারে।
মান[illegible] মনন, যেতে পয়োনিধিপারে!

অমূল[illegible] কা[illegible]মা-রত্ন-বিহীন মানস।
অভি[illegible]ষ, [illegible] করিবারে ক্রয় কবিযশঃ
প্রেম [illegible]নাই, [illegible] প্রেম-লাভ আশা করি মনে।
হায়ে[illegible]র [illegible]ত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।"